CALCUTTA UNIVERSITY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

২৩।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমার ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য দেহ ধারণ ক'রি। ভগবান্ শঙ্কর আমার ভাগবত ধর্ম্ম যে ভাবে প্রচার ক'রেছেন, সেরূপ আর কেহ ক'রতে পারে নাই। তিনি পঞ্চমুখে অহরহঃ রামনাম কীর্ত্তন ক'রে রামনাম কিভাবে ক'রতে হয় ভক্তগণকে শেখাচ্ছেন, একবার আমায় ব'লেছিলেন—আমি আপনার নাম জপ ক'রে কৃতার্থ হ'য়ে ভবানীর সহিত কাশীধামে নিরন্তর বাস করি এবং মুমূর্ষুগণের মুক্তির জন্য আপনার রাম নাম দান করি। (অগস্ত্য-সংহিতা।)

পার্ব্বতীমাতাকে ব'লেছিলেন, হে দেবি, হে সুন্দরবদনে! সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত হ'য়েছে—রামনাম পরমতত্ত্ব। যে নামপ্রভাবে আমি সর্ব্বজ্ঞ হ'য়েছি, রামনাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ত্রিজগতের মধ্যে আর কিছু নাই, অজ্ঞানে অথবা জ্ঞানে 'রাম' এ দুটী অক্ষর উচ্চারণ

১০ম বর্ষ, পৌষ ১৩৭৮] [সপ্তম সংখ্যা — পুষ্যাভিষেক যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

৭৫৬.৩
০০১/৭ ১০ বর্ষ-১৭-১২ সংখ্যা
মাঘ ১৩৭৮ - বর্ষ ১৩৭৯

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহারাষ্ট্র সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

• • •

মুখ্য-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য ডি.লিট্ * শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি.লিট্

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরতন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

মুদ্রক-কর্ম্মাধিকর :—
ডা: শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্., এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ (লণ্ডন)।
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থমূলক মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ব্ববঙ্গে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিতম্

মহাভারতম্।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত আর্য্যশাস্ত্র

মহাভারতে দ্রোণপর্ব্ব

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদ-সহিতম্।

সূচীপত্র

শ্রীমহাভারত

দ্রোণপর্ব

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	(দ্রোণাভিষেক-পর্ব)	
	ভীষ্মের পতনে কৌরবগণের শোকপ্রকাশ এবং কর্ণকে স্মরণ।	৪১২৭
২।	কর্ণের রণযাত্রা।	৪১৩১
৩।	ভীষ্মের প্রতি কর্ণের উক্তি।	৪১৩৬
৪।	উৎসাহ প্রদান করিয়া কর্ণকে যুদ্ধের জন্য ভীষ্মকর্তৃক প্রেরণাদান এবং কর্ণের আগমনে কৌরবগণের উল্লাস।	
	কর্ণকর্তৃক দুর্যোধনের নিকট সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠাপনের জন্য দ্রোণাচার্যের নাম প্রস্তাব।	
	সেনাপতিপদ গ্রহণ করিবার জন্য দ্রোণাচার্যের নিকট দুর্যোধনের প্রার্থনা।	
	সেনাপতিপদে দ্রোণাচার্যের অভিষেক, কৌরব-পাণ্ডব সৈন্যগণের যুদ্ধ এবং দ্রোণাচার্যের পরাক্রম।	
	দ্রোণাচার্যের পরাক্রম এবং তাঁহার বিনাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।	
	দ্রোণাচার্যের নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ।	
	রাজা ধৃতরাষ্ট্রের শোকে ব্যাকুলতা এবং সঞ্জয়ের প্রতি যুদ্ধবিষয়ক প্রশ্ন।	
	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত লীলাসমূহ বর্ণনা করিতে করিতে ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মহিমাকথন।	৪১৩০
	দুর্যোধনের বর প্রার্থনা এবং অর্জুনের অনুপস্থিতির সময় যুধিষ্ঠিরকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিবার জন্য দ্রোণাচার্যের প্রতিজ্ঞা।	
	যুধিষ্ঠিরকে অর্জুনের আশ্বাসদান এবং যুদ্ধে দ্রোণাচার্যের পরাক্রম।	
	দ্রোণাচার্যের পরাক্রম, কৌরব-পাণ্ডব বীরগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ, রণনদীর বর্ণন এবং অভিমন্যুর বীরত্ব।	
১৫।	শল্যের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ এবং শল্যের পরাজয়।	৪১৭৬
১৬।	যুধামন্যুর পরাক্রম, কৌরব-পাঞ্চালবীরগণের তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ, দ্রোণাচার্যকর্তৃক পাণ্ডবপক্ষের বহু বীরের সংহার এবং অর্জুনের জয়লাভ।	
	(সংশপ্তকবধ-পর্ব)	
	সুশর্মাদি সংশপ্তকগণের প্রতিজ্ঞা এবং যুদ্ধের জন্য তাঁহাদের নিকট অর্জুনের গমন।	
	সংশপ্তক সৈন্যদের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ এবং সুধন্বা-বধ।	
	সংশপ্তকগণের সহিত অর্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।	
	দ্রোণাচার্যকর্তৃক গরুড়-ব্যূহনির্মাণ, যুধিষ্ঠিরের ভয়, ধৃষ্টদ্যুম্নের আশ্বাসদান, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দুর্মুখের যুদ্ধবর্ণন এবং তুমুল যুদ্ধে গজসৈন্যদের সংহার।	
	দ্রোণাচার্যকর্তৃক সাত্যকি, শতানীক, বৃকসেন, ক্ষেম, বসুদান ও পাঞ্চাল-রাজকুমার প্রভৃতির সংহার এবং পাণ্ডব-সৈন্যের পরাভব।	
	দ্রোণাচার্যের যুদ্ধবিষয়ে দুর্যোধন ও কর্ণের আলোচনা।	
	পাণ্ডব-মহারথিগণের রথ, অশ্ব, ধ্বজ ও বলসকলের বিবরণ।	
	স্বীয় বেগ প্রকাশ করিতে করিতে ধৃতরাষ্ট্রের যুদ্ধ-সংবাদ।	
২৪।	কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধের বর্ণনা।	
২৬।	ভগদত্তের হাতীর সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ, হাতী ও ভগদত্তের ভয়ানক পরাক্রম।	
	সংশপ্তকগণের সহিত অর্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং তাহাদের অধিকাংশের বিনাশ।	৪২২৭
	সংশপ্তগণকে বধ করিয়া অর্জুনের কৌরব-সৈন্যদের উপর আক্রমণ এবং ভগদত্ত ও তাঁহার হস্তীর পরাক্রম বর্ণন।	

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অর্জুন ও ভগদত্তের যুদ্ধ, বৈষ্ণবাস্ত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অর্জুনের রক্ষা এবং অর্জুনের দ্বারা হস্তীসহ ভগদত্তের বিনাশ।	
	অর্জুনকর্তৃক বৃষক ও অচলের বধ, শকুনির মায়া ও তাহার পরাজয় এবং কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন।	৪২৫৬
	কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ এবং অশ্বত্থামাকর্তৃক রাজা নীলের সংহার।	
	কৌরব-পাণ্ডব-সৈন্যদের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম, কৌরব মহারথী বীরগণের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধে ভয়ানক লোকক্ষয়, দ্রোণাচার্য্যের উপর পাণ্ডবগণের আক্রমণ, অর্জুন ও কর্ণের যুদ্ধ, কর্ণের ভ্রাতাদের বিনাশ এবং কর্ণ ও সাত্যকির সংগ্রাম।	
	(অভিমন্যুবধপর্ব্ব)।	
৩৩।	দুর্য্যোধনের তিরস্কার, দ্রোণাচার্য্যের প্রতিজ্ঞা এবং অভিমন্যু-বধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।	
	সঞ্জয়কর্তৃক অভিমন্যুর প্রশংসা এবং দ্রোণাচার্য্যের দ্বারা চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ।	
	যুধিষ্ঠির ও অভিমন্যুর পরস্পর আলোচনা এবং চক্রব্যূহভেদ করিবার জন্য অভিমন্যুর প্রতিজ্ঞা।	
	অভিমন্যুর উৎসাহ এবং তাঁহার দ্বারা কৌরব-পক্ষের চতুরঙ্গিণী সৈন্যসংহার।	
	অভিমন্যুর পরাক্রম, তাঁহার দ্বারা অম্বষ্ঠপুত্রের সংহার, শল্যের মোহ এবং কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন।	
	অভিমন্যুকর্তৃক শল্যের ভ্রাতাকে সংহার এবং দ্রোণাচার্য্যের রথী সৈন্যদের পলায়ন।	
৩৪।	দ্রোণাচার্য্যকর্তৃক অভিমন্যুর পরাক্রমের প্রশংসা এবং দুর্য্যোধনের আদেশে অভিমন্যুর সহিত দুঃশাসনের যুদ্ধ আরম্ভ।	৪২৬৫
	অভিমন্যুকর্তৃক দুঃশাসন ও কর্ণের পরাজয়।	৪২৬৮
	অভিমন্যুকর্তৃক কর্ণভ্রাতাকে বিনাশ এবং কৌরব-সৈন্যদের সংহার ও পলায়ন।	৪২৭১
	অভিমন্যুর পশ্চাতে গমনকারী পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে বহুপ্রকারে জয়দ্রথের প্রতিরোধ।	৪২৭৩
	পাণ্ডবগণের সহিত জয়দ্রথের যুদ্ধ এবং যুদ্ধদ্বারে পাণ্ডবগণের প্রতিরোধ।	
৩৫।	অভিমন্যুর পরাক্রম এবং তাঁহার দ্বারা বসাতীয় প্রভৃতি যোদ্ধাগণের বিনাশ।	
	অভিমন্যুকর্তৃক সত্যশ্রবা, বৃহৎ ক্ষত্রিয়, কলিঙ্গরাজ এবং তাঁহার বিপক্ষগণ ও শত শত রাজকুমারের সংহার এবং দুর্য্যোধনের পরাজয়।	
	অভিমন্যুকর্তৃক লক্ষ্মণ ও ক্রাথপুত্রকে বধ এবং সৈন্যসহ ছয় মহারথীর পলায়ন।	
	অভিমন্যুর পরাক্রম, ছয় মহারথীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ এবং তাঁহার দ্বারা বৃষ্ণাবক ও বশ ভ্রাতার সহ রাজগণের সহিত কোশলরাজ বৃহদ্বলকে বিনাশ	
	অভিমন্যুকর্তৃক অম্বষ্ঠকেতু, ভোজ ও কর্ণের সচিবাদিকে বধ এবং ছয় মহারথীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ ও এই মহারথিগণের দ্বারা অভিমন্যুর ধনু, রথ, ঢাল এবং তরবারি নাশ।	৪২৮৩
	অভিমন্যুর কালিকেয়, বসাতি ও কেকয়-বধী বীরদিগকে বধ এবং ছয় মহারথীর সহায়তায় অভিমন্যুর বিনাশ ও পলায়নপর সৈন্যদিগকে যুধিষ্ঠিরের আশ্বাসপ্রদান।	
	তৃতীয় দিনের যুদ্ধ-সমাপ্তি, সৈন্যদের শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন এবং রণভূমির বর্ণন।	
	যুধিষ্ঠিরের বিলাপ।	
	বিলাপরত যুধিষ্ঠিরের নিকট ব্যাসদেবের আগমন এবং অকম্পন ও নারদের সংবাদ বলিতে বলিতে ব্যাসকর্তৃক মৃত্যুর উৎপত্তির প্রসঙ্গবর্ণন।	
	শঙ্কর ও ব্রহ্মার সংবাদ, মৃত্যুর উৎপত্তি এবং তাহার উপর প্রজাসংহারের ভার অর্পণ।	
	মৃত্যুর ঘোর তপস্যা, ব্রহ্মার নিকট হইতে তাঁহার বরলাভ এবং নারদ-অকম্পন সংবাদের উপসংহার।	৪৩০৩
৪৪।	ষোড়শ রাজকীয়োপাখ্যান আরম্ভ, নারদের কৃপায় রাজা মরুত্তের পুত্রলাভ, দস্যুগণকর্তৃক তাহার বধ এবং পুত্রশোকসন্তপ্ত মরুত্তের নিকট নারদের মরুত্তচরিতকথন।	
৪৬।	রাজা দুষ্মন্তের দানশীলতা বর্ণন।	
৪৭।	রাজা গৌরবের অদ্ভুত দানবৃত্তান্ত-কথন।	
৪৮।	রাজা শিবির যজ্ঞ ও দানের মহত্ত্বকথন।	
৪৯।	ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রকীর্ত্তন।	

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬০।	রাজা ভগীরথের চরিত্রবর্ণন।	৪৩১৯
৬১।	রাজা দিলীপের মহত্ত্বকথন।	৪৩২১
৬২।	রাজা মান্ধাতার মহত্ত্বকীর্তন।	৪৩২২
৬৩।	রাজা যযাতির উপাখ্যান।	৪৩২৪
৬৪।	রাজা অম্বরীষের চরিত্রবর্ণন।	৪৩২৫
৬৫।	রাজা শশবিন্দুর সংক্ষিপ্তবিবরণ।	৪৩২৬
৬৬।	রাজা গয়ের চরিত্রবর্ণন।	৪৩২৮
৬৭।	রাজা হরিশ্চন্দ্রের মহত্ত্বকথন।	৪৩৩০
৬৮।	রাজা ভরতের চরিত্র বর্ণন।	৪৩৩১
৬৯।	রাজা পৃথুর চরিত্রকথন	৪৩৩৩
৭০।	পরশুরামের চরিত্রবর্ণন।	৪৩৩৪
৭১।	নারদকর্তৃক সঞ্জয়পুত্রের জীবনদান এবং যুধিষ্ঠিরকে বুঝাইয়া ব্যাসদেবের অন্তর্ধান	

(প্রতিজ্ঞাপর্ব)

অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জুনের বিষাদ এবং ক্রোধ।
যুধিষ্ঠিরের মুখে অভিমন্যুর বধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া জয়দ্রথকে বধ করিবার জন্য অর্জুনের প্রতিজ্ঞা।
জয়দ্রথের ভয় এবং দুর্যোধন ও দ্রোণাচার্যকর্তৃক তাঁহাকে আশ্বাসপ্রদান।
শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অর্জুনের নিকট জয়দ্রথের রক্ষাবিষয়ে কৌরবগণের উদ্যোগবর্ণন। ৪৩৪৫

৭৯।	অর্জুনের বীরোচিত বাক্যকথন।	৪৩৪৮
৭৭।	নানাবিধ অশুভসূচক উৎপাতবর্ণন, কৌরব-সেনাদের ভয় এবং স্বীয় তপিনী সুভদ্রাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসপ্রদান। সুভদ্রার বিলাপ এবং সকলকে শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসদান। শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞায় জয়লাভের জন্য রাত্রিতে অর্জুন কর্তৃক শিবের পূজা, আগন্তুক পাণ্ডব-সৈন্যদের দ্বারা অর্জুনের শুভ চিন্তা এবং অর্জুনে সকলতা লাভের জন্য সকলের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উৎসাহপূর্ণ বাক্যকথন। ৪৩৬৬ স্বপ্নে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জুনের শিবের নিকট গমন ও তাঁহার স্তুতিকরণ।	
৮১।	স্বপ্নে অর্জুনের পুনরায় পাশুপত-অস্ত্রলাভ।	
৮২।	প্রাতঃকালে উঠিয়া যুধিষ্ঠিরের স্নান সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম সমাপন, ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্তুদান, বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সিংহাসনে উপবেশন এবং সেখানে উপস্থিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা সফলতার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা ও শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক তাঁহাকে আশ্বাসদান। অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের আশীর্বাদদান, অর্জুনের রথ শুনিয়া সমস্ত সুহৃদ্‌গণের প্রসন্নতা, সাত্যকি ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত রথে আরোহণ করিয়া অর্জুনের রণযাত্রা এবং যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার জন্য অর্জুনের বাক্যে সাত্যকির গমন। ৪৩৮৫	

(জয়দ্রথবধপর্ব)

৮৪।	ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ।	
৮৬।	ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয়ের তিরস্কার।	
৮৭।	কৌরব-সৈন্যদের উৎসাহ এবং আচার্য দ্রোণকর্তৃক চক্রশকটব্যূহ নির্মাণ। ৪৩৯১ কৌরব-সৈন্যদের দুর্লক্ষণসমূহ বর্ণন, অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দুর্মর্ষণের উৎসাহ এবং রণভূমিতে অর্জুনের প্রবেশ ও শঙ্খনাদ। ৪৪১৪ অর্জুনকর্তৃক দুর্মর্ষণের গজসৈন্য সংহার এবং সমস্ত সৈন্যদের পলায়ন। অর্জুনের বাণসমূহে হতাহত হইয়া সৈন্যসহ দুঃশাসনের পলায়ন। অর্জুন এবং দ্রোণাচার্যের বাক্যালাপ ও যুদ্ধ, দ্রোণাচার্যকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসরমাণ অর্জুনকে কৌরব সৈন্যদের দ্বারা প্রতিরোধ। ৪৪০২ দ্রোণাচার্য ও কৃতবর্মার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জুনের কৌরব-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ এবং ক্রতায়ুধ সুবর্মাদিকে সংহার। অর্জুনকর্তৃক ক্রতায়ু, অচ্যুতায়ু, নিরমিত্র, নীলায়ু, শ্রুতায়ুসৈন্যগণ ও অম্বষ্ঠাদির বধ। দুর্যোধনের তিরস্কার, তাহা শুনিয়া দ্রোণাচার্যকর্তৃক দুর্যোধনের শরীরে দিব্য কবচবন্ধন করিয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে প্রেরণ। ৪৪১৭ দ্রোণাচার্য ও ধৃষ্টদ্যুম্নের তুমুল সংগ্রাম এবং উভয় পক্ষের প্রধান বীরগণেরও পরস্পর তুমুল যুদ্ধ। ৪৪৭০	

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৯৯।	উভয়পক্ষের প্রধান বীরগণের যুদ্ধ।	৪৪৮
১০।	দ্রোণাচার্য্য ও ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধ এবং সাত্যকিকর্ত্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা। দ্রোণাচার্য্যের সহিত সাত্যকির অদ্ভুত যুদ্ধ ভীরুগতিতে কৌরব-সৈন্যমধ্যে অর্জুনের প্রবেশ, বিন্দ ও অনুবিন্দবধ এবং অদ্ভুত জলাশয় নির্ম্মাণ।	
১০০।	শ্রীকৃষ্ণের অশ্বপরিচর্য্যা এবং পান-ভোজনের পর দুই পুই অশ্বগণের দ্বারা অর্জুনকর্ত্তৃক পুনরায় সঙ্গ-সৈন্যের উপর আক্রমণ করিতে করিতে জয়দ্রথের দিকে অগ্রগমন।	
১০১।	শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া কৌরব-সৈন্যের নিরাশা এবং যুদ্ধের জন্য দুর্য্যোধনের সেস্থলে আগমন।	
১০২।	শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অর্জুনকে প্রশংসাপূর্ব্বক উৎসাহদান, অর্জুন ও দুর্য্যোধনের পরস্পরের অভিমুখে আগমন, কৌরব-সৈন্যের ভয় এবং দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান।	৪৪৯
১০৩।	দুর্য্যোধন ও অর্জুনের যুদ্ধ এবং দুর্য্যোধনের পরাজয়।	
১০৪।	অর্জুনের কৌরব-মহারথী বীরগণের সহিত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম।	
১০৫।	অর্জুন ও কৌরব-মহারথী বীরগণের অস্ত্রবর্ণন এবং নয় মহারথীর সহিত একাকী অর্জুনের তুমুল যুদ্ধ।	
১০৬।	দ্রোণাচার্য্য ও তাঁহার সৈন্যের সহিত পাণ্ডব-সৈন্যগণের ঘোরযুদ্ধ এবং দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় রথ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় যুধিষ্ঠিরের পলায়ন।	৪৫০
১০৭।	কৌরব-সৈন্যদলের মধ্যে কেমধূর্ত্তি, বীরধন্বা, নিরমিত্র ও ব্যায়দত্তের বিনাশ এবং দুর্ম্মুখ ও বিকর্ণের পরাজয়।	
১০৮।	দ্রৌপদীর পুত্রগণের দ্বারা সোমদত্তকুমার শলের বিনাশ এবং ভীমসেনকর্ত্তৃক অলম্বুষের পরাজয়।	
১০৯।	ঘটোৎকচের দ্বারা অলম্বুষের বিনাশ এবং পাণ্ডব সৈন্যগণের হর্ষধ্বনি।	৪৫৭
১১০	দ্রোণাচার্য্যের সহিত সাত্যকির যুদ্ধ এবং সাত্যকির প্রশংসা করিতে করিতে অর্জুনের সহায়তার জন্য তাঁহাকে অর্জুনের নিকট গমন করিতে যুধিষ্ঠিরের আদেশদান।	
১১১।	সাত্যকি ও যুধিষ্ঠিরের আলাপ।	
১১২।	অর্জুনের নিকট যাইবার জন্য সাত্যকির উদ্যোগ, সম্মানিত হইয়া তাঁহার প্রস্থান এবং সঙ্গে আগমনরত ভীমসেনকে যুধিষ্ঠিরের রক্ষার জন্য প্রেরণ।	৪৫৯
১১৩।	দ্রোণাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সাত্যকির কাম্বোজ-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ।	৪৬৩
১১৪।	ধৃতরাষ্ট্রের বিষাদ-বৃত্তান্ত কথন, সঞ্জয়কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের দোষ নিরূপণ, ভীমসেন ও শিনিবীর সহিত কৃতবর্ম্মার যুদ্ধ এবং পাণ্ডব-সৈন্যের পরাজয়।	
১১৫।	সাত্যকিকর্ত্তৃক কৃতবর্ম্মার পরাজয়, ত্রিগর্ত্তদেশীয় সমরসৈন্য সংহার এবং জলসন্ধ বধ। সাত্যকির পরাক্রম এবং দুর্য্যোধন ও কৃতবর্ম্মার পুনঃ পরাজয়।	৪৬৫
১১৬।	সাত্যকির সহিত দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধ, দ্রোণাচার্য্যের পরাজয় এবং কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন।	
১১৮।	সাত্যকিকর্ত্তৃক দুষ্পর্ষণ-বধ।	
১১৯।	সাত্যকি ও শারদ্বতের আলাপ এবং সাত্যকিকর্ত্তৃক কাম্বোজ ও যবনাদি সৈন্যগণের পরাজয়।	
১২০।	সাত্যকিকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনে সৈন্যগণের সংহার এবং ভ্রাতৃস্নেহের সহিত দুর্য্যোধনের পলায়ন।	
১২১।	সাত্যকিকর্ত্তৃক পাষাণযোধী ক্ষেত্রসৈন্যদের সংহার এবং সসৈন্যে দুঃশাসনের পলায়ন।	৪৭০
১২২।	দুঃশাসনকে দ্রোণাচার্য্যের তিরস্কার, দ্রোণাচার্য্যকর্ত্তৃক বীরকেতু প্রভৃতি পাঞ্চালবীরগণের সংহার, ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত তাঁহার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, দ্রোণাচার্য্যের মূর্চ্ছা, ধৃষ্টদ্যুম্নের পলায়ন এবং দ্রোণাচার্য্যের জয়লাভ।	৪৭৩
১২৩।	সাত্যকির ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং দুঃশাসনের পরাজয়।	৪৭৬
১২৪।	কৌরব-পাণ্ডবের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ও পাণ্ডবগণের সহিত দুর্য্যোধনের সংগ্রাম।	৪৭৮
১২৫।	দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক বৃহৎক্ষত্র, ধৃষ্টকেতু, অনাধৃষ্ট সহদেব এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ক্ষত্রধর্ম্মের বিনাশ ও চেকিতানের পরাজয়।	৪৮০
১২৬।	অর্জুন ও সাত্যকির অন্বেষণের জন্য চিন্তান্বিত যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ভীমসেনকে প্রেরণ।	৪৮৩

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১২৭।	ভীমসেনের কৌরব-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ, দ্রোণাচার্য্যের সারথিসহ রথকে চূর্ণ করিয়া দিয়া ভীমসেনকর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের একাদশ পুত্রকে বিনাশ এবং অবশিষ্ট পুত্রগণসহ সৈন্যদের পলায়ন।	
১২৮	দ্রোণাচার্য্য ও অন্য কৌরবযোদ্ধাদিগকে পরাজিত করিয়া ভীমসেন কর্ত্তৃক দ্রোণাচার্য্যের রথকে তুলিয়া আছাড় দিবার নিক্ষেপ, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার গর্জ্জন এবং প্রসন্নচিত্ত যুধিষ্ঠিরের বধ বিষয়ে চিন্তা।	
১২৯।	ভীমসেন ও কর্ণের যুদ্ধ এবং কর্ণের পরাজয়।	
১৩০।	দ্রোণাচার্য্যকে দুর্য্যোধনের তিরস্কার, তাঁহাকে সাত্যকির পরাক্রমের কথা বলিয়া দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ এবং তাঁহার সহিত যুধামন্যু ও উত্তমৌজার যুদ্ধ।	
১৩১।	ভীমসেন কর্ত্তৃক কর্ণের পরাজয়।	
১৩২।	ভীমসেন ও কর্ণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।	
১৩৩।	কর্ণের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ, কর্ণের সারথিসহ রথকে বিনাশ এবং ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্জ্জয়বধ।	
১৩৪।	ভীমসেন ও কর্ণের যুদ্ধ, ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্জ্জয়ের মৃত্যু এবং কর্ণের পলায়ন।	
১৩৫।	ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক সবেগে ভীমসেনের যশঃবর্ণন এবং নিজের পুত্রগণের নিন্দা এবং ভীমসেনের দ্বারা দুর্মর্ষণাদি ধৃতরাষ্ট্রের পাঁচ পুত্র বধ।	
১৩৬।	ভীমসেন ও কর্ণের যুদ্ধ, কর্ণের পলায়ন, ধৃতরাষ্ট্রের সাত পুত্র বধ এবং ভীমের পরাক্রম।	
১৩৭।	ভীমসেনের কর্ণের সহিত যুদ্ধ এবং দুর্য্যোধনের সপ্ত ভ্রাতার মৃত্যুবরণ।	৪৫৯৮
১৩৮।	ভীমসেন ও কর্ণের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম।	৪৬০২
১৩৯।	ভীমসেন ও কর্ণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, প্রথমে ভীম ও পরে কর্ণের অস্ত্রাঘাত, তাহার পর অর্জ্জুনের বাণ-সমূহে ব্যথিত হইয়া কর্ণ ও অশ্বত্থামার পলায়ন।	
১৪০।	সাত্যকিকর্ত্তৃক রাজা অলম্বুষ এবং দুঃশাসনের অশ্বগণকে বিনাশ।	
১৪১।	সাত্যকির অদ্ভুত পরাক্রম, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে সাত্যকির আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন এবং অর্জ্জুনের চিন্তা।	
১৪২।	ভূরিশ্রবা ও সাত্যকির রোষপূর্ণ আলাপ এবং যুদ্ধ ও সাত্যকির শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত ভূরিশ্রবার বাহুকে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক ছেদন।	
১৪৩।	ভূরিশ্রবাকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের তিরস্কার, অর্জ্জুনের উত্তর দান এবং আহবে অনশনের জন্য উপায়ন ভূরিশ্রবার মস্তক সাত্যকির দ্বারা ছেদন।	৪৬২৫
১৪৪।	ভূরিশ্রবাকর্ত্তৃক সাত্যকির অপমানিত হইবার কারণ বর্ণন এবং বৃষ্ণিবীরগণের প্রশংসা।	
১৪৫।	জয়দ্রথের উপর অর্জ্জুনের আক্রমণ, কর্ণ ও দুর্য্যোধনের আলাপ, কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ, কর্ণের পরাজয় এবং সকল যোদ্ধার সহিত অর্জ্জুনের উভয়কর যুদ্ধ।	৪৬৩৫
১৪৬।	অর্জ্জুনের অদ্ভুত পরাক্রম এবং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের	৪৬৭৩
১৪৭।	অর্জ্জুনের বাণসমূহের আঘাতে কৃপাচার্য্যের মূর্চ্ছা, ইহাতে অর্জ্জুনের খেদ, কর্ণ ও সাত্যকির যুদ্ধ এবং কর্ণের পরাজয়।	
১৪৮।	কর্ণকে অর্জ্জুনের তিরস্কার এবং বৃষসেনকে বধ করিবার জন্য অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা, অর্জ্জুনকে বাধাদান করিয়া তাঁহাকে রণভূমির ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বে লইয়া গমন। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে বিজয়বার্ত্তাকথন, যুধিষ্ঠিরের শ্রীকৃষ্ণস্তুতি এবং অর্জ্জুন, ভীমসেন ও সাত্যকিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন।	
১৪৯।	ব্যাকুলচিত্ত দুর্য্যোধনের খেদ প্রকাশ এবং দ্রোণাচার্য্যের তিরস্কার।	
১৫১।	দুর্য্যোধনকে দ্রোণাচার্য্যের উত্তরদান এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্থান।	
১৫২।	দুর্য্যোধনের কর্ণের সহিত আলাপ এবং পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ।	
	(ঘটোৎকচবধপর্ব্ব।)	
১৫৩।	কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যের যুদ্ধ, দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের সংগ্রাম এবং দুর্য্যোধনের পরাজয়।	
১৫৪।	রাত্রিযুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যের উপর পাণ্ডব-সৈন্যের আক্রমণ এবং দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক তাহাদের সংহার।	৪৬৮৯

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৪৪।	দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক শিবিকে বধ এবং ভীমসেনের দ্বারা ধনুষ্টী (ধৃষ্টি) ও ক্ষত্রদেব প্রভৃতি কলিঙ্গ-রাজকুমার, ভ্রুব, ভয়রাত এবং ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্ম্মর্ষ ও দুর্ম্মুখের বিনাশ।	৪৬৬
১৪৬।	সোমদত্ত ও সাত্যকির যুদ্ধ, সোমদত্তের পরাজয়, ঘটোৎকচ ও অশ্বত্থামার যুদ্ধ এবং অশ্বত্থামাকর্ত্তৃক ঘটোৎকচের পুত্র, এক অক্ষৌহিণী রাক্ষসসৈন্য ও রূপদপুত্রগণের সংহার এবং পাণ্ডবসৈন্যগণের পরাজয়।	৪৬৯
১৪৭।	সোমদত্তের মূর্চ্ছা, ভীমকর্ত্তৃক বাহ্লীকবধ, ধৃতরাষ্ট্রের দশ পুত্র ও শকুনির সপ্ত ভ্রাতা সংহার এবং দ্রোণাচার্য্য ও ধৃষ্টদ্যুম্নের তুমুলযুদ্ধ।	
১৪৮।	দুর্য্যোধন ও কর্ণের আলাপ, কৃপাচার্য্যের কর্ণকে তিরস্কার এবং কর্ণের কৃপাচার্য্যকে অপমান।	
১৪৯।	কর্ণকে বধ করিবার জন্য অশ্বত্থামার উদ্যোগ, দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক অশ্বত্থামার প্রতিরোধ, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের কর্ণের উপর আক্রমণ, কর্ণের পরাক্রম, অর্জ্জুনকর্ত্তৃক কর্ণের পরাজয় এবং পাঞ্চালগণকে বধ করিবার জন্য অশ্বত্থামাকে দুর্য্যোধনের অনুরোধ।	
১৫০।	দুর্য্যোধনকে তিরস্কারসূচক আশ্বাসপ্রদান করিয়া পাঞ্চালগণের সহিত অশ্বত্থামার যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথিসহ রথকে নষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহার সৈন্যদিগকে বিতাড়নপূর্ব্বক অশ্বত্থামার অদ্ভুত পরাক্রমপ্রদর্শন।	
১৫১।	ভীমসেন ও অর্জ্জুনের আক্রমণ এবং কৌরব-সৈন্যগণের পলায়ন।	৪৭৮
১৫২।	সাত্যকিকর্ত্তৃক সোমদত্তবধ, দ্রোণাচার্য্য ও যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে দ্রোণাচার্য্যের নিকট হইতে দূরে থাকিতে আদেশদান।	৪৭৩
১৫৩।	কৌরব ও পাণ্ডবসৈন্যগণের মধ্যে প্রদীপ (মশাল)-সমূহ প্রজ্বালন।	৪৭৩
১৫৪।	উভয় পক্ষের সৈন্যগণের তুমুল যুদ্ধ এবং দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিবার জন্য সৈন্যগণকে দুর্য্যোধনের আদেশদান।	৪৭৬
১৫৫।	উভয়পক্ষের সৈন্যগণের যুদ্ধ এবং ধৃতদ্যুম্নকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের পরাজয়।	
১৫৬।	সাত্যকিকর্ত্তৃক ভূরির দক্ষিণ হস্তের, ঘটোৎকচ অশ্বত্থামার ঘোর যুদ্ধ এবং দুর্য্যোধনের পলায়ন।	
১৫৭।	কর্ণের দ্বারা নকুলের পরাজয়, নকুলকর্ত্তৃক শক্তসেনীকের বিনাশ, বিরাটের পরাজয়, অর্জ্জুনের নিকট হইতে পরাজিত হইয়া অলম্বুষের পলায়ন।	
১৫৮।	নকুলপুত্র শতানীককর্ত্তৃক চিত্রসেন এবং বৃষসেন কর্ত্তৃক রূপদের পরাজয় ও প্রতিবিন্ধ্য এবং দুঃশাসনের যুদ্ধ। নকুলকর্ত্তৃক শকুনির পরাজয় এবং শিবগী ও কৃপাচার্য্যের তুমুল যুদ্ধ।	
১৫৯।	ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধ, ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক ক্ষত্রদেবের বিনাশ, সাত্যকি ও কর্ণের যুদ্ধ, কর্ণ-দুর্য্যোধনের পরামর্শ এবং পাণ্ডবসৈন্যগণের উপর শকুনির আক্রমণ। সাত্যকিকর্ত্তৃক দুর্য্যোধন, অর্জ্জুনকর্ত্তৃক শকুনি ও উলূক এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক কৌরব সৈন্যগণের পরাজয়। দুর্য্যোধনের তিরস্কারে সকল হইতে দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণের তুমুল যুদ্ধ, পাণ্ডবসৈন্যগণের পলায়ন, ভীমসেন কর্ত্তৃক পলায়মান সৈন্যগণের প্রত্যাবর্ত্তন এবং অর্জ্জুনের সহিত ভীমসেনের কৌরব-সৈন্যগণের উপর আক্রমণ। কর্ণকর্ত্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্ন ও পাঞ্চালগণের পরাজয়, যুধিষ্ঠিরের বিপত্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকর্ত্তৃক কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ঘটোৎকচকে উৎসাহদান ও প্রেরণ।	
১৬০।	ঘটোৎকচ ও অলম্বুষের তুমুল যুদ্ধ এবং অলম্বুষ বধ।	৪৭৮
১৬১।	ঘটোৎকচ ও তাহার রথাদির অদ্ভুত বর্ণন এবং কর্ণ ও ঘটোৎকচের তুমুল সংগ্রাম। অলম্বুষের রণাঙ্গনে প্রবেশ এবং তাহার অদ্ভুত ও রথাদির বর্ণন।	
১৬২।	ভীমসেন ও অলম্বুষের তুমুল যুদ্ধ।	
১৬৩।	উভয়পক্ষের সৈন্যগণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ, ঘটোৎকচ কর্ত্তৃক অলম্বুষ বধ এবং দুর্য্যোধনের অনুতাপ। ঘটোৎকচের তুমুল যুদ্ধ এবং কর্ণকর্ত্তৃক ইন্দ্রদত্ত শক্তির দ্বারা তাহার বিনাশ।	

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮০।	ঘটোৎকচের বিনাশে পাণ্ডবগণের শোক, শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ এবং তাহার কারণবর্ণন।	৪৮০৮
১৮১।	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অর্জুনের নিকট অলম্বুষ প্রভৃতি রাক্ষসযোদ্ধিগকে বধ করিবার কারণ বর্ণন।	৪৮১১
১৮২।	কর্ণ অর্জুনের উপর কেন শক্তি নিক্ষেপ করেন নাই, ইহার উত্তরে সঞ্জয়কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে এবং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সাত্যকির নিকটে রহস্যমুক্ত কথন।	
১৮৩।	ধৃতরাষ্ট্রের অনুতাপ, সঞ্জয়ের উত্তরদান, রাজা যুধিষ্ঠিরের শোক এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও মহর্ষি বেদব্যাসকর্তৃক তাঁহাকে প্রবোধদান।	
	(দ্রোণবধ-পর্ব।)	
১৮৪।	নিদ্রাব্যাকুল উভয়-পক্ষের সৈন্যগণের অনুনয়ে রাত্রি সমন এবং চন্দ্রোদয়ের পর উত্থিত হইয়া পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ।	
১৮৫।	দুর্যোধনের তিরস্কার এবং দ্রোণাচার্য্যের ব্যঙ্গপূর্ণ উক্তিতে উত্তর দান।	
১৮৬।	পাণ্ডববীরগণের দ্রোণাচার্য্যের উপর আক্রমণ, ক্ষত্রদেব পৌরবগণ এবং ক্ষত্রদেব ও বিরাট প্রভৃতি বীরযুদ্ধের বধ, ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতিজ্ঞা এবং উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ।	৪৮৩১
	যুদ্ধস্থলে ভীষণ অবস্থার বর্ণন এবং নকুলকর্তৃক দুর্যোধনের পরাজয়।	
১৮৮।	দুঃশাসন-সহদেব, কর্ণ-ভীমসেন এবং দ্রোণাচার্য্য ও অর্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।	
১৮৯।	দুঃশাসনকে পরাজিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্রোণাচার্য্যের উপর আক্রমণ, নকুল-সহদেব দ্বারা তাঁহার রক্ষা, দুর্যোধন ও সাত্যকির আলাপ এবং যুদ্ধ, অর্জুনের কৌরব-সৈন্যের উপর আক্রমণ।	
১৯০।	দ্রোণাচার্য্যের ভয়ঙ্কর কার্য্য, দ্রোণাচার্য্যকে অস্ত্রত্যাগ করিতে ঋষিগণের আদেশদান এবং অশ্বত্থামার মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করত দ্রোণাচার্য্যের নিজ জীবনে নৈরাশ্য।	৪৮৪০
১৯১।	দ্রোণাচার্য্য ও ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধ এবং সাত্যকির বীরত্ব ও প্রশংসা।	
১৯২।	উভয়পক্ষের শ্রেষ্ঠ মহারথী বীরগণের পরস্পর যুদ্ধ, ধৃষ্টদ্যুম্নের আক্রমণ, দ্রোণাচার্য্যের অনুতাপ করিয়া যোগধারণা দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক তাঁহার শিরশ্ছেদ।	৪৮৫৮

বিষয়	
(নারায়ণাস্ত্র-মোক্ষপর্ব।)	
১৯৩।	কৌরব-সৈন্য ও সেনাপতিগণের পলায়ন এবং অশ্বত্থামাকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কৃপাচার্য্যের দ্রোণবধ-বৃত্তান্ত কথন।
১৯৪।	ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন।
১৯৫।	অশ্বত্থামার ক্রোধপূর্ণ উক্তি এবং তাঁহার দ্বারা নারায়ণাস্ত্রের আবির্ভাব।
১৯৬।	কৌরব-সৈন্যের সিংহনাদ শ্রবণ করত অর্জুনের নিকটে যুধিষ্ঠিরের কারণ জিজ্ঞাসা, অর্জুনকর্তৃক অশ্বত্থামার ক্রোধ ও গুরুহত্যার ভীষণ পরিণাম বর্ণন।
১৯৭।	ভীমসেনের বীরোচিত উক্তি এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক নিজের কার্য্যের সমর্থন।
১৯৮।	সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের বাক্যযুদ্ধ এবং ভীমসেন, সহদেব, শ্রীকৃষ্ণ এবং যুধিষ্ঠিরকর্তৃক উহাদের নিবারণ। ৪৮৮৫
১৯৯।	অশ্বত্থামার নারায়ণাস্ত্রপ্রয়োগ, রাজা যুধিষ্ঠিরের বিলাপ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক উপস্থিত উপায়ে সৈন্যগণের রক্ষা, ভীমসেনের বীরোচিত ভাষণ এবং তাহার উপর নারায়ণাস্ত্রের প্রবল আক্রমণ। ৪৮৮৯
২০০।	শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ভীমসেনকে রথ হইতে বলপূর্ব্বক অবতারণ, ইহাতে নারায়ণ-অস্ত্রের শান্তভাব ধারণ, এই অস্ত্রের পুনঃ প্রয়োগে অশ্বত্থামার অসামর্থ্যজ্ঞাপন, অশ্বত্থামা দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের পরাজয়, সাত্যকিকর্তৃক দুর্যোধন, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, কর্ণ ও বৃষসেন—এই ছয় মহারথীর বিতাড়ন, অশ্বত্থামা দ্বারা মালব, কৌরব ও চেদিদেশের যুবরাজগণের বিনাশ, অশ্বত্থামা ও ভীমের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং পাণ্ডবসৈন্যের পলায়ন।
২০১।	অশ্বত্থামার আগ্নেয়াস্ত্রে এক অক্ষৌহিণী পাণ্ডবসেনা সংহার, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের উপর এই অস্ত্রের কোন প্রভাব না হওয়ায় চিন্তিত অশ্বত্থামাকে ব্যাসদেবকর্তৃক শিব ও শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কথন।
২০২।	অর্জুনের নিকটে ব্যাসদেবকর্তৃক শিবের মহিমা কথন এবং দ্রোণপর্ব্বের পাঠ ও শ্রবণ ফলনিরূপণ। ৪৯১৩

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[রাজ্ঞঃ শিবের্যজ্ঞদানয়োর্মহত্ত্বকথনম্ ।]

নারদ উবাচ ।

শিবিরৌশীনরশ্চাপি মৃতঃ স্বর্গস্য তুল্যতাম্ ।
য ইমাং পৃথিবীং সর্বাং চর্মবৎ পর্য্যবেষ্টয়ৎ ॥ ১
সাদ্রিদ্বীপার্ণববনাং রথঘোষেণ নাদয়ন্ ।
স শিবির্বৈ রিপূন্ নিত্যং মুখান্ নিঘ্নন্ সমস্তজিৎ ॥ ২
তেন যজ্ঞৈর্বহুবিধৈরিষ্টঃ পর্য্যাপ্তদক্ষিণৈঃ ।
স রাজা বীর্য্যবান্ ধীমানবাপ্য বসু পুষ্কলম্ ॥ ৩
সর্বমূর্ধাভিষিক্তানাং সম্মতঃ সোঽভবদ্ ভুবি ।
অয়জচ্চাশ্বমেধৈর্যো বিজিত্য পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৪
নিরর্গলৈর্বহুফলৈর্নিষ্ককোটিসহস্রদঃ ।
হৃষ্যন্নরপতির্বীরৈর্মৃগৈর্গোঽশ্বাভিভূষিতা ॥ ৫
বিবিধাং পৃথিবীং পুণ্যাং শিবির্ব্রাহ্মণসাৎকরোৎ ।
যাবত্যো বসুধা দ্বীপা যাবত্যো দিশি তারকাঃ ॥ ৬
যাবত্যঃ সিকতা গাঙ্গ্যো যাবন্মেরোর্মহোপলাঃ ।
উদধৌ চ যাবন্তি রত্নানি প্রাণিনোঽপি চ ॥ ৭
তাবতীরদদদ্ গা বৈ শিবিরৌশীনরোঽধ্বরে ।
নো যযাতের্ধুরস্থস্য কক্ষিবন্তং প্রজাপতিঃ ॥ ৮
ভূতঃ ভবাঃ ভবন্তং বা নানাগচ্ছন্নরোত্তমম্ ।
তস্যাসন্ বিবিধা যজ্ঞাঃ সর্বকামৈঃ সমর্দ্ধিতাঃ ॥ ৯
হেমযূপাসনপুরা হেমপ্রাকারতোরণাঃ ।
শুচি স্বাদ্বন্নপানঞ্চ ব্রাহ্মণাঃ প্রসৃতাস্তদা ॥ ১০
নানাভক্ষ্যৈঃ প্রিয়কথাঃ পরোদধিঘৃতহ্রদাঃ
তস্যাসন্ যজ্ঞবাটেষু নদ্যঃ শুভ্রান্নপর্বতাঃ ॥ ১১
পিবত খাদত ভুঙ্ক্ষ্বমিতি যত্র ঘোষো জনাঃ ।
যস্মৈ প্রাদাদ্ বরং রুদ্রস্তুষ্টঃ পুণ্যেন কর্মণা ॥ ১২

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[রাজা শিবির যজ্ঞ ও দানের মহত্ত্বকথন ।]

নারদ বলিলেন,—পুত্র ! যিনি এই সমগ্র পৃথিবীকে চর্মের ন্যায় সর্বতোভাবে বেষ্টন করিয়াছিলেন (অর্থাৎ সর্বথা নিজের অধীনস্থ করিয়াছিলেন), সেই উশীনরপুত্র রাজা শিবিও মৃত্যুবরণ করিয়াছেন—ইহাও আমরা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১

রাজা শিবি পর্বত, দ্বীপ, সমুদ্র এবং বনভূমিসহ পৃথিবীকে বীর রথের ঘর্ঘরশব্দে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে প্রধান প্রধান শত্রুদিগকে বধ করিয়া সর্বদা নিজের বিপক্ষগণকে ভয় করিতেন ॥ ২

তিনি প্রচুর দক্ষিণাসম্বলিত নানাপ্রকার যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই পরাক্রমশালী ও বুদ্ধিমান্ নরপতি শিবি পর্য্যাপ্ত ধনলাভ করিয়া যুদ্ধে সমস্ত মূর্ধাভিষিক্ত রাজগণের দৃষ্টিতে সম্মাননীয় বীর হইয়াছিলেন। তিনি এই পৃথিবীকে জয় করিয়া অনেক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥ ৩-৪

তাঁহার এই সব যজ্ঞ প্রভূত ফলপ্রদান করিয়াছিল এবং সর্বদা নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হইত। তিনি সহস্র কোটি স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়াছিলেন। রাজা শিবি চর্ম, অশ্ব, মৃগ, গো, ছাগল ও ভেড়া প্রভৃতি পশুগণ এবং ধান্যসহ নানাপ্রকারের পবিত্র ভূমিও ব্রাহ্মণগণের অধীনস্থ করিয়া দিয়াছিলেন।

যতগুলি মেঘ হইতে জল ধারা পতিত হইয়া থাকে, আকাশে যত নক্ষত্র দেখা যায়, গঙ্গাতীরে যত বালুকণা আছে, সুমেরু পর্বতে যত স্থূল (তারী) প্রস্তরখণ্ড আছে এবং মহাসাগরে যত রত্নরাশি আছে, তত গো উশীনরপুত্র শিবি যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন ॥

প্রজাপতি ব্রহ্মাও নিজের সৃষ্টির মধ্যে কৃত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালে কোনও অন্য শ্রেষ্ঠ নরপতিকে এরূপ দান দেন নাই, যিনি শিবির কার্য্যভার বহন করিতে সমর্থ হইবেন ॥

তিনি নানাপ্রকার বহুসংখ্যক এরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যাহাতে প্রার্থিগণের সমস্ত কামনারাশি পূর্ণ হইয়াছিল। সেই সমস্ত যজ্ঞে যজ্ঞস্তম্ভ, আসন, গৃহ, প্রাচীর ও তোরণদ্বার সব কিছুই সুবর্ণের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল ॥

এই সব যজ্ঞে ভোজনের জন্য খাদ্যবস্তু পবিত্র ও স্বাদিষ্ট ছিল। সেখানে ঘৃত ও দধির জন্য বড় বড় সরোবর নির্মিত হইয়াছিল। সেখানে হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য লাভ করিয়া প্রসন্নতাপ্রকাশকারী আলাপ-আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার যজ্ঞশালাসমূহে শাকযোগ্য পদার্থসকলের নদী প্রবাহিত হইয়াছিল এবং শুভ্র অন্নসমূহের দ্বারা পর্বত উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৫-১১

সেখানে সকলের জন্যই ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, সজ্জনগণ। পান করুন এবং যাহার যেরূপ অভিরুচি তদনুসারে

অক্ষয়ং দদতো বিত্তং শ্রদ্ধা কীর্ত্তিস্তথা ক্রিয়াঃ।
যথোক্তমেব ভূতানাং ক্রিয়ন্তে স্বর্গমুত্তমম্ ॥ ১৩
এতাল্লব্ধ্বা বরানিষ্টান্ শিবিঃ কালে দিবং গতঃ।
স চেন্মমার সঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া ॥ ১৪

পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তভ্যং মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ।
অযজ্ঞানমদাক্ষিণ্যমতি বৈতোহ্যদাহরৎ ॥ ১৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি ষোড়শরাজকীয়ে
অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

অন্ন-পানাদি গ্রহণ করত তর্পণ করুন। ভগবান্ শিব রাজা শিবির পুণ্যকর্ম্মসমূহে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এই বরদান করিয়াছিলেন যে, রাজন্! সঙ্কল্প মাত্র করিতে থাকিলেও তোমার ধনক্ষয় প্রাপ্ত হইবে না; তোমার শ্রদ্ধা, কীর্ত্তি ও পুণ্যকর্ম্মসমূহও অক্ষয় হইবে। তোমার কথানুসারেই সকল প্রাণী তোমার সহিত সদ্ভাবস্থাপন করিবে এবং শেষে তুমি উত্তম স্বর্গলোক লাভ করিবে ॥ ১২-১৩

এই সব অভীষ্ট বরলাভ করিয়াও রাজা শিবি সময় আসিলে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। সঞ্জয়! ইনি তোমা অপেক্ষা ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই চারিটি অভিপ্রায় অধিক ছিলেন এবং পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। বিদ্বানগণ সঞ্জয়! যখন এই শিবিও নিহত হইয়াছেন, তখন ধন্য ও দানকর্ম্মহীন পুত্রের জন্য তোমার এইরূপ শোক করা উচিত নয়। নারদ রাজা সঞ্জয়কে এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ১৪-১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে ষোড়শরাজকীয়োপাখ্যানবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতঃ শ্রীরামচন্দ্রস্য চরিত্রকীর্ত্তনম্]

নারদ উবাচ।

রামং দাশরথিং চৈব মৃতং শৃণুষ্ব তত্ত্বতঃ।
যং প্রজা অযজন্ত পিতা পুত্রানিবৌরসান্ ॥ ১
অসংখ্যেয়া গুণা যস্মিন্নাসন্নাসন্নমিততেজসি।
দশচতুর্দশ বর্ষাণি নিদেশাৎ পিতুরচ্যুতঃ ॥ ২
বনে বসিতবান্ সার্দ্ধমবসন্নপ্রজাব্রজঃ।

জঘান চ জনস্থানে রাক্ষসান্ মনুজর্ষভঃ ॥ ৩
তপস্বিনাং রক্ষণার্থং সহস্রাণি চতুর্দ্দশ।
তত্রৈব বসতস্তস্য রাবণো নাম রাক্ষসঃ ॥ ৪
জহার ভার্য্যাং বৈদেহীং সম্মোহ্যৈনং সহানুজম্।
(রামাং হৃতাং রাক্ষসেন ভার্য্যাং শ্রুত্বা জটায়ুষঃ।
আতুরঃ শোকসন্তপ্তোঽগচ্ছদ্ রামো হরীশ্বরম্ ॥

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রকীর্ত্তন।]

নারদ বলিলেন,—সঞ্জয়! দশরথনন্দন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রও এই মনুষ্যলোক হইতে পরমধামে গমন করিয়াছেন—ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। তাঁহার রাজ্যে সকল প্রজাই নিরন্তর আনন্দমগ্ন থাকিত। যেরূপ পিতা স্বীয় ঔরসজাত পুত্রকে পালন করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও প্রজাগণকে স্নেহের সহিত সংরক্ষণ করিতেন ॥ ১

তিনি অতিশয় তেজস্বী ছিলেন এবং তাঁহার মধ্যে অসংখ্য গুণ বিদ্যমান ছিল। স্বীয় মর্য্যাদা হইতে কখনও ইনি চ্যুত হন নাই। লক্ষ্মণের বড় ভাই শ্রীরাম পিতা দশরথের আদেশে চৌদ্দ বর্ষ পর্য্যন্ত স্বীয় পত্নী সীতাদেবীর (ও লক্ষ্মণের) সহিত বনে বাস করিয়াছিলেন ॥ ২

নরোত্তম শ্রীরামচন্দ্র জনস্থানে তপস্বী মুনিগণের রক্ষার জন্য চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ৩

এই জনস্থানেই বাস করিবার সময় লক্ষ্মণ-সহ শ্রীরামচন্দ্রকে মোহে নিপাতিত করিয়া রাবণনামে এক রাক্ষস তাঁহার পত্নী বিদেহরাজনন্দিনী সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়াছিল ॥ ৪

নিজের মনোরমা পত্নীকে রাক্ষসের দ্বারা হরণের সংবাদ জটায়ুর মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র আতুর ও শোকসন্তপ্ত হইয়া বানররাজ সুগ্রীবের নিকট যাইলেন।

তেন রামঃ সুসঙ্গম্য বানরৈশ্চ মহাবলৈঃ
আজগামোদধেঃ পারং সেতুং কৃত্বা মহার্ণবে
তত্র হত্বা তু পৌলস্ত্যান্ সপুত্রজ্ঞাতিবান্ধবান্।
মায়াবিনং মহাঘোরং রাবণং লোককণ্টকম্।)
তমাগস্কারিণং রামঃ পৌলস্ত্যমজিতঃ পরৈঃ ॥ ৫
জঘান সমরে ক্রুদ্ধঃ পুরেব ত্র্যম্বকোঽন্ধকম্।
সুরাসুরৈরবধ্যং তং দেবব্রাহ্মণকণ্টকম্। ৬
জঘান স মহাবাহুঃ পৌলস্ত্যং সগণং রণে।
(হত্বা তত্র রিপুং সংখ্যে ভার্য্যয়া সহ সঙ্গতঃ।
লঙ্কেশ্বরঞ্চ চক্রে স ধর্মাত্মানং বিভীষণম্ ॥
ভার্য্যয়া সহ সংযুক্তস্ততো বানরসেনয়া।
অযোধ্যামাগতো বীরঃ পুষ্পকেণ বিরাজতা ॥
তত্র রাজন্ প্রবিষ্টঃ স অযোধ্যায়াং মহাযশাঃ।
মাতৃর্বয়স্যান্ সচিবানৃত্বিজঃ স পুরোহিতান্।
শুশ্রূষমাণঃ সততং মন্ত্রিভিশ্চাভিষেচিতঃ।

বিসৃজ্য হরিরাজানং হনুমন্তং মহাবলম্ ॥
ভ্রাতরং ভরতং বীরং শত্রুঘ্নং চৈব লক্ষ্মণম্।
পূজয়ন্ পরয়া প্রীত্যা বৈদেহ্যা চাভিপূজিতঃ।
চতুঃসাগরপর্য্যন্তাং পৃথিবীমযশাসত।)
স প্রজানুগ্রহং কৃত্বা ত্রিদশৈরভিপূজিতঃ ॥ ৭
ব্যাপ্য কৃৎস্নং জগৎ কীর্ত্ত্যা সুরর্ষিগণসেবিতঃ।
স প্রাপ্য বিধিবদ্ রাজ্যং সর্বভূতানুকম্পকঃ ॥ ৮
আজহার মহাযজ্ঞান্ প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্
নিরর্গলং রাজসূয়মশ্বমেধঞ্চ তং বিভুঃ ॥ ৯
আজহার সুরেশস্ত হবিষা মুদমাহরৎ।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈরীজে বহুগুণৈর্নৃপঃ ॥১০
ক্ষুৎপিপাসেঽজয়দ্ রামঃ সর্বরোগাংশ্চ দেহিনাম্।
সততং শুভসম্পন্নো দীপ্যমানঃ স্বতেজসা ॥ ১১
অতি সর্বাণি ভূতানি রাজো দাশরথির্বভৌ।
ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ মানুষাণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ১২

সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র (তাঁহার সহিত মিত্রতা করিলেন এবং) মহাবল বানরগণকে সঙ্গে লইয়া মহাসাগরে সেতুনির্মাণ করত সমুদ্র পার হইয়া আসিলেন ॥

সেখানে লঙ্কানগরীবাসী পুলস্ত্যবংশজাত রাক্ষসগণকে সুহৃদ্ ও বন্ধুবান্ধবদের সহিত বধ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ শ্রীরাম নিজের প্রধান অপরাধী, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, অপরাজিত বীর, মায়াবী ও লোককণ্টক পুলস্ত্যনন্দন রাবণকে রণাঙ্গনে সেইভাবে নিহত করিলেন, যেভাবে ভগবান্ শঙ্কর পূর্বে অন্ধকাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন ॥

যে দেবতা ও অসুরগণের অবধ্য ছিল, দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণের কণ্টকস্বরূপ ছিল, সেই পুলস্ত্যবংশধর রাবণকে সমরাঙ্গনে মহাবাহু শ্রীরাম তাহার সহায়কগণের সহিত সংহার করিয়াছিলেন ॥

(এইভাবে রণাঙ্গনে বীর শত্রু রাবণকে বধ করিয়া তিনি নিজের ধর্মপত্নী সীতার সহিত মিলিত হন্। তারপর ধর্মাত্মা বিভীষণকে তিনি লঙ্কার রাজা করিয়া দেন ॥

তদনন্তর বীর শ্রীরামচন্দ্র নিজের পত্নী ও বানরসৈন্যদের সহিত শোভাযুক্ত পুষ্পকবিমানের দ্বারা অযোধ্যায় আগমন করেন ॥

রাজন্! অযোধ্যায় প্রবেশ করত মহাযশস্বী শ্রীরামচন্দ্র সেখানে মাতৃবর্গের এবং মিত্র, মন্ত্রী, ঋত্বিক্ ও পুরোহিতগণের সেবায় সর্বদা নিরত থাকিলেন। তখন মন্ত্রিগণ পুনরায় তাঁহার রাজ্যাভিষেক করিয়াছিলেন ॥

উহার পর বানররাজ সুগ্রীব, হনুমান্ ও অঙ্গদকে বিদায়দান করিয়া নিজের বীর ভ্রাতা ভরত, শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণকে সম্মান করিতে থাকিয়া বিদেহরাজনন্দিনী সীতার দ্বারা অতিশয় প্রেমের সহিত সম্মানিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র চারি সমুদ্রবেষ্টিত সমস্ত ভূমণ্ডলকে শাসন করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত প্রজাগণের উপর অনুগ্রহ করিয়া দেবতাদিগেরও সম্মানিত হইলেন ॥৫-৭

দেবর্ষিগণসেবিত শ্রীরাম নিজ অনুভাবে রাজ্য লাভ করিয়া নিজ কীর্তিতে জগৎকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিলেন। সমস্ত প্রাণীর প্রতি অনুগ্রহ করিতে থাকিয়া তিনি ধর্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র নির্বিঘ্নে রাজসূয় ও অশ্বমেধ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে হবিষ্যের দ্বারা তৃপ্ত করিয়া উহাকে অত্যন্ত আনন্দ-প্রদান করিলেন। রাজা রামচন্দ্র অন্যান্য নানাপ্রকার বহু যজ্ঞও করিয়াছিলেন, যে সমস্ত যজ্ঞ বহুগুণ-সম্পন্ন ছিল ॥ ৮-১০

শ্রীরামচন্দ্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে জয় করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত দেহধারী প্রাণিগণের রোগসকলও নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি উত্তমগুণসম্পন্ন হইয়া সকলো স্বীয় তেজে দেদীপ্যমান ছিলেন ॥ ১১

গুণসমূহদ্বারা শ্রীরামচন্দ্র (স্বীয় মহাতেজবশতঃ) সমস্ত প্রাণী অপেক্ষা অধিক শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র যখন

পৃথিব্যাং সহবাসোঽভূদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি।
নাহীয়ত তদা প্রাণঃ প্রাণিনাং ন তদন্যথা ॥ ১৩
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চ রামে রাজ্যং প্রশাসতি।
পর্যাদীপ্যন্ত তেজাংসি তদানর্থাশ্চ নাভবন্ ॥ ১৪
দীর্ঘায়ুষঃ প্রজাঃ সর্বা যুবা ন ম্রিয়তে তদা।
বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সুপ্রীতাঃ প্রাদুরস্তি দিবৌকসঃ ॥ ১৫
হব্যাং কব্যাঞ্চ বিবিধং নিষ্পূর্তং হুতমেব চ।
অদংশমশকা দেশা নষ্টব্যালসরীসৃপাঃ ॥ ১৬
নাপ্সু প্রাণভৃতাং মৃত্যুর্নাকালে অলনোঽদহৎ।
অধর্মরুচয়ো লুব্ধা নূর্খা বা নাভবংস্তদা ॥ ১৭
শিষ্টৈরেবঞ্চকর্মাণঃ সর্বে বর্ণাস্তদাভবন্
স্বধাং পূজাঞ্চ রক্ষোভিরুনস্থানে প্রণাশিতাম্ ॥ ১৮
প্রাণাদ্বিহত্য রক্ষাংসি পিতৃদেবেভ্য ঈশ্বরঃ।

সহস্রপুত্রাঃ পুরুষা দশবর্ষশতায়ুষঃ ॥ ১৯
ন চ জ্যেষ্ঠাঃ কনিষ্ঠৈস্তদা প্রাক্কাস্তকারয়ন্।
(ন তস্করা বা ব্যাধির্বা বিবিধোপদ্রবাঃ ক্বচিৎ।
অনাবৃষ্টিভয়ং চাত্র দুর্ভিক্ষো ব্যাধয়ঃ ক্বচিৎ ॥
সর্বং প্রসন্নমেবাসীদত্যন্তসুখসংযুতম্।
এবং লোকাঽভবৎ সর্বো রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥)
শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষো মত্তনাতঙ্গবিক্রমঃ ॥ ২০
আজানুবাহুঃ সুভুজঃ সিংহস্কন্ধো মহাবলঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ ॥ ২১
সর্বভূতমনঃকান্তো রামো রাজ্যমকারয়ৎ।
রামো রামো রাম ইতি প্রজানামভবৎ কথা ॥ ২২
রামাদ্ রামঃ জগদভূদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি।
চতুর্বিধাঃ প্রজা রাম স্বর্গং নীতা দিবং গতঃ ॥ ২৩

রাজ্যশাসন করিতেছিলেন, সেই সময় ঋষি, দেবতা ও মনুষ্যগণ সকলে একসঙ্গে এই ভূতলে বাস করিতেছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যশাসনের সময় প্রাণিগণের প্রাণ, অপান ও সমানাদি প্রাণবায়ুর ক্ষয় হইত না; তখন এই নিয়মের কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় নাই।

(যজ্ঞ ও অগ্নিহোত্রের সূত্রে) সর্বদিকে অগ্নিদেব সদা প্রজ্বলিত হইয়া থাকিতেন। সেই সময় কাহারও কোনরূপ অনর্থ হইত না। সমস্ত প্রজাই দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিল। কোন জন্তুই মৃত্যুমুখে পতিত হইত না।

চারিবেদের স্বাধ্যায়ে সুপ্রসন্ন হইয়া দেবতা ও পিতৃগণ নানা প্রকার হব্য (দেবোদ্দেশে প্রদত্ত বস্তু) এবং কব্য (পিতৃগণের উদ্দেশে দত্ত বস্তু) লাভ করিতেন। দশদিকে ইষ্ট (যজ্ঞ-যাগাদি) ও পূর্ত (বাপী, কূপ ও তড়াগখনন এবং বৃক্ষরোপণাদি) কর্মসমূহ সম্পন্ন হইত।

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্য শাসনকালে তাঁহার রাজ্যে দংশক ও মশক বহুসংখ্যায়) ছিল না (সেইজন্য উহাদের ভয়ও ছিল না)। সর্প ও বিছা প্রভৃতিও দেখা যাইত না। জলে পড়িয়া যাইলেও কাহারও মৃত্যু হইত না এবং প্রজ্বলিত অগ্নিও কাহাকেও সময়ে দগ্ধ করিত না (অর্থাৎ অকালমৃত্যু তখন ছিল না)।

সেই সময় অধর্মপরায়ণ, লোভী ও মূর্খ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিত না এবং সকল বর্ণেরই মানুষ নিজেদের জন্য শাস্ত্রবিহিত যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিত।

জনস্থানে রাক্ষসেরা যে পিতৃগণ ও দেবতাগণের শ্রাদ্ধ-পূজা প্রভৃতি লোপ করিয়া দিয়াছিল, সেইজন্য ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সেই রাক্ষসকুলকে বিনাশ করিয়া পুনরায় সেই সব কার্য প্রচলিত করিয়াছিলেন এবং পিতৃগণকে শ্রাদ্ধে ও দেবতাবৃন্দকে যজ্ঞের ভাগ প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বের সময় এক এক মানুষের হাজার পুত্র হইতেছিল এবং তাহাদের আয়ুও এক এক সহস্র বৎসর পর্যন্ত ছিল। বড়দিগকে ছোটদের শ্রাদ্ধ করিতে হইত না।

(শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যে কখনও চোর, নানাপ্রকার রোগ এবং বিবিধ উপদ্রব উৎপন্ন হইত না। দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও অনাবৃষ্টির ভয়ও তখন তাঁহার রাজ্য ছিল না। সম্পূর্ণ জগৎকে অত্যন্ত সুখী ও প্রসন্ন দেখা যাইতেছিল। এইভাবে শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বের সময় সকল মানুষ অত্যন্ত সুখী ছিল।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র শ্যামবর্ণ, তরুণ ও ঈষৎ রক্তিম নয়নবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার গতি মদমত্ত হস্তীর ন্যায় ধীর ও গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিল। তাঁহার বাহুযুগল সুন্দর ও জানু পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বলবান শ্রীরামচন্দ্রের কান্তি সমস্ত প্রাণীদিগের মন হরণ করিত। তিনি এগার হাজার বৎসর পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যশাসন সময়ে সমস্ত প্রজাগণের মধ্যেই "রাম, রাম, রাম" এই চর্চাই হইত। শ্রীরামের জন্য সমগ্র জগৎ তখন রামময় হইয়া গিয়াছিল।

আত্মানং সম্প্রতিষ্ঠাপ্য রাজবংশেমিহাষ্টধা।
স চেমমার সুব্রহ্ম চতুর্ভদ্রতরস্বয়া ॥ ২৯
পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তভ্যং মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ।
অযজ্ঞানমদাক্ষিণ্যমতি বৈতোত্যলাঘবম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি ষোড়শরাজকীয়ে
একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

তারপর সমরাঙ্গনে, নিজের ও ভ্রাতাদের অংশস্বরূপ আটটি দুইটি পুত্রের দ্বারা অষ্টপ্রকার রাজবংশ স্থাপন করত শ্রীরামচন্দ্র চারিবর্ণের প্রজাকেই স্বীয় ধামে প্রেরণ করিয়া স্বয়ংও সশরীরে পরম ধামে গমন করিয়াছিলেন।

সৈন্য সুব্রহ্ম! এই শ্রীরামচন্দ্র ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য এই চারিটি বিষয়ে তোমা অপেক্ষা অধিক ছিলেন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষাও অতিশয় পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনিও এই ধরাধামে থাকিতে পারিলেন না, তখন অন্যের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি যজ্ঞ ও দান-দক্ষিণাদি কর্মবর্জিত নিজের পুত্রের জন্য শোক করিও না। দেবর্ষি নারদ রাজা সুব্রহ্মকে এই কথা বলিয়াছিলেন। ২৯-৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্বে দ্রোণপরাজকীয়োপাখ্যানবিষয়ক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো ভগীরথস্য চরিত্রবর্ণনম্।]

নারদ উবাচ।

ভগীরথঞ্চ রাজানং মৃতং সুব্রহ্ম তুল্যম্।
(পরিত্রাণায় পূর্বেষাং যেন গঙ্গাবতারিতা।
যজ্ঞেন্দ্রো বাহুবীর্য্যেণ প্রীতো রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
যোঽশ্বমেধশতৈরীজে সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ॥
হবির্মন্ত্রান্নসম্পন্নৈর্দেবানামোদধাদ্ভুম্।
যজ্ঞেন্দ্রো বিততে যজ্ঞে সোমং পীত্বা মদোৎকটঃ॥
অসুরাণাং সহস্রাণি বহূনি চ সুরেশ্বরঃ।
অজয়দ্ বাহুবীর্য্যেণ তপোবাল্লোকপূজিতঃ)
যেন ভাগীরথী গঙ্গা চতুর্ভিঃ কাঞ্চনৈশ্চিতা
বঃ সহস্রং সহস্রাণাং কন্যা হেমবিভূষিতাঃ
রাজ্ঞশ্চ রাজপুত্রাংশ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো ন্যমন্যত। ১
সর্বা রথগতাঃ কন্যা রথাঃ সর্বে চতুর্যুজঃ।
রথে রথে শতং নাগাঃ সর্বে বৈ হেমমালিনঃ॥ ২
সহস্রমশ্বাশ্চৈকৈকং নাগানাং পৃষ্ঠতোঽন্বয়ুঃ।
অশ্বে অশ্বে শতং গাবো গবাং পশ্চাদজাবিকম্॥ ৩

ষষ্টিতম অধ্যায়।

[রাজা ভগীরথের চরিত্রবর্ণন।]

নারদ বলিলেন,—সুব্রহ্ম! আমাদের আরও শ্রুতিগোচর হইয়াছে যে, রাজা ভগীরথও মৃত্যুবরণ করিয়াছেন; যিনি নিজের পূর্বোক্ত পিতৃ-পিতামহগণকে উদ্ধার করিবার জন্য এই ভূতলে গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিয়াছিলেন। যে মহাত্মা নরপতির বাহুবলে দেবরাজ ইন্দ্রও অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন। যিনি প্রচুর ও উত্তম দক্ষিণাযুক্ত হবিঃ, মন্ত্র এবং অন্নসম্পদে সমন্বিত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ও দেবতাদিগকে আনন্দদান করিয়াছিলেন। যাঁহার মহাযজ্ঞে ইন্দ্র সোমরস পান করিয়া মদোন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং যাঁহার রাজ্যে থাকিয়া লোকপূজিত তপস্বান্ দেবেন্দ্র স্বীয় বাহুবলে বহু সহস্র অসুরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সেই রাজা ভগীরথ যজ্ঞ করিবার সময় গঙ্গার দুই তীরে স্বর্ণময় ইষ্টকের দ্বারা বহু ঘাট নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১

কেবল ইহাই নহে, তিনি সেই সময় বহু রাজা ও রাজপুত্রকে জয় করিয়া তাঁহাদের রাজ্য হইতে সুবর্ণময় অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা দশ সহস্র কন্যা আনিয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। ২

এই সব কন্যা রথে উপবিষ্টা ছিলেন এবং সেই সব রথে চারিটি করিয়া অশ্ব যোজিত ছিল। প্রত্যেক রথের পশ্চাতে স্বর্ণহারে বিভূষিত শত শত হাতী গমন করিতেছিল। ৩

এক এক হাতীর পশ্চাতে হাজার হাজার অশ্ব এবং এক এক অশ্বের পশ্চাতে শত শত গরু ও এক এক গরুর পশ্চাতে দলে দলে ছাগল ও ভেড়া যাইতেছিল। ৪

তেনাক্রান্তা জলৌঘেন দক্ষিণা ভূয়সীর্ধদৎ।
উপস্থরেঽভিব্যথিতা তস্থাবে নিষসাদ হ ॥ ৫
তথা ভাগীরথী গঙ্গা ঊর্বশী চাভবৎ পুরা।
দুহিতৃত্বং গতা রাজ্ঞঃ পুত্রত্বমগমৎ তদা ॥ ৬
তাং তু গাথাং জগুঃ প্রীতা গন্ধর্বাঃ সূর্যবর্চসঃ।
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং শৃণ্বতাং বহ্নিবাসিনঃ ॥ ৭
ভগীরথং যজমানমৈক্ষ্বাকুং ভূরিদক্ষিণম্।
গঙ্গা সমুদ্রগা দেবী বব্রে পিতরমীশ্বরম্ ॥ ৮

তস্য সৈন্যৈঃ সুরগণৈর্দেবৈর্বহ্নিঃ সলঙ্কৃতঃ।
সম্যক্ পরীগৃহীতশ্চ শান্তবিঘ্নো নিরাময়ঃ ॥ ৯
যো য ইচ্ছেত বিপ্রো বৈ যত্র যত্রাজনঃ প্রিয়ম্।
তস্মৈ তস্মৈ প্রতুষ্টাত্মা প্রীতস্তত্র তদাদদৎ বসু ॥ ১০
নাদেয়ং ব্রাহ্মণস্যাসীদ্ যস্য যৎ স্যাৎ প্রিয়ং ধনম্।
সোঽপি বিপ্রপ্রসাদেন ব্রহ্মলোকং গতো নৃপঃ ॥ ১১
যেন যাতো মথমুখো দিশাশোবিহ পাদপাঃ।
তেনাবস্থাতুমিচ্ছন্তি তং গত্বা রাজমীশ্বরম্ ॥ ১২
স চেন্নমার সুহৃদ চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া।
পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তস্যাং মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ১৩
অযজ্ঞানমদাক্ষিণ্যমতি শৈত্যাত্ত্বমাহরৎ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি ষোড়শরাজকীয়ে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০

রাজা ভগীরথ গঙ্গার তীরে প্রভূত দক্ষিণাদান করিতে থাকিয়া বাদ করিতেছিলেন। অতএব তাঁহার যজ্ঞকালীন জলপ্রবাহে আক্রান্ত হইয়া গঙ্গাদেবী যেন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিতেন এবং নিকটস্থিত রাজা ভগীরথের ক্রোড়ে যাইয়া উপবেশন করিতেন। ৫

এইভাবে ভগীরথের কন্যা হওয়ায় গঙ্গাদেবী ভাগীরথীনামে কীর্তিতা হইলেন এবং তাঁহার উরুর উপরে বসিতেন বলিয়া ঊর্বশী নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। রাজার কন্যাভাব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে নরক হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য তিনি সেই সময় তাঁহার পুত্রভাবও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৬

সূর্যসদৃশ তেজস্বী ও মধুরভাষী গন্ধর্বেরা প্রসন্ন হইয়া দেবতা এবং পিতৃগণ ও মনুষ্যগণের সাক্ষাতেই এই গাথা গান করিয়াছিলেন। ৭

যজ্ঞ করিবার সময় প্রভূত দক্ষিণাদাতা ইক্ষ্বাকুবংশধর, ঐশ্বর্যশালী রাজা ভগীরথকে পয়ঃপ্রদায়িনী গঙ্গাদেবী নিজের পিতৃরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ৮

ইন্দ্রাদি সকল দেবগণই তাঁহার যজ্ঞকে সুশোভিত করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে প্রাপ্ত ঋত্বিগ্‌গণকে উত্তমরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার বিগ্রহকে শান্ত করিতে করিতে বিনা বাধায় তাঁহারা যজ্ঞকে পূর্ণ করিয়াছিলেন। ৯

যে যে বিপ্র যেখানে যেখানে যাহা যাহা বস্তু লাভ করিবার ইচ্ছুক হইতেন, তত্ত্ব জিতেন্দ্রিয় রাজা ভগীরথ সেখানে প্রসন্নতার সহিত তত্তৎ বস্তু তৎক্ষণাৎ সমর্পণ করিতেন। ১০

তাঁহার নিকট যে সমস্ত প্রিয় ধন ছিল, তাহা ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে কিছুই অদেয় ছিল না। রাজা ভগীরথ ব্রাহ্মণগণের কৃপায় ব্রহ্মলোকে লাভ করিয়াছেন। ১১

শত্রুগণের ধনা ও আশাকে বিনষ্টকারী সঞ্জয়! রাজা ভগীরথ যজ্ঞসমূহের মধ্যে প্রধান জ্ঞানযজ্ঞ এবং ধ্যানযজ্ঞকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য ক্ষিরপাণী মহর্ষিগণও সেই ব্রহ্মলোকে জিতেন্দ্রিয় রাজা ভগীরথের নিকটে যাইয়া সেই স্থানেই বাস করিবার ইচ্ছা করিলেন। ১২

শৈব্য সঞ্জয়! এই রাজা ভগীরথও ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য এই চারিটি বিষয়ে তোমা অপেক্ষা অধিক ছিলেন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা ইনি অতিশয় পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও জীবিত থাকিতে পারেন নাই, তখন অন্যের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি যজ্ঞানুষ্ঠান ও দক্ষিণাদানকালীন পুত্রের জন্য আর শোক করিও না। দেবর্ষি নারদ রাজা সঞ্জয়কে এই কথা বলিলেন। ১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্বে ষোড়শরাজকীয়োপাখ্যানবিষয়ক ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো দিলীপস্য মহত্ত্বকথনম্।]

নারদ উবাচ।

দিলীপঃ চেদ্যৈলবিলঃ মৃতঃ স্বপ্নয় তৎক্রমম্।
যস্য যজ্ঞশতেষ্বাসন্ প্রভূতাপ্তদক্ষিণা দ্বিজাঃ।
তত্ত্বজ্ঞানার্থসম্পন্না যজ্বানঃ পুত্র-পৌত্রিণঃ ॥ ১
য ইমাং বসুসম্পূর্ণাং বসুধাং বসুধাধিপঃ।
ঈজানো বিভতে যজ্ঞে ব্রাহ্মণেভ্যো ক্রমক্রত ॥ ২
দিলীপস্য তু যজ্ঞেষু কৃতঃ পন্থা হিরণ্ময়ঃ।
তং ধর্ম ইব কুর্বাণাঃ সেন্দ্রা দেবাঃ সমাগমন্ ॥ ৩
সহস্রং যত্র মাতঙ্গা গচ্ছন্তি পর্বতোপমাঃ।
সৌবর্ণং চাভবৎ সর্বং সদঃ পরমভাস্বরম্ ॥ ৪
রসনাং চাভবন্ কুল্যা ভক্ষ্যাণাং চাপি পর্বতাঃ
সহস্রব্যামা নৃপতে যূপাশ্চাসন্ হিরণ্ময়াঃ ॥ ৫
চষালং প্রচষালঞ্চ যস্য যূপে হিরণ্ময়ে।
নৃত্যন্তেঽপ্সরসস্তস্য ষট্ সহস্রাণি সপ্ত চ ॥ ৬
যত্র বীণাং বাদয়তি প্রীত্যা বিশ্বাবসুঃ স্বয়ম্।
সর্বভূতাস্তমস্তস্য রাজানং সত্যশীলিনম্ ॥ ৭
রাগখাণ্ডবভোজ্যৈশ্চ মত্তাঃ পথিষু শেরতে।
তদেতদদ্ভুতং মন্যে অন্যৈর্ন সদৃশং নৃপৈঃ ॥ ৮
যদস্য যুধ্যমানস্য চক্রে ন পরিপেতুষঃ।
রাজানং দৃঢ়ধন্বানং দিলীপং সত্যবাদিনম্ ॥ ৯
যেঽপক্রন্ ভূরিদাক্ষিণ্যাৎ তেঽপি স্বর্গজিতো নরাঃ।
পঞ্চ শব্দা ন জীর্যন্তি ষট্ত্বঞ্চস্য নিবেশনে ॥ ১০
স্বাধ্যায়ঘোষো জ্যাঘোষঃ শিবস্তাস্ত্রীত খাদত।
স চেজ্যমার সুভগ চতুর্ভদ্রত্বয়া ॥ ১১

একষষ্টিতম অধ্যায়।

[রাজা দিলীপের মহত্ত্বকথন]

নারদ বলিলেন,—সঞ্জয়! ঐলবিলার পুত্র রাজা দিলীপের মৃত্যুর কথা আমাদের শুনিতে হইয়াছে, ইঁহার এক শত যজ্ঞে লক্ষ ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ বেদোক্ত কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের যথার্থ তত্ত্বসমূহে অভিজ্ঞ, যজ্ঞকর্তা ও পুত্র-পৌত্রসম্পন্ন ছিলেন। ১

ভূপতি দিলীপ যজ্ঞ করিবার সময় নিজের বিশাল যজ্ঞে ধন-ধান্য সম্পন্ন এই পৃথিবীকে ব্রাহ্মণগণের জন্য দান করিয়া দিয়াছিলেন। ২

রাজা দিলীপের যজ্ঞসমূহে স্বর্গের পথ নির্মাণ করা হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ যেন ধর্মপ্রাপ্তির জন্য ইঁহাকে অলঙ্কৃত করিতে থাকিয়া তাঁহার যজ্ঞে উপস্থিত হইতেন। ৩

তাঁহার এখানে পর্বত তুল্য বিশাল দেহ সহস্র সহস্র গজরাজ বিচরণ করিত। রাজার সভামণ্ডপ স্বর্ণের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল, যাহা সর্বদা দেদীপ্যমান থাকিত। ৪

সেখানে রসসমূহের নদী ও অন্নাদি ভক্ষ্যসমূহের পর্বততুল্য রাশি স্থাপিত হইয়াছিল। রাজন্! ইঁহার যজ্ঞে সহস্র ব্যাম-বিস্তৃত সুবর্ণময় যূপ সুশোভিত ছিল। ৫

ইঁহার যূপে স্বর্ণময় চষাল (যজ্ঞীয় যূপ বা স্তম্ভের উপরে লাগাইবার জন্য কাষ্ঠ-খণ্ডের অংশবিশেষকে বলে চষাল এবং ইহাকে উৎকৃষ্টাকারে নির্মাণ করিলে বলা হয় প্রচষাল)ও প্রচষাল সংলগ্ন ছিল। তাঁহার যজ্ঞস্থলে ছয় হাজার অপ্সরা নৃত্য করিতেছিল। ৬

সেই সময় সেখানে সাক্ষাৎ গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু প্রীতির সহিত বীণা বাজাইতেন। সমস্ত প্রাণী রাজা দিলীপকে সত্যবাদী মনে করিত। ৭

তাঁহার এখানে উপস্থিত অতিথি 'রাগখাণ্ডব' নামক মোদক ও বিবিধ ভোজ্য পদার্থ ভোজন করিয়া মত্ত অবস্থায় পথের উপরে শয়ন করিত। আমার মতে তাঁহার সেখানে ইহা এক অদ্ভুত বিষয়, যাহা অন্য কোন নৃপগণের সহিত তুলনা হইতে পারে না। রাজা দিলীপ যুদ্ধ করিবার সময় শত্রুগণ পলায়ন করিতে থাকিলে তাঁহার রথের চক্র ভূমিতে ডুবিয়া যাইত না। ৮

দৃঢ় ধনুর্ধারণকারী ও প্রচুর দক্ষিণাদাতা সত্যবাদী রাজা দিলীপকে যে ব্যক্তিগণ দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বর্গলোকে বাস করিবার অধিকার লাভ করিতেন। ৯

ষড়ঙ্গ দিলীপের ভবনে এই পাঁচ প্রকার শব্দ কখনও বন্ধ হইত না,—বেদাধ্যয়নের স্বাধ্যায় শব্দ, ধনুর গুণের শব্দ এবং অতিথি-গণের উদ্দেশে কথিত "পান কর, ভোজন কর ও আহার কর" এই তিনটি শব্দ। ১০

বৈত্য সঞ্জয়! সেই দিলীপ ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণসমূহে তোমা অপেক্ষা

পুত্রাৎ পুণ্যতরত্বত্যং মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ।
অবশ্যাননমাক্ষিপ্যমিতি বৈত্যেত্যুদাহরৎ ॥ ১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি ষোড়শরাজকীয়ে একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০

অধিক ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, তখন অন্যের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব যে কোন বস্তু বলে নাই ও দক্ষিণাদান করে নাই, নিজের সেই পুত্রের জন্য তুমি শোক করিও না। এই কথা নারদ স্বয়ংকে বলিয়াছিলেন। ৮-১২

শ্রীমদ্ভগবদ্বৈপায়নপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্বে ষোড়শরাজকীয়োপাখ্যানবিষয়ক একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো মান্ধাতুর্মহত্ত্বকীর্তনম্।]

নারদ উবাচ।

মান্ধাতা ত্বেষ যৌবনাশ্বো মৃতঃ শৃঞ্জয় তদ্ভ্রুম।
দেবাসুর-মনুষ্যাণাং ত্রৈলোক্যবিজয়ী নৃপঃ ॥ ১
যং দেবাবশ্বিনৌ গর্ভাৎ পিতুঃ পূর্বং চকর্ষতুঃ।
মৃগয়াং বিচরন্ রাজা তৃষিতঃ ক্লান্তবাহনঃ ॥ ২
ধূমং দৃষ্ট্বাগমৎ সত্রং ঋষেরাঙ্গিরসস্য সঃ।
তং দৃষ্ট্বা যুবনাশ্বস্য জঠরে সুমৃতাং গতম্ ॥ ৩
গর্ভাদ্ভি জন্তুতূর্দেবাবশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ
তং দৃষ্ট্বা পিতুরুৎসঙ্গে শয়ানং দেববর্চসম্ ॥ ৪
অন্যোন্যমব্রুবন্ দেবাঃ কময়ং ধাস্যতীতি বৈ।
মামেবায়ং ধ্রুবত্বাগ্র ইতি হ স্মাহ বাসবঃ ॥ ৫
ততোঽঙ্গুলিভ্যো হীন্দ্রস্য প্রাদুরাসীৎ পয়োঽমৃতম্।
মাং ধাস্যতীতি কারুণ্যাদ্ যদিন্দ্রো হ্যবকল্পয়ৎ ॥ ৬
তস্মাত্তু মান্ধাতেত্যেবং নাম তস্যাকরোৎ কৃতম্।
ততস্তু ধারাং পয়সো ঘৃতস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ৭
তস্যাস্যে যৌবনাশ্বস্য পাণিরিন্দ্রস্য চাস্রবৎ।
অপিবৎ পাণিনিষ্রস্তু স চাপ্যাহ্লাদবর্ধনঃ ॥ ৮
সোঽভবদ্ দ্বাদশসমো দ্বাদশাহেন বীর্যবান্।
ইমাঞ্চ পৃথিবীং কৃৎস্নামেকাহ্না স বাজীজয়ৎ ॥ ৯

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

[রাজা মান্ধাতার মহত্ত্বকীর্তন।]

নারদ বলিলেন,—সঞ্জয়! যুবনাশ্বের পুত্র রাজা মান্ধাতাও নিহত হইয়াছেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি। তিনি দেবতা, অসুর ও মনুষ্য—এই তিন লোকেই বিজয়লাভ করিয়াছিলেন। ১

পূর্বকালে দুই অশ্বিনীকুমার ইঁহাকে পিতার উদর হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন। কোন এক সময়ের কথা—রাজা যুবনাশ্ব বনে মৃগয়া (শিকার) করিতে করিতে বিচরণ করিতেছিলেন। সেখানে তাঁহার অশ্বগণ শ্রান্ত হইয়া পড়িল এবং তিনিও পিপাসিত হইয়া পড়িলেন। ২

এই সময় তিনি ধূম হইতে ঘৃত উত্থিত হইতে দেখিয়া তাহার দিকে গমন করিলেন এবং এক যজ্ঞস্থলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক পাত্রে রক্ষিত ঘৃতমিশ্রিত অভিমন্ত্রিত জল তিনি পান করিলেন। সেই জলকে যুবনাশ্বের উদরে পুত্ররূপে পরিণত হইতে দেখিয়া বৈদ্যগণের (চিকিৎসকগণের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমার নামে দুই দেবতা পিতার গর্ভ হইতে তাহাকে বাহির হইয়া আসিলেন।

দেবতুল্য তেজস্বী সেই শিশুকে পিতার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিয়া দেবতাগণ পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন—এই শিশু কাহার দুগ্ধ পান করিবে? ইহা শুনিয়া ইন্দ্র বলিলেন—এই শিশু প্রথমে আমারই দুগ্ধ পান করিবে। ৩-৫

তখনস্তর ইন্দ্রের অঙ্গুলিসমূহ হইতে অমৃতময় দুগ্ধ প্রাদুর্ভূত হইল; কারণ, ইন্দ্রই করুণাবশতঃ "মাং ধাস্যতি" (আমার দুগ্ধ পান করিবে) এই কথা বলিয়া ইহার উপর করুণা করিয়াছিলেন, সেইজন্য ইহার 'মান্ধাতা' এই অদ্ভুত নাম নিষ্পন্ন করা হইয়াছিল।

তাহার পর মহাত্মা মান্ধাতার মুখে ইন্দ্রের হস্ত দুগ্ধ ও ঘৃতের ধারা প্রবাহিত করিতে লাগিল। এই বালক ইন্দ্রের হস্ত পান করিতে থাকিল এবং একদিনেই বেশ বর্ধিত হইয়া যাইল। ৬-৮

ধর্মাত্মা দ্যুতিমান্ বীরঃ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
জনমেনজয়ঃ সুযজ্ঞানঃ পরঃ পুরুঃ বৃহদ্রথম্ ॥ ১০
অসিতঞ্চ নৃগঃ চৈব মান্ধাতা মনুজোঽজয়ৎ।
উদেতি চ যতঃ সূর্য্যো যত্র চ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ১১
তৎ সর্বং যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে।
সোঽশ্বমেধশতৈরিষ্ট্বা রাজসূয়শতেন চ ॥ ১২
অদদদ্ রোহিতান্ মৎস্যান্ ব্রাহ্মণেভ্যো বিশাম্পতে।
হৈরণ্যান্ যো জনোৎসেধানায়তান্ শতযোজনম্ ॥
বহুপ্রকারান্ সুস্বাদূন্ ভক্ষ্যভোজ্যান্নপর্বতান্।
অতিরিক্তং ব্রাহ্মণেভ্যো ভূতানো হীয়তে জনঃ ॥ ১৪
ভক্ষ্যান্নপাননিচয়াঃ গুড়ঘৃতান্নপর্বতাঃ।
ঘৃতহ্রদাঃ সুপক্কূপাঃ দধিক্ষেলা গুড়োদকাঃ ॥ ১৫
কক্ষধূঃ পর্বতান্ নদ্যো মধুক্ষীরবহাঃ শুভাঃ।
দেবাসুরা নরা যক্ষা গন্ধর্বোরগ-পক্ষিণঃ ॥ ১৬
বিপ্রাস্তত্রাগতাশ্চাসন্ বেদ-বেদাঙ্গপারগাঃ।
ব্রাহ্মণা অবদংশ্চাপি নাসংস্তত্রাবিপশ্চিতঃ ॥ ১৭
সমুদ্রান্তাং বসুমতীং বসুপূর্ণাং তু সর্বতঃ।
স তাং ব্রাহ্মণসাৎ কৃত্বা জগামাস্তং তদা নৃপঃ ॥ ১৮
গতঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্য পরমসা দ্বিজঃ।
স চেন্নমার সুহৃদং চতুর্ভদ্রতরস্বয়া।
পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তভ্যং ন পুত্রমনুতপ্যথাঃ
অযজ্ঞানমদাক্ষিণামতি বৈতোদ্ভুদাহরৎ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াংবৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি ষোড়শরাজকীয়ে
দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২

সেই পর ক্রমশালী রাজকুমার বার দিনেই যার বৎসর বয়স্ক বালকের ন্যায় হইয়া যাইল। রাজা হইয়া এই মান্ধাতা একই দিনে সমস্ত পৃথিবীকে জয় করিয়াছিলেন ॥ ৯

তিনি ধর্মাত্মা, ধৈর্য্যবান্, সুবীর, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। মানব মান্ধাতা জনমেজয়, সুযজ্ঞ, নৃগ, পুরু, বৃহদ্রথ, অসিত এবং নৃগকেও জয় করিয়াছিলেন।

সূর্য্যদেব যেখান হইতে উদিত হইতেন এবং যেখানে যাইয়া অস্ত যাইতেন, সেই সমস্ত প্রদেশকেই যুবনাশ্ব-পুত্র মান্ধাতার ক্ষেত্র (রাজ্য) বলা হইয়া থাকে।

রাজন্! ইনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং শত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানও করিয়াছিলেন। শতযোজন বিস্তৃত রোহিতক, মৎস্য ও হিরণ্ময় জনপদসমূহ, যাহা লোকসকলে উচ্চ-ভূমিরূপে ছিল, ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন ॥ ১০-১৩

অনেক প্রকারের সুস্বাদু ভক্ষ্য-ভোজ্য পদার্থসমূহের পর্ব্বত-তুল্য বহু রাশিও ব্রাহ্মণদিগকে দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের ভোজনের পর যে সমস্ত অন্ন অবশিষ্ট থাকিত, সেই সমস্ত অপর মনুষ্যসকলকে দান করা হইত। তখন অন্ন-ভোজনকারী মনুষ্যেরই সংখ্যা হ্রাস পাইত, পরন্তু অন্নের অল্পতা দেখা যাইত না ॥ ১৪

সেখানে ভক্ষ্য-ভোজ্য অন্ন ও পানযোগ্য পদার্থসকলের বহু রাশি সঞ্চিত ছিল। পর্ব্বতের ন্যায় অন্নরাশি সুশোভিত ছিল। সেই সব অন্ন-পর্ব্বতের চারিদিক্ ঘৃত ও গুড়ের সুন্দর নদী প্রবাহিত ছিল। এই পর্ব্বতসকলের চারিদিকে ঘৃত-কুণ্ড ও ডালের কূপ শোভিত ছিল সেখানে নদীসকলে ক্ষেলের স্থানে দধি ও জলের স্থানে গুড় ছিল।

সেখানে দেবতা, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, পক্ষী এবং বেদ-বেদাঙ্গসমূহের পারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে এরূপ কোন মনুষ্য উপস্থিত ছিলেন না, যিনি বিদ্বান্ ছিলেন না ॥ ১৫-১৭

সেই সময় রাজা মান্ধাতা পর্ব্বতিদ্ হইতে ধন-ধান্যে সুসম্পন্ন সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূভাগকে ব্রাহ্মণগণের অধীন করিয়া দিয়া সূর্য্যাস্তের অন্তর্হিত হইয়াছিলেন ॥ ১৮

তিনি স্বীয় সুযশে সকল দিক্‌ভাগকে পরিব্যাপ্ত করিয়া পুণ্যাত্মাদিগের লোকে গমনপূর্বক বাস করিয়াছিলেন। বৈতা সুহৃদ্! ইনি ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই চারি কল্যাণকারী গুণ-সমূহে তোমা অপেক্ষা অধিক ছিলেন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষাও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনিও মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, তখন অন্যের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি যজ্ঞ ও দান-দক্ষিণাহীন নিজের পুত্রের জন্য শোক করিও না। দেবর্ষি নারদ রাজা সৃঞ্জয়কে এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ১৯-২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে ষোড়শরাজকীয়োপাখ্যানবিষয়ক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো যযাতেরুপাখ্যানম্।]

নারদ উবাচ।

যযাতিং নাহুষং চৈব মৃতং স্বপ্নে শুশ্রুম।
রাজসূয়শতৈরিষ্ট্বা সোঽশ্বমেধশতেন চ ॥ ১
পুণ্ডরীকসহস্রেণ বাজপেয়শতৈস্তথা।
অতিরাত্রসহস্রেণ চাতুর্মাস্যৈশ্চ কামতঃ।
অগ্নিষ্টোমৈশ্চ বিবিধৈঃ সত্রৈশ্চ প্রাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥ ২
অব্রাহ্মণানাং যদ্ বিত্তং পৃথিব্যামস্তি কিঞ্চন
তৎ সর্বং পরিসংখ্যায় ততো ব্রাহ্মণসাৎকরোৎ ॥ ৩
সরস্বতী পুণ্যতমা নদীনাং
তথা সমুদ্রাঃ সরিতঃ সাত্রয়শ্চ।
ঈজানায় পুণ্যতমায় রাজ্ঞে
ঘৃতং পয়ো দুদুহুর্নাহুষায় ॥ ৪
বৃদ্ধে দেবাসুরে যুদ্ধে কৃত্বা দেবসহায়তাম্।
চতুর্ষু ব্যভজৎ সর্বাং চতুর্ভিঃ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৫
যজ্ঞৈর্নানাবিধৈরিষ্ট্বা প্রজামুৎপাদ্য চোত্তমাম্।
দেবযান্যাং চৌশনস্যাং শর্মিষ্ঠায়াঞ্চ বার্ষপর্বতঃ ॥ ৬
দেবারণ্যেষু সর্বেষু বিজহারামরোপমঃ।
আত্মনঃ কামচারেণ দ্বিতীয় ইব বাসবঃ ॥ ৭
যদা নাভ্যগমচ্ছান্তিং কামানাং সর্ববেদবিৎ।
ততো গাথামিমাং গীত্বা সদারঃ প্রাবিশদ্ বনম্ ॥ ৮
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নালমেকস্য তৎ সর্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ ॥ ৯
এবং কামান্ পরিত্যজ্য যযাতির্দ্বিজসেত্তা চ।
পূরুং রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপ্য প্রযাতো বনমীশ্বরঃ ॥ ১০
স চেহমার স্বপ্নয় চতুর্ভদ্রতরত্বয়া।
পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তস্যাঃ মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ।
অযজ্ঞানমদাক্ষিণ্যমভি ত্বৈতেভ্যুদাহরৎ ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি ষোড়শরাজকীয়ে
ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

[রাজা যযাতির উপাখ্যান।]

নারদ বলিলেন,—স্বপ্নয়! নহুষনন্দন রাজা যযাতিরও মৃত্যু হইয়াছিল, ইহা আমরা শুনিয়াছি। রাজা যযাতি শত রাজসূয়, শত অশ্বমেধ, এক হাজার পুণ্ডরীক যাগ, এক শত বাজপেয় যজ্ঞ, এক হাজার অতিরাত্র যাগ এবং নিজের ইচ্ছানুসারে চাতুর্মাস্য ও অগ্নিষ্টোমাদি বহুবিধ প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ১-২

এ পৃথিবীতে ব্রাহ্মণদ্বেষিগণের নিকট যে সমস্ত ধন ছিল, সেই সমস্ত ধন তিনি সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণের অধীনস্থ করিয়া দিয়াছিলেন। ৩

নদীসকলের মধ্যে পরম পবিত্র সরস্বতী নদী, সমুদ্র, পর্বত ও অন্যান্য নদীসমূহ পরম পুণ্যাত্মা রাজা যযাতিকে যজ্ঞে প্রয়োজনীয় ঘৃত ও দুগ্ধ প্রদান করিয়াছিল। ৪

দেবাসুর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া যাইলে তিনি দেবগণের সহায়তা করিয়া নানাপ্রকার যজ্ঞসকলের দ্বারা পরমাত্মার যজন করিয়াছিলেন এবং সমগ্র পৃথিবীকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া তিনি অধ্বর্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা—এই চতুর্বিধ ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। তাহার সেই সময় শুক্রকন্যা দেবযানী ও বানরশ্রেষ্ঠকন্যা শর্মিষ্ঠার গর্ভ হইতে বর্ষাপর্বার ঔরসে

সন্তান উৎপাদনপূর্বক এই দেবোপম নরপতি যযাতি দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় নিজ ইচ্ছানুসারে বিহার করিতে লাগিলেন। ৫-৭

যখন ভোগসকলের উপভোগের দ্বারা তাঁহার শান্তিলাভ হইল না, তখন সমস্ত বেদবিদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ রাজা যযাতি এই নিম্নলিখিত গাথা গান করত নিজের পত্নীগণের সহিত বনগমন করিলেন। ৮

সেই গাথা এরূপ ছিল—এই পৃথিবীতে যত ধান, যব, সুবর্ণ, পশু ও স্ত্রী আদিভোগ্য পদার্থ আছে, সেই সব বস্তু একটি মনুষ্যকেও সন্তোষ করিতে সমর্থ হইবে না; এরূপ বিচার করিয়া মনকে শান্ত করা উচিত। ৯

এতাদৃশ ঐশ্বর্যশালী রাজা যযাতি বৈর্যধারণ করত কামনা সকলকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পুত্র পুরুকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বনগমন করিলেন। ১০

বৈত্য স্বপ্নয়! ইনি ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণ হইতে তোমা অপেক্ষা অধিক এবং তোমার পুত্র অপেক্ষাও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনিও জীবিত থাকিতে পারেন নাই, তখন অন্যের বিষয়ে আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে? অতএব তুমি তোমার সেই পুত্রের জন্য শোক করিও না, যে কোন যজ্ঞ করে নাই বা কোন দক্ষিণাও দেয় নাই। এই কথা নারদ স্বপ্নয়কে বলিলেন। ১১

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্বে ষোড়শরাজকীয়োপাখ্যানবিষয়ক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞোঽম্বরীষস্য চরিত্রবর্ণনম্।]

নারদ উবাচ।

নাভাগমম্বরীষঞ্চ নৃগং সুব্রত তুঞ্জম।
যঃ সহস্রং সহস্রাণাং রাজ্ঞাং চৈকস্বয়োধয়ৎ॥ ১

জিগীষবাণাঃ সংগ্রামে সমন্তাদ্ বৈরিণোঽভ্যয়ুঃ।
অস্ত্রযুদ্ধবিধৌ ঘোরাঃ সূক্ষ্মদৃষ্টাশিবা শিরঃ॥ ২

বললাঘবশিক্ষাভিস্তেষাং সোঽস্ত্রবলেন চ
হস্তায়ুধব্যজরথাংশ্ছিত্বা প্রাসান্ সমত্যজৎ॥ ৩

ত এনং মুক্তসন্নাহাঃ প্রার্থয়ন্ জীবিতৈষিণঃ।
শরণ্যমীয়ুঃ শরণং তত্রাস্ত ইতি বাদিনঃ॥ ৪

স তু তান্ বশগান্ কৃত্বা জিত্বা চেমাং বসুন্ধরাম্।
ঈজে বহুসবৈরিষ্টৈর্যথোক্তৈঃ ক্রতুভির্নৃপ॥ ৫

বুভুজুঃ সর্বসম্পন্নমন্নমগ্রে জনাঃ সদা।
তস্মিন্ যজ্ঞে তু বিপ্রেন্দ্রাঃ সম্তৃপ্তাঃ পরমার্চিতাঃ॥ ৬

মোদকান্ পূরিকাপূপান্ স্বাদপূর্ণাংশ্চ শষ্কুলীঃ
করম্ভান্ পৃথুবধ্নীকা অন্নানি সুকৃতানি চ॥ ৭

সূপান্ মৈরেয়কাপূপান্ রাগখাণ্ডব-পানকান্।
মৃষ্টান্নানি সুমৃক্তানি মৃদূনি সুরভীণি চ॥ ৮

ঘৃতং মধু পয়স্তোয়ং দধীনি রসবন্তি চ।
ফলং মূলঞ্চ সুস্বাদু বিশ্রাস্তেভ্যোপভুঞ্জতে॥ ৯

মাদনীয়ানি পানানি বিধিবৎ চাষ্টধা সুখম্।
অপিবন্ত যথাকামং পানপা গীতবাদিতৈঃ॥ ১০

তত্র স্ম গাথা গায়ন্তি কীর্যা স্তুষ্টাঃ পঠন্তি চ।
নাভাগস্তুতিসংযুক্তা নন্নৃতুশ্চ সহস্রশঃ॥ ১১

তেষু যজ্ঞেষ্বম্বরীষো দক্ষিণামন্ত্যকালয়ৎ
রাজ্ঞাং শতসহস্রাণি দশ প্রযুতযাজিনাম্॥ ১২

চতুষষ্টিতম অধ্যায়।

[রাজা অম্বরীষের চরিত্রবর্ণন]

নারদ বলিলেন,—সুব্রত! আমরা শুনিয়াছি যে, নাভাগের পুত্র রাজা অম্বরীষও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, যিনি একাকীই দশ লক্ষ রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১

রাজা অম্বরীষের শত্রুরা তাঁহাকে যুদ্ধে জয় করিবার জন্য চারিদিক দিয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই অস্ত্রযুদ্ধে নিপুণ ও ভয়ঙ্কর ছিলেন এবং রাজা অম্বরীষের প্রতি অভদ্রবাক্যসমূহ প্রয়োগ করিতেছিলেন। ২

কিন্তু রাজা অম্বরীষ ইহাতে অণুও ব্যথিত হইলেন না। তিনি শারীরিক বল, অস্ত্রবল, হস্তনৈপুণ্য এবং যুদ্ধসম্বন্ধীয় শিক্ষা দ্বারা শত্রুদিগের ছত্র, আয়ুধ, ধ্বজ, রথ ও প্রাসসমূহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন। ৩

তখন সেই সব শত্রুগণ নিজেদের প্রাণরক্ষা করিবার বাসনায় কবচ মুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং "আমরা সকলে সর্বতোভাবে আপনারই" এই কথা বলিতে বলিতে সেই শরণযোগ্য নরপতির শরণগ্রহণ করিতে লাগিলেন। ৪

হে অনঘ! এইভাবেই সেই শত্রুদিগকে বশীভূত করিয়া এই সমস্ত পৃথিবীর উপর বিজয়লাভ করত রাজা অম্বরীষ শাস্ত্রবিধি অনুসারে শতসংখ্যক অতীষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ৫

সেই সব যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য সকলে সর্বগুণসম্পন্ন অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত আদর-সৎকার লাভ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ৬

মোদক, পুরী, পিষ্টক, শষ্কুলী, করম্ভ (দধি-ছাতু) মিষ্ট, বড় কিস্‌মিস্, সুসিদ্ধ অন্ন, ডাল, মৈরেয়ক (মদ্যবিশেষ) অপূপ, (পিষ্টক) রাগখাণ্ডব (পিষ্টকবিশেষ), শুদ্ধ ও সুন্দররূপে নির্মিত মধুর এবং সুগন্ধিত ভোজ্য পদার্থ, ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, জল, দধি, সরস বস্তু, সুস্বাদু ফল ও মূলসমূহ ব্রাহ্মণগণ তখন ভোজন করিয়াছিলেন। ৭-৯

মাদকদ্রব্যসকল পানকারক—ইহা জানিয়াও তৎপানকারী ব্যক্তিগণ নিজের সুখের জন্য স্থান ও বাসস্থানি সহ ইচ্ছানুসারে তাহা পান করিতে লাগিলেন। ১০

মাদকদ্রব্যপানে মত্ত সহস্র সহস্র মানুষ সেখানে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া গাথাসমূহ গান করিতেছিল, অম্বরীষের স্তুতিমূলক কবিতা-সকল পড়িতেছিল এবং নৃত্য করিতেছিল। ১১

সেই সব যজ্ঞে রাজা অম্বরীষ দশ লক্ষ যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণকে দক্ষিণারূপে দশ লক্ষ রাজাকে প্রদান করিয়াছিলেন। ১২

হিরণ্যকবচান্ সর্বান্ শ্বেতচ্ছত্রপ্রকীর্ণকান্।
হিরণ্যচন্দনাক্তাঙ্গান্ সানুযাত্রপরিচ্ছদান্॥ ১৩
ঈজানো বিততে যজ্ঞে দক্ষিণামদ্ভুতাং তদা।
মূর্ধাভিষিক্তাংশ্চ নৃপান্ রাজপুত্রশতানি চ॥ ১৪
সদণ্ডকোশনিচয়ান্ ব্রাহ্মণেভ্যো ধনঞ্জয়।
নৈবং পূর্বে জনাশ্চক্রুর্ন করিষ্যন্তি চাপরে॥ ১৫
যদমন্যীথা নৃপতিঃ করোত্যমিতদক্ষিণঃ।
ইত্যেবমনুমোদন্তে প্রীতা যস্য মহর্ষয়ঃ॥ ১৬
স চেমমার সুক্ষত্র চতুর্ভদ্রতরন্বয়া।
পুত্রাং পুণ্যতরশ্চাভ্যাং যা পুত্রমনুতপ্যথাঃ।
অযজ্ঞনমদাক্ষিণ্যমভি ত্বৈতোদাহরৎ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি ষোড়শরাজকীয়ে
চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৪

এই সকল রাজারা স্বর্ণখচিত কবচ ধারণ করিয়াছিলেন, শ্বেতছত্রে শোভিত ছিলেন, সুবর্ণময় রথে আরোহণ করিয়াছিলেন নিজ নিজ অনুগামী সেবকগণ ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসম্ভারে পরিবৃত ছিলেন। ১৩

সেই বিস্তৃত যজ্ঞে যজমান অম্বরীষ সেই মূর্ধাভিষিক্ত রাজাদিগকে ও শতসংখ্যক রাজকুমারকে দণ্ড ও অর্থসম্পদ-সহ ব্রাহ্মণগণের অধীনস্থ করিয়া দিয়াছিলেন।

মহর্ষিগণ ইহার উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সকল কার্যকেই অনুমোদন পূর্বক বলিয়াছিলেন—অপরিমিত দক্ষিণাদানকারী রাজা অম্বরীষ যেরূপ যজ্ঞ করিয়াছেন, এরূপ যজ্ঞ পূর্বদিগের কেহ করেন নাই এবং পরেও কেহ করিতে সমর্থ হইবেন না। ১৪-১৬

শ্বেতবাহনপুত্র সুক্ষত্র! এই রাজা অম্বরীষ ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এই চারিটি গুণে তোমা অপেক্ষা অধিকতর ছিলেন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষাও অধিকতর পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও জীবিত থাকিতে সমর্থ হন নাই, তখন অন্যের কথা কি আর বলিব? অতএব তুমি যজ্ঞ ও দান-দক্ষিণাদি কার্যবর্জিত তোমার পুত্রের জন্য শোক করিও না। এই কথা নারদ সুক্ষত্রকে বলিয়াছিলেন। ১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্বে ষোড়শরাজকীয়োপাখ্যানবিষয়ক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[সংক্ষেপেণ রাজ্ঞঃ শশবিন্দোর্বিবরণম্।]

নারদ উবাচ:

শশবিন্দুক রাজানং মৃতং সৃঞ্জয় তচ্ছৃণু।
ঈজে স বিবিধৈর্যজ্ঞৈঃ শ্রীমান্ সত্যপরাক্রমঃ॥ ১
তস্য ভার্যাসহস্রাণাং শতমাসীন্মহাত্মনঃ।
একৈকস্যাঞ্চ ভার্যায়াং সহস্রং তনয়াঽভবন্॥ ২
তে কুমারাঃ পরাক্রান্তাঃ সর্বে নিযুতযাজিনঃ।
রাজানঃ ক্রতুভির্মুখ্যৈরীজানা বেদপারগাঃ॥ ৩
হিরণ্যকবচাঃ সর্বে সর্বে চোত্তমধন্বিনঃ।
সর্বেঽশ্বমেধৈরীজানাঃ কুমারাঃ শশবিন্দবঃ॥ ৪
তানশ্বমেধে রাজেন্দ্রো ব্রাহ্মণেভ্যোঽদদৎ পিতা।
শতং শতং রথগজা একৈকং পৃষ্ঠতোঽনুযুঃ॥ ৫

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

[রাজা শশবিন্দুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ।]

নারদ বলিলেন,—সৃঞ্জয়! আমাদের ইহাও শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যে রাজা শশবিন্দু মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। সেই সত্য-পরাক্রমী শ্রীমান্ রাজা শশবিন্দু বহু প্রকার যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ১

মহাত্মা শশবিন্দুর এক লক্ষ স্ত্রী ছিলেন এবং প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভে এক এক হাজার পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ২

এই সব রাজকুমার অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও বেদসমূহের পারদর্শী বিদ্বান্ ছিলেন। ইহারা রাজা হইবার পর দশ লক্ষ যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করত প্রধান প্রধান যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ৩

শশবিন্দুর এই সব পুত্র স্বর্ণময় কবচ ধারণ করিতেন। ইহারা সকলেই উত্তম ধনুর্ধারী বীর ছিলেন এবং বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ৪

পিতা মহারাজ শশবিন্দু অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার পর সেই যজ্ঞে নিজের পুত্রগণকে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন। তখন এই এক

রাজপুত্রং তদা কন্যাস্তপনীয়বিভূষিতাঃ।
কন্যাং কন্যাং শতং নাগা নাগে নাগে শতং রথাঃ ॥ ৬
রথে রথে শতং চাশ্বা বলিনো হেমমালিনঃ।
অশ্বে অশ্বে সহস্রং গবাং পঞ্চাশদাবিদ্ধাঃ
এতদ্ ধনমপর্য্যাপ্তমশ্বমেধে মহামখে।
শশবিন্দুর্মহাভাগো ব্রাহ্মণেভ্যো ন্যযচ্ছত ॥ ৮
বার্ক্ষাংশ্চ যূপা যাবন্ত অশ্বমেধে মহামখে।
তে তথৈব পুনশ্চাস্তে তাবদ্ভিঃ কাঞ্চনাভবন্ ॥ ৯
ভক্ষ্যান্নপাননিচয়াঃ পর্বতাঃ ক্রোশমুচ্ছ্রিতাঃ।
তস্যাশ্বমেধে নির্বৃত্তে রাজ্ঞঃ শিষ্টাস্ত্রয়োদশ ॥ ১০
তুষ্টপুষ্টজনাকীর্ণাং শান্তবিগ্রহনায়কাম্।
শশবিন্দুরিমাং কৃৎস্নাং চিরং ভুক্ত্বা দিবং গতঃ ॥ ১১
স চৈত্রমাস সুভগ চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া।
পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তস্যা মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ
অধ্রুবাননুদাক্ষিণ্যমতি বৈতোত্তুদাদহং ॥ ১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি ষোড়শরাজকীয়ে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫

এক রাজকুমারের পশ্চাতে শত শত রথ ও হাতী গমন করিয়াছিল। ৫

সেই সময় প্রত্যেক রাজকুমারের সহিত স্বর্ণভূষিতা শত শত কন্যা ছিল। এক এক কন্যার পশ্চাতে শত শত ঘোড়া ও প্রত্যেক হাতীর পশ্চাতে শত শত রথ ছিল। ৬

প্রতি রথের সহিত স্বর্ণালঙ্কৃত শত শত বলবান্ অশ্ব ছিল। প্রত্যেক অশ্বের পশ্চাতে ষাঁড়ার দ্বারায় গরু ছিল এবং এক এক গরুর পশ্চাতে পঞ্চাশটি করিয়া ভেড়া ছিল। ৭

এই অপার ধনরাশি মহাভাগ শশবিন্দু যাঁহা অশ্বমেধনামক মহাযজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। ৮

তাঁহার অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে যতগুলি কাষ্ঠের যূপ ছিল, পরে সেই সমস্ত যূপগুলিকে সুবর্ণময় যূপে পরিণত করা হইয়াছিল। ৯

সেই মহাযজ্ঞে উত্তম ভক্ষ্য-ভোজ্য অন্ন-পানের যে পর্বত এক ক্রোশ উচ্চ ছিল। রাজা শশবিন্দুর অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ হইয়া যাইবার পরও তেরটি অন্নের পর্বত অবশিষ্ট ছিল। ১০

শশবিন্দুর রাজত্বকালে এই পৃথিবী ছষ্ট-পুষ্ট মনুষ্যে পূর্ণা ছিলেন। এখানে কোন বাধা বিঘ্ন ও রোগ ব্যাধি ছিল না। শশবিন্দু দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই বসুধা উপভোগ করিয়া পরে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। ১১

শ্বেতপুত্র সুভগ! এই রাজা শশবিন্দু ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য এই চারিটি কল্যাণকারী গুণ অপেক্ষা তোমা হইতে অধিকতর ছিলেন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষাও বহুতর অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিই নিহত হইয়াছেন, তখন অন্যের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি যজ্ঞ ও দান-দক্ষিণা রহিত পুত্রের জন্য শোক করিও না। ইহাই নারদ রাজা সুভগকে বলিয়াছিলেন। ১২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্বে ষোড়শরাজকীয়োপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[রাজ্ঞো গয়স্য চরিত্রবর্ণনম্ ।]

নারদ উবাচ

গয়ঃ চামূর্তরয়সঃ মৃত্যুং শৃণুষ্ব শুভ্রুম ।
যো বৈ বর্ষশতং রাজা হুতশিষ্টাশনোঽভবৎ । ১

তস্মৈ হুতির্বরং প্রাদাৎ ততো ব্রবে বরং গয়ঃ ।
তপসা ব্রহ্মচর্যেণ ব্রতেন নিয়মেন চ । ২

গুরূণাঞ্চ প্রসাদেন বেদানিচ্ছামি বেদিতুম্ ।
স্বধর্মেণাবিহিংসাসন্ ধনমিচ্ছামি চাক্ষয়ম্ । ৩

বিপ্রেষু ধর্মতশ্চৈব শ্রদ্ধা ভবতু নিত্যশঃ ।
অনন্যাসু সবর্ণাসু পুত্রজন্ম চ মে ভবেৎ । ৪

অন্নং মে ধর্মতঃ শ্রদ্ধা ধর্মে মে রমতাং মনঃ ।
অবিঘ্নং চাস্তু মে নিত্যং ধর্মকার্যেষু পাবক । ৫

তথা ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
গয়ো লব্ধ্বা তৎ সর্বং ধর্মেণারীনজীজয়ৎ । ৬

স দর্শ-পৌর্ণমাসাভ্যাং কালেষ্বাগ্রয়ণেন চ ।
চাতুর্মাস্যৈশ্চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈশ্চাবাপুদক্ষিণৈঃ । ৭

অযজচ্ছতকৃত্বো রাজা পরিসংবৎসরান্ শতম্ ।
গবাং শতসহস্রাণি শতমশ্বশতানি চ । ৮

শতং নিষ্কসহস্রাণি গবাং চাপ্যযুতানি ষট্ ।
ঊর্ণায়োপায় স প্রাদাৎ পরিসংবৎসরান্ শতম্ । ৯

নক্ষত্রেষু চ সর্বেষু বহুরত্নদক্ষিণাঃ ।
ঈজে চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্যথা সোমোঽঙ্গিরা যথা । ১০

সৌবর্ণীং পৃথিবীং কৃত্বা য ইমাং মণিমণ্ডিতাম্ ।
বিপ্রেভ্যঃ প্রাদদদ্ রাজা সোঽশ্বমেধে মহাক্রতৌ । ১১

জাম্বুনদময়া যূপাঃ সর্বে রত্নপরিচ্ছদাঃ ।
গয়স্যাসন্ সমুদ্ভান্তা সর্বভূতমনোহরাঃ । ১২

সর্বকামসমৃদ্ধঞ্চ প্রাদাদন্নং গয়স্তদা ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রহৃষ্টেভ্যঃ সর্বভূতেভ্য এব চ । ১৩

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

[রাজা গয়ের চরিত্রবর্ণন ।]

নারদ বলিলেন,—শুভ্রু ! রাজা অমূর্তরয়ের পুত্র গয়েরও মৃত্যুর কথা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। রাজা গয় শতবৎসরকাল নিয়মপূর্বক অগ্নিহোত্র করত হোমাবশিষ্ট অন্নই ভোজন করিয়াছিলেন । ১

ইহাতে প্রসন্ন হইয়া অগ্নিদেব তাঁহাকে বরদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। (অগ্নিদেবের আজ্ঞায়) গয় তাঁহার নিকট এই বরপ্রার্থনা করিয়াছিলেন যে আমি তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, ব্রত ও নিয়ম গুরুজনগণের কৃপায় বেদসমূহের জ্ঞানলাভ করিতে চাই। অপরকে কষ্টপ্রদান না করিয়াই স্বধর্মানুসারে অবস্থান করত অক্ষয়ধন লাভ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আমি ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়াই হইব এবং সেই কার্যে আমার প্রতিদিন আধিক শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবে। সবর্ণের কন্যাদিগের সহিত আমার বিবাহ হইবে এবং তাহাদেরই গর্ভে আমার পুত্র উৎপন্ন হইবে। অন্নদানে আমার শ্রদ্ধা জন্মিবে এবং ধর্মেই আমার মন আসক্ত থাকিবে। অগ্নিদেব ! আমার ধর্মসম্বন্ধীয় কার্যে কখনও কোন বিঘ্ন আসিবে না । ২-৫

"তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া অগ্নিদেব সেখানে অন্তর্হিত হইলেন। রাজা গয় সেই সমস্ত লাভ করিয়া স্বধর্মানুসারেই শত্রুগণকে জয় করিয়াছিলেন । ৬

রাজা গয় শতবৎসরকাল অগ্নিত্রয় প্রভৃতির সহিত দর্শ, পৌর্ণমাস, আগ্রয়ণ এবং চাতুর্মাস্য প্রভৃতি নানাপ্রকার যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে প্রচুর দক্ষিণাও দিয়াছিলেন।

তিনি শতবৎসরকাল পর্যন্ত প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া এক লক্ষ ষাট হাজার গরু, দশ হাজার অশ্ব এবং এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দান করিতেন । ৭-৯

তিনি সোম ও অঙ্গিরার ন্যায় সম্পূর্ণ নক্ষত্রমণ্ডলে নক্ষত্র-দক্ষিণা দান করিতে থাকিয়া নানাপ্রকার যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের যজন করিয়াছিলেন । ১০

রাজা গয় অশ্বমেধনামক মহাযজ্ঞে মণিময় সর্বরাশিই পৃথিবী নির্মাণ করিয়া তাহা ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন । ১১

গয়ের যজ্ঞে সমস্ত যূপ জাম্বুনদনামক স্বর্ণের দ্বারা নির্মাণ করা হইয়াছিল। ইহাদিগকে নানাবিধ রত্নের দ্বারা বিভূষিতও করা হইয়াছিল। এই সমৃদ্ধিশালী যূপসকল সমস্ত প্রাণীগণেরই মন হরণ করিত । ১২

রাজা গয় যজ্ঞ করিবার সময় হর্ষে উল্লসিত ব্রাহ্মণগণকে এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণীদিগকে সর্ববিধ কামনা পূরণকারী অন্নদান করিয়াছিলেন । ১৩

স সমুদ্র-বন-দ্বীপ-নদী-নদ-বনেষু চ।
নগরেষু চ রাষ্ট্রেষু দিবি সোম্নি চ যেঽবসন্ ॥ ১৭
ভূতগ্রামাশ্চ বিবিধাঃ সন্তুষ্টা যজ্ঞসম্পদা।
গয়স্য সদৃশো যজ্ঞো নাভূদন্যো ইতি তেঽব্রুবন্ ॥ ১৪
ষট্‌ত্রিংশদ্‌যোজনায়ামা ত্রিংশদ্‌যোজনমাহতা।
পঞ্চাৎ পুরস্তুবিংশদ্‌বেদী স্যাসিদ্ধিরগ্নয়ী ॥ ১৬
গয়স্য যজমানস্য মুক্তাবজ্রমণিস্তৃতা।
প্রাদাৎ স ব্রাহ্মণেভ্যোঽথ বাসাংস্যাভরণানি চ ॥ ১৭
যথোক্তা দক্ষিণাশ্চাস্য বিপ্রেভ্যো ভূরিদক্ষিণঃ।
যত্র ভোজনশিষ্টাস্য পর্বতাঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ১৮
কুল্যাঃ কৃশলবাহিন্যো রসানামভবংস্তদা।
বস্ত্রাভরণগন্ধানাং রাশয়শ্চ পৃথগ্বিধাঃ ॥ ১৯
যস্য প্রভাবাচ্চ গয়শ্চিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
বটশ্চাক্ষয়করণঃ পুণ্যঃ ব্রহ্মসরশ্চ তৎ ॥ ২০
স চেন্দ্রদ্যুম্ন সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রসমন্বিতঃ।
পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তস্মাৎ মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ।
অযজ্ঞানমধাক্ষিপ্যমতি বৈতো ত্বাদাহরৎ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি ষোড়শরাজকীয়ে ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬

সমুদ্র, বন, দ্বীপ, নদী, নদ, কানন, নগর, রাষ্ট্র, আকাশ এবং স্বর্গে যে সমস্ত নানাবিধ প্রাণিগণ আছেন, তাঁহারাও সেই যজ্ঞের সম্পত্তিতে পরিতৃপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন—রাজা গয়ের সদৃশ অন্য আর কাহারও যজ্ঞ হয় নাই ॥ ১৪-১৫

যজমান গয়ের যজ্ঞে ছত্রিশ যোজন লম্বা, ত্রিশ যোজন আয়ত (চওড়া) ও অগ্র-পশ্চাৎ (অর্থাৎ নিম্নভাগ ও উপরিভাগ) চব্বিশ যোজন উচ্চ সুবর্ণময় বেদী নির্মিত হইয়াছিল*। এই বেদীর উপর হীরক, মণি এবং মণিময় বিচিত্র ছিল। প্রভূত দক্ষিণা-প্রদাতা গয় ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র, আভরণ ও পূর্বোক্ত অন্যান্য দক্ষিণাও দিয়াছিলেন।

এই যজ্ঞে অন্নাদি ভোজনের পরও অন্নের পঁচিশটি পর্বত অবশিষ্ট ছিল। সুকৌশলে রসসমূহের প্রবাহিত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী এবং বস্ত্র অলঙ্কার ও সুগন্ধিত দ্রব্যের বিচিত্র বহু রাশিও সেই সময় অবশিষ্ট ছিল ॥ ১৮-১৯

এই যজ্ঞের প্রভাবে রাজা গয় ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সেই সঙ্গে পুণ্যকে অক্ষয়কারী অক্ষয় বট এবং পবিত্র তীর্থ ব্রহ্মসরোবরও ইঁহার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিল ॥ ২০

স্বিতাসুত সঞ্জয়! ইনি ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন অন্যের বিষয় কি বক্তব্য থাকিতে পারে? অতএব তুমি যজ্ঞানুষ্ঠান ও দান-দক্ষিণাবিহীন নিজের পুত্রের জন্য অনুতাপ করিও না। এই কথা দেবর্ষি নারদ সৃঞ্জয়কে উদাহরণস্বরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ২১

---

*কোন ব্যাখ্যাতা এস্থলে যোজনের অর্থ "বিতস্তি" বলিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে এই যজ্ঞবেদী ১৮ হাত লম্বা, ১৪ হাত চওড়া ও ১২ হাত উচ্চ ছিল।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীতশতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্বে ষোড়শরাজকীয়োপাখ্যানবিষয়ক ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো রন্তিদেবস্য মহত্ত্বকথনম্।]

নারদ উবাচ।

সাংকৃতিং রন্তিদেবঞ্চ বৃতঃ স্বপ্নয় তুঞ্জয়।
যস্য দ্বিশতসাহস্রা আসন্ সূদা মহাত্মনঃ। ১

গৃহানভ্যাগতান্ বিপ্রানভিপ্রীন্ পরিবেশকাঃ।
পক্কাপক্কং দিবারাত্রং বরান্নমমৃতোপমম্। ২

দ্বারেনাধিগতং বিত্তং ব্রাহ্মণেভ্যো হ্যমন্যত।
বেদানধীত্য ধর্মেণ যজ্ঞক্রে দ্বিরতো বশে। ৩

ব্রাহ্মণেভ্যো দদদ্বিত্তান্ সৌবর্ণান্ স প্রভাবতঃ
তুভ্যং নিষ্কং তুভ্যং নিষ্কমিতি চ স্ম প্রভাষতে॥ ৪

তুভ্যং তুভ্যমিতি প্রাদাদ্বিষ্কান্ নিষ্কান্ সহস্রশঃ।
ততঃ পুনঃ সমাধায় নিষ্কানেব প্রযচ্ছতি। ৫

অন্নং দত্তং ময়াদ্যেতি নিষ্ককোটিঃ সহস্রশঃ।
একাহ্না দাস্যতি পুনঃ কোঽন্যস্তৎ সম্প্রদাস্যতি। ৬

দ্বিজপাণিবিয়োগেন দুঃখং মে শাশ্বতং মহৎ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহ এবং রাজাদদদ্ বসু। ৭

সহস্রঞ্চ সৌবর্ণান বৃষভান্ গোসহস্রগান্।
সাষ্টং শতং সুবর্ণানাং নিষ্কমাহরনং তথা। ৮

অধ্যর্ধমাসমদদদ্ ব্রাহ্মণেভ্যঃ শতং সমাঃ।
অগ্নিহোত্রোপকরণং যজ্ঞোপকরণঞ্চ যৎ। ৯

স্থবিভ্যঃ করকান্ কুম্ভান্ স্থালীঃ পিঠরমেব চ।
শয়নাসনযানানি প্রাসাদাংশ্চ গৃহাণি চ। ১০

বৃক্ষাংশ্চ বিবিধান্ পশ্যাদন্নানি চ ধনানি চ।
সর্বং সৌবর্ণমেবাসীদ্ রন্তিদেবস্য ধীমতঃ। ১১

উদ্গায়ন্তি গাথা গায়ন্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ।
রন্তিদেবস্য তাং দৃষ্ট্বা সমৃদ্ধিমতিমানুষীম্। ১২

নৈতাদৃশং দৃষ্টপূর্বং কুবেরসদনেঽপি।
ধনঞ্চ পূর্যমাণং নঃ কিং পুনর্মনুজেষিতি। ১৩

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

[রাজা রন্তিদেবের মহত্ত্বকথন।]

নারদ বলিলেন,—পঞ্চয়! আমরা আরও শুনিয়াছি যে, সাংকৃতির পুত্র রন্তিদেব জীবিত থাকিতে পারেন নাই। এই মহাত্মা রন্তিদেবের দুই লক্ষ পাচক ছিল, যাহারা গৃহে উপস্থিত ব্রাহ্মণ-অতিথিগণকে অমৃততুল্য মধুর পক্ক ও অপক্ক (কাঁচা) উত্তম অন্ন দিবারাত্র পরিবেশন করিয়া ভোজন করাইতেন। ১-২

তিনি ন্যায়ানুসারে প্রাপ্ত ধন ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেন এবং চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়া ধর্মের দ্বারা সমস্ত শত্রুদিগকে নিজের বশীভূত করিয়াছিলেন। ৩

ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণনির্মিত উজ্জ্বল নিষ্কসমূহ (নিষ্ক শব্দের ব্যাখ্যা পরে আছে) দান করিতে করিতে তিনি এই কথা বলিতেন—এই নিষ্ক তোমার জন্য, এই নিষ্ক তোমার জন্য। ৪

"তোমার জন্য, তোমার জন্য" বলিয়া তিনি হাজার হাজার নিষ্ক দান করিয়াছিলেন। ইহাতেও যে ব্রাহ্মণ নিষ্ক পাইতেন না, তিনি পুনরায় আধানপ্রধান পূর্বক তাঁহাকে নিষ্ক দান করিতেন॥৫

রাজা রন্তিদেব একদিনেই সহস্রকোটি নিষ্ক দান করিয়াও তিনি এই বোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, আজ আমি অন্নই দান করিলাম; এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পুনরায় দান করিতেন। এরূপ দান করিতে আর কোন ব্যক্তি সমর্থ হইবেন? ৬

ব্রাহ্মণগণের হাত বিয়োগ হইলে পর আমার সর্বদা অত্যন্ত দুঃখ হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। এইরূপ বিচার করিয়া রাজা রন্তিদেব বহু ধনদান করিতেন। ৭

সঞ্জয়! একহাজার সুবর্ণের বৃষ, এরূপ প্রত্যেক বৃষের পশ্চাতে এক শত স্বর্ণময়ী গাভী এবং একশত আট সুবর্ণমুদ্রা—এই ধনকেই নিষ্ক বলা হয়*।

রাজা রন্তিদেব প্রত্যেক পক্ষে ব্রাহ্মণগণকে কোটি নিষ্ক দান করিতেন। ইহার সহিত অগ্নিহোত্রের দ্রব্য ও যজ্ঞের দ্রব্য-সামগ্রীও থাকিত। তাঁহার এই নিয়ম শতবর্ষ পর্যন্ত চলিয়াছিল। ৮-৯

তিনি ঋত্বিগ্‌দিগকে করক (কমণ্ডলু), কুম্ভ, স্থালী, পিঠর (হাঁড়া), শয্যা, আসন, যান, প্রাসাদ, গৃহ, নানাবিধ বৃক্ষ এবং অন্ন ও ধন দান করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমান্ রন্তিদেবের সমস্ত ভোগ্য বস্তুই সুবর্ণময় ছিল।

রাজা রন্তিদেবের এই অলৌকিক সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া পুরাণবিৎ ব্যক্তিগণ সেখানে এরূপ তাঁহার যশোগাথা গান করিয়াছিলেন। ১০-১২

আমরা কুবেরের ভবনেও পূর্বে কখনও এরূপ (রন্তিদেবতুল্য) পরিপূর্ণ ধনভাণ্ডার দেখি নাই; সুতরাং মনুষ্যগণের মধ্যে তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ১৩

---

* এই শ্লোকের নিষ্ক শব্দের ব্যাখ্যা কোন কোন পণ্ডিতের মতে নিম্নরূপ—এক শত আট সুবর্ণ (মোহর), আট তোলা স্বর্ণ কিংবা একটি মাত্র স্বর্ণ মুদ্রাকে (মোহরকে) নিষ্ক বলা হয়।

ব্যক্তং বশ্যোকসারেয়মিত্যুচুস্তত্র বিস্মিতাঃ।
সাংকৃতে রন্তিদেবস্য যাং রাত্রিমতিথির্বসেৎ ॥ ১৪
আলভন্ত তদা গাবঃ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ।
তত্র স্ম সূদাঃ ক্রোশন্তি সুসৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ ॥ ১৫
সূপং কুরিষ্টমশ্নীধ্বং নাদ্য মাংসং যথা পুরা।
রন্তিদেবস্য যৎ কিঞ্চিৎ সৌবর্ণমভবৎ তদা ॥ ১৬
তৎ সর্বং বিততে যজ্ঞে ব্রাহ্মণেভ্যো হ্যমন্যত।
প্রত্যঙ্গং তস্য হব্যানি প্রতিগৃহ্নন্তি দেবতাঃ ॥ ১৭

প্রকৃতপক্ষে রন্তিদেবের সন্তানের ন্যায়ত্ব তাঁহার সুবর্ণময় রাজভবন ও স্বর্ণরাশি ছিল। বিস্মিত হইয়া সকল লোকে এইভাবে তাঁহার যশোগাথা গান করিয়াছিলেন।

সাংকৃতপুত্র রন্তিদেবের ভবনে যে রাত্রিতে অতিথিগণের সঙ্গে নিবাস করিত, সেই সময় সেখানে এরূপ হাজার গো দান করা হইয়াছিল।

সেখানে বিভক্ত মণিময় কুণ্ডলধারী সূপকরগণ চীৎকার করিয়া আহ্বান করিতে থাকিলেন যে, আপনারা প্রচুর পরিমাণে ডাল ও ঝোল ভোজন করুন। আজকে যেরূপ এরূপ বাদ্যিতরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহা পূর্বে একমাসের মধ্যে এরূপ প্রস্তুত করা হয় নাই।

সেই দিন রাজা রন্তিদেবের নিকট যাহা কিছু সুবর্ণময় দ্রব্য-সামগ্রী ছিল, সেই সব তিনি তাঁহার বিস্তৃত যজ্ঞে দান করিয়া দিয়াছিলেন।

কব্যানি পিতরঃ কালে সংকামান্ দ্বিজোত্তমাঃ।
স চেমমার সুস্থস্য চতুর্ভদ্রতরস্তদা ॥ ১৮
পুত্রাৎ পুত্রতরশ্চাভূৎ মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ।
অযজ্ঞানমদক্ষিণ্যমিতি বৈতোহ্যদাদ্বরং ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি ষোড়শরাজকীয়ে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭

ওঁহার যজ্ঞে দেবতা ও পিতৃগণ প্রত্যহ দর্শন দান করিয়া যথাসময়ে হব্য ও কব্য গ্রহণ করিতেন। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সেখানে সমস্ত মনোবাঞ্ছিত পদার্থসমূহ লাভ করিতেন।

পিতৃগণপ্রভৃতি সুরগণ! এই রন্তিদেবের যজ্ঞ, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা অধিক ছিলেন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিকতর পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইঁহারও জীবনহানি হইয়াছে, তখন অন্যের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি যজ্ঞ ও দান-দক্ষিণাহীন পুত্রের জন্য শোক করিও না। এরূপ কথা নারদ সৃঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন ১৪-১৯

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্বে ষোড়শরাজকীয়োপাখ্যানবিষয়ক সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো ভরতস্য চরিত্রবর্ণনম্।]

নারদ উবাচ।

যৌবনস্থং ভরতং চাপি মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম।
কর্মাণ্যনুকরাণ্যস্যৈঃ কৃতবান্ যঃ পিতুর্বনে ॥ ১

হিমাবদাতান্ যঃ সিংহান্ নখ-দংষ্ট্রায়ুধান্ বলী।
নির্বীর্যাংস্তরসা কৃত্বা বিচকর্ষ ববন্ধ চ ॥ ২
ক্রূরাংশ্চোগ্রতরান্ ব্যাঘ্রান্ দমিত্বা চাকরোদ্ বশে।
মনঃশিলা ইব শিলাঃ সংযুক্তা ভস্মরাশিভিঃ ॥ ৩

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

[রাজা ভরতের চরিত্রবর্ণন।]

নারদ বলিলেন,—সৃঞ্জয়! সুরপুত্র রাজা ভরতও প্রাণপুত্র হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। যে মহাত্মা শৈশবকালেই বনে সেইরূপ কর্মসকল করিয়াছিলেন, যাহা অন্যের পক্ষে সর্বথা দুষ্কর ছিল ॥ ১

বলবান্ তিনি বাল্যকালেই নখ ও দন্তসকলরূপ অস্ত্রধারী হিমতুল্য শুভ্রবর্ণের সিংহকে স্বীয় বাহুবলের বেগে পরাজিত এবং নিধন করিয়া তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া (টানিয়া) আনিতেন ও বন্ধন করিতেন ॥ ২

তিনি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ক্রূরস্বভাববিশিষ্ট ব্যাঘ্রগণকে দমন করিয়া স্বীয় বশীভূত করিতেন। মনঃশিলাসদৃশ শ্বেতবর্ণ এবং

ব্যালাদীংশ্চাতিবলবান্ সুপ্রতীকান্ গজানপি।
দংষ্ট্রাসু গৃহ্য বিমুখান্ শুক্লাস্যানকরোদ্ বশে ॥ ৪
মহিষানপ্যতিবলো বলিনো বিচকর্ষ হ।
সিংহানাঞ্চ সুদুষ্টানাং শতাস্যোকধরম্ বলাৎ ॥ ৫
বলিনঃ সুবরান্ ষড়্ গান্ নানাসত্ত্বানি চাপুতে।
কৃত্বা প্রাণং বনে বদ্ধা দময়িত্বাপ্যবাসৃজৎ ॥ ৬
তং সর্বদমনেত্যাহুর্দ্বিজাস্তেনাস্ত কর্মণা।
তং প্রত্যাষেধজ্জননী মা সত্ত্বানি বিজীজনঃ ॥ ৭
সোঽশ্বমেধশতেনেষ্ট্বা যমুনামনু বীর্যবান্।
ত্রিংশতাত্মান্ সরস্বত্যাং গঙ্গামনু চতুঃশতান্ ॥ ৮
সোঽশ্বমেধসহস্রেণ রাজসূয়শতেন চ।
পুনরীজে মহাযজ্ঞৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ ॥ ৯
অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যামিষ্ট্বা বিশ্বজিতা অপি।
বাজপেয়সহস্রাণাং সহস্রৈশ্চ সুসংবৃতৈঃ ॥ ১০
ইষ্ট্বা শাকুন্তলো রাজা তর্পয়িত্বা দ্বিজান্ ধনৈঃ।
সহস্রং যস্য পদ্মানাং কথায়াং ভরতো দদৌ ॥ ১১
জাম্বুনদস্য শুদ্ধস্য কনকস্য মহাবপাঃ।
যস্য যূপঃ শতব্যামঃ পরিণাহেন কাঞ্চনঃ ॥ ১২
সমাগম্য দ্বিজৈঃ সার্ধং সেন্দ্রৈর্দেবৈঃ সমুচ্ছ্রিতঃ।
অলঙ্কৃতান্ রাজমানান্ সর্বরত্নৈর্মনোহরৈঃ ॥ ১৩
হৈরণ্যানশ্বান্ স্থিরধান্ রথানুষ্ট্রানজাবিকম্।
দাসীদাসং ধনং ধান্যং গাঃ সবৎসাঃ পয়স্বিনীঃ ॥ ১৪
গ্রামান্ গৃহাংশ্চ ক্ষেত্রাণি বিবিধাংশ্চ পরিচ্ছদান্।
কোটীশতাযুতাংশ্চৈব ব্রাহ্মণেভ্যো দদন্তত ॥ ১৫
চক্রবর্তী হ্যদীনাত্মা জিতারির্হ্যজিতঃ পরৈঃ।
স চেন্মমার সুভগঃ চতুর্ভদ্রতরস্বয়া ॥ ১৬
পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তস্যাঃ মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ।
অযজ্ঞানমথাক্ষিণ্যমতি বৈত্যেত্যুদাহরৎ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি ষোড়শরাজকীয়ে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮

মাল্যাবলিসংযুক্ত রক্তবর্ণ বড় বড় প্রস্তরখণ্ডকে সহজেই হাতে তুলিয়া লইতেন। ৩

অত্যন্ত বলবান্ ভরত সর্পাদি জন্তুগণের ও সুপ্রতীকজাতীয় গজরাজগণের দন্তধারণ করিয়া তাহাদের মুখকে শুষ্ক করিয়া দিয়া বিমুখ করত নিজের বশীভূত করিতেন। ৪

ভরতের অতীব বল ছিল। তিনি বলবান্ মহিষ ও শত শত গর্জিত সিংহকেও বেগপূর্বক আকর্ষণ করিয়া আনিতেন। ৫

বলশালী ভরত, ভল্লুক এবং অন্যান্য নানাবিধ হিংস্র জন্তুগণকে তিনি বনে বন্ধন করিতেন ও তাহাদের দমন করিতে করিতে অধমৃত অবস্থায় মুক্ত করিয়া দিতেন। ৬

তাঁহার এই কার্যের জন্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নাম সর্বদমন রাখিয়াছিলেন। মাতা শকুন্তলা ভরতকে পরে নিষেধ করিয়াছিলেন যে, তুমি বন্য প্রাণিগণকে বধ করিও না। ৭

পরাক্রমশালী মহারাজ ভরত যখন বড় হইলেন, তখন তিনি যমুনার তীরে তিন শত ও গঙ্গার তীরে চার শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পুনরায় উত্তম দক্ষিণাযুক্ত এক হাজার অশ্বমেধ ও এক শত রাজসূয় মহাযজ্ঞদ্বারা ভগবানের যজন করিয়াছিলেন। ৮-৯

তাহার পর ভরত অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞ করিয়া বিশ্বজিৎনামক যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অনন্তর সর্বধা সুরক্ষিত দশ লক্ষ রাজগণের যজ্ঞদ্বারা ভগবান্ যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করিয়া মহাবপাযুক্ত শকুন্তলানন্দন রাজা ভরত ধনের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে তৃপ্ত করত আচার্য কণ্বকে বিশুদ্ধ জাম্বুনদ সুবর্ণের দ্বারা নির্মিত এক হাজার পদ্ম দান করিয়াছিলেন।

ইন্দ্রাদি দেবগণ সেখানে ব্রাহ্মণদের সহিত মিলিত হইয়া রাজা ভরতের যজ্ঞে স্বর্ণনির্মিত চারিশত হাত লম্বা যূপ আরোপণ করিয়াছিলেন।

শত্রুবিজয়ী, শত্রুগণকর্তৃক অপরাজিত, অধীনচিত্ত, চক্রবর্তী সম্রাট্ ভরত সম্পূর্ণভাগ্য মনোহর রত্নে বিভূষিত, কান্তিমান্ এবং সুবর্ণশোভিত অশ্ব, হস্তী, রথ, উট, ছাগল, ভেড়া, দাস, দাসী, ধন-ধান্য, দুগ্ধবতী সবৎসা গাভী, গৃহ, গৃহ, ক্ষেত্র এবং বিবিধ বস্ত্র-আভরণাদি সামগ্রী ও দশ লক্ষ কোটি সুবর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন।

দ্বৈত্য সুভগ! ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য—এই চারিটি কল্যাণকর গুণে ভরত তোমা অপেক্ষা অধিক এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, তখন অন্যের কথা কি বলিব? অতএব তুমি যজ্ঞ ও দান-দক্ষিণাদিকর্মরহিত পুত্রের জন্য অনুতাপ করিও না। এই কথা নারদ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। ১০-১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্বে ষোড়শরাজকীয়োপাখ্যানবিষয়ক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞঃ পৃথোশ্চরিত্রকথনম্।]

নারদ উবাচ।

পৃথুং বৈণঞ্চ রাজানং মৃতং সূতঞ্চ তুষ্টুবুঃ।
যমভ্যষিঞ্চন্ সাম্রাজ্যে রাজসূয়ে মহর্ষয়ঃ॥ ১

যস্মাৎ প্রথিতেত্যূচুঃ সর্বানভিভবন্ পৃথুঃ।
ক্ষতাত্ত্রায়াদসাতে সর্বানিত্যেবং ক্ষত্রিয়োঽভবৎ। ২

পৃথুং বৈণং প্রজা দৃষ্ট্বা রক্তাঃ স্মেতি যদব্রুবন্।
ততো রাজেতি নামাস্য অনুরাগাদজায়ত॥ ৩

অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী আসীদ্ বৈণস্য কামধুক্।
সর্বাঃ কামদুঘা গাবঃ পুটকে পুটকে মধু॥ ৪

আসন্ হিরণ্ময়া দর্ভাঃ সুবস্পর্শাঃ সুবাবহাঃ।
তেষাং চীরাণি সংবীতাঃ প্রজাস্তেষেব শেরতে
ফলান্যমৃতকল্পানি স্বাদূনি চ মধূনি চ।

তেষামাশাং তদাহারো নিরাহারাশ্চ নাভবন্॥ ৬

অরোগাঃ সর্বসিদ্ধার্থা মনুষ্যা শতবৎসরাঃ।
স্ববসন্থ যথাকামং বৃক্ষেষু চ গৃহাসু চ॥ ৭

প্রবিভাগো ন রাষ্ট্রাণাং পুরাণাং চাভবৎ তদা।
যথাসুখং যথাকামং তথৈতা মুদিতাঃ প্রজাঃ॥ ৮

তস্য সংস্তুন্বিতা স্থাপঃ সমুদ্রমভিযাসাতঃ।
পর্বতাশ্চ দদুর্মার্গং ধ্বজভঙ্গশ্চ নাভবৎ। ৯

তং বনস্পতয়ঃ শৈলা দেবাসুর-নরোরগাঃ।
সপ্তর্ষয়ঃ পুণ্যজনা গন্ধর্বাপ্সরসোঽপি চ॥ ১০

পিতরশ্চ সুধাদীনমভিগম্যেদমব্রুবন্।
সম্রাড়সি ক্ষত্রিয়োঽসি রাজা গোপ্তা পিতাসি নঃ॥ ১১

দেহ্যস্মভ্যং মহারাজ প্রভুঃ সন্নীপ্সিতান্ বরান্।
যৈর্বয়ং শাশ্বতীস্তৃপ্তির্বর্তয়িষ্যামহে সুখম্। ১২

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

[রাজা পৃথুর চরিত্রকথন।]

নারদ বলিলেন,—সঞ্জয়! বেনের পুত্র রাজা পৃথুও জীবিত থাকিতে পারেন নাই, ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। মহর্ষিগণ রাজসূয়-যজ্ঞে তাঁহাকে সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।১

"ইনি সমস্ত শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া স্বীয় প্রভাবে জগতে বিখ্যাত হইবেন" এই কথা মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন। সেই কারণেই ইহাকে 'পৃথু' বলা হয়। ঋষিগণ একথাও বলিয়াছিলেন যে, "ইনি ক্ষত হইতে আমাদের ত্রাণ করিবেন" এজন্য ইনি "ক্ষত্রিয়" এই সার্থক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ২

বেনপুত্র পৃথুকে দেখিয়া প্রজারা বলিয়াছিলেন, আমরা ইহার উপর অনুরক্ত। সেইজন্য এই প্রজারঞ্জনজনিত অনুরাগের জন্য তাঁহার নাম "রাজা" হইয়াছিল। ৩

বেননন্দন পৃথুর জন্য এই পৃথিবী কামধেনুতে পরিণতা হইয়াছিলেন। ইহার রাজত্বে কৃষি না করিয়াই ভূমি শস্য প্রদান করিত। সমস্ত গোই তখন কামধেনুস্বরূপ ছিল। প্রতি পুটকেই মধু পূর্ণ থাকিত। ৪

কুশসকল সুবর্ণময় হইয়াছিল। ইহাদের স্পর্শ কোমল এবং সুখপ্রদ ছিল। ইহাদের দ্বারাই চীর (পরিধানযোগ্য বস্ত্রখণ্ড) নির্মাণ করিয়া প্রজাগণ নিজেদের শরীর আচ্ছাদিত করিত ও এই কুশেরই চাটাই নির্মাণ করিয়া তাহাতেই শয়ন করিত। ৫

বৃক্ষসমূহের ফল অমৃততুল্য মধুর ও স্বাদিষ্ট ছিল। তখন এই সব ফলই সকলে আহার করিত এবং কোন ব্যক্তিই অনাহারী থাকিত না। ৬

সকল মনুষ্যই নীরোগ ছিল। সকলেরই সর্বপ্রকার কামনা পূর্ণ হইত এবং তাহাদের কোনরূপ কিছু ভয়ই ছিল না। তাহারা নিজেদের ইচ্ছানুসারে বৃক্ষসমূহের নিম্নে ও পর্বত গুহা-সকলে বাস করিত। ৭

সেই সময় রাষ্ট্র ও নগরসমূহের কোন বিভাগ ছিল না। সকলেই নিজেদের ইচ্ছানুসারে সুখলাভ ও ভোগপ্রাপ্ত হইত। ইহাতে সকল প্রজাই আনন্দিত থাকিত। ৮

রাজা পৃথু যখন সমুদ্রে যাত্রা করিতেন, তখন জল স্তম্ভিত হইয়া যাইত এবং পর্বতসকল তাঁহাকে পথ প্রদান করিত। তাঁহার রথের ধ্বজ কখনও ভগ্নিত হইত না। ৯

একদিন সুখের সহিত উপবিষ্ট রাজা পৃথুর নিকট বনস্পতি, পর্বত, দেবতা, অসুর, মনুষ্য, সর্প, নদনদি, পুণ্যজন (যক্ষ), গন্ধর্ব, অপ্সরা এবং পিতৃগণ আসিয়া এই কথা বলিলেন—মহারাজ! তুমি আমাদের সম্রাট্, ক্ষত্রিয় ও রাজা এবং রক্ষক ও পিতা। তুমি আমাদের অভীষ্ট বর দান কর, যাহাতে আমরা অনন্তকাল পর্য্যন্ত তৃপ্তি ও সুখ অনুভব করিতে পারি। তুমি এরূপ করিতে সমর্থ। ১০-১২

তথেত্যুক্ত্বা পৃথুর্বৈন্যো গৃহীত্বাজগবং ধনুঃ।
শরাংশ্চাপ্রতিমান্ ঘোরাংশ্চিক্ষেপাভিমুখীং মহীম্ ॥ ১৩

এহ্যেহি বসুধে ক্ষিপ্রং ক্ষয়ৈষাং কাঙ্ক্ষিতং পয়ঃ।
ততো দাস্যামি ভদ্রং তে অন্নং যস্য যথেপ্সিতম্ ॥১৪

বসুধোবাচ।

হুহিতৃত্বেন মাং বীর সঙ্কল্পয়িতুমর্হসি।
তথেত্যুক্ত্বা পৃথুঃ সর্বং বিধানমকরোদ্ বশী ॥ ১৫

ততো ভূতনিকায়াস্তাং বসুধাং দুহুরুত্তমম্।
তাং বনস্পতয়ঃ পূর্বং সমুদ্ভূতুর্দুধুক্ষবঃ ॥ ১৬

সাভিষ্টবং বৎসলা বৎসং দোহপাত্রাণি চেষ্টতি।
বৎসোঽভূৎ পুষ্পিতঃ শালঃ প্লক্ষো দোহাভবৎ তদা ॥১৭

ছিন্নপ্ররোহণং দুগ্ধং পাত্রমৌদুম্বরং শুভম্।
উদয়ঃ পর্বতো বৎসো মেরুর্দোহা মহাগিরিঃ ॥ ১৮

রত্নান্যোষধয়ো দুগ্ধং পাত্রমশ্মময়ং তথা।
দোহা চাসীৎ তদা দেবো দুগ্ধমূর্জস্করং প্রিয়ম্ ॥ ১৯

অসুরা দুহুরর্থায়মামপাত্রে তু তে তথা।
দোহা বিমূর্ধা তত্রাসীদ্ বৎসশ্চাসীদ্ বিরোচনঃ ॥২০

কৃষিঞ্চ পশুঞ্চ নরা দুহুরুঃ পৃথিবীতলে।
স্বায়ম্ভুবো মনুর্বৎসস্তেষাং দোহাভবৎ পৃথুঃ ॥ ২১

অলাবুপাত্রে চ তথা বিষং দুগ্ধা বসুন্ধরা।
দুগ্ধরাষ্ট্রোঽভবদ্ দোহা তেষাং বৎসশ্চ তক্ষকঃ ॥ ২২

সপ্তর্ষিভির্দুহা দুগ্ধা তথা চাক্লিষ্টকর্মভিঃ।
দোহা বৃহস্পতিঃ পাত্রং ছন্দো বৎসশ্চ সোমরাট্ ॥২৩

অন্তর্ধানং চামপাত্রে দুগ্ধা পুণ্যজনৈর্বিরাট্।
দোহা চৈত্ররথস্তেষাং বৎসশ্চাসীদ্ বৃষধ্বজঃ ॥ ২৪

পুণ্যগন্ধান্ পলপাত্রে গন্ধর্বাপ্সরসোঽদুহন্
বৎসশ্চিত্ররথস্তেষাং দোহা বিশ্বরুচিঃ প্রভুঃ ॥ ২৫

অর্থান্ রজতপাত্রেষু দুদুহুঃ পিতরশ্চ তাম্।
বৎসো বৈবস্বতস্তেষাং যমো দোহাস্তকস্তদা ॥ ২৬

"তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া বেননন্দন মনু এবং যাহাদের কোনই তুলনা নাই, সেই সকল ঋষির বাক্য হাতে লইয়া কিছু চিন্তাপূর্বক পৃথিবীকে বলিলেন ॥ ১৩

বসুধে! তোমার কল্যাণ হউক। এস, এস, এই প্রজাগণের জন্য শীঘ্রই মনোবাঞ্ছিত দুগ্ধধারা প্রবাহিত কর। তাহার পর আমি যাহার যাহা ইচ্ছা, তদনুসারে তাহা দান করিব ॥ ১৪

বসুধা বলিলেন,—বীর! তুমি আমাকে তোমার কন্যা বলিয়াই মনে কর, তখন জিতেন্দ্রিয় রাজা পৃথু 'তথাস্তু' বলিয়া সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন ॥ ১৫

তদনন্তর প্রাণিগণের সকল বসুধাকে দোহন করিতে লাগিল। সর্বাগ্রে দুগ্ধকামী বনস্পতিসকল উত্থিত হইল।

সেই সময় গোরূপধারিণী পৃথিবী বাৎসল্য-স্নেহে পরিপূর্ণ হইয়া বৎস, দোহনকর্তা ও দুগ্ধপাত্র ইচ্ছা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। বনস্পতিসমূহের মধ্যে পুষ্পিত শাল বৃক্ষ বৎস হইল। প্লক্ষ (পাকুড়) বৃক্ষ দোহনকর্তা হইল এবং ঔদুম্বর সুন্দর দুগ্ধপাত্র হইল। ছিন্ন হইলে পুনরায় উৎপন্ন হওয়াই দুগ্ধ ছিল।

পর্বতসকলের মধ্যে উদয়াচল বৎস, মহাগিরি মেরু দোহন-কর্তা, রত্ন ও ওষধিসকল দুগ্ধ এবং প্রস্তরই দুগ্ধপাত্র ছিল।

দেবতাগণের মধ্যেও তখন কেহ বৎস ও কেহ দোহনকর্তা হইয়াছিলেন। ইহারা পুষ্টিকারক অমৃতময় দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন ॥ ১৬-১৯

অসুরগণ আমপাত্রে (কাঁচাপাত্রে) মায়াময় দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন। সেই সময় বিমূর্ধা দোহনকর্তা ও বিরোচন বৎস হইয়াছিলেন ॥ ২০

কৃষিকর্ম ও পশুকে দুগ্ধরূপে দোহন করিলেন। ইহাদের মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু বৎস হইয়াছিলেন এবং দোহনকার্য করিয়াছিলেন পৃথু ॥ ২১

সর্পগণ অলাবুকে (লাউকে) পাত্র করিয়া পৃথিবী হইতে বিষ দোহন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দোহা ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র এবং বৎস ছিলেন তক্ষক ॥ ২২

অঙ্গিরঃকর্তৃক সপ্তর্ষিগণ ব্রহ্ম (বেদ ও তপ)-কে দোহন করিয়াছিলেন। ইহাদের দোহা ছিলেন বৃহস্পতি, পাত্র ছিলেন ইন্দ্র ও বৎস ছিলেন রাজা সোম ॥ ২৩

যক্ষগণ কাঁচাপাত্রে পৃথিবী হইতে অন্তর্ধান-বিদ্যাকে দোহন করিয়াছিলেন। এই বিদ্যার দোহনকর্তা ছিলেন কুবের এবং বৎস হইয়াছিলেন স্বয়ং শিব ॥২৪

গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ পদ্মপাত্রে পবিত্র গন্ধকেই দুগ্ধরূপে দোহন করিয়াছিলেন। ইহাদের বৎস ছিলেন চিত্ররথ এবং দোহা ছিলেন গন্ধর্বরাজ বিশ্বরুচি ॥ ২৫

পিতৃগণ পৃথিবী হইতে রজতময় পাত্রে স্বধারূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন। সেই সময় ইহাদের মধ্যে বৈবস্বত যম ছিলেন বৎস এবং দোহনকারী ছিলেন অন্তক ॥ ২৬

এবং নিকায়ৈস্তৈর্দ্ধা পয়োঽভীষ্টং দি সা বিরাট্ ।
বৈর্বর্তয়ন্তি তে হৃষ্ট পাত্রৈর্বৎসৈশ্চ নিত্যশঃ ॥ ২৭
যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈরিষ্ট্বা পৃথুর্বৈন্যঃ প্রতাপবান্ ।
সন্তর্পয়িত্বা ভূতানি সর্বৈঃ কামৈর্মনঃপ্রিয়ৈঃ ২৮
হৈরণ্যানকরোদ্ রাজা যে কেচিৎ পার্থিবা ভুবি ।
তান্ ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রাযচ্ছদশ্বমেধে মহামখে ॥ ২৯
ষষ্টিনাগসহস্রাণি ষষ্টিনাগশতানি চ ।
সৌবর্ণানকরোদ্ রাজা ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ তান্ দদৌ ॥ ৩০

ইমাঞ্চ পৃথিবীং সর্বাং মণিরত্নবিভূষিতাম্ ।
সৌবর্ণীমকরোদ্ রাজা ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ তাং দদৌ ॥ ৩১
স চেজ্যবায় সুব্রত চতুর্ভদ্রতরস্তদা ।
পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তস্যাঃ মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ।
অযজ্ঞানমদাক্ষিণ্যমতি বৈতোত্যুদাহরৎ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি ষোড়শরাজকীয়ে একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

সূত্রধর ! এইরূপে সকল প্রাণী বৎস ও পাত্র কল্পনা করিয়া পৃথিবী হইতে নিজ নিজ অভীষ্ট দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহারা আজ পর্যন্ত নিরন্তর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন ॥ ২৭

অনন্তর প্রতাপশালী বেনকুমার পৃথু নানাবিধ যজ্ঞদ্বারা যজন করত মনের প্রিয়কর সমস্ত ভোগ্যবস্তুদ্বারা লাভ করিয়া সকল প্রাণীকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন ॥ ২৮

ভূতলে যাহা কিছু পার্থিব পদার্থ আছে, তাহাদের স্বর্ণের আকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া রাজা পৃথু অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন ॥ ২৯

রাজা পৃথু ষাট হাজার ষাটশত অর্থাৎ ছেষট্টি হাজার সুবর্ণের হাতী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং সেই সকল হাতী পরে ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন ॥ ৩০

রাজা পৃথু এই সমগ্র পৃথিবীর মণি এবং রত্নরাজিতে বিভূষিতা স্বর্ণময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাহা ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন ॥ ৩১

ভিত্তিবংশাবতংস সূত ! ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে বেনপুত্র পৃথু তোমা অপেক্ষা অধিক ছিলেন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষাও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও বিনষ্ট হইয়াছেন, তখন অপরের কথা আর কি বলিব ? অতএব তুমি যজ্ঞানুষ্ঠান ও দান-দক্ষিণাবিহীন পুত্রের জন্য শোক করিও না। এই কথা নারদ সঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন ॥ ৩২

শ্রীমদ্ঋষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে ষোড়শরাজকীয়োপাখ্যানবিষয়ক একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

[পরশুরামস্য চরিত্রবর্ণনম্ ।]

নারদ উবাচ ।

রামো মহাতপাঃ শূরো বীরলোকনমস্কৃতঃ ।
জামদগ্ন্যোঽপ্রতিরথো অবিতৃপ্তো মরিষ্যতি ॥ ১
যঃ ক্ষাত্রমনুপর্য্যেতি ভূমিং কুর্বন্নিমাং সুখাম্ ।
ন চাসীদ্ বিক্রিয়া যস্য প্রাপ্য শ্রিয়মনুত্তমাম্ ॥ ২
যঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ পরামৃষ্টে বংসে পিতরি চাক্রবন্ ।
ততোঽবধীৎ কার্তবীর্য্যমর্জিতং সমরে পরৈঃ ॥ ৩

সপ্ততিতম অধ্যায়।

[পরশুরামের চরিত্রবর্ণন।]

নারদ বলিলেন,—সঞ্জয় ! মহাতপস্বী, শূরবীর, বীরজনবন্দিত, মহাবলশালী জমদগ্নিনন্দন পরশুরামও অতুল অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছেন ॥ ১

যিনি এই পৃথিবীকে সুখময় করিতে থাকিয়া আদিমুগের ধর্ম্ম যেখানে নিরন্তর প্রচার করিয়াছিলেন এবং পরম উত্তম সম্পত্তি লাভ করিয়াও যিনি মনে কোন প্রকার বিকারপ্রাপ্ত হন নাই ॥ ২

যখন ক্ষত্রিয়বধূ গর্ভের বৎস হরিয়া রাখিলেন এবং পিতা জামদগ্নিকে বধ করিলেন, তখন ইনি মৌন থাকিয়া সমরাঙ্গণে সকলপরাক্রমে অপরাজিত বীর কৃতবীর্য্যকুমার অর্জুনকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ৩

29616

ক্ষত্রিয়াণাং চতুঃষষ্টিমযুতানি সহস্রশঃ।
তদা মৃত্যোঃ সমেতানি একেন ধনুষাজয়ৎ।
ব্রহ্মদ্বিষাং চাপি তস্মিন্ সহস্রাণি চতুর্দশ।
পুনরন্যানি জগ্রাহ দত্তক্রূরঃ জঘান চ। ৫
সহস্রং মূলকেনাহন্ সহস্রমসিনাবধীৎ
উদ্বন্ধনাৎ সহস্রঞ্চ সহস্রমুদকে ধৃতম্॥ ৬
দন্তান্ ভঙ্ক্ত্বা সহস্রস্য কর্ণান্ নাসা শুকুন্তত।
ততঃ সপ্তসহস্রাণাং কটুধূপনপায়য়ৎ॥ ৭
শিষ্টান্ বদ্ধ্বা চ তস্থা বৈ তেষাং মূর্দ্ধ্নি বিচিন্ত্য চ।
গুণাবতীমুত্তরেণ খাণ্ডবান্ দক্ষিণেন চ
নির্যাস্যে শতসাহস্রা হৈহয়াঃ সমরে হতাঃ ৮
সরথাশ্বগজা বীরা নিহতাস্তস্য শেরতে।
পিতুর্বধামর্ষিতেন জামদগ্ন্যেন ধীমতা॥ ৯
নিজঘ্নে দশসাহস্রান্ রামঃ পরশুনা তদা।

ন হ্যস্যন্ত তা বাচো যাস্তৈর্ভৃশমুদীরিতাঃ॥ ১০
ভৃগো রামাভিধাবেতি যদাক্রন্দন্ দ্বিজোত্তমাঃ।
ততঃ কাশ্মীর-দরদান্ কুন্তি-ক্ষুদ্রক-মালবান্।
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গাংশ্চ বিদেহাংস্তাম্রলিপ্তকান্।
রক্ষোবাহান্ বীতিহোত্রাংস্ত্রিগর্তান্ মাত্তিকাবতান্॥১২
শিবীনঙ্গাংশ্চ রাজন্যান্ যেশান্ যেশান্ সহস্রশঃ।
নিজঘ্নে শিতৈর্বাণৈর্জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্॥ ১৩
কোটীশতসহস্রাণি ক্ষত্রিয়াণাং সহস্রশঃ।
ইন্দ্রগোপকবর্ণস্য বন্ধুজীবনিভস্য চ। ১৪
রুধিরস্য পরীবাহৈঃ পূরয়িত্বা সরাংসি চ।
সর্বানীপান্ দ্বীপবতো বশমানীয় ভার্গবঃ॥ ১৫
ইষ্ট্বে ক্রতুশতৈঃ পূর্ণৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ
বেদীমষ্টনলোৎসেধাং সৌবর্ণীং বিধিনির্মিতাম্।
সর্বরত্নশতৈঃ পূর্ণাং পতাকাশতমালিনীম্।
গ্রাম্যারণ্যৈঃ পশুগণৈঃ সম্পূর্ণাঞ্চ মহীমিমাম্॥ ১৭

সেই সময় মৃত্যুর জন্য সমবেত (অথবা মৃত্যুর জন্য ও যম করিবার জন্য সমবেত) চৌষট্টি কোটি ক্ষত্রিয়কে তিনি একাকীই একমাত্র দন্তর সাহায্যেই জয় করিয়াছিলেন। ৪

সেই যুদ্ধে পরশুরামের ভৌম ভাণ্ডার অসুর ব্রহ্মদ্বেষীদিগকে দমন করিয়াছিলেন এবং দন্তক্রূরনামক রাজাকেও বধ করিয়াছিলেন। ৫

তিনি এক হাজার ক্ষত্রিয়কে মূলের আঘাতে বিনাশ করিয়াছিলেন, এক হাজার রাজপুতকে তরবারির দ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন, এক হাজার ক্ষত্রিয়কে বৃক্ষের শাখায় ফাঁসি দিয়া বধ করিয়াছিলেন এবং পুনরায় এক হাজার ক্ষত্রিয়কে জলে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ৬

এক হাজার রাজপুতের দাঁত উৎপাটন পূর্বক নাক কান কাটিয়া দিয়াছিলেন এবং সাত হাজার রাজাকে কটু ধূমপান করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ৭

শেষ ক্ষত্রিয়দিগকে তিনি বন্ধন করিয়া বধ করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে অনেকেরই মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। গুণাবতীর উত্তর ও খাণ্ডব-বন হইতে দক্ষিণ-পর্বতের নিকটবর্তী প্রদেশে লক্ষ হৈহয়বংশীয় বীর ক্ষত্রিয়কে পিতার বধে ক্রুদ্ধ হইয়া বুদ্ধিমান্ পরশুরাম রণাঙ্গনে নিপাতিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ রথ, অশ্ব ও হস্তীসহ নিহত হইয়া রণশায়ী হইয়াছিলেন। ৮-৯

পরশুরাম সেই সময় নিজের পরশুর আঘাতে দশ হাজার ক্ষত্রিয়কে ছেদন করিয়াছিলেন। আশ্রমবাসীরা আর্তস্বরে যে কথা বলিয়াছিলেন, সেখানকার শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ 'ভৃগুবংশীয় পরশুরাম! ধাবিত হও, রক্ষা কর' এই কথা বলিয়া যে করুণ ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই কাতর ক্রন্দন পরশুরাম সহ্য করিতে পারেন নাই।

তারপর প্রতাপশালী পরশুরাম কাশ্মীর, কুন্তি, ক্ষুদ্রক, মালব, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বিদেহ, তাম্রলিপ্ত, রক্ষোবাহ, বীতিহোত্র, ত্রিগর্ত, মাত্তিকাবত, শিবি এবং অন্য সহস্র সহস্র দেশের ক্ষত্রিয়গণকে তীব্র তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সংহার করিয়াছিলেন॥১০-১৩

সহস্র ও লক্ষ কোটি ক্ষত্রিয়কে ইন্দ্রগোপনামক কীট এবং বন্ধুজীব পুষ্পসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট রক্তধারায় পরশুরাম বহু পুষ্করিণীকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং সমস্ত দ্বীপের দ্বীপবাসীকে বশে আনিয়া উত্তম দক্ষিণাযুক্ত শত শত পবিত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন॥

সেই যজ্ঞে বিধি অনুসারে বত্রিশ হাত উচ্চ একটি স্বর্ণের বেদী নির্মাণ করা হইয়াছিল, যাহা চতুর্দিক্ দিয়া শত শত রত্নে পরিপূর্ণ এবং শত শত পতাকায় সুশোভিত ছিল। জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের সেই বেদীকে এবং গ্রাম্য ও বন্য পশুগণে পরিপূর্ণা এই পৃথিবীকে মহর্ষি কশ্যপ দক্ষিণারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রামস্য জামদগ্ন্যস্য প্রতিজগ্রাহ কশ্যপঃ।
ততঃ শতসহস্রাণি দ্বিপেন্দ্রান্ হেমভূষণান্ ॥ ১৮
নির্দস্যুং পৃথিবীং কৃত্বা নিষ্টৈর্জনসঙ্কুলাম্।
কশ্যপায় দদৌ রামো হয়মেধে মহামখে ॥ ১৯
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ।
ইষ্ট্বা ক্রতূনপ্তবীরো ব্রাহ্মণেভ্যো ন্যমন্তত ॥ ২০
সপ্তদ্বীপাং বসুমতীং মারীচোঽগৃহ্নত দ্বিজঃ।
রামঃ প্রোবাচ নির্গচ্ছ বসুধাতো মমাজ্ঞয়া ॥ ২১
স কশ্যপস্য বচনাৎ প্রোৎসার্য্য সরিতাং পতিম্।
ইষুপাতে ভুবঃ শ্রেষ্ঠ কুর্বন্ ব্রাহ্মণশাসনম্ ॥ ২২
অধ্যাবসদ্ গিরিশ্রেষ্ঠং মহেন্দ্রং পর্বতোত্তমম্।
এবং গুণসমৈর্যুক্তো ভৃগূণাং কীর্তিবর্ধনঃ ॥ ২৩
জামদগ্ন্যো দ্যুতিবলা মরিষ্যন্তি মহাদ্যুতিঃ।
ত্বয়া চতুর্ভদ্রতরঃ পুত্রাৎ পুণ্যতরস্তব ॥ ২৪
অযজ্ঞানমদাক্ষিণ্যাৎ মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ।
এতে চতুর্ভদ্রতরাস্ত্বয়া ভদ্রপ্রভাষিকাঃ।
মৃতা নরবরশ্রেষ্ঠ মরিষ্যন্তি চ সঞ্জয় ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি মৃত্যুকথনে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০

সেই সময় পরশুরাম দক্ষ পরমাত্মকে স্বর্ণ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া, এই পৃথিবীকে দস্যুহীনা করিয়া এবং ধনপূর্ণ ও প্রিয়জনে পরিপূর্ণা করিয়া অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞে কশ্যপকে দান করিয়াছিলেন ॥ ১৮-১৯

বীর ও শক্তিশালী পরশুরাম একুশ বার এই পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তারপর এই পৃথিবীকে ব্রাহ্মণগণের অধিকারে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২০

ব্রহ্মর্ষি কশ্যপ যখন সপ্ত দ্বীপযুক্তা এই পৃথিবীকে গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি পরশুরামকে বলিলেন,—এখন তুমি আমার আজ্ঞায় এই পৃথিবী হইতে চলিয়া যাও ॥ ২১

কশ্যপের এই আদেশে যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরশুরাম নিক্ষিপ্ত বাণপতনের স্থান পর্যন্ত সমুদ্রকে দূরে পশ্চাদপসারণ করাইয়া ব্রাহ্মণের আজ্ঞা পালন করিতে করিতে উত্তম পর্বত গিরিশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্র পর্বতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥

এইরূপে ভৃগুকুলের কীর্তিবর্ধন, মহাযশস্বী, মহাদ্যুতিমান ও শুভগুণসম্পন্ন জমদগ্নিনন্দন পরশুরামও একদিন না একদিন মৃত্যু-বরণ করিবেনই ॥ ২২-২৩

সঞ্জয়! ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এই চারিটি গুণে পরশুরাম তোমা অপেক্ষা অধিক এবং তোমার পুত্র অপেক্ষাও অধিক পুণ্যাত্মা। অতএব তুমি যজ্ঞানুষ্ঠান ও দান-দক্ষিণাহীন পুত্রের জন্য শোক করিও না ॥ ২৪

নরশ্রেষ্ঠ সঞ্জয়! এখন পর্যন্ত যে সমস্ত ব্যক্তির চরিত্র বর্ণনা করিলাম, এই চতুর্বিধ (ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য) কল্যাণ-কারী গুণ হইতে তোমা অপেক্ষা ত' অধিক ছিলেনই, তাহার উপর তোমা অপেক্ষা ইহাদের মধ্যে শত শত মঙ্গলকারী গুণও অধিক ছিল; তথাপি ইহারাও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। যাঁহারা এখনও বিদ্যমান আছেন, তাঁহারাও মৃত্যুবরণ করিবেন ॥২৫

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্বে ষোড়শরাজকীয়োপাখ্যান-বিষয়ক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[নারদেন সৃঞ্জয়পুত্রায় জীবনদানম্, যুধিষ্ঠিরং প্রবোধ্য ব্যাসস্যান্তর্ধানঞ্চ।]

ব্যাস উবাচ।

পুণ্যমাখ্যানমায়ুষ্যং শ্রুত্বা ষোড়শরাজকম্।
অব্যাহরন্নরপতিস্তূষ্ণীমাসীৎ স সৃঞ্জয়ঃ। ১
তমব্রবীৎ তথাসীনং নারদো ভগবানৃষিঃ।
শ্রুতং কীর্তয়তো মন্ত্রং গৃহীতং তে মহাত্মভিঃ। ২
আহোস্বিদন্যতো নষ্টং শ্রাদ্ধং শূদ্রীপতাবিব।
স এবমুক্তঃ প্রত্যাহ প্রাঞ্জলিঃ সৃঞ্জয়স্তদা। ৩
এতচ্ছ্রুত্বা মহাবাহো ধন্যমাখ্যানমুত্তমম্।
রাজর্ষীণাং পুরাণানাং যজ্বনাং দক্ষিণাবতাম্। ৪
বিস্ময়েন হৃতে লোকে তবসীবার্কতেজসা।
বিপাপ্মান্যব্যয়োপেতো ব্রূহি কিং করবাণ্যহম্। ৫

নারদ উবাচ।

দিষ্ট্যাপস্তম্বশোকস্ত্বং বৃণীষেহ যদিচ্ছসি।
তৎ তৎ প্রপৎস্যতে সর্বং ন মৃষাবাদিনো বয়ম্। ৬

সৃঞ্জয় উবাচ।

এতেনৈব প্রতীতোঽহং প্রসন্নো যদ্যবান্ মম।
প্রসন্নো যস্য ভগবান্ ন তস্যাস্তীহ দুর্লভম্। ৭

নারদ উবাচ।

মৃতং যদানীং তে পুত্রং ধন্যাভিনিহতং বৃথা।
উদ্ধৃত্য নরকাৎ কষ্টাৎ পশুবৎ প্রোক্ষিতং যথা। ৮

ব্যাস উবাচ

প্রাদুরাসীৎ ততঃ পুত্রঃ সৃঞ্জয়স্যাদ্ভুতপ্রভঃ।
প্রসন্নেনাবিশা দত্তঃ কুবেরস্তনয়োপমঃ। ৯
ততঃ সঙ্গম্য পুত্রেণ প্রীতিমানভবন্নৃপঃ।
ঈজে চ ক্রতুভিঃ পুণ্যৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ। ১০

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

[নারদ কর্তৃক সৃঞ্জয়পুত্রের জীবন দান এবং যুধিষ্ঠিরকে বুঝাইয়া ব্যাসদেবের অন্তর্ধান।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—রাজন্! এই ষোল জন রাজার পবিত্র ও আয়ুবর্দ্ধক উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া রাজা সৃঞ্জয় কিছুই বলিতে না পারিয়া মৌন হইয়া রহিলেন। ১

তাঁহাকে নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ভগবান্ নারদমুনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাতেজস্বী কৃপাল! আমি যাহা কিছু তোমাকে বলিলাম, তৎ সমস্ত তুমি শুনিয়াছ, কিন্তু উহা গ্রহণ করিতে পারিয়াছ ত? ২

অথবা এরূপ হয় নাই ত' যে, মৃতজাতি স্ত্রীর সহিত সম্বন্ধ-রক্ষাকারী ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত শ্রাদ্ধের দান যেরূপ নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ আমারও এই কথিত সমস্ত উপাখ্যান সর্ব্বতোভাবে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে? তিনি এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর সেই সময় সৃঞ্জয় হাত জোড় করিয়া উত্তর প্রদান করিলেন। ৩

মহাবাহু মুনে! যজ্ঞকর্ত্তা ও দক্ষিণাদাতা প্রাচীন রাজর্ষি-গণের এই সর্ব্বোত্তম ও পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া আমার এতাদৃশ বিস্ময় উৎপন্ন হইয়াছে যে, তাহা আমার সমস্ত শোক সেইভাবে নষ্ট করিয়া দিয়াছে, যেরূপ সূর্য্যের তেজ অন্ধকারকে নষ্ট করিয়া থাকে। এখন আমি পাপ (দুঃখ) ও ব্যথাশূন্য হইয়া গিয়াছি। বলুন, আমি আপনার কোন আদেশ পালন করিব? ৪-৫

নারদ বলিলেন,—রাজন্! অতিশয় সৌভাগ্যের কথা যে, তোমার শোক অপনীত হইয়াছে। এখন তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহা তুমি আমার নিকট প্রার্থনা কর। তোমার সেই অভিলষিত বস্তু তুমি আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে। আমরা মিথ্যাকথা বলি না। ৬

সৃঞ্জয় বলিলেন,—মুনে! আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহাতেই আমি প্রীতিলাভ করিয়াছি। যাহার উপর আপনি প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহার এ জগতে কিছুই দুর্লভ থাকে না। ৭

নারদ বলিলেন,—রাজন্! দস্যুরা তোমার পুত্রকে প্রোক্ষিত পশুর ন্যায় বৃথা বধ করিয়াছে, তোমার সেই মৃত পুত্রকে আমি কষ্টপ্রদ নরক হইতে উদ্ধার করিয়া পুনরায় তোমাকে প্রদান করিতেছি। ৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! নারদ এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই সৃঞ্জয়ের অদ্ভুত কান্তিমান্ পুত্র সেখানে প্রাদুর্ভূত হইল। ইহাতে দেবর্ষি নারদ প্রসন্ন হইয়া রাজাকে প্রদান করিলেন। তখন সেই রাজপুত্রকে দেখিতে কুবেরের পুত্রের ন্যায় মনে হইতেছিল। ৯

নিজের সেই পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া রাজা সৃঞ্জয়

অকৃতার্থশ্চ ভীতশ্চ ন চ সাম্রাহিকো হতঃ
অযত্না ধনপত্যশ্চ ততোঽসৌ জীবিতঃ পুনঃ ॥ ১১
শূরো বীরঃ কৃতার্থশ্চ প্রত্যপ্যারীন্ সহস্রশঃ।
অভিমন্যুর্গতো বীরঃ পৃতনাভিমুখো হতঃ ॥ ১২
ব্রহ্মচর্য্যেণ যান্ কাংশ্চিৎ প্রজয়া চ শ্রুতেন চ।
ইষ্টৈশ্চ ক্রতুভির্যান্তি তাংস্তে পুত্রোঽক্ষয়ান্ গতঃ ॥ ১৩
বিদ্বাংসঃ কর্মভিঃ পুণ্যৈঃ স্বর্গমীহন্তি নিত্যশঃ।
ন তু স্বর্গাদয়ং লোকঃ কাম্যতে স্বর্গবাসিভিঃ ॥ ১৪
তস্মাৎ স্বর্গগতং পুত্রমর্জুনস্য হতং রণে।
ন চেহানয়িতুং শক্যং কিঞ্চিদপ্রাপ্যমীহিতম্ ॥ ১৫
যাং যোগিনো ধ্যানবিবিক্তদর্শনাঃ
প্রযান্তি যাং চোত্তমযজ্বিনো জনাঃ।
তপোভিরিষ্টৈরনুযান্তি যাং তথা
তামক্ষয়াং তে তনয়ো গতো গতিম্ ॥ ১৬
অস্যাং পুনর্ভাবগতো বিরাজতে
রাজেব বীরো শ্বশুরাম্বরস্থিতঃ।
তামৈন্দবীমাস্থতনুং দ্বিজোচিতাং
গতোঽভিমন্যুর্ন স শোকমর্হতি ॥ ১৭
এবং জ্ঞাত্বা স্থিরো ভূত্বা তপ্তারীন্ ধৈর্য্যমাস্থিতি
জীবন্ত এব নঃ শোচ্যা ন তু স্বর্গগতোঽনঘ ॥ ১৮
শোচতো হি মহারাজ অধর্মেবাভিবর্ধতে।
তস্মাচ্ছোকং পরিত্যজ্য শ্রেয়সে প্রযতেদ্ বুধঃ ॥ ১৯
প্রহর্ষমভিমানঞ্চ সুখপ্রাপ্তিঞ্চ চিন্তয়ন্।
এতদ্ বুদ্ধ্বা বুধাঃ শোকং ন শোকঃ শোক ইষ্যতে ॥ ২০
এবং বিদ্বান্ সমুত্তিষ্ঠ প্রযতো ভব মা শুচঃ।
শ্রুতস্তে সম্ভবো মৃত্যোস্তপাংস্যনুপমানি চ ॥ ২১

আত্মবধ গ্রহণ করিলেন। তিনি উত্তম দক্ষিণাসমূহে যুক্ত পুণ্যময় বহু যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের যজন করিয়াছিলেন ॥ ১০

দ্রুপদের পুত্র কবচ ধারণ করিয়া যুদ্ধে সংগ্রামরত অবস্থায় নিহত হয় নাই। অকৃতার্থ ও ভয়ার্ত অবস্থায় তাহাকে নিজের প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সে রক্ষকশূন্য ও সম্বল-রহিতও ছিল। সেই জন্য নারদ পুনরায় তাহাকে জীবিত করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ১১

কিন্তু শৌর্যশালী বীর অভিমন্যু কৃতার্থ হইয়াছে। এই বীর শত্রুসৈন্যদের সম্মুখে সংগ্রাম করিতে করিতে সহস্র সহস্র শত্রুকে সন্তাপিত করিয়া নিহত হইয়াছে এবং স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে ॥ ১২

পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ ব্রহ্মচর্য্যপালন, উত্তম জ্ঞান, বেদশাস্ত্র-সমূহের স্বাধ্যায় এবং যজ্ঞফলের অনুষ্ঠানের দ্বারা যে লোক-সমূহে গমন করিয়া থাকেন, সেই অক্ষয় লোকসমূহে তোমার এই পুত্র অভিমন্যু গমন করিয়াছে ॥ ১৩

বিদ্বান্ পুরুষ পুণ্য কর্মফলের দ্বারা সদা স্বর্গলোকেই গমন করিবার বাসনা করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বর্গবাসীরা স্বর্গ হইতে এই ভূলোকে আসিবার কামনা করেন ॥ ১৪

অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু যুদ্ধে নিহত হওয়ায় স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে। অতএব তাহাকে আর ইহলোকে আনা সম্ভব নহে। কোন অপ্রাপ্য বস্তু কেবল ইচ্ছার দ্বারাই লাভ করা সুলভ নয় ॥ ১৫

যাঁহারা ধ্যানের দ্বারা পরিশুদ্ধ জ্ঞানময়ী দৃষ্টিলাভ করিয়াছেন, সেই যোগীরা নিষ্কামভাবে উত্তম যজ্ঞকারী পুরুষগণ এবং যাঁহা ইষ্টাপূর্ত তপস্যাদ্বারা তপস্বী মুনিগণ যে অক্ষয় গতি লাভ করিয়া থাকেন। তোমার এই পুত্র অভিমন্যু সেই গতি লাভ করিয়াছে ॥ ১৬

বীর অভিমন্যু মৃত্যুর পর পুনরায় গর্ভভাবে প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্র হইতে উৎপন্ন বীর দ্বিজোচিত শরীরে প্রতিষ্ঠিত নিজের অমৃতময়ী কিরণাবলির দ্বারা রাজা সোমের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে। অতএব তাহার জন্য তুমি শোক করিও না ॥ ১৭

রাজন্! এরূপ জানিয়া স্থির হইয়া ধৈর্যের আশ্রয় গ্রহণ কর এবং উৎসাহের সহিত শত্রুগণকে বধ কর। হে নিষ্পাপ! এ সংসারে আমাদের জীবিত পুরুষের জন্যই শোক করা উচিত। যাহারা স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে, উহার জন্য শোক করা কর্তব্য নহে ॥ ১৮

মহারাজ! শোক করিলে কেবল দুঃখই বর্ধিত হইয়া থাকে, সেইজন্য বিদ্বান্ পুরুষগণ অত্যন্ত হর্ষ, অভিমান ও সুখপ্রাপ্তির চিন্তা করিতে করিতে শোক পরিহার করত কল্যাণ-লাভের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই সমস্ত বুঝিয়া জ্ঞানী পুরুষগণ শোক করেন না। কারণ, শোককে শোক বলা হয় না (তাহার অনুভাবকারী মনই শোকস্বরূপ) ॥ ১৯-২০

রাজন্! এরূপ জানিয়া তুমি যুদ্ধের জন্য উত্থিত হও। মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখ এবং শোক করিও না।

সর্বভূতসমবন্ধক চকলাশ্চ বিভূতয়ঃ।
সুহৃদস্তু তং পুত্রং মৃতং সঞ্জীবিতং পুনঃ ॥ ২২
এবং বিদ্বান্ মহারাজ মা শুচঃ সাধয়াত্মানম্।
এতাবদুক্ত্বা ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২৩
বাগীশ্বরে ভগবতি ব্যাসে বাক্যবিদাং বরে।
গতে মতিমতাং শ্রেষ্ঠে সমাশ্বাস্য যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ২৪
পূর্ব্বেষাং পার্থিবেন্দ্রাণাং মহেন্দ্রপ্রতিমৌজসাম্।
ন্যায়াধিগতবিত্তানাং তাং শ্রুত্বা যজ্ঞসম্পদম্ ॥ ২৫
সম্পূজ্য মনসা বিদ্বান্ বিশোকোঽভূদ্ যুধিষ্ঠিরঃ।
পুনশ্চাচিন্তয়দ্ দীনঃ কিংবিদ্ বক্ষ্যে ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি ষোড়শরাজকীয়ে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

তুমি মৃত্যুর উৎপত্তি ও তাঁহার অপ্রতিহত তপস্যার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছ ॥ ২১

মৃত্যু সমস্ত প্রাণিগণকে সমভাবে প্রাপ্ত হন এবং ধন-ঐশ্বর্য চঞ্চল—ইহাও জানিয়া রাখ। মরুতের পুত্র নিহত হইল এবং পুনরায় জীবনলাভ করিল—এ বৃত্তান্তও তুমি শ্রবণ করিয়াছ ॥ ২২

মহারাজ! এ সবই তুমি জান। অতএব তুমি শোক করিও না। এখন আমি নিজের সাধনায় নিরত হইব। এই কথা বলিয়া ভগবান্ ব্যাসদেব সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ২৩

মেধহীন আকাশের ন্যায় বাগ্মিবান্, বুদ্ধিমান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাগীশ্বর ভগবান্ ব্যাসদেব যখন যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসদান করত চলিয়া যাইলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ও ন্যায়ানুসারে ধনলাভকারী প্রাচীন রাজর্ষিগণের সেই যজ্ঞ-বৈভবের কথা শ্রবণ করিয়া বিদ্বান্ যুধিষ্ঠির মনে মনে তাঁহাদের উপর সমাদর ভাবনা করিতে করিতে শোকশূন্য হইলেন।২৪ তদনন্তর পুনরায় দীনভাবে এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি অর্জুনকে কি বলিব? ২৪-২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্বে ষোড়শরাজকীয়োপাখ্যান-বিষয়ক এক সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(প্রতিজ্ঞাপর্ব)

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যোর্মৃত্যুনার্জুনস্য বিষাদঃ ক্রোধশ্চ।]

(ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

অথ সংশপ্তকৈঃ সার্ধং যুধ্যমানে ধনঞ্জয়ে।
অভিমন্যৌ হতে চাপি বালে বলবতাং বরে ॥
মহর্ষিসঙ্ঘমে যাতে যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ।
পাণ্ডবাঃ কিমথাকার্ষুঃ শোকেন হতচেতসঃ ॥
কথং সংশপ্তকেভ্যো বা নিবৃত্তো বানরধ্বজঃ।
কেন বা কথিতস্তস্য প্রবাদঃ সুতপাবকঃ ॥
এতন্মে শংস তত্ত্বেন সর্বমেবেহ সঞ্জয়।)

সঞ্জয় উবাচ।

তস্মিন্নহনি নির্বৃত্তে ঘোরে প্রাণভৃতাং ক্ষয়ে।
আদিত্যোঽস্তং গতে শ্রীমান্ সন্ধ্যাকাল উপস্থিতে ॥ ১

(প্রতিজ্ঞাপর্ব।)

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জুনের বিষাদ এবং ক্রোধ।]

(ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! যখন অর্জুন সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, তখন বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বালক অভিমন্যু নিহত হইয়াছে এবং যখন মহর্ষিগণের মধ্যে প্রধান ব্যাসদেব (যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসদান করিয়া) চলিয়া যাইলেন, তখন শোকে ব্যাকুলচিত্ত যুধিষ্ঠির এবং অন্য পাণ্ডবগণ কি করিল? কপিধ্বজ অর্জুন সংশপ্তকগণের নিকট হইতে কখনই বা কিরিয়া আসিল এবং কে তাহাকে বলিল যে, তোমার অগ্নিতুল্য তেজস্বী পুত্র চিরকালের জন্য শান্ত হইয়া গিয়াছে! এই কথা যথাযথভাবে তুমি আমাকে বল।)

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রাণিগণের সংহারকারী সেই ভয়ঙ্কর দিন অতিবাহিত হইলে যখন সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন এবং সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল, সেই সময় সমস্ত সৈন্যগণ যখন নিবির অভিমুখে বিশ্রামের জন্য গমন করিতে লাগিলেন, তখন বিজয়শীল শ্রীমান্ কপিধ্বজ অর্জুন স্বীয় বিশ্রামগৃহের দ্বার।

ব্যপযাতেষু বাসায় সর্বেষু ভরতর্ষভ।
হৃষা সংশপ্তকব্রাতান্ দিব্যৈরস্ত্রৈঃ কপিধ্বজঃ
প্রায়াৎ স শিবিরং জিষ্ণুর্জৈত্রমাস্থায় তং রথম্।
গচ্ছন্নেব চ গোবিন্দং সাশ্রুকণ্ঠোঽভ্যভাষত ॥ ৩
কিং নু মে হৃদয়ং ত্রস্তং বাক্ চ সজ্জতি কেশব।
স্পন্দন্তি চাপানিষ্টানি গাত্রং সীদতি চাপ্যুত ॥ ৪
অনিষ্টং বৈ মে স্নিগ্ধং হৃদয়ান্নাপসর্পতি।
ভূবি যে দিক্ষু চাত্যুগ্রা উৎপাতাস্ত্রাসয়ন্তি মাম্ ॥ ৫
বহুপ্রকারা দৃশ্যন্তে সর্ব এবাঘশংসিনঃ।
অপি স্বস্তি ভবেদ্ রাজ্ঞঃ সামাত্যস্য গুরোর্মম ॥ ৬

বাসুদেব উবাচ।

বাঢ়ং শিবং তব ভ্রাতুঃ সামাত্যস্য ভবিষ্যতি।
মা শুচঃ কিমিবাস্মাকং তত্রানিষ্টং ভবিষ্যতি ॥ ৭

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ সন্ধ্যামুপাস্যৈব বীরৌ বীরাবসাদনে।
কথয়ন্তৌ রণে বৃত্তং প্রযাতৌ রথমাস্থিতৌ ॥ ৮

ততঃ স্বশিবিরং প্রাপ্তৌ হতানন্দং হতত্বিষম্।
বাসুদেবোঽর্জুনশ্চৈব কৃত্বা তত্র সুদুষ্করম্ ॥ ৯
ধ্বজাকারং সমালক্ষ্য শিবিরং পরবীরহা।
বীভৎসুরব্রবীৎ কৃষ্ণমবসন্নস্তদা ততঃ ॥ ১০
নদন্তি নাদ্য তূর্যাণি মঙ্গল্যানি জনার্দন।
মিশ্রা দুন্দুভিনির্ঘোষৈঃ শঙ্খাশ্চাড়ম্বরৈঃ সহ ॥ ১১
বীণা নৈবাদ্য বাদ্যন্তে শব্দবাতালবন্ধনৈঃ সহ।
মঙ্গল্যানি চ গীতানি ন গায়ন্তি পঠন্তি চ ॥ ১২
স্তুতিযুক্তানি রম্যাণি মনোনীকেষু বন্দিনঃ।
যোধাশ্চাপি হি মাং দৃষ্ট্বা নিবর্তন্তে হ্যধোমুখাঃ ॥ ১৩
কর্মাণি চ যথাপূর্বং কৃত্বা নাভিবদন্তি মাম্।
অপি স্বস্তি ভবেদদ্য ভ্রাতৃভ্যো মম মাধব ॥ ১৪
ন হি শুধ্যতি মে ভাবো দৃষ্ট্বা স্বজনমাকুলম্।
অপি পাঞ্চালরাজস্য বিরাটস্য চ মানদ ॥ ১৫
সর্বেষাং চৈব যোধানাং সানগ্রং সাম্নমাচ্যুত।
ন চ মামদ্য সৌভদ্রঃ প্রত্যুদ্যাতি সুসম্ভ্রমঃ।
রণাদায়ান্তমুচিতং প্রত্যুদ্যাতি হ্যসম্ভ্রম ॥ ১৬

সংশপ্তকগণকে বধ করিয়া নিজের সেই বিজয়ী রথে উপবেশন করত শিবির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময়েই তিনি অশ্রুগদ্গদকণ্ঠে ভগবান্ গোবিন্দকে এই কথা বলিলেন ॥ ১-৩

কেশব! জানি না, কেন আজ আমার হৃদয় অত্যন্ত ভীত হইতেছে এবং বাক্য অলিত হইয়া পড়িতেছে এবং অনিষ্টসূচক বাম অঙ্গসমূহ স্পন্দিত হইতেছে। অচ্যুত! আমার সর্বাঙ্গ যেন শিথিল হইয়া যাইতেছে ॥ ৪

আমার হৃদয়ে অনিষ্ট চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যাহা কোনক্রমেই হৃদয় হইতে অপসৃত হইতেছে না। পৃথিবীতে এবং চারিদিকেই ভয়ের উৎপাতসমূহ আমাকে ভয় দেখাইতেছে ॥ ৫

এই উৎপাতসকল বহু প্রকারের দেখা যাইতেছে এবং সকলেই গুরুতর অমঙ্গল সূচনা করিতেছে। আমার পূজ্য ভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠির বীর মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত কুশলে আছেন ত'? ॥ ৬

বাসুদেব বলিলেন,—অর্জুন! শোক করিও না। আমার স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, মন্ত্রীদের সহিত তোমার ভ্রাতার কল্যাণই হইবে। এই দুর্নিমিত্তসকলের দ্বারা অন্য কোন অনিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে ॥ ৭

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর এই দুই বীর সেই বীর-সংহারক রণভূমিতে সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিয়া পুনরায় রথে উপবেশন করত যুদ্ধসম্বন্ধীয় কথাবার্তা বলিতে বলিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ৮

তারপর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন অত্যন্ত দুষ্কর কার্য করত স্বশিবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া উহা নিরানন্দ ও শ্রীহীন দর্শন করিলেন ॥ ৯

নিজের শিবিরকে বিধ্বস্তের ন্যায় লক্ষ্য করিয়া শত্রুবীরনাশী অর্জুনের হৃদয় অবসন্ন হইয়া উঠিল। তখন তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ১০

জনার্দন! আজ এই শিবিরে মাঙ্গলিক বাদ্যসমূহ বাদিত হইতেছে না। দুন্দুভিধ্বনি এবং তূর্যধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া শঙ্খধ্বনিও শোনা যাইতেছে না ॥ ১১

ঢোল ও করতালের শব্দের সহিত আজ বীণাও বাদিত হইতেছে না। আমার সৈন্যগণের মধ্যে বন্দীরা (স্তুতিপাঠকেরা) মঙ্গলগীতও গান করিতেছে না এবং স্তুতিযুক্ত মনোহর শ্লোক-সকলও পাঠ করিতেছে না ॥

আমার সৈন্যরা আমাকে দেখিয়া অধোমুখে ফিরিয়া যাইতেছে। পূর্বের ন্যায় অভিবাদন করত যুদ্ধের কথা তাহারা আমাকে এখন কিছুই বলিতেছে না। মাধব! আজ আমার ভ্রাতারা কুশলেই আছে ত'? ১২-১৪

আজ আমি এই জনগণকে ব্যাকুল দেখিয়া আমার হৃদয়ের

সঞ্জয় উবাচ

এবং সঙ্কথয়ন্তৌ তৌ প্রবিষ্টৌ শিবিরং স্বকম্।
দদৃশাতে তৃণাস্থানে পাণ্ডবান্ নষ্টচেতসঃ ॥ ১৭
দৃষ্ট্বা ভ্রাতৄংশ্চ পুত্রাংশ্চ বিমনা বানরধ্বজঃ।
অপশ্যংশ্চৈব সৌভদ্রমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৮
মুখবর্ণোঽপ্রসন্নো বঃ সর্বেষামেব লক্ষ্যতে।
ন চাভিমন্যুং পশ্যামি ন চ মাং প্রতিনন্দথ ॥ ১৯
ময়া শ্রুতশ্চ দ্রোণেন চক্রব্যূহো বিনির্মিতঃ।
ন চ সন্তস্ত ভেত্তারি বিনা সৌভদ্রমর্ভকম্ ॥ ২০
ন চোপদিষ্টস্তস্যাসীন্নয়ানীকাদ্ বিনির্গমঃ।
কচ্চিন্ন বালো যুষ্মাভিঃ পরানীকং প্রবেশিতঃ ॥ ২১
ভিত্ত্বানীকং মহেষ্বাসঃ পরেষাং বহুশো যুধি।
কচ্চিন্ন নিহতঃ সংখ্যে সৌভদ্রঃ পরবীরহা ॥ ২২

লোহিতাক্ষং মহাবাহুং জাতং সিংহমিবাজিষু।
উপেন্দ্রসদৃশং ক্রান্তং কথমারোধনে হতঃ ॥ ২৩
সুকুমারং মহেষ্বাসং বাসবস্যাত্মজাত্মজম্।
সদা মম প্রিয়ং ক্রান্তং কথমারোধনে হতঃ ॥ ২৪
সুভদ্রায়াঃ প্রিয়ং পুত্রং দ্রৌপদ্যাঃ কেশবস্য চ।
অস্বায়াংশ্চ প্রিয়ং নিত্যং কোঽবধীৎ কালমোহিতঃ ॥ ২৫
সদৃশো বৃষ্ণিবীরস্য কেশবস্য মহাত্মনঃ।
বিক্রমক্রমমাহাত্ম্যৈঃ কথমারোধনে হতঃ ॥ ২৬
বাক্যৈরীদৃশকং শূরং ময়া সততলালিতম্।
যদি পুত্রং ন পশ্যামি যাস্যামি যমসাদনম্ ॥ ২৭
কুঞ্চকুঞ্চিতকেশান্তং বালং বালমৃগেক্ষণম্।
মত্তদ্বিরদবিক্রান্তং শালপোতমিবোদ্গতম্ ॥ ২৮

আপনা দূর হইতেছে না। মাননীয়া অচ্যুতা! রাজা রুপদ, বিরাট এবং আমার অন্যান্য যোদ্ধাদের সন্তানসমূহ কুশলেই আছেন ত'?

প্রতিদিনের ন্যায় আজ সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু বীর ভ্রাতৃগণের সহিত হৃষ্ট হইয়া যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনকারী আমার যথোচিত প্রত্যুদ্গমন করিতেছে না—ইহার কারণ কি? ১৬

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এই ভাবে কথাবার্তা বলিতে বলিতে সেই দুই বীর শিবিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, পাণ্ডবেরা সকলে ব্যাকুল ও হতোৎসাহ হইয়া রহিয়াছে। ১৭

ভ্রাতৃবৃন্দ ও পুত্রগণকে সেইরূপ অবস্থায় দেখিয়া এবং সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুকে সেখানে দেখিতে না পাইয়া কপিধ্বজ অর্জুনের মন উদাস হইয়া পড়িল। তখন তিনি এইরূপ বলিলেন। ১৮

আজ আপনাদের সকলেরই মুখকান্তি অত্যন্ত অপ্রসন্ন দেখা যাইতেছে। এদিকে আমি অভিমন্যুকে দেখিতে পাইতেছি না এবং আপনারাও আমার সহিত প্রসন্নমনে আলাপ করিতেছেন না। ১৯

আমি শুনিয়াছিলাম যে, আচার্য্য দ্রোণ আজ চক্রব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন। আপনাদের মধ্যে বালক অভিমন্যু ব্যতীত অপর কেহ এই ব্যূহভেদ করিতে সমর্থ ছিলেন না। ২০

কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমি তাঁহাকে এই ব্যূহ হইতে বাহির হইবার উপায় বলি নাই। আজ এরূপ হয় নাই ত' যে আপনারা সেই বালক অভিমন্যুকে শত্রুর ব্যূহমধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছেন? ২১

শত্রুসৈন্যগণসংহারকারী মহাবাহুর সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু যুদ্ধে শত্রুদের সেই ব্যূহকে বহুবার ভেদ করিয়া শেষে সে সেখানেই নিহত হয় নাই ত'? ২২

পদ্মতে উৎপন্ন সিংহসদৃশ রক্তবর্ণ নেত্রবিশিষ্ট, শ্রীকৃষ্ণতুল্য পরাক্রমশালী মহাবাহু অভিমন্যুসম্বন্ধে এখন বলুন। সে যুদ্ধে কি প্রকারে নিহত হইয়াছে? ২৩

ইন্দ্রের পৌত্র ও আমার সতত প্রিয়, সুকুমার ও মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যুসম্বন্ধে এখন বলুন। সে কি ভাবে যুদ্ধে নিহত হইয়াছে? ২৪

যে শ্রীকৃষ্ণ ও মাতা কুন্তীর প্রিয় দুলাল, সেই সুভদ্রা এবং দ্রৌপদীর প্রিয় পুত্র অভিমন্যুকে কালমোহিত করিয়া কে বধ করিয়াছে? ২৫

বৃষ্ণিবংশের বীর মহাত্মা কেশবসদৃশপরাক্রমশালী, শাস্ত্রজ্ঞ এবং মহাবলশালী অভিমন্যু যুদ্ধে কিভাবে নিহত হইয়াছে? ২৬

সুভদ্রার প্রাণপ্রিয় বীর পুত্র, যাহাকে আমি সর্ব্বদা লালন-পালন করিয়াছি, তাহাকে যদি আজ আমি দেখিতে না পাই, তবে আমিও যমলোকে গমন করিব। ২৭

যাহার কেশপ্রান্ত কোমল ও কুঞ্চিত ছিল, দুই চক্ষু মৃগনেত্রসদৃশ চঞ্চল, যাহার পরাক্রম মত্তমত্ত হস্তিতুল্য এবং শরীর নূতন শালবৃক্ষের উচ্চ ছিল, যে সর্ব্বদা ঈষৎ হাসিয়া কথা বলে, যাহার মন শান্ত, যে সতত গুরুজনগণের আজ্ঞা পালন করে,

স্বিজাতিভাষিণং শান্তং গুরুবাক্যকরং সদা।
বালোঽপ্যাতুলকর্মাণং প্রিয়বাক্যমমংসরম্ ॥ ২৯
মহোৎসাহং মহাবাহুং দীর্ঘরাজীবলোচনম্।
ভক্তানুকম্পিনং দান্তং ন চ নীচানুসারিণম্ ॥ ৩০
কৃতজ্ঞং জ্ঞানসম্পন্নং কৃতাস্ত্রমনিবর্তিনম্।
যুদ্ধাভিনন্দিনং নিত্যং দ্বিষতাং ভয়বর্ধনম্ ॥ ৩১
স্বেষাং প্রিয়হিতে যুক্তং পিতৃণাং জয়বৃদ্ধিনম্।
ন চ পূর্বং প্রহর্তারং সংগ্রামে নষ্টসম্ভ্রমম্ ॥ ৩২
যদি পুত্রং ন পশ্যামি যাস্যামি যমসাদনম্।
রথেষু গণ্যমানেষু পণিতং তং মহারথম্ ॥ ৩৩
মন্যাবর্তগুণং সংখ্যে তরুণং বাহুশালিনম্।
প্রদ্যুম্নস্য প্রিয়ং নিত্যং কেশবস্য যমেব চ ॥ ৩৪
যদি পুত্রং ন পশ্যামি যাস্যামি যমসাদনম্।
শুনসং ললাটান্তং স্বক্ষিভ্রূদশনচ্ছদম্ ॥ ৩৫
অপশ্যতস্তন্মুখনং কা শান্তির্হৃদয়স্য মে।

ওষ্ঠীষনসুখং রম্যং পুংস্কোকিলমধুস্বনম্ ॥ ৩৬
অমৃষ্টতঃ স্বনং তস্য কা শান্তির্হৃদয়স্য মে
রূপং চাপ্রতিমং তস্য হিরণ্যৈস্তাপি দুর্লভম্ ॥ ৩৭
অপশ্যতো হি বীরস্য কা শান্তির্হৃদয়স্য মে।
অভিবাদনশঙ্কং তং পিতৃণাং বচনে রতম্ ॥ ৩৮
নাঙ্কাদ্ধং যদি পশ্যামি কা শান্তির্হৃদয়স্য মে।
সুকুমারঃ সদা বীরো মহার্হশয়নোচিতঃ ॥ ৩৯
ভূমাবনাথবচ্ছেতে নূনং নাথবতাং বরঃ।
শয়ানং সমুপাসন্তি যং পুরা পরমস্ত্রিয়ঃ ॥ ৪০
তমদ্য বিপ্রবিদ্ধাঙ্গমুপাসন্তাশিবাঃ শিবাঃ
যঃ পুরা বোধ্যতে সুপ্তঃ সূত-মাগধ-বন্দিভিঃ ॥ ৪১
বোধয়ন্ত্যদ্য তং নূনং শাপদা বিকৃতৈঃ স্বনৈঃ।
ছত্রচ্ছায়াসমুচিতং তস্য তদ্ বচনং শুভম্ ॥ ৪২
নূনমস্য রজোধ্বস্তং রণরেণুঃ করিষ্যতি।
হা পুত্রকাবিতৃপ্তস্য সহতং পুত্রদর্শনে ॥ ৪৩

বাল্যাবস্থাতেও যাহার পরাক্রমের কোন তুলনা দেওয়া যায় না, যে সদা প্রিয় বাক্য বলে, যে কাহারও প্রতি হিংসা-দ্বেষ করেনা, যে মহা উৎসাহে পূর্ণ, যাহার বাহুদ্বয় দীর্ঘ, নেত্রদ্বয় পদ্মপলাশ সুন্দর ও বিশাল, যে ভক্তজনের উপর দয়া করে, ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত রাখে এবং নীচ পুরুষদের সঙ্গ করেনা, যে কৃতজ্ঞ, জ্ঞানবান্, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, যুদ্ধ হইতে কখনও নিবৃত্ত হয় না, যুদ্ধকে অভিনন্দিত করে, সদা শত্রুগণের ভয়বর্দ্ধন করিয়া থাকে, স্বজনগণের প্রিয় ও হিতে তৎপর, নিজের পিতৃকুলের বিজয়াকাঙ্ক্ষী, সংগ্রামে কখনও বিভ্রান্ত হয় না এবং শত্রুর উপর প্রথমেই প্রহার করে না, আমার সেই পুত্র অভিমন্যুকে যদি দেখিতে না পাই, তবে আমিও যমালয়ে গমন করিব। ২৮-৩২

রথিগণের গণনা করা হইলে, যে মহারথ যুদ্ধে আমার অর্দ্ধতুল্য বলিয়াই নির্দ্ধারিত হয় এবং স্ব-বাহুদ্বারা সুশোভিত যে তরুণ বীর প্রদ্যুম্ন, শ্রীকৃষ্ণ ও আমার সর্ব্বদা প্রিয়, সেই পুত্রকে যদি আমি দেখিতে না পাই, তবে যমলোকে গমন করিব।

যাহার নাসিকা, ললাটপ্রান্ত, নেত্র, ভ্রূ ও ওষ্ঠ—এসমস্তই পরম সুন্দর, অভিমন্যুর সেই মুখ যদি আমি দেখিতে না পাই, তবে আমার হৃদয়ে কিরূপে শান্তি আসিবে?

অভিমন্যুর কণ্ঠস্বর বীণার স্বরের ন্যায় সুখদ, মনোহর এবং কোকিলের স্বরের তুল্য মধুর, সেই স্বর যদি আমি শুনিতে না পাই তবে আমার হৃদয়ে শান্তি কোথায়?

প্রণামকর্ম্মে দক্ষ এবং পিতৃবর্গের আজ্ঞাপালনে তৎপর অভিমন্যুকে যদি আর আমি দেখিতে না পাই, তবে আমার হৃদয়ে শান্তি কিরূপে হইবে?

যে সর্ব্বদা বহুমূল্য শয্যায় শয়ন করিবার যোগ্য এবং সুকুমার, সেই নাথ (রক্ষক)-গণ পরিবৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর অভিমন্যু নিশ্চয়ই আজ অনাথের ন্যায় ভূতলে শয়ন করিয়া আছে।

আজ হইতে পূর্ব্বে সে যখন শয়ন করিত, তখন পরমা সুন্দরী স্ত্রীগণ যাহার উপাসনা করিত, হায়, আজ ক্ষত-বিক্ষত শরীরে ভূতলে পতিত হইলে, সেই-ই অভিমন্যুর চারিদিকে অমঙ্গলজনক শব্দকারিণী শৃগালীরা বসিয়া আছে।

পূর্ব্বে শয্যায় নিদ্রা যাইলে তাহা হইতে যাহাকে সূত, মাগধ ও বন্দীজনেরা স্তুতিপাঠের দ্বারা জাগাইত, সেই অভিমন্যুকে নিশ্চয়ই আজ হিংস্র জন্তুগণ বিকৃতের ভয়ঙ্কর শব্দের দ্বারা জাগাইবে।

তাহার সেই সুন্দর মুখ সর্ব্বদা ছত্রের ছায়ায় থাকিবার যোগ্য, কিন্তু আজ ধূলিধূসরিত উত্থিত ধূলি তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিবে।

হা পুত্র! আমি অতিশয় ভাগ্যহীন। নিরন্তর তোমাকে

ভাগ্যহীনস্য কালেন যথা মে নীরসে বলাৎ।
সা চ সংযমনী নূনং সদা সুকৃতিনাং গতিঃ। ৪৩
স্বভাভির্ভাসিতা রম্যা স্বরাভ্যর্থং বিরাজতে।
নূনং বৈবস্বতশ্চ তাং বরুণশ্চ প্রিয়াতিথিম্। ৪৪
শতক্রতুর্ধনেশশ্চ প্রাপ্তমর্চয়্যতে কম্।
এবং বিলপ্য বহুধা ভিন্নপোতো বণিগ্ যথা। ৪৬
দুঃখেন মহতাবিষ্টো যুধিষ্ঠিরমপৃচ্ছত।
কচ্চিৎস কদনং কৃত্বা পরেষাং কুরুনন্দন। ৪৭
স্বর্গতোঽভিমুখঃ সংখ্যে যুধ্যমানো নরর্ষভৈঃ।
স নূনং বহুভিস্তৈর্যুধ্যমানো নরর্ষভৈঃ। ৪৮
অসহায়ঃ সহায়ার্থী মামনুধ্যাতবান্ ধ্রুবম্।
পীড্যমানঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কর্ণ-দ্রোণ-কৃপাদিভিঃ। ৪৯

নানাশিল্পৈঃ সুধৌতাগ্রৈর্মম পুত্রোঽয়তেজনঃ।
ইহ মে স্যাৎ পরিত্রাণং পিতেতি স পুনঃ পুনঃ। ৫০
ইত্যেবং বিলপন্ মন্দে নৃশংসৈর্ভূরি পাতিতঃ।
অথবা মৎপ্রসূতঃ স স্বশ্রীয়ো মাধবস্য চ। ৫১
সুভদ্রায়াশ্চ সম্ভূতো ন চৈবং বক্তুমর্হতি।
বজ্রসারময়ং নূনং হৃদয়ং সুদৃঢ়ং মম। ৫২
অপশ্যতো দীর্ঘবাহুং রক্তাক্ষং যন্ন দীর্যতে
কথং বালে মহেষ্বাসা নৃশংসা মর্মভেদিনঃ। ৫৩
স্বশ্রীয়ে বাসুদেবস্য মম পুত্রেঽক্ষিপন্ শরান্।
যো মাং নিত্যমদীনাত্মা প্রত্যুদ্ গম্যাভিনন্দতি। ৫৪
উপায়ান্তং রিপূন্ হত্বা সোঽদ্য মাং কিং ন পশ্যতি।
নূনং স পাতিতঃ শেতে ধরণ্যাং রুধিরোক্ষিতঃ। ৫৫

দেখিতে থাকিলেও আমি তৃপ্তিলাভ করিতাম না। হায়, কাল আজ বলপূর্বক তোমাকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া গেল।

নিশ্চয়ই সেই সংযমনী পুরী (যমনগরী) সদা পুণ্যবান্‌দিগেরই আশ্রয়,সে আজ বীর প্রভায় উদ্ভাসিতা ও মনোহারিণী হইয়া এবং তোমার দ্বারা অত্যন্ত শোভমানা হইয়া শোভা পাইতেছে।

অবশ্যই আজ সূর্যনন্দন যম, বরুণ, ইন্দ্র, ও কুবের সেখানে (যমনগরী সংযমনীতে) তোমার ন্যায় নির্ভয় বীরকে নিজেদের প্রিয় অতিথিরূপে পাইয়া অতিশয় আদর-যত্ন করিবে।

এইরূপে বারংবার বিলাপ করিতে করিতে ভগ্ন নৌকাযুক্ত ব্যবসায়ীর ন্যায় অত্যন্ত দুঃখে আবিষ্ট হইয়া অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

কুরুনন্দন! শ্রেষ্ঠ বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অভিমন্যু রণাঙ্গনে শত্রুপক্ষকে সংহার করিতে থাকিয়া সম্মুখ-সমরে মৃত্যুবরণ করত স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে কি?

অবশ্যই বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ এবং সাধুস্বভাবের সহিত যুদ্ধরত যোদ্ধাগণের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে করিতে অভিমন্যু অসহায় অবস্থায় পড়িয়া সহায়তার ইচ্ছায় আমাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়াছে। ৩৩-৪৮

যখন কর্ণ, দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্য প্রভৃতি যোদ্ধারা উজ্জ্বল অগ্রভাগযুক্ত নানাবিধ তীক্ষ্ণবাণসমূহে আমার পুত্রকে পীড়িত করিতেছিলেন এবং তাহার চেতনা লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছিল, সেই সময় অভিমন্যু বারংবার বিলাপ করিতে করিতে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, যদি এখন আমার পিতৃদেব থাকিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার জীবন রক্ষা হইত। আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, এরূপ এক অসহায় অবস্থাতেই সেই নির্দয় শত্রুরা তাহাকে কৃপাতিত করিয়াছে। ৪৯-৫০

অথবা সে আমার পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের ভাগ্নে এবং সুভদ্রাদেবীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এরূপ দীনতাপূর্ণ উক্তি করিতেই পারে না। ৫১

নিশ্চই আমার এই হৃদয় অত্যন্ত সুদৃঢ় ও বজ্রসারের দ্বারা নির্মিত, যেহেতু সে রক্তলোচন মহাবাহু অভিমন্যুকে না দেখিয়া বিদীর্ণ হইতেছে না। ৫২

সেই নৃশংস ও মহাধনুর্ধর শত্রুরা শ্রীকৃষ্ণের ভাগ্নে ও আমার বালকপুত্রের উপর কি করিয়া মর্মভেদী বাণসকল প্রহার করিল? ৫৩

যখন আমি শত্রুদিগকে সংহার করিয়া শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিতাম, সেই সময় যে প্রতিদিন আমাকে অগ্রসর হইয়া অভিনন্দন জানাইত, সেই অভিমন্যুকে আজ আমি কেন দেখিতে পাইতেছি না? ৫৪

নিশ্চই শত্রুরা তাহাকে কৃপাতিত করিয়াছে এবং সে রক্তাপ্লুত অবস্থায় রণভূমিতে শয়ন করিয়া আছে। সে আকাশের নিম্নে পতিত সূর্যের ন্যায় ধরণীর অঙ্কে সেই রণভূমিতে শোভা ধারণ করিতেছে। ৫৫

শোভয়ন্ মেদিনীং পার্থৈরাদিত্য ইব পাণ্ডিতঃ।
সুভদ্রামনুশোচামি বা পুত্রমপলায়িনম্। ৫৬
রণে বিনিহতং শ্রুত্বা শোকার্তা বৈ বিনঙ্ক্ষ্যতি।
সুভদ্রা বক্ষ্যতে কিং মামভিমন্যুমপশ্যতী ॥ ৫৭
দ্রৌপদী চৈব দুঃখার্তে তে চ বক্ষ্যামি কিং বয়ম্।
বজ্রসারময়ং নূনং হৃদয়ং মম যাস্যতি। ৫৮
সহস্রধা বধূং দৃষ্ট্বা রুদতীং শোককর্শিতাম্।
পৃথানাং ধার্তরাষ্ট্রাণাং সিংহনাদো ময়া শ্রুতঃ। ৫৯
মুহুর্মুহুশ্চাপি কৃষ্ণেন শ্রুতো বীরানুপালভন্।
অশস্ত্রবন্তো বীভৎসুং বালং হত্বা মহারথাঃ। ৬০
কিং মোদধ্বমধর্মজ্ঞাঃ পাণ্ডবং দৃষ্টবীর্যবম্।
কিং ত্বয়োবিপ্রিয়ং কৃত্বা কেশবার্জুনয়োর্যুধি। ৬১
সিংহবদ্বদথ প্রীতাঃ শোককালে উপস্থিতে।
আগমিষ্যতি বঃ ক্ষিপ্রং ফলং পাপস্য কর্মণঃ। ৬২
অধর্মো হি কৃতস্তীব্রঃ কথং স্যাদফলশ্চিরম্।
ইতি তান্ পরিতাপন্ বৈ বৈশ্যাপুত্রো মহামতিঃ। ৬৩
অপায়াচ্ছস্ত্রমুৎসৃজ্য কোপশোকসমন্বিতঃ।
কিমর্থমেতদ্ব্রাহ্মণা হত্বা কৃষ্ণ রণে মম। ৬৪
অথাক্ষং তানহং ক্রূরাংস্তদা সর্বান্ মহারথান্।
সঞ্জয় উবাচ।
পুত্রশোকাদিতঃ পার্থো ব্যাহরন্ সংপ্রলোচনম্। ৬৫
নিগৃহ্য বাসুদেবস্তং পুত্রাশিভিরভিস্তুতম্।
নৈবমিত্যব্রবীৎ কৃষ্ণস্তীব্রশোকসমন্বিতম্। ৬৬
সর্বেষামেব বৈ পন্থাঃ শূরাণামনিবর্তিনাম্।
ক্ষত্রিয়াণাং বিশেষেণ যেষাং যুদ্ধেন জীবিকা। ৬৭
এষা বৈ যুধ্যমানানাং শূরাণামনিবর্তিনাম্।
বিহিতা সবলাদ্বৃত্তৈর্গতির্মতিমতাং বরৈঃ। ৬৮

আমার বারংবার সুভদ্রার জন্য শোক হইতেছে; যুদ্ধ হইতে যে কখনও পলায়ন করে না, নিজের সেই বীরপুত্রকে রণাঙ্গনে নিহত হইতে শুনিয়া শোকাতুরা হইয়া সে হয়ত প্রাণত্যাগ করিবে। ৫৬

অভিমন্যুকে না দেখিয়া সুভদ্রা আমাকে কি বলিবে? দ্রৌপদীও আমার সঙ্গে কি কথা বলিবে? আমিই বা এই দুইজনকে কি উত্তর দান করিব? ৫৭

নিশ্চয়ই আমার হৃদয় বজ্রসারের দ্বারা নির্মিত হইয়াছে, যে শোকে কাতর হইয়া পুত্রবধূ উত্তরাকে রোদন করিতে দেখিয়াও বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে না। ৫৮

আমি গর্হিত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের সিংহধ্বনি শ্রবণ করিয়াছি এবং শ্রীকৃষ্ণও ইহা শ্রবণ করিয়াছেন যে, মুহুর্মুহু কৌরব-বীরদিগকে ভর্ৎসনা করিতেছে। ৫৯

তখন মুহুর্মুহু বলিতেছিল,—হে মহারথগণ! তোমরা ধর্ম জান না; অর্জুনকে যখন তোমরা যুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইলে না, তখন তোমরা এক বালককে হত্যা করিয়া কেন আনন্দপ্রকাশ করিতেছ? আগামী কাল পাণ্ডবদের বল দেখিতে পাইবে। ৬০

রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের অপ্রিয় করিয়া তোমাদের শোকযোগ্য কাল উপস্থিত হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় তোমরা প্রসন্ন হইয়া সিংহনাদ করিতেছ। ৬১

তোমাদের এই পাপকর্মের ফল তোমাদের শীঘ্রই ভোগ করিতে হইবে। তোমরা ঘোরতর পাপকর্ম করিয়াছ, সুতরাং তাহার ফললাভ করিতে অধিক বিলম্ব হইবে কেন? ৬২

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যজাতীয়া পত্নীর পরম বুদ্ধিমান্ পুত্র মুহুর্মুহু শোক ও দুঃখযুক্ত হইয়া কৌরবগণকে পূর্বোক্ত বাক্য বলিয়া অস্ত্রত্যাগ করত চলিয়া আসিল। ৬৩

শ্রীকৃষ্ণ! আপনি রণাঙ্গনেই কেন এই কথা আমাকে বলেন নাই? আমি সেই সময়েই সেই ক্রূর মহারথীদিগকে অস্ত্রানলে দগ্ধ করিয়া ফেলিতাম। ৬৪

সঞ্জয় বলিলেন—মহারাজ! এই ভাবে পুত্রশোকে পীড়িত ও তাহার জন্য অশ্রুপূর্ণনয়নে বিলাপকারী অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ ধরিয়া ফেলিলেন। অর্জুন তখন পুত্রবিয়োগবশতঃ গভীর মনোবাধায় পরিপ্লুত ছিলেন এবং তীব্র শোকে আবিষ্ট ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই সময় অর্জুনকে বলিলেন—সখে! এরূপ ব্যাকুল হইও না। ৬৫-৬৬½

যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত সকল বীরগণেরই এই পথ। বিশেষতঃ সেই সব ক্ষত্রিয়গণের, যাহারা এই যুদ্ধের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। ৬৭

বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর! যাঁহারা যুদ্ধ হইতে কখনও পশ্চাদপসরণ করেন না, সেই যুদ্ধপরায়ণ বীরগণের জন্য সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণই এই গতিই নিশ্চিত করিয়াছেন। ৬৮

এবং হি যুদ্ধে মরণং শূরাণামনিবর্তিনাম্।
গতঃ পুণ্যকৃতাং লোকানভিমন্যুর্ন সংশয়ঃ ॥ ৬৯

এতচ্চ সর্ববীরাণাং কাঙ্ক্ষিতং ভরতর্ষভ।
সংগ্রামেঽভিমুখো মৃত্যুং প্রাপ্তুয়াদিতি মানদ ॥ ৭০

স চ বীরান্ রণে হত্বা রাজপুত্রান্ মহাবলান্।
বীরৈরাকাঙ্ক্ষিতং মৃত্যুং সম্প্রাপ্তোঽভিমুখং রণে ॥ ৭১

মা শুচঃ পুরুষব্যাঘ্র পূর্বৈরেষ সনাতনঃ।
ধর্মকুদ্ভিঃ কৃতো ধর্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং রণে ক্ষয়ঃ ॥ ৭২

ইমে তে ভ্রাতরঃ সর্বে দীনা ভরতসত্তম।
ত্বয়ি শোকসমাবিষ্টে নৃপাশ্চ সুহৃদস্তব ॥ ৮০

এতাংশ্চ বচসা সান্ত্বয় সমাশ্বাসয় মানদ।
বিদিতং বেদিতব্যং তে ন শোকং কর্তুমর্হসি ॥ ৭৪

এবমাশ্বাসিতঃ পার্থঃ কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্মণা।
ততোঽব্রবীৎ তদা ভ্রাতৃন্ সর্বান্ পার্থঃ সসম্ভ্রমান্ ॥ ৭৫

স দীর্ঘবাহুঃ পৃথুরসো দীর্ঘরাজীবলোচনঃ।
অভিমন্যুর্যথাবৃত্তঃ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং তথা ॥ ৭৬

সনাগ-স্যন্দন-হয়ান্ দ্রক্ষ্যধ্বং নিহতান্ ময়া।
সংগ্রামে সাধুযুদ্ধ্যংস্তান্ মম পুত্রস্য বৈরিণঃ ॥ ৭৭

কথঞ্চ বঃ কৃতাস্ত্রাণাং সর্বেষাং শস্ত্রপাণিনাম্।
সৌভদ্রো নিধনং গচ্ছেদ্ বজ্রিণাপি সমাগতঃ ॥ ৭৮

যত্নেবমমহমজ্ঞাস্তমশক্তান্ রক্ষণে মম।
পুত্রস্য পাণ্ডু-পাঞ্চালান্ ময়া শুপ্তো ভবেৎ ততঃ ॥ ৭৯

কথঞ্চ বো রথস্থানাং শরবর্ষাণি মুঞ্চতাম্।
নীতোঽভিমন্যুর্নিধনং কথয়ীকৃত্য বঃ পরৈঃ ॥ ৮০

অহো বঃ পৌরুষং নাস্তি ন চ যোঽস্তি পরাক্রমঃ।
যত্রাভিমন্যুঃ সমরে পঞ্চত্বং বো নিপাতিতঃ ॥ ৮১

আত্মানমেব গর্হেয়ং বলতঃ বৈ সুদুর্বলান্।
যুষ্মানাস্থায় নির্ঘাতা ভীরূনকৃতনিশ্চয়ান্ ॥ ৮২

যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত বীরগণের যুদ্ধে মৃত্যুই অবশ্যম্ভাবী। অভিমন্যু পুণ্যাত্মা পুরুষগণের লোকে গমন করিয়াছে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৬৯

অপরকে মানদানকারী ভরতশ্রেষ্ঠ! সংগ্রামে সম্মুখ যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যু হউক—ইহাই সকল বীরগণের অতীব মনোরথ ॥ ৭০

অভিমন্যু রণক্ষেত্রে মহাবল বীর রাজকুমারগণকে বধ করিয়া বীর পুরুষগণের অভিলষিত সম্মুখ-সংগ্রামে মৃত্যুবরণ করিয়াছে ॥ ৭১

পুরুষশ্রেষ্ঠ! শোক করিও না। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকারগণ সংগ্রামে মৃত্যুবরণ করাকেই ক্ষত্রিয়দের সনাতন ধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন ॥ ৭২

ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি এরূপ শোকাকুল হইয়া পড়ায় তোমার সকল ভ্রাতা, নৃপতিগণ ও সুহৃদ্‌বর্গ দীন হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৭৩

মানদ! তুমি এখন ইহাদের সকলকে শান্তিপূর্ণ বাক্যে আশ্বাসদান কর। তুমি জ্ঞাতব্য তত্ত্ব অবগত আছ, অতএব তোমার শোক করা উচিত নহে ॥ ৭৪

অদ্ভুতকর্মকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ প্রবোধ দান করিলে পর অর্জুন সেই সময় সেখানে সসম্ভ্রমে নিজের ভ্রাতৃগণকে বলিলেন ॥ ৭৫

যুদ্ধ (মোটা)-স্কন্ধ, দীর্ঘবাহু এবং কমলতুল্য বিশালনেত্র অভিমন্যু সংগ্রামে যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল, সেই সব বৃত্তান্ত আমি শুনিতে চাই ॥ ৭৬

আর আপনারা দেখিবেন যে, আমার পুত্রের শত্রুগণ হস্তী, অশ্ব ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত যুদ্ধে আমার দ্বারা নিহত হইয়াছে ॥ ৭৭

আপনারা সকলেই অস্ত্রবিদ্যায় পণ্ডিত ও হস্তে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলেও আপনাদের সম্মুখে কিভাবে নিহত হইল? ॥ ৭৮

যদি আমি এরূপ জানিতে পারিতাম যে, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ আমার পুত্রকে রক্ষা করিতে পারিবেন না, তাহা হইলে আমি নিজেই তাহাকে রক্ষা করিতাম ॥ ৭৯

আপনারা সকলে রথে উপবেশন করিয়া বাণসমূহ বর্ষণ করিতে থাকিলেও শত্রুগণ আপনাদের তৃচ্ছ করিয়া কি ভাবে (আপনাদের সাক্ষাতেই) অভিমন্যুকে বধ করিল? ॥ ৮০

অহো! আপনাদের মধ্যে কোন পুরুষার্থ নাই এবং পরাক্রমও নাই; কারণ, সমরাঙ্গণে আপনাদের দৃষ্টিপথেই মধ্যে শত্রুরা কি করিয়া অভিমন্যুকে সংহার করত ভূপাতিত করিল? ॥ ৮১

আহোস্বিদ্ ভূষণার্থায় বর্ম শস্ত্রায়ুধানি বঃ।
বাচশ্চ বক্তুং সংসৎসু মম পুত্রবরক্ষতাম্ ॥ ৮৩
এবমুক্ত্বা ততো বাক্যং স্থিতঃস্তাপবরাসিনাম্।
ন শশাকাততঃ বীভৎসুঃ কেনচিৎ প্রসমীক্ষিতুম্ ॥ ৮৪
তমন্তকমিব ক্রুদ্ধং নিঃশ্বসন্তং মুহুর্মুহুঃ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তমশ্রুপূর্ণমুখং তদা ॥ ৮৫
ন ভাবিতুং শক্নুবন্তি দ্রষ্টুং বা সুহৃদোঽর্জুনম্।
অন্যত্র বাসুদেবাদ্ বা জ্যেষ্ঠাদ্ বা পাণ্ডুনন্দনাৎ ॥ ৮৬
সর্বাবস্থাসু হিতাবর্জুনস্য মনোনুগৌ।
বহুমানাৎ প্রিয়ত্বাচ্চ তাবেনং বক্তুমর্হতঃ ॥ ৮৭
ততস্তং পুত্রশোকেন ভৃশং পীড়িতমানসম্।
রাজীবলোচনং ক্রুদ্ধং রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ৮৮

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি অর্জুনকোপে
ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩

আমি আজ নিজেরই নিন্দা করি; কারণ, আপনাদিগকে অত্যন্ত দুর্বল, ভীরু এবং বিশ্বাসরহিত জানিয়াও (অভিমন্যুকে আপনাদের উপর ছাড়িয়া দিয়া) অকৃত যুদ্ধের জন্য চলিয়া গিয়াছিলাম ॥ ৮২

অথবা আপনাদের এই কবচ ও অস্ত্র-শস্ত্র কি শরীরের আভরণের জন্য? কিংবা আমার পুত্রকে রক্ষা না করিয়া কেবল বীরগণের সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য? ৮৩

এই কথা বলিয়া পুনরায় অর্জুন ধনু ও শ্রেষ্ঠ তরবারি হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। সেই সময় কোন বীরই তাঁহাকে চক্ষু তুলিয়া দেখিতেই সমর্থ হইলেন না ॥ ৮৪

তখন তিনি যমরাজের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া বারংবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। সেই সময় পুত্রশোকে সন্তপ্ত অর্জুনের মুখে চক্ষু হইতে অশ্রুধারা নিঃসৃত হইয়া পড়িতেছিল ॥ ৮৫

সেই অবস্থায় বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিংবা জ্যেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ব্যতীত অপর কোন বন্ধু-বান্ধবই তাঁহাকে কিছু বলিতে পারিতেছিলেন না এবং তাঁহাকে দেখিতেও সাহস পাইতেছিলেন না ॥ ৮৬

শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির সকল অবস্থাতেই অর্জুনের হিতৈষী ও তাঁহার মনের অনুকূলে চলিতে ছিলেন; কারণ, ইঁহাদের উভয়েরই অর্জুনের প্রতি অত্যন্ত আদর ও প্রেম ছিল। সেইজন্য ইঁহারা উভয়ে তখন তাঁহাকে কিছু বলিবার জন্য প্রকৃত অধিকারী ছিলেন ৮৭

তখনন্তর মনে মনেই পুত্রশোকে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ক্রুদ্ধ কমললোচন অর্জুনকে রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ৮৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত প্রতিজ্ঞাপর্বে অর্জুনের কোপবিষয়ক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠির-মুখতঃ পুত্রস্যাভিমন্যোর্বধবৃত্তান্তং শ্রুত্বা জয়দ্রথং হন্তুং ধনঞ্জয়স্য প্রতিজ্ঞা।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ত্বয়ি যাতে মহাবাহো সংশপ্তকবলং প্রতি।
প্রযত্নমকরোৎ তীব্রমাচার্যো গ্রহণে মম ॥ ১
ব্যূঢ়ানীকা বয়ং দ্রোণং বারয়ামঃ স্ম সর্বশঃ।
প্রতিবৃহ্য রথানীকং যতমানং তথা রণে ॥ ২

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের মুখে অভিমন্যুর বধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া জয়দ্রথকে বধ করিবার জন্য অর্জুনের প্রতিজ্ঞা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহো! যখন তুমি সংশপ্তক সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গমন করিলে, তখন আচার্য দ্রোণ আমাকে ধরিবার জন্য তীব্র প্রচেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ১

তিনি রথ-সৈন্যের ব্যূহ নির্মাণ করিয়া বারংবার উদ্যোগ করিতেছিলেন এবং আমরাও রণাঙ্গনে আমাদের সৈন্যদিগকে ব্যূহাকারে সংগঠিত করিয়া সর্বপ্রকারে দ্রোণাচার্যের অগ্রগতি রোধ করিতে লাগিলাম ॥ ২

স বার্যমাণো রথিভির্ময়ি চাপি সুরক্ষিতে।
অস্মানভিদ্রবামাস্ত পীড়য়ন্ নিশিতৈঃ শরৈঃ। ৩
তে পীড্যমানা দ্রোণেন দ্রোণানীকং ন শক্নুমঃ।
প্রতিবীক্ষিতুমপ্যাজৌ তেন্তুঃ তৎ কৃত এব তু। ৪
বৃদ্ধঃ ত্বপ্রতিমঃ বীর্যে সর্বে সৌভদ্রমাব্রজন্।
উক্তবন্তঃ চ তং তাত নিস্ত্রাণীকমিতি প্রভো। ৫
স তথা নোদিতোঽত্যর্থং সমর ইব বীর্যবান্।
অসক্তমপি তং ভারং বোঢ়ুমেবোপচক্রমে। ৬
স তবাস্ত্রোপদেশেন বীর্যেণ চ সমন্বিতঃ।
প্রাবিশৎ তদ্বলং বালঃ সুপর্ণ ইব সাগরম্। ৭
তেঽনুযাতা বয়ং বীরং সাত্বতীপুত্রমাহবে।
প্রবেষ্টুকামাস্তেনৈব যেন স প্রাবিশচ্ছমুম্। ৮
ততঃ সৈন্ধবকো রাজা ক্ষুদ্রস্তাত জয়দ্রথঃ।
বরদানেন রুদ্রস্য সর্বান্ নঃ সমবারয়ৎ। ৯

যখন রথিগণের দ্বারা আচার্য রক্ষ হইলেন এবং আমিও সর্বতোভাবে রক্ষিত থাকিলাম, তখন তিনি তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা আমাদিগকে পীড়িত করিতে করিতে আমাদের উপর তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন। ৩

দ্রোণাচার্য কর্তৃক পীড়িত হইতে থাকায় আমরা তাঁহার সৈন্যব্যূহকে দেখিতেই সমর্থ ছিলাম না; সুতরাং সেই সৈন্যব্যূহকে ভেদ করিব কি করিয়া? ৪

তখন আমরা সকলে অতুলনীয় পরাক্রমশালী পুত্র সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে বলিলাম—প্রভাবশালী পুত্র! তুমি এই ব্যূহ ভেদ কর; কারণ, তুমিই এই ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ। ৫

আমরা এইরূপ আজ্ঞা দান করিলে পর সেই পরাক্রমশালী বীর উত্তম অশ্বের ন্যায় সেই অসহ্য ভারকে বহন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ৬

দ্রোণের প্রদত্ত অস্ত্রবিদ্যার উপদেশ পাইয়া পরাক্রমসম্পন্ন বালক অভিমন্যু সেই সৈন্যমধ্যে সেইরূপে প্রবেশ করিল, যেরূপ গরুড় সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া থাকে। ৭

তারপর আমরা সকলে রণাঙ্গনে বীর সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুর পশ্চাতে পশ্চাতে সেই ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যাইতে লাগিলাম। আমরাও সেই পথ দিয়াই ব্যূহমধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিতে লাগিলাম, যে পথ দিয়া অভিমন্যু শত্রুসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ৮

ততো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো দ্রৌণিঃ কৌশল্য এব চ।
কৃতবর্মা চ সৌভদ্রং ষড় রথাঃ পর্যবারয়ন্। ১০
পরিবার্য্য তু তৈঃ সর্বৈর্যুধি বালো মহারথৈঃ।
বর্তমানঃ পরং শক্ত্যা বহুভির্বিরথীকৃতঃ। ১১
ততো দৌঃশাসনিঃ ক্ষিপ্রং গুর্বা তৈর্বিরথীকৃতম্।
সংশয়ং পরমং প্রাপ্য নিষ্টান্তেনাভ্যযোজয়ৎ। ১২

স তু হত্বা সহস্রাণি নরাশ্বরথবর্ষিণাম্।
অষ্টৌ রথসহস্রাণি নব হস্তিশতানি চ। ১৩

রাজপুত্রসহস্রে দ্বে বীরাংশ্চালক্ষিতান্ বহূন্।
বৃহদ্বলং রাজানং স্বর্গেণাজৌ প্রযোজ্য চ। ১৪

ততঃ পরমধর্মাত্মা নিষ্টান্তমুপজগ্মিবান্।
(গতঃ সুকৃতিনাং লোকান্ যে চ স্বর্গজিতাং শুভাঃ।
অধীনস্ত্রাসচক্রুস্তান্ নন্দয়িত্বা চ বান্ধবান্॥

তারপর এই সময়েই নীচ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সম্মুখে আসিয়া ভগবান্ শঙ্করের প্রদত্ত বরদানের প্রভাবে আমাদের সকলকে প্রতিরোধ করিল। ৯

তখনকার দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল ও কৃতবর্মা—এই ছয় মহারথী চারিদিক্ দিয়া সুভদ্রানন্দনকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ১০

পরিবৃত হইলেও সেই বালক অভিমন্যু পূর্ণ শক্তি প্রয়োগপূর্বক তাঁহাদের সকলকে জয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় অধিক ছিলেন, সুতরাং সেই সব মহারথীরা তাহাকে ঘিরিয়া থাকিয়া রথহীন করিয়া দিলেন। ১১

তারপর অতঃপর প্রহারের জন্য গুরুতর প্রাণসংকটে ও পূর্বোক্ত মহারথীদিগের দ্বারা রথহীন অবস্থায় পতিত অভিমন্যুকে দুঃশাসনপুত্র ক্রুর গদার আঘাতে বিনাশ করিয়া ফেলিল। ১২

ইহার পূর্বে সে (অভিমন্যু) এক হাজার হস্তী, রথ, অশ্ব ও মনুষ্যকে বধ করিয়াছিল। আট হাজার রথ ও নয় শত হাতীও সংহার করিয়াছিল। দুই হাজার রাজকুমার এবং বহুসংখ্যক অলক্ষিত বীরকে বধ করিয়া রাজা বৃহদ্বলকে যুদ্ধে স্বর্গে প্রেরণ করে। ইহার পর পরম ধর্মাত্মা অভিমন্যু নিজে মৃত্যু বরণ করে। ১৩-১৪

(সে পুণ্যাত্মাদিগের লোকে গমন করিয়াছে। বীর পুণ্যের বলে স্বর্গলোক-বিজয়ী ধর্মাত্মা পুরুষগণের যে লোক সুলভ, সেই লোকই সে লাভ করিয়াছে। সে যুদ্ধে কোন

অসকৃন্নাম বিপ্রাণাং পিতৃণাং মাতুলস্য চ।
বীরো দিষ্টান্তমাপন্নঃ শোচন্ বান্ধবান্ বহূন্।
ততঃ স্ম শোকসন্তপ্তা ভবতাদ্য সমেয়ুষঃ।)
এতাবদেব নির্বৃত্তমস্মাকং শোকবর্ধনম্॥ ১৫

স চৈবং পুরুষব্যাঘ্রঃ স্বর্গলোকমবাপ্তবান্।
ততোঽর্জুনো বচঃ শ্রুত্বা ধর্মরাজেন ভাষিতম্॥ ১৬

হা পুত্র ইতি নিঃশব্দ আবিষ্টো ন্যপতদ্ ভুবি।
বিষণ্ণবদনাঃ সর্বে পরিবার্য ধনঞ্জয়ম্॥ ১৭

নেত্রৈরনিমিষৈর্দীনাঃ প্রত্যবৈক্ষন্ পরস্পরম্।
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং বাসবিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ॥ ১৮

কম্পমানো জ্বরেণেব নিঃশ্বসংশ্চ মুহুর্মুহুঃ।
পাণিং পাণৌ বিনিষ্পিষ্য স্খলমানোঽক্ষনেত্রবান্॥ ১৯
উদ্যত ইব বিপ্রেক্ষন্নিদং বচনমব্রবীৎ।

অর্জুন উবাচ।

সত্যং বঃ প্রতিজানামি নোঽস্মি হন্তা জয়দ্রথম্।
ন চেদ্ বধভয়াদ্ ভীতো ধার্তরাষ্ট্রান্ প্রহাস্যতি॥ ২০
ন চাস্মান্ শরণং গচ্ছেৎ কৃষ্ণং বা পুরুষোত্তম্।
ভবন্তং বা মহারাজ নোঽস্মি হন্তা জয়দ্রথম্॥ ২১
ধার্তরাষ্ট্রপ্রিয়করং ময়ি বিস্মৃতসৌহৃদম্।
পাপং বালবধে হেতুং নোঽস্মি হন্তা জয়দ্রথম্॥ ২২

রক্ষমাণাশ্চ তং সংখ্যে যে মাং যোৎস্যন্তি কেচন।
অপি দ্রোণ-কৃপৌ রাজন্ ছাদয়িষ্যামি তাদৃশৈঃ॥ ২৩

যদ্যেতদেবং সংগ্রামে ন কুর্যাং পুরুষর্ষভাঃ।
মা স্ম পুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্নুয়াং শূরসম্মতান্॥ ২৪

যে লোকা মাতৃহন্তৃণাং যে চাপি পিতৃঘাতিনাম্।
গুরুদারগতানাং যে পিশুনানাঞ্চ যে সদা॥ ২৫

সময়েই দীনতা দেখায় নাই। সেই বীর বালক শত্রুগণকে ভয় ও মিত্রদিগকে আনন্দদান করিতে করিতে বীর পিতা পিতামহ ও মাতা শ্রীকৃষ্ণের নাম জগতে বিখ্যাত করিয়া এবং নিজের বহুসংখ্যক বন্ধুবান্ধবকে শোকে সন্তপ্ত করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে! সেই সময় হইতেই আমরা শোকসন্তপ্ত হইয়া আছি এবং এই অবস্থায় তোমার সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার হইল।) ইহাই আমাদের শোকবর্ধনকারী ঘটনা সংঘটিত হইয়া ছিল। পুরুষশ্রেষ্ঠ অভিমন্যু এই ভাবে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে॥ ১৫

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক কথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাধিত হৃদয়ে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অর্জুন 'হা পুত্র' এই কথা বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন॥ ১৬

সেই সময় সকলেরই মুখ বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। সকলে অর্জুনকে তখন ঘিরিয়া থাকিয়া দীনচিত্তে নির্নিমেষ নয়নে পরস্পরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন॥ ১৭

তদনন্তর ইন্দ্রনন্দন অর্জুন সংজ্ঞালাভ করত ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং জ্বরে কম্পমানের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তারপর হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করিতে করিতে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ পূর্বক নেত্র হইতে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় দেখিতে থাকিয়া এই কথা বলিলেন॥ ১৮-১৯

অর্জুন বলিলেন,—আমি আপনাদের সম্মুখে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, আগামী কাল জয়দ্রথকে অবশ্যই বধ করিব। মহারাজ! যদি সে মৃত্যু ভয়ে ভীত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে ত্যাগ করিয়া না থাকে; আমার, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের কিংবা আপনার শরণাপন্ন না হয়, তবে অবশ্যই কালকে আমি তাহাকে বধ করিব॥ ২০-২১

যে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের প্রিয় কার্য করিতেছে, যে আমার প্রতি নিজের সৌহার্দ ভুলিয়া গিয়াছে এবং যে বালক অভিমন্যুর মৃত্যুর কারণ হইয়াছে, সেই পাপী জয়দ্রথকে কাল অবশ্যই বধ করিব॥ ২২

রাজন্! যুদ্ধে জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে থাকিয়া যে কেহ আমার সহিত সংগ্রাম করিবে, তাহাতে তিনি দ্রোণাচার্য বা কৃপাচার্যই হউন, তাঁহাদিগকেও আমি তীব্র বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিব॥ ২৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরগণ! যদি সংগ্রামস্থলে আমি এই কার্য করিতে না পারি, তবে পুণ্যাত্মাদিগের সুরসম্মত লোক আমি লাভ করিতে সমর্থ হইব না॥ ২৪

মাতাপিতৃহন্তাকারী যে সকল লোক প্রাপ্ত হয়, গুরুপত্নীগামী ও খলগণ যে সকল লোকে গমন করে, সাধু পুরুষদিগের নিন্দাকারী, যে অপরের উপর (বিনাদোষে) কলঙ্ক লেপন করে এবং গচ্ছিত ধন অপহরণকারী, বিশ্বাসঘাতকগণ যে সকল

সাধূনসূয়তাং যে চ যে চাপি পরিবাদিনাম্।
যে চ নিক্ষেপহর্তৃণাং যে চ বিশ্বাসঘাতিনাম্॥ ২৬
ভুক্তপূর্বাং স্ত্রিয়ং যে চ বিদ্বত্তামধশংসিনাম্।
ব্রহ্মঘ্নানাঞ্চ যে লোকা যে চ সোমাতিনামপি॥ ২৭
পায়সং বা যবাগূং বা শাকং কৃসরমেব বা।
সংযাবাপূপ-মাংসানি যে চ লোকা বৃথাশ্নতাম্॥ ২৮
তানহং যাবিষজ্ঞেয়ং ন চেদ্ধন্যাং জয়দ্রথম্।
বেদাধ্যায়িনমত্যর্থং শংসিতং বা দ্বিজোত্তমম্॥ ২৯
অবমন্যমানো যান্ যাতি বৃদ্ধান্ সাধূন্ গুরূংস্তথা।
স্পৃশন্তো ব্রাহ্মণো গাঞ্চ পাদেনাগ্নিঞ্চ যা ভবেৎ॥ ৩০
যাঞ্চ শ্লেষ্ম পূয়ীবঞ্চ মূত্রং বা মুঞ্চতাং গতিঃ।
তাং গচ্ছেয়ং গতিং কষ্টাং ন চেদ্ধন্যাং জয়দ্রথম্॥ ৩১
নগ্নঞ্চ স্নায়মানঞ্চ যা চ বন্ধ্যাভিধের্গতিঃ।
উৎকোচিনাং মুষোক্তীনাং বঞ্চকানাঞ্চ যা গতিঃ॥ ৩২
আত্মাপহারিণাং যা চ যা চ মিথ্যাভিশংসিনাম্।
কৃতঘ্নানাং সন্দিগ্ধমানানাং পুত্রদারাশ্রিতৈস্তথা॥ ৩৩
অসংবিভজ্য ভৃত্যেভ্যো যা গতির্মিষ্টমশ্নতাম্।
তাং গচ্ছেয়ং গতিং ঘোরাং ন চেদ্ধন্যাং জয়দ্রথম্॥ ৩৪
সংশ্রিতং চাপি যদ্ভাক্তৃ। সাধুং ভক্তবচনে রতম্।
ন বিভর্তি নৃশংসাত্মা নিন্দতে চোপকারিণম্॥ ৩৫
অর্হতে প্রতিবেশ্যায় শ্রাদ্ধং যো ন দদাতি চ।
অনর্হেভ্যশ্চ যো দদ্যাদ্ বৃষলীপতয়ে যথা॥ ৩৬
মদ্যপো ভিন্নমর্যাদঃ কৃতঘ্নো ভর্তৃনিন্দকঃ।
তেষাং গতিমিয়াং ক্ষিপ্রং ন চেদ্ধন্যাং জয়দ্রথম্॥ ৩৭
ভুঞ্জানানাং তু সর্বেষাং উৎসঙ্গে চাপি খাদতাম্।
পালাসমাসনং চৈব ত্রিসন্ধ্যৈর্গন্ধধারণম্॥ ৩৮
যে চাবজ্ঞয়তাং লোকাঃ স্বপতাঞ্চ তথোষসি।
শীতভীতাশ্চ যে বিপ্রা রণভীতাশ্চ ক্ষত্রিয়াঃ॥ ৩৯

লোকে গমন করিয়া থাকে; অপর পুরুষগণকে উপভুক্ত নারীকে যে ব্যক্তি গ্রহণ করে, পাপপূর্ণ আলোচনাকারী, ব্রহ্মহত্যাকারী এবং গোহত্যাকারীরা যে সকল লোক লাভ করে, পায়স, যবান্ন (পালো), শাক, কৃসরান্ন (খিঁচুড়ী), সংযাব (হালুয়া), পিষ্টক, মাংসাদি যাহা যজ্ঞ বলিবৈশ্বদেবের জন্য প্রস্তুত না করিয়া কেবল নিজের উদরপূর্তির জন্য প্রস্তুত করিয়া ভোজনকারী ব্যক্তিরা যে সকল লোক প্রাপ্ত হয়, যদি আমি কাল জয়দ্রথকে বধ না করি, তবে আমি তৎক্ষণাৎ সেই সকল লোকে গমন করিব॥ ২৫-২৮

বেদসমূহের অধ্যয়নকারী কিংবা অতিশয় কঠোর ব্রতপালনকারী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, বৃদ্ধগণ, সাধু পুরুষগণ এবং গুরুজনগণকে অবহেলাকারী ব্যক্তিরা যে নরকে পতিত হয়; ব্রাহ্মণ, গো ও অগ্নিকে যাহারা চরণ দ্বারা স্পর্শ করে, তাহাদের যে গতিলাভ হয়, জলের মধ্যে থুথু ও মল-মূত্র নিক্ষেপকারী যে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়, যদি আমি কাল জয়দ্রথকে বধ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি সেই সব কষ্টদায়িনী গতি লাভ করিব॥ ২৯-৩১

নগ্ন হইয়া স্নানকারী, অতিথিকে ভোজনাদি না দিয়া যে খাইয়া দেয়, উৎকোচ (ঘুষ)-গ্রহণকারী এবং অপরকে যে বঞ্চনা করে (ঠকায়), তাহারা যে গতি লাভ করিয়া থাকে; আত্মহত্যাকারী, অপরের উপর মিথ্যা দোষারোপকারী, কৃতঘ্ন, নিজের আদেশে অবস্থানকারী এবং স্ত্রী, পুত্র ও আশ্রিত জনগণকে যথোপযুক্ত ভাবে বিভাগ করিয়া না দিয়া নিজেই মিষ্টান্নাদি ভোজনকারী নীচ পুরুষগণ যে ঘোর নরকে গমন করে, যদি আমি কাল জয়দ্রথকে বধ না করি, তবে আমারও সেই নরকে গতি হইবে॥ ৩২-৩৪

যে নৃশংসস্বভাব ব্যক্তি শরণাগত, সাধুপুরুষ এবং আশ্রিত পালনে তৎপর মানুষকে ত্যাগ করিয়া তাহাদের ভরণ-পোষণ করে না, যে উপকারীর নিন্দা করে, প্রতিবেশী যোগ্য ব্যক্তিকে যে শ্রাদ্ধের দান না দেয়, পরম অযোগ্য ব্যক্তি ও শূদ্রার পতি ব্রাহ্মণকে দান করে, যে মদ্যপান করে, ধর্মমর্যাদা উল্লঙ্ঘনকারী, যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন ও প্রভুর নিন্দা করে, এই সব ব্যক্তিগণ যে যে দুর্গতি লাভ করে, আমিও সেই সব দুর্গতি লাভ করিব—যদি কাল জয়দ্রথকে বধ না করি॥ ৩৫-৩৭

যে ব্যক্তি বামহস্তে ভোজন করে, কোড়ে রাখিয়া খাদ্য গ্রহণ করে, যে পলাশের আসন ও তেঁতুলের দাঁতন ব্যবহার করে এবং উষাকালে যে ব্যক্তি নিদ্রা যায়, তাহাদের যে সকল নরকলোক লাভ হয়, (আমারও সেই সকল লোক লাভ হইবে, যদি না কাল জয়দ্রথকে বধ করিতে পারি)॥ ৩৮

ব্রাহ্মণ হইয়া যাহারা শীতে ভীত হয় এবং ক্ষত্রিয় হইয়া যাহারা যুদ্ধ হইতে ভীত হয়, যে গ্রামে একই কূপের জল উচ্চ-নীচ সকলেই পান করিয়া থাকে ও যেখানে কখনও বেদমন্ত্র ধ্বনিত হয় নাই,

এককূপোদকগ্রামে বেদস্বনিবিবর্জিতে।
যন্মালং তত্র বলতাং তথা শাস্ত্রং বিনিন্দতাম্ ॥ ৫০
দিবামৈথুনিনাং চাপি দিবসেষু চ শেরতে।
অপারদাহিনাং চৈব গর্ভদানাঞ্চ যে মতাঃ ॥ ৫১
অগ্ন্যাতিথ্যবিহীনাশ্চ গোপানেষু চ বিদ্বিষঃ।
রজস্বলাং সেবমানাঃ কন্যাং শুদ্রেণ দায়িনঃ ॥ ৫২
যা চ বৈ বহুযাজিনাং ব্রাহ্মণানাং স্বয়ম্ভুবাম্।
আক্তমৈথুনিকানাঞ্চ যে দিবা মৈথুনে রতাঃ ॥ ৫৩
ব্রাহ্মণস্য প্রতিশ্রুত্য যো বৈ লোভাদ্ দদাতি ন।
তেষাং গতিং গমিষ্যামি যো ন হন্যাং জয়দ্রথম্ ॥ ৫৪
ধর্মাদপেতা যে চান্যে ময়া নাত্রানুকীর্তিতাঃ।
যে চানুকীর্তিতাস্তেষাং গতিং ক্ষিপ্রমবাপ্নুয়াম্ ॥ ৫৫
যদি বৃষ্টোমিমাং রাত্রিং সো ন হন্যাং জয়দ্রথম্।
ইমাং চাপ্যপরাং ভূয়ঃ প্রতিজ্ঞাং মে নিবোধত ॥ ৫৬
যস্মিন্নহনি পাপে সূর্যোঽস্তমুপযাস্যতি।
তস্মিন্ন চেদহং হন্যাং জয়দ্রথমসংশয়ম্ ॥ ৫৭

অসুর-সুর-মনুষ্যাঃ পক্ষিণো বোরগা বা
পিতৃ-রজনিচরা বা ব্রহ্ম-দেবর্ষয়ো বা।
চরমচরমশীমং যৎ পরং চাপি তস্মাৎ
তদপি মম রিপুং তং রক্ষিতুং নৈব শক্তাঃ ॥ ৫৮
যদি বিশতি রসাতলং তদগ্র্যং
বিয়দপি বৈবপুরং দিতেঃ পুরং বা।
তদপি শরশতৈরহং প্রহৃত্য
ক্ষণমভিমন্যুরিপোঃ শিরোঽভিহর্তা ॥ ৫৯
এবমুক্ত্বা বিচিক্ষেপ গাণ্ডীবং সব্য-দক্ষিণম্।
তস্য শব্দমতিক্রম্য বভূবুঃশব্দোঽম্পৃশন্ দিবম্ ॥ ৬০
অর্জুনেন প্রতিজ্ঞাতে পাঞ্চজন্যঃ জনার্দনঃ।
প্রদধ্মৌ তত্র সংক্রুদ্ধে দেবদত্তঞ্চ ফাল্গুনঃ
স পাঞ্চজন্যোঽচ্যুতবক্ত্রবায়ুনা
কৃৎস্নং সুপূর্ণোদরনিস্বনস্বনিঃ।
জগৎ সপাতাল-দিবদ্রিকীশ্বরং
প্রকম্পয়ামাস যুগান্তবারিদবৎ ॥ ৬১

এরূপ স্থানে যাহারা ছয় মাস পর্যন্ত বাস করিয়াছে, যাহারা শাস্ত্রের নিন্দা করে, দিবসে যাহারা স্ত্রীসঙ্গ করে ও শয়ন করে, যাহারা অপরকে বিষাদ করে, যাহারা কখনও অগ্নিহোত্র ও অতিথি সৎকার করে নাই, গোসকলের জলপানে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, রজস্বলা স্ত্রী-গমন করে এবং শূদ্র দ্বারা কন্যাদান করে, যে ব্যক্তিরা বহু লোকের পৌরহিত্য করে, যুগে মৈথুন করে কিংবা দিবসে স্ত্রীসহবাস করে, যাহারা ব্রাহ্মণকে কিছু দান করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে লোভবশতঃ তাহা প্রদান করে না, এই সব ব্যক্তির যে লোক বা দুর্গতিলাভ হয়, সেই সমস্ত লোক আমিও লাভ করিব, যদি কালকে আমি জয়দ্রথকে বধ না করি ॥ ৩৯-৪৪

উপরে আমি যে সকল পাপীর নাম করিলাম এবং অন্য যে সকল পাপীর নাম আমি বলি নাই, তাহাদের সকলের যে দুর্গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে, আমিও সেই সব দুর্গতি লাভ করিব, যদি আমি রাত্রি অতিক্রান্ত হইবার পর কালকে জয়দ্রথকে বধ না করি।

এখন আপনারা পুনরায় আমার অন্য প্রতিজ্ঞাও শ্রবণ করুন। যদি এই পাপী জয়দ্রথের মৃত্যুর পূর্বেই সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করেন, তবে আমিও প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিব ॥ ৪৫-৪৭

দেবতা, অসুর, মনুষ্য, নাগ, পিতৃগণ, নিশাচর, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষিগণ এই চরাচর জগৎ এবং ইহার পরেও যাহা কিছু আছে, ইহারা সকলে যদি একত্রে মিলিত হইয়া থাকেন, তথাপি আমার শত্রু জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না ॥ ৪৮

যদি জয়দ্রথ পাতালে প্রবেশ করে কিংবা তাহার পরেও কোন স্থানে চলিয়া যায় অথবা আকাশ, দেবলোক বা দৈত্য-লোকেও গমন করিয়া থাকে, তথাপি আগামী কল্য আমি শত শত বাণে অভিমন্যুর সেই ঘোর শত্রুর মস্তক অবশ্যই ছেদন করিব ॥ ৪৯

এইকথা বলিয়া অর্জুন দক্ষিণ ও বামহস্তেও গাণ্ডীবধনুর টঙ্কারধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই টঙ্কারধ্বনি অন্য সকল শব্দকে লাঘবাইয়া দিয়া সম্পূর্ণ আকাশমণ্ডলে যাইয়া প্রতি-ধ্বনিত করিতে লাগিল ॥ ৫০

অর্জুন এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন। তখন অর্জুনও দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখবায়ুর দ্বারা অত্যন্ত পরিপূর্ণ হইয়া বাইবেল গুরুতর ধ্বনিপ্রকাশকারী পাঞ্চজন্য শঙ্খ আকাশ, পাতাল, দিক্‌সমূহ ও দিক্‌পালগণ সহ সমগ্র জগৎকে কম্পিত করিয়া তুলিল। ইহাতে মনে হইল যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫২

ততো বাদিত্রঘোষাশ্চ প্রাদুরাসন্ সহস্রশঃ।
সিংহনাদশ্চ পাণ্ডূনাং প্রতিজ্ঞাতে মহাত্মনা ॥ ৫৩

(ভীম উবাচ।)

প্রতিজ্ঞোদ্ঘোষশব্দেন কৃষ্ণ-শঙ্খস্বনেন চ।
নিহতো ধার্তরাষ্ট্রোঽয়ং সানুবন্ধঃ সুযোধনঃ ॥ ৫৪

অথ বৃদ্ধিতমাত্রাণামমাত্যানাং
তব সুতশোকমন্যুরোষজাতম্।
ব্যপনুদতি মহাপ্রভাবমেত—
ন্নরবর বাক্যমিদং মহার্থমিষ্টম্ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি প্রতিজ্ঞাপর্ব্বণি অর্জুনপ্রতিজ্ঞায়াং ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

মহাত্মা অর্জুন যখন উক্ত প্রতিজ্ঞা করিলেন, সেই সময় পাণ্ডবদের শিবিরে সহস্র সহস্র বাদ্যের শব্দ ও বীরগণের সিংহনাদ উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৫৩

(ভীমসেন বলিলেন,—অর্জুন! তোমার প্রতিজ্ঞাশব্দের দ্বারা এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই শঙ্খধ্বনির দ্বারা আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন অনুচরবর্গের সহিত অবশ্যই নিহত হইবে।

নরশ্রেষ্ঠ! তোমার এই বাক্য গূঢ় অর্থযুক্ত ও আমার অতিশয় প্রিয়। এই অত্যন্ত প্রভাবশালী বাক্য তোমার পুত্রশোকময় রোষসমূহকে নিবারণ করিতেছে, যে তোমার বক্ষে মুষ্টির পুনঃপ্রহারকে মর্দ্দিত করিতেছে।)

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত প্রতিজ্ঞাপর্ব্বে অর্জুনের প্রতিজ্ঞাবিষয়ক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[জয়দ্রথস্য ভীতিঃ, দুর্যোধনেন দ্রোণাচার্য্যেণ চ তস্মৈ আশ্বাসদানঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

শ্রুত্বা তু তং মহাশব্দং পাণ্ডূনাং জয়গৃদ্ধিনাম্।
চারৈঃ প্রবেদিতে তস্মিন্ সমুদ্বায় জয়দ্রথঃ ॥ ১
শোকস্য চন্দ্রোদয়ো দুঃখেনাভিপরিপ্লুতঃ।
মজ্জমান ইবাগাধে বিপুলে শোকসাগরে ॥ ২
জগাম সমিতিং রাজ্ঞাং সৈন্ধবো বিমৃশন্ বহু।
স তেষাং নর-দেবানাং সকাশে পর্য্যদেবয়ৎ ॥ ৩

অভিমন্যোঃ পিতুর্ভীতঃ সব্রীড়ো বাক্যমব্রবীৎ।
যোঽসৌ পাণ্ডোঃ কিল ক্ষেত্রে জাতঃ শক্রেণ কামিনা ॥
স নিনীষতি দুর্বুদ্ধির্মাং কিলৈকং যমক্ষয়ম্।
তৎ শ্রুত্বা যোঽস্তু যাস্যামি স্বপুরং জীবিতেপ্সয়া ॥
অথবাস্ত্রপ্রতিবলাত্রাতি মাং ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
পার্শ্বেন প্রার্থিতং বীরাস্তে সংদত্ত মমাভয়ম্ ॥ ৬

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

[জয়দ্রথের ভয় এবং দুর্যোধন ও দ্রোণাচার্য্যকর্ত্তৃক তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ যখন বিজয়াভিলাষী পাণ্ডবগণের সেই প্রচণ্ড শঙ্খ শ্রবণ করিলেন এবং গুপ্তচরগণ যখন যাইয়া অর্জুনের প্রতিজ্ঞার বিষয় নিবেদন করিল, তখন তিনি সহসা উত্থিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার হৃদয় শোকে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি দুঃখে আবিষ্ট হইয়া শোকের বিশাল ও অগাধ সমুদ্রমধ্যে নিমজ্জিত অবস্থায় নানারূপ চিন্তা করত নৃপগণের সভায় গমন করিলেন এবং সেই নরপতিগণের নিকটে সর্ব্বতোভাবে নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥ ১-৩

অভিমন্যুর পিতা অর্জুন হইতে ভীত হইয়া জয়দ্রথ সলজ্জভাবে বলিলেন,—হে নরপতিগণ! কামুক ইন্দ্র পাণ্ডুর পত্নী কুন্তীর গর্ভে যাহার জন্মদান করিয়াছিল, সেই দুর্মতি অর্জুন কেবল আমাকেই যমলোকে প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে; এই কথা আমি শ্রবণ করিয়াছি। আপনাদের সকলের কল্যাণ হউক; অতএব আমি আমার প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য স্বীয় রাজধানীতে চলিয়া যাইব ॥ ৪-৫

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বীরগণ! অথবা আপনারা সকলে অস্ত্র-শস্ত্রের জ্ঞানে অর্জুনসদৃশ শক্তিশালী। এদিকে আবার অর্জুন আমার প্রাণহরণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় আপনারা আমাকে অভয়দান করুন ॥ ৬

দ্রোণ-দুর্যোধন-কৃপাঃ কর্ণ-মদ্রেশ-বাহ্লিকাঃ।
দুঃশাসনাদয়ঃ শক্তাস্ত্রাতুং মামস্তকাদিতম্
কিমঙ্গ পুনরেকেন ফাল্গুনেন জিঘাংসতা।
ন ত্রায়েয়ুর্ভবন্তো মাং সমস্তাঃ পাণ্ডবৈঃ ক্ষিতেঃ॥ ৮
প্রহর্ষং পাণ্ডবেয়ানাং জ্ঞাত্বা মম মহদ্ ভয়ম্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুমূর্ষোরিব পার্থিবাঃ॥ ৯
বধো নূনং প্রতিজ্ঞাতো মম পাণ্ডীববন্ধুনা
তথা হি হৃষ্টাঃ ক্রোশন্তি শোককালে স্ম পাণ্ডবাঃ॥ ১০
তন্ন দেবা ন গন্ধর্বা নাসুরোরগ-রাক্ষসাঃ।
উৎসহন্তেঽন্যথাকর্তুং কুত এব নরাধিপাঃ॥ ১১
তস্মাদ্যামনুজানীত ত্বরং বোঽস্তু নরর্ষভাঃ।
অদর্শনং গমিষ্যামি ন মাং দ্রক্ষ্যন্তি পাণ্ডবাঃ॥ ১২
এবং বিলপমানং তং ভয়াদ্ ব্যাকুলচেতসম্।
আত্মকার্যাপরীপ্সত্বাদ্ রাজা দুর্যোধনোঽব্রবীৎ॥ ১৩

দ্রোণাচার্য, দুর্যোধন, কৃপাচার্য, কর্ণ, মদ্ররাজ শল্য, বাহ্লিক এবং দুঃশাসনাদি বীরগণ আমাকে মৃত্যুরূপ (মৃত্যুর) সঙ্কট হইতে রক্ষা করিতে পারেন। হিন্তু নরপতিগণ! যখন অর্জুন একাকীই আমাকে বধ করিবার বাসনা করিয়াছে, তখন সেই একক অর্জুনের নিকট হইতে কৃপতিগণ আপনারা সকলে আমাকে কেন রক্ষা করিতে পারিবেন না? ৭-৮

কৃপালগণ! পাণ্ডবদের হর্ষধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমার অতিশয় ভয় হইতেছে। মুমূর্ষু (মরণাপন্ন) ব্যক্তির ন্যায় আমার সমস্ত অঙ্গ শিথিল হইয়া যাইতেছে। ৯

নিশ্চয়ই গাণ্ডীবধারী অর্জুন আমাকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে; তাই এই শোকের সময়ও পাণ্ডব-যোদ্ধারা হৃষ্ট হইয়া হর্ষনাদ করিতেছে॥ ১০

সেই প্রতিজ্ঞাকে দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর, নাগ এবং রাক্ষসগণও অন্যথা করিতে সমর্থ হইবেন না। সুতরাং এরূপ স্থলে নরপতিগণ কিরূপে সেই প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ করিতে পারিবেন? ১১

নরশ্রেষ্ঠ বীরগণ! আপনাদের কল্যাণ হউক। অতএব আপনারা আমাকে রাজ্যে চলিয়া যাইতে অনুমতিপ্রদান করুন। আমি অদৃশ্য হইয়া যাইব। পাণ্ডবেরা আমাকে দেখিতেই পাইবে না॥ ১২

ভয়ে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বিলাপকারী ভরতশ্রেষ্ঠকে তখন রাজা দুর্যোধন নিজের কার্যের গুরুত্ব বিচার করিয়া এই কথা বলিলেন॥ ১৩

ন ভেতব্যং নরব্যাঘ্র কোঽহতি ত্বাং পুরুষর্ষভ।
মধ্যে ক্ষত্রিয়বীরাণাং স্থিতস্ত্বং প্রার্থয়েদ্ যুধি॥ ১৪
অহং বৈকর্তনঃ কর্ণশ্চিত্রসেনো বিবিংশতিঃ।
ভূরিশ্রবাঃ শলঃ শল্যো বৃষসেনো দুরাসদঃ॥ ১৫
পুরুমিত্রো জয়ো ভোজঃ কাম্বোজশ্চ সুদক্ষিণঃ।
সত্যব্রতো মহাবাহুবিকর্ণো দুর্মুখশ্চ হ॥ ১৬
দুঃশাসনঃ সুবাহুশ্চ কালিঙ্গশ্চাপ্যুদায়ুধঃ।
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ দ্রোণো দ্রোণিশ্চ সৌবলঃ॥ ১৭
এতে চান্যে চ বহবো নানাজনপদেশ্বরাঃ।
সসৈন্যাস্ত্বাভিযাস্যন্তি যোদ্ধুং তে মানদে ভরঃ॥ ১৮
ত্বং চাপি রথিনাং শ্রেষ্ঠঃ স্বয়ং শূরোঽমতঞ্জয়ঃ।
স কথং পাণ্ডবেয়েভ্যো ভয়ং পশ্যসি সৈন্ধব॥ ১৯
অক্ষৌহিণ্যো দশৈকা চ মন্যুয়ান্তব রক্ষণে।
যত্তা যোৎস্যন্তি মা ভৈস্ত্বং সৈন্ধব যোদ্ধুং তে ভয়ম্॥ ২০

নরশ্রেষ্ঠ! পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি ভীত হইও না। যুদ্ধস্থলে এই ক্ষত্রিয়বৃন্দের মধ্যে তুমি অবস্থান করিতে থাকিলে কোন ব্যক্তি তোমাকে সংহার করিবার বাসনা করিতে পারে? ১৪

আমি, সূতপুত্র কর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, বৃষসেন, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, সত্যব্রত, মহাবাহু বিকর্ণ, দুর্মুখ, দুঃশাসন, সুবাহু, অন্ধ্রাধিপতি কলিঙ্গরাজ, অবন্তীদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ, দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা এবং শকুনি—ইহারা এবং অন্যান্য বিভিন্ন দেশের বহুসংখ্যক কৃপতি নিজ নিজ সৈন্যবৃন্দের সহিত তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য গমন করিবেন। অতএব তোমার মানসিক চিন্তা দূরীভূত হউক॥ ১৫-১৮

আনিতভেজস্বী সিন্ধুরাজ! তুমি স্বয়ংই একজন রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ, সুতরাং তুমি পাণ্ডুপুত্রগণ হইতে কেন নিজের ভয় দেখিতেছ? ১৯

আমার একাদশ অক্ষৌহিণী* সৈন্য তোমার রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিয়া যুদ্ধ করিবে। সিন্ধুরাজ! অতএব তুমি ভীত হইও না। তোমার ভয় অপসৃত হউক॥ ২০

* যদিও দুর্যোধনের তখন বহু সৈন্য নিহত হওয়ায় একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল না, তথাপি মূল সৈন্য ও অন্যান্য সৈন্যবাহিনীর লোকদিগকে ধরিয়া এই সংখ্যা এখানে উল্লিখিত হইয়াছে।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমাশ্বাসিতো রাজন্ পুত্রেণ তব সৈন্ধবঃ।
দুর্যোধনেন সহিতো দ্রোণং রাত্রাবুপাগমৎ ॥ ২১
উপসংগ্রহণং কৃত্বা দ্রোণায় স বিশাম্পতে।
উপোপবিষ্ট প্রণতঃ পর্যপৃচ্ছদ্বিজং তদা ॥ ২২
নিমিত্তে দূরপাতিত্বে লঘুত্বে দৃঢ়বেধনে।
মম ব্রবীতু ভগবান্ বিশেষং ফাল্গুনস্য চ ॥ ২৩
বিদ্যাবিশেষমিচ্ছামি জ্ঞাতুমাচার্য তত্ত্বতঃ।
অর্জুনস্যাত্মনশ্চৈব যথাতত্ত্বং প্রচক্ষ্ব মে ॥ ২৪

দ্রোণ উবাচ।

সমমাচার্যকং তাত তব চৈবার্জুনস্য চ।
যোগাদ্ দুঃখোষিতত্বাচ্চ তস্মাত্ত্বস্তোঽধিকোঽর্জুনঃ ॥ ২৫
ন তু তে যুধি সম্ভ্রাসঃ কার্যঃ পার্থাৎ কথঞ্চন
অহং হি রক্ষিতা তাত ভয়াত্তস্মাৎ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬
ন হি মন্ত্রাহুতগুপ্তস্য প্রভবন্ত্যমরা অপি।
ব্যূহরিষ্যামি তং ব্যূহং যং পার্থো ন তরিষ্যতি ॥ ২৭
তস্মাদ্ যুধ্যস্ব মা তৈক্ষ্ণং স্বধর্মমনুপালয়।
পিতৃপৈতামহং মার্গমনুযাহি মহারথ ॥ ২৮
অধীত্য বিধিবদ্ বেদানগ্নয়ঃ সুহুতাস্ত্বয়া।
ইষ্টাশ্চ বহুভির্যজ্ঞৈর্ন তে মৃত্যুর্ভয়ঙ্করঃ ॥ ২৯
দুর্লভং মানুষৈর্মর্ত্যৈর্মহাভাগ্যমবাপ্য তু।
ভূয়সীর্যাভিতাঁল্লোকান্ দিব্যান্ প্রাপ্স্যসানুত্তমান্ ॥ ৩০
কুরবঃ পাণ্ডবাশ্চৈব বৃষ্ণয়োঽস্মে চ মানবাঃ।
অহঞ্চ সহ পুত্রেণ ধ্রুবা ইতি চিন্ত্যতাম্ ॥ ৩১
পর্যায়েণ বয়ং সর্বে কালেন বলিনা হতাঃ।
পরলোকং গমিষ্যামঃ স্বৈঃ স্বৈঃ কর্মভিরন্বিতাঃ ॥ ৩২
তপস্তপ্ত্বা তু যাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুবন্তি তপস্বিনঃ।
ক্ষত্রধর্মাশ্রিতা বীরাঃ ক্ষত্রিয়াঃ প্রাপ্নুবন্তি তান্ ॥ ৩৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে আপনার পুত্র দুর্যোধন আশ্বাসপ্রাপ্ত করিলে পর তিনি তাঁহার সহিত দ্রোণাচার্যের নিকটে গমন করিলেন ॥ ২১

মহারাজ! সেই সময় তিনি দ্রোণাচার্যের চরণ স্পর্শ করিয়া বিধি অনুসারে প্রণাম করিলেন এবং পার্শ্বে উপবেশন করত প্রণতভাবে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২২

দূর পর্যন্ত বাণ সন্ধান করিতে, লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে, হস্তের নৈপুণ্য দেখাইতে এবং অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে সমর্থ আমার ও অর্জুনের মধ্যে কিরূপ পার্থক্য আছে, তাহা পূজ্যপাদ গুরুদেব আপনি আমাকে বলুন ॥ ২৩

আচার্য! আমি অর্জুনের ও আমার বিদ্যা বিষয়ে বিশেষতা জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। আপনি আমাকে উহা যথাযথ ভাবে বলুন ॥ ২৪

দ্রোণ বলিলেন,—তাত! যদিও আমি তোমার ও অর্জুনের আচার্যত্ব সমানভাবেই করিয়াছি, তথাপি সম্পূর্ণ বিদ্যাস্নাতকত্বের প্রাপ্তি এবং অভ্যাস ও ক্লেশ সহকরা প্রভৃতিতে অর্জুন তোমার অপেক্ষা অধিক ॥ ২৫

বৎস! তাহা হইলেও যুদ্ধে কোনরূপে অর্জুনকে ভয় করা তোমার উচিত নহে; কারণ, আমি তোমাকে তাহার ভয় হইতে রক্ষা করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। আমার যাহাকে রক্ষা করিতে থাকে, তাহার উপর দেবগণেরও কোনরূপ প্রভাব থাকে না। আমি এরূপ ব্যূহ নির্মাণ করিব, যাহা অর্জুন ভেদ করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ২৬-২৭

সেইজন্য তুমি আর ভীত হইও না। উৎসাহের সহিত যুদ্ধ কর এবং স্বীয় ক্ষত্রিয়-ধর্ম পালন কর। মহারথী বীর! তুমি স্বীয় পিতৃ-পিতামহের পথই অনুসরণ করিয়া চল ॥ ২৮

তুমি বেদসমূহ অধ্যয়ন করিয়া উত্তমরূপে অগ্নিহোত্র করিয়াছ। বহুসংখ্যক যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিয়াছ। তুমি মৃত্যুকে ভয় করিও না ॥ ২৯

যাহা মনুষ্যভাগ্য মনুষ্যগণের পক্ষে দুর্লভ, রণক্ষেত্রে মৃত্যুরূপ সেই পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়া তুমি স্বীয় বাহুবলের দ্বারা জিত সর্বোত্তম দিব্যলোকে গমন করিবে ॥ ৩০

কৌরব, পাণ্ডব, বৃষ্ণিবংশীয় যোদ্ধা ও অন্য মানবগণ এবং পুত্র সহ আমি—এই সমস্ত অধ্রুব (অর্থাৎ নাশশীল) এরূপ চিন্তা কর ॥ ৩১

পর্যায়ক্রমে আমরা সকল ব্যক্তিই বলবান্ কালের হাতে নিহত হইয়া নিজ নিজ শুভাশুভ কর্মসমূহের সহিত পরলোকে গমন করিব ॥ ৩২

তপস্বীরা তপস্যা করিয়া যে লোকসকল লাভ করিয়া থাকেন, ক্ষত্রিয় ধর্ম আশ্রয়কারী বীর ক্ষত্রিয়গণ অবাধায়াসেই তাহা প্রাপ্ত হন ॥ ৩৩

এবমাশ্বাসিতো রাজা ভারদ্বাজেন সৈন্ধবঃ।
অপাক্রামদ্ ভয়াৎ পার্থাদ্ যুদ্ধায় চ মনো দধে ॥ ৩৪
ততঃ প্রহর্ষঃ সৈন্যানাং তবাপ্যাসীদ্ বিশাম্পতে।
বাদিত্রাণাং চ নির্ঘোষঃ সিংহনাদরবৈঃ সহ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি প্রতিজ্ঞাপর্বণি জয়দ্রথাশ্বাসে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

দ্রোণাচার্য্য এরূপ আশ্বাসদান করিলে পর রাজা জয়দ্রথ অর্জুনের ভয় ত্যাগ করিয়া দিলেন এবং যুদ্ধ করিবার জন্য মন স্থির করিলেন ॥ ৩৪

মহারাজ! তদনন্তর আপনার সৈন্যদের মধ্যেও হর্ষধ্বনি হইতে লাগিল এবং সিংহনাদের সহিত রণবাদ্যসমূহের ভয়ঙ্কর ধ্বনিও উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত সপ্তশতী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত প্রতিজ্ঞাপর্ব্বে জয়দ্রথকে আশ্বাসপ্রদানবিষয়ক চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেনাদূরসমীপে জয়দ্রথরক্ষাবিষয়ে কৌরবাণামুদ্যোগস্য বর্ণনম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

প্রতিজ্ঞাতে তু পার্থেন সিন্ধুরাজবধে তদা।
বাসুদেবো মহাবাহুর্ধনঞ্জয়মভাষত ॥ ১
ভ্রাতৃণাং মতনাশায় ত্বয়া বাচা প্রতিশ্রুতম্।
সৈন্ধবং চাপ্যি হন্তেতি তৎসাহসমিদং কৃতম্ ॥ ২
অসম্মন্ত্র্য ময়া সার্ধমতিভারোঽয়মুদ্যতঃ।
কথং তু সর্বলোকস্য নাবহাস্যা ভবেমহি ॥ ৩
ধার্তরাষ্ট্রস্য শিবিরে ময়া প্রণিহিতাশ্চরাঃ।
ত ইমে শীঘ্রমাগম্য প্রবৃত্তিং বেদয়ন্তি নঃ ॥ ৪

ত্বয়া বৈ সম্প্রতিজ্ঞাতে সিন্ধুরাজবধে প্রভো।
সিংহনাদঃ সবাদিত্রঃ সুমহানিহ তৈঃ শ্রুতঃ ॥ ৫
তেন শব্দেন বিত্রস্তা ধার্তরাষ্ট্রাঃ সসৈন্ধবাঃ।
নাকস্মাৎ সিংহনাদোঽয়মিতি মত্বা ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৬
সুমহান্ শব্দসম্পাতঃ কৌরবাণাং মহাভুজ।
আসীন্নাগাশ্ব-পত্তীনাং রথঘোষেণ ভৈরবঃ ॥ ৭
অভিমন্যোর্বধং শ্রুত্বা ধ্রুবমার্তো ধনঞ্জয়ঃ।
রাত্রৌ নির্যাস্যতি ক্রোধাদিতি মত্বা ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৮

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অর্জুনের নিকট জয়দ্রথের রক্ষা বিষয়ে কৌরবগণের উদ্যোগ বর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিবার জন্য অর্জুন প্রতিজ্ঞা করিলেন, সেই সময় মহাবাহু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন ॥ ১

ধনঞ্জয়! তুমি স্বীয় ভ্রাতৃবৃন্দের মত না জানিয়াই আজ এই বাক্যের দ্বারা প্রতিজ্ঞা করিলে যে, আমি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিব, ইহা তুমি অতিশয় দুঃসাহস পূর্ণকার্য্য করিয়াছ ॥ ২

আমার সহিত পরামর্শ না করিয়াই তুমি আজ এই গুরুতর ভার নিজের উপর তুলিয়া লইয়াছ। এইরূপ অবস্থায় আমরা সমস্ত লোকসমূহের নিকট কেন উপহাসাস্পদ হইব না? ৩

আমি দুর্য্যোধনের শিবিরে নিজের গুপ্তচর পাঠাইয়া ছিলাম। তাহারা সত্বর সেখান থেকে আসিয়া আমাকে কৌরবদের সকল বৃত্তান্ত বলিয়া গিয়াছে ॥ ৪

শক্তিশালী অর্জুন! যখন তুমি সিন্ধুরাজকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, সেই সময় সেখানে রণবাদ্যসহ অতিশয় তীব্র সিংহনাদও করা হইয়াছিল, যাহা কৌরবেরা শ্রবণ করিয়াছিল ॥ ৫

সেই শব্দে জয়দ্রথসহ সকল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা এরূপ বিচার করিল যে, এই সিংহনাদ অকারণ হইতেছে না, সুতরাং তাহারা সাবধান হইয়া যাইল ॥ ৬

মহাবাহো! পুনরায় কৌরবদের মধ্যেও অতিশয় তীব্র কোলাহল হইতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও রথ সৈন্যদের ভয়ঙ্কর শব্দ চারিদিক্ হইতে উঠিতে লাগিল ॥ ৭

তাহারা এই বুঝিয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়াছে যে, অভিমন্যুর বধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অর্জুনের অবশ্যই অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে; অতএব সে ক্রোধবশতঃ রাত্রিতেই যুদ্ধের জন্য বহির্গত হইবে ॥ ৮

তৈর্বদ্ধিরিয়ং সত্যা শ্রুতা সত্যব্রতস্তব।
প্রতিজ্ঞা সিন্ধুরাজস্য বধে রাজীবলোচন ॥ ৯
ততো বিমনসঃ সর্বে ত্রস্তাঃ ক্ষুদ্রমৃগা ইব
আসন্ দুর্যোধনামাত্যাঃ স চ রাজা জয়দ্রথঃ ॥ ১০
অথোত্থায় সহামাত্যৈর্দীনঃ শিবিরমাব্রজৎ।
আয়াৎ সৌবীর সিন্ধূনামীশ্বরো দুঃখশোকিতঃ ॥ ১১
স মন্ত্রকালে সম্প্রাপ্তে সর্বং নৈঃশ্রেয়সীং ক্রিয়াম্।
দুর্যোধনমিদং বাক্যমব্রবীদ্ রাজসংসদি ॥ ১২
মামসৌ পুত্রহন্তেতি যোঽভিযাতা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রতিজ্ঞাতো হি সেনায়া মধ্যে তেন বধো মম ॥
তাং ন দেবা ন গন্ধর্বা নাসুরোরগরাক্ষসাঃ
উৎসহন্তেঽন্যথা কর্তুং প্রতিজ্ঞাং সব্যসাচিনঃ ॥ ১৪
তে মাং রক্ষত সংগ্রামে সা বো মুর্ত্রি ধনঞ্জয়ঃ।
পদং কৃত্বাঽপাকৃষ্ণাল্লক্ষ্যাৎ তস্মাদত্র বিধীয়তাম্ ॥ ১৫

অথ রক্ষা ন মে সংখ্যে ক্রিয়তে কুরুনন্দন।
অনুজানীহি মাং রাজন্ যমিষ্যামি গৃহান্ প্রতি ॥ ১৬
এবমুক্ত্বাঽব্রবীদ্ বিদ্বান্ বিমনাঃ স সুযোধনঃ।
শ্রুত্বা তং সময়ং তস্য ধ্যানমেবাপদদ্যত ॥ ১৭
তমার্তমভিসংপ্রেক্ষ্য রাজা কিল স সৈন্ধবঃ।
মৃদু চাশ্বাসিতঃ চৈব সান্ত্বপূর্বমিদমব্রবীৎ ॥ ১৮
নেহ পশ্যামি ভবতাং তথাবীর্যাং ধনুর্ধরম্।
যোঽস্মন্নিমিত্তাদ্যমস্ত্রেণ প্রতিহন্যান্মহাহবে ॥ ১৯
বাসুদেবসহায়স্য গাণ্ডীবং ধুন্বতো ধনুঃ।
কোঽস্মন্নিমিত্তাদ্যতমিষ্টেৎ সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ ॥ ২০
মহেশ্বরোঽপি পার্থেন শ্রূয়তে যোধিতঃ পুরা।
পদাতিনা মহাবীর্যো গিরৌ হিমবতি প্রভুঃ ॥ ২১
দানবানাং সহস্রাণি হিরণ্যপুরবাসিনাম্।
জঘানৈকরথেনৈব দেবরাজপ্রচোদিতঃ ॥ ২২

কমলনেত্র! দুষ্টের ওপর প্রহার করিবার সময়েই সেই কৌরবেরা সদা সত্যব্রতী তোমার জয়দ্রথ বধবিষয়ক এই সত্য প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়াছে ॥ ৯

তারপর দুর্যোধনের মন্ত্রিবর্গ ও স্বয়ং রাজা জয়দ্রথ—ইঁহারা সকলেই (সিংহনাদে ভীত) ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় ভীত হইয়া পড়িলেন এবং বিমনা হইলেন ॥ ১০

তদনন্তর সিন্ধুসৌবীর দেশের অধিপতি জয়দ্রথ অত্যন্ত দুঃখিত ও দীনচিত্তে মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত উত্থিত হইয়া নিজ শিবিরে চলিয়া আসিলেন ॥ ১১

সে মন্ত্রণার সময় নিজের পক্ষে হিতকর সমস্ত কার্য সম্বন্ধে মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত মন্ত্রণা করত রাজসভায় গমন করিয়া দুর্যোধনকে এই কথা বলিলেন ॥ ১২

রাজন্! আমাকে পাঁচ পুত্রের ঘাতক মনে করিয়া অর্জুন কাল আমার উপর আক্রমণ করিবে; কারণ, সে নিজ সৈন্য মধ্যে আমাকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে ॥ ১৩

সব্যসাচী অর্জুনের এই প্রতিজ্ঞা দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর, নাগ ও রাক্ষসগণও অন্যথা করিতে সমর্থ হইবেন না ॥ ১৪

অতএব আপনারা সকলে রণাঙ্গনে আমাকে রক্ষা করুন। কখনও যেন এরূপ না হয় যে, অর্জুন আপনাদের সকলের মস্তক উপরে চরণ রাখিয়া স্বীয় লক্ষ্য পর্যন্ত যাইতে সমর্থ হয়; সেইজন্য আপনি আবশ্যকীয় সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করুন ॥ ১৫

কুরুনন্দন! যদি আপনি যুদ্ধে আমাকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে না পারেন, তবে আমাকে আজ্ঞাপ্রদান করুন, আমি স্বগৃহে গমন করি ॥ ১৬

জয়দ্রথ এই কথা বলিলে পর দুর্যোধন বিমনা হইয়া মস্তক নিম্নে করিলেন এবং তোমার সেই প্রতিজ্ঞার কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন ॥ ১৭

দুর্যোধনকে উদ্বিগ্নচিত্ত দেখিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ বাদ করিতে করিতে কোমল বাক্যে নিজের হিতের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৮

রাজন্! আপনার সৈন্যদের মধ্যে এরূপ একজন যোদ্ধাকেও দেখিতে পাইতেছি না, যে এই মহাযুদ্ধে অর্জুনের অস্ত্রসকলকে নিজের অস্ত্রসমূহের দ্বারা নিবারণ করিতে পারে ॥ ১৯

গাণ্ডীব-ধনুষ্কাদনকারী অর্জুন যদি শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবস্থান করে, তবে কোন যোদ্ধা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে এমন কি সাক্ষাৎ ইন্দ্রও সেই সময় তাহার সম্মুখীন হইতে পারেন না ॥ ২০

আমি শুনিয়াছি যে, পূর্বে অর্জুন হিমালয় পর্বতে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে মহাপরাক্রমশালী ভগবান্ শঙ্করের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল ॥ ২১

দেবরাজ ইন্দ্রের অনুমতি পাইয়া একাকী অর্জুন কেবল রথের সহায়তায় হিরণ্যপুরবাসী সহস্র সহস্র দানবকে সংহার করিয়াছিল ॥ ২২

সমাযুক্তো হি কৌন্তেয়ো বাসুদেবেন ধীমতা।
সামরানপি লোকাংস্ত্রীন্ যুদ্ধ্যাদিতি মতির্মম ॥ ২৩
সোঽহমিচ্ছাম্যনুজ্ঞাতং রক্ষিতুং বা মহাহবে।
দ্রোণেন সহপুত্রেণ বীরেণ যদি মন্যসে ॥ ২৪
স রাজ্ঞা বরমাচার্য্যো ভূষমত্রাধিতোঽর্জুন।
সংবিধানঞ্চ বিহিতং রথাশ্চ কিল সজ্জিতাঃ ॥ ২৫
কর্ণো দুরিশ্রবা শৌণির্বৃষসেনশ্চ দুর্জয়ঃ।
কৃপশ্চ মত্তরাজশ্চ ষড়েতেঽস্য পুরোগমাঃ ॥ ২৬
শকটঃ পদ্মকশ্চার্দ্ধো ব্যূহো দ্রোণেন নির্মিতঃ
পদ্মকর্ণিকমধ্যস্থঃ সূচীপার্শ্বে জয়দ্রথঃ ॥ ২৭
স্থাস্যতে রক্ষিতো বীরৈঃ সিন্ধুরাট্ স সুদুর্মদঃ।
বজ্রহস্তে চ গীর্ব্বো চ প্রাণে চৈব তথৌরসে ॥ ২৮
অবিষহ্যতমা হ্যেতে নিশ্চিতাঃ পার্থ ষড়্ রথাঃ।
এতানজিত্বা ষড়্ রথান্ নৈব প্রাপ্যো জয়দ্রথঃ ॥ ২৯
তেষামেকৈকশো বীর্য্যং বলং ক্ষমমুচিন্তয়।
সহিতা হি নরব্যাঘ্র ন শক্যা জেতুমঞ্জসা ॥ ৩০
দুরন্তা মন্ত্রয়িষ্যামি নীতিমাস্থায় বৈ।
মন্ত্রজ্ঞৈঃ সচিবৈঃ সার্দ্ধং সুহৃদ্ভিঃ কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি প্রতিজ্ঞাপর্ব্বণি কৃষ্ণবাক্যে
পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫

আমার ত' এই বিশ্বাস আছে যে, পরম বুদ্ধিমান্ বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবস্থান করত কুন্তীপুত্র অর্জুন দেবতাদের ত্রিলোকেই জয় করিতে পারে। ২৩

সেইজন্য আমি এখান হইতে চলিয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। অথবা যদি আপনি যথাভাবে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তবে পুত্র সহ বীর মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের দ্বারা আমি আমার রক্ষার আশ্বাসলাভ করিতে চাই ॥ ২৪

অর্জুন! তখন রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ংই আচার্য্য দ্রোণের নিকট জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার জন্য বারম্বারসহকারে প্রার্থনা করিলেন। অতএব তাহার রক্ষার জন্য পূর্ণ উদ্যম গ্রহণ করা হইয়াছে এবং রথও সজ্জিত করা হইয়াছে ॥ ২৫

আগামী কালের যুদ্ধে কর্ণ, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, দুর্জয় বীর বৃষসেন, কৃপাচার্য্য এবং মদ্ররাজ শল্য—এই ছয় জন যোদ্ধা মহারথী তাহার অগ্রে থাকিবে ॥ ২৬

দ্রোণাচার্য্য এইরূপ একটি ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহার অগ্রভাগ শকটের তুল্য এবং পশ্চাদ্ভাগ পদ্মের তুল্য। পদ্মব্যূহের মধ্যে কর্ণিকার অভ্যন্তরে সূচীব্যূহের পার্শ্বভাগে দুর্দ্ধর্ষ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ অবস্থান করিবে এবং অন্যান্য বীরগণ তাহাকে রক্ষা করিবে।

পার্থ! সেই পূর্ব্বোক্ত ছয় মহারথী ধনু, বাণ, পরাক্রম, প্রাণশক্তি ও মনোবলে অত্যন্ত অসহ বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে। এই ছয় মহারথীকে জয় করিতে না পারিলে জয়দ্রথকে পাওয়া কঠিন হইবে ॥ ২৭-২৯

পুরুষশ্রেষ্ঠ! প্রথমে তুমি এই ছয় মহারথীর প্রত্যেকের বল-পরাক্রমের কথা চিন্তা কর। তারপর যখন এই ছয় মহারথী একত্রে সম্মিলিত হইবে, তখন অনায়াসে ইহাদের জয় করা যাইবে না ॥ ৩০

এখন আমি পুনরায় নিজের হিতের কথা চিন্তা করিতে করিতে স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্রী ও হিতৈষী সুহৃদ্গণের সহিত পরামর্শ করিব ॥ ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রীসংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত প্রতিজ্ঞাপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যবিষয়ক পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্য বীরোচিতবাক্যকথনম্]

অর্জুন উবাচ।

ষড়্‌রথান্ ধার্তরাষ্ট্রস্য মন্যসে যান্ বলাধিকান্।
তেষাং বীর্য্যং মমার্থেন ন তুল্যমিতি মে মতিঃ॥ ১

অস্ত্রমস্ত্রেণ সর্বেষামেতেষাং মধুসূদন।
ময়া ভক্ষ্যসি নির্ভিন্নং জয়দ্রথবধৈষিণা॥ ২

দ্রোণস্য নিধনঞ্চাহং সমরস্য বিলপ্যতঃ।
দূষনং সিন্ধুরাজস্য পাতয়িষ্যামি ভূতলে॥ ৩

যদি সাধ্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ বসবশ্চ সহাশ্বিনঃ।
মরুতশ্চ সহেন্দ্রেণ বিশ্বেদেবাঃ সহেশ্বরাঃ॥ ৪

পিতরঃ সহগন্ধর্বাঃ সুপর্ণাঃ সাগরাশ্রয়ঃ।
দৌর্বিয়ং পৃথিবী চেয়ং দিশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ॥ ৫

গ্রাম্যারণ্যানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
ত্রাতারঃ সিন্ধুরাজস্য ভবন্তি মধুসূদন॥ ৬

তথাপি বাণৈর্নিহতং দ্রক্ষ্যসি ত্বং ময়া রণে।
সত্যেন চ শপে কৃষ্ণ তচ্চৈবায়ুধমালভে॥ ৭

যস্য গোপ্তা মহেষ্বাসস্তস্য পাপস্য দুর্মতেঃ।
তমেব প্রথমং দ্রোণমভিযাস্যামি কেশব॥ ৮

তস্মিন্ দ্যূতমিদং বদ্ধং মন্যতে স সুযোধনঃ।
তস্মাৎ তস্যৈব সেনাগ্রং ভিত্ত্বা যাস্যামি সৈন্ধবম্॥ ৯

দ্রক্ষ্যসি ত্বং মহেষ্বাসান্ নারাচৈশ্ছিন্নমস্তকৈর্ভুবি।
শৃঙ্গাণীব গিরের্বজ্রৈর্দার্য্যমাণান্ ময়া যুধি॥ ১০

নর-নাগাশ্ববদেহেভ্যো বিস্রবিষ্যতি শোণিতম্।
পতদ্ভিঃ পতিতৈশ্চাপি বিভিন্নেভ্যঃ শিতৈঃ শরৈঃ॥ ১১

গাণ্ডীবপ্রেষিতা বাণা মনোঽনিলসমা জবে।
ঘ্নন্তো নাগাশ্বান্ বিদেহাসূন্ কর্তারশ্চ সহস্রশঃ॥ ১২

যস্মাৎ কুবেরাদ্ বরুণাদিন্দ্রাদ্ রুদ্রাচ্চ যত্নতঃ।
উপাত্তমস্ত্রং ঘোরং তদ্ দ্রষ্টারোঽদ্য নরা যুধি॥ ১৩

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

[অর্জুনের বীরোচিত বাক্য কথন]

অর্জুন বলিলেন,—মধুসূদন! দুর্য্যোধনের যে ছয় মহারথীকে আপনি অধিক বলবান্ মনে করিতেছেন, তাহাদের পরাক্রম আমার অর্দ্ধেকের তুল্যও নহে, ইহাই আমার বিশ্বাস। জয়দ্রথকে বধ করিবার ইচ্ছায় আমার যুদ্ধ করিবার সময় আপনি দেখিতে পাইবেন যে, আমি ইহাদের সকলের অস্ত্রকে আমার অস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিতেছি। ১-২

আমি দ্রোণাচার্য্যের দৃষ্টিপথের মধ্যেই নিজ সৈন্যের সহিত বিলাপকারী সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের মস্তক ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিব। ৩

মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ! যদি সাধ্য, রুদ্র ও বসুগণ অশ্বিনী-কুমারদ্বয় এবং ইন্দ্র সহ মরুদ্গণ, বিশ্বেদেব, দেবেশ্বর ও পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব, গরুড়, সমুদ্র, পর্ব্বত, স্বর্গ, আকাশ, এই পৃথিবী, দিক্‌সকল, দিক্‌পালগণ, গো, বনবাসী প্রাণী এবং সমস্ত চরাচর জীবগণও যদি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যত হন, তথাপি আমি সত্যের শপথ লইয়া ও স্বীয় ধনু স্পর্শ করিয়া বলিতেছি যে, আগামী কাল যুদ্ধে আমার বাণের দ্বারা জয়দ্রথকে আপনি নিহত হইতে দেখিবেন। ৪-৭

কেশব! সেই দুর্মতি পাপী জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার জন্য যিনি পশ্চাৎ গমন করেন, সেই মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্যকেই আমি প্রথমে আক্রমণ করিব। ৮

দুর্য্যোধন আচার্য্যের উপরই এই দ্যূতরূপ দ্যূতকে (পাশাখেলাকে) আবদ্ধ (অবলম্বিত) বলিয়া মনে করিতেছে, অতএব আমি তাঁহারই সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগ ভেদ করিয়া জয়দ্রথের নিকট উপস্থিত হইব। ৯

যেরূপ ইন্দ্র স্বীয় বজ্রের দ্বারা পর্ব্বতের শিখরসমূহকে বিদীর্ণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ কাল যুদ্ধে আমি উগ্রমূর্ত্তিতে তেজস্বী হইয়াছে এরূপ নারাচসকলের দ্বারা মহাধনুর্দ্ধরগণকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব—তাহা আপনি দেখিতে পাইবেন। ১০

আমার তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া পতিত ও পতনোদ্যত মনুষ্য, হস্তী এবং অশ্বগণের দেহ হইতে শোণিত ধারা প্রবাহিত হইবে। ১১

গাণ্ডীবধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসকল মন ও বায়ুতুল্য বেগগামী। তাহারা স্বীয় শত্রুদের সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যদিগকে দেহ এবং প্রাণশূন্য করিয়া দিবে। ১২

যম, কুবের, বরুণ, ইন্দ্র ও রুদ্রদেব হইতে আমি যে সকল

ব্রাহ্মেণাস্ত্রেণ চাস্ত্রাণি হন্তমানানি সংযুগে।
ময়া দ্রষ্টাসি সর্বেষাং সৈন্ধবস্যাভিরক্ষিণাম্ ॥ ১৪

শরবেগসমুৎক্ষুণ্ণৈ রাজ্ঞাং কেশব মূর্দ্ধভিঃ।
আস্তীর্য্যমাণাং পৃথিবীং দ্রষ্টাসি ত্বং ময়া যুধি ॥ ১৫

ক্রব্যাদাংস্তর্পয়িষ্যামি দ্রাবয়িষ্যামি শাত্রবান্।
সুহৃদো নন্দয়িষ্যামি প্রমথিষ্যামি সৈন্ধবম্ ॥ ১৬

বহ্বাশস্কং কুলস্যাদ্য পাপদেশ্যমুদ্ভবঃ।
ময়া সৈন্ধবকো রাজা হতঃ স্বান শোচয়িষ্যতি ॥ ১৭

সর্বক্ষীরান্নভোক্তারং পাপাচারং রণাজিরে।
ময়া সরাজকং বাণৈর্দ্রক্ষ্যসি সৈন্ধবম্ ॥ ১৮

তথা প্রভাতে কর্ত্তাস্মি যথা কৃষ্ণ সুযোধনঃ।
নান্যং ধনুর্ধরং লোকে মংস্যতে মৎসমং যুধি ॥ ১৯

গাণ্ডীবঞ্চ ধনুর্দিব্যং যোদ্ধা চাহং নরর্ষভ।
ত্বঞ্চ যন্তা হৃষীকেশ কিন্নু স্যাদজিতং ময়া ॥ ২০

ত্বত্প্রসাদাদ্ ভগবন্ কিমিবাস্তি রণে মম।
অবিষহ্যং হৃষীকেশ কিং জ্ঞানন্ মাং বিগর্হসে ॥ ২১

যথা লক্ষ্ম স্থিরং চন্দ্রে সমুদ্রে চ যথা জলম্।
এবমেতাং প্রতিজ্ঞাং মে সত্যাং বিদ্ধি জনার্দন ॥ ২২

মাবমংস্থা মমাস্ত্রাণি মাবমংস্থা ধনুর্দৃঢ়ম্।
মাবমংস্থা বলং বাহ্বোর্মাবমংস্থা মনস্তথম্ ॥ ২৩

তথাভিযামি সংগ্রামং ন যথেয়ং হরামি চ।
তেন সত্যেন সংগ্রামে হতং বিদ্ধি জয়দ্রথম্ ॥ ২৪

ধ্রুবং বৈ ব্রাহ্মণে সত্যাং ধ্রুবা সাধুষু সন্নতিঃ।
ধ্রুবা চ যজ্ঞেষু ধ্রুবো নারায়ণে ভবঃ ॥ ২৫

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশঃ স্বয়মাত্মানমাত্মনা।
সন্নিদেশার্জুনো নর্দন্ বাসবিঃ কেশবং প্রভুম্ ॥ ২৬

ভয়ঙ্কর অস্ত্র লাভ করিয়াছি, সেই সব অস্ত্রকে কাল যুদ্ধে সকলেই নিরীক্ষণ করিবে। ১৩

জয়দ্রথের রক্ষকগণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত সমস্ত অস্ত্রকেই আমি যুদ্ধে ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিব, ইহা আপনি দেখিতে পাইবেন। ১৪

কেশব! কাল যুদ্ধে আপনি দেখিবেন যে, আমার বাণসমূহের বেগে ছিন্ন হইয়া নরপতিগণের মস্তকসকলের দ্বারা এই পৃথিবী আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। ১৫

কাল আমি সমস্ত মাংসভোজী প্রাণীকে তৃপ্ত করিব, শত্রুসৈন্যদিগকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিব, সুহৃদ্‌বর্গকে আনন্দ দান করিব এবং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধিত করিয়া ফেলিব। ১৬

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ পাপপূর্ণ প্রদেশে উৎপন্ন হইয়াছে, সে বহু অপরাধ করিয়াছে এবং সে এক দুষ্ট দম্যুর, সুতরাং কাল সে আমার দ্বারা নিহত হইয়া স্বজনদিগকে শোকগ্রস্ত করিবে। ১৭

সর্ব্বপ্রকারে দুগ্ধান্নভোজী, পাপাচারী জয়দ্রথকে রণক্ষেত্রে আপনি রাজগণের সহিত আমার বাণের দ্বারা বিদীর্ণ হইতে দেখিবেন। ১৮

হে কৃষ্ণ! আমি কাল প্রভাতে এরূপ যুদ্ধ করিব, যাহাতে দুর্য্যোধন রণাঙ্গনের মধ্যে অন্য কোন ধনুর্দ্ধারী যোদ্ধাকে আমার সমান বলিয়া মনে করিতে না পারে। ১৯

নরোত্তম হৃষীকেশ! যেখানে দিব্য গাণ্ডীবধনু বর্ত্তমান, আমি যোদ্ধা ও আপনি সারথি, সেখানে আমি কাহাকে না জয় করিতে পারি? ২০

ভগবান্! আপনার কৃপায় এই যুদ্ধস্থলে এরূপ কোন্ শক্তি আছে যে, যাহা আমার পক্ষে অসহ্য হইতে পারে? হৃষীকেশ! আপনি ইহা জানিয়াও কেন আমার নিন্দা করিতেছেন? ২১

জনার্দ্দন! যেরূপ চন্দ্রে কৃষ্ণবর্ণের চিহ্ন স্থির, যেরূপ সমুদ্রে জলের সত্তা সুনিশ্চিত, সেইরূপ আপনিও আমার এই প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলিয়াই মনে করিবেন। ২২

প্রভো! আপনি আমার অস্ত্রসকলকে অনাদর করিবেন না, আমার এই সুদৃঢ় ধনুঃকেও অবহেলা করিবেন না, আপনি আমার এই বাহুবলকেও অবজ্ঞা করিবেন না এবং আপনি আপনার এই সখা মনস্তাপের অপমান করিবেন না। ২৩

আমি এরূপভাবে সংগ্রাম করিয়া যাইতে থাকিব যে, যাহাতে কেহ আমাকে জয় করিতে না পারে। এই সত্যের প্রভাবেই আপনি রণাঙ্গনে জয়দ্রথকে নিহত হইয়াছে বলিয়াই মনে করুন। ২৪

যেরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণে সত্যা, সাধুপুরুষগণে নম্রতা এবং যজ্ঞে দক্ষীর অবস্থান ধ্রুব, সেইরূপ যেখানে সাক্ষাৎ নারায়ণ আপনি বিদ্যমান, সেখানে জয় অবশ্যম্ভাবী। ২৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ইন্দ্রনন্দন অর্জুন গর্জন করিতে করিতে এই কথা বলিবার পর সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা ও সব

যথা প্রভাতাং রজনীং কল্পিতঃ স্যাদ্ রথো মম।
তথা কার্য্যং ত্বয়া কৃষ্ণ কার্য্যং হি মহদুদ্যতম্ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি প্রতিজ্ঞাপর্ব্বণি অর্জুনবাক্যে ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬

কিছুই করিতে সমর্থ বীর আত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ংই মনে মনে বিচারপূর্ব্বক এইরূপ আদেশ করিলেন ॥ ২৩

হে কৃষ্ণ! আপনি এরূপ উদ্যোগ করিয়া রাখুন যে, কাল প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার রথ প্রস্তুত থাকিবে; কারণ, আমার উপর গুরুতর কার্য্যভার আসিয়া পড়িয়াছে ॥ ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত প্রতিজ্ঞাপর্ব্বে অর্জুনের বাক্যবিষয়ক ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[নানাবিধাশুভসূচকোৎপাতানাং বর্ণনম্, কৌরবসৈন্যানাং ভীতিঃ, স্ব-ভগিন্যৈ সুভদ্রায়ৈ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাশ্বাসনঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

তাং নিশাং দুঃখশোকার্ত্তৌ নিঃশ্বসন্তাবিবেশতুঃ
নিদ্রাং নৈবোপলেভাতে বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ১

নর-নারায়ণৌ ক্রুদ্ধৌ জ্ঞাত্বা দেবাঃ সবাসবাঃ।
ব্যথিতাশ্চিন্তয়ামাসুঃ কিংস্বিদেতদ্ ভবিষ্যতি ॥ ২

ববুশ্চ দারুণা বাতা রুক্ষা ঘোরাভিসংস্পৃশঃ।
সকবন্ধস্তথাদিত্যো পরিধিঃ সমদৃশ্যত ॥ ৩

শুষ্কনির্ঘাতশ্চ নিষ্পেতুঃ সনির্ঘাতাঃ সবিদ্যুতঃ
চচাল চাপি পৃথিবী সশৈল-বন-কাননা ॥ ৪

চুক্ষুভুশ্চ মহারাজ সাগরা মকরালয়াঃ।
প্রতিস্রোতঃ প্রবৃত্তাশ্চ তথা গঙ্গা সমুদ্রগাঃ ॥ ৫

রথাশ্ব-নর-নাগানাং প্রবৃত্তমরোত্তরম্।
ক্রব্যাদানাং প্রমোদার্থং যমরাষ্ট্রবিবৃদ্ধয়ে ॥ ৬

বাহনানি শকৃন্মূত্রে মুমুচুশ্চ রুরুদুশ্চ হ।
তান্ দৃষ্ট্বা দারুণান্ সর্বানুৎপাতাল্লোমহর্ষণান্ ॥ ৭

সর্বে তে ব্যথিতাঃ সৈন্যাস্তদানীং ভরতর্ষভ।
শ্রুত্বা মহাবলস্যোগ্রাং প্রতিজ্ঞাং সব্যসাচিনঃ
অথ কৃষ্ণ মহাবাহুরব্রবীৎ পাকশাসনিঃ।
আশ্বাসয় সুভদ্রাং ত্বং ভগিনীং সুস্বরা সহ ॥ ৯

সপ্ত-সপ্ততিতম অধ্যায়।

[নানাবিধ অশুভসূচক উৎপাতবর্ণন, কৌরবসেনাদের ভয় এবং স্বীয় ভগিনী সুভদ্রাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসপ্রদান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দুঃখ ও শোকপীড়িত শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন প্রায়শই দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রিতে তাঁহাদের উভয়ের নিদ্রা হইল না ॥ ১

নর (অর্জুন) ও নারায়ণকে (শ্রীকৃষ্ণকে) দুশ্চিন্তা করিয়া ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাই ব্যথিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এখন কি হইবে? ॥ ২

রুক্ষ, ভয়সূচক ও দারুণ বায়ু চারিদিকে বহিতে লাগিল। তারপর সূর্য্য উদিত হইলে দেখা যাইল—তাঁহার পরিমণ্ডল চারিদিকে কবন্ধে পরিপূর্ণ ॥ ৩

বিনা বর্ষাতেই বজ্রপাত হইতেছে। আকাশে বিদ্যুতের চকিত ভয়ঙ্কর মেঘ গর্জন হইতেছে। পর্ব্বত, বন ও কাননসহ এই পৃথিবী কাঁপিতেছে ॥ ৪

মহারাজ! তখন গ্রাহগণের (হিংস্র জলজন্তুগণের) নিবাস স্থান সমূহ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সমুদ্রগামিনী নদীরা বিপরীত ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকিয়া নিজেদের উৎপত্তিস্থানে যাইতে আরম্ভ করিল ॥ ৫

মাংসভোজী প্রাণিগণের আনন্দ ও যমরাজের রাজ্য বৃদ্ধির জন্য রথ, অশ্ব, মনুষ্য ও হাতীদিগের মিশ্রিত এবং উপরিস্থিত উভয় ওই কাঁপিতে লাগিল ॥ ৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন, অশ্বাদি বাহনসকল মল-মূত্র ত্যাগ করিতে ও রোদন করিতে লাগিল। এই সব ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকারী উৎপাতসমূহকে দেখিয়া এবং মহাবল সব্যসাচী অর্জুনের সেই ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞাকে শ্রবণ করত আপনার সকল সৈন্যই ব্যথিত হইয়া উঠিল ॥ ৭-৮

এদিকে ইন্দ্রনন্দন মহাবাহু অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, আপনি পুত্রবধূ উত্তরার সহিত আপনার ভগিনী সুভদ্রাকে ধৈর্য্য ধারণ করিবার জন্য আশ্বাসপ্রদান করুন ॥ ৯

স্নুষাং চাস্যা বয়স্যাংশ্চ বিশোকাঃ কুরু মাধব।
সান্ত্বয় সত্যৈ র্যুক্তৈন বচসাশ্বাসয় প্রভো ॥ ১০

ততোঽর্জুনগৃহং গত্বা বাসুদেবঃ সুদুর্মনাঃ।
ভগিনীং পুত্রশোকার্তামাশ্বাসয়ত দুঃখিতাম্ ॥ ১১

বাসুদেব উবাচ।

মা শোকং কুরু বার্ষ্ণেয়ি কুমারং প্রতি সত্বরা।
সর্বেষাং প্রাণিনাং ভীরু নিষ্ঠৈষা কালনির্মিতা ॥ ১২

কুলে জাতস্য বীরস্য ক্ষত্রিয়স্য বিশেষতঃ।
সদৃশং মরণং হ্যেতৎ তব পুত্রস্য মা শুচঃ ॥ ১৩

দিষ্ট্যা মহারথো ধীরঃ পিতৃতুল্যপরাক্রমঃ।
ক্ষাত্রেণ বিধিনা প্রাপ্তো বীরাভিলষিতাং গতিম্ ॥ ১৪

জিত্বা সুবহুশঃ শত্রূন্ প্রেষয়িত্বা চ মৃত্যবে।
গতঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ সর্বকামদুহোঽক্ষয়ান্ ॥ ১৫

তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রুতেন প্রজয়াপি চ।
সন্তো যাং গতিমিচ্ছন্তি তাং প্রাপ্তস্তব পুত্রকঃ ॥ ১৬

বীরসূর্বীরপত্নী ত্বং বীরভ্রা বীরবান্ধবা।
মা শুচস্তনয়ং ভদ্রে গতঃ স পরমাং গতিম্ ॥ ১৭

প্রাপ্যতে চাপ্যসৌ পাপঃ সৈন্ধবো বালঘাতকঃ।
অস্তাবলেপস্য ফলং সমুদ্ধর্ষণবান্ধবঃ ॥ ১৮

বৃষ্টদ্যুম্নাং তু বরারোহে রক্ষন্যাং পাপকর্মকৃৎ।
ন হি মোক্ষ্যতি পার্থাং স প্রবিষ্টোঽপ্যমরাবতীম্ ॥ ১৯

শ্বঃ শিরঃ শ্রোষ্যসে তস্য সৈন্ধবস্য রণে হৃতম্।
সমন্তপঞ্চকাদ্ বাহ্যে বিশোকা ভব মা কৃশঃ ॥ ২০

ক্ষত্রধর্মং পুরস্কৃত্য গতঃ শূরঃ সতাং গতিম্।
যাং গতিং প্রাপ্নুয়াদ্যেহ যে চাস্মে শস্ত্রজীবিনঃ ॥ ২১

বৃদ্ধোরস্কো মহাবাহুরনিবর্তী রথপ্রুৎ।
গতস্তব বরারোহে পুত্রঃ স্বর্গং ধ্রুবং হ্যসৌ ॥ ২২

উত্তরা ও তাহার সখীদের শোক অপনোদন করুন। প্রভো! শান্তিপূর্ণ, সত্য ও যুক্তিযুক্ত বাক্যসমূহের দ্বারা ইহাদের সকলকে আশ্বস্ত করুন ॥ ৯-১০

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত উদ্বেগমনে অর্জুনের শিবিরে গমন করিয়া পুত্রশোকে পীড়িতা ভগিনী দুঃখিতা সুভদ্রাকে আশ্বাসদান করিতে লাগিলেন ॥ ১১

বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—বৃষ্ণিকুলমাতা! তুমি ও পুত্রবধূ উত্তরা তুমার অভিমন্যুর জন্য শোক করিও না। ভীরু! কালে একদিন না একদিন সকল প্রাণীরই এরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে ॥ ১২

তোমার পুত্র উত্তম কুলে উৎপন্ন, বীর, বীর ও বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় ছিল। এই মৃত্যু তাহার যোগ্যই হইয়াছে, সুতরাং ইহার জন্য শোক করিও না ॥ ১৩

ইহা সৌভাগ্যের যে, পিতার তুল্য পরাক্রমশালী, বীর ও মহারথী অভিমন্যু ক্ষত্রিয়োচিত কর্তব্য পালন করিতে করিতে সেই উত্তম গতি লাভ করিয়াছে, যাহা বীর পুরুষ কামনা করিয়া থাকেন ॥ ১৪

সে বহুসংখ্যক শত্রুদিগকে ভয় করিয়া ও বহু ব্যক্তিকে মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিয়া পুণ্যাত্মাদিগের সত্য সেই অক্ষয়লোকে গমন করিয়াছে, যেখানে সর্বপ্রকার কামনাই পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১৫

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শাস্ত্রজ্ঞান এবং সুবুদ্ধির দ্বারা সাধুপুরুষগণ যে গতি লাভ করিবার বাসনা করিয়া থাকেন, সেই গতিই তোমার পুত্রও লাভ করিয়াছে ॥ ১৬

সুভদ্রে! তুমি বীরজননী, বীরপত্নী, বীরকন্যা ও বীর-ভ্রাতার ভগিনী। তুমি পুত্রের জন্য শোক করিও না। তোমার পুত্র উত্তমগতি প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১৭

বরারোহে! বালকহত্যাকারী, পাপী, পাপকর্মা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ রাত্রি অতিক্রান্ত হইয়া প্রাতঃকাল হইলেই কাল স্বীয় সুহৃদ্ ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত এই অপরাধের ফল প্রাপ্ত হইবে। সে যদি অমরাবতী পুরীতে যাইয়াও আত্মগোপন করে, তথাপি জয়দ্রথ অর্জুনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না ॥ ১৮-১৯

তুমি আগামী কালই শুনিবে যে, রণাঙ্গনে জয়দ্রথের শিরশ্ছেদ করা হইয়াছে এবং তাহা সমন্তপঞ্চক-ক্ষেত্রের বাহিরে যাইয়া পতিত হইয়াছে। অতএব শোক পরিত্যাগ কর এবং রোদন করিও না ॥ ২০

বীরবর অভিমন্যু ক্ষত্রিয়ধর্মকে সম্মুখে রাখিয়া সৎপুরুষগণের গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহা আমরা এবং এই সংসারের অপর শস্ত্রজীবী ক্ষত্রিয়গণও লাভ করিতে ইচ্ছুক ॥ ২১

সুন্দরি! বিশালবক্ষা, মহাবাহু ও যুদ্ধ হইতে অনিবর্তী এবং শত্রুপক্ষের রথিগণকে পরাজয়কারী তোমার পুত্র স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে। তুমি চিন্তা পরিত্যাগ কর ॥ ২২

অনুযাতশ্চ পিতরং মাতৃপক্ষঞ্চ বীর্য্যবান্।
সহস্রশো রিপূন্ হত্বা হতঃ শূরো মহারথঃ ॥ ২৩
আশ্বাসয় সুতাং রাজ্ঞি মা শুচঃ ক্ষত্রিয়ে ভুবম্।
স্বঃ শ্রিয়ং সুমহচ্ছ্রুত্বা বিশোকা ভব নন্দিনি ॥ ২৪
যৎ পার্থেন প্রতিজ্ঞাতং তৎ তথা ন তদন্যথা।
চিকীর্ষিতং হি তে তস্য ন ভবেজ্জাতু বিফলম্ ॥ ২৫

যদি চ মনুজ-পন্নগাঃ পিশাচা
রজনিচরাঃ পতগাঃ সুরাসুরাশ্চ।
রণগতমভিযান্তি সিন্ধুরাজং
ন স ভবিতা সহ তৈরপি প্রভাতে ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি প্রতিজ্ঞাপর্ব্বণি সুভদ্রাশ্বাসনে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭

বলবান্, বীর্যবর ও মহারথী অভিমন্যু পিতৃকুল ও মাতৃকুলের মর্য্যাদার অনুসরণ করিতে করিতে সহস্র সহস্র শত্রুকে নিহত করিয়া তবে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। ২৩

আনন্দদায়িনী রাত্রি প্রভাতে। অধিক চিন্তা ত্যাগ কর এবং বধূ উত্তরাকে আশ্বাসদান কর। তাহাকে অত্যন্ত প্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া শোকমুক্ত হইয়া থাকিবে। ২৪

অর্জুন যে বিষয়ে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহা সেইরূপেই পূর্ণ হইবে। উহার কেহই অন্যথা করিতে পারিবে না। তোমার পতি যাহা কিছু করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা কখনও নিষ্ফল হয় না। ২৫

যদি মনুষ্য, নাগ, পিশাচ, নিশাচর, পক্ষী, দেবতা ও অসুরগণও রণাঙ্গনে উপস্থিত সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সহায়তার জন্য আসিয়া থাকেন, তথাপি কাল প্রভাতে এই সব সহায়কগণের সাহায্যেও জয়দ্রথ জীবন রক্ষা করিতে পারিবে না। ২৬

শ্রীবরপ্রভাবে বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত প্রতিজ্ঞাপর্ব্বে সুভদ্রাকে আশ্বাসদানবিষয়ক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[সুভদ্রায়া বিলাপঃ, সর্ব্বেভ্যঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাশ্বাসদানঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য কেশবস্য মহাত্মনঃ।
সুভদ্রা পুত্রশোকার্ত্তা বিললাপ সুদুঃখিতা ॥ ১
হা পুত্র মম মন্দায়াঃ কথমেত্যাসি সংযুগে।
নিধনং প্রাপ্তবাংস্তাত পিতৃতুল্যপরাক্রমঃ। ২
কথমিন্দীবরশ্যামঃ সুদংষ্ট্রঃ চারুলোচনঃ।
মুখং তে দৃশ্যতে বৎস ধূলিধূসরিতং রণরেণুনা ॥ ৩
নূনং শূরৈঃ নিপতিতং ত্বাং পশ্যন্ত্যনিবর্ত্তিনম্।
সুশিরোগ্রীববাহ্বংসং ব্যূঢ়োরস্কং নতোদরম্ ॥ ৪
চারুপচিতসর্ব্বাঙ্গং স্বক্ষং শস্ত্রক্ষতাচিতম্।
কৃত্তানি ত্বাং নিরীক্ষন্তে নূনং চন্দ্রমিবোদিতম্ ॥ ৫
শয়নীয়ং পুরা যস্য স্পর্শ্যাস্তরণসংবৃতম্।
ভূমাবদ্য কথং শেষে বিপ্রবিদ্ধঃ সুখোচিতঃ ॥ ৬

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

[সুভদ্রার বিলাপ এবং সকলকে শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসদান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহাত্মা কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রশোকে ব্যাকুলা ও অত্যন্ত দুঃখিতা সুভদ্রা এইভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ১

'হা পুত্র! হা বৎস অভিমন্যু! তুমি এই অভাগিনীর গর্ভে আসিয়া পিতার সদৃশ পরাক্রমী হইয়াও সংগ্রামে কিরূপে নিহত হইলে? ২

বৎস! নীলপদ্মতুল্য শ্যামবর্ণ, সুন্দর দন্তশ্রেণিতে সুশোভিত ও মনোহর নেত্রযুক্ত তোমার বদন আজ রণাঙ্গনে ধূলিধূসরিত হইয়া কিরূপ দেখিতে হইয়াছে? ৩

পুত্র! তুমি বীর এবং যুদ্ধ হইতে কখনও নিবৃত্ত হও না। তোমার মস্তক, গ্রীবা, বাহু ও স্কন্ধাদি সকল অঙ্গই অতিশয় সুন্দর। তোমার বক্ষ বিশাল, নাভি ও উদর নত ছিল এবং অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ মনোহর ও হৃষ্ট-পুষ্ট ছিল। তোমার সকল ইন্দ্রিয় বিশেষতঃ নেত্র অতিশয় মনোরম ছিল এবং তোমার সর্ব্বাঙ্গই শস্ত্রক্ষতে আঘাতে ব্যাপ্ত ছিল। এইরূপ অবস্থায় তুমি রণাঙ্গনে পতিত আছ এবং সকল প্রাণী তোমাকে উদিত চন্দ্রের ন্যায় দর্শন করিতেছে। ৪-৫

হায়! পূর্ব্বে যাহার শয়ন করিবার জন্য বহুমূল্য আস্তরণে

যোঽস্ত্রাস্তত পুরা বীরো বরস্ত্রীভির্যশস্বিভিঃ।
কথমস্ত্রাস্তে সোঽদ্য শিবাভিঃ পরিতো মৃধে ॥ ৭
যোঽস্তূয়ত পুরা সূতৈঃ সূত-মাগধ-বন্দিভিঃ।
সোঽদ্য ক্রব্যাদ্‌গণৈর্ঘোরৈর্বিনদদ্ভিরুপাস্যতে ॥ ৮
পাণ্ডবেষু চ নাথেষু বৃষ্ণিবীরেষু বা বিভো।
পাঞ্চালেষু চ বীরেষু হতঃ কেনাসনাথবৎ ॥ ৯
অতৃপ্তদর্শনা পুত্র দর্শনস্য তবানঘ।
মন্দভাগ্যা গমিষ্যামি ব্যক্তমদ্য যমক্ষয়ম্ ॥ ১০
বিশালাক্ষং শুকেশান্তং চারুবাক্যং সুগন্ধি চ।
তব পুত্র কদা মূঢ়ো মুখং দ্রক্ষ্যামি নির্ব্রণম্ ॥ ১১
ধিগ্ বলং ভীমসেনস্য ধিক্‌পার্থস্য ধনুষ্মতাম্।
ধিগ্ বীর্য্যং বৃষ্ণিবীরাণাং পাঞ্চালানাঞ্চ ধিগ্ বলম্ ॥ ১২
ধিক্‌কৈকয়াংস্তথা চেদীন্ মৎস্যাংশ্চৈবাথ সৃঞ্জয়ান্।
যে ত্বাং রণগতং বীরং ন শেকুরভিরক্ষিতুম্ ॥ ১৩
অদ্য পশ্যামি পৃথিবীং শূন্যামিব হতদ্বিষম্।
অভিমন্যুমপশ্যন্তী শোকব্যাকুললোচনা ॥ ১৪
স্বস্ত্রীয়ং বাসুদেবস্য পুত্রং গাণ্ডীবধন্বনঃ।
কথং ভাতিরথং বীরং দ্রক্ষ্যাম্যদ্য নিপাতিতম্ ॥ ১৫
এহ্যেহি তৃষিতো বৎস স্তনৌ পূর্ণৌ পিবাশু মে।
অঙ্কমারুহ্য মন্দায়া হতৃপ্তায়াশ্চ দর্শনে ॥ ১৬
হা বীর দৃষ্টো নষ্টশ্চ স্বপ্ন ইবাসি মে।
অহো জীবিতমাত্মুষ্যং জলবুদ্বুদচঞ্চলম্ ॥ ১৭
ইমাং তে তরুণীং ভার্য্যাং ত্বয়াভিরভিপ্লুতাম্।
কথং সন্ধারয়িষ্যামি বিবৎসামিব বেণুতাম্ ॥ ১৮
(উত্তরামুত্তমাং জাতাং সুশীলাং প্রিয়ভাষিণীম্।
শনকৈঃ পরিরটেতাং স্নুষাং মম যশস্বিনীম্ ॥

আবৃত পদ্মা পাতিত থাকিত, সেই পুত্র অভিমন্যু মৃত্যুকালের যোগ্য হইয়াও আজ রাশীকৃত পক্ষীর ভূতলে কিভাবে শয়ন করিয়া আছে? ॥ ৬

যে মহাবাহু বীরের পার্শ্বে পুরে সুন্দরী রমণীগণ বসিয়া থাকিত, সেই বীর আজ যুদ্ধভূমিতে পতিত রহিয়াছে এবং তাহার চারিদিকে শৃগালীরা ঘিরিয়া আছে; ইহা কিরূপে সম্ভব হইল? ॥ ৭

পূর্বে স্তুতিজ্ঞ সূত, মাগধ ও বন্দীগণ যাহার স্তুতি করিত, তাহাকেই আজ উৎকট গর্জনকারী ভয়ঙ্কর মাংসভক্ষী জন্তুগণ উপাসনা করিতেছে ॥ ৮

শক্তিশালী পুত্র! তোমার রক্ষক পাণ্ডব, বৃষ্ণিবীর ও পাঞ্চাল বীরগণ জীবিত থাকিতেও তোমাকে অনাথের ন্যায় কিভাবে বধ করিল? ॥ ৯

পুত্র! তোমাকে দেখিবার জন্য আমার চক্ষুদ্বয় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছে। তাহাদের তোমার দর্শন পিপাসা এখনও পূর্ণ হয় নাই। নিষ্পাপ! আমি কিরূপ মন্দভাগিনী! অহো! আজ আমি নিশ্চয়ই যমালয়ে চলিয়া যাইব ॥ ১০

বৎস! বিশালনেত্র, সুন্দর কেশপ্রান্ত, মনোহর বাক্য ও উত্তম সুগন্ধযুক্ত তোমার ক্ষতহীন সুন্দর মুখ আমি পুনরায় কখন দেখিতে পাইব? ॥ ১১

ভীমসেনের বলকে ধিক্, অর্জুনের ধনুর্ধারণকে ধিক্, বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের পরাক্রমকে ধিক্ এবং পাঞ্চাল সৈন্যদের শক্তি ধিক্ ॥ ১২

কৈকয়, চেদি ও মৎস্যদেশীয় বীরগণ এবং সৃঞ্জয়বংশীয় ক্ষত্রিয়দিগকে ধিক্, যাহারা যুদ্ধে নিরত তোমার ন্যায় একজন বালককে রক্ষা করিতে পারে নাই ॥ ১৩

অভিমন্যুকে না দেখিতে পাওয়ায় আমার নেত্র ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আজ আমি এই সমগ্র পৃথিবীকেই যেন শূন্য ও কান্তিহীনা রূপে নিরীক্ষণ করিতেছে ॥ ১৪

বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভাগ্নে এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুনের অতিরথী বীরপুত্র অভিমন্যুকে আজ আমি ধরাতলে পতিত অবস্থায় কিরূপে দর্শন করিব? ॥ ১৫

পুত্র! এস, এস। তোমার পিপাসা জাগিয়াছে। তোমাকে দেখিয়াও অতৃপ্তা এই অভাগিনী মাতার ক্রোড়ে বসিয়া তুমি দুগ্ধপূর্ণ এই স্তনদ্বয় শীঘ্র পান কর ॥ ১৬

হা বীর! স্বপ্নে প্রাপ্ত ধনের ন্যায় তুমি আমাকে দর্শন দিয়ে এবং নষ্ট হইয়া যাইলে। অহো! এই মনুষ্য-জীবন জলের বুদ্বুদের ন্যায় চঞ্চল ও অনিত্য ॥ ১৭

তোমার এই তরুণী পত্নী তোমার বিরহ-শোকে কাতরা হইয়া পড়িয়াছে। সে এখন বৎসহীনা গাভীর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আমি কিরূপে তাহাকে ধৈর্যধারণ করাইব? ॥ ১৮

(এই বধূ উত্তরা উত্তমজাতিতে উৎপন্না, সুশীলা, প্রিয়ভাষিণী, যশস্বিনী এবং আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী। সে সুকুমারী, তাহার নেত্রদ্বয় বিশাল এবং বদন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পরম মনোহর। তাহার অঙ্গ নূতন পল্লবের সদৃশ কোমল। সে মদমত্ত হস্তীর তুল্য মন্থরগামিনী।

সুকুমারীং বিশালাক্ষীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।
বালপল্লবতুল্যৌষ্ঠীং মত্তমাতঙ্গগামিনীম্॥
বিশ্বাবরোষ্ঠীমবলামভিমন্যো প্রহর্ষয়।)
অহো দুষ্কালে প্রস্থানং কৃতবানসি পুত্রক।
বিহায় ফলকালে মাং সুদৃষ্টাং তব দর্শনে॥ ১৯
নূনং গতিঃ কৃতান্তস্য প্রাজ্ঞৈরপি সুদুর্বিদা।
যত্র ত্বং কেশবে নাথে সংগ্রামেঽনাথবদ্ধতঃ॥ ২০
যজ্বনাং দানশীলানাং ব্রাহ্মণানাং কৃতাত্মনাম্।
চরিতব্রহ্মচর্য্যাণাং পুণ্যতীর্থাবগাহিনাম্॥ ২১
কৃতজ্ঞানাং বদান্যানাং গুরুশুশ্রূষিণামপি।
সহস্রদক্ষিণানাঞ্চ যা গতিস্তামবাপ্নুহি॥ ২২
যা গতির্ধ্যায়মানানাং শূরাণামনিবর্তিনাম্।
হয়ানীন্ নিহতানাঞ্চ সংগ্রামে তাং গতিং ব্রজ॥ ২৩
গোসহস্রপ্রদাতৃণাং ক্রতূদানাঞ্চ যা গতিঃ।
নৈবেশিকং চাভিমতং দদতাং যা গতিঃ শুভা॥ ২৪
ব্রাহ্মণেভ্যঃ শরণ্যেভ্যো নিধিং নিদধতাঞ্চ যা।
যা চাপি সুস্তদণ্ডানাং তাং গতিং ব্রজ পুত্রক॥ ২৫
ব্রহ্মচর্য্যেণ যাং যান্তি মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
একপত্নাশ্চ যাং যান্তি তাং গতিং ব্রজ পুত্রক॥ ২৬
রাজ্ঞাং সুচরিতৈর্যা চ গতির্ভবতি শাশ্বতী।
চতুরাশ্রমিণাং পুণ্যৈঃ পাবিতানাং সুরক্ষিতৈঃ॥ ২৭
দীনানুকম্পিনাং যা চ সততং সংবিভাগিনাম্।
পৈতৃষ্বস্রাঞ্চ নিবৃত্তানাং তাং গতিং ব্রজ পুত্রক॥ ২৮
ব্রতীনাং ধর্মশীলানাং গুরুশুশ্রূষিণামপি।
অমোঘাতিথিনাং যা চ তাং গতিং ব্রজ পুত্রক॥ ২৯
কৃচ্ছ্রেষু যা ধারয়তামাত্মানং ব্যসনেষু চ।
গতিঃ শোকার্ণবস্থানাং তাং গতিং ব্রজ পুত্রক॥ ৩০

ইহার ওঁষধ বিষফলের ন্যায় রাক্ষস। পুত্র অভিমন্যু! তুমি আমার এই বধূকে ধীরে ধীরে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দিতা কর।)

অহো বৎস! যখন পুত্রজননের ফললাভের সময় আসিল, সেই সময়েই তুমি তোমার ধর্মযোৎসুকা আমাকে ত্যাগ করিয়া অসময়ে চলিয়া যাইলে॥ ১৯

নিশ্চয়ই কালের গতি জ্ঞানিগণেরও অতিশয় দুর্বুদ্ধি, যাহার অধীন হইয়া তুমি শ্রীকৃষ্ণরূপ রক্ষক বিদ্যমান থাকিতেই অনাথের ন্যায় রণাঙ্গনে মৃত্যুবরণ করিয়াছ॥ ২০

বৎস! যজ্ঞকর্তা, দানী, জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী, পুণ্যতীর্থে স্নানকারী, কৃতজ্ঞ, উদার, গুরুসেবাপরায়ণ এবং সহস্র সহস্র সংখ্যায় দক্ষিণাদানকারী পুণ্যাত্মাগণের যে গতিলাভ হইয়া থাকে, তুমিও সেই গতিপ্রাপ্ত হও॥ ২১-২২

সংগ্রাম-স্থলে যুদ্ধে তৎপর থাকিয়া কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নাই এবং শত্রুদিগকে সংহারকারী বীরবরগণ যে গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তুমিও সেই গতি লাভ কর॥ ২৩

সহস্র গোদানকারী, যজ্ঞের জন্য দানকারী এবং মনের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী সমস্ত অভীষ্ট বস্তুপ্রদানকারী পুরুষগণ যে শুভগতি লাভ করিয়া থাকেন, তুমিও সেই গতি প্রাপ্ত হও॥ ২৪

শরণাগত ব্রাহ্মণগণের জন্য নিধিস্থাপনকারী এবং কোন প্রাণীকেই যাঁহারা কোনরূপ দণ্ডদান করেন নাই, তাঁহাদের যে গতি লাভ হইয়া থাকে, বৎস! তুমিও সেই শুভগতি প্রাপ্ত হও॥ ২৫

উত্তম ব্রতপালনকারী মুনিগণ ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা যে গতি লাভ করিয়া থাকেন এবং পতিব্রতা স্ত্রীগণ যে গতি লাভ করেন, বৎস! তুমিও সেই গতি লাভ কর॥ ২৬

পুত্র! সদাচার পালন করিয়া নৃপগণ এবং সুরক্ষিত পুণ্যের প্রভাবে পবিত্র চারি আশ্রমের (ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার আশ্রম) মনুষ্যগণ যে সনাতন গতি লাভ করিয়া থাকেন; দীনজনের উপর দয়ালু, উত্তম বস্তুসকল সর্ব্বদা বিতরণ করিয়া দিয়া উপভোগকারী এবং মমতা হইতে নিবৃত্ত পুরুষগণ যে গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই গতি তোমারও লাভ হউক॥ ২৭-২৮

বৎস! যাঁহারা ব্রতপরায়ণ, ধর্মশীল, গুরুসেবক এবং অতিথিকে নিরাশ করিয়া দিয়া যাঁহারা গৃহ হইতে ফিরাইয়া দেন না, তাঁহাদের যে গতি লাভ হইয়া থাকে, উহা তুমিও লাভ কর॥ ২৯

বৎস! যে ব্যক্তিগণ অতিশয় নিদারুণ কষ্ট ও সঙ্কটে পড়িয়া এবং শোকার্ণবে মগ্ন হইতে থাকিলেও ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক যাঁহারা নিজেকে নিজেই স্থির থাকেন, সেই লক্ষ্য গতি তুমিও লাভ কর॥ ৩০

মাতাপিত্রোস্তু শুশ্রূষাং কুরুতে যস্তু যে সদা।
স্বদারনিরতানাঞ্চ যা গতিস্তামবাপ্নুহি ॥ ৩১
ঋতুকালে স্বকাং ভার্য্যাং গচ্ছতাং যা মনীষিণাম্।
পরস্ত্রীভ্যো নিবৃত্তানাং তাং গতিং ব্রজ পুত্রক ॥ ৩২
সাম্না যে সর্বভূতানি পশ্যন্তি গতমৎসরাঃ।
নারুন্তুদানামক্ষিণাং যা গতিস্তামবাপ্নুহি ॥ ৩৩
মধু-মাংসনিবৃত্তানাং মদাদ্ দম্ভাৎ তথানৃতাৎ।
পরোপতাপত্যক্তানাং তাং গতিং ব্রজ পুত্রক ॥ ৩৪
হ্রীমন্তঃ সর্বশাস্ত্রজ্ঞা জ্ঞানতৃপ্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
যাং গতিং সাধবো যান্তি তাং গতিং ব্রজ পুত্রক ॥ ৩৫
এবং বিলপতীং দীনাং সুভদ্রাং শোককর্শিতাম্।
অন্বপদ্যত পাঞ্চালী বৈরাটীসহিতা তদা ॥ ৩৬
তাঃ প্রকামং রুদিত্বা চ বিলপ্য চ সুদুঃখিতাঃ।
উত্তরং তদা রাজন্ বিসংজ্ঞা ন্যপতন্ ক্ষিতৌ ॥ ৩৭
সোপচারস্তু কৃষ্ণস্তু দুঃখিতাং দুঃখদুঃখিতঃ।
সিক্ত্বোদকেন সমাশ্বাস্য তত্তত্কৃষ্ণো হিতং বচঃ ॥ ৩৮
বিসংজ্ঞকল্পাং রুদতীং মন্দবিদ্ধাং প্রবেপতীম্।
ভগিনীং পুণ্ডরীকাক্ষ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৯
সুভদ্রে মা শুচঃ পুত্রং পাকাল্যাশ্বাসয়োত্তরাম্।
প্রভোঽভিমন্যুঃ প্রথিতাং গতিং ক্ষত্রিয়পুঙ্গবঃ ॥ ৪০
যে চাস্মাকোঽপি কুলে সন্তি পুরুষা নো বরাননে।
সর্বে তে তাং গতিং যান্তু প্রভিমন্যোরধন্বিনঃ ॥ ৪১
কুর্যামি তদ্ বয়ং কর্ম ক্রিয়াসু সুহৃদশ্চ নঃ।
কৃতবান্ যাদৃশস্ত্বেকস্তব পুত্রো মহারথঃ ॥ ৪২
এবমাশ্বাস্য ভগিনীং দ্রৌপদীমপি চোত্তরাম্।
পার্থৈশ্চৈব মহাবাহুঃ পার্শ্বমাগাদরিন্দমঃ ॥ ৪৩

যাঁহারা সর্বদা মাতা-পিতার সেবা করিয়া থাকেন এবং নিজেরই স্ত্রীতে অনুরক্ত থাকেন, তাঁহাদের যেরূপ গতি হইয়া থাকে, সেরূপ গতিও তুমি প্রাপ্ত হও ॥ ৩১

পুত্র! যে মনীষী পুরুষগণ ঋতুকালে নিজের স্ত্রীর সহিত সহবাস করেন এবং পরস্ত্রী হইতে সদা দূরে থাকেন, তাঁহাদের যে গতি হইয়া থাকে, তুমিও সেই গতি লাভ কর ॥ ৩২

যে ব্যক্তিগণ ঈর্ষা-দ্বেষ হইতে দূর থাকিয়া সমস্ত প্রাণিগণকে সমভাবে দর্শন করিয়া থাকেন, যাঁহারা কাহারও মর্মস্থানে বাক্যের দ্বারা আঘাত করেন না এবং সকলের প্রতি ক্ষমাভাব ধারণ করেন, তাঁহাদের যে গতি লাভ হয়, সেই গতি তুমিও লাভ কর ॥ ৩৩

পুত্র! যাঁহারা মদ্য ও মাংস ভোজন করেন নাই; যাঁহারা মদ, দম্ভ ও অসত্যকে বর্জন করিয়াছেন এবং অপরকে সন্তাপদান করেন না, তাঁহাদের সদ্‌গতির অনুরূপ তুমি সদ্‌গতি লাভ কর ॥ ৩৪

পুত্র! সর্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, লজ্জাশীল, জ্ঞানের দ্বারা পরিতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যে গতি লাভ করিয়া থাকেন, তুমিও সেই গতি প্রাপ্ত হও ॥ ৩৫

এইভাবে উত্তরার সহিত বিলাপকারিণী দীনা দুঃখিনী এবং শোকে দুর্মনা সুভদ্রার পার্শ্বে সেই সময় দ্রৌপদীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৬

রাজন্! তাঁহারা সকলেই তখন অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া ইচ্ছামত রোদন ও বিলাপ করিতে করিতে পাগলিনীর ন্যায় হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ৩৭

তখন কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত দুঃখিতা সেই সকলের চৈতন্যসম্পাদনের জন্য ব্যগ্রতার সহিত জলাদি দ্রব্য সংগ্রহ করিলেন। তিনি স্বীয় ভগিনী দুঃখিনী সুভদ্রার উপর জলের সেক দান করত নানাপ্রকার হিতকর বাক্য বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাদান করিলেন। পুত্রশোকে মর্মাহতা সুভদ্রা তখন রোদন করিতে করিতে কাঁপিতেছিলেন এবং অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অবস্থায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৩৮-৩৯

সুভদ্রে! তুমি পুত্রের জন্য শোক করিও না। ক্ষত্রনন্দিনি! তুমি উত্তরাকে সান্ত্বনাদান কর। সেই ক্ষত্রিয়শিরোমণি অভিমন্যু সদ্গতিশ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিয়াছে ॥ ৪০

সুমুখি! আমার ত' এরূপ বাসনা আছে যে, আমাদের কুলে আরও যত পুরুষ আছে, তাহারা সকলেই বলবান্ অভিমন্যুর গতি লাভ করুক ॥ ৪১

তোমার মহারথী পুত্র একাকীই আজ যেরূপ পরাক্রম করিয়াছে, সেরূপ পরাক্রম আমরা এবং আমাদের সুহৃদ্‌বর্গও কার্যে পরিণত করিব ॥ ৪২

এইরূপে নিজ ভগিনী সুভদ্রা, উত্তরা ও দ্রৌপদীকে আশ্বাস দান করিতে করিতে শত্রুদমন মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় অর্জুনের নিকটেই গমন করিলেন ॥ ৪৩

ততোঽভ্যনুজ্ঞায় নৃপান্ কৃষ্ণো বন্ধূংস্তথার্জুনম্।
বিবেশান্তঃপুরে রাজংস্তে চ জগ্মুর্যথালয়ম্ ॥ ৯৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি প্রতিজ্ঞাপর্বণি সুভদ্রাপ্রবিলাপে অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

রাজন্! তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ নৃপতিগণ, বন্ধুবর্গ ও অর্জুনের অনুমতি লইয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন এবং সেই নৃপগণও নিজ নিজ শিবিরে চলিয়া গেলেন ॥ ৯৭

শ্রীমদ্ঋষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত প্রতিজ্ঞাপর্বে সুভদ্রার বিলাপবিষয়ক অষ্টনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণানুজ্ঞয়া জয়লাভায় নিশায়াং ধনঞ্জয়স্য শিবপূজা, জাগরিত-পাণ্ডবসৈন্যৈরর্জুনস্য শুভচিন্তা, অর্জুনস্য সাফল্যলাভায় সারথিং প্রতি ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যোৎসাহপূর্ণবাক্যকথনঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

ততোঽর্জুনস্তু ভবনং প্রবিশ্যাপ্রতিমং বিভুঃ।
স্পৃষ্ট্বাম্ভঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ স্থণ্ডিলে শুভলক্ষণে ॥
সন্তস্তার শুভাং শয্যাং দর্ভৈর্বৈদূর্য্যসন্নিভৈঃ।
ততো মাল্যেন বিধিবন্নানারৈর্গন্ধৈঃ সুমঙ্গলৈঃ ॥ ১
অলঙ্কার তাং শয্যাং পরিবার্য্যায়ুধোত্তমৈঃ।
ততঃ স্পৃষ্টোদকে পার্থে বিনীতাঃ পরিচারকাঃ। ৩
দর্শয়ন্তোঽন্তিকে চক্রুর্নৈশং কৈবল্যকং বলিম্।
ততঃ প্রাঞ্জলয়ঃ পার্থো গন্ধমাল্যৈশ্চ মাধবম্। ৪

অলঙ্কৃত্যোপহারং তং নৈশং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ।
পূজয়ানন্তু গোবিন্দঃ ফাল্গুনং প্রত্যভাষত ॥ ৫
সুপ্যতাং পার্থ ভদ্রং তে কল্যাণায় ব্রজাম্যহম্।
স্থাপয়িত্বা ততো দ্বাঃস্থান্ গোপুংস্কাত্যায়ুধান্ নরান্ ॥৬
দারুকানুগতঃ শ্রীমান্ বিবেশ শিবিরং স্বকম্।
শিষ্যে চ শয়নে শুভ্রে বহুকৃত্যং বিচিন্তয়ন্ ॥৭
পার্থায় সর্বং ভগবান্ শোকদুঃখাপহং বিধিম্।
ব্যদধাৎ পুণ্ডরীকাক্ষস্তেজোদ্যুতিবিবর্ধনম্ ॥ ৮
যোগমাস্থায় যুক্তাত্মা সর্বেষামীশ্বরেশ্বরঃ।
শ্রেয়স্কামঃ পৃথুযশা বিষ্ণুর্জিষ্ণুপ্রিয়ঙ্করঃ ॥ ৯

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞায় জয় লাভের জন্য রাত্রিতে অর্জুন কর্তৃক শিবের পূজা, জাগরিত পাণ্ডব সৈন্যগণের দ্বারা অর্জুনের শুভচিন্তা এবং অর্জুনের সফলতা লাভের জন্য সারথির প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উৎসাহপূর্ণ বাক্যকথন]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অনুপম ভবনে প্রবেশ করিয়া জল স্পর্শ করিলেন এবং শুভ লক্ষণসমূহে যুক্ত বেদীতে বৈদূর্য্যমণিসদৃশ কুশসকলের সুন্দর শয্যা পাতিত করিলেন। তাহার পর বিধি অনুসারে পরমমঙ্গলকারী অক্ষত, গন্ধ ও পুষ্পমালা প্রভৃতির দ্বারা সেই শয্যাকে সজ্জিত করিলেন। ইহার চারিদিকে উত্তম অস্ত্রসকল রাখিয়া দিলেন। তাহার পর যখন অর্জুন আচমন করিলেন, তখন বিনীত (সুশিক্ষিত) পরিচারকগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার নিকটেই ভগবান্ শঙ্করের নৈশীথ-পূজা করিলেন ॥

তাহার পর অর্জুন প্রসন্নচিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে গন্ধ ও মাল্য-সমূহে অলঙ্কৃত করিয়া রাত্রিকালের সেই সমস্ত উপহার তাঁহাকেই সমর্পণ করিলেন। তখন উহা হাত করিয়া ভগবান্ গোবিন্দ অর্জুনকে বলিলেন ॥ ১-৫

"কুন্তীনন্দন! তোমার কল্যাণ হউক। এখন শয়ন কর। আমি তোমার কল্যাণ-সাধনের জন্যই এখন যাইতেছি" এই কথা বলিয়া সেখানে অস্ত্রধারী দ্বারপাল ও রক্ষকগণকে নিযুক্ত করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দারুকের সহিত নিজ শিবিরে গমন করিলেন।

সেখানে তিনি বহুবিধ কার্য্যসকলের চিন্তা করিতে করিতে শুভ্র শয্যায় শয়ন করিলেন। কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকল ঈশ্বর গণেরও ঈশ্বর। ইঁহার যশ মহান্। এই বিষ্ণুরূপ গোবিন্দ অর্জুনের প্রিয়কারী এবং সদা তাঁহার কল্যাণ কামনা করেন। এই যুক্তাত্মা শ্রীহরি উত্তম যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক অর্জুনের জন্য সেই সমস্ত বিধিবিহিত কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার শোক ও দুঃখ হরণকারী এবং তেজ ও কান্তি বৃদ্ধিকারী ছিল। ৬-৯

ন পাণ্ডবানাং শিবিরে কশ্চিৎ সুষ্বাপ তাং নিশাম্।
প্রজাগরঃ সর্বজনঃ স্থাবিবেশ বিশাম্পতে ॥ ১০
পুত্রশোকাভিতপ্তেন প্রতিজ্ঞাতো মহাত্মনা।
সহসা সিন্ধুরাজস্য বধো গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ১১
তৎ কথং নু মহাবাহুর্বাসবিঃ পরবীরহা।
প্রতিজ্ঞাং সফলাং কুর্য্যাদিতি তে সমচিন্তয়ন্ ॥ ১২
কষ্টং হীদং ব্যবসিতং পাণ্ডবেন মহাত্মনা।
পুত্রশোকাভিতপ্তেন প্রতিজ্ঞা মহতী কৃতা ॥ ১৩
স চ রাজা মহাবীর্য্যঃ পারমেষ্ব্যর্জুনিঃ স তাম্।
ভ্রাতরশ্চাপি বিক্রান্তা বহবলানি বলানি চ ॥ ১৪
ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রেণ সর্বং তস্মৈ নিবেদিতম্।
স হত্বা সৈন্ধবং সংখ্যে পুনরেষ্যতি বনঞ্জয়ঃ ॥ ১৫
জিত্বা রিপুগণাংশ্চৈব পারমেষ্ব্যর্জুনো রথম্।
যোৎস্যতে সিন্ধুরাজং বৈ ধূমকেতুঃ প্রবেক্ষ্যতি ॥ ১৬

ন হ্যস্যাধনুষঃ কর্তুং বলং পার্থো ধনঞ্জয়ঃ।
ধর্মপুত্রঃ কথং রাজা ভবিষ্যতি মৃতেঽর্জুনে ॥ ১৭
তস্মিন্ হি বিজয়ঃ কৃৎস্নঃ পাণ্ডবেন সমাহিতঃ।
যদি নোচ্চরিতং কৃতং কিঞ্চিদ্ যদি দত্তং হুতং যদি ॥ ১৮
ফলেন তস্য সর্বস্য সব্যসাচী ভবত্বরীন্
এবং কথয়তাং তেষাং জয়মাশংসতাং প্রভো ॥ ১৯
কৃষ্ণেন মহতা রাজন্ রজনী ব্যত্যবর্তত।
তস্যাং রজন্যাং মধ্যে তু প্রতিবুদ্ধো জনার্দনঃ ॥ ২০
স্মৃত্বা প্রতিজ্ঞাং পার্থস্য সারথ্যঃ প্রত্যভাষত
অর্জুনেন প্রতিজ্ঞাতমার্তেন হতবন্ধুনা ॥ ২১
জয়দ্রথং বধিষ্যামি যোদ্ধুং ইতি সারথে।
তস্য দুর্যোধনঃ শ্রুত্বা মন্ত্রিভির্মন্ত্রবিদ্ভৃতি ॥ ২২
যথা জয়দ্রথং পার্থো ন হন্যাদিতি সংযুগে।
অক্ষৌহিণ্যো হি তাঃ সর্বা রক্ষিষ্যন্তি জয়দ্রথম্ ॥ ২৩

রাজন্! এই রাত্রিতে পাণ্ডবগণের শিবিরে কেহই শয়ন করেন নাই। সকল লোকেরই মধ্যে জাগরণের এক অদ্ভুত আবেশ উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ১০

সব মানুষই এই চিন্তায় আবিষ্ট হইয়া পড়িয়া ছিল যে, পুত্র শোকে সন্তপ্ত এই গাণ্ডীবধারী মহাত্মা অর্জুন সহসা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। শত্রুবীরহন্তা এই মহাবাহু ইন্দ্রকুমার অর্জুন কিরূপে স্বীয় প্রতিজ্ঞাকে সফল করিবেন? ১১-১২

মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জুন এই এক অতিদুষ্কর কার্য নিশ্চয় করিয়াছেন। ইনি পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এদিকে রাজা জয়দ্রথের পরাক্রমও মহান্, তথাপি অর্জুন স্বীয় সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করুন, কারণ, ইহার ভ্রাতারা অতিশয় পরাক্রমশালী এবং তাঁহার নিকট প্রভূত সৈন্যবলও আছে ॥ ১৩-১৪

ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন জয়দ্রথকে সকল বিষয় নিবেদন করিলেন। অর্জুন যুদ্ধে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বিনাশ করিয়া পুনরায় কৃষ্ণের সহিতই প্রত্যাবর্তন করিবেন। (ইহাই আমাদের শুভ কামনা) ॥ ১৫

অর্জুন শত্রুদিগকে জয় করিয়া স্বীয় ব্রত পূর্ণ করিবেন। যদি তিনি কাল সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিতে না পারেন, তবে তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন ॥ ১৬

কুন্তীনন্দন অর্জুন নিজ প্রতিজ্ঞাকে মিথ্যা করিতে পারেন না। যদি অর্জুন নিহত হন, তবে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কিরূপে রাজা হইবেন? ১৭

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির অর্জুনের উপরেই সকল বিজয়ের ভার স্থাপনা করিয়াছেন। যদি আমাদের অনুষ্ঠিত কোনও সৎকর্ম অবশিষ্ট থাকে, যদি আমরা দান ও হোম কর্ম করিয়া থাকি, তবে সেই সব শুভ কর্মফলের ফলে সব্যসাচী অর্জুন স্বীয় শত্রুদিগকে জয় করিবেন ॥

রাজন্! প্রভো! এইভাবে কথাবার্তা বলিতে বলিতে ও অর্জুনের বিষয় কামনা করিতে করিতে সেই সকল সৈন্যরা সেই রাত্রি অতি কষ্টে অতিবাহিত করিল ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই রাত্রির মধ্যভাগে জাগিয়া উঠিলেন এবং অর্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া সারথিকে এই কথা বলিলেন ॥

সারথে! স্বীয়পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যু হওয়ায় শোকার্ত হইয়া অর্জুন এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, আমি আগামী কাল জয়দ্রথকে বধ করিব ॥

এই সব বিষয় শ্রবণ করিয়া দুর্যোধন নিজ মন্ত্রিগণের সহিত এরূপ মন্ত্রণা করিবে যে, যাহাতে অর্জুন যুদ্ধে কাল জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে না পারে ॥

তাহার সমস্ত অক্ষৌহিণীই সৈন্যরা কাল জয়দ্রথকে রক্ষা

দ্রোণশ্চ সহপুত্রেণ সর্বাস্ত্রবিধিপারগঃ।
একো বীরঃ সহস্রাক্ষো দৈত্যদানবদর্পহা ॥ ২৪
সোঽপি তং নোৎসহেতাজৌ হন্তুং দ্রোণেন রক্ষিতম্।
সোঽহং শস্তং করিষ্যামি যথা কুন্তীসুতোঽর্জুনঃ ॥ ২৫
অপ্রাপ্তেঽস্তং দিনকরে হনিষ্যতি জয়দ্রথম্।
ন হি দারা ন মিত্রাণি জ্ঞাতয়ো ন চ বান্ধবাঃ ॥ ২৬
কশ্চিদস্তঃ প্রিয়তরঃ কুন্তীপুত্রাদ্ধনঞ্জয়াৎ।
অনর্জুনমিমং লোকং মুহূর্তমপি দারুক ॥ ২৭
উদীক্ষিতুং ন শক্তোঽহং ভবিতা ন চ তৎ তথা।
অহং বিজিত্য তান্ সর্বান্ সহসা সহরথিপান্ ॥ ২৮
অর্জুনার্থে হনিষ্যামি সকর্ণান্ সসুযোধনান্।
যো নিরীক্ষত্ত মে বীর্য্যং ত্রয়ো লোকা মহাহবে ॥ ২৯
ধনঞ্জয়ার্থে সমরে পরাক্রান্তস্ত দারুক।
যো নরেন্দ্রসহস্রাণি রাজপুত্রশতানি চ ॥ ৩০
সাশ্ববিপরথান্ত্রাজৌ বিদ্রবিষ্যামি দারুক।
শস্তাং চক্রপ্রমথিতাং ব্রহ্মাণে নৃপবাহিনীম্ ॥ ৩১
ময়া ক্রুদ্ধেন সমরে পাণ্ডবার্থে নিপাতিতাম্।
দ্রক্ষ্যন্তি সমেবাঃ সমগন্ধর্বাঃ পিশাচোরগরাক্ষসাঃ ॥ ৩২
জ্ঞাস্যন্তি লোকাঃ সর্বে মাং সুহৃদং সব্যসাচিনঃ।
যস্তং দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যস্তং চানু স মামনু ॥ ৩৩
ইতি সম্ভ্রাতাং বুদ্ধ্যা শরীরার্দ্ধং মমার্জুনঃ।
যথা স্বং মে প্রভাতায়মেস্যাং নিশি রথোত্তমম্ ॥ ৩৪
কল্পয়িত্বা যথাশাস্ত্রমাদায় ব্রজ সংযতঃ।
গদাং কৌমোদকীং দিব্যাং শক্তিং চক্রং ধনুঃ শরান্ ॥ ৩৫
আরোপ্য বৈ রথে সূত সর্বোপকরণানি চ।
স্থানঞ্চ কল্পয়িত্বাথ রথোপস্থে ধ্বজস্য মে ॥ ৩৬

করিবে এবং সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী দ্রোণাচার্য্য ও পুত্র অশ্বত্থামা সহ তাহাকে রক্ষা করিবেন।

ত্রিভুবনের মধ্যে একমাত্র বীর হইলেন—সহস্রলোচন ইন্দ্র, যিনি দৈত্য ও দানবগণের দর্পকেও হরণ করিয়া থাকেন; এই ইন্দ্রও দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক সুরক্ষিত জয়দ্রথকে বধ করিতে সমর্থ নন্।

অতএব আমি কাল এরূপ উদ্যোগ করিব, যাহাতে কুন্তীপুত্র অর্জুন সূর্য্যদেবের অস্তাচল গমনের পূর্ব্বেই জয়দ্রথকে সংহার করিতে পারে।

আমার নিকট স্ত্রী, মিত্র, জ্ঞাতি, ভ্রাতা-বন্ধু এবং অন্য কেহই

কুন্তীনন্দন অর্জুন অপেক্ষা অধিক প্রিয় নহে।

দারুক! আমি অর্জুনশূন্য এই সংসারকে মুহূর্ত্তকালও দেখিতে সমর্থ নহি। সুতরাং এরূপ হইতেই পারে না (আমি থাকিতে অর্জুনের কোনরূপ হানি হউক)।

আমি অর্জুনের জন্য হস্তী, অশ্ব, রথী ও দুর্য্যোধনসহ সমস্ত শত্রুদিগকে জয় করিয়া সহসা ইহাদের সকলকে সংহার করিয়া ফেলিব।

দারুক! আগামী কাল মহাসংগ্রামে ত্রিলোকবাসী সকলে অর্জুনের জন্য যুদ্ধে পরাক্রমপ্রকাশকারী আমার বল ও প্রভাব দেখিতে পাইবে।

দারুক! কাল যুদ্ধে আমি সহস্র সহস্র রাজা ও শত শত রাজকুমারগণকে তাহাদের হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত বিতাড়িত করিব।

তুমি কাল দেখিতে পাইবে যে, আমি সমরাঙ্গণে ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের জন্য সমস্ত রাজসৈন্যদিগকে চক্রের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়া ভূতলে পাতিত করিতেছি।

কাল দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ ও রাক্ষসাদি সমস্ত লোকই ইহা উত্তমরূপে জানিতে পারিবে যে, আমি সব্যসাচী অর্জুনের হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ।

যে অর্জুনকে দ্বেষ করে, সে আমাকেও দ্বেষ করে এবং যে অর্জুনের অনুগামী, সে আমারও অনুগামী। তুমি নিজ বুদ্ধি অনুসারে ইহা নিশ্চয় করিয়া লও যে অর্জুন আমার অর্দ্ধশরীর।

কাল প্রাতঃকালে তুমি শাস্ত্রবিধি অনুসারে আমার উত্তম রথকে সুসজ্জিত করিয়া অতিশয় সাবধানতার সহিত যুদ্ধস্থলে গমন করিবে।

সূত দারুক! কৌমোদকী গদা, দিব্য শক্তি, চক্র, ধনু, বাণ এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার আবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী রথে রাখিয়া তাহার পশ্চাদ্ভাগে সমরাঙ্গণে রথে শোভাবিত বীর বিনতানন্দন গরুড় চিহ্নযুক্ত ধ্বজের জন্যও স্থান রাখিবে।

বৈনতেয়স্য বীরস্য সমরে রথশোভিনঃ।
ছত্রং জাম্বূনদৈর্জালৈরর্কমণ্ডলসন্নিভৈঃ ॥ ৩৭
বিশ্বকর্মকৃতৈর্দিব্যৈরশ্বানপি বিভূষিতান্।
বলাহকং মেঘপুষ্পং শৈব্যং সুগ্রীবমেব চ ॥ ৩৮
যুক্তান্ বাজিবরান্ যত্তঃ কল্পয়ী তিষ্ঠ দারুক।
পাঞ্চজন্যস্য নির্ঘোষমার্যভেণৈব পূরিতম্ ॥ ৩৯
শ্রুত্বা চ ভৈরবং নাদমুপেয়াস্কং জবেন মাম্।
একাহ্নাহমমর্ষঞ্চ সর্বদুঃখানি চৈব হ ॥ ৪০
ভ্রাতুঃ পিতৃষসেয়স্য ব্যপনেষ্যামি দারুক।
সর্বোপায়ৈর্যতিষ্যামি যথা বীভৎসুরাহবে ॥ ৪১
পশ্যতাং ধার্তরাষ্ট্রাণাং হনিষ্যতি জয়দ্রথম্।
যস্য যস্য চ বীভৎসুর্বধে যত্নং করিষ্যতি।
আশংসে সারথে তত্র ভবিতান্ত ধ্রুবো জয়ঃ ॥ ৪২

দারুক উবাচ।

জয় এব ধ্রুবস্তস্য কুত এব পরাজয়ঃ।
যস্য ত্বং পুরুষব্যাঘ্র সারথ্যমুপজগ্মিবান্ ॥ ৪৩
এবং চৈতৎ করিষ্যামি যথা মামনুশাসসি।
সুপ্রভাতামিমাং রাত্রিং জয়ায় বিজয়স্য হি ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি প্রতিজ্ঞাপর্বণি কৃষ্ণ-দারুকসম্বাদে একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯

দারুক! সেই সঙ্গে তাহাতে ছত্র যোজনা করিয়া অগ্নি ও সূর্যতুল্য প্রকাশমান এবং বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত দিব্য সুবর্ণময় সাজ-বাজায় বিভূষিত আমার চারিটি শ্রেষ্ঠ অশ্ব—বলাহক, মেঘপুষ্প, শৈব্য ও সুগ্রীবকে যোজিত করিবে এবং স্বয়ং কবচ ধারণ করত প্রস্তুত থাকিবে।

পাঞ্চজন্য শঙ্খকে অবতরণে বাজাইবার শব্দ ও ভয়ঙ্কর ঘোষাহ্বান শুনিতে পাইবামাত্র তুমি ত্বরিতবেগে আমার নিকট উপস্থিত হইবে।

দারুক! আমি নিজ পিসিমার পুত্র ভ্রাতা অর্জুনের সকল দুঃখ ও অমর্ষ একদিনেই দূর করিয়া দিব।

আমি সর্বোপায়ে এরূপ প্রচেষ্টা করিব যে, যাহাতে অর্জুন যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সাক্ষাতেই জয়দ্রথকে বধ করিতে পারে।

সারথে! কাল অর্জুন যে যে বীরকে বধ করিবার চেষ্টা করিবে, আমি আশা করি, তাহাকে তাহাকে সে অবশ্যই জয় করিতে পারিবে। ৩৮-৪২

দারুক বলিলেন,—হে পুরুষোত্তম! আপনি যাঁহার সারথি হইয়াছেন, তাঁহার বিজয়ও সুনিশ্চিত। তাঁহার পরাজয় কিরূপে হইতে পারে? ৪৩

অর্জুনের জয়লাভের জন্য কাল প্রাতঃকালে আপনি যাহা কিছু করিবার অনুমতি দিবেন, তৎসমস্তই আমি আপনার আদেশানুসারে অবশ্যই সম্পন্ন করিয়া রাখিব। ৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত প্রতিজ্ঞাপর্বে শ্রীকৃষ্ণ ও দারুকের আলাপবিষয়ক একোনাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[স্বপ্নে ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন সহার্জুনস্য শিবসমীপে গমনম্, তস্য স্তুতিকরণঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

কুন্তীপুত্রস্তু তং মন্ত্রং স্মরন্নেব ধনঞ্জয়ঃ।
প্রতিজ্ঞামাত্মনো রক্ষন্ মুমোহাচিন্ত্যবিক্রমঃ॥ ১
তং তু শোকেন সন্তপ্তং স্বপ্নে কপিবরধ্বজম্
আসসাদ মহাতেজা ব্যাসস্তং গরুড়ধ্বজঃ॥ ২
প্রত্যুত্থানঞ্চ কৃষ্ণস্য সর্বাবস্থো ধনঞ্জয়ঃ।
ন লোপয়তি ধর্মাত্মা ভক্ত্যা প্রেম্না চ সর্বদা॥ ৩
প্রত্যুত্থায় চ গোবিন্দং স তস্মা আসনং দদৌ।
ন চাসনে স্বয়ং বুদ্ধিং বীভৎসুর্ধারয়ৎ তদা॥ ৪
ততঃ কৃষ্ণো মহাতেজা জ্ঞাত্বা পার্থস্য নিশ্চয়ম্।
কুন্তীপুত্রমিদং বাক্যমাসীনঃ স্থিতমব্রবীৎ॥ ৫
মা বিষাদে মনঃ পার্থ কৃথাঃ কালো হি দুর্জয়ঃ।
কালঃ সর্বাণি ভূতানি নিবর্ত্তয়তি পর্বে বিভো॥ ৬
কিমর্থঞ্চ বিষাদস্তে তন্ ব্রূহি বিপদাং বর।
ন শোচ্যা বিদুষাং শ্রেষ্ঠ শোকঃ কার্যবিনাশনঃ॥ ৭
যৎ তু কার্য্যং ভবেৎ কার্য্যং কর্মণা তৎ সমাচর।
হীনচেষ্টস্য যঃ শোকঃ স হি শত্রুর্ধনঞ্জয়॥ ৮
শোচন্ মনস্যতে শত্রূন্ কর্শয়ত্যপি বান্ধবান্।
ক্ষীয়তে চ নরস্তস্মান্ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ৯
ইত্যুক্তো বাসুদেবেন বীভৎসুরপরাজিতঃ।
আবভাষে তদা বিদ্বানিদং বচনমর্থবৎ॥ ১০
ময়া প্রতিজ্ঞা মহতী জয়দ্রথবধে কৃতা।
শোহস্মি হন্তা দুরাত্মানং পুত্রঘ্নমিতি কেশব॥ ১১
মৎপ্রতিজ্ঞাবিঘাতার্থং ধার্তরাষ্ট্রৈঃ কিলাচ্যুত।
পৃষ্ঠতঃ সৈন্ধবঃ কার্য্যঃ সর্বৈস্তুল্যো মহারথৈঃ॥ ১২

অশীতিতম অধ্যায়।

[স্বপ্নে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জুনের শিবের গমন ও তাঁহার স্তুতিকরণ]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এদিকে অচিন্তনীয় পরাক্রমশালী কুন্তীপুত্র অর্জুন স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য (বনবাসকালে ব্যাসদেব কর্তৃক উপদিষ্ট শিবমন্ত্রটী) মনে চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রায় মোহিত হইয়া পড়িলেন। ১

সেই সময় স্বপ্নে মহাতেজস্বী গরুড়ধ্বজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শোকসন্তপ্ত হইয়া চিন্তান্বিত কপিধ্বজ অর্জুনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২

ধর্মাত্মা ধনঞ্জয় সর্বপ্রকার অবস্থাতেই সদা প্রেম ও ভক্তির সহিত ভগবানের হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আগত সম্ভাষণ জানাইতেন। তিনি নিজের এই নিয়মকে কোনরূপেই লোপ হইতে দেন নাই॥ ৩

সেই সময় অর্জুন ব্যস্তসমস্ত হইয়া গোবিন্দকে বসিবার জন্য আসন দিলেন এবং নিজে অন্য কোন আসনে উপবেশন করিবার পরামর্শ করিলেন না॥ ৪

তখন মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের এই নিশ্চয়ের কথা জানিয়া একাকীই আসনে উপবেশন করিলেন এবং দণ্ডায়মান কুন্তীনন্দন অর্জুনকে এই কথা বলিলেন। ৫

কুন্তীনন্দন! তুমি নিজ মনকে বিষাদগ্রস্ত করিও না; কারণ, কালকে অতিক্রম করা অতিশয় কঠিন। কালই সমস্ত প্রাণিগণকে বিধাতার অবশ্যম্ভাবী বিধানে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকে॥ ৬

মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন! তুমি এখন বল, কিজন্য তুমি বিষাদগ্রস্ত হইতেছ? জানিশ্রেষ্ঠ! তুমি শোক করিও না; কারণ, শোক সমস্ত কার্যকে নাশ করিয়া থাকে॥ ৭

যে কার্য্য করণীয়, তাহা যত্নের সহিত আচরণ কর। ধনঞ্জয়! উদ্যোগহীন মানুষের যে শোক, ইহাই তাহার পক্ষে শত্রুস্বরূপ॥ ৮

শোককারী মানুষ নিজের শত্রুদিগকে আনন্দিত করিয়া থাকে এবং বন্ধু-বান্ধবগণকে দুঃখে দুর্বল করিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত সে নিজেই শোকেরবশতঃ ক্ষীণ হইয়া যায়, অতএব তুমি শোক করিও না॥ ৯

বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর অপরাজিত বীর বিদ্বান্ অর্জুন এই অর্থপূর্ণ বাক্য সেই সময় বলিলেন। ১০

কেশব! আমি জয়দ্রথের বধের জন্য এই ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, কাল আমি আমার পুত্রঘাতী দুরাত্মা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে অবশ্যই বধ করিব। ১১

হে অচ্যুত! কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সকল মহারথী যোদ্ধারা আমার এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিবার জন্য সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে

দশ চৈকা চ তাঃ কৃষ্ণ অক্ষৌহিণ্যঃ সুদুর্জয়াঃ।
হতাবশেষাস্তত্রেমা হন্ত মাধব সংখ্যয়া ॥ ১৩
তাভিঃ পরিবৃতঃ সংখ্যে সর্বৈশ্চৈব মহারথৈঃ।
কথং শক্যেত সংদ্রষ্টুং দুরাত্মা কৃষ্ণ সৈন্ধবঃ ॥ ১৪
প্রতিজ্ঞাপারণং চাপি ন ভবিষ্যতি কেশব।
প্রতিজ্ঞায়াঞ্চ হীনায়াং কথং জীবেত মাদৃশঃ ॥ ১৫
দুঃখোপায়স্তু মে বীর বিকাঙ্ক্ষা পরিবর্ততে।
দ্রুতঞ্চ যাতি সবিতা তত এতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥ ১৬
শোকস্থানং তু তচ্ছ্রুত্বা পার্থস্য বিজকেতনঃ।
সংস্পৃশ্যাস্যততঃ কৃষ্ণঃ প্রাঙ্মুখঃ সমবস্থিতঃ ॥ ১৭
ইদং বাক্যং মহাতেজা বভাষে পুষ্করেক্ষণঃ।
হিতার্থং পাণ্ডুপুত্রস্য সৈন্ধবস্য বধে কৃতী ॥ ১৮
পার্থ পাশুপতং নাম পরমাস্ত্রং সনাতনম্।
যেন সর্বান্ যুধে দৈত্যান্ জঘ্নে দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ১৯

নিশ্চয়ই সকলের পশ্চাদ্ভাগে স্থাপন করিবে এবং তাঁহাদের সকলের দ্বারা জয়দ্রথ সর্বপ্রকারে সুরক্ষিত থাকিবে ॥ ১২

মাধব! শ্রীকৃষ্ণ! কৌরবদের একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য, যাহারা অত্যন্ত দুর্জয় এবং যুদ্ধে নিহত না হইয়া অবশিষ্ট রহিয়াছে, এই সব সৈন্যের দ্বারা এবং পূর্বোক্ত মহারথী যোদ্ধাদের দ্বারা রক্ষিত থাকিলে দুরাত্মা জয়দ্রথকে আমি কিরূপে দেখিতে সমর্থ হইব? ১৩-১৪

কেশব! এরূপ অবস্থায় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হইবারই সম্ভাবনা দেখিতেছি এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া যাইলে আমার ন্যায় যোদ্ধা কিরূপে জীবনধারণ করিতে পারিবে! ১৫

বীর! এখন এই কষ্টদায়ী (জয়দ্রথবধরূপ) কার্যকে উপলক্ষ করিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা চারিদিকে পরিবর্তিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত এই দিনে সূর্যদেব অতি সত্বর অস্তাচলে গমন করিবেন। সেই জন্য আমি এই কথা বলিতেছি ॥ ১৬

কুন্তীনন্দন অর্জুনের শোকস্থানের কথা শ্রবণ করিয়া মহাতেজস্বী সর্বজ্ঞ পদ্মপলাশ কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আচমন করত পূর্বমুখে উপবেশন করিলেন এবং পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের হিত ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের বধের জন্য এই কথা বলিলেন ॥ ১৭-১৮

পার্থ! পাশুপতনামক এক সর্বোত্তম সনাতন অস্ত্র আছে, যাহার দ্বারা যুদ্ধে ভগবান্ মহেশ্বর সমস্ত দৈত্যদিগকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ১৯

যদি তদ্ বিদিতং তেঽস্ত্রং যেন হন্যাসি জয়দ্রথম্।
অথাজ্ঞাতং প্রপদ্যস্ব মনসা বৃষভধ্বজম্ ॥ ২০
তং দেবং মনসা ধ্যায়ন্ জোহ্যমাণে ধনঞ্জয়।
ততস্তস্য প্রসাদাৎ ত্বং ভক্তঃ প্রাপ্স্যসি তদ্বহৎ ॥ ২১
ততঃ কৃষ্ণবচঃ শ্রুত্বা সংস্পৃশ্যাম্ভো ধনঞ্জয়ঃ।
ভূমাবাসীন এবাগ্রো জপ্যমাস মনসা ভবম্ ॥ ২২
ততঃ প্রণিহিতে ব্রাহ্মে মুহূর্তে শুভলক্ষণে।
আত্মানমর্জুনোঽপশ্যদ্ গগনে সহকেশবম্ ॥ ২৩
পুণ্যং হিমবতঃ পাদং রশ্মিমন্তঞ্চ পর্বতম্।
জ্যোতির্ভিশ্চ সমাকীর্ণং সিদ্ধ-চারণসেবিতম্ ॥ ২৪
বায়ুবেগগতিঃ পার্থঃ যং জেষ্যে সহকেশবঃ।
কেশবেন গৃহীতঃ স দক্ষিণে বিভুনা ভুজে ॥ ২৫
প্রেক্ষমাণো বহূন্ ভাবান্ জগামাদ্ভুতদর্শনান্।
উদীচ্যাং দিশি ধর্মাত্মা সোঽপশ্যচ্ছৈলমুত্তমম্ ॥ ২৬

যদি এই অস্ত্র তুমি আমাকে জানিতে পার, তবে কাল অবশ্যই জয়দ্রথকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে এবং তুমি যদি উহা জানিয়া না থাক, তবে তুমি মনে মনেই ভগবান্ বৃষভধ্বজ শিবের শরণাপন্ন হও। অনন্তর তুমি মনে মনে মহাদেবের ধ্যান করিতে করিতে ভূতলে উপবেশন কর। তারপর তাঁহার কৃপাপ্রসাদে তুমি তাঁহার ভক্ত হওয়ায় সেই মহান্ লাভ করিতে পারিবে ॥ ২০-২১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জুন জলের দ্বারা আচমন করত ধরাতলে একাগ্র হইয়া উপবেশন করিলেন এবং মনে মনে মহাদেবের চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২২

তখন শুভলক্ষণসমূহে যুক্ত ব্রাহ্মমুহূর্তে ধ্যানস্থ হইবার পর অর্জুন নিজেকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত আকাশ পথে যাইতে দেখিলেন ॥ ২৩

এই সময় তিনি পবিত্র হিমালয়ের শিখর ও তেজঃপুঞ্জে ব্যাপ্ত এবং সিদ্ধ ও চারণগণের দ্বারা সেবিত মহিমান্বিত পর্বতরাজকেও দর্শন করিলেন ॥ ২৪

সেই সময় অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বায়ুবেগসদৃশ দ্রুতবেগে আকাশে বহু উচ্চস্থানে উঠিয়া যাইলেন। তখন ভগবান্ কেশব তাঁহার দক্ষিণ বাহু ধরিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ২৫

তাহার পর ধর্মাত্মা অর্জুন দেখিতে অদ্ভুত এরূপ বহু পদার্থ দর্শন করিতে করিতে ক্রমশঃ উত্তর দিকে গমন করত শ্বেতপর্বত দর্শন করিলেন ॥ ২৬

কুবেরস্য বিহারে চ নলিনীং পদ্মভূষিতাম্।
সরিদ্ভ্রেষ্ঠাঞ্চ তাং গঙ্গাং বীক্ষমাণো বহুদকাম্। ২৭
সদা পুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈরুপেতাং স্ফটিকোপলাম্।
সিংহ-ব্যাঘ্রসমাকীর্ণাং নানামৃগসমাকুলাম্। ২৮
পুণ্যাশ্রমবতীং রম্যাং মনোজ্ঞাভোজসেবিতাম্।
মন্দরস্য প্রদেশাংশ্চ কিন্নরোদ্গীতনাদিতান্। ২৯
হেমরূপ্যময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্নানৌষধিবিদীপিতান্।
তথা মন্দারবৃক্ষৈশ্চ পুষ্পিতৈরুপশোভিতান্। ৩০
স্নিগ্ধাঞ্জনচয়াকারং সম্প্রাপ্তঃ কালপর্বতম্।
ব্রহ্মতুঙ্গং নদীশ্চান্যাস্তথা জনপদানপি। ৩১
স তুঙ্গং শতশৃঙ্গঞ্চ পর্য্যাতিবনমেব চ।
পুণ্যমর্ষিগণস্থানং স্থানমার্ষভণস্য চ। ৩২
বৃষদংশঞ্চ শৈলেন্দ্রং মহামন্দরমেব চ।
অপ্সরোভিঃ সমাকীর্ণং কিন্নরৈশ্চোপশোভিতম্। ৩৩
তস্মিন্ শৈলে ব্রজন্ পার্থঃ সকৃষ্ণঃ সমবৈক্ষত।
শুভৈঃ প্রস্রবণৈর্জুষ্টাং হেমধাতুবিভূষিতাম্। ৩৪
চন্দ্ররশ্মিপ্রকাশাভাং পৃথিবীং পুরমালিনীম্।
সমুদ্রাংশ্চাদ্ভুতাকারানপশ্যদ্ বহুলাকরান্। ৩৫
বিয়দ্ ভাং পৃথিবীং চৈব তথা বিষ্ণুপদং ব্রজন্।
বিস্মিতঃ সহ কৃষ্ণেন ক্ষিপ্তো বাণ ইবাভ্যগাৎ। ৩৬
গ্রহ-নক্ষত্র-সোমানাং সূর্য্যাগ্ন্যোশ্চ সমন্বিতম্।
অপশ্যত তদা পার্থো জ্বলন্তমিব পর্বতম্। ৩৭
সমাসাদ্য তু তং শৈলং শৈলাগ্রে সমবস্থিতম্।
তপোনিত্যং মহাত্মানমপশ্যদ্ বৃষভধ্বজম্। ৩৮
সহস্রমিব সূর্য্যাণাং দীপ্যমানং স্বতেজসা।
শূলিনং জটিলং সৌম্যং বল্কলাজিনবাসসম্। ৩৯

তারপর তিনি কুবেরের উদ্যানে কমলদলে বিকসিত সরোবর ও অগাধ জলরাশিতে পূর্ণা নদীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা গঙ্গাকে অবলোকন করিলেন। ২৭

সেই গঙ্গার তীরভূমি স্ফটিকমণিময় প্রস্তরে সুশোভিত ছিল। সদা পুষ্প ও ফলসকলে পরিপূর্ণ বৃক্ষসমূহ সেখানকার শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। গঙ্গার এই তীরভূমিতে বহুসংখ্যক সিংহ ও ব্যাঘ্র বিচরণ করিত। নানাপ্রকার মৃগসমূহও সেখানে চারিদিকে বিহার করিত। ২৮

অনেক পবিত্র আশ্রমসমূহে যুক্ত এবং মনোহর পদ্মফুলে সেবিত রমণীয় গঙ্গানদীকে দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া তিনি মন্দরাচলের প্রদেশ নিরীক্ষণ করিলেন, যাহা কিন্নরগণের উচ্চৈঃস্বরে গীতধ্বনির মধুর স্বরে চারিদিক্ মুখরিত ছিল। ২৯

স্বর্ণ ও রজতময় শিখরসকল এবং পুষ্পসমূহে পূর্ণ পারিজাত বৃক্ষ এই পর্ব্বতীয় প্রান্তদেশের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। নানা স্থানে বিবিধ ঔষধিসকল সেখানে নিজ নিজ দীপ্তি প্রকাশ করিতেছিল। ৩০

এইরূপে তিনি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে স্নিগ্ধ কজ্জলরাশিসদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট কাল-পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইলেন। পুনরায় ব্রহ্মতুঙ্গ পর্ব্বত, অন্যান্য নদীসমূহ এবং বহুসংখ্যক জনপদ তিনি দর্শন করিলেন ॥ ৩১

তদনন্তর ক্রমশঃ উচ্চতম শতশৃঙ্গ, পর্য্যাতিবন, পবিত্র ঋষিগণঃ-স্থান, আর্ষভণ মুনির নিকেতন এবং গিরিরাজ বৃষদংশকে অবলোকন করিতে করিতে তিনি মহামন্দরাচলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে অপ্সরাগণে ব্যাপ্ত ও কিন্নরবৃন্দে সুশোভিত ছিল। ৩২-৩৩

সেই পর্ব্বতের উপর দিয়া গমন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণসহ অর্জুন নীচের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, নগর ও গ্রামসমূহে সুশোভিত, সুবর্ণ ধাতুসমূহে বিভূষিত এবং সুন্দর অরণ্যসকলে যুক্ত পৃথিবীর সম্পূর্ণ অঙ্গ চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত হইতেছে।

বহুসংখ্যক রত্নের খনিতে যুক্ত সমুদ্রসকলও অদ্ভুত আকারই-দেখা যাইতেছে। এইরূপে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও আকাশকে একত্রে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যচকিত অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিষ্ণুপদে (আকাশ-পথে) গমন করিতে করিতে ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ৩৪-৩৬

তদনন্তর মুহূর্ত্তমধ্যে অর্জুন একটি পর্ব্বত দর্শন করিলেন, যে পর্ব্বত স্বীয় তেজে যেন প্রজ্বলিত হইতেছিল। গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিসমূহ তাহার প্রভা চারিদিকে বিস্তারিত হইতেছিল। ৩৭

সেই পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া অর্জুন তাহার একটি শিখরে বর্ত্তমান হইয়া নিত্য তপস্যাপরায়ণ পরমাত্মা ভগবান্ বৃষভধ্বজের দর্শন লাভ করিলেন। ৩৮

তখন তিনি স্বীয় তেজে সহস্রসূর্য্যসদৃশ দীপ্তি পাইতেছিলেন। তাঁহার হস্তে ত্রিশূল, মস্তকে জটা এবং শরীরে বল্কল ও মৃগচর্ম্মের বস্ত্র শোভা পাইতেছিল। তাঁহার কান্তি গৌরবর্ণ ছিল। ৩৯

নয়নানাং সহস্রঞ্চ বিচিত্রাঙ্গং মহৌজসম্।
পার্বত্যা সহিতং দেবং ভূতসঙ্ঘৈশ্চ ভাস্বরৈঃ ॥ ৩৯
গীত-বাদিত্রসন্নাদৈর্হাস্য-লাস্যসমন্বিতম্।
বন্দিভাকোটিভোগ্যুক্তৈঃ পূর্বৈর্গীতৈশ্চ সেবিতম্ ॥৪১
স্তূয়মানং স্তবৈর্দিব্যৈর্ঋষিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
গোপ্তারং সর্বভূতানামিধাসধরমচ্যুতম্ ॥ ৪২
বাসুদেবস্তু তং দৃষ্ট্বা জগাম শিরসা ক্ষিতিম্।
পার্থেন সহ ধর্মাত্মা পূজয়ন্ ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৪৩
লোকাদিং বিশ্বকর্মাণমজমীশানমব্যয়ম্।
মনসঃ পরমং যোনিং খং বায়ুং জ্যোতিষাং নিধিম্ ॥৪৪
স্রষ্টারং বারিধারাণাং ভুবশ্চ প্রকৃতিং পরাম্।
দেব-দানব-যক্ষাণাং মানবানাঞ্চ সাধনম্ ॥ ৪৫
যোগানাঞ্চ পরং ধাম দৃষ্টং ব্রহ্মবিদাং নিধিম্।
চরাচরস্য স্রষ্টারং প্রতিহর্তারমেব চ ॥ ৪৬

কালকোপং মহাত্মানং শক্রসূর্যাগুণোদয়ম্।
ববন্দে তং তদা কৃষ্ণো বাঙ্মনোবুদ্ধিকর্মভিঃ ॥ ৪৭
যং প্রপদ্যন্তি বিদ্বাংসঃ সূক্ষ্মাধ্যাত্মপথৈষিণঃ।
তমজং কারণাত্মানং জগ্মতুঃ শরণং ভবম্ ॥ ৪৮
অর্জুনশ্চাপি তং দেবং ভূয়ো ভূয়োঽভ্যবন্দত।
জ্ঞাত্বা তং সর্বভূতাদিং ভূত-ভব্য-ভবোদ্ভবম্ ॥ ৪৯
ততস্তাবাগতৌ দৃষ্ট্বা নর-নারায়ণাবৃষী।
সুপ্রসন্নমনাঃ শর্বঃ প্রোবাচ প্রহসন্নিব ॥ ৫০
স্বাগতং বো নরশ্রেষ্ঠাবৃষিশ্রেষ্ঠৌ নতক্লমৌ।
কিঞ্চ বামীপ্সিতং বীরৌ মনসঃ ক্ষিপ্রমুচ্যতাম্ ॥ ৫১
যেন কার্যেণ সম্প্রাপ্তৌ যুবাং তং সাধয়ামি কিম্।
ত্রিয়তামাত্মনঃ শ্রেয়স্তৎ সর্বং প্রদদানি বাম্ ॥ ৫২
ততস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলী।
বাসুদেবার্জুনৌ শর্বং তুষ্টুবাতে মহাব্রতী ॥ ৫৩

সহস্রনেত্রে যুক্ত তাঁহার শ্রীবিগ্রহের বিচিত্র শোভা হইতেছিল। এই তেজস্বী মহাদেব নিজ স্বপত্নী পার্বতীর সহিত বিরাজমান ছিলেন এবং তেজোময় ভূতসঙ্ঘও তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন ॥ ৩৯

তাঁহার সম্মুখে গীত ও বাদ্যের সুমধুর ধ্বনি হইতেছিল। তখন হাস্য-লাস্য-(নৃত্য)-ও প্রদর্শিত হইতেছিল। প্রমথগণ শব্দ ঐক্যদ করিতে থাকিয়া বহুল আস্ফোটন এবং উচ্চৈস্বরে গাথাদি গান করিতে করিতে ভগবান্ শঙ্করের মনোরঞ্জন করিতেছিলেন। তাঁহার সেবায় পবিত্র, সুসজ্জিত পদার্থসমূহ উপস্থাপিত ছিল ॥ ৪১

ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ দিব্য স্তোত্রসমূহের দ্বারা তাঁহার স্তব করিতেছিলেন। স্বমহিমা হইতে অবিচ্যুত ও সমস্ত প্রাণীগণের রক্ষক ভগবান্ শঙ্কর এই সময় মহী ধারণ করিয়া (অদ্ভুত শোভা ধারণ করিয়া) ছিলেন ॥ ৪২

অর্জুনসহ ধর্মাত্মা বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন করিবা মাত্রই সেই স্থানে ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং সেই সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ শিবের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩

যিনি জগতের আদি কারণ, লোকস্রষ্টা, অজন্মা, ঈশ্বর, অবিনাশী, মনের উৎপত্তির প্রধান কারণ, আকাশ এবং বায়ু, অনল, তেজের আশ্রয়, জলসৃষ্টিকারী, পৃথিবীরও পরম কারণ; দেবতা, দানব, যক্ষ ও মনুষ্যগণেরও মূল কারণ, সমস্ত যোগের পরম আশ্রয়, ব্রহ্মবিদ্গণের প্রত্যক্ষ নিধি, চরাচর জগতের সৃষ্টি ও সংহারকারী এবং ইন্দ্রের ঐশ্বর্যাধি ও সূর্যদেবের প্রতাপাদি, গুণসমূহের প্রকাশকারী পরমাত্মা, যাঁহার ক্রোধে কালের নিবাস, সেই শঙ্করকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মন, বাক্, বুদ্ধি ও ক্রিয়া দ্বারা বন্দনা করিলেন ॥ ৪৪-৪৭

সূক্ষ্ম অধ্যাত্মপথাভিলাষী বিদ্বান্গণ যাঁহার শরণগ্রহণ করেন, সেই কারণস্বরূপ অজন্মা ভগবান্ শিবের শরণে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন গমন করিলেন ॥ ৪৮

অর্জুনও তাঁহাকে সমস্ত ভূতগণের আদি কারণ ও ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান জগতের উৎপাদক জানিয়া বারংবার সেই মহাদেবের চরণে প্রণাম করিলেন ॥ ৪৯

সেই দুই নর ও নারায়ণকে সেখানে আগমন করিতে দেখিয়া ভগবান্ শঙ্কর অত্যন্ত প্রসন্নচিত্ত হইয়া হাস্য করিতে করিতে বলিলেন ॥ ৫০

হে নরশ্রেষ্ঠদ্বয়; তোমাদের সুখে আগমন হইয়াছে ত'? উচিত হও, তোমাদের শ্রম দূরীভূত হউক। বীরদ্বয়! তোমাদের মনের অভীষ্ট বস্তু কি? তাহা শঙ্কর বল ॥ ৫১

তোমরা উভয়ে যে কার্যের জন্য এখানে আসিয়াছ, তাহা কি? আমি উহা সফল করিব। নিজেদের জন্য কল্যাণকর বস্তু প্রার্থনা কর। আমি তোমাদের উভয়কে সব কিছু দান করিতে প্রস্তুত আছি ॥ ৫২

ভগবান্ শঙ্করের এই কথা শ্রবণ করিয়া অনিন্দিত মহাত্মা পরম বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন

ভক্ত্যা স্তবেন দিব্যেন মহাত্মানাবনিন্দিতৌ ॥ ৫৪
কৃষ্ণার্জুনাবুচতুঃ।
নমো ভবায় শর্বায় রুদ্রায় বরদায় চ।
পশূনাং পতয়ে নিত্যমুগ্রায় চ কপর্দিনে ॥ ৫৫
মহাদেবায় ভীমায় ত্র্যম্বকায় চ শান্তয়ে।
ঈশানায় মখঘ্নায় নমোঽস্তুন্ধকঘাতিনে ॥ ৫৬
কুমারগুরবে তুভ্যং নীলগ্রীবায় বেধসে।
পিনাকিনে হবিষ্যায় সত্যায় বিভবে সদা ॥ ৫৭
বিলোহিতায় ধূম্রায় ব্যাধায়ানপরাজিতে।
নিত্যনীলশিখণ্ডায় পূষ্ণিনে দিব্যচক্ষুষে ॥ ৫৮
হন্ত্রে গোপ্ত্রে ত্রিনেত্রায় ব্যাধায় বসুরেতসে।
অচিন্ত্যায়াম্বিকাভর্ত্রে সর্বদেবস্তুতায় চ ॥ ৫৯
বৃষধ্বজায় মুণ্ডায় জটিনে ব্রহ্মচারিণে।
তপ্যমানায় সলিলে ব্রহ্মণ্যায়াজিতায় চ ॥ ৬০
বিশ্বাত্মনে বিশ্বসৃজে বিশ্বমাবৃত্য তিষ্ঠতে।
নমো নমস্তে সেব্যায় ভূতানাং প্রভবে সদা ॥ ৬১
ব্রহ্মবক্ত্রায় সর্বায় শঙ্করায় শিবায় চ।
নমোঽস্তু বাচস্পতয়ে প্রজানাং পতয়ে নমঃ ॥ ৬২
নমো বিশ্বস্য পতয়ে মহতাং পতয়ে নমঃ।
নমঃ সহস্রশিরসে সহস্রভুজমৃত্যবে ॥ ৬৩
সহস্রনেত্রপাদায় নমোঽসংখ্যেয়কর্মণে।
নমো হিরণ্যবর্ণায় হিরণ্যকবচায় চ।
ভক্তানুকম্পিনে নিত্যং সিধ্যতাং তে বরঃ প্রভো ॥ ৬৪

সঞ্জয় উবাচ

এবং স্তুত্বা মহাদেবং বাসুদেবঃ সহার্জুনঃ।
প্রসাদয়ামাস ভবং তদা হ্যস্ত্রোপলব্ধয়ে ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি প্রতিজ্ঞাপর্বণি অর্জুনবরে অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০

এবং দিব্য স্তোত্রের দ্বারা ভক্তি ভাবে সেই ভগবান্ শিবের স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩-৫৪

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন বলিলেন,—ভব (সকলের উৎপাদক), শর্ব (সকলের সংহারক), রুদ্র (দুঃখহরণকারী), বরদাতা, পশুপতি (জীবপালক), সদা উগ্ররূপধারী এবং জটাজূটবিভূষিত শিবকে নমস্কার ॥ ৫৫

মহাদেব, ভয়ঙ্কর রূপধারী, ত্রিলোচন, শান্তিস্বরূপ, সকলের পালক, দক্ষযজ্ঞনাশন এবং অন্ধকাসুরনাশী ভগবান্ শঙ্করকে প্রণাম ৫৬

প্রভো! আপনি কুমার কার্ত্তিকেয়ের পিতা, কণ্ঠে নীল চিহ্ন ধারণ করিয়া আছেন, লোকস্রষ্টা, পিনাকধারী, হবিষ্যের অধিকারী, সত্যস্বরূপ এবং সর্ব্বব্যাপক, আপনাকে সর্ব্বদা নমস্কার ॥ ৫৭

বিশেষভাবে লোহিত ও ধূম্রবর্ণধারী, মৃগব্যাধস্বরূপ, সমস্ত প্রাণিগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ, সদা নীলকেশ ধারণ করিয়া আছেন, ত্রিশূলধারী, দিব্যলোচন, সংহারক, পালক, ত্রিলোচন, পাপহরণ মৃগবিনাশক, হিরণ্যরেতা (অগ্নি), অচিন্তনীয়, অম্বিকাপতি, সমস্ত দেবগণ কর্তৃক প্রশংসিত, বৃষভচিহ্নযুক্ত ধ্বজধারী, মুণ্ডিত মস্তক, জটাধারী, ব্রহ্মচারী, জলে তপস্যাকারী, ব্রাহ্মণভক্ত, অপরাজিত, বিশ্বাত্মা, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান, সকলের সেবনীয় এবং সমস্ত প্রাণিগণের উৎপত্তির কারণস্বরূপ আপনি, আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ॥ ৫৮-৬১

ব্রাহ্মণ যাঁহার বদন, সেই সর্ব্বরূপ কল্যাণকারী ভগবান্ শঙ্করকে নমস্কার। বাণীর অধীশ্বর ও প্রজাগণের পালক আপনাকে নমস্কার ॥ ৬২

বিশ্বের পতি ও মহাপুরুষগণের পালক আপনাকে নমস্কার। যাঁহার সহস্র মস্তক ও সহস্র বাহু, যিনি মৃত্যুস্বরূপ, যাঁহার নেত্র এবং পদও সহস্র এবং যাঁহার কর্ম্ম অসংখ্য, সেই ভগবান্ শিবকে নমস্কার ॥ ৬৩

সুবর্ণসদৃশ যাঁহার শ্রীঅঙ্গের কান্তি, যিনি সুবর্ণময় কবচ ধারণ করিয়া আছেন, সেই ভক্তবৎসল ভগবান্‌কে আমার নিত্য নমস্কার। প্রভো! আমাদের অভীষ্ট বর সিদ্ধ হউক ॥ ৬৪

সঞ্জয় বলিলেন,—এইরূপে মহাদেবকে স্তুতি করিয়া সেই সময় অর্জুনসহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাশুপত অস্ত্রপ্রাপ্তির জন্য ভগবান্ শঙ্করকে প্রসন্ন করিলেন ॥ ৬৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত প্রতিজ্ঞাপর্ব্বে অর্জুনের বরপ্রদর্শনবিষয়ক অশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[স্বপ্নে পুনরর্জুনস্য পাশুপতাস্ত্রলাভঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ পার্থঃ প্রসন্নাত্মা প্রাঞ্জলির্বৃষভধ্বজম্।
দদর্শোৎফুল্লনয়নঃ সমক্ষং তেজসাং নিধিম্ ॥ ১

তং চোপহারং সুকৃতং নৈশং নৈত্যকমাত্মনা।
দদর্শ ত্র্যম্বকাভ্যাশে বাসুদেবনিবেদিতম্ ॥ ২

ততোঽভিপূজ্য মনসা কৃষ্ণং সর্বঞ্চ পাণ্ডবঃ।
ইচ্ছামাহং দিবামস্ত্রমিত্যভাষত শঙ্করম্ ॥ ৩

ততঃ পার্থস্য বিজ্ঞায় বরার্থে বচনং তদা
বাসুদেবার্জুনৌ দেবঃ স্মরমানোঽভ্যভাষত ॥ ৪

স্বাগতং বাং নরশ্রেষ্ঠৌ বিজ্ঞাতং মনসেপ্সিতম্।
যেন কামেন সম্প্রাপ্তৌ তবস্ত্যাং তং দদাম্যহম্ ॥ ৫

সরোঽমৃতময়ং দিব্যমভ্যাশে শত্রুসূদনৌ
তত্র মে তদ্ ধনুর্দিব্যং শরশ্চ নিহিতঃ পুরা ॥ ৬

যেন দেবাররঃ সর্বে ময়া যুধি নিপাতিতাঃ।
তত আনীয়তাং কৃষ্ণৌ সশরং ধনুরুত্তমম্ ॥ ৭

তথেত্যুক্ত্বা তু তৌ বীরৌ সর্বপারিষদৈঃ সহ।
প্রস্থিতৌ তৎসরো দিব্যং দিব্যৈরস্ত্রশতৈর্বৃতম্ ॥ ৮

নিদিষ্টং যদ্ বৃষাঙ্কেণ পুণ্যং সর্বার্থসাধকম্।
তৌ তস্যতুরসম্ভ্রান্তৌ নর-নারায়ণাবৃষী ॥ ৯

ততস্তৌ তৎসরো গত্বা সূর্যমণ্ডলসন্নিভম্।
নাগমদ্ভুতং ঘোরং দদৃশাতেঽর্জুনাচ্যুতৌ ॥ ১০

দ্বিতীয়ং চাপরং নাগং সহস্রশিরসং বরম্।
বমন্তং বিপুলা জ্বালা দদৃশাতেঽগ্নিবর্চসম্ ॥ ১১

ততঃ কৃষ্ণশ্চ পার্থশ্চ সংস্পৃশ্যাপ্তঃ কৃতাঞ্জলী।
তৌ নাগাবুপতস্থাতে নমস্কৃত্বৌ বৃষধ্বজম্ ॥ ১২

স্তুবন্তৌ দেব-বিদ্বাংসৌ তদ্ ব্রহ্ম শতরুদ্রিয়ম্
অপ্রমেয়ং প্রণমতো গত্বা সর্বাত্মনা ভবম্ ॥ ১৩

একাশীতিতম অধ্যায়।

[স্বপ্নে অর্জুনের পুনরায় পাশুপত-অস্ত্রলাভ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর কুন্তীনন্দন অর্জুন প্রসন্নচিত্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সমস্ত তেজের আশ্রয়স্বরূপ ভগবান্ বৃষভধ্বজকে (শিবকে) সতৃষ্ণনয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ১

তিনি নিজের দ্বারা সমর্পিত রাত্রিকালের নৈমিত্তিক উপহারকে, যাহা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়াছিলেন, ভগবান্ ত্রিলোচনের নিকটে রক্ষিত দেখিতে পাইলেন। ২

তখন পাণ্ডুপুত্র অর্জুন মনে মনেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শিবের পূজা করিয়া ভগবান্ শঙ্করকে বলিলেন,—প্রভো! আমি আপনার নিকট হইতে দিব্যাস্ত্র লাভ করিতে চাই। ৩

সেই সময় অর্জুনের বরপ্রাপ্তিবিষয়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেব ঈষৎ হাস্যসহকারে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বলিলেন। ৪

হে নরশ্রেষ্ঠদ্বয়! তোমাদের সুখে আগমন হইয়াছে ত'? তোমাদের মনোরথ আমার জানা আছে। তোমরা উভয়ে যে কামনা করিয়া এখানে আসিয়াছ, আমি তাহা প্রদান করিব। ৫

শত্রুসূদন বীরযুগল! এখানে পার্শ্বেই একটি সরোবর আছে, সেখানেই আমার সেই দিব্য বাণ ও ধনু রক্ষিত আছে; যাহার দ্বারা আমি সমস্ত দেবশত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া কৃপাতিত করিয়াছিলাম। কৃষ্ণ! তোমরা দুইজনে সেই সরোবরে যাও সেই উত্তম ধনু লইয়া আইস। ৬-৭

তখন "আচ্ছা তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া সেই বীর ভগবান্ শঙ্করের পার্ষদগণের সহিত শত শত দিব্য ঐশ্বর্যসম্পন্ন এবং সমস্ত মনোরথের সিদ্ধিকারক সেই পুণ্যময় দিব্য সরোবরের দিকে গমন করিলেন, যাহার দিকে গমন করিবার জন্য মহাদেব স্বয়ংই সঙ্কেত করিয়া ছিলেন। সেই দুই নর-নারায়ণ অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ কোনরূপ বিভ্রান্ত না হইয়াই সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ৮-৯

সেই সরোবরের তীরে উপস্থিত হইয়া অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে জলের মধ্যে একটি অদ্ভুত নাগকে দেখিতে পাইলেন, যিনি সূর্যমণ্ডলের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিলেন। ১০

ইহারা সেখানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তেজস্বী ও সহস্র ফণাশোভিত আরও একটি অন্য নাগ দেখিতে পাইলেন, যে নাগ তীব্র মুখ হইতে অগ্নির প্রচণ্ড শিখাসকল নিঃসারণ করিতে ছিলেন। ১১

তখন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন জল স্পর্শ করত অর্থাৎ আচমন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবান্ শঙ্করকে প্রণাম পূর্বক সেই দুই নাগের নিকট অগ্রসর হইলেন। ১২

ইহারা উভয়ে বেদমন্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ ছিলেন, অতএব উভয়েই শতরুদ্রোক্ত মন্ত্রসমূহ পাঠ করিতে করিতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ

ততস্তৌ রূপমাস্থায় দিব্যে রূপে মহোরগৌ।
ধনুর্বাণঞ্চ শক্রঘ্নং তদ্ ঘন্দ্বং সমপদ্যত ॥ ১৫
তৌ তদ্গৃহতুঃ প্রীতৌ ধনুর্বাণঞ্চ সুপ্রভম্।
আজহ্রতুর্মহাত্মানৌ দদতুশ্চ মহাত্মনে ॥ ১৬
ততঃ পার্শ্বাদ্ বৃষাঙ্কস্য ব্রহ্মচারী ব্যবর্ততঃ।
পিঙ্গাক্ষস্তপসঃ ক্ষেত্রং বলবান্ নীললোহিতঃ ॥ ১৬
স তদ্ দৃষ্ট্বা ধনুঃশ্রেষ্ঠং তস্থৌ স্থানং সমাহিতঃ
বিচকর্ষাথ বিধিবৎ সশরং ধনুরুত্তমম্ ॥ ১৭
তস্য মৌর্বী চ মুষ্টিশ্চ স্থানং চালক্ষ্য পাণ্ডবঃ।
শ্রুত্বা মন্ত্রং ভবপ্রোক্তং জগ্রাহাচিন্ত্যবিক্রমঃ ॥ ১৮
স সরস্যেব তং বাণং মুমোচাতিবলঃ প্রভুঃ।
চকার চ পুনর্বীরস্তস্মিন্ সরসি তদ্ ধনুঃ ॥ ১৯
ততঃ প্রীতং ভবং জ্ঞাত্বা স্মৃতিমানর্জুনস্তদা।
বরমারেভ্যকে দত্তং দর্শনং শঙ্করস্য চ। ২০
মনসা চিন্তয়ামাস তদ্মে সম্পদ্যতামিতি।
তস্য তদ্গতমাজ্ঞায় প্রীতঃ প্রাদাদ্ বরং ভবঃ ॥ ২১
তচ্চ পাশুপতং ঘোরং প্রতিজ্ঞায়াশ্চ পারগম্।
ততঃ পাশুপতং দিব্যমবাপ্য পুনরীশ্বরাৎ ॥ ২২
সংহৃষ্টরোমা দুর্ধর্ষঃ কৃতং কার্যমমন্যত।
ববন্দতুশ্চ সংহৃষ্টৌ শিরোভ্যাং তং মহেশ্বরম্ ॥ ২৩
অনুজ্ঞাতৌ ক্ষণে তস্মিন্ ভবেনার্জুন-কেশবৌ।
প্রাপ্তৌ স্বশিবিরং বীরৌ মুদা পরময়া যুতৌ ॥ ২৪
তথা ভবেনাদ্ভুতৌ মহাসুরনিঘাতিনা।
ইন্দ্রাবিষ্ণূ যথা প্রীতৌ হতস্য বধকাঙ্ক্ষিণৌ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি প্রতিজ্ঞাপর্বণি অর্জুনস্য পুনঃ পাশুপতাস্ত্র-প্রাপ্তৌ একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

অগ্রমেয় শিবের একতোভাবে শরণগ্রহণ করত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ১৩

তদনন্তর ভগবান্ শঙ্করের মহিমায় সেই দুই মহাবীর সেই ভয়ঙ্করূপ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুনাশক ধনু ও বাণ এই দুই রূপে পরিণত হইয়া রহিলেন। ১৪

সেই সময় অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সেই প্রকাশমান ধনু এবং বাণ গ্রহণ করিলেন। তারপর পুনরায় তাঁহারা এই ধনু ও বাণটিকে মহাদেবের নিকট লইয়া আসিলেন এবং সেই মহাত্মা শিবের হস্তে উহা অর্পণ করিলেন। ১৫

তখন ভগবান্ শঙ্করের পার্শ্বে এক ব্রহ্মচারী আবির্ভূত হইলেন, যিনি পিঙ্গলবর্ণ নয়নদ্বয়ে শোভিত, তপস্যার ক্ষেত্র, বলবান্ ও নীললোহিত বর্ণ ছিলেন। ১৬

তিনি একাগ্রচিত্তে সেই শ্রেষ্ঠ ধনু গ্রহণ করত এক শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। তারপর তিনি বাণসহ সেই উত্তম ধনুকে বিধি অনুসারে আকর্ষণ করিলেন। ১৭

সেই সময় অচিন্তনীয় বিক্রমশালী পাণ্ডুপুত্র অর্জুন মুষ্টিদ্বারা তাঁহার ধনু গ্রহণ, ধনুর্গুণযোজন এবং বিশেষ প্রকারে তাঁহার অবস্থান—এই সব বিষয় লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শঙ্কর কর্তৃক উচ্চারিত মন্ত্র শ্রবণ করত তাহা মনে মনে গ্রহণ করিলেন। ১৮

তারপর অত্যন্ত বলশালী বীর ভগবান্ শঙ্কর সেই বাণকে পূর্বোক্ত সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই ধনুটিকেও তিনি ঐ সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন। ১৯

তখন অমিতশক্তিসম্পন্ন অর্জুন ভগবান্ শঙ্করকে অত্যন্ত প্রসন্ন জানিয়া বনবাসের সময় ভগবান্ শঙ্করের যে দর্শন ও বরদান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা মনে মনে চিন্তা করিলেন এবং এই ইচ্ছা করিলেন যে, এই মনোরথ যেন আমার পূর্ণ হয়।

তাঁহার এই অভিপ্রায় জানিয়া ভগবান্ শঙ্কর প্রসন্নচিত্ত অর্জুনের প্রতিজ্ঞাপূর্বকারী সেই ভয়ঙ্কর পাশুপত-অস্ত্রকে বরদানরূপে প্রদান করিলেন।

ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে সেই দিব্য পাশুপত-অস্ত্রকে পুনরায় লাভ করত দুর্ধর্ষ বীর অর্জুনের শরীরে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল এবং তিনি তখন এই বিশ্বাস করিতে লাগিলেন যে, আমার কার্য পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

তারপর অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয় মহাপুরুষেই মস্তক নত করিয়া ভগবান্ মহেশ্বরকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার আজ্ঞা লইয়া তৎক্ষণাৎ সেই দুই বীর অতিশয় প্রসন্নতার সহিত নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ২০-২৪

যেরূপ পুরাকালে মহাসুরকে বধ করিতে অভিলাষী ইন্দ্র ও বিষ্ণু মহাসুরবিনাশক ভগবান্ শঙ্করের অনুমতি লাভ করত প্রসন্নতার সহিত প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনও আনন্দিত হইয়া নিজ শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। ২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত প্রতিজ্ঞাপর্বে অর্জুনের পুনরায় পাশুপাস্ত্র-প্রাপ্তিবিষয়ক একাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রাতরুত্থায় যুধিষ্ঠিরস্য স্নান-সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্মসমাপনম্, ব্রাহ্মণেভ্যো বিবিধ-বস্তুদানম্, বস্ত্রালঙ্কারবিভূষিতস্য তস্য সিংহাসনে উপবেশনম্, তত্রোপস্থিতস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পূজা চ]

সঞ্জয় উবাচ।

তয়োঃ সংবদতোরেবং কৃষ্ণ-দারুকয়োস্তথা।
সাত্যগাদ্ রজনী রাজন্নথ রাজ্ঞো ব্যরোচত ॥ ১

পঠন্তি পার্থিবনিকা মাগধা মধুপর্কিকাঃ।
বৈতালিকাশ্চ সূতাশ্চ তুষ্টুবুঃ পুরুষর্ষভম্ ॥ ২

নর্তকাশ্চাপ্যনৃত্যন্ত জগুর্গীতানি গায়কাঃ।
কুরুবংশস্তবার্থানি মধুরং রক্তকণ্ঠিনঃ ॥ ৩

মৃদঙ্গা ঝর্ঝরা ভের্যঃ পণবানক-গোমুখাঃ।
আড়ম্বরাশ্চ শঙ্খাশ্চ দুন্দুভাশ্চ মহাস্বনাঃ ॥ ৪

এবমেতানি সর্বাণি তস্যাস্তাস্তপি ভারত।
বাদয়ন্তি সুসংহৃষ্টাঃ কুশলাঃ সাধুশিক্ষিতাঃ ॥ ৫

স মেঘসমনির্ঘোষো মহান্ শব্দোঽস্পৃশদ্ দিবম্।
পার্থিবপ্রবরং সুপ্তং যুধিষ্ঠিরমবোধয়ৎ ॥ ৬

প্রতিবুদ্ধঃ সুখং সুপ্তো মহার্হে শয়নোত্তমে।
উত্থায়াবশ্যকার্যার্থং যযৌ স্নানগৃহং নৃপঃ ॥ ৭

ততঃ শুক্লাম্বরাঃ স্নাতাস্তরুণাঃ শতমষ্ট চ।
স্নাপকাঃ কাঞ্চনৈঃ কুম্ভৈঃ পূর্ণৈঃ সমুপতস্থিরে ॥ ৮

ভদ্রাসনে সুপবিষ্টে পরিধায়াম্বরং লঘু।
সস্নৌ চন্দনসংযুক্তৈঃ পানীয়ৈরভিসংস্কৃতৈঃ

উৎসাদিতঃ কষায়েণ বলবদ্ভিঃ সুশিক্ষিতৈঃ।
আপ্লুতঃ সাধিবাসেন জলেন স সুগন্ধিনা ॥ ১০

রাজহংসনিভং প্রাপ্য উষ্ণীষং শিবিলাপিতম্।
জলকর্দমনির্মুক্তং বৈ বেষ্টয়ামাস মূর্ধনি ॥ ১১

হরিণা চন্দনেনাঙ্গমুপলিপ্য মহাভুজঃ
প্রযযৌ চাক্লিষ্টবসনঃ প্রাঙ্মুখঃ প্রাঞ্জলিঃ স্থিতঃ ॥ ১২

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

[প্রাতঃকালে উঠিয়া যুধিষ্ঠিরের স্নান সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ম সমাপন, ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্তুদান, বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সিংহাসনে উপবেশন এবং সেখানে উপস্থিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এদিকে শ্রীকৃষ্ণ ও দারুকের মধ্যে পূর্বোক্ত রূপ কথাবার্তা বলিতে বলিতেই তাঁহাদের রাত্রি অতিবাহিত হইল। অন্য দিকে রাজা যুধিষ্ঠির জাগরিত হইলেন। ১

সেই সময় হস্ততালি দিয়া গান করিতে অভ্যস্ত ও মাঙ্গলিক বস্তুসমূহ হস্তগতকারী সূত, মাগধ এবং বৈতালিকগণ পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের স্তুতি করিতে লাগিলেন। ২

নর্তকগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং রাগযুক্ত কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট গায়কেরা কুরুকুলের স্তুতিপূর্ণ মধুর গান গাহিতে ছিলেন। ৩

ভারত! সুশিক্ষিত ও নিপুণ বাদকগণ অত্যন্ত আনন্দের সহিত মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর (ঝাঁঝ), ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ, আড়ম্বর, শঙ্খ এবং উচ্চস্বরে ধ্বনিত দুন্দুভিসকল ও অন্যান্য বাদ্য যন্ত্রসমূহ বাজাইতে লাগিলেন। ৪-৫

বাদ্যযন্ত্রের সেই মেঘসদৃশ গম্ভীর ও তীব্র শব্দ আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। সেই ধ্বনি নিদ্রিত নৃপশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জাগরিত করিল। ৬

বহুমূল্য ও উত্তম শয্যায় সুখের সহিত নিদ্রিত রাজা যুধিষ্ঠির জাগরিত হইয়া ও শয্যা হইতে উত্থিত আবশ্যক কার্যসমূহ সম্পন্ন করিবার জন্য স্নান করিতে যাইলেন। ৭

তাঁহার শুভ্র বস্ত্র পরিহিত, একশত আট জন নবযুবক স্বর্ণ কলসে জল পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে স্নান করাইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ৮

সেই সময় একটি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ভদ্রাসনে (কাষ্ঠের চৌকীতে) উপবিষ্ট হইলেন ও চন্দনমিশ্রিত যন্ত্র পূত জলে স্নান করিতে লাগিলেন। ৯

সর্বপ্রথমে বলবান্ ও সুশিক্ষিত পুরুষগণ সক্তুবিন্দু প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত কষায়ের দ্বারা তাঁহার শরীরকে উত্তমরূপে মর্দন করিয়া দিলেন। তাহার পর তিনি অধিবাসিত ও সুগন্ধিত জলে স্নান করিলেন। ১০

তাহার পর তিনি মস্তকের জল শুকাইবার জন্য রাজহংসতুল্য শুভ্র শিথিল ভাবে স্থাপিত মস্তকের আচ্ছাদন-বস্ত্র (পাগড়ী) মস্তকে বেষ্টন করাইলেন। ১১

অনন্তর মহাবাহু যুধিষ্ঠির নিজ সর্বাঙ্গে হরিচন্দন অনুলেপন

জজাপ জপ্যং কৌন্তেয়ঃ সতাং মার্গমনুষ্ঠিতঃ।
তত্রাগ্নিশরণং দীপ্তং প্রবিবেশ বিনীতবৎ ॥ ১৩
সমিদ্ভিঃ সপবিত্রাভিরগ্নিমাহুতিভিস্তথা।
মন্ত্রপূতাভিরর্চিত্বা নিষ্চক্রাম গৃহাৎ ততঃ ॥ ১৪
দ্বিতীয়াং পুরুষব্যাঘ্রঃ কন্যাং নির্গম্য পার্থিবঃ।
ততো বেদবিদো বৃদ্ধানপশ্যদ্ ব্রাহ্মণর্ষভান্ ॥ ১৫
দান্তান্ বেদব্রতস্নাতান্ স্নাতানবভৃতেষু চ।
সহস্রানুচরান্ সৌরান্ সহস্রং চাষ্ট চাপরান্ ॥ ১৬
অক্ষতৈঃ সুমনোভিশ্চ বাচয়িত্বা মহাভুজঃ।
তান্ দ্বিজান্ মধুসর্পির্ভ্যাং ফলৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ সুমঙ্গলৈঃ ॥ ১৭
প্রাদাৎ কাঞ্চনমেকৈকং নিষ্কং বিপ্রায় পাণ্ডবঃ।
অলঙ্কৃতং চাশ্বশতং বাসাংসীষ্টাশ্চ দক্ষিণাঃ ॥ ১৮
তথা গাঃ কপিলা দোহ্যীঃ সবৎসাঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।
হেমশৃঙ্গা রৌপ্যখুরা দত্ত্বা চক্রে প্রদক্ষিণম্। ১৯
স্বস্তিকান্ বর্দ্ধমানাংশ্চ নন্দ্যাবর্ত্তাংশ্চ কাঞ্চনান্।
মাল্যঞ্চ জলকুম্ভাংশ্চ জ্বলিতঞ্চ হুতাশনম্ ॥ ২০
পূর্ণান্যক্ষতপাত্রাণি রুচকং রোচনাস্তথা।
স্বলঙ্কৃতাঃ শুভাঃ কন্যা ঘৃতসর্পির্মধূদকম্ ॥ ২১
মঙ্গল্যান্ পক্ষিণশ্চৈব যচ্চান্যদপি পূজিতম্।
দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা চ কৌন্তেয়ো বাহ্যাং কন্যাং ততোঽগমৎ ॥ ২২
ততস্তত্রাং মহাবাহোস্তিষ্ঠতঃ পরিচারকাঃ।
সৌবর্ণং সর্বতোভদ্রং মুক্তা-বৈদূর্য্যমণ্ডিতম্ ॥ ২৩
পরার্ধ্যাস্তরণাস্তীর্ণং সোত্তরচ্ছদমৃদ্ধিমৎ।
বিশ্বকর্মকৃতং দিব্যমুপজহ্রুর্বরাসনম্ ॥ ২৪
তত্র তস্যোপবিষ্টস্য ভূষণানি মহাত্মনঃ।
উপাজহ্রুর্মহার্হাণি প্রেষ্যাঃ শুভ্রাণি সর্বশঃ ॥ ২৫
মুক্তাভরণবেশস্য কৌন্তেয়স্য মহাত্মনঃ।
রূপমাসীন্মহারাজ দিবস্তাং শোকবর্ধনম্ ॥ ২৬
চামরৈশ্চন্দ্ররশ্ম্যাভৈর্হেমদণ্ডৈঃ সুশোভনৈঃ।
দোধূয়মানৈঃ শুশুভে বিদ্যুদ্ভিরিব তোয়দঃ ॥ ২৭

করত নব বস্ত্র ও পুষ্পমাল্য ধারণ করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিলেন। ১২

সৎপুরুষগণের পথ অনুসরণকারী কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠির জপযোগ্য গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিলেন এবং প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রকাশিত অগ্নিশালায় বিনীতভাবে প্রবেশ করিলেন। ১৩

সেখানে দুইটি পবিত্রের (কুশের দুইটি মাগ্রপত্রের) সহিত সমিধ ও মন্ত্রপূত আহুতিসমূহের দ্বারা অগ্নিদেবের পূজা করিয়া তিনি সেই অগ্নিহোত্র গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ১৪

পুনরায় দ্বিতীয় অন্তঃপুর দ্বার হইতে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির বেদজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শিরোমণিগণকে দর্শন করিলেন। ১৫

ইঁহারা সকলেই জিতেন্দ্রিয়, বেদাধ্যয়নে ব্রতে সুনিপুণ, যজ্ঞানুষ্ঠানে পবিত্র এবং সূর্য্যদেবের উপাসক ছিলেন। ইঁহারা সংখ্যায় এক হাজার আট জন ছিলেন এবং ইঁহাদের সহিত এক হাজার অনুচরও ছিলেন। ১৬

তখন মহাবাহু পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির অক্ষত (আতপচাউল) ও পুষ্পের দ্বারা সেই ব্রাহ্মণগণকে দিয়া স্বস্তিবাচন করাইলেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেককে মধু, ঘৃত ও শ্রেষ্ঠ মাঙ্গলিক ফলসকলের সহিত একটি একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন।

তাহার পর পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির সেই ব্রাহ্মণগণকে সুসজ্জিত একশত অশ্ব, উত্তম বস্ত্র, ইচ্ছানুসারে দক্ষিণা ও বৎস সহ দুগ্ধবতী বহুসংখ্যক কপিলবর্ণের গাভী দান করিলেন। এই সকল গাভীর শৃঙ্গ স্বর্ণ ও খুর রজতে আবৃত ছিল। এই সকল দান করিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে (ব্রাহ্মণ ও বেদজ্ঞগণকে) প্রদক্ষিণ করিলেন। ১৭-১৯

তাহার স্বর্ণনির্ম্মিত স্বস্তিক, বর্দ্ধমান, নন্দ্যাবর্ত্ত, মালা, জলপূর্ণ কলস, প্রজ্বলিত অগ্নি, অক্ষতে পরিপূর্ণ পূর্ণপাত্র, রুচক, গোরোচনা ও আভরণসমূহে বিভূষিত সুন্দরী কন্যাগণ, ঘৃত, মধু, জল, মাঙ্গলিক পক্ষী এবং অন্যান্য যত প্রশস্ত বস্তুসকল দর্শন করিয়াও ইঁহাদের কোন কোন বস্তুকে স্পর্শ করত কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির বাহির প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। ২০-২২

সেই কক্ষ্যায় অবস্থিত মহাবাহু যুধিষ্ঠিরের পরিচারকগণ তাঁহার জন্য স্বর্ণনির্ম্মিত একটি সর্ব্বতোভদ্রনামক শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিল, যাহাতে মুক্তা ও বৈদূর্য্যমণি জড়ান ছিল। ইহার উপর বহুমূল্য আস্তরণ পাতা ছিল। এই দিব্য ও শত্রুবিনাশী সিংহাসন সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ২৩-২৪

ইহাতে উপবিষ্ট মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরের এই সব সেবকগণ তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে উজ্জ্বল ও বহুমূল্য আভরণ উপহাররূপে প্রদান করিল। ২৫

মহারাজ! মুক্তাময় আভরণসমূহে বিভূষিত মহাত্মা কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের তখন সেই সময় সকলগণের শোকবর্দ্ধন করিতেছিল। ২৬

চন্দ্ররশ্মিতুল্য শুভ্র ও সুবর্ণময় দণ্ডবিশিষ্ট সুন্দর শোভাশালী বহু চামর তখন আন্দোলিত হইতে ছিল। তাহাতে রাজা

সংস্তূয়মানঃ সূতৈশ্চ বন্দ্যমানশ্চ বন্দিভিঃ।
উপগীয়মানো গন্ধর্বৈরাত্তে স্ম কুরুনন্দনঃ॥ ২৮
ততো মুহূর্তাদাসীৎ স্তুমুলানাং স্বনো মহান্।
নেমিঘোষশ্চ রথিনাং খুরঘোষশ্চ বাজিনাম্॥ ২৯
হ্রাদেন গজঘণ্টানাং শঙ্খানাং নিনদেন চ।
নরাণাং পদশব্দৈশ্চ কম্পতীব স্ম মেদিনী॥ ৩০
ততঃ শুদ্ধান্তমাসাদ্য জাম্বুভাং ভূতলে স্থিতঃ।
শিরসা বন্দনীয়ঃ তমভিবাদ্য জনেশ্বরম্॥ ৩১
কুণ্ডলী বদ্ধনিস্ত্রিংশঃ সন্নদ্ধকবচো যুবা।
অভিপ্রণম্য শিরসা দ্বাঃস্থো ধর্মাত্মজায় বৈ॥ ৩২
স্তবেদদ্ধবীকেশমুপযান্তং মহাবনে।
সোঽব্রবীৎ পুরুষব্যাঘ্রঃ স্বাগতেনৈব মাধবম্॥ ৩৩
অর্ঘ্যং চৈবাসনং চাস্মৈ দীয়তাং পরমার্চিতম্।
ততঃ প্রবেশ্য বার্ষ্ণেয়মুপবেশ্য বরাসনে।
পূজয়ামাস বিধিবদ্ ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি প্রতিজ্ঞাপর্বণি যুধিষ্ঠিরসজ্জতায়াং
ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮২

যুধিষ্ঠিরের এরূপ শোভা হইতেছিল, যেরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি মেঘ মুক্তোদিত হইয়া থাকে। ২৭

সেই সময় সূতগণ তাঁহার স্তব করিতেছিল, বন্দীরা বন্দনা করিতেছিল এবং গন্ধর্বগণ তাঁহার যশোগান করিতেছিল। এই সবের দ্বারা পরিবৃত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির সেখানে বিরাজমান ছিলেন। ২৮

তাহার পর মুহূর্তকালের মধ্যেই রথসকলের তীব্র শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। রথী বীরগণের রথসকলের চক্রসমূহের ঘর্ঘর শব্দ এবং অশ্বগণের খুরোত্থিত ঘট্‌ঘট্ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। ২৯

হস্তিগণের ঘণ্টাসমূহের ঠন্‌ঠন্ শব্দ, শঙ্খসকলের ধ্বনি ও পদাতি সৈন্যের পাদক্ষেপ শব্দে এই পৃথিবী তখন কাঁপিতে লাগিল। ৩০

এই সময় কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল ধারণ ও কটিতে (কোমরে) তরবারি বন্ধন করিয়া বক্ষঃস্থলে কবচ ধারণকারী এক তরুণ দ্বারপাল সেই কক্ষামধ্যে প্রবেশ করত ভূতলে দুই হাত পাতিয়া বন্দনীয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম পূর্বক ধর্মপুত্র মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করিল যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইয়াছেন। ৩১-৩২

তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দ্বারপালকে বলিলেন,—তুমি মাধবকে স্বাগত জানাইয়া এখানে আনয়ন কর এবং বহুমূল্য ও অত্যুত্তম আসন একটি প্রদান কর। ৩৩

সেই সময় দ্বারপাল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অন্তঃপুরে লইয়া আসিয়া একটি শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করাইল। তাহার পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ংই বিধি অনুসারে তাঁহার পূজা করিলেন। ৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত প্রতিজ্ঞাপর্বে যুধিষ্ঠিরের সুসজ্জিত হওয়া বিষয়ক ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্য প্রতিজ্ঞাসফলতায়ৈ শ্রীকৃষ্ণসমীপে যুধিষ্ঠিরস্য প্রার্থনা, শ্রীকৃষ্ণেন তস্মৈ আশ্বাসদানঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা প্রতিনন্দ্য জনার্দনম্।
উবাচ পরমপ্রীতঃ কৌন্তেয়ো দেবকীসুতম্॥ ১

সুখেন রজনী ব্যুষ্টা কচ্চিৎ তে মধুসূদন।
কচ্চিজ্জ্ঞানানি সর্বাণি প্রসন্নানি তবাচ্যুত॥ ২

বাসুদেবোঽপি তদ্বাক্যং পর্য্যপৃচ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরম্।
ততশ্চ প্রকৃতীঃ কৃত্বা সুবেদমুপস্থিতাঃ॥ ৩

অনুজ্ঞাতশ্চ রাজ্ঞা স প্রাবেশয়ত তং জনম্।
বিরাটং ভীমসেনঞ্চ দৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ সাত্যকিম্॥ ৪

চেদিপং ধৃষ্টকেতুঞ্চ দ্রুপদঞ্চ মহারথম্।
শিখণ্ডিনং যমৌ চৈব চেকিতানং সকেকয়ম্॥ ৫

যুযুৎসুং চৈব কৌরব্যং পাঞ্চাল্যং চোত্তমৌজসম্।
যুধামন্যুং সুবাহুঞ্চ দ্রৌপদেয়াংশ্চ সর্বশঃ॥ ৬

এতে চান্যে চ বহবঃ ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়র্ষভম্।
উপতস্থুর্মহাত্মানং বিবিধুচ্চাসনে শুভে॥ ৭

একশ্মিন্নাসনে বীরাবুপবিষ্টৌ মহাবলৌ।
কৃষ্ণশ্চ যুযুধানশ্চ মহাত্মানৌ মহাদ্যুতী॥ ৮

ততো যুধিষ্ঠিরস্তেষাং শৃণ্বতাং মধুসূদনম্।
অব্রবীৎ পুণ্ডরীকাক্ষমাভাষ্য মধুরং বচঃ॥ ৯

একং ত্বাং বয়মাশ্রিত্য সহস্রাক্ষমিবামরাঃ।
প্রার্থয়ামো জয়ং যুদ্ধে শাশ্বতানি সুখানি চ॥ ১০

ত্বং হি রাজ্যবিনাশঞ্চ বিবাসঞ্চ নিরাকৃতিম্।
ক্লেশাংশ্চ বিবিধান্ কৃষ্ণ সর্বাংস্তানপি বেত্থ নঃ॥ ১১

ত্বয়ি সর্বেশ সর্বেষামস্মাকং ভক্তবৎসল।
সুখমারব্ধমত্যর্থং যাত্রা চ মধুসূদন॥ ১২

স তথা কুরু বার্ষ্ণেয় যথা ত্বয়ি মনো মম।
অর্জুনস্য যথা সত্যা প্রতিজ্ঞা স্যাচ্ছিবিষ্যতি॥ ১৩

স ভবাংস্তারয়স্বাস্মাদ্ দুঃখামর্ষমহার্ণবাৎ।
পারং তিতীর্ষতামদ্য প্লবো ন ভব মাধব॥ ১৪

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

[অর্জুনের প্রতিজ্ঞা সফলতার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাঁহাকে আশ্বাসদান।]

অর্জুন বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর যুদ্ধবীরমার রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া দেবকীনন্দন জনার্দনকে অভিনন্দিত করত জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

মধুসূদন! আপনার রাত্রি সুখে অতিবাহিত হইয়াছে ত'? হে অচ্যুত! আপনার জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল প্রসন্ন আছে ত'? ২

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে সময়োচিত প্রশ্ন করিলেন। তাহার পর সেবকগণ আসিয়া জানাইল যে, মন্ত্রী ও সেনাপতি প্রভৃতি সকলে উপস্থিত হইয়াছেন। ৩

সেই সময় মহারাজের অনুমতি পাইয়া বিরাট, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু, মহারথী, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, চেকিতান, কেকয়রাজপুত্র, কুরুবংশীয় যুযুৎসু, পাঞ্চাল বীর উত্তমৌজা, যুধামন্যু, সুবাহু এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র—ইহাদের সকলকেও দ্বারপাল অন্তঃপুরে লইয়া আসিল। ৪-৬

ইহারা এবং আরও বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সেবায় উপস্থিত ইহারা সুন্দর আসনে উপবেশন করিলেন। ৭

মহাবল ও মহাতেজস্বী মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এবং সাত্যকি এই দুই বীর একই আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। ৮

তখন যুধিষ্ঠির এই সব লোককে শুনাইতে শুনাইতে অম্বুজ-লোচন মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া মধুর বাণীতে বলিতে লাগিলেন। ৯

প্রভো! যেরূপ দেবগণ ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমরাও একমাত্র আপনারই আশ্রয় গ্রহণ করত যুদ্ধে জয়লাভ ও অক্ষয় সুখলাভ করিতে চাই। ১০

হে কৃষ্ণ! শত্রুরা যে আমাদের রাজ্যকে নষ্ট করিয়া দিয়া তিরস্কার (অপমান) করিয়াছে এবং নানাবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়াছে, সে সমস্ত আপনি ভালভাবেই অবগত আছেন। ১১

হে সর্বেশ্বর! হে ভক্তবৎসল! হে মধুসূদন! আমাদের সকলেরই সুখ ও জীবনযাত্রা পূর্ণরূপে আপনারই অধীনে আছে। ১২

বৃষ্ণিবংশধর! আমাদের মন আপনারই উপরেই আসক্ত আছে। অতএব আপনি এরূপ করুন, যাহাতে অর্জুনের অতীষ্ট প্রতিজ্ঞা সত্য হয়। ১৩

মাধব! আজ এই দুঃখ ও অমর্ষের মহাসাগর পার হইতে

ন হি তৎ কুরুতে সংখ্যে রথী রিপুবরোত্তমঃ।
যথা বৈ কুরুতে কৃষ্ণ সারথির্যদুনান্বিতঃ॥ ১৫
যথৈব সর্বাপদ্ভ্যস্ত্বং পাসি কৃষ্ণান্ জনার্দন।
তথৈবাস্মান্ মহাবাহো বৃজিনাৎ ত্রাতুমর্হসি॥ ১৬
তমগাধেঽপ্লবে মগ্নান্ পাণ্ডবান্ কুরুসাগরে।
সমুদ্ধর প্লবো ভূত্বা শঙ্খ-চক্র-গদাধর॥ ১৭
নমস্তে দেবদেবেশ সনাতন বিশাম্পতে।
বিষ্ণো জিষ্ণো হরে কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম॥ ১৮
নারদস্ত্বাং সমাচষ্টে পুরাণমৃষিসত্তমম্।
বরদং শার্ঙ্গিণং শ্রেষ্ঠং তৎ সত্যং কুরু মাধব॥ ১৯
ইত্যুক্তঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ধর্মরাজেন সংসদি।
তোয়মেঘস্বনো বাগ্মী প্রত্যুবাচ যুধিষ্ঠিরম্॥ ২০

বাসুদেব উবাচ।

সামরেষ্বপি লোকেষু সর্বেষু ন তথাবিধঃ।
শরাসনবরঃ কশ্চিদ্ যথা পার্থো ধনঞ্জয়ঃ॥ ২১
বীর্যবানস্ত্রসম্পন্নঃ পরাক্রান্তো মহাবলঃ।
যুদ্ধনৈপুণ্যসম্পন্নঃ পরাক্রান্তো মহাবলঃ।
যুদ্ধনৈপুণ্যসম্পন্নঃ সদামর্ষী তেজসা পরমো নৃণাম্॥ ২২
স যুবা বৃষভস্কন্ধো দীর্ঘবাহুর্মহাবলঃ।
সিংহবিক্রান্তগতিঃ শ্রীমান্ দ্বিষতস্তে চমূমুখে॥ ২৩
অহঞ্চ তৎ করিষ্যামি যথা কুন্ত্যাঃ সুতোঽর্জুনঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য সৈন্যানি ধক্ষ্যত্যগ্নিরিবেন্ধনম্॥ ২৪
অদ্য তং পাপকর্মাণং ক্ষুদ্রং সৌভদ্রঘাতিনম্।
অপুনর্দর্শনং মার্গমিষুভিঃ ক্ষেপ্যতেঽর্জুনঃ॥ ২৫
তস্যাস্ত্রে গৃধ্রাঃ শ্যেনাশ্চ চণ্ডবোমায়বস্তথা।
ভক্ষয়িষ্যন্তি মাংসানি যে চান্যে পুরুষাদকাঃ॥ ২৬
যদ্যপি দেবা গোপ্তারঃ সেন্দ্রাঃ সর্বে তথাপ্যসৌ।
রাজধানীং যমস্যাদ্য হতঃ প্রাপ্যতি সঙ্কুলে॥ ২৭

অভিলাষী আমাদের জন্য আপনি নৌকা তুল্য হউন। আপনিই আমাদের এই সঙ্কট হইতে সর্বতোভাবে উদ্ধার করুন॥ ১৪

হে কৃষ্ণ! সংগ্রামে শত্রুবধের জন্য উদ্যত রথী বীরও যেরূপ কার্য করিতে সমর্থ হন্ না, যেরূপ কার্য করিতে প্রবরশীল সারথি উহা করিয়া দেখাইতে পারে॥ ১৫

মহাবাহু জনার্দন! যেরূপ বৃষ্ণিবংশীয়গণকে আপনি সর্বপ্রকার বিপদ হইতে পরিত্রাণ করেন, সেইরূপ আমাদিগকেও আজ এই সঙ্কট হইতে রক্ষা করুন॥ ১৬

শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী পরমেশ্বর! নৌকাহীন অগাধ কৌরব-সাগরে নিমগ্ন পাণ্ডবগণকে আপনি স্বয়ং নৌকা হইয়া উদ্ধার করুন॥ ১৭

শত্রুনাশক! সনাতন দেবদেবেশ্বর! আপনি সর্বব্যাপক মহাবীর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। আপনার সর্বপ্রকার কুশলই চলিয়া গিয়াছে। আপনাকে নমস্কার॥ ১৮

হে মাধব! দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন যে, আপনি শার্ঙ্গধনুর্ধারী, সর্বোত্তম, বরদায়ক, পুরাতন ঋষিশ্রেষ্ঠ নারায়ণ। তাঁহার এই বাক্য আপনি সত্য করিয়া দেখান॥ ১৯

সেই রাজসভায় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর উত্তম বক্তা কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সজল মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীর বাক্যে এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেন॥ ২০

বাসুদেব কহিলেন,—রাজন্! দেবগণ সহ সমস্ত লোক এরূপ কোন ব্যক্তির বীর নাই, যেরূপ আপনার ভ্রাতা কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়॥ ২১

যে শক্তিশালী, অস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, পরাক্রমী, মহাবলবান্, যুদ্ধনিপুণ, সদা অমর্ষশীল এবং মনুষ্যগণের পরম তেজস্বী॥ ২২

অর্জুনের স্কন্ধ বৃষভের স্কন্ধের ন্যায় মাংসল, বাহুদ্বয় দীর্ঘ, তাঁহার গতিও সিংহসদৃশ, যে মহাশক্তিধর, যুবক ও শ্রীসম্পন্ন; অতএব সে আপনার শত্রুদিগকে অবশ্যই ধ্বংস করিবে॥ ২৩

আমিও তাহাই করিব, যাহাতে কুন্তীনন্দন অর্জুন দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্যদিগকে অগ্নানলে ইন্ধনের ন্যায় ভস্ম করিতে পারে, যে ভাবে অগ্নি কাষ্ঠকে ভস্ম করিয়া থাকে॥ ২৪

আজ সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর হন্তাকারী সেই নীচ পাপী জয়দ্রথকে অর্জুন স্বীয় বাণসমূহে সেই পথে চালিত করিয়া দিবে, যে পথে যাইলে জীবকে পুনরায় এই লোকে দেখিতে পাওয়া যায় না॥ ২৫

আজ গৃধ্র, বাজ, ক্রুদ্ধ শৃগাল এবং নরখাদক অন্যান্য পক্ষিগণ জয়দ্রথের মাংস ভক্ষণ করিবে॥ ২৬

যদি ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবগণও তাহার রক্ষার জন্য উপস্থিত হন, তাহা হইলেও তাঁহারাও আজ যুদ্ধে নিহত হইয়া যমরাজের রাজধানীতে অবশ্যই গমন করিবেন॥ ২৭

নিহত্য সৈন্ধবং জিষ্ণুরস্তু বামুপযান্ততি।
বিশোকো বিজ্বরো রাজন্ ভব ধৃতিমুরস্কৃতঃ। ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি প্রতিজ্ঞাপর্ব্বণি শ্রীকৃষ্ণবাক্যে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৮৩

নিকট আগমন করিবে। আপনি ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া শোক ও চিন্তা ত্যাগ করুন। ২৮

রাজন্! আজ অরাতিগণ অর্জুন অরক্ষিতকে বধ করিয়াই আপনার

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত প্রতিজ্ঞাপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যবিন্যাস ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনায় যুধিষ্ঠিরস্যাশীর্ব্বাদদানম্, অর্জুনস্য স্বপ্নবৃত্তান্তং শ্রুত্বা সর্ব্বেষামেব সুহৃদাং প্রসন্নতা, সাত্যকিনা কৃষ্ণেন চ সহ রথমারুহ্যার্জুনস্য রণযাত্রা, যুধিষ্ঠিরং রক্ষিতুং ধনঞ্জয়বাক্যেন সাত্যকের্গমনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তথা তু বদতাং তেষাং প্রাদুরাসীদ্ ধনঞ্জয়ঃ।
দিদৃক্ষুর্ভরতশ্রেষ্ঠং রাজানং স সুহৃদ্‌গণম্। ১
তং নিবিষ্টং শুভাং কক্ষ্যামভিবন্দ্যাগ্রতঃ স্থিতম্।
তমুত্থায়ার্জুনং প্রেম্না সম্বন্ধে পাণ্ডবর্ষভঃ। ২
মূর্ধ্নি চৈনমুপাঘ্রায় পরিষজ্য চ বাহুনা।
আশিষঃ পরমাঃ প্রোচ্য স্বয়মানোঽভ্যভাষত। ৩
ব্যক্তমর্জুনং সংগ্রামে ধ্রুবস্তে বিজয়ো মহান্।
যাদৃগ্‌রূপা চ তে চ্ছায়া প্রসন্নশ্চ জনার্দনঃ। ৪

তমব্রবীৎ ততো বিষ্ণুর্বচনাশ্চর্য্যমুত্তমম্।
দৃষ্টবানস্মি ভদ্রং তে কেশবস্য প্রসাদজম্। ৫
ততস্তৎ কথয়ামাস যথা দৃষ্টং ধনঞ্জয়ঃ।
আশ্বাসনার্থং সুহৃদাং ত্র্যম্বকেণ সমাগমম্। ৬
ততঃ শিরোভিরবনিং স্পৃষ্ট্বা সর্বে চ বিস্মিতাঃ।
নমস্কৃত্য বৃষাঙ্কায় সাধু সাধ্বিত্যথাব্রুবন্। ৭
অনুজ্ঞাতাস্ততঃ সর্বে সুহৃদো ধর্মসূনুনা।
ত্বরমাণাঃ সুসন্নদ্ধা হৃষ্টা যুদ্ধায় নির্যযুঃ। ৮

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

[অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের আশীর্ব্বাদদান, অর্জুনের স্বপ্ন শুনিয়া সমস্ত সুহৃদ্‌গণের প্রসন্নতা, সাত্যকি ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত রথে আরোহণ করিয়া অর্জুনের রণযাত্রা এবং যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার জন্য অর্জুনের বাক্যে সাত্যকির গমন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এই ভাবে সেই সমস্ত নৃপগণের যে যখন আলোচনা হইতেছিল, সেই সময় সুহৃদ্‌বর্গের সহিত ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিবার জন্য অর্জুন সেখানে উপস্থিত হইলেন। ১

সেই সুন্দর কক্ষ্যামধ্যে প্রবেশ করিয়া অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির উঠিয়া তাঁহাকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিলেন। ২

তারপর তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া এবং এক বাহুতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া যুধিষ্ঠির অর্জুনকে উত্তম আশীর্ব্বাদ দান করিতে করিতে ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন। ৩

অর্জুন! আজ রণাঙ্গনে তোমার নিশ্চয়ই মহান্ জয়লাভ হইবে, ইহা স্পষ্টভাবেই দেখা যাইতেছে; কারণ, ইহার অনুরূপ তোমার মুখকান্তি আছে এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও প্রসন্ন আছেন। ৪

তখন অমিত অর্জুন বলিলেন,—রাজন্! আপনার কল্যাণ হউক। আজ আমি অতিশয় উত্তম ও আশ্চর্য্যজনক এক স্বপ্ন দেখিয়াছি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতেই এরূপ স্বপ্ন দর্শন হইয়াছে। ৫

তারপর ধনঞ্জয় সুহৃদ্‌বর্গকে আশ্বাস দানের জন্য যেভাবে ভগবান্ ত্রিলোচন শঙ্করের সহিত মিলনের স্বপ্ন তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিলেন। ৬

এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সেখানে উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য্যচকিত হইয়া উঠিলেন এবং সকলেই ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া ভগবান্ শঙ্করকে প্রণাম করত বলিলেন—উত্তম কথা উত্তম কথা। ৭

তখন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা লইয়া কবচ ধারণ করত সমস্ত সুহৃদ্‌গণই প্রীতিচিত্তে অতি সত্বর যুদ্ধের জন্য সেখান হইতে বহির্গত হইলেন। ৮

অভিবাদ্য তু রাজানং যুযুধানাচ্যুতার্জুনাঃ।
স্থষ্টা বিনির্যযুস্তে বৈ যুধিষ্ঠিরনিবেশনাৎ ॥ ৯
রথেনৈকেন দুর্ধর্ষৌ যুযুধান-জনার্দনৌ।
জগ্মতুঃ সহিতৌ বীরাবর্জুনস্য নিবেশনম্ ॥ ১০
তত্র গত্বা হৃষীকেশঃ কল্পয়ামাস সুব্রতঃ।
রথং রথবরস্যাজৌ বানরর্ষভলক্ষণম্ ॥ ১১
স মেঘসমনির্ঘোষস্তপ্তকাঞ্চনসপ্রভঃ।
বভৌ রথবরঃ শ্রীমান্ শিতেন্দিবসকৃদ্ যথা ॥ ১২
ততঃ পুরুষশার্দূলঃ সজ্জং সজ্জপুরঃসরঃ।
কৃতাহ্নিকায় পার্থায় স্থবেদয়ত তং রথম্ ॥ ১৩
তং তু লোকবরঃ পুংসাং কিরীটী হেমবর্মভৃৎ।
চাপবাণধরো বাহং প্রদক্ষিণমবর্তত ॥ ১৪
তপোবিদ্যাবয়োবৃদ্ধৈঃ ক্রিয়াবদ্ভির্জিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
স্তূয়মানো জয়াশীর্ভিরারুরোহ মহারথম্ ॥ ১৫

তৈস্তৈঃ সংগ্রামিকৈর্মন্ত্রৈঃ পূর্বমেব রথোত্তমম্।
অভিমন্ত্রিতমর্চিষ্মদ্ভাস্করো যথা ॥ ১৬
স রথে রথিনাং শ্রেষ্ঠঃ কাঞ্চনে কাঞ্চনাবৃতঃ।
বিবলৌ বিমলোঽচিষ্মান্ মেরাবিব দিবাকরঃ ॥ ১৭
অথারুরুহতুঃ পার্শ্বং যুযুধানজনার্দনৌ।
শর্য্যাতের্যজ্ঞমায়ান্তৌ যথেন্দ্রং দেবমশ্বিনৌ ॥ ১৮
অথ জগ্রাহ গোবিন্দো রশ্মীন্ রশ্মিবিদাং বরঃ।
মাতলির্যাদবস্যেব বৃত্রং হন্তুং প্রযাস্যতঃ ॥ ১৯
স তাভ্যাং সহিতঃ পার্থো রথপ্রবরমাস্থিতঃ।
সহিতৌ বৃষভস্কাভ্যাং ভগো নিম্নমিব যথা শশী ॥ ২০
সৈন্ধবস্য বধং প্রেপ্সুঃ প্রযাতঃ শত্রুপূগহা।
সহায়ূপতিভির্ব্রাভ্যাং যজ্ঞেশ্রস্যারকামযে ॥ ২১
ততো বাদিত্রনির্ঘোষৈর্বাঙ্গল্যৈশ্চ স্বনৈঃ শুভৈঃ।
প্রযাস্যমর্জুনং বীরং মাগধাশ্চৈব তুষ্টুবুঃ ॥ ২২

তাহার পর রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করত সাত্যকি, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন আনন্দিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের শিবির হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৯

দুর্ধর্ষ বীর সাত্যকি ও শ্রীকৃষ্ণ একই রথে আরোহণ করিয়া এক সঙ্গে অর্জুনের শিবিরে গমন করিলেন ॥ ১০

সেখানে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক সাধারণ সারথির ন্যায় রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুনের বানরোত্তম হনুমানের চিহ্নযুক্ত ধ্বজবিশিষ্ট রথকে যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত করিলেন ॥ ১১

মেঘসদৃশ গম্ভীর শব্দকারী ও তপ্ত সুবর্ণতুল্য প্রভায় উদ্ভাসিত সেই সর্বতোভাবে সুসজ্জিত রথ প্রাতঃকালীন সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥ ১২

তদনন্তর যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত পুরুষগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য কর্মসকল সম্পন্ন করিয়া উপবিষ্ট অর্জুনকে জানাইলেন যে, রথ প্রস্তুত হইয়াছে ॥ ১৩

তখন পুরুষগণের মধ্যে প্রধান লোকবর অর্জুন স্বর্ণময় কবচ এবং কিরীট ধারণ করত ধনুর্বাণ গ্রহণ পূর্বক সেই রথকে প্রদক্ষিণ করিলেন ॥ ১৪

সেই সময় তপস্যা, বিদ্যা ও বয়সে বৃদ্ধ, ক্রিয়াশীল, জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বিজয়সূচক আশীর্বাদ প্রদান করিতে করিতে তাঁহার স্তুতিমূলক প্রশংসা করিতে ছিলেন। তাঁহাদের কৃত সেই স্তুতি শ্রবণ করিতে করিতে অর্জুন বিশালরথে আরোহণ করিলেন ॥ ১৫

সেই উত্তম রথকে পূর্বেই বিজয়সাধক মন্ত্রসমূহের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করা হইয়াছিল। এতাদৃশ রথে আরোহণ করিয়া তেজস্বী অর্জুন উদয়াচলে আরূঢ় সূর্যসদৃশ প্রতীত হইতে ছিলেন ॥ ১৬

সুবর্ণময় কবচে আবৃত হইয়া সেই স্বর্ণময় রথে আরূঢ় রথিশ্রেষ্ঠ উজ্জ্বল কান্তিধারী তেজস্বী অর্জুন মেরুপর্বতের উপরে প্রকাশিত সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৭

অর্জুন রথে উপবেশন করিবার পর সাত্যকি ও শ্রীকৃষ্ণও সেই রথে আরোহণ করিলেন, ইহাতে মনে হইতে লাগিল—রাজা শর্য্যাতির যজ্ঞে আগমনরত ইন্দ্রের সহিত দুই অশ্বিনী-কুমারও আগমন করিতেছেন ॥ ১৮

তারপর অশ্বরশ্মি-ধারণ বিদ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান্ গোবিন্দ অশ্বসকলের রশ্মি (লাগাম) সেইভাবে ধারণ করিলেন, যেরূপ মাতলি বৃত্রাসুরকে বধ করিবার জন্য গমনরত ইন্দ্রের রথাশ্ব-সকলের রশ্মি ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৯

সাত্যকি ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের সহিত সেই শ্রেষ্ঠ রথে উপবিষ্ট অর্জুন বুধ ও শুক্রের সহিত স্থিত অন্ধকারনাশক চন্দ্রের ন্যায় শোভাধারণ করিয়াছিলেন ॥ ২০

শত্রুসমূহনাশকারী অর্জুন যখন সাত্যকি ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিবার জন্য প্রস্থিত হইলেন, তখন বরুণ ও মিত্রের সহিত ভারকাময় সংগ্রামে গমনরত ইন্দ্রের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ॥ ২১

সঞ্জয়ানীকং সপুণ্যাহং সূতমাগধনিঃস্বনঃ।
যুক্তো বাদিত্রঘোষেণ তেষাং হর্ষকরোঽভবৎ ॥ ২৩
তমনুপ্রযতো বায়ুঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুভঃ।
ববৌ সংহর্ষয়ন্ পার্থং দ্বিষতশ্চাপি শোষয়ন্ ॥ ২৪
ততস্তস্মিন্ ক্ষণে রাজন্ বিবিধানি শুভানি চ।
প্রাদুরাসন্ নিমিত্তানি বিজয়ায় বহূনি চ।
পাণ্ডবানাং জয়ায়ানাং বিপরীতানি চাহিব ॥ ২৫
দৃষ্ট্বা জুগুপ্সে নিমিত্তানি বিজয়ায় প্রদক্ষিণম্।
যুযুধানং মহেষ্বাসমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৬
যুযুধানাস্ত যুদ্ধে যে দৃশ্যন্তে বিজয়ো ধ্রুবঃ।
তথা হীমানি লিঙ্গানি দৃশ্যন্তে শিনিপুঙ্গব ॥ ২৭
সোঽহং তত্র গমিষ্যামি যত্র সৈন্ধবকো নৃপঃ।
বিধাস্যমলোকায় মম বীর্যং প্রতীক্ষতে ॥ ২৮
যথা পরমকং কৃত্যং সৈন্ধবস্য বধে মম।
তথৈব সুমহৎ কৃত্যং ধর্মরাজস্য রক্ষণম্ ॥ ২৯
স ত্বমদ্য মহাবাহো রাজানং পরিপালয়।
যথৈব হি ময়া গুপ্তস্তয়া গুপ্তো ভবেৎ তথা ॥ ৩০
ন পশ্যামি চ তং লোকে যস্ত্বাং যুদ্ধে পরাজয়েৎ।
বাসুদেবসমং যুদ্ধে ত্বয়মপ্যমরেশ্বরঃ ॥ ৩১
ত্বয়ি চাহং পরাবজ্ঞঃ প্রদ্যুম্নে বা মহারথে।
শত্রূণাং সৈন্ধবং হন্তুমনপেক্ষো নরর্ষভ ॥ ৩২
ময়াপেক্ষা ন কর্তব্যা কথঞ্চিদপি সাত্বত।
রাজন্যেব পরা গুপ্তিঃ কার্যা সর্বাত্মনা ত্বয়া ॥ ৩৩
ন হি যত্র মহাবাহুর্বাসুদেবো ব্যবস্থিতঃ।
কিঞ্চিদ্ ব্যাপদ্যতে তত্র যত্রাহমপি চ ধ্রুবম্ ॥ ৩৪
এবমুক্তস্তু পার্থেন সাত্যকিঃ পরবীরহা।
তত্রৈত্যুক্ত্বাগমৎ তত্র যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি প্রতিজ্ঞাপর্বণি অর্জুনবাক্যে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৪

তদনন্তর মাগধগণ রণবাদ্যসমূহের শব্দ এবং শুভ ও মাঙ্গলিক স্তুতির সহিত প্রস্থিত বীর অর্জুনের স্তব করিতে থাকিল ॥ ২২

বিজয়সূচক আশীর্বাদ ও পুণ্যাহবাচনের সহিত সূত, মাগধ ও বন্দীদিগের শব্দ রণবাদ্য ধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া সকলের যুদ্ধোৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিল ॥ ২৩

অর্জুনের যুদ্ধযাত্রার সময় পশ্চাদ্ভাগ হইতে মঙ্গলময় পবিত্র এবং সুগন্ধযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, যাহা অর্জুনের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে তাঁহার শত্রুগণকে শোষণ করিতেছিল ॥ ২৪

মাননীয় মহারাজ! সেই সময় বহুসংখ্যক শুভকর লক্ষণসমূহ প্রকাশ হইতেছিল, যাহারা পাণ্ডবগণের বিজয় ও আপনার সৈন্যদের পরাজয় সূচনা করিতেছিল ॥ ২৫

অর্জুন বাম দক্ষিণভাগে সেই বিজয়সূচক শুভময় লক্ষণসকল দর্শন করিয়া মহাবলবান সাত্যকিকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৬

শিনিপ্রবর যুযুধান! আজ যেরূপ শুভ লক্ষণসকল দেখা যাইতেছে, ইহাতে যুদ্ধে আমার নিশ্চিত বিজয়লাভই সূচীগোচর হইতেছে ॥ ২৭

অতএব আমি সেখানে গমন করিব, যে স্থানে সিন্ধুরাজ অস্ত্রবল যমলোকে যাইবার ইচ্ছায় আমার পরাক্রমের প্রতীক্ষা করিতেছে ॥ ২৮

আমার পক্ষে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের বধ যেরূপ এক মহৎ কার্য্য, সেইরূপ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করাও এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ মহৎ কার্য্য ॥ ২৯

মহাবাহো! আজ তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরকে সর্বতোভাবে রক্ষা কর। যেরূপে তিনি আমার দ্বারা সুরক্ষিত থাকেন, সেইরূপ তিনি তোমার দ্বারাও সুরক্ষিত থাকিতে পারিবেন ॥ ৩০

আমি এজগতে এরূপ কোন বীরকে দেখিতে পাইতেছি না, যিনি যুদ্ধে তোমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন। তুমি রণক্ষেত্রে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই তুল্য পরাক্রমশালী। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও তোমাকে পরাজিত করিতে পারিবেন না ॥ ৩১

নরশ্রেষ্ঠ! এই কার্য্য বিষয়ে আমি তোমার উপর ও মহারথী প্রদ্যুম্নের উপরেই সর্বতোভাবে আস্থা রাখিতে পারি। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের বধ ভ' আমি কাহারও কোন সাহায্য ব্যতীতই করিতে পারিব ॥ ৩২

হে সাত্বতসংকর্ষণ! তুমি কোন রূপেই আমার অনুসরণ করিও না। তোমাকে সর্বতোভাবে রাজা যুধিষ্ঠিরেরই রক্ষাকার্য্য করিতে হইবে ॥ ৩৩

যে স্থানে মহাবাহু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান এবং আমি উপস্থিত, সে স্থানে অবশ্যই কোন কার্য্য ব্যাহত হইবে না ॥ ৩৪

অর্জুন এই কথা বলিলে পর শত্রুবীরঘাতী সাত্যকি "আচ্ছা, তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির অবস্থান করিতেছেন, সেখানে গমন করিলেন ॥ ৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত প্রতিজ্ঞাপর্বে অর্জুনের বাক্যবিষয়ক চতুরশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(জয়দ্রথবধ-পর্ব)

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রস্য বিলাপঃ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

যোধৃতে কিমকার্ষুস্তে দুঃখশোকসমন্বিতাঃ।
অভিমন্যৌ হতে তত্র কে বাযুধ্যন্ত মামকাঃ ॥ ১

জানন্তস্তস্য কর্মাণি ক্ষুরতঃ সব্যসাচিনঃ।
কথং তৎ কিল্বিষং কৃত্বা নির্ভয়া ব্রূহি মামকাঃ ॥ ২

পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং ক্রুদ্ধং মৃত্যুমিবান্তকম্।
আয়ান্তং পুরুষব্যাঘ্রং কথং প্রত্যুদয়ুরাহবে ॥ ৩

কপিরাজধ্বজং সংখ্যে বিধুন্বানং মহদ্ ধনুঃ।
দৃষ্ট্বা পুত্রপরিত্রাণং কিমকুর্বত মামকাঃ ॥ ৪

কিং নু সঞ্জয় সংগ্রামে বৃত্তং দুর্যোধনং প্রতি।
পরিদেবো মহানদ্য শ্রুতো মে নাভিনন্দনম্ ॥ ৫

বহূবুর্ষে মনোগ্রাহ্যাঃ শব্দাঃ শ্রুতিসুখাবহাঃ।
ন শ্রূয়ন্তেঽদ্য সর্বে তে সৈন্ধবস্য নিবেশনে ॥ ৬

স্তুবতাং নাদ্য শ্রূয়ন্তে পুত্রাণাং শিবিরে মম।
সূতমাগধসঙ্ঘানাং নর্তকানাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ৭

শব্দেন নাদিতাভীক্ষ্ণমভবদ্ যত্র মে শ্রুতিঃ।
দীনানামদ্য তং শব্দং ন শৃণোমি সমীরিতম্ ॥ ৮

নিবেশনে সভাজ্ঞতঃ সোমদত্তস্য সঞ্জয়।
আসীনোঽহং পুরা তাত শব্দমশ্রৌষমুত্তমম্ ॥ ৯

তদদ্য পুণ্যহীনোঽহমার্তস্বরনিনাদিতম্।
নিবেশনং গতোৎসাহং পুত্রাণাং মম শৃণ্বে ॥ ১০

বিবিংশতের্দুর্মুখস্য চিত্রসেন-বিকর্ণয়োঃ।
অন্যেষাঞ্চ সুতানাং মে ন তথা শ্রূয়তে ধ্বনিঃ

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা যং শিষ্যাঃ পর্যুপাসতে।
দ্রোণপুত্রং মহেষ্বাসং পুত্রাণাং মে পরায়ণম্ ॥ ১১

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! অভিমন্যু নিহত হইলে পর দুঃখ ও শোকে নিমগ্ন পাণ্ডবগণ প্রাতঃকাল হইলে কি করিল? আমার পক্ষের যোদ্ধারাই বা কোন কোন যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল? ১

সব্যসাচী অর্জুনের পরাক্রম জানিয়াও আমার পক্ষের কৌরবযোদ্ধারা তাহার অপরাধ করিতে কিরূপে নির্ভয় ছিল, ইহা বর্ণনা কর। ২

পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া ক্রুদ্ধ প্রাণান্তকারী মৃত্যুসদৃশ অর্জুনকে আসিতে দেখিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনের দিকে আমার পুত্রগণ যুদ্ধে কিরূপে তাকাইতে সমর্থ হইয়াছিল? ৩

যাহার ধ্বজে কপিরাজ হনুমান্ বিরাজমান আছেন, সেই পুত্রবিয়োগে ব্যথিত অর্জুনকে যুদ্ধে ঘোর বিশাল ধনুষ্টঙ্কার করিতে দেখিয়া আমার পুত্রগণ কি করিল? ৪

সঞ্জয়! সংগ্রাম-ভূমিতে দুর্যোধনের প্রতি কিরূপ বৃত্তান্ত আচরণ করা হয়? এদিন আমি শুধুই বিলাপধ্বনিই শ্রবণ করিতেছি। আমোদ-প্রমোদ কোন শব্দই আমি শুনিতে পাইতেছি না। ৫

পূর্বে বিভিন্ন অস্ত্রগণের বিবিধ যে মনের প্রীতিকর ও কর্ণের সুখপ্রদ শব্দ হইত, সেই সব আজ কিছুই শুনিতে পাইতেছি না। ৬

আমার পুত্রগণের শিবিরে এখন স্তবকারী সূত, মাগধ ও নর্তকগণের শব্দ সর্বথা শুনা যাইতেছে না। ৭

যেখানে আমার কর্ণযুগল নিরন্তর স্তবনগণের আনন্দ-কোলাহলে প্রতিধ্বনিত হইত, সেখানে আজ আমি দীন-দুঃখী পুত্রগণের দ্বারা উচ্চারিত সেই হর্ষসূচক শব্দ শুনিতে পাইতেছি না। ৮

তাত সঞ্জয়! পূর্বে আমি যথার্থ ধৈর্যশালী সোমদত্তের ভবনে বসিয়া থাকিয়া উত্তম শব্দ শুনিতে পাইতাম। ৯

কিন্তু আজ পুণ্যহীন আমি পুত্রগণের গৃহসমূহকে উৎসাহশূন্য ও আর্তনাদে নিনাদিত হইতে দেখিতেছি। ১০

বিবিংশতি, দুর্মুখ, চিত্রসেন, বিকর্ণ এবং আমার অন্যান্য পুত্রগণের গৃহে এখন পূর্ববৎ আনন্দধ্বনি শুনিতে পাইতেছি না। ১১

সূত সঞ্জয়! আমার পুত্রগণের পরম আশ্রয় যে মহাধনুর্ধর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সকল জাতির শিষ্যগণ উপাসনা (নিকট থাকিয়া সেবা) করেন, যিনি বিস্তীর্ণ

বিতণ্ডালাপসংলাপৈর্জ্যতবাদিত্রবাদিতৈঃ।
গীতৈশ্চ বিবিধৈরিষ্টৈ রমতে যো দিবানিশম্ ॥ ১৩
উপাস্যমানো বহুভিঃ কুরু-পাণ্ডব-সাত্বতৈঃ।
সূত তস্য গৃহে শব্দো নাদ্য দ্রৌণের্যথা পুরা ॥ ১৪
দ্রোণপুত্রং মহেষ্বাসং গায়না নর্ত্তকাশ্চ যে।
অভ্যর্থমুপতিষ্ঠন্তি তেষাং ন শ্রূয়তে ধ্বনিঃ। ১৫
বিন্দানুবিন্দয়োঃ সায়ং শিবিরে যো মহাধ্বনিঃ ॥ ১৬
শ্রূয়তে সোঽদ্য ন তথা কেকয়ানাঞ্চ বেশ্মসু।
নিত্যং প্রমুদিতানাঞ্চ তালশব্দঃ ঘনো মহান্ ॥ ১৭
নৃত্যতাং শ্রূয়তে তাত গণানাং সোঽদ্য ন স্বনঃ।
সপ্ত ভস্ত্রূন্ বিতথানা যাজকা যমুপাসতে ॥ ১৮
সৌমদত্তিং ক্রতুনিধিং তেষাং ন শ্রূয়তে ধ্বনিঃ।
জ্যাঘোষো ব্রহ্মঘোষশ্চ তোমরাসিরথস্বনিঃ ॥ ১৯
দ্রোণস্যাসীদবিতরো গৃহে তং ন শৃণোম্যহম্।
নানাদেশসমূত্থানাং গীতানাং যোঽভবৎ স্বনঃ ॥ ২০
বাদিত্রনাদিতানাঞ্চ সোঽদ্য ন শ্রূয়তে মহান্।
যদা প্রভৃত্যাপন্নব্যাচ্ছান্তিমিচ্ছন্ জনার্দ্দনঃ ॥ ২১
আগতঃ সর্বভূতানামনুকম্পার্থমচ্যুতঃ।
ততোঽহমব্রুবং সূত মন্দং দুর্য্যোধনং তদা ॥ ২২
বাসুদেবেন তীর্থেন পুত্র সংশাম্য পাণ্ডবৈঃ।
কালপ্রাপ্তমহং মন্যে যা ত্বং দুর্য্যোধনাভিগাঃ ॥ ২৩
শমং চেদ্ যাচমানং ত্বং প্রত্যাখ্যাস্যসি কেশবম্।
হিতার্থমভিযাচন্তং ন ভবান্তি রণে জয়ঃ ॥ ২৪
প্রত্যাচষ্ট স মাশার্হমযশস্যং সর্বধর্ষিনাম্।
অনুনেষ্যামি জড়স্তমনয়াল্লাঘবপচ্ছত ॥ ২৫
(কর্ণ-দুঃশাসনমতে সৌবলস্য চ দুর্মতেঃ।
প্রত্যাখ্যাতো মহাবাহুঃ কুলান্তকরণে মে ॥)
ততো দুঃশাসনস্যৈব কর্ণস্য চ মতং গুরোঃ।
অন্বর্ত্তত মাং হিত্বা কৃষ্টঃ কালেন দুর্মতিঃ ॥ ২৬

তাহার, পারস্পরিক আলাপ আলোচনা, জয়ধ্বনি যাহা-সমূহের শব্দ এবং বিবিধ অভীষ্ট গীতসকলের দ্বারা দিবারাত্র মন বিনোদন করিতেন, যাহার নিকট বহুসংখ্যক কৌরব, পাণ্ডব এবং সাত্বত বংশীয় বীরগণ উপবিষ্ট থাকিয়া নানারূপে তাঁহার সেবা করিতেন, সেই অশ্বত্থামার গৃহেও আজ পূর্ব্বের ন্যায় হর্ষসূচক শব্দ শুনা যাইতেছে না। ১৩-১৪

মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার সেবায় যে সকল গায়ক ও নর্ত্তকগণ উপস্থিত থাকিত, তাহাদেরও এখন কোন শব্দ শোনা যাইতেছে না। ১৫

বিন্দ ও অনুবিন্দের শিবিরে সন্ধ্যার সময় যে মহাধ্বনি শ্রবণ করা যাইত, উহা এখন শোনা যাইতেছে না। তাত! সর্ব্বদা আনন্দিত কেকয়গণের ভবনে দলে দলে নর্ত্তকগণের তাল-শব্দের সহিত গীতের গম্ভীর ধ্বনি শোনা যাইত, উহা এখন শোনা যাইতেছে না।

বেদবিদ্যার নিদিধ্যাসন সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবার গৃহে সপ্তযজ্ঞের অনুষ্ঠান-কারী যাজকগণ সদা বাস করিতেন, এখন সেখানে কোন ব্রাহ্মণেরই কিছু শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না।

দ্রোণাচার্য্যের গৃহে সর্ব্বদা বহুল গুণের ঘোষ, বেদমন্ত্রসমূহের উচ্চারণের ধ্বনি এবং তোমর, তরবারি ও রথের শব্দ সমুত্থিত হইত, কিন্তু এখন আমি সেখানে সে সব শব্দ শুনিতে পাইতেছি না।

সঞ্জয়! যখন অবহিথা হইতে অবিচ্যুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি কৃপা করিবার জন্য শান্তি স্থাপিত করিবার ইচ্ছায় উপপ্লব্যনগর হইতে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন আমি স্বীয় মূর্খ পুত্র দুর্যোধনকে এই কথা বলিয়াছিলাম। ১৬-২২

পুত্র! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ধার করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন কর। আমি উহাকেই সময়োচিত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। দুর্য্যোধন! তুমি ইহাকে অতিক্রম করিও না ২৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমার হিতের কথা বলিতেছেন এবং স্বয়ং সন্ধির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় যদি তুমি ইহার কথা মান্য না কর, তবে যুদ্ধে তোমার জয়লাভ হইবে না। ২৪

কিন্তু যে সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া দিল। যদিও তিনি অনুনয়পূর্ণ বাক্য বলিতেছিলেন, তথাপি দুর্য্যোধন অজ্ঞানবশতঃ তাহা মান্য করিল না ॥২৫

(কর্ণ, দুঃশাসন এবং দুর্মতি শকুনির অভিমত গ্রহণ করিয়া আবার বংশক্ষয়কারী দুর্য্যোধন মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিল।)

তারপর কালের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দুর্মতি দুর্য্যোধন আমাকে ত্যাগ করিয়া দুঃশাসন ও কর্ণ এই দুই জনের মতের অনুসরণ করিতে লাগিল। ২৬

ন হ্যহং দ্যূতমিচ্ছামি বিদুরো ন প্রশংসতি।
সৈন্ধবো নেচ্ছতি দ্যূতং ভীষ্মো ন দ্যূতমিচ্ছতি ॥ ২৭
শল্যো ভূরিশ্রবাশ্চৈব পুরুমিত্রো জয়দ্রথঃ।
অশ্বত্থামা কৃপো দ্রোণো দ্যূতং নেচ্ছন্তি সঞ্জয় ॥ ২৮
এতেষাং মতমাদায় যদি বর্তেত পূরকঃ।
সজ্ঞাতি-মিত্রঃ সসুহৃচ্ছিরং জীবেদনাময়ঃ ॥ ২৯
প্রজ্ঞা মধুরসম্ভাষা জ্ঞাতিবন্ধুপ্রিয়ংবদাঃ।
কুলীনাঃ সম্মতাঃ প্রাজ্ঞাঃ সুখং প্রাপ্নোন্তি পাণ্ডবাঃ ॥ ৩০
ধর্মাপেক্ষী নরো নিত্যং সর্বত্র লভতে সুখম্
প্রেত্যভাবে চ কল্যাণং প্রসাদং প্রতিপদ্যতে ॥ ৩১
অর্হান্তে পৃথিবীং ভোক্তুং সমর্থাঃ সাধনেঽপি চ।
তেষামপি সমুদ্রান্তা পিতৃপৈতামহী মহী ॥ ৩২
নিযুজ্যমানাঃ স্থাস্যন্তি পাণ্ডবা ধর্মবর্ত্মনি।
সন্তি মে জ্ঞাতয়স্তাত যেষাং শ্রোষ্যন্তি পাণ্ডবাঃ ॥ ৩৩
শল্যস্য সোমদত্তস্য ভীষ্মস্য চ মহাত্মনঃ।
দ্রোণস্যাথ বিকর্ণস্য বাহ্লীকস্য কৃপস্য চ ॥ ৩৪
অন্যেষাং চৈব বৃদ্ধানাং ভরতানাং মহাত্মনাম্।
বচনং ক্রিয়তাং তাত করিষ্যন্তি বচো হি তে ॥ ৩৫
কং বা বং মন্যসে তেষাং যস্মান্ ব্রূয়াদতোঽন্যথা।
কৃষ্ণো ন ধর্মং সঞ্জহ্যাৎ সর্বে তে হি তদন্বয়াঃ ॥ ৩৬
ময়াপি চোক্তাস্তে বীরা বচনং ধর্মসংহিতম্।
নাস্যথা প্রকরিষ্যন্তি ধর্মাত্মানো হি পাণ্ডবাঃ ॥ ৩৭
ইত্যহং বিলপন্ সূত বহুশঃ পুত্রমুক্তবান্।
ন চ মে শ্রুতবান্ মূঢ়ো মন্যে কালস্য পর্যয়ম্ ॥ ৩৮
বৃকোদরাজুনৌ যত্র বৃষ্ণিবীরশ্চ সাত্যকিঃ।
উত্তমৌজাশ্চ পাঞ্চাল্যো যুধামন্যুশ্চ দুর্জয়ঃ ॥ ৩৯
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ দুর্ধর্ষঃ শিখণ্ডী চাপরাজিতঃ।
অস্মকাঃ কেকয়াশ্চৈব ক্ষত্রধর্মা চ সৌমকিঃ ॥ ৪০
চৈদ্যশ্চ চেকিতানশ্চ পুত্রঃ কাশ্যস্য চাভিভূঃ।
দ্রৌপদেয়া বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪১

আমি পাশাখেলারও ইচ্ছা করি নাই, বিদুরও তাহার প্রশংসা করে নাই, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথও পাশাখেলা কখনও করে নাই এবং ভীষ্মও পাশাখেলার ইচ্ছা করেন নাই ॥ ২৭

সঞ্জয়! শল্য, ভূরিশ্রবা, পুরুমিত্র, জয়, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও দ্রোণাচার্যও পাশাখেলার অভিলাষী ছিলেন না ॥ ২৮

যদি পুত্র দুর্যোধন ইঁহাদের সকলের অভিমত লইয়া চলিত, তাহা হইলে জ্ঞাতি, মিত্র ও সুহৃদ্‌গণের সহিত দীর্ঘকাল নীরোগে এবং সুখে থাকিয়া জীবন ধারণ করিতে পারিত ॥ ২৯

পাণ্ডবেরা সরল, মধুরভাষী, ভাই-বন্ধুগণের প্রতি প্রিয়ভাষী, কুলীন, সম্মানিত ও বিদ্বান্; অতএব তাহাদের সুখলাভ হইবে ॥ ৩০

ধর্মের অপেক্ষাকারী মানুষ সর্বদা সর্বত্র সুখলাভ করিয়া থাকে। মৃত্যুর পরও তাহারা কল্যাণ এবং প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৩১

পাণ্ডবেরা পৃথিবীর রাজ্য লাভ করিতে ও উহা ভোগ করিতে সমর্থ। এই সসাগরা ধরণীর রাজ্য তাহাদের পিতৃ-পিতামহ-গণের ॥ ৩২

তাত সঞ্জয়! পাণ্ডবগণকে যদি আদেশ দেওয়া হয়, তবে তাহারা সর্বদা ধর্ম পথেই স্থির থাকিবে। আমার এরূপ অনেক ভাই-বন্ধু আছে, যাহাদের কথা তাহারা শুনিবে ॥ ৩৩

বৎস! শল্য, সোমদত্ত, মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, বিকর্ণ, বাহ্লীক, কৃপাচার্য এবং অন্য যে সমস্ত বৃদ্ধ ভরতবংশীয়গণ ইঁহারা যদি তোমার জন্য তাহাদের নিকট কিছু বলেন, তবে পাণ্ডবগণ তাঁহাদের কথা অবশ্যই মান্য করিবে ॥ ৩৪-৩৫

পুত্র দুর্যোধন! তুমি উপরি উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহাকে এরূপ মনে কর যে, পাণ্ডবগণের বিষয়ে তিনি বিপরীত কথা বলিবেন। শ্রীকৃষ্ণ কখনই ধর্মকে ত্যাগ করিবেন না এবং সমস্ত পাণ্ডবগণ তাঁহারই পথ অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ৩৬

আমি বলিলে পরও তাহারা আমার ধর্মযুক্ত বাক্য অবহেলা করিবে না, কারণ, পাণ্ডবেরা ধর্মাত্মা ॥ ৩৭

সূত! এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে আমি নিজ পুত্র দুর্যোধনকে বহু কিছুই বলিলাম, কিন্তু সেই মূর্খ আমার একটি কথাও শুনে নাই; সেই জন্য আমি মনে করিতে লাগিলাম যে, দুষ্টা কালেরই বিপর্যয় ॥ ৩৮

যে পক্ষে ভীমসেন, অর্জুন, বৃষ্ণিবীর সাত্যকি, পাঞ্চালবীর উত্তমৌজা, দুর্জয় যুধামন্যু, দুর্ধর্ষ ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরাজিত বীর শিখণ্ডী, অস্মক, কেকয়রাজকুমারগণ, সোমকপুত্র ক্ষত্রধর্মা, চৈদ্যরাজ ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশীরাজের পুত্র অভিভূ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, রাজা বিরাট এবং মহারথী দ্রুপদ বিদ্যমান, যে পক্ষে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ নকুল, সহদেব ও যুদ্ধযাত্রা যদুসূদন বিরাজমান আছেন,

যমৌ চ পুরুষব্যাঘ্রৌ যন্ত্রৌ চ মধুসূদনঃ।
ক এতান্ জাতু যুধ্যেত লোকেঽস্মিন্ বৈ জিজীবিষুঃ ॥৭২
দিব্যমস্ত্রং বিকুর্বাণান্ প্রসহেদ্ বা পরান্ মম।
অন্যো দুর্য্যোধনাৎ কর্ণাচ্ছকুনেশ্চাপি সৌবলাৎ ॥ ৭৩
দুঃশাসনচতুর্থানাং নাহং পশ্যামি পঞ্চমম্।
যেষাং চাদ্যুদ্যতঃ সাম্যে বিধক্ষুসেনো রথে স্থিতঃ ॥
সাত্যকির্জার্জুনো যোদ্ধা তেষাং নাস্তি পরাজয়ঃ।
তেষামপি বিলাপানাং নায়ং দুর্য্যোধনঃ স্মরেৎ ॥ ৭৫
হতৌ হি পুরুষব্যাঘ্রৌ ভীষ্ম-দ্রোণৌ ত্বয়াপি বৈ।
তেষাং বিদুরবাক্যানামুক্তানাং দৌষদর্শনাৎ ॥ ৭৬
দৃষ্ট্বেদং ফলনির্বৃত্তিং মন্যে শোচন্তি পুত্রকাঃ।
সেনাং দৃষ্ট্বাভিভূতাং যে শৈনেয়েনার্জুনেন চ ॥ ৭৭
শূন্যান্ দৃষ্ট্বা রথোপস্থান্ মন্যে শোচন্তি পুত্রকাঃ।
হিমাত্যয়ে যথা কক্ষং শুষ্কং বাতেরিতো মহান্ ॥ ৭৮
অগ্নির্দহেৎ তথা সেনাং মামিকাং স ধনঞ্জয়ঃ।
আচক্ষ্ব মম তৎ সর্বং কুশলো হ্যসি সঞ্জয়ঃ ॥ ৭৯
যদ্যপারাহ্ণ সায়াহ্নে কৃত্বা পার্থস্য কিল্বিষম্।
অভিমন্যৌ হতে তাত কথমাসীন্মনো হি বঃ ॥ ৪০
ন জাতু তস্য কর্মাণি যুধি গাণ্ডীবধন্বনঃ।
অপকৃত্য মহৎ তাত সোঢ়ুং শক্ষ্যন্তি মামকাঃ ॥ ৪১
কিন্নু দুর্য্যোধনঃ কৃত্যাং কর্ণঃ কৃত্যাং কিমব্রবীৎ।
দুঃশাসনঃ সৌবলশ্চ তেষামেবং গতেষপি ॥ ৪২
সর্বেষাং সমবেতানাং পুত্রাণাং মম সঞ্জয়।
যদ্ বৃত্তং তাত সংগ্রামে মন্দভাগ্যাপনয়ৈর্হতম্ ॥ ৪৩
লোভানুগম্য দুর্বুদ্ধেঃ ক্রোধেন বিকৃতাত্মনঃ।
রাজ্যকামস্য মূঢ়স্য রাগোপহতচেতসঃ।
দুর্নীতং বা সুনীতং বা তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবাক্যে
পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

দেখানে এ জগতে এরূপ কোন্ বীর আছে যে, জীবিত থাকিবার বাসনা করিয়া এই বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিবে ॥৭১-৭২

অথবা দুর্য্যোধন, কর্ণ, সুবলপুত্র শকুনি এবং চতুর্থ দুঃশাসন ব্যতীত এরূপ কোন বীরকেও দেখিতে পাইতেছিনা, যে দিব্যাস্ত্রসকল প্রকাশ করিতে সমর্থ আমার এই পক্ষগণের বেগ সহ্য করিতে পারিবে ॥

সঞ্জয়! এই দুর্য্যোধন আমার সেই সকল বিলাপ কখনও স্মরণ করে না। তুমি বলিতেছ যে, পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন ॥

বিদুর ভবিষ্যতে সংঘটিত হইবে এরূপ সুদূরব্যাপী বৃত্তান্ত চিন্তা করিয়া যে সমস্ত কথা বলিয়াছিল, তদনুসারেই এই সময়ে আমাদের এই সকল ফল লাভ হইতেছে। ইহা দেখিয়া আমি এই কথা মনে করিতেছি যে, আমার পুত্রগণ সাত্যকি ও অর্জুনের দ্বারা আমার সমস্ত সৈন্যদিগকে নিহত হইতে দেখিয়া শোক করিতেছে ॥ ৭৩-৭৭

যে রথকেই রথে উপবেশন করিবার আসন শূন্য দেখিয়া আমার পুত্রগণ শোক করিতেছে; ইহাই আমার বিশ্বাস। যেরূপ শীতকালে বায়ুর সাহায্য পাইয়া বর্দ্ধিত অগ্নি শুষ্ক তৃণসকল দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুন আমার সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। সঞ্জয়! তুমি বলিতে পারগামী, অতএব যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে বল ॥ ৭৮-৭৯

তাত! যখন তোমরা অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জুনের গুরুতর অপরাধ করিয়া সায়ংকালে শিবিরে ফিরিয়া আসিলে, সেই সময় তোমাদের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? ৪০

তাত! গাণ্ডীবধারী অর্জুনের গুরুতর অপকার করিয়া আমার পুত্রগণ যুদ্ধে তাহার পরাক্রমকে কোনরূপেই সহ্য করিতে পারিবে না ॥ ৪১

সেই সময় তাহাদের এরূপ অবস্থা হইলেও দুর্য্যোধন কি কর্ত্তব্য স্থির করিল? কর্ণ, দুঃশাসন শকুনি তাহাকে কি করিবার পরামর্শ দিল? ৪২

তাত সঞ্জয়! যুদ্ধে আমার মূর্খ পুত্র দুর্য্যোধনের অত্যন্ত অন্যায়ে একত্রে মিলিত আমার অন্য সব পুত্রের উপর যাহা কিছু হইয়াছিল এবং লোভের অনুসরণকারী, ক্রোধে বিকৃতচিত্ত, রাগে মুগ্ধচেতন, রাজ্যকামী মূঢ় ও দুর্মতি দুর্য্যোধন যে ভাব অথবা অন্যায় করিয়াছে, সে সমস্তই আমাকে বল ॥ ৪৩-৪৪

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যবিষয়ক পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদসমাপ্ত।

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[সঞ্জয়স্য ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি তিরস্কারঃ]

সঞ্জয় উবাচ—

হন্ত তে সম্প্রবক্ষ্যামি সর্বং প্রত্যক্ষদর্শিবান্ ।
শ্রুত্বা তথা স্থিরো ভূত্বা তব হৃদয়মো মহান্ । ১
গম্ভোদকে সেতুবন্ধো যাদৃক্ তাদৃগয়ং তব ।
বিলাপো নিষ্ফলো রাজন্ মা শুচো ভরতর্ষভ । ২
অনতিক্রমণীয়োঽয়ং কৃতান্তস্যাদ্ভুতো বিধিঃ ।
মা শুচো ভরতশ্রেষ্ঠ দিষ্টমেতৎ পুরাতনম্ । ৩
যদি ত্বং হি পুরা দ্যূতাৎ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ।
নিবর্তয়েথাঃ পুত্রাংশ্চ ন ত্বাং ব্যসনমাব্রজেৎ । ৪
যুদ্ধকালে পুনঃ প্রাপ্তে তথৈব ভবতা যদি ।
নিবর্তিতাঃ স্যুঃ সংরব্ধা ন ত্বাং ব্যসনমাব্রজেৎ । ৫
দুর্যোধনং চাবিষেয়ং বধ্নীতেতি পুরা যদি ।
কুরূনচোদয়িষ্যস্ত্বং ন ত্বাং ব্যসনমাব্রজেৎ । ৬
তৎ তে বুদ্ধিব্যতিচারমুপলভ্যাদ্য পাণ্ডবাঃ ।
পাঞ্চালা বৃষ্ণয়ঃ সর্বে যে চান্যেঽপি নরাধিপাঃ । ৭
ন কৃত্বা পিতৃকর্ম ত্বং পুত্রং সংস্থাপ্য সৎপথে
বর্তেথা যদি ধর্মেণ ন ত্বাং ব্যসনমাবৃণোৎ । ৮
ত্বং তু প্রাজ্ঞতমো লোকে স্থিত্বা ধর্মে সনাতনে ।
দুর্যোধনস্য কর্ণস্য শকুনেশ্চাবগা মতম্ । ৯
তৎ তে বিলপিতং সর্বং ময়া রাজন্ নিবোধিতম্ ।
অর্থে নিবিশমানস্য বিষমিশ্রং যথা মধু । ১০
নাবমন্যত তদা কৃষ্ণো রাজানং পাণ্ডবং পুরা ।
ন ভীষ্মং নৈব চ দ্রোণং যথা ত্বাং মন্যতেঽচ্যুতঃ । ১১
অজানাৎ স যদা তু ত্বাং রাজধর্মাদ্বশংবদম্ ।
তদা প্রভৃতি কৃষ্ণস্ত্বাং ন তথা বহু মন্যতে । ১২

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয়ের তিরস্কার ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আমি সব কিছুই প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। আমি এখন তৎসমস্ত আপনাকে বলিব, স্থির হইয়া আপনি তাহা শ্রবণের বাসনা করুন। এই পরিস্থিতির জন্য আপনার মহা অন্যায়ই হইল মুখ্য কারণ। ১

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজন্! যেরূপ জল নিঃসারিত হইয়া যাইলে (পারাপারের জন্য তাহার উপর) সেতু নির্মাণ করা বৃথা, সেইরূপ আপনার এখন এই বিলাপ করা নিষ্ফল। আপনি শোক করিবেন না। ২

কালের এই অদ্ভুত বিধানকে উল্লঙ্ঘন করা অসম্ভব। ভরতভূষণ! শোক ত্যাগ করুন। এ সমস্তই পুরাতন প্রারব্ধের ফল ॥ ৩

যদি আপনি প্রথমেই যুধিষ্ঠিরকে এবং আপনার পুত্রদিগকে পাশাখেলা হইতে নিবৃত্ত করিতেন, তাহা হইলে আপনার উপর এই সঙ্কট আসিত না ॥ ৪

পুনরায় যখন যুদ্ধের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখনও যদি আপনি বলপূর্বক অতিশয় ক্রুদ্ধ আপনার পুত্রগণকে নিবারিত করিতেন, তাহা হইলেও এই সঙ্কট আপনার উপর পতিত হইত না। ৫

যদি আপনি পূর্বেই কৌরবদিগকে এই অনুমতি করিতেন যে, এই দুর্বিনীত দুর্যোধনকে বন্দী কর, তবে এই বিপদ আপনার উপর আসিত না। ৬

আপনার বুদ্ধির বিপর্য্যয়ের ফল পাণ্ডব, পাঞ্চাল, সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয়গণ এবং অন্যান্য যে সকল নরপতি আছেন, তাঁহারা ভোগ করিবেন। ৭

যদি আপনি নিজের পুত্রদিগকে সৎপথে স্থাপিত করিয়া পিতার কর্ত্তব্য পালন করত ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে আপনার নিকট এই সঙ্কট আসিত না। ৮

আপনি সংসারে অতিশয় বুদ্ধিমান্ হইয়াও ঘোর সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করত দুর্যোধন, কর্ণ এবং শকুনি মতের অনুসরণ করিয়াছেন। ৯

রাজন্! আপনি স্বার্থে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আপনার এই সকল বিলাপ আমি শ্রবণ করিয়াছি। ইহা বিষমিশ্রিত মধুর ন্যায় উপরেই মিষ্ট (কিন্তু ইহার মধ্যে প্রাণহরণকারী কটুতা রহিয়াছে)। ১০

অযুতযুত সহস্র হইতে অবিচ্যুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে যেরূপ আপনার সম্মান করিতেন, সেইরূপ তিনি পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য্যকেও সম্মান করিতেন না। ১১

কিন্তু যখন হইতে শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারিলেন যে, আপনি

পরস্বাদুচ্যমানাংশ্চ যথা পার্থানুপেক্ষসে।
তস্যানুবন্ধঃ প্রাণ্ডস্যাঃ পুত্রাণাং রাজ্যকামুক ॥ ১৩
পিতৃপৈতামহং রাজ্যমপরুদ্ধং তদানঘ।
অথ পার্থৈর্জিতাং কৃৎস্নাং পৃথিবীং প্রত্যপদ্যথাঃ ॥ ১৪
পাণ্ডুনা নির্জিতং রাজ্যং কৌরবাণাং যশস্করম্।
তত্তস্যাপ্যধিকং কৃত্বা পাণ্ডবৈর্ধর্মচারিভিঃ ॥ ১৫
তেষাং তৎ তাদৃশং কর্ম স্মারয়ন্ সুমহাত্মনাম্।
যৎ পিত্র্যাদ্ ভ্রংশিতো রাজ্যাৎ ত্বয়েহামববুদ্ধিনা ॥ ১৬
যৎ পুনর্মৃগয়াকালে ত্বং পুত্রান্ গর্হয়সে নৃপ।
বহুধা ব্যাহরন্ দোষান্ ন তদন্তোপলভ্যতে ॥ ১৭
ন হি রক্ষন্তি রাজানো যুধ্যন্তো জীবিতং রণে।
চমূং বিগাহ্য পার্থানাং যুধ্যন্তে ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ ॥ ১৮
যাং তু কৃষ্ণার্জুনৌ সেনাং যাং সাত্যকি-বৃকোদরৌ।
রক্ষেতাং কো নু তাং যুধ্যেচ্ছমন্যত্র কৌরবৈঃ ॥ ১৯
যেষাং যোদ্ধা গুড়াকেশো যেষাং মন্ত্রী জনার্দনঃ।
যেষাঞ্চ সাত্যকির্যোদ্ধা যেষাং যোদ্ধা বৃকোদরঃ ॥ ২০
কো হি তান্ বিষহেদ্ যোদ্ধুং মর্ত্যধর্মা ধনুর্ধরঃ।
অন্যত্র কৌরবেয়েভ্যো যে বা তেষাং পদানুগাঃ ॥ ২১
যাবৎ তু শক্যতে কর্তুমন্তরজ্ঞৈর্জনাধিপৈঃ।
ক্ষত্রধর্মরতৈঃ শূরৈস্তাবৎ কুর্বন্তি কৌরবাঃ ॥ ২২
যথা তু পুরুষব্যাঘ্রৈর্যুদ্ধং পরমসঙ্কটম্।
কুরূণাং পাণ্ডবৈঃ সার্ধং তৎ সর্বং শৃণু তত্ত্বতঃ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি সঞ্জয়বাক্যে
ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬

রাজোচিত ধর্ম হইতে চ্যুত হইয়াছেন, তখন হইতেই তিনি আপনাকে তাদৃশ অধিক সম্মান করিতেন না ॥ ১২

পুত্রগণকে রাজ্যদান করিতে অভিলাষী মহারাজ! দুষ্টী-পুত্রদিগকে কঠোর বাক্য শুনান হইত এবং আপনি তাহা উপেক্ষা করিতেন। আজ সেই অন্যায়েরই ফল আপনি লাভ করিয়াছেন ॥ ১৩

নিষ্পাপ নরেন্দ্র! আপনি সেইদিন ত' পিতৃ-পিতামহের রাজ্যকে নিজের অধিকারেই করিয়া লইয়াছিলেন; এখন কি তার পরেও দুষ্টী-পুত্রগণ কর্তৃক জিত এই পৃথিবীর বিশাল সাম্রাজ্যও আপনি হরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪

রাজা পাণ্ডু এই রাজ্যকে জয় করিয়াছিলেন এবং কৌরবদের যশ চারিদিকে বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তারপর ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবগণও নিজ পিতা অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্যপূর্ণ রাজ্য জয় করিয়াছিলেন এবং নিজেদের যশ বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ১৫

কিন্তু তাহাদের এই মহৎ কর্মও আপনার সমীপস্থ হইয়া সর্বতোভাবে নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে; কারণ, আপনি রাজ্য-লোভবশবর্তী হইয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় পিতৃরাজ্য হইতেও বঞ্চিত করিয়া দিয়াছেন ॥ ১৬

হে নৃপ! আজ যখন যুদ্ধের সময় উপস্থিত হইয়াছে, তখন এরূপ এক সময়ে আপনি নিজের পুত্রদের দোষের কথা বলিতে বসিয়া তাহাদের নিন্দা করিতেছেন। ইহা এখন আপনার পক্ষে শোভা পায় না ॥ ১৭

রাজারা রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিতে করিতে নিজের জীবন রক্ষা করিতেছেন না। এই সব ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ নৃপতিগণ পাণ্ডব—সৈন্যদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিয়া যাইতেছে ॥ ১৮

শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, সাত্যকি ও ভীমসেন যে সৈন্যদিগকে রক্ষা করিতেছেন, তাহাদের সহিত কৌরবগণ ব্যতীত অন্য আর কাহারা যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে? ॥ ১৯

যাহাদের যোদ্ধা গুড়াকেশ (জিতেন্দ্রিয় ও জিতনিদ্র) অর্জুন, যাহাদের মন্ত্রী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং যাহাদের পক্ষ হইতে যুদ্ধকারী হইলেন সাত্যকি ও ভীমসেন, তাহাদের সহিত কৌরবগণ এবং তাহাদের পদানুসরণকারী অন্যান্য নৃপতিগণ ব্যতীত অপর কোন্ মরণধর্মা ধনুর্ধর মানবেরা যুদ্ধ করিতে সাহসী হইবে? ॥ ২০-২১

সমর সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, ক্ষত্রিয় ধর্মপরায়ণ, বীরবর নৃপতিগণ যাহা করিতে পারেন, কৌরবপক্ষীয় সকল নরপতিই তাহা পরাক্রমই করিতেছেন ॥ ২২

পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবদের যেরূপ অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই সমস্তই আপনি যথাযথ ভাবে শ্রবণ করুন ॥ ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে সঞ্জয়ের বাক্যবিষয়ক ষড়শীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবসৈন্যানামুৎসাহঃ, আচার্য্য-দ্রোণেন চক্র-শকট-ব্যূহস্য নির্ম্মাণঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তস্যাং নিশায়াং ব্যুষ্টায়াং দ্রোণঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
স্বানীকানি সর্ব্বাণি প্রাক্রামম্ ব্যূহিতুং ততঃ॥ ১

শূরাণাং গর্জ্জতাং রাজন্ সংক্রুদ্ধানামমর্ষিণাম্।
শ্রূয়ন্তে স্ম গিরিশ্চিত্রাঃ পরস্পরবধৈষিণাম্॥ ২

বিস্ফার্য্য চ ধনুংষ্যন্যে জ্যাঃ পরে পরিমৃজ্য চ।
বিনিঃশ্বসন্তঃ প্রাক্রোশন্ জেষ্যামীতি স্ম যোধতঃ॥ ৩

বিকোশান্ মুৎসজন্তশ্চে কৃতধারান্ সমাহিতান্।
পীতানাকাশসঙ্কাশানসীন্ কেচিচ্চ চিক্ষিপুঃ॥ ৪

চরন্তশ্চাসিমার্গাংশ্চ ধনুর্মার্গাংশ্চ শিক্ষয়া।
সংগ্রামমনসঃ শূরা দৃশ্যন্তে স্ম সহস্রশঃ॥ ৫

সম্পৃষ্টাশ্চন্দনাদিগ্ধাঃ স্বর্ণবর্ম্মবিভূষিতাঃ।
সমুৎক্ষিপ্য গজাশ্চান্যে পর্য্যপৃচ্ছন্ত পাণ্ডবম্॥ ৬

অন্যে বলমদোন্মত্তাঃ পরিষৈর্দ্বাদশালিনঃ।
চক্রুঃ সম্বাধমাকাশমুচ্ছ্রিতৈরুচ্ছ্রয়োপমৈঃ॥ ৭

নানাপ্রহরণৈশ্চান্যে বিচিত্রাভরণাকৃতাঃ
সংগ্রামমনসঃ শূরাস্তত্র তত্র ব্যবস্থিতাঃ॥ ৮

কাঙ্ক্ষন্তঃ ক স গোবিন্দঃ ক চ মানী বৃকোদরঃ।
ক চ তে সুহৃদস্তেষামাহ্বয়ন্তে রণে তদা॥ ৯

ততঃ শঙ্খমুপাধ্মায় বরয়ন্ বাজিনঃ স্বয়ম্।
ইত্যুক্ত্বাস্তান্ রচয়ন্ দ্রোণশ্চরতি বেগিতঃ॥ ১০

হেষনীকেষু সর্ব্বেষু স্থিতেষ্বাহবনন্দিষু।
ভারদ্বাজো মহারাজ জগদ্রথমথাব্রবীৎ॥ ১১

ত্বং চৈব সৌমদত্তিশ্চ কর্ণশ্চৈব মহারথঃ।
অশ্বত্থামা চ শল্যশ্চ বৃষসেনঃ কৃপস্তথা॥ ১২

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

[কৌরবসৈন্যদলের উৎসাহ এবং আচার্য্য দ্রোণকর্ত্তৃক চক্রশকট ব্যূহ নির্ম্মাণ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সেই রাত্রি অতিবাহিত হইলে পর শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য স্বীয় সমস্ত সৈন্যদিগের ব্যূহ-নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১

রাজন্! সেই সময় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বধ করিবার বাসনা করিয়া গর্জ্জনকারী অমর্ষশীল বীর যোদ্ধাদের বিচিত্র বাক্যসমূহ শোনা যাইতে লাগিল। ২

কেহ ধনু আকর্ষণ করিয়া এবং কেহ ধনুর গুণের উপর হস্ত স্পর্শ পূর্ব্বক ঘুরাইয়া রোষপূর্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে চীৎকার পূর্ব্বক বলিতে লাগিল যে, অর্জ্জুন কোথায়? ৩

বহু যোদ্ধা আকাশসদৃশ নির্ম্মল, পীতবর্ণ এবং উত্তমরূপে রক্ষিত, সুন্দর মুষ্টিযুক্ত ও তীক্ষ্ণধার তরবারিসকলকে কোষ হইতে বাহির করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ৪

মনের মধ্যে সংগ্রামের জন্য পূর্ণ উৎসাহপোষণকারী সহস্র সহস্র বীর যোদ্ধারা নিজ নিজ শিক্ষা অনুসারে বহুযুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের বিভিন্ন অবস্থা দর্শন করাইতেছিল। ৫

অপর বহু যোদ্ধা স্পর্শযোগ্যদ্রব্য, চন্দনচর্চ্চিত এবং স্বর্ণ ও বীরত্ববিভূষিত গজসমূহ উপরে উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, মহাপুরুষ অর্জ্জুন কোথায়? ৬

বীর যাহার দ্বারা রক্ষোহিত বহু যোদ্ধা নিজের বল-মদে উন্মত্ত হইয়া উচ্চে উচ্চীয়মান ইন্দ্রধ্বজসদৃশ উপরে উত্থিত পরিষ-দকলে সম্পূর্ণ আকাশমণ্ডলকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। ৭

অপর বীর যোদ্ধারা বিচিত্র যুদ্ধসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া নানা প্রকার অস্ত্রসকল গ্রহণ করত মনে মনে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত হইয়া যেখানে সেখানে অবস্থান করিতে লাগিল। ৮

ইহারা সেই সময় রণাঙ্গনে চীৎকার করিতে করিতে এইরূপ বলিতে লাগিল যে, অর্জ্জুন কোথায়? কোথায় শ্রীকৃষ্ণ? কোথায় সেই অভিমানী ভীমসেন? এবং তাহাদের সুহৃদ্‌বর্গই বা কোথায় আছে? ৯

তারপর দ্রোণাচার্য্য শঙ্খধ্বনি করিয়া স্বয়ংই নিজ অশ্বগণকে সত্বর প্রেরণ করিতে করিতে সৈন্যের ব্যূহরচনাপূর্ব্বক এদিক্ ওদিক্ তীব্র বেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১০

মহারাজ! যুদ্ধে প্রমত্ত সেই সব সৈন্যরা ব্যূহবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতে থাকিলে দ্রোণাচার্য্য জয়দ্রথকে বলিলেন। ১১

রাজন্! তুমি ভূরিশ্রবা, মহারথী কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্য বৃষসেন এবং কৃপাচার্য্য এক লক্ষ অশ্বারোহী, সাত হাজার রথ, চৌদ্দহাজার মত্তগামী গজরাজ ও একুশ হাজার ধনুর্দ্ধারী পদাতি

শতং চাশ্বসহস্রাণাং রথানামযুতানি ষট্।
দ্বিরদানাং প্রভিন্নানাং সহস্রাণি চতুর্দশ ॥ ১৩
পদাতীনাং সহস্রাণি নিশিতানেকবিংশতিঃ।
পত্তিষু ত্রিমাত্রাসু মাধবানান্ত তিষ্ঠত ॥ ১৪
তত্রস্থং বাং ন সংসোঢ়ুং শক্তা দেবাঃ সবাসবাঃ।
কিং পুনঃ পাণ্ডবাঃ সর্বে সমাবর্ত্তিষ্যি সৈন্ধব ॥ ১৫
এবমুক্তঃ সমাশ্বস্তঃ সিন্ধুরাজো জয়দ্রথঃ।
সম্প্রায়াৎ সহ গান্ধারৈর্ভোজৈশ্চ মহারথৈঃ ॥ ১৬
বর্ম্মিভিঃ সাদিভির্যুক্তৈঃ প্রাসপাণিভিরান্থিতৈঃ।
চামরাপীড়িনঃ সর্বে তাম্বূলপরিভূষিতাঃ ১৭
জয়দ্রথস্ত রাজেন্দ্র হয়াঃ সাধুপ্রবাহিনঃ।
তে চৈব সপ্তসাহস্রাশ্চিসাহস্রাশ্চ সৈন্ধবাঃ ॥ ১৮
মত্তানাং সুবিরূঢ়ানাং হস্ত্যারোহৈর্বিশারদৈঃ।
নাগানাং ভীমরূপাণাং বর্ম্মিণাং রৌদ্রকর্ম্মিণাম্ ॥ ১৯
অধ্যর্দ্ধেন সহস্রেণ পুত্রো দুর্মর্ষণস্তব।
অগ্রতঃ সর্বসৈন্যানাং যুধ্যমানো ব্যবস্থিতঃ ॥ ২০
ততো দুঃশাসনশ্চৈব বিকর্ণশ্চ তবাত্মজৌ।
সিন্ধুরাজার্থসিদ্ধ্যর্থমগ্রানীকে ব্যবস্থিতৌ ॥ ২১
দীর্ঘো দ্বাদশ পত্তিভিঃ পশ্চার্দ্ধে পঞ্চ বিস্তৃতঃ।
ব্যূহস্তু চক্রশকটো ভারদ্বাজেন নির্ম্মিতঃ ॥ ২২
নানানৃপতিভির্বীরৈস্তত্র তত্র ব্যবস্থিতৈঃ।
রথাশ্বগজপত্ত্যোঘৈর্দ্রোণেন বিহিতঃ স্বয়ম্ ॥ ২৩
পশ্চার্দ্ধে তস্য পদ্মস্য গর্ভব্যূহঃ সুদুর্ভিদঃ।
সূচী পদ্মস্য গর্ভস্থো গূঢ়ো ব্যূহঃ কৃতঃ পুনঃ ॥ ২৪
এবমেতঃ মহাব্যূহঃ বৃদ্ধ দ্রোণো ব্যবস্থিতঃ।
সূচীমুখে মহেষ্বাসঃ কৃতবর্ম্মা ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৫
অনন্তরঞ্চ কাম্বোজো জলসন্ধশ্চ বারিষ।
দুর্য্যোধনশ্চ কর্ণশ্চ তদনন্তরমেব চ ॥ ২৬

সৈন্যদের সঙ্গে লইয়া আমার নিকট হইতে ছয় ক্রোশ দূরে যাইয়া অবস্থান কর। ১২-১৪

সিন্ধুরাজ! সেখানে অবস্থান করিলে পর ইন্দ্রাদি দেবতাগণও তোমার সম্মুখীন হইতে পারিবে না; সুতরাং পাণ্ডবেরা আর কিরূপে যাইতে সমর্থ হইবে? অতএব তুমি ধৈর্য্যধারণ কর। ১৫

তিনি এই কথা বলিলে পর সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আশ্বস্ত হইলেন। তিনি গান্ধার-যোদ্ধাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন। কবচধারী অশ্বারোহী যোদ্ধারা প্রাণে প্রাণ রক্ষা করত অতিশয় সাবধানতার সহিত তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া যাইতে লাগিল।

রাজেন্দ্র! জয়দ্রথের অশ্বগণ উত্তমরূপে বহন কার্য্য করিতে দক্ষ ছিল। ইহারা সকলেই চামরের দ্বারা অলঙ্কৃত ও সুবর্ণময় আচ্ছাদনে বিভূষিত ছিল। এই সিন্ধুসেনের অশ্বগণের সংখ্যা ছিল—দশ হাজার। ১৬-১৮

যাহাদের উপর যুদ্ধকুশল হস্ত্যারোহী যোদ্ধারা আরূঢ় ছিলেন, এতাদৃশ ভয়ঙ্কর রূপধারী ও পরাক্রমশালী দেড় হাজার কবচধারী মদমত্ত গজরাজগণের সহিত আসিয়া আপনার পুত্র দুর্মর্ষণ যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া সম্পূর্ণ সৈন্যগণের অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৯-২০

তারপর আপনার দুই পুত্র দুঃশাসন ও বিকর্ণ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অভীষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সৈন্যগণের অগ্রভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২১

আচার্য্য দ্রোণ চক্রশকট ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাহা লম্বা ছিল বার পত্তি (চব্বিশ ক্রোশ) এবং যাহার পশ্চাদ্ভাগ পাঁচ পত্তি (দশ ক্রোশ) বিস্তৃত ছিল। ২২

যেখানে যেখানে যিনি অনুপাতে অবস্থান করা নরপতি ও গজারোহী, অশ্বারোহী, রথারোহী এবং পদাতিক সৈন্যদলের দ্বারা দ্রোণাচার্য্য স্বয়ংই এই ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ২৩

সেই চক্র ব্যূহের পশ্চাদ্ ভাগে পদ্মনামক একটি গর্ভব্যূহও নির্ম্মিত হইয়াছিল, যাহা অত্যন্ত দুর্ভেদ্য ছিল। সেই পদ্মব্যূহের মধ্যভাগে সূচীনামক একটি গূঢ়-ব্যূহও রচনা করা হইয়াছিল। ২৪

এইরূপে সেই মহাব্যূহ রচনা করত দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সূচীমুখ ব্যূহের সম্মুখভাগে মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা বিধি পূর্ব্বক অবস্থিত রহিলেন। ২৫

আর্য্য! কৃতবর্ম্মার পশ্চাতে কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ও জলসন্ধ অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহার পর দুর্য্যোধন এবং কর্ণ রহিলেন। ২৬

ক'র্লে কোটিজন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। যজ্ঞ দান তপস্যা তীর্থ অধ্যাত্ম বোধ হ'তে কোটিগুণ পবিত্রতা রামনামে আছে, তা হ'তে কোটিগুণ পুণ্য ও সুখদায়ক সীতানামসহিত সেই রামনাম।

এজন্য নারদাদি মুনিগণ ও সুখদায়ক-'সীতারাম' জপ ক'রেন যতক্ষণ 'সীতা' নাম জপ করা না হয়, ততক্ষণ রামনাম ফলসাধন হয় না। সীতার সহিত রামনাম উচ্চারণ হলেই নাম অপরাধ শূন্য হয়ে যায়, ষড়ঙ্গরহস্য বেদপাঠ ও সকল যজ্ঞের ফল রামনাম কীর্ত্তনে হয় (লোমশ সংহিতা।)

স্কন্দপুরাণে শিব ভবানীকে ব'লেছেন—কাম-ক্রোধ-মোহ-হর্ষ-ঈর্ষ্যাদিপরবশ হয়েও পরব্রহ্মবাচক রামনাম স্মরণ ক'র্লে জীব কৃতার্থ হয়। বিশুদ্ধ চিন্ময় রামনামে যাঁর অচলা প্রীতি, তাঁর সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হয়। সমস্ত অবতার শ্রীরামনামশক্তি হ'তে সমুদ্ভূত হয়েছে।

যে কোন প্রকারে তুমি রামনাম স্মরণ ক'র্বে, তার দ্বারা তুমি মনোরম সিদ্ধিলাভে সমর্থ হবে, তবে নিয়মপূর্ব্বক ধারণ করা ততদিন কর্ত্তব্য, যতদিন না চিত্ত সমাগ্ রূপে স্মরণ না করে প্রথমে অনিয়মকৃত জপ নিষ্ফল হয়, ভাগ্যবান্গণই নিয়ম অখণ্ডিত রেখে রামনাম জপ ক'রে থাকেন। (অত্রি সংহিতা।)

হে প্রিয়ে! রামনাম সকল ঐশ্বর্য্যপ্রদ, সমস্ত সিদ্ধি ও পরমার্থ

দান করেন। হে প্রিয়ে! রামনাম অপেক্ষা সুখলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় আর নাই, আমি সত্য সত্য পুনরায় সত্য ক'রে বল্‌ছি—বেদসকল রামনাম পর, রামনাম পরম গতি, যজ্ঞসকল রামনাম পর, ক্রিয়া-সকল রামনাম পর, রামনাম সদা আনন্দ, রামনাম সদা গতি, রামনাম সদা তুষ্টি, রামনাম সদা অমল। (ব্রহ্মযামল।)

হে প্রিয়ে! আমি যত মন্ত্র তন্ত্র নিরূপণ ক'রেছি, সে সমস্ত রামনাম হ'তে সিদ্ধি প্রাপ্ত হ'য়েছে, রামনামপ্রভাবে পঞ্চভূতাত্মক দেহ সচ্চিদানন্দময় হ'য়ে যায়—আমি সত্য ব'লছি। যাঁরা একাগ্রচিত্তে রামনাম জপ করেন, তাঁদের কিছুই দুর্লভ নহে। হে প্রিয়ে! রামনাম আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর, আমি ক্ষণকাল রামনাম ত্যাগ ক'রতে সমর্থ নই। (সম্মোহন তন্ত্র।)

শ্রীশঙ্কর যোগসার-তন্ত্রে শ্রীপার্ব্বতীদেবীকে ব'লেছিলেন,—কলিজীবের তারকমন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

নারদকেও রামনামসম্বন্ধে উপদেশ ক'রেছেন, তন্ত্রসমূহে তিনি আমার ভাগবত ধর্ম্ম প্রচার ক'রেছেন। শিব আমি ভিন্ন নই, শিব আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, আমার নামধর্ম্মে যখন গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন আমি দেহ ধারণ করি।

—:•:—

রামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি.ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ ইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

২৪।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। আমার ভাগবত ধর্ম্মবেত্তা সনৎকুমারাদি ব্রহ্মার মানসপুত্র সেই সনকাদিকে আমি হংসরূপে স্বয়ং উপদেশ ক'রেছিলাম! তাঁরা কোন দিন ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন, "চিত্ত গুণে প্রবেশ করে এবং চিত্তে গুণ প্রবেশ ক'রে থাকে, অতএব মোক্ষাভিলাষী বিষয়-ত্যাগী-গণের কিরূপে পরস্পর মিলিত গুণ ও চিত্তের সম্বন্ধচ্ছেদ হ'তে পারে?" ব্রহ্মা কর্ম্মে বিক্ষিপ্তচিত্ত ব'লে এ প্রশ্নের মূল হ'রতে না পেরে আমাকে ধ্যান ক'রলেন। আমি হংসরূপে তাঁদের নিকট উপস্থিত হ'লাম। সনকাদি যোগীগণ আমাকে দেখে ব্রহ্মাকে আগে ক'রে আমার নিকটে এসে পাদবন্দন করত জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "কে আপনি?"

আমি তাদের বল্লাম—"আমার সম্বন্ধে আপনাদের এরূপ প্রশ্ন

মহাভারত—৪৪, ৪৫

১০ম বর্ষ, মাঘ ও ফাল্গুন ১৩৭৮]

[অষ্টম সংখ্যা শস্যোদ্গমী যাত্রা
[নবম সংখ্যা— দোল যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সম্বন্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• •

যুগ্ম-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য ডি.লিট্ * শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি.লিট্

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরতন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জগদ্গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মাধিকর্ত্তৃ :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্., এস্., ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ (লণ্ডন)।
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৭-৭৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ব্ববঙ্গে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড্
কলিকাতা—৩৫

ততঃ শতসহস্রাণি যোধানামনিবর্তিনাম্।
ব্যবস্থিতানি সর্বাণি শকটে মুখরক্ষিণাম্। ২৭
তেষাঞ্চ পৃষ্ঠতো রাজা বলেন মহতা বৃতঃ।
জয়দ্রথস্ততো রাজা সূচীপার্শ্বে ব্যবস্থিতঃ। ২৮
শকটস্য তু রাজেন্দ্র ভারদ্বাজো মুখে স্থিতঃ।
অনু তস্যাভবদ্ ভোজো জুগোপৈনং ততঃ স্বয়ম্। ২৯
শ্বেতবর্মাম্বরৌষ্ণীষৌ ব্যূঢ়োরস্কৌ মহাভুজৌ।
বদ্ধবিস্ফারমুদ্যম্য দ্রোণস্তস্থৌ কৃতান্তকঃ। ৩০
পতাকিনং শোণহয়ং বেদিকৃষ্ণাজিনধ্বজম্।
দ্রোণস্য রথমালোক্য প্রহৃষ্টাঃ কুরবোঽভবন্। ৩১
সিদ্ধচারণসঙ্ঘানাং বিস্ময়ঃ সুমহানভূৎ।
দ্রোণেন বিহিতং দৃষ্ট্বা ব্যূহং ক্ষুব্ধার্ণবোপমম্। ৩২
সশৈলসাগরবনাং নানাজনপদাকুলাম্।
গ্রসেদ্ ব্যূহঃ ক্ষিতিং সর্বামিতি ভূতানি মেনিরে। ৩৩
বহুরথমনুজাশ্বপত্তিনাগং
প্রতিভয়নিঃস্বনমদ্ভুতানুরূপম্।
অরিতন্দময়ভেদনং মহদ্ বৈ
শকটমবেক্ষ্য কৃতং ননন্দ রাজা। ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি জয়দ্রথবধপর্ব্বণি কৌরবব্যূহনির্মাণে
সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৮৭

তদনন্তর মুখ হইতে অপরাধুখ এক লক্ষ যোদ্ধা নিযুক্ত থাকিলেন। ইহারা সকলেই শকট-ব্যূহের সম্মুখ ভাগ রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। ২৭

ইহাদের পশ্চাদ্ভাগে বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত স্বয়ং রাজা জয়দ্রথ সূচীব্যূহের পার্শ্বভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৮

রাজেন্দ্র! সেই শকট-ব্যূহের সম্মুখভাগে ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্য রহিলেন এবং তাঁহার পশ্চাতে রাজা ভোজ থাকিলেন, যিনি স্বয়ং আচার্য্যকে রক্ষা করিতেছিলেন। ২৯

দ্রোণাচার্য্যের বর্ম্ম শ্বেতবর্ণের ছিল। ইহার বস্ত্র ও উষ্ণীষও (মাথার পাগড়ী) শুভ্রবর্ণের ছিল। ইহার বক্ষ বিশাল ও বাহুদ্বয় দীর্ঘ ছিল। সেই সময় ধনু আকর্ষণ করিতে করিতে দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া সাক্ষাৎ যমরাজের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। ৩০

সেই সময় বেদি ও কৃষ্ণ মৃগচর্ম্মের চিহ্নযুক্ত রক্তবিশিষ্ট, পতাকাযুশোভিত ও রক্ত বর্ণের অশ্বযোজিত দ্রোণাচার্য্যের রথ দর্শন করিয়া কৌরবেরা সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ৩১

দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক রচিত এই মহাব্যূহ ক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় মনে হইতেছিল। ইহা দেখিয়া সিদ্ধ ও চারণগণের সমুদায়েরও অত্যন্ত বিস্ময় হইল। ৩২

সেই সময় সমস্ত প্রাণী এরূপ মনে করিতে লাগিল যে, এই ব্যূহ পর্ব্বত, সমুদ্র ও কাননের সহিত নানাপ্রকার জনপদে পূর্ণা সমগ্রা ধরণীকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। ৩৩

বহু সংখ্যক রথ, পদাতি মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ, ভয়ঙ্কর কোলাহলে মুখরিত এবং শত্রুদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে সমর্থ, অদ্ভুত ও সময়ানুসারে নির্ম্মিত সেই মহাশকট-ব্যূহকে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। ৩৪

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্ব্বে কৌরবসৈন্যের ব্যূহনির্ম্মাণ-বিষয়ক সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবসৈন্যানামশুভকারকলক্ষণবর্ণনম্, অর্জুনেন সহ দুর্মর্ষণস্য যোদ্ধুমুৎসাহঃ, অর্জুনস্য রণাঙ্গনে প্রবেশঃ সিংহনাদশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততো ব্যূঢ়েষনীকেষু সমুৎক্রুষ্টেষু সর্বিষ।
তাড্যমানাসু ভেরীষু মৃদঙ্গেষু নদৎসু চ॥ ১
অনীকানাঞ্চ সংস্রাবে বাদিত্রাণাঞ্চ নিঃস্বনে।
প্রস্রাবিতেষু শঙ্খেষু সন্নাদে লোমহর্ষণে॥ ২
অভিহারেষ্বথ শনৈরুদ্যতেষু যুযুৎসুষু।
রৌদ্রে মুহূর্তে সম্প্রাপ্তে সব্যসাচী ব্যদৃশ্যত॥ ৩
বলানাং বায়সানাঞ্চ পুরস্তাৎ সব্যসাচিনঃ।
বহূন্যাসন্ সহস্রাণি প্রাক্রীড়ংস্তত্র ভারত॥ ৪
মৃগাশ্চ ঘোরসন্নাদাঃ শিবাশ্চাশিবদর্শনাঃ।
দক্ষিণেন প্রযাতানামস্মাকং প্রাণদংস্তথা॥ ৫
(লোকক্ষয়ে মহারাজ তাদৃশাস্তাদৃশা হি তে।
অশিবা ধার্তরাষ্ট্রাণাং শিবাঃ পার্থস্য সংযুগে॥)

সনির্ঘাতা অলাতাশ্চ পেতুরুল্কা সহস্রশঃ।
চচাল চ মহী কৃৎস্না ভয়ে ঘোরে সমুত্থিতে॥ ৬
বিষবাতাঃ সনির্ঘাতা রুক্ষাঃ শর্করবর্ষিণঃ।
ববুর্বায়ন্তি কৌন্তেয়ে সংগ্রামে সমুপস্থিতে॥ ৭
নাকুলিশ্চ শতানীকো ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
পাণ্ডবানামনীকানি প্রাজ্ঞৌ তৌ ব্যূহতুস্তদা॥ ৮
ততো রথসহস্রেণ হিরণ্বানাং শতেন চ।
ত্রিভিরশ্বসহস্রৈশ্চ পদাতীনাং শতৈঃ শতৈঃ॥ ৯
অধ্যর্ধমাত্রে ধনুষাং সহস্রে তনয়স্তব।
অগ্রতঃ সর্বসৈন্যানাং স্থিত্বা দুর্মর্ষণোঽব্রবীৎ॥
অদ্য পাণ্ডবধানং তুপক্ষং যুদ্ধদুর্মদম্।
অহমাবারয়িষ্যামি বেলেব মকরালয়ম্॥ ১১

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

(কৌরবসৈন্যদের দুর্লক্ষণসমূহ বর্ণন, অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দুর্মর্ষণের উৎসাহ এবং রণভূমিতে অর্জুনের প্রবেশ ও শঙ্খনাদ।)

সঞ্জয় বলিলেন,—আর্য! এইরূপে যখন কৌরবসৈন্যের ব্যূহরচনা শেষ হইল, যুদ্ধের জন্য উৎসুক সৈন্যগণ কোলাহল করিতে লাগিল, ভেরীসমূহ বাজিতে থাকিল, মৃদঙ্গ ধ্বনিত হইতে লাগিল, সৈন্যদের গর্জনের সহিত রথঘোষসমূহের তুমুল ধ্বনি চারিদিকে বিস্তৃত হইল, শঙ্খ বাজিতেছিল, রোমাঞ্চকারী শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল এবং যুদ্ধাভিলাষী ভরতবংশীয় বীরগণ যখন কবচধারণ করত ধীরে ধীরে প্রহার করিতে উদ্যত হইল, সেই সময় ভয়ঙ্কর মুহূর্ত আসিয়া উপস্থিত হইলে যুদ্ধভূমিতে সব্যসাচী অর্জুন দৃষ্টিগোচর হইলেন। ১-৩

ভারত! সেখানে সব্যসাচী অর্জুনের সম্মুখে আকাশপথে কয়েক হাজার বক (বাক) ও বায়স (কোপকাক) ক্রীড়া করিতে করিতে উড়িতে লাগিল। ৪

তারপর যখন আমরা অগ্রসর হইতে থাকিলাম, তখন ভয়ঙ্কর শব্দকারী পশু ও অশুভদর্শন শৃগালগণ আমাদের দক্ষিণ দিকে আসিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। ৫

(মহারাজ! সেই লোকক্ষয়কারী সংগ্রামে নানারূপ দুর্লক্ষণসমূহ আবির্ভূত হইল, যে সমস্ত দুর্লক্ষণ আপনার পুত্রদের পক্ষে অমঙ্গলকারী এবং অর্জুনের পক্ষে মঙ্গলকারী ছিল।)

মহাভয় উপস্থিত করিয়া আকাশ হইতে ভয়ঙ্কর গর্জনের সহিত সহস্র সহস্র প্রজ্বলিত উল্কা পতিত হইতে লাগিল এবং সমস্ত ধরণী কাঁপিতে থাকিল। ৬

অর্জুনের আগমন ও সংগ্রামের সময় উপস্থিত হইলে পর শর্করবর্ষী, বিকট গর্জনকারী ও রুক্ষ এবং চতুর্দিক্‌বিস্তৃত (ঘূর্ণী) বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ৭

সেই সময় নকুলপুত্র শতানীক ও দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এই দুই বুদ্ধিমান্ বীর পাণ্ডবসৈন্যদের ব্যূহ নির্মাণ করিলেন। ৮

তদনন্তর এক হাজার রথী, এক শত গজারোহী, তিন হাজার অশ্বারোহী ও দশ হাজার পদাতিক সৈন্যের সহিত আসিয়া অর্জুনের নিকট হইতে ছয় হাজার ধনুর্ধারিসহিত দূর স্থান হইতে সমস্ত সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগে অবস্থান করত আপনার পুত্র দুর্মর্ষণ এই কথা বলিলেন। ৯-১০

যেরূপ তীরভূমি সমুদ্রের অগ্রগতি রোধ করিয়া থাকে, সেইরূপ আজ আমিও যুদ্ধে উদ্যত হইয়া সংগ্রামকারী, শত্রুসংহারী ও গাণ্ডীবধারী অর্জুনকে রুদ্ধ করিব॥ ১১

অদ্য পশ্যন্তু সংগ্রামে ধনঞ্জয়মমর্ষণম্।
বিধিরুং মম দুর্ধর্ষমশ্মকূটমিবাশ্মনি ॥ ১১
তিষ্ঠধ্বং রথিনো যূয়ং সংগ্রামমভিকাঙ্ক্ষিণঃ।
যুধ্যামি সংহতানেতান্ যশো মানঞ্চ বর্ধয়ন্ ॥ ১২
এবং ব্রুবন্নহারাজ মহাত্মা স মহামতিঃ।
মহেষ্বাসৈর্বৃতো রাজন্ মহেষ্বাসো ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৩
ততোঽন্তক ইব ক্রুদ্ধঃ সবজ্র ইব বাসবঃ।
দণ্ডপাণিরিবাসহ্যো মৃত্যুঃ কালেন চোদিতঃ ॥ ১৪
শূলপাণিরিবাক্ষোভ্যো বরুণঃ পাশবানিব।
যুগান্তাগ্নিরিবার্চিষ্মান্ প্রধক্ষ্যন্ বৈ পুনঃ প্রজাঃ ॥ ১৫
ক্রোধামর্ষবলোদ্ভূতো নিবাতকবচান্তকঃ।
জয়ো জেতা স্থিতঃ সঙ্খ্যে পারম্ভিন্ মহাব্রতম্ ॥ ১৬
আমুক্তকবচঃ খড়্গী জাম্বূনদকিরীটবৃৎ।
শুভ্রমাল্যাম্বরধরঃ খঙ্গদন্তাঙ্গকুণ্ডলঃ ॥ ১৮

রথপ্রবরমাস্থায় নরো নারায়ণানুগঃ।
বিধূন্বন্ গাণ্ডিবং সংখ্যে বভৌ সূর্য্য ইবোদিতঃ ॥ ১৯
সোঽগ্রানীকস্য মহত উপাযাতে ধনঞ্জয়ঃ।
ব্যবস্থাপ্য রথং রাজন্ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ২০
অথ কৃষ্ণোঽপসম্ভ্রান্তঃ পার্থেন সহ মারিষ।
প্রাধ্মাপয়ৎ পাঞ্চজন্যং শঙ্খং প্রবরমোজসা ॥ ২১
তয়োঃ শঙ্খপ্রণাদেন তব সৈন্যে বিশাম্পতে।
আসন্ সংক্ষুব্ধরোমাণঃ কম্পিতা গতচেতসঃ ॥ ২২
যথা ত্রস্যন্তি ভূতানি সর্বাণ্যশনিনিঃস্বনাৎ।
তথা শঙ্খপ্রণাদেন বিত্রেসুস্তব সৈনিকাঃ ॥ ২৩
প্রসুস্রুবুঃ শকৃন্মূত্রং বাহনানি চ সর্বশঃ।
এবং সবাহনং সর্বমাবিগ্নমভবদ্ বলম্ ॥ ২৪
সাদয়িত্বা চ নরা রাজন্ শঙ্খশব্দেন মারিষ।
বিসংজ্ঞাশ্চাভবন্ কেচিৎ কেচিদ্ রাজন্ বিতত্রসুঃ ॥ ২৫

আজ সকল লোকেই দেখিবে যে, যেরূপ প্রস্তর অন্য প্রস্তর-সমূহের আঘাত পাইয়া অবস্থিত থাকে, সেইরূপ অবশীল দুর্দ্ধর্ষ অর্জুন যুদ্ধস্থলে আমার সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করিতে থাকিবে ॥ ১১

সংগ্রামাভিলাষী রথিগণ! আপনারা নীরবে অবস্থান করুন। আমি কৌরবকুলের যশ ও মানবর্দ্ধন করিতে করিতে আজ এই সংঘটিত হইয়া উপস্থিত শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিব ॥ ১২

রাজন্! মহারাজ এরূপ বলিতে বলিতে মহাত্মা, মহামতি ও মহাধনুর্দ্ধর দুর্দ্ধর্ষ অন্য মহামহাধনুর্দ্ধরগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

তারপর ক্রুদ্ধ যম, বজ্রধারী ইন্দ্র, দণ্ডধারী অসহ্য মৃত্যু, অস্ত্র ত্রিশূলধারী রুদ্র, পাশধারী বরুণ এবং পুনরায় সমস্ত প্রজাগণকে ভস্ম করিতে উদ্যত প্রলয়কালীন অগ্নিদেবের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ বীর অর্জুন যুদ্ধস্থলে শ্বীয় শ্রেষ্ঠরথে আরোহণ করত গাণ্ডীব-ধনুর টঙ্কারধ্বনি করিতে করিতে নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। তিনি ক্রোধ, অমর্ষ এবং বলের দ্বারা প্রেরিত হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইনিই পূর্ব্বে নিবাতকবচনামক দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন। ইনি নিজের 'জয়' নামের অনুসারেই সর্ব্বত্র জয়লাভ করিয়া থাকেন। সঙ্খ্যে অবস্থান করত নিজের মহাব্রতকে পূর্ণ করিবার জন্য ইনি সর্ব্বদা উদ্যত আছেন। ইনি কবচ বন্ধন করিয়াছিলেন। ইহার কটিতে (কোমরে) তরবারি বাঁধা ছিল। এই নরবরূপ অর্জুন নারায়ণ-স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিতে করিতে সুন্দর অঙ্গদ ও মনোরম কুণ্ডলে বিভূষিত ছিলেন। ইনি শ্বেতবর্ণের মালা ও শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন ॥১৪-১৯

রাজন্! প্রতাপশালী অর্জুন নিজের সম্মুখে অবস্থিত বিশাল শত্রুসেনার সম্মুখে বাণ নিক্ষেপযোগ্য দূর স্থানে শ্বীয় রথে থাকিয়া শঙ্খবাদ্য করিলেন ॥ ২০

আর্য্য! তখন শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনের সহিত অবিচলিত চিত্তে নিজের শ্রেষ্ঠ শঙ্খ পাঞ্চজন্যকে সবেগে বাজাইতে লাগিলেন ॥ ২১

প্রজানাথ! ইহাদের উভয়ের শঙ্খধ্বনিতে আপনার সৈন্যদের সকল যোদ্ধারই রোমাঞ্চ হইতে লাগিল এবং সকল লোকেই তখন কাঁপিতে কাঁপিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িল ॥ ২২

যেরূপ বজ্রের শব্দে সকল প্রাণী ভীত হইয়া উঠে, সেইরূপ এই দুই বীরের শঙ্খধ্বনিতে আপনার সমস্ত সৈন্যরাই ভীত হইয়া পড়িল ॥ ২৩

সৈন্যবাহিনীর সকল বাহনই ভয়ে মল-মূত্র ত্যাগ করিতে লাগিল। এইরূপ বাহনের সহিত সমস্ত সৈন্যরাই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল ॥ ২৪

আদরণীয় মহারাজ! আপনার সৈন্যবাহিনীর সকল মানুষই সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল। হে রাজন্! তখন কেহ মূর্চ্ছিত হইল এবং কেহ ভীত হইয়া পড়িল ॥ ২৫

ততঃ কপিমহানাদঃ সহ ভূতৈর্ব্যজায়ত।
অকরোদ্ ব্যাদিতাস্যশ্চ ভীষয়ংস্তব সৈনিকান্ ॥ ২৬
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ মৃদঙ্গাশ্চানকৈঃ সহ।
পুনরেবাভ্যহন্যন্ত তব সৈন্যপ্রহর্ষণাঃ ॥ ২৭
নানাবাদিত্রশব্দৈশ্চ ক্ষেড়িতাস্ফোটিতাকুলৈঃ।
সিংহনাদৈঃ সমুৎক্রুষ্টৈঃ সমাধূতৈর্মহারবৈঃ ॥ ২৮
তস্মিংস্তু তুমুলে শব্দে ভীরূণাং ভয়বর্দ্ধনে।
অভীব হৃষ্টো বাসাংসীত্যব্রবীৎ পাকশাসনিঃ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি অর্জুনরণপ্রবেশে
অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮

তারপর অর্জুনের ধ্বজার বাসকারী ভূতগণের সহিত উপরিষ্ট হনুমান্ মুখ বিস্তার করিয়া আপনার সৈন্যদিগকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন ॥ ২৬

অনন্তর আপনার সৈন্যদলেও পুনরায় মৃদঙ্গ ও ঢোলের সহিত শঙ্খ ও ভেরীদকল বাজিতে লাগিল, যাহা আপনার সৈন্যদের হর্ষ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছিল ॥ ২৭

তখন নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি, তর্জন-গর্জন শব্দ, আস্ফালনশব্দ, সিংহনাদ ও মহারথী বীরগণের আহ্বানধ্বনি হইতেছিল। এই সব ধ্বনি একত্রে মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল এবং ভীরু ব্যক্তিগণের ভয় উৎপন্ন হইতে লাগিল। সেই সময় অতিশয় হৃষ্ট হইয়া ইন্দ্রনন্দন অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ২৮-২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে অর্জুনের রণভূমিতে প্রবেশবিষয়ক অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন দুর্মর্ষস্য গজসৈন্যানাং সংহারঃ, সর্বেষাং সৈন্যানাং পলায়নঞ্চ।]

অর্জুন উবাচ।

চোদয়াশ্বান্ হৃষীকেশ যত্র দুর্মর্ষণঃ স্থিতঃ।
এতদ্ ভিত্ত্বা গজানীকং প্রবেক্ষ্যামো বরিবাহিনীম্ ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো মহাবাহুঃ কেশবঃ সব্যসাচিনা।
প্রচোদয়দ্ধয়াংস্তত্র যত্র দুর্মর্ষণঃ স্থিতঃ ॥ ২

স সম্প্রহারস্তুমুলঃ সম্প্রবৃত্তঃ সুদারুণঃ।
একস্য চ বহূনাঞ্চ রথনাগনরক্ষয়ঃ ॥ ৩
ততঃ সায়কবর্ষেণ পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্।
পরানবাকিরৎ পার্থঃ পর্বতানিব নীরদঃ ॥ ৪
তে চাপি রথিনঃ সর্বে হরিতাঃ কৃতহস্তবৎ।
অবাকিরন্ বাণজালৈস্তত্র কৃষ্ণধনঞ্জয়ৌ ॥ ৫

একোননবতিতম অধ্যায়।

[অর্জুনকর্তৃক দুর্মর্ষণের গজসৈন্যসংহার এবং সমস্ত সৈন্যের পলায়ন]

অর্জুন বলিলেন,—হৃষীকেশ! যেখানে দুর্মর্ষণ আছে, সেই দিকে আপনি অশ্ব চালনা করুন। আমি তাহার গজসৈন্যদিগকে সংহার করিয়া শত্রুগণের বিশালবাহিনী মধ্যে প্রবেশ করিব ॥ ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সব্যসাচী অর্জুন এই কথা বলিলে পর মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ যেখানে দুর্মর্ষণ অবস্থান করিতেছেন, সেই দিকে অশ্বগণকে চালনা করিলেন ॥ ২

সেই এক বীরের সহিত বহুসংখ্যক যোদ্ধার অতিশয় ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যে যুদ্ধে রথ, হাতী ও মনুষ্যগণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩

তদনন্তর অর্জুন বাণবর্ষণ করিতে করিতে জলবর্ষণশীল মেঘসদৃশ প্রতীত হইতে লাগিল। যেরূপ মেঘ জলবর্ষণ করিয়া পর্বতসকলকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুন তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করিতে করিতে শত্রুদিগকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪

এদিকে সেই সমস্ত কৌরব-রথীরাও নিষ্ণাত পুরুষগণের ন্যায় অতি সত্বর নিজ নিজ বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া সেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ৫

ততঃ ক্রুদ্ধো মহাবাহুর্বার্ষ্যমাণঃ পরৈর্যুধি।
শিরাংসি রথিনাং পার্থঃ কায়েভ্যোঽপাহরচ্ছরৈঃ ॥ ৬
উদ্‌ভ্রান্তনয়নৈর্বক্ত্রৈঃ সন্দষ্টৌষ্ঠপুটৈঃ শুভৈঃ।
সকুণ্ডলশিরস্ত্রাণৈর্মুখৈ সমকীর্যত ॥ ৭
পুণ্ডরীকবনানীব বিধ্বস্তানি সমন্ততঃ।
বিনিকীর্ণানি যোধানাং বদনানি চকাশিরে ॥ ৮
তপনীয়তনুত্রাণাঃ সংসিক্তা রুধিরেণ চ।
সংসক্তা ইব দৃশ্যন্তে মেঘসঙ্ঘাঃ সবিদ্যুতঃ ॥ ৯
শিরসাং পততাং রাজন্ শব্দোঽভূদ্ বসুধাতলে।
কালেন পরিপক্কানাং তালানাং পততামিব ॥ ১০
ততঃ কবন্ধং কিঞ্চিৎ তু ধনুরালম্ব্য তিষ্ঠতি।
কিঞ্চিৎ খড়্গং বিনিষ্কৃষ্য ভুজেনোদ্যম্য তিষ্ঠতি ॥ ১১
পাতিতানি ন জানন্তি শিরাংসি পুরুষর্ষভাঃ।
অমৃষ্যমাণাঃ সংগ্রামে কৌন্তেয়ং ভয়মূর্ছিনঃ ॥ ১২

সেই সময় যুদ্ধস্থলে শত্রুগণকর্তৃক রুদ্ধ হইলে পর মহারাজ অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তীক্ষ্ণ বাণসকল বর্ষণ করিয়া রথিগণের মস্তকসমূহ ছেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৬

কুণ্ডল ও শিরস্ত্রাণ (শৌহটুপী) সহ রথিগণের বিঘূর্ণিত নয়ন এবং দন্তের দ্বারা দষ্ট ওষ্ঠযুক্ত সুন্দর বদনসমূহে রণভূমি আবৃত হইয়া যাইল ॥ ৭

চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পতিত যোদ্ধাগণের ছিন্ন মুখসকল পদ্মবনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৮

সুবর্ণময় কবচধারণকারী ও শোণিতের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আবৃত হইয়া পর পর আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় হতাহত যোদ্ধাদের শরীর বিদ্যুৎসহ মেঘমণ্ডলের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৯

রাজন্! যথাসময়ে পক্ক তাল ভূমিতে পতিত হইলে যেরূপ শব্দ উত্থিত হয়, সেইরূপ রণাঙ্গনে ছিন্ন হইয়া পতিত যোদ্ধাগণের মস্তকসকলেরও শব্দ হইতে লাগিল ॥ ১০

কোন কোন কবন্ধ (শিরোহীন শরীর) ধনু লইয়া দণ্ডায়মান ছিল এবং কোন কোন কবন্ধ তরবারী আকর্ষণপূর্ব্বক হাতে উত্তোলিত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল ॥ ১১

সংগ্রামে ভয়দান করিতে অভিলাষী বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ পুরুষ কুন্তীনন্দন অর্জুনের প্রতি অমর্ষশীল হইয়া ইহা জানিতেই পারিল না যে, তখন তাহাদের মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে ॥ ১২

হয়ানামুত্তমাঙ্গৈশ্চ হস্তিহস্তৈশ্চ মেদিনী।
বাহুভিশ্চ শিরোভিশ্চ বীরাণাং সমকীর্যত ॥ ১৩
অয়ং পার্থঃ কুতঃ পার্থ এষ পার্থ ইতি প্রভো।
তব সৈন্যেষু যোধানাং পার্থভূতমিবাভবৎ ॥ ১৪
অন্যোন্যমপি চাজঘ্নুরাত্মানমপি চাপরে।
পার্থভূতমমন্যন্ত জগৎ কালেন মোহিতাঃ ॥১৫
নিষ্টনন্তঃ সরুধিরা বিসংজ্ঞা গাঢ়বেদনাঃ।
শয়না বহবো বীরাঃ কীর্ত্যন্তঃ সবান্ধবান্ ॥ ১৬
সভিন্দিপালাঃ সপ্রাসাঃ সশক্ত্যৃষ্টিপরশ্বধাঃ।
সনির্যূহাঃ সনিস্ত্রিংশাঃ সশরাসন-তোমরাঃ ॥ ১৭
সবাণবর্মাভরণাঃ সগদাঃ সাঙ্গদা রণে।
মহাভুজগসঙ্কাশা বাহবঃ পরিঘোপমাঃ ॥ ১৮
উদ্বেষ্টন্তি বিচেষ্টন্তি সংচেষ্টন্তি চ সর্বশঃ।
বেগং কুর্বন্তি সংরব্ধা নিকৃত্তাঃ পরমেষুভিঃ ॥ ১৯

অশ্বগণের বহু মস্তক, হস্তীগণের বহু শুণ্ড এবং বীরবর্গের বহু বাহু ও মস্তকের দ্বারা সমগ্র রণভূমি পূর্ণ হইয়া যাইল ॥ ১৩

প্রভো! আপনার সৈন্যদের মধ্যে সকল যোদ্ধার দৃষ্টিতেই সর্ব্বদিক্ অর্জুনময় হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা বারংবার "এই যে অর্জুন, কোথায় অর্জুন, ঐ অর্জুন" এইরূপে চীৎকার করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

বহু সংখ্যক অপর সৈন্য পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে পরস্পরের উপর এবং কখনও নিজেদেরই উপর অস্ত্র প্রহার করিতে লাগিল। তাহারা কালের দ্বারা মোহিত হইয়া সমগ্র জগৎকে অর্জুনময় মনে করিতে থাকিল ॥ ১৫

বহু বীর রক্তাপ্লুত দেহে ধরাশায়ী হইয়া গুরুতর বেদনায় জোর চীৎকার করিতে করিতে প্রাণ হারাইয়া ফেলিল এবং বহু যোদ্ধা ভূতলে পতিত থাকিয়াই নিজ বন্ধু-বান্ধবগণকে ডাকিতে লাগিল ॥ ১৬

অর্জুনের শ্রেষ্ঠ বাণসমূহের দ্বারা ছিন্ন বীরগণের পরিঘসদৃশ স্থূল (মোটা) ও মহাসর্পতুল্য প্রতীয়মান ভিন্দিপাল, প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি, পরশু, নির্ঘাত, খড়্গ, ধনু, তোমর, বাণ, কবচ, অলঙ্কার, গদা এবং অঙ্গদান্বিত সুশোভিত বাহুসকল আবেগে ভর দিয়া নিক্ষেপের মহাবেগ প্রকাশ করিতে, উপরে উত্থিত হইতে, ছট্ ফট্ করিতে এবং নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল ॥১৭-১৯

যো যঃ স্ম সমরে পার্থং প্রতিসঞ্চরতে নরঃ।
তস্য তস্যাস্তকো বাণঃ শরীরমুপসর্পতি ॥ ২০

নৃত্যতো রথমার্গেষু ধনুর্ব্যায়চ্ছতস্তথা।
ন কশ্চিদ্ তত্র পার্থস্য দদৃশেঽন্তরমণ্বপি ॥ ২১

যস্তস্য ঘটমানস্য ক্ষিপ্রং বিক্ষিপতঃ শরান্।
লাঘবাৎ পাণ্ডুপুত্রস্য ব্যস্যন্ত পরে জনাঃ ॥ ২২

হস্তিনং হস্তিযন্তারমশ্বমাশ্বিকমেব চ।
অভিনৎ ফাল্গুনো বাণৈ রথিনাঞ্চ সসারথিম্ ॥ ২৩

আবর্তমানমায়ন্তং যুধ্যমানঞ্চ পাণ্ডবং।
প্রমুখে তিষ্ঠমানঞ্চ ন কিঞ্চিন্ন নিহন্তি সঃ ॥ ২৪

যথোদয়ন্ বৈ গগনে সূর্য্যো হন্তি মহত্তমঃ।
তথার্জুনো গজানীকমববীৎ কঙ্কপত্রিভিঃ ॥ ২৫

হস্তিভিঃ পতিতৈর্ভিন্নৈস্তব সৈন্যমদৃশ্যত।
অন্তকালে যথা ভূমির্ঘনৈরুৎকীর্ণা মহীধরৈঃ ॥ ২৬

যথা মধ্যন্দিনে সূর্য্যো দুষ্প্রেক্ষ্যঃ প্রাণিভিঃ সদা।
তথা ধনঞ্জয়ঃ ক্রুদ্ধো দুষ্প্রেক্ষ্যোঽভবদ্ রিপুভিঃ ॥ ২৭

তৎ তথা তব পুত্রস্য সৈন্যং যুধি পরন্তপ।
প্রভগ্নং দ্রুতমাবিগ্নমতীব শরপীড়িতম্ ॥ ২৮

মারুতেনেব মহতা মেঘানীকং বিদীর্য্যতে।
প্রকাল্যমানং তৎ সৈন্যং নাশকৎ প্রতিবীক্ষিতুম্ ॥ ২৯

প্রতোদৈশ্চাপকোটিভির্ত্তোমরৈঃ সাধুবাহিভিঃ।
কশাপার্শ্ণিপ্রহারৈশ্চ বাগ্ভিরুগ্রাভিরেব চ ॥ ৩০

চোদয়ন্তো হয়াংস্তূর্ণং পলায়ন্তে স্ম তাবকাঃ।
সাদিনো রথিনশ্চৈব পত্তয়শ্চার্জুনার্দিতাঃ ॥ ৩১

যে যে ব্যক্তি অর্জুনের সম্মুখীন হইবার জন্য রণাঙ্গনের দিকে যাইতে লাগিল, সেই সেই যোদ্ধার উপরেই তাহাদের প্রাণান্তকর বাণসকল আসিয়া পতিত হইতে থাকিল ॥ ২০

অর্জুন সেই সময় সেখানে নিরন্তর এভাবে রথের মার্গে বিচরণ করিতে ও ধনু আকর্ষণ করিতে ছিলেন যে, কোন যোদ্ধাই তখন তাঁহার উপর অস্ত্রপ্রহার করিবার অল্পও সুযোগ দেখিতে পান নাই ॥

পাণ্ডুনন্দন অর্জুন পূর্ণ সাবধান হইয়া অস্ত্রলাঘব করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং অতিদ্রুত বাণসকল নিক্ষেপ করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার হস্তনৈপুণ্য দেখিয়া অপর মনুষ্যগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িলেন ॥ ২১-২২

অর্জুন হাতী ও মাহুত, অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং রথী ও সারথিকেও নিজ বাণসমূহে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

যে ফিরিয়া আসিতেছিল, যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যে যুদ্ধ করিতেছিল এবং যে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল—ইহাদের মধ্যে কাহাকেও পাণ্ডুনন্দন বধ না করিয়া ত্যাগ করিতেন না ॥ ২৪

যেরূপ আকাশে উদিত সূর্য্য ঘোর অন্ধকারকে নষ্ট করিয়া থাকেন, সেইরূপ অর্জুন কঙ্কপক্ষীর পক্ষযুক্ত বহু বাণের দ্বারা সেই গজসৈন্যগণকে সংহার করিতে থাকিলেন ॥ ২৫

রাজন্! বাণসমূহে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হস্তিগণের দ্বারা আপনার সৈন্যরা সেইরূপ দৃষ্ট হইতেছিলেন, যেরূপ প্রলয়কালে এই পৃথিবী এদিকে ওদিকে পতিত পর্ব্বতসমূহে আচ্ছাদিতা অবস্থায় দৃষ্টা হইয়া থাকেন ॥ ২৬

যেরূপ বিপ্রহরস্থিত সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা সকল প্রাণিগণের পক্ষেই অসম্ভব, সেইরূপ যুদ্ধস্থলে ক্রুদ্ধ অর্জুনের দিকে শত্রুগণের দৃষ্টিপাত অসম্ভব হইয়া উঠিল ॥ ২৭

শত্রুতাপন মহারাজ! এইভাবে সেই রণাঙ্গনে অর্জুনের বাণসকলে পীড়িত হইয়া আপনার সৈন্যদের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইল। তাহারা তখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রণভূমি হইতে পলায়ন করিল ॥ ২৮

যেরূপ প্রচণ্ডবেগে উত্থিত প্রবলবায়ু মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ দুর্য্যোধনের সৈন্যদের ব্যূহ ভাঙ্গিয়া যাইল এবং সেখানে অর্জুন বিতাড়িত করিতে থাকিলে তাহারা এরূপ দ্রুতগতিতে পলায়ন করিতে লাগিল যে, তাহাদের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া দৃষ্টিপাত করিবারই সাহস ছিল না ॥ ২৯

অর্জুনের বাণসকলে পীড়িত আপনার পদাতি, অশ্বারোহী এবং রথারোহী সৈন্যরা কশা, ধনুর কোটি, তোমর, বহন করিবার উত্তম পদ্ধতি, কশাপ্রহার, চরণের আঘাত এবং তীব্রতর বাণীর দ্বারা নিজ অশ্বগণকে অতি সত্বর চালনা করিতে থাকিয়া পলাইতে লাগিল ॥ ৩০-৩১

পাঞ্চাল্যদুষ্টাকুশৈর্নাগং চোদয়ন্তস্তথা পরে।
শরৈঃ সম্মোহিতাশ্চাস্তে তমেবাভিমুখা যযুঃ॥
তব যোধা হতোৎসাহা বিভ্রান্তমনসস্তদা॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি জয়দ্রথবধপর্ব্বণি অর্জুনযুদ্ধে একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥৮৯

অপর পক্ষীয়েরা নিজেদের পরাজয়ের অসুখ ও অযশের দ্বারা হস্তীদিগকে চালনা করিতে করিতে পলাইতে থাকিল। বড় বড় যোদ্ধা অর্জুনের বাণে মোহিত হইয়া তাঁহারই দিকে চলিয়া আসিতে লাগিল। এই সময় আপনার সকল যোদ্ধারই উৎসাহ নষ্ট হইয়া যাইল এবং সকলেই মনে মনে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল॥ ৩১

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্ব্বে অর্জুনের যুদ্ধবিষয়ক একোননবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনবাণৈরাহতস্য দুঃশাসনস্য সৈন্যৈঃ সহ পলায়নম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তস্মিন্ প্রভগ্নে সৈন্যাগ্রে বধ্যমানে কিরীটিনা।
কে ত্বত্র রণে বীরাঃ প্রত্যুদীয়ুর্ধনঞ্জয়ম্॥ ১
আহোস্বিদ্ভগ্নকটবৃাহং প্রবিষ্টা মোঘনিশ্চয়াঃ।
দ্রোণমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তং প্রাকারমকুতোভয়ম্॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

তথার্জুনেন সমরে তস্মিংস্তব বলেঽনঘ।
হতবীরে হতোৎসাহে পলায়নকৃতক্ষণে॥ ৩
পাকশাসনিনাভীক্ষ্ণং বধ্যমানে শরোত্তমৈঃ।
ন তত্র কশ্চিৎ সংগ্রামে শশাকার্জুনমীক্ষিতুম্॥ ৪
ততস্তব সুতো রাজন্ দৃষ্ট্বা সৈন্যং তথাগতম্।
দুঃশাসনো ভৃশং ক্রুদ্ধো যুদ্ধায়ার্জুনমভ্যগাৎ॥ ৫
স কাঞ্চনবিচিত্রেণ কবচেন সমাবৃতঃ।
জাম্বূনদশিরস্ত্রাণঃ শূরস্তীব্রপরাক্রমঃ॥ ৬
নাগানীকেন মহতা প্রসন্নিব মহীমিমাম্।
দুঃশাসনো মহারাজ সব্যসাচিনমাবৃণোৎ॥ ৭
ত্রাসেন গজঘণ্টানাং শঙ্খানাং নিনদেন চ।
জ্যাক্ষেপনিনদৈশ্চৈব বিরাবেণ চ ধন্বিনাম্॥ ৮

নবতিতম অধ্যায়।

[অর্জুনের বাণসমূহে হতোদ্যম হইয়া সৈন্যসহ দুঃশাসনের পলায়ন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! কিরীটধারী অর্জুন কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া অগ্রগামী সৈন্যদল পলায়ন করিতে থাকিলে সেখানে রণাঙ্গনে কোন্ বীরগণ অর্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন?॥ ১

অথবা এরূপ কোন অবস্থা উপস্থিত হয় নাই ত' যে, নিজেদের মনোরথ সফল না হওয়ায় তাহারা (পরপক্ষের ন্যায়) দ্রোণাচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করত সর্ব্বথা নির্ভয় হইয়া শকটব্যূহে প্রবেশ করিল॥ ২

সঞ্জয় বলিলেন,—নিষ্পাপ নরেশ! যখন ইন্দ্রপুত্র অর্জুন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আপনার সৈন্যদিগকে বধ করিয়া তাহাদিগকে হতোৎসাহ এবং পলায়ন করিবার জন্য বিবশ করিয়া দিলেন, সকল সৈন্যরা যখন পলায়ন করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল এবং তাহাদের উপর নিরন্তর শ্রেষ্ঠ বাণসমূহ বর্ষিত হইতে লাগিল, সেই সময় সেখানে কোন বীরই সংগ্রামে অর্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই সাহস করিল না॥ ৩-৪

রাজন্! সৈন্যদের এই দুরবস্থা দেখিয়া আপনার পুত্র দুঃশাসনের অতিশয় ক্রোধ হইল এবং তিনি তখন যুদ্ধ করিবার জন্য অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন॥ ৫

তিনি সেই সময় নিজেকে সুবর্ণময় কবচের দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার মস্তকের উপরে বহুমূল্য সুবর্ণনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ (টুপি) শোভা পাইতেছিল। তিনি তীব্র পরাক্রমশালী বীর ছিলেন॥ ৬

মহারাজ! দুঃশাসন বীর বিশাল গজসৈন্য দ্বারা অর্জুনকে সেই সময় চারিদিক্ দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন। ইহাতে মনে হইতে লাগিল—তিনি সমগ্র ধরণীকে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন॥ ৭

হস্তিসকলের ঘণ্টাধ্বনি, শঙ্খনাদ, ধনুর টঙ্কার এবং গজরাজগণের চীৎকার শব্দে পৃথিবী, দিক্ সকল ও আকাশ—এ-সমস্তই

দ্যৌশ্চান্তরিক্ষঞ্চ শব্দেনাসীৎ সমাবৃতম্।
স মুহূর্ত্তং প্রতিভয়ো দারুণঃ সমপদ্যত ॥ ৯
তান্ দৃষ্ট্বা পতত্তস্তূর্ণমঙ্কুশৈরভিচোদিতান্।
ব্যালম্বহস্তান্ সংরব্ধান্ সপক্ষানিব পর্ব্বতান্ ॥ ১০
সিংহনাদেন মহতা নরসিংহো ধনঞ্জয়ঃ।
গজানীকমমিত্রাণামলীনো বাধমচ্ছরৈঃ ॥ ১১
মহোর্ম্মিণমিবোদ্ভূতং স্বসনেন মহার্ণবম্।
কিরীটী তদ্ গজানীকং প্রাবিশৎশকরো যথা ॥১২
কাষ্ঠাভীত ইবাদিত্যঃ প্রতপন্ স যুগন্ধরে
দদৃশে দিক্ষু সর্ব্বাসু পার্থঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ১৩
খুরশব্দেন চাস্যানাং নেমিঘোষেণ তেন চ।
তেন চোৎকৃষ্টশব্দেন জ্যানিনাদেন তেন চ ॥ ১৪
নানাবাদিত্রশব্দেন পাঞ্চজন্যস্বনেন চ।
দেবদত্তস্য ঘোষেণ গাণ্ডীবনিনদেন চ ॥ ১৫

মন্দবেগা নরা নাগা বভূবুস্তে বিচেতসঃ।
শরৈরাশীবিষস্পর্শৈর্নিভিন্নাঃ সব্যসাচিনা ॥ ১৬
তে গদা বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভূশং গাণ্ডীবচোদিতৈঃ।
অনেকশতসাহস্রৈঃ সর্ব্বাঙ্গেষু সমর্পিতাঃ ॥ ১৭
আরাবং পরমং কৃত্বা বধ্যমানাঃ কিরীটিনা।
নিপেতুরনিশং ভূমৌ ছিন্নপক্ষা ইবাদ্রয়ঃ ॥ ১৮
অপরে দন্তবেষ্টেষু কুম্ভেষু চ কটেষু চ।
শরৈঃ সমর্পিতা নাগাঃ ক্রৌঞ্চবদ্ বানদন্ মুহুঃ ॥ ১৯
গজস্কন্ধগতানাঞ্চ পুরুষাণাং কিরীটিনা।
ছিদ্যন্তে চোত্তমাঙ্গানি ভল্লৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ২০
সকুণ্ডলানাং পততাং শিরসাং ধরণীতলে।
পদ্মানামিব সঙ্ঘাতৈঃ পার্থশ্চক্রে নিবেদনম্ ॥২১
যন্ত্রবদ্ধা বিকবচা ব্রণার্ত্তা রুধিরোক্ষিতাঃ।
ভ্রমৎসু যুধি নাগেষু মহুর্ত্তা বিললম্বিরে ॥ ২২

পূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন দুঃশাসন মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও দারুণ হইয়া উঠিলেন ॥ ৮-৯

মাহুতগণ কর্ত্তৃক অঙ্কুশ দ্বারা চালিত হইয়া লম্বা শুণ্ড উপরে উত্তোলন পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ ও পক্ষধারী পর্ব্বতসমূহসদৃশ সেই হস্তিসমূহকে নিজের দিকে তীব্র বেগে আসিতে দেখিয়া মনুষ্যগণ মধ্যে সিংহতুল্য পরাক্রমশালী অর্জ্জুন উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে থাকিয়া শত্রুসৈন্যের এই গজ-সৈন্যদলকে নির্ভয়চিত্তে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ১০-১১

বায়ু দ্বারা উত্থিত বড় বড় তরঙ্গসমূহে পূর্ণ মহাসাগরের ন্যায় সেই গজসৈন্যদিগের মধ্যে অর্জ্জুন মকরসদৃশ প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১২

যেরূপ প্রলয়কালে সূর্য্যদেব সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া সকলকে সন্তপ্ত করিয়া থাকেন, সেইরূপ শত্রুসৈন্যবিজয়ী অর্জ্জুন চারিদিকেই অসীম পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন—ইহা দেখা যাইত ॥ ১৩

অশ্বগণের খুরশব্দ, রথসকলের চক্রধারার ঘর্ঘর শব্দ, উচ্চৈঃস্বরে কৃত তর্জ্জন-গর্জ্জন, ধনুর গুণের টঙ্কার, নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি, শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের শব্দ, অর্জ্জুনের দেবদত্ত-শঙ্খের গম্ভীর ঘোষ এবং গাণ্ডীব-ধনুর টঙ্কার ধ্বনির দ্বারা মনুষ্যগণ ও হস্তীদিগের বেগ মন্দ হইয়া যাইত এবং সকলেই ভয়ে অচেতন হইয়া পড়িত। সব্যসাচী অর্জ্জুন বিষধর সর্পসদৃশ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাদিগকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪-১৬

গাণ্ডীব-ধনুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত লক্ষ লক্ষ তীক্ষ্ণ বাণ যুদ্ধস্থলে অবস্থিত সেই সব হাতীর সকল অঙ্গে বিদ্ধ হইতে থাকিল ॥ ১৭

অর্জ্জুনের বাণসমূহের প্রহারে অত্যন্ত চীৎকারকারী সেই সব হাতী ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতসকলের ন্যায় ভূতলে নিরন্তর পতিত হইতে লাগিল ॥ ১৮

অন্য কতকগুলি হাতী নীচের ওষ্ঠ, যুদ্ধস্থলে এবং কর্ণ-পটিতে বাণসকলের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় ক্রৌঞ্চ পক্ষীর ন্যায় বারংবার আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ॥ ১৯

কিরীটধারী অর্জ্জুন আনত পর্ব্বযুক্ত ভল্লনামক বাণসমূহে হস্তীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট পুরুষগণের মস্তক সকলও ছেদন করিতে থাকিলেন ॥ ২০

ভূতলে পতিত কুণ্ডলযুক্ত মস্তকসমূহ পদ্মসকলের রাশির ন্যায় মনে হইতেছিল। অর্জ্জুন সেই সময় মস্তকসমূহ-রূপ পদ্ম-রাশিতে পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ২১

রণাঙ্গনে ভ্রমণ করত হস্তিগণের উপরে বদ্ধসন্নাহ যন্ত্রসমূহ সেইভাবে লম্বালম্বি হইয়া ঝুলিতে ছিল, যেরূপ কোন যন্ত্রের দ্বারা কোন বস্তুর সংযুক্ত হইয়া ঝুলিতে থাকে। ইহাদের কবচসমূহ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাহারা ক্ষতের জ্বালায় পীড়িত হইয়াছিল এবং রক্তে আপ্লুত হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ২২

কেতিদেকেন বাণেন ধনুষ্কেন সুপত্রিণা।
দ্বৌ ত্রয়শ্চ বিনির্ভিন্না নিপেতুর্ধরণীতলে ॥ ২৩
অভিবিদ্ধাশ্চ নারাচৈর্বমন্তো রুধিরং মুখৈঃ।
সারোহা গজপতয়ো ভূমৌ দ্রুমবনা ইবাচলাঃ ॥ ২৪
যৌবীঃ ধ্বজং ধনুশ্চৈব যুগমীষাং তথৈব চ।
রথিনাং কুট্টয়ামাস ভল্লৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ২৫
ন সন্দধন্ ন চাকর্ষন্ ন বিমুঞ্চন্ ন চোদ্যমন্।
মণ্ডলেনৈব ধনুষা নৃত্যন্ পার্থঃ স্ম দৃশ্যতে ॥ ২৬
অভিবিদ্ধাশ্চ নারাচৈর্বমন্তো রুধিরং মুখৈঃ।
মুহূর্তাদ্যপতন্ভূমৌ বারণা বসুধাতলে ॥ ২৭
উত্থিতাস্তপতেরাদি কবন্ধানি সমন্ততঃ।
অদৃশ্যন্ত মহারাজ তস্মিন্ পরমসঙ্কুলে ॥ ২৮
সচাপাঃ সাঙ্গুলিত্রাণাঃ সবর্মাণঃ সাঙ্গদা রণে।
অদৃশ্যন্ত ভুজাশ্ছিন্না হেমাভরণভূষিতাঃ ॥ ২৯
সুপস্করৈরধিষ্ঠানৈরীষাদণ্ডকবন্ধুরৈঃ
চক্রৈর্বিমথিতৈরক্ষৈর্যুগৈশ্চ বহুধা যুগে ॥ ৩০
চর্মচাপধরৈশ্চৈব বাবকীর্যৈস্ততস্ততঃ।
প্রস্রুভিরাভরণৈর্যৈঃ পতিতৈশ্চ মহাধ্বজৈঃ ॥ ৩১
নিহতৈর্বারণৈরশ্বৈঃ ক্ষত্রিয়ৈশ্চ নিপাতিতৈঃ।
অদৃশ্যত মহী তত্র দারুণপ্রতিদর্শনা ॥ ৩২
এবং দুঃশাসনবলং বধ্যমানং কিরীটিনা।
সম্প্রাদ্রবদ্ভয়ার্তং স্ম ব্যথিতং সহনায়কম্ ॥ ৩৩
ততো দুঃশাসনস্ত্রস্তঃ সহানীকঃ শরার্দিতঃ।
দ্রোণং আতারমাকাঙ্ক্ষন্ শকটব্যূহমত্যগাৎ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি দুঃশাসনসৈন্যপরাভবে নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০

যন্ত্র হাতী উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত সুন্দর পক্ষযুক্ত একটি বাণের দ্বারাই দুই তিন-টি করিয়া একসঙ্গে বিদীর্ণ হইয়া ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ২৩

আরোহীদের সহিত বহু হাতী নারাচসকলের দ্বারা অত্যন্ত আহত হইয়া মুখে রক্ত বমন করিতে করিতে বৃক্ষযুক্ত পর্বত-সমূহের ন্যায় ধরাশায়ী হইতে থাকিল ॥ ২৪

তদনন্তর অর্জুন অনেকপক্ষযুক্ত বহু ভল্লের দ্বারা রথী বীর-গণের ধনুর্গুণ, ধ্বজ, যুগ ও ঈষাদণ্ডকে শত শত করিয়া দিলেন ॥ ২৫

সেই সময় অর্জুন মণ্ডলাকার ধনুর সহিত সর্বদিকে যেন নৃত্য করিতেছেন বলিয়া দৃষ্ট হইতেছিলেন। তিনি কখন ধনুর উপর বাণসমূহ যোজিতেন, কখন গুণ আকর্ষণ করিতেন, বাণ নিক্ষেপ করিতেন এবং কখন তূণীর হইতে বাণ বাহির করিতেন—এই সব কেহই দেখিতে পাইতেন না ॥ ২৬

মুহূর্তকাল মধ্যে শরাহত বহুসংখ্যক হস্তী নারাচের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া মুখ দিয়া রক্ত বমন করিতে করিতে ধরাতলে পতিত হইল ॥ ২৭

মহারাজ! সেই অতিশয় ভয়ানক যুদ্ধে চারিদিকেই অসংখ্য কবন্ধ উত্থিত আছে দেখা যাইল ॥ ২৮

বীরগণের ছিন্ন বর্মযুক্ত আভরণে বিভূষিত বাহুসকল ধনু, অঙ্গুলি, তলত্রাণ এবং অঙ্গদ সহ ছিন্ন হইয়া রণভূমিতে পতিত আছে দৃষ্টিগোচর হইল ॥ ২৯

সুন্দর উপস্করসমূহ, বসিবার আসন, ঈষাদণ্ড, বন্ধন রজ্জু ও চক্রসহ বহু রথ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল। বহুসংখ্যক ঢাল ও বহুমূল্য যোদ্ধা সহ রথসকল এদিকে ওদিকে বিকীর্ণ হইয়া পতিত হইতেছিল। অনেক হাতী ও অশ্ব নিহত হইল এবং বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় ধরাশায়ী হইলেন। এই সব কারণে সেই রণভূমি দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ॥ ৩০-৩২

মহারাজ! এইরূপে কিরীটধারী অর্জুনের দ্বারা প্রহৃত হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত দুঃশাসনের সৈন্যবাহিনী বহুক দুঃশাসন সহ পলায়ন করিল ॥ ৩৩

তারপর অর্জুনের বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত ও ভয়ভীত হইয়া সৈন্যসহ দুঃশাসন নিজেদের রক্ষকর্তা দ্রোণাচার্যের আশ্রয়ে যাইবার ইচ্ছা পোষণ করত শকট-ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথপর্বে দুঃশাসনের সৈন্যদের পরাজয়-বিষয়ক নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুন-দ্রোণাচার্য্যয়োর্বার্ত্তালাপো যুদ্ধঞ্চ, দ্রোণাচার্য্যং পরিত্যজ্য গচ্ছতোঽর্জুনস্য কৌরবসৈনিকৈঃ প্রতিরোধশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

দুঃশাসনবলং হত্বা সব্যসাচী মহারথঃ।
সিন্ধুরাজং পরীপ্সন্ বৈ দ্রোণানীকমুপাদ্রবৎ ॥ ১
স তু দ্রোণং সমাসাদ্য ব্যূহস্য প্রমুখে স্থিতম্।
কৃতাঞ্জলিরিদং বাক্যং কৃষ্ণস্যানুমতেঽব্রবীৎ ॥২
শিবেন ধ্যাহি মাং ব্রহ্মন্ স্বস্তি চৈব বদস্ব মে।
তবৎপ্রসাদাদিচ্ছামি প্রবেষ্টুং দ্বিষতাং চমূম্ ॥ ৩
ভবান্ পিতৃসমো মহ্যং ধর্মরাজসমোঽপি চ।
তথা কৃষ্ণসমশ্চৈব সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৪
অশ্বত্থামা যথা তাত রক্ষণীয়স্তথানঘ।
তথাহমপি তে রক্ষ্যঃ সদৈব দ্বিজসত্তম ॥ ৫
তব প্রসাদাদিচ্ছেয়ং সিন্ধুরাজানমাহবে।
নিহন্তুং বিপদাং শ্রেষ্ঠ প্রতিজ্ঞাং রক্ষ মে প্রভো ॥ ৬

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তস্তদাচার্য্যঃ প্রত্যুবাচ স্ময়ন্নিব।
মামজিত্বা ন বীভৎসো শক্যো জেতুং জয়দ্রথঃ ॥ ৭
এতাবদুক্ত্বা তং দ্রোণঃ শরব্রাতৈরবাকিরৎ।
সরথাশ্বধ্বজং তীক্ষ্ণৈঃ প্রহসন্ বৈ সসারথিম্ ॥ ৮
ততোঽর্জুনঃ শরব্রাতান্ দ্রোণস্যাবার্য্য সায়কৈঃ।
দ্রোণমভ্যদ্রবদ্ বাণৈর্ঘোররূপৈর্মহত্তরৈঃ ॥ ৯
বিব্যাধ চরণে দ্রোণমনুমান্য বিশাম্পতে।
ক্ষত্রধর্মং সমাস্থায় নবভিঃ সায়কৈঃ পুনঃ ॥ ১০
তস্যেষূন্ নিষূদয়িত্বা দ্রোণো বিব্যাধ তাবুভৌ।
বিবারিতস্তলিতপ্রখ্যৈরিষুভিঃ কৃষ্ণ-পাণ্ডবৌ ॥ ১১
ইয়েষ পাণ্ডবস্যাস্য বাণৌঘেচ্ছেত্তুং শরাসনম্।
তস্য চিন্তয়তস্তত্ত্বেবং ফাল্গুনস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২

একনবতিতম অধ্যায়।

[অর্জুন ও দ্রোণাচার্য্যের বার্ত্তালাপ ও যুদ্ধ, দ্রোণাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসরমান অর্জুনকে কৌরবসৈন্যদের দ্বারা প্রতিরোধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দুঃশাসনের সৈন্যদের সংহার করিয়া সব্যসাচী মহারথ অর্জুন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে লাভ করিবার ইচ্ছায় দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যদের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১

ব্যূহের সম্মুখভাগে অবস্থিত আচার্য্য দ্রোণের নিকট উপস্থিত হইয়া অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি গ্রহণ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ২

ব্রহ্মন্! আপনি আমার কল্যাণ চিন্তা করুন। আমি আপনারই কৃপায় এই দুর্ভেদ্য সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ৩

আপনি আমার নিকট পিতা পাণ্ডু, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং সখা শ্রীকৃষ্ণসদৃশ—ইহা আমি আপনাকে সত্য করিয়া বলিতেছি ॥ ৪

তাত! নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! যেরূপ অশ্বত্থামা আপনার দ্বারা সর্ব্বদা রক্ষণীয়, সেইরূপ আমিও সদা আপনার দ্বারা রক্ষিত হইবার অধিকারী ॥ ৫

নরশ্রেষ্ঠ! আমি আপনারই কৃপায় এই যুদ্ধে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিতে চাই। প্রভো! আপনি আমার এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন ॥ ৬

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! অর্জুন এই কথা বলিলে পর সেই সময় দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে হাসিতে হাসিতে উত্তরদান করিলেন—অর্জুন! আমাকে পরাজিত না করিয়া তুমি জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে পারিবে না ॥ ৭

অর্জুনকে এই কথা বলিয়াই দ্রোণাচার্য্য হাস্য করিতে করিতে রথ, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিসহ তাঁহার উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে থাকিলেন ॥ ৮

তখন অর্জুন স্বীয় বাণসকলের দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের বাণগুলিকে নিবারণ করিয়া তীক্ষ্ণতর ও অতিবিশাল বাণসমূহের সাহায্যে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৯

প্রজানাথ! তিনি দ্রোণাচার্য্যকে সমাদর করিতে করিতেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক পুনরায় নয়টি বাণের দ্বারা তাঁহার চরণে আঘাত করিলেন ॥ ১০

দ্রোণাচার্য্য স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা অর্জুনের বাণসকলকে ছেদন করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নি ও বিষতুল্য তেজস্বী বহু বাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১১

তখন পাণ্ডুনন্দন অর্জুন নিজের বাণসকলের দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের ধনু ছেদন করিবার ইচ্ছা করিলেন। মহাত্মা অর্জুন এরূপ চিন্তা

দ্রোণঃ শরৈরসম্ভ্রান্তো ন্যাং চিচ্ছেদাশু বীর্য্যবান্।
বিব্যাধ চ হয়ানস্য ধ্বজং সারথিমেব চ ॥ ১৩

অর্জুনশ্চ শরৈর্বীরঃ শত্রুমানোঽভ্যবাকিরৎ।
এতস্মিন্নন্তরে পার্থঃ সজ্যং কৃত্বা মহদ্ ধনুঃ ॥ ১৪

বিশেষয়িতুমাচার্য্যং সব্যাপ্তবিহ্বয়ং বরঃ।
মুমোচ ষট্‌শতান্ বাণান্ গৃহীত্বৈকমিব দ্রুতম্ ॥ ১৫

পুনঃ সপ্তশতানন্যান্ সহস্রং চানিবর্ত্তিনঃ।
চিচ্ছেদায়ুতশশ্চান্যানস্তেঽহন্ দ্রোণস্য তাং চমূম্ ॥ ১৬

তৈঃ সম্যগস্তৈর্বলিনা কৃতিনা চিত্রযোধিনা।
মনুষ্যবাজিমাতঙ্গা বিদ্ধাঃ পেতুর্গতাসবঃ ॥ ১৭

বিসৃতাস্ত্রধ্বজাঃ পেতুঃ সঞ্ছিন্নায়ুধজীবিতাঃ।
রথিনো রথমুখ্যেভ্যঃ সহসা শরপীড়িতাঃ ॥১৮

চূর্ণিতাক্ষিগুদন্তানাং বজ্রানিলহুতাশনৈঃ।
তুল্যরূপা গজাঃ পেতুর্দিব্যাস্ত্রাভূদবেশ্মনাম্ ॥ ১৯

পেতুরশ্বসহস্রাণি প্রহতান্তর্জুনেষুভিঃ।
হংসা হিমবতঃ পৃষ্ঠে বারিবিপ্রহতা ইব ॥ ২০

রথাশ্বদ্বিপপত্ত্যোঘাঃ সলিলৌঘা ইবাদ্ভুতাঃ
যুগান্তোদিতরশ্মাভৈঃ পাণ্ডবাস্ত্রশরৈর্হতাঃ ॥ ২১

ততঃ পাণ্ডবাদিত্যশরাংশুজালঃ
কুরুপ্রবীরান্ ঘৃণি নিষ্টপন্তম্।
স দ্রোণমেঘঃ শরবৃষ্টিবেগৈঃ
প্রাচ্ছাদয়ন্মেঘ ইবার্করশ্মীন্ ॥ ২২

অথাভ্যর্চ্য বিসৃষ্টেন দ্বিষতামসুভোজিনা।
আজঘ্নে বক্ষসি দ্রোণো নারাচেন ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২৩

স বিহ্বলিতসর্বাঙ্গঃ ক্ষিতিকম্পে যথাচলঃ।
বৈধ্যমালম্ব্য বীভৎসুর্দ্রোণং বিব্যাধ পত্রিভিঃ ॥ ২৪

করিতেছেন, এমন সময় পরাক্রমশালী দ্রোণাচার্য্য কোনরূপ বিচলিত না হইয়াই নিজ বাণসমূহের দ্বারা সত্বর তাঁহার ধনুক ছেদন করিয়া দিলেন এবং অর্জুনের অশ্বগণ, ধ্বজ ও সারথি শ্রীকৃষ্ণকে বাণবিদ্ধ করিলেন ॥ ১২-১৩

কেবল ইহাই নহে, বীর দ্রোণাচার্য্য এই সময় ঈষৎ হাস্য-সহকারে অর্জুনকে স্বীয় বাণবর্ষণের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ইহার মধ্যেই সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রবেত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন অর্জুন স্বীয় বিশাল গাণ্ডীব ধনুতে অপর একটি গুণ আরোপণ করিলেন এবং আচার্য্য দ্রোণ অপেক্ষা অধিক পরাক্রম দেখাইবার জন্য অতিদ্রুত ছয় শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই সময় তিনি এই বাণগুলি একত্রে হাতে লইয়াছিলেন যে, সেগুলি একটি বাণ বলিয়াই মনে হইতেছিল ॥ ১৪-১৫

তারপর পুনরায় তিনি সাত শত বাণ ও আরও এক হাজার এতাদৃশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন, যাহারা কোনরূপেই প্রতিহত হইবার নহে। তদনন্তর অর্জুন দশ দশ হাজার করিয়া বাণ প্রহার করিতে লাগিলেন। এ সকল বাণ দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৬

বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধকারী, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং বলশালী অর্জুন কর্ত্তৃক উদ্যমরূপে প্রযুক্ত সেই সব বাণে বিদ্ধ হইয়া বহু মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তী প্রাণশূন্য অবস্থায় ধরাশায়ী হইল ॥ ১৭

অর্জুনের বাণসমূহে পীড়িত বহু রথী যোদ্ধা সারথি, অশ্ব, ধ্বজ, অস্ত্রশস্ত্র ও প্রাণ হইতে বঞ্চিত হইয়া সহসা শ্রেষ্ঠ রথ হইতে ভূপাতিত হইল ॥ ১৮

বজ্রের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ শরীর, বায়ুর দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মেঘ ও অগ্নিতে দগ্ধ বৃহৎকলেবর হস্তীর ন্যায় বহুসংখ্যক হাতীও ধরাশায়ী হইতে লাগিল ॥ ১৯

অর্জুনের বাণসমূহে নিহত সহস্র অশ্ব রণভূমিতে সেইরূপে পতিত হইতে লাগিল, যেরূপ বর্ষার জলে আহত হইয়া বহুসংখ্যক হংস হিমালয়ের উপরে পতিত হইয়া থাকে ॥ ২০

প্রলয়কালীন সূর্য্যের কিরণমালাতুল্য শ্বেতবর্ণী অর্জুনের বাণসমূহে নিহত রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি সৈন্যগণ সূর্য্যকিরণে শুষ্ক অদ্ভুত জলপ্রবাহের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ২১

যেরূপ মেঘ সূর্য্যের কিরণকে আবৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ দ্রোণাচার্য্যরূপী মেঘ স্বীয় বাণবর্ষণের দ্বারা অর্জুনরূপ সূর্য্যের সেই বাণরূপ কিরণসমূহকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন, যে সকল অর্জুন-বাণ যুদ্ধে মুখ্য মুখ্য কৌরব-বীরগণকে সন্তপ্ত করিতেছিল ॥ ২২

তাহার পর শত্রুদিগের প্রাণহরণকারী একটি নারাচ প্রয়োগ করিয়া দ্রোণাচার্য্য অর্জুনের বক্ষে গভীরভাবে আঘাত করিলেন ॥ ২৩

এই আঘাতে অর্জুনের সকল অঙ্গ সেইরূপে বিহ্বল হইয়া পড়িল, যেরূপ ভূমিকম্প হইলে পর্ব্বত আন্দোলিত হইয়া থাকে। তথাপি অর্জুন ধৈর্য্যাবলম্বন করত শত্রুপক্ষীয় বাণসমূহের দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৪

দ্রোণস্তু পঞ্চভির্বাণৈর্বাসুদেবমতাড়য়ৎ।
অর্জুনঞ্চ ত্রিসপ্ততা ধ্বজং চাস্য ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ২৪

বিবেশরিপুন্ সিষ্ণুশ্চ দ্রোণো রাজন্ পরাক্রমী।
অদৃশ্যমর্জুনং চক্রে নিমেষাচ্ছরবৃষ্টিভিঃ ॥ ২৬

প্রসক্তান্ পততোঽদ্রাক্ষ্ম ভারদ্বাজস্য সায়কান্।
মণ্ডলীকৃতমেবাস্য ধনুশ্চাদৃশ্যতাদ্ভুতম্ ॥ ২৭

তেঽভ্যায়ুঃ সমরে রাজন্ বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ।
দ্রোণসৃষ্টাঃ সুবহবঃ কঙ্কপত্রপরিচ্ছদাঃ ॥ ২৮

তদ্ দৃষ্ট্বা তাদৃশং যুদ্ধং দ্রোণপাণ্ডবয়োস্তদা।
বাসুদেবো মহাবুদ্ধিঃ কার্য্যাবস্থামচিন্তয়ৎ ॥ ২৯

ততোঽব্রবীদ্ বাসুদেবো ধনঞ্জয়মিদং বচঃ।
পার্থ পার্থ মহাবাহো ন নঃ কালাত্যয়ো ভবেৎ ॥ ৩০

দ্রোণমুৎসৃজ্য গচ্ছামঃ কৃত্যমেতন্মহত্তরম্।
পার্থশ্চাপ্যব্রবীৎ কৃষ্ণং যথেষ্টমিতি কেশবম্ ॥ ৩১

ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা দ্রোণং প্রায়াম্মহাভুজম্।
পরিবৃত্তঞ্চ বীভৎসুরপচ্ছদ্ বিসৃজন্ শরান্ ॥ ৩২

ততোঽব্রবীৎ স্বয়ং দ্রোণঃ কেশবং পাণ্ডবং পুনঃ।
নন্থ নাম রণে শত্রুমজিত্বা ন নিবর্ত্তসে ॥ ৩৩

অর্জুন উবাচ।

গুরুর্ভবান্ ন মে শত্রুঃ শিষ্যঃ পুত্রসমোঽপি তে।
ন চাস্তি স পুমাল্লোকে যস্ত্বাং যুধি পরাজয়েৎ ॥ ৩৪

সঞ্জয় উবাচ।

এবং ব্রুবাণো বীভৎসুর্জয়দ্রথবধোৎসুকঃ।
ত্বরান্বিতো মহাবাহুস্তবসৈন্যং সমুপাদ্রবৎ ॥ ৩৫

তং চক্ররক্ষৌ পাঞ্চাল্যৌ যুধামন্যুত্তমৌজসৌ।
অন্বযাতাং মহাত্মানৌ বিশন্তং ভারতং বলম্ ॥ ৩৬

ততো জয়ো মহারাজ কৃতবর্ম্মা চ সাত্বতঃ।
কাম্বোজশ্চ শ্রুতায়ুশ্চ ধনঞ্জয়মবারয়ন্ ॥ ৩৭

পুনরায় দ্রোণাচার্য্যও পাঁচ বাণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে, তিয়াত্তর বাণে অর্জুনকে এবং তিন বাণে তাঁহার ধ্বজকেও বিদীর্ণ করিলেন ॥ ২৪

রাজন্! পরাক্রমশালী দ্রোণাচার্য্য নিজ শিষ্য হইতে অধিক পরাক্রম প্রকাশ করিবার জন্য নিমেষকালের মধ্যেই নিজবাণসমূহ বর্ষণের দ্বারা অর্জুনকে অদৃশ্য করিয়া দিলেন ॥ ২৬

আমরা দেখিলাম—দ্রোণাচার্য্যের বাণগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া পতিত হইতেছে। তখন তাঁহার অদ্ভুত ধনু কেবল মণ্ডলাকার হইয়াই দৃষ্ট হইতেছিল ॥ ২৭

রাজন্! সেই সমরাঙ্গণে দ্রোণাচার্য্যকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত কঙ্কপক্ষ-খচিত বহুসংখ্যক বাণ অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের উপর পতিত হইতে লাগিল ॥ ২৮

সেই সময় দ্রোণাচার্য্য ও অর্জুনের তাদৃশ যুদ্ধ অবলোকন করিয়া মহামতি বাসুদেব মনে মনেই কর্ত্তব্যসম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া লইলেন ॥ ২৯

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথা বলিলেন—মহাবাহো অর্জুন! অর্জুন! আমাদের অধিক সময় যেন এখানে অতিক্রান্ত না হয়, সেইজন্য দ্রোণাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা অগ্রসর হইতে থাকিব; কারণ, ইহাই এখন সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কার্য্য ॥ ৩০

তখন অর্জুনও সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণকে বলিলেন,—প্রভো! আপনার যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই করুন। তাহার পর অর্জুন মহাবাহু দ্রোণাচার্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং বাণসকল বর্ষণ করিতে করিতে অন্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ৩১-৩২

ইহা দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য স্বয়ং বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন! তুমি এভাবে কোথায় যাইতেছ? তুমি রণাঙ্গনে শত্রুকে পরাজিত না করিয়া ফিরিয়া যাও নাই ॥ ৩৩

অর্জুন বলিলেন—ব্রহ্মন্! আপনি আমার গুরু, শত্রু নন্। আমি আপনার পুত্রসদৃশ প্রিয় শিষ্য। এজগতে এরূপ কোন পুরুষ নাই, যিনি যুদ্ধে আপনাকে পরাজিত করিতে পারিবেন ॥ ৩৪

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিতে বলিতে মহাবাহু অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া সত্বরতার সহিত আপনার সৈন্যদের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৫

আপনার সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে পাঞ্চাল বীর মহাত্মা যুধামন্যু ও উত্তমৌজা এই দুইজনে তাঁহার চক্ররক্ষক হইয়া গমন করিলেন ॥ ৩৬

মহারাজ! তখন জয়, সাত্বতবংশকুলপ্রধান কৃতবর্ম্মা, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ও শ্রুতায়ু সম্মুখে আসিয়া অর্জুনকে নিবারণ করিলেন ॥ ৩৭

তেষাং দশসহস্রাণি রথানামনুযায়িনাম্।
অভীষাহাঃ শূরসেনাঃ শিবয়োঽথ বসাতয়ঃ ॥ ৩৮
মাবেল্লকা ললিথাশ্চ কেকয়া মদ্রকাস্তথা।
নারায়ণাশ্চ গোপালাঃ কাম্বোজানাঞ্চ যে গণাঃ ॥ ৩৯
তৈর্বৃতং বিজিতাঃ পূর্বং সংগ্রামে শূরসম্মতাঃ।
ভারদ্বাজং পুরস্কৃত্য হৃষ্টাস্থানোঽর্জুনং প্রতি ॥ ৪০
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং ক্রুদ্ধং মৃত্যুমিবান্তকম্।
ত্যজন্তং তুমুলে প্রাণান্ সন্নদ্ধং চিত্রযোধিনম্ ॥ ৪১
গাহমানমনীকানি মাতঙ্গমিব যূথপম্।
মহেষ্বাসং পরাক্রান্তং নরব্যাঘ্রমবারয়ন্ ॥ ৪২
ততঃ প্রবৃত্তে যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্
অন্যোন্যং বৈ প্রার্থয়তাং যোধানামর্জুনস্য চ ॥ ৪৩
জয়দ্রথবধপ্রেপ্সুমায়ান্তং পুরুষর্ষভম্।
কুরবঃ সর্ব সহিতাঃ ক্রিয়া ব্যাধিমিবোত্থিতম্ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি দ্রোণাভিক্রমে
একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯১

ইহাদের পশ্চাতে দশ হাজার রথী, অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বসাতি, মাবেল্লক, ললিথ, কেকয়, মদ্রক, নারায়ণনামক গোপাল-গণ এবং কাম্বোজদেশীয় সৈন্যরাও ছিলেন। ইহাদের সকলকে পূর্বে কর্ণ রণাঙ্গনে জয় করিয়া নিজের অধীন করিয়া লইয়াছিলেন। ইহারা সকলেই সৌম্যশালী বীরগণের দ্বারা সম্মানিত যোদ্ধা ছিলেন এবং প্রসন্নচিত্ত হইয়া দ্রোণাচার্যকে অগ্রে করত অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন। ৩৮-৪০

তখন অর্জুন পুত্রশোকে সন্তপ্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া প্রাণান্তকর যমের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন। তিনি সেই তুমুল যুদ্ধে নিজের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে উদ্যত, কবচাদিতে সুসজ্জিত এবং বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতেছিলেন। যেরূপ যূথপতি গজরাজ গজসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবেশকারী মহাধনুর্ধর, পরাক্রমশালী ও নরশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে পূর্বোক্ত যোদ্ধারা আসিয়া প্রতিরোধ করিলেন ॥৪১-৪২

তদনন্তর পরস্পর পরস্পরকে যুদ্ধ করিতে আহ্বানকারী কৌরবযোদ্ধাগণের ও অর্জুনের মধ্যে রোমাঞ্চকারী এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ৪৩

যেরূপ চিকিৎসকের চিকিৎসাক্রিয়া উৎপন্ন রোগকে নিবারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ জয়দ্রথকে বধ করিবার জন্য আগমনকারী পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে কৌরব-বীরগণ একত্রে মিলিত হইয়া নিবারণ করিলেন। ৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথপর্বে দ্রোণকে অতিক্রমণবিষয়ক একনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য্য-কৃতবর্ম্মভ্যাং সহ যুধ্যতোঽর্জুনস্য কৌরবসেনায়াং প্রবেশঃ, ক্রতায়ুধস্য সুদক্ষিণস্য চ বধঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

সংনিরুদ্ধস্তু তৈঃ পার্থো মহাবলপরাক্রমঃ।
দ্রুতং সমনুযাতশ্চ দ্রোণেন রথিনাং বরঃ॥ ১

কিরন্নিষুগণাংস্তীক্ষ্ণান্ স রশ্মীনিব ভাস্করঃ।
তাপয়ামাস তৎ সৈন্যং দেহং ব্যাধিগণো যথা॥ ২

অশ্বো বিদ্ধো রথশ্ছিন্নঃ সারোহঃ পাতিতো গজঃ।
ছত্রাণি চাপবিদ্ধানি যুগাশ্চক্রৈর্বিনা কৃতাঃ॥ ৩

বিদ্রুতানি চ সৈন্যানি শরার্ত্তানি সমন্ততঃ।
ইত্যাসীৎ তুমুলং যুদ্ধং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন॥ ৪

তেষাং সংযচ্ছতাং সংখ্যে পরস্পরমজিহ্মগৈঃ।
অর্জুনো ধ্বজিনীং রাজন্নভীক্ষ্ণং সমকম্পয়ৎ॥ ৫

সত্যাং চিকীর্ষমাণস্তু প্রতিজ্ঞাং সত্যসঙ্গরঃ।
অভ্যদ্রবদ্ রথশ্রেষ্ঠং শোণাশ্বঃ শ্বেতবাহনঃ॥ ৬

তং দ্রোণঃ পঞ্চবিংশত্যা মর্ম্মভিদ্ভিরজিহ্মগৈঃ।
অন্তেবাসিনমাচার্য্যো মহেষ্বাসঃ সমার্পয়ৎ॥ ৭

তং তূর্ণমিব বীভৎসুঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
অভ্যাধাবদিব নদন্নিষুবেগবিঘাতকান্॥ ৮

তস্যাতক্ষিপ্তান্ ভল্লান্ স্ত্রি ভল্লৈঃ সপ্তভিঃ পৃথক্।
অত্যবিধ্যদমেয়াত্মা ব্রহ্মাস্ত্রং সমুদীরয়ন্॥ ৯

তদদ্ভুতমপশ্যাম দ্রোণস্যাচার্য্যকং যুধি।
যত্তমানো যুযা নৈনং প্রত্যবিধ্যদ্ ধনঞ্জয়ঃ॥ ১০

ক্ষরন্নিব মহামেঘো বারিধারাঃ সহস্রশঃ।
দ্রোণমেঘঃ পার্থশৈলং ববর্ষ শরবৃষ্টিভিঃ॥ ১১

অর্জুনঃ শরবর্ষং তদ্ ব্রাহ্মাস্ত্রেণৈব মারিষ।
প্রতিজগ্রাহ তেজস্বী বারৈর্বারান্ নিশাতয়ন্॥ ১২

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জুনের কৌরব-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ এবং শ্রুতায়ু ও সুদক্ষিণকে সংহার]

সঞ্জয় বলিলেন,—রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাবল এবং মহা-পরাক্রমশালী অর্জুন যখন সেই কৌরবসৈন্যের দ্বারা নিরুদ্ধ হইলেন, তখন দ্রোণাচার্য্যও অতিদ্রুত তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতে লাগিলেন। ১

যেরূপ ব্যাধিসকল শরীরকে সন্তাপিত করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুন সেই কৌরবসৈন্যদিগকে অত্যন্ত সন্তাপ দান করিতে লাগিলেন। সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণাবলি শরপ্রহারের ন্যায় তিনি তখন তীক্ষ্ণবাণসমূহ বর্ষণ করিতেছিলেন। ২

সেই সময় তিনি অশ্বসকলকে বিদ্ধ করিলেন, রথসকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন, গজারোহী যোদ্ধাগণের সহিত হাতীদিগকে ভূপাতিত করিলেন, বহু ছত্রকে এদিকে ওদিকে বিচ্যুত করিয়া ফেলিলেন এবং রথসমূহকে চক্রহীন করিয়া দিলেন। ৩

অর্জুনের বাণে পীড়িত হইয়া সৈন্যরা চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন সেস্থলে এরূপ তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল যে, কাহারও কোন কিছু বোধ ছিল না। ৪

রাজন্! সেই যুদ্ধস্থলে কৌরব-সৈন্যরা পরস্পরকে বদ্ধপরিকর করিয়া রাখিবার চেষ্টায় ছিলেন আর অর্জুন পুনঃ পুনঃ তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাহাদের কম্পিত করিতে থাকিলেন। ৫

সত্যপ্রতিজ্ঞ শ্বেতবাহন অর্জুন নিজ প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার বাসনায় রক্তবর্ণ অশ্ববাহিত রথিগণ শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইলেন। ৬

সেই সময় আচার্য্য দ্রোণ তাঁর মহাধনুর্দ্ধর শিষ্য অর্জুনকে পঁচিশটি মর্ম্মভেদী বাণের দ্বারা তাড়িত করিলেন। ৭

তখন সকল অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুনও অতি দ্রুত তাঁহার বাণবেগ বিনাশকারী ভল্লসমূহ প্রহার করিতে করিতে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। ৮

অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন দ্রোণাচার্য্য অর্জুন কর্তৃক দ্রুত গতিতে নিক্ষিপ্ত সেই ভল্লসমূহকে আনত পর্ব্বযুক্ত বহু ভল্লের দ্বারা ছেদন করিলেন এবং ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ৯

সেই রণাঙ্গনে দ্রোণাচার্য্যের এরূপ অদ্ভুত অস্ত্রশিক্ষা আমরা দর্শন করিলাম যে, নবযুবক অর্জুন বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁর বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। ১০

যেরূপ মহামেঘ জলের সহস্র সহস্র ধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ দ্রোণাচার্য্যরূপী মেঘ অর্জুনরূপ পর্ব্বতের উপর বাণময় জলধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ১১

মাননীয় নরেশ! সেই সময় তাঁর বাণসমূহের দ্বারা তাঁহার বাণসকলকে ছেদন করিতে করিতে তেজস্বী অর্জুনও ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারাই আচার্য্যের সেই বাণবর্ষণকে নিবারণ করিলেন। ১২

দ্রোণস্তু পঞ্চবিংশত্যা শ্বেতবাহনমার্দয়ৎ।
বাসুদেবঞ্চ সপ্তত্যা বাহ্বোরুরসি চাশুগৈঃ॥
পার্থস্তু প্রহসন্ ধীমানাচার্যং সমরোদ্ধতম্।
বিদ্ধ্বাস্যন্তং শিতান্ বাণানবারয়ত তং যুধি॥ ১৪
অথ তৌ বধ্যমানৌ তু দ্রোণেন রথসত্তমৌ।
আবর্জয়েতাং দুর্ধর্ষৌ যুগান্তাগ্নিমিবোত্থিতম্॥ ১৫
বর্জয়ন্ নিশিতান্ বাণান্ দ্রোণচাপবিনিঃসৃতান্।
কিরীটমালী কৌন্তেয়ো ভোজানীকং ব্যশাতয়ৎ॥ ১৬
সোঽহনদ্রথা কৃতবর্মাণং কাম্বোজঞ্চ সুদক্ষিণম্।
অভ্যায়াদ্ বর্জয়ন্ দ্রোণং মৈনাকমিব পর্বতম্॥ ১৭
ততো ভোজো নরব্যাঘ্রো দুর্ধর্ষং কুরুসত্তমম্।
অবিধ্যৎ তূর্ণমব্যগ্রো দশভিঃ কঙ্কপত্রিভিঃ॥ ১৮
তমর্জুনঃ শতেনাজৌ রাজন্ বিব্যাধ পত্রিণাম্।
পুনশ্চাস্যন্তমিষুভির্বাণৈর্মোঽহরন্নিব সাত্বতম্॥ ১৯

তখন দ্রোণাচার্য পঁচিশটি বাণ প্রহার করিয়া শ্বেতবাহন অর্জুনকে পীড়িত করিলেন। সেই সঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দুই বাহু ও বক্ষঃস্থলে সত্তরটি বাণ প্রহার করিলেন॥ ১৩

এই সময় বুদ্ধিমান্ অর্জুন হাস্য করিতে করিতেই যুদ্ধস্থলে তীক্ষ্ণবাণসমূহ বর্ষণকারী দ্রোণাচার্যকে ও তাঁহার বাণবর্ষণকে একত্রে নিবারণ করিলেন॥ ১৪

তদনন্তর দ্রোণাচার্য কর্তৃক আহত হইয়া দুই রথিশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সেই সময় প্রলয়কালীন উত্থিত অগ্নির ন্যায় দুর্ধর্ষ দ্রোণাচার্যকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইলেন॥ ১৫

দ্রোণাচার্য কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিবারণ করিতে করিতে কিরীটধারী কুন্তীকুমার অর্জুন কৃতবর্মার সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১৬

তিনি মৈনাক পর্বতসদৃশ অবিচলভাবে যুদ্ধে অবস্থিত দ্রোণাচার্যকে বর্জন করিয়া কৃতবর্মা ও কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন॥ ১৭

তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃতবর্মা কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ও দুর্জয় বীর অর্জুনকে কঙ্কপক্ষযুক্ত দশটি বাণে অতি দ্রুত বিদ্ধ করিলেন। সেই সময় তাঁহার মনে অল্পও ব্যগ্রতা ছিল না॥ ১৮

রাজন্! অর্জুন কৃতবর্মাকে সেই রণাঙ্গনে শত বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। পুনরায় তাঁহাকে মোহিত করিয়া আরও তিনটি বাণের দ্বারা আঘাত করিলেন॥ ১৯

ভোজস্তু প্রহসন্ পার্থং বাসুদেবঞ্চ মাধবম্।
একৈকং পঞ্চবিংশত্যা সায়কানাং সমার্পয়ৎ॥ ২০
তস্যার্জুনো ধনুশ্ছিত্ত্বা বিব্যাধৈনং ত্রিসপ্ততিঃ।
শরৈরগ্নিশিখাকারৈঃ ক্রুদ্ধাশীবিষসন্নিভৈঃ॥ ২১
অথাস্যন্তং ধনুর্দাত্র কৃতবর্মা মহারথঃ
পঞ্চভিঃ সায়কৈরুর্ব্যাং বিব্যাধোরসি ভারত
পুনশ্চ নিশিতৈর্বাণৈঃ পার্থং বিব্যাধ পঞ্চভিঃ।
তং পার্থো নবভির্বাণৈরাজঘান স্তনান্তরে
দৃষ্ট্বা বিষক্তং কৌন্তেয়ঃ কৃতবর্মরথং প্রতি।
চিন্তয়ামাস বার্ষ্ণেয়ো ন মঃ কালাত্যয়ো ভবেৎ॥ ২৪
ততঃ কৃষ্ণোঽব্রবীৎ পার্থং কৃতবর্মণি মা দয়াম্।
কুরু সম্বন্ধকং ক্ষিপ্রং প্রমথ্যৈনং বিশাময়॥ ২৫
ততঃ স কৃতবর্মাণং মোহয়িত্বার্জুনঃ শরৈঃ।
অভ্যাগাজ্জবনৈরশ্বৈঃ কাম্বোজানামনীকিনীম্॥ ২৬

তখন কৃতবর্মাও হাস্য করিয়া কুন্তীকুমার অর্জুন ও মধুবংশ জাত ভগবান্ বাসুদেব প্রত্যেককেই পঁচিশটি করিয়া বাণ প্রহার করিলেন॥ ২০

ইহা দেখিয়া অর্জুন তাঁহার ধনু ছেদন করত ক্রোধে পূর্ণ বিষধর সর্পসদৃশ তেজস্কর ও অগ্নির শিখাতুল্য তেজস্বী একাত্তরটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে আহত করিয়া ফেলিলেন॥ ২১

ভারত! তখন মহারথী কৃতবর্মা অন্য ধনু গ্রহণ পূর্বক অতি সত্বর পাঁচটি বাণের দ্বারা অর্জুনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন॥ ২২

পুনরায় আরও পাঁচটি তীক্ষ্ণবাণ প্রয়োগ করিয়া অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। ইহা দেখিয়া অর্জুন কৃতবর্মার বক্ষঃস্থলে নয়টি বাণে আঘাত করিলেন॥ ২৩

কুন্তীকুমার অর্জুনকে কৃতবর্মার রথের উপরেই যুদ্ধের জন্য অত্যাসক্ত লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনেই এই চিন্তা করিলেন যে, এখানেই যেন আমাদের অধিক সময় অতিবাহিত না হয়॥ ২৪

তারপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন,—তুমি কৃতবর্মার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিও না। ইহার সহিত সম্বন্ধের কথা পরিহার করিয়া ইহাকে মথিত কর॥ ২৫

তখন অর্জুন তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা কৃতবর্মাকে মূর্ছিত করিয়া তীব্র বেগশালী অশ্বগণের সাহায্যে কাম্বোজ সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ২৬

অমর্ষিতস্তু হার্দিক্যঃ প্রবিষ্টে শ্বেতবাহনে।
বিধুন্বন্ সশরং চাপং পাঞ্চালাভ্যাং সমাগতঃ ॥ ২৭
চক্ররক্ষৌ তু পাঞ্চাল্যাবর্জুনস্য পদানুগৌ।
পর্য্যবারয়দায়ান্তৌ কৃতবর্মা রথেষুভিঃ ॥২৮
তাববিধ্যৎ ততো ভোজঃ কৃতবর্মা নিতৈঃ শরৈঃ
ত্রিভিরেব যুধামন্যুং চতুর্ভিশ্চোত্তমৌজসম্ । ২৯
তাবপোনং বিবিধ্যদ্ভির্দশভির্দশভিঃ শরৈঃ।
ত্রিভিরেব যুধামন্যুরুত্তমৌজাস্ত্রিভিস্তথা ॥৩০
সকিঙ্কিদকূবরপ্যস্য ধ্বজঃ কার্ম্মুকমেব চ।
অথাস্যদ্ ধনুরাদায় হার্দিক্যঃ ক্রোধমূচ্ছিতঃ ॥ ৩১
কৃত্বা বিধনুষৌ বীরৌ শরসঙ্ঘৈরবাকিরৎ।
তাবস্তে ধনুষী সজ্যে কৃত্বা ভোজঃ বিজঘ্নতুঃ ॥ ৩২
তেনান্তরেণ বীভৎসুর্বিবেশামিত্রবাহিনীম্।
ন লেভাতে তু তৌ দ্বারং বারিতৌ কৃতবর্মণা ॥ ৩৩
বার্ত্তরাষ্ট্রৈর্নীকেষু বর্ত্তমানৌ নরর্ষভৌ।
অনীকান্যর্দয়ন্ যুদ্ধে হরিতঃ শ্বেতবাহনঃ ॥ ৩৪
নাবধীৎ কৃতবর্ম্মাণং প্রাপ্তমপ্যরিমর্দনঃ।
তং দৃষ্ট্বা তু তথা যান্তং শূরো রাজা ক্রতায়ুধঃ ॥ ৩৫
অভ্যদ্রবৎ মুসংক্রুদ্ধো বিধুন্বানো মহদ্ ধনুঃ।
স পার্থং ত্রিভিরানর্চ্ছৎ সপ্তত্যা চ জনার্দনম্ । ৩৬
ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন পার্থকেতুমতাড়য়ৎ।
ততোঽর্জুনো নবত্যা তু শরাণাং নতপর্ব্বণাম্ ॥ ৩৭
আজঘান ভৃশং ক্রুদ্ধস্তোত্রৈরিব মহাদ্বিপম্।
স তন্ন মমৃষে রাজন্ পাণ্ডবেয়স্য বিক্রমম্ । ৩৮
অথৈনং সপ্তসপ্তত্যা নারাচানাং সমার্পয়ৎ।
ততার্জুনো ধনুশ্ছিত্বা শরাবাপং নিকৃত্য চ ॥ ৩৯

শ্বেতবাহন অর্জুন ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে কৃতবর্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি বাণ সহ ধনুকে আস্ফোলিত করিতে করিতে পাঞ্চালরাজকুমার যুধামন্যু ও উত্তমৌজার সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন। ২৭

এই দুই পাঞ্চাল বীর অর্জুনের চক্ররক্ষক হইয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছিলেন। কৃতবর্মা তাঁহার রথ ও বাণের দ্বারা সেখানে আগমনরত সেই দুই বীরকে প্রতিরোধ করিলেন। ২৮

ভোজবংশীয় কৃতবর্মা তাঁহার তিনটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা যুধামন্যুকে ও চারিটি বাণে উত্তমৌজাকে বিদ্ধ করিলেন। ২৯

তখন তাঁহারা দুই জনেও কৃতবর্মাকে দশটি দশটি করিয়া বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর যুধামন্যু আরও তিনটি এবং উত্তমৌজা আরও তিনটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন। ৩০

সেই সঙ্গে তাঁহারা কৃতবর্মার ধ্বজ ও ধনুটিকেও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া কৃতবর্মা ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং তিনি অপর ধনু গ্রহণ করত সেই দুই বীরেরও ধনু কাটিয়া দিলেন। তাহার পর তিনি তাঁহাদের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ সেই দুই পাঞ্চাল বীরও অপর ধনুর উপর গুণ আরোপণ করিয়া ভোজবংশজাত কৃতবর্মাকে আঘাত করিলেন। ৩১-৩২

ইহার মধ্যেই অবসর পাইয়া অর্জুন শত্রুসিন্যের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু কৃতবর্মাদ্বারা রুদ্ধ হওয়ায় সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ যুধামন্যু এবং উত্তমৌজা বহু চেষ্টা করিয়াও আপনার পুরুষের সৈন্যগণের মধ্যে প্রবেশ করিবার দ্বার পাইলেন না।

শ্বেতাশ্ববাহন শত্রুনাশন অর্জুন সেই যুদ্ধস্থলে ধরাশায়িত হইয়া শত্রুসৈন্যদিগকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি সম্মুখে পাইয়াও (সম্মুখ বিচার করিয়া) কৃতবর্মাকে বধ করিলেন না।

অর্জুনকে এইভাবে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বীরবর রাজা ক্রতায়ুধ অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং স্বীয় বিশাল ধনু আস্ফোলিত করিতে করিতে অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন। এই সময় তিনি অর্জুনকে তিন ও শ্রীকৃষ্ণকে সত্তরটি বাণ প্রহার করিলেন। তারপর একটি তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা অর্জুনের ধ্বজকে বিদীর্ণ করিলেন।

তখন অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অঙ্কুশের দ্বারা গজরাজকে গুরুতর পীড়িত করিবার ন্যায় আনতপর্ব্বযুক্ত নব্বইটি বাণের দ্বারা রাজা ক্রতায়ুধকে আঘাত করিলেন।

রাজন্! সেই সময় রাজা ক্রতায়ুধ পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের সেই পরাক্রম সহ্য করিতে পারিলেন না, সেইজন্য তখন তিনি অর্জুনকে সাতাত্তরটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।

ইহার পর অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার ধনুটিকে ছেদন করত তূণীরটিকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন এবং পুনরায় আনতপর্ব্বযুক্ত সাতটি বাণের দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন।

আজঘানোরসি ক্রুদ্ধঃ সপ্তভির্নতপর্বভিঃ।
অথাস্যন্ ধনুরাদায় স রাজা ক্রোধমূর্ছিতঃ॥ ৪০
বাসবিং নবভির্বাণৈর্বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ।
ততোঽর্জুনঃ শরব্রেব ক্রুতায়ুধমরিন্দমঃ॥ ৪১
শরৈরনেকসাহস্রৈঃ পীড়য়ামাস ভারত।
অশ্বাংশ্চাস্যাবধীৎ তূর্ণং সারথিঞ্চ মহারথঃ
বিব্যাধ চৈনং সপ্তত্যা নারাচানাং মহাবলঃ।
হতাশ্বং রথমুৎসৃজ্য স তু রাজা ক্রুতায়ুধঃ॥ ৪৩
অভ্যদ্রবদ্ রণে পার্থং গদামুদ্যম্য বীর্যবান্।
বরুণস্যাত্মজো বীরঃ স তু রাজা ক্রুতায়ুধঃ। ৪৪
পর্ণাশা জননী যস্য শীততোয়া মহানদী।
তস্য মাতাব্রবীদ্ রাজন্ বরুণং পুত্রকারণাৎ॥ ৪৫
অবধ্যোঽয়ং ভবেল্লোকে শত্রূণাং তনয়ো মম।
বরুণস্ত্রব্রবীৎ প্রীতো দদাম্যস্মৈ বরং শিবম্॥ ৪৬
দিব্যমস্ত্রং সুতস্তেঽয়ং যেনাবধ্যো ভবিষ্যতি।
নাস্তি চাপ্যমরত্বং বৈ মনুষ্যস্য কথঞ্চন॥ ৪৭
সর্বেণাবশ্যমর্তব্যং জাতেন সরিতাং বরে।
দুষ্প র্যন্তেষ শত্রূণাং রণেষু ভবিতা সদা॥ ৪৮
অস্ত্রস্যাস্য প্রভাবাদ্ বৈ ব্যেতু তে মানসো জ্বরঃ।
ইত্যুক্ত্বা বরুণঃ প্রাদাদ্ গদাং মন্ত্রপুরস্কৃতাম্॥ ৪৯
যামাসাদ্য দুরাধর্ষঃ সর্বলোকে ক্রুতায়ুধঃ।
উবাচ চৈনং ভগবান্ পুনরেব জলেশ্বরঃ॥ ৫০
অনুব্রূহি ন মোক্তব্যা সা ত্বয়েব পরেদ্যবি।
হন্যাদেষা প্রতীপং হি প্রযোক্তারমপি প্রভো॥ ৫১
ন চাকরোৎ স তদ্বাক্যং প্রাপ্তে কালে ক্রুতায়ুধঃ।
স তয়া বীরঘাতিন্যা জনার্দনমতাড়য়ৎ॥ ৫২
প্রতিজগ্রাহ তাং কৃষ্ণঃ পাণিনাঽঽশু বীর্যবান্।
নাকম্পয়ত সৌরিং সা বিদ্যুৎ গিরিমিবানিলঃ॥ ৫৩

অনন্তর রাজা ক্রতায়ুধ ক্রোধে মূর্ছিত হইয়া অপর একটি ধনু ধারণ করত ইন্দ্রনন্দন অর্জুনের বাহু ও বক্ষঃস্থলে নয়টি বাণ প্রহার করিলেন॥

ভারত! ইহা দেখিয়া শত্রুদমন অর্জুন হাস্য করিতে করিতেই ক্রতায়ুধকে কয়েক হাজার বাণ প্রহার করিয়া পীড়িত করিলেন॥

সেই সঙ্গে এই মহারথী ও মহাবল বীর অর্জুন তাঁহার অশ্বগণ ও সারথিকে অতি শীঘ্র বধ করিয়া ফেলিলেন। তারপর সত্তরটি নারাচের দ্বারা তিনি ক্রতায়ুধকেও আহত করিলেন।

অশ্বগণ নিহত হইলে পরাক্রমশালী রাজা ক্রতায়ুধ সেই রথকে ত্যাগ করিয়া হাতে গদা গ্রহণ পূর্বক সমরাঙ্গণে অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন।

বীর রাজা ক্রতায়ুধ বরুণদেবের পুত্র ছিলেন এবং শীতসলিলা মহানদী পর্ণাশা তাঁহার মাতা ছিলেন।

রাজন্! তাঁহার মাতা পর্ণাশা নিজের পুত্রের জন্য বরুণদেবকে বলিয়াছিলেন,—প্রভো! আমার এই পুত্র জগতে শত্রুগণের অবধ্য হউক।

তখন বরুণ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—আমি ইহার জন্য হিতকারক বররূপে এই দিব্য অস্ত্র প্রদান করিতেছি, যাহা দ্বারা তোমার এই পুত্র অবধ্য হইবে।

নদীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পর্ণাশে! মনুষ্য কোন প্রকারেই অমর হইতে পারে না; যে মানুষ এ লোকে জন্ম গ্রহণ করে, তাঁহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

তোমার এই পুত্র আমার দেওয়া এই অস্ত্রের প্রভাবে রণাঙ্গনে শত্রুগণের পক্ষে সদা দুর্জয় হইবে, অতএব এখন তোমার মানসিক চিন্তা দূর হউক।

এই কথা বলিয়া বরুণদেব ক্রতায়ুধকে মন্ত্রোপদেশ পূর্বক এই গদা প্রদান করিলেন, যে গদা লাভ করিয়া তিনি সম্পূর্ণ জগতে নিজেকে দুর্জয় বীর বলিয়া মনে করিতেন।

গদা দেখিয়া ভগবান্ বরুণদেব তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন—বৎস! যে যুদ্ধ করিবে না, তাহার উপর তুমি এই গদার প্রহার করিও না; কারণ, তাহা হইলে এই গদা তোমারই উপর আসিয়া পতিত হইবে। শক্তিশালী পুত্র! এই গদা প্রতিকূল আচরণকারী প্রয়োগ কর্তাকেও বধ করিবে॥৪৯-৫১

কিন্তু মৃত্যুকালে উপস্থিত হওয়ায় ক্রতায়ুধ বরুণদেবের সেই আদেশ পালন করিলেন না। তিনি সেই বীরঘাতিনী গদার দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করিলেন॥ ৫২

পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ নিজের বাহু পুষ্ট স্কন্ধের উপর সেই গদার আঘাত সহ্য করিয়া লইলেন। কিন্তু যেরূপ বায়ু বিদ্যুৎপূর্ণ মেঘকে কম্পিত করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ এই গদা শ্রীকৃষ্ণকে কম্পিত করিতে পারিল না॥ ৫৩

প্রত্যুদ্‌যান্তী তমেবৈষা কৃত্যেব দুরধিষ্ঠিতা।
জঘান চাশ্বিতঃ বীরং শ্রুতায়ুধমমর্ষণম্ ॥ ৫৪
হত্বা শ্রুতায়ুধং বীরং ধরণীমবপদ্যত।
গদাং নিবর্তিতাং দৃষ্ট্বা নিহতঞ্চ শ্রুতায়ুধম্ ॥ ৫৫
হাহাকারো মহাংস্তত্র সৈন্যানাং সমজায়ত।
স্বেনাস্ত্রেণ হতং দৃষ্ট্বা শ্রুতায়ুধমরিন্দমম্ ॥ ৫৬
অব্রুবন্নানায় ততঃ কেশবায় নরাধিপ।
কিন্ত্বা শ্রুতায়ুধেনাথ তস্মাৎ তমবধীদ্ গদা ॥ ৫৭
যথোক্তং বরুণেনাজৌ তথা স নিধনং গতঃ।
ব্যসৃজ্যাপ্যপতদ্ ভূমৌ প্রেক্ষতাং সর্বধন্বিনাম্ ॥ ৫৮
পতমানস্তু স বভৌ পর্বণাগ্নেঃ প্রিয়ঃ সুতঃ।
স ভগ্ন ইব বাতেন বৃহচ্ছাখো বনস্পতিঃ ॥ ৫৯
ততঃ সর্বাণি সৈন্যানি সেনাবুহ্যাশ্চ সর্বশঃ।
প্রাদ্রবন্ত হতং দৃষ্ট্বা শ্রুতায়ুধমরিন্দমম্ ॥ ৬০

ততঃ কাম্বোজরাজস্য পুত্রঃ শূরঃ সুদক্ষিণঃ।
অভ্যয়াজ্জবনৈরশ্বৈঃ ফাল্গুনং শত্রুসূদনম্ ॥ ৬১
তস্য পার্থঃ শরান্ সপ্ত প্রেষয়ামাস ভারত।
তে তং শূরং বিনির্ভিদ্য প্রাবিশন্ ধরণীতলম্ ॥ ৬২
সোঽতিবিদ্ধঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্গাণ্ডীবপ্রেষিতৈর্মৃধে।
অর্জুনং প্রতিবিব্যাধ দশভিঃ কঙ্কপত্রিভিঃ ॥ ৬৩
বাসুদেবং ত্রিভির্বিদ্ধ্বা পুনঃ পার্থঞ্চ পঞ্চভিঃ।
তস্য পার্থো ধনুশ্ছিত্ত্বা কেতুং চিচ্ছেদ মারিষ ॥ ৬৪
ভল্লাভ্যাং ভুজয়োস্তীক্ষ্ণাভ্যাং তঞ্চ বিব্যাধ পাণ্ডবঃ।
স তু পার্থং ত্রিভির্বিদ্ধ্বা সিংহনাদমথানদৎ ॥ ৬৫
সর্বপারশবীং চৈব শক্তিং শূরঃ সুদক্ষিণঃ।
সমক্ষিপৎ প্রাহিণোদ্ ঘোরাং কৃষ্ণো গাণ্ডীবধন্বনে ॥ ৬৬
সা জ্বলন্তী মহোল্কেব তমাসাদ্য মহারথম্।
সবিস্ফুলিঙ্গা নির্ভিদ্য নিপপাত মহীতলে ॥ ৬৭

যেরূপ বেদযুক্ত আচিরাচারিত ক্রিয়া হইতে উৎপন্না কৃত্যা তাহার প্রয়োগকারী যজমানকেই নাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ সেই গদা ফিরিয়া আসিয়া রণাঙ্গনে অবস্থিত অমর্ষশীল বীর শ্রুতায়ুধকেই বিনাশ করিল। ৫৪

বীর শ্রুতায়ুধকে বধ করিয়া সেই গদা ধরাতলে পতিত হইল। শ্রুতায়ুধ সেই গদা ও তাহার দ্বারা নিহত শ্রুতায়ুধকে দেখিয়া সেখানে আপনার সৈন্যদের মধ্যে তুমুল হাহাকার উঠিয়া গেল।

নরাধিপ! শত্রুসূদন শ্রুতায়ুধকে নিজেরই অস্ত্রের দ্বারা নিহত হইতে দেখিয়া আমার ইহাই মনে হইতে লাগিল যে, শ্রুতায়ুধ যুদ্ধ করেন নাই যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণের উপর গদা প্রহার করায় এই গদা তাঁহাকেই বধ করিল। ৫৫-৫৭

বরুণদেব যে কথা বলিয়াছিলেন, রণাঙ্গনে শ্রুতায়ুধের সেই ভাবেই মৃত্যু হইল। তিনি সকল ধনুর্ধরগণের প্রত্যক্ষেই প্রাণশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ৫৮

ভূতলে পতিত হইবার সময় পর্বতাগ্নির প্রিয় পুত্র শ্রুতায়ুধ বল বায়ু দ্বারা উৎপাটিত বহু শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন। ৫৯

শত্রুসূদন শ্রুতায়ুধকে এইভাবে নিহত হইতে দেখিয়া সমস্ত ভয়ে ও সকল সেনাপতিগণ সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। ৬০

তাহার পর কাম্বোজরাজের পুত্র শূরবর সুদক্ষিণ বেগশালী অশ্বগণের দ্বারা শত্রুনাশন অর্জুনের নিকট যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইলেন। ৬১

ভারত! অর্জুন তাঁহার উপর সাতটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। এই বাণগুলি সেই বীরবর সুদক্ষিণের শরীরকে বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। ৬২

গাণ্ডীব ধনুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়াও সুদক্ষিণ সেই রণাঙ্গনে কঙ্কপক্ষযুক্ত দশটি বাণের দ্বারা অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। ৬৩

তারপর বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া অর্জুনের উপর পুনরায় পাঁচ বাণ প্রহার করিলেন। আর্য! তখন অর্জুন তাঁহার ধনুটিকে ছেদন করিয়া তাঁহার ধ্বজকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। ৬৪

তাহার পর পাণ্ডুপুত্র অর্জুন দুইটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভল্লের দ্বারা সুদক্ষিণকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সুদক্ষিণও তিনটি বাণে পার্থকে বিদ্ধ করিয়া সিংহধ্বনি করিতে লাগিলেন। ৬৫

বীরবর সুদক্ষিণ ক্রুদ্ধ হইয়া সর্বাঙ্গে লৌহের দ্বারা নির্মিতা ও ঘণ্টাযুক্তা একটি ভয়ঙ্করী শক্তি লইয়া গাণ্ডীবধারী অর্জুনের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ৬৬

শক্ত্যা স্বভিহতো গাঢ়ং মূর্চ্ছয়াভিপরিপ্লুতঃ।
সমাশ্বস্য মহাতেজাঃ স্থিরধী পরিলোলয়ন্ ॥ ৬৮
তং চতুর্ভিঃ পার্থো নারাচৈঃ কঙ্কপত্রিভিঃ।
সাশ্বধ্বজধনুঃসূতং বিব্যাধাচিন্ত্যবিক্রমঃ ॥ ৬৯
রথং চাস্য সুবহুভিশ্চক্রে বিশকলং শরৈঃ।
সুদক্ষিণং তং কাম্বোজং মোঘসঙ্কল্পবিক্রমম্ ॥ ৭০
বিভেদ ক্ষুদ্রি বাণেন সুখুমারেণ পাণ্ডবঃ।
স ভিন্নবর্মা স্রস্তাঙ্গঃ প্রস্রবন্মুকুটাঙ্গদঃ ॥ ৭১
পপাতাভিমুখঃ শূরো যন্ত্রমুক্ত ইব ধ্বজঃ।
গিরেঃ শিখরজঃ শ্রীমান্ দ্রুমবাঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৭২
নির্ভগ্ন ইব বাতেন কর্ণিকারো হিমাত্যয়ে।

শক্তির আঘাতে প্রজ্বলিতা ও স্ফুলিঙ্গনিঃসারণকারিণী এই শক্তি মহারথী অর্জুনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরীরকে বিদীর্ণ করত ভূতলে পতিত হইল ॥ ৬৭

এই শক্তির গুরুতর আঘাত পাইয়া মহাতেজস্বী অর্জুন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং ধীরে ধীরে চেতনালাভ করত নিজ মুখের দুই প্রান্তভাগ জিহ্বার দ্বারা চাটিতে চাটিতে অচিন্তনীয় পরাক্রমশালী অর্জুন কঙ্কপক্ষযুক্ত চৌষট্টি নারাচের দ্বারা অশ্ব, ধ্বজ, ধনু ও সারথিসহ সুদক্ষিণকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৬৮-৬৯

তারপর অল্প বলসংযুক্ত বাণ দ্বারা তাঁহার রথকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণের সত্বর ও পরাক্রম ব্যর্থ করিয়া দিয়া পাণ্ডুনন্দন অর্জুন তীক্ষ্ণধার বাণের দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া দিলেন ॥

ইহাতে তাঁহার কবচ ছিন্ন হইয়া যাইল, সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইল, মুকুট ও অঙ্গদ চ্যুত হইল এবং বীরবর সুদক্ষিণ যন্ত্র দ্বারা চালিত ধ্বজের ন্যায় সম্মুখে পতিত হইলেন ॥

শেতে স্ম নিহতো ভূমৌ কাম্বোজান্তরযোচিতঃ ॥ ৭৩
মহার্হাস্তরণোপেতঃ সাস্তরানিব পর্বতঃ।
সুদর্শনীয়স্তাম্রাক্ষঃ কর্ণিকা স সুদক্ষিণঃ ॥ ৭৪
পুত্রঃ কাম্বোজরাজস্য পার্থেন বিনিপাতিতঃ।
নারায়ণবলিপ্রখ্যাঃ শিরসা কাঞ্চনীং স্রজম্ ॥ ৭৫
অধোভত মহাবাহুর্ব্যসুর্ভূমৌ নিপাতিতঃ।
ততঃ সর্বাণি সৈন্যানি ব্রাতরশ্চ সুতস্য তে।
হতং শ্রুতায়ুধং দৃষ্ট্বা কাম্বোজঞ্চ সুদক্ষিণম্ ॥ ৭৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি শ্রুতায়ুধসুদক্ষিণবধে ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৩

যেরূপ গ্রীষ্মকালের পর পর্ব্বতশিখরে উৎপন্ন সুন্দর শাখাবিশিষ্ট, সুপ্রতিষ্ঠিত এবং শোভাসম্পন্ন কর্ণিকার বৃক্ষ প্রবলবায়ুর বেগে ভগ্ন হইয়া ভূপাতিত হয়, সেইরূপ কাম্বোজদেশের কোমল শয্যায় শয়ন করিবার যোগ্য রাজা সুদক্ষিণ সেখানে নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিলেন ॥ ৭০-৭৩

যমুনা আকর্ষণকরণে বিকূজিত ও বিগলদ্ধুক পর্ব্বতের ন্যায় সুদর্শনীয়, অরুণবর্ণ নেত্রবিশিষ্ট কাম্বোজরাজের পুত্র সুদক্ষিণকে একটি বাণের দ্বারাই ভূপাতিত করিলেন ॥ ৭৪

মস্তকে অগ্নিসদৃশ জাজ্বল্যমান সুবর্ণময় হারধারণকারী মহাবাহু সুদক্ষিণকে যদিও প্রাণশূন্য করিয়া ভূপাতিত করা হইয়াছিল, তথাপি সেই অবস্থাতেও তাঁহার অতিশয় শোভা হইতেছিল ॥ ৭৫

তদনন্তর শ্রুতায়ুধ এবং কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণকে নিহত হইতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যরা সেখান হইতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৭৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্ব্বে শ্রুতায়ুধ ও সুদক্ষিণবধবিষয়ক ত্রিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন শ্রুতায়ুরচ্যুতায়ুনীথায়ুষাঃ, ম্লেচ্ছসৈন্যানাম্ অম্বষ্ঠাদীনাঞ্চ বধঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

হতে সুদক্ষিণে রাজন্ বীরে চৈব শ্রুতায়ুধে।
অবেনোদ্যম্য পার্থং কুপিতাঃ সৈনিকাস্তব ॥ ১

অম্বষ্ঠাহাঃ শূরসেনাঃ শিবয়োঽথ বসাতয়ঃ।
অভ্যবর্ষংস্ততো রাজন্ শরবর্ষৈর্ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২

তেষাং ষষ্টিশতানীকান্ প্রাময়ৎ পাণ্ডবঃ শরৈঃ।
তে চ ভীতাঃ পলায়ন্তে ত্রাহ্যাং ক্ষুদ্রমৃগা ইব ॥ ৩

তে নিবৃত্তাঃ পুনঃ পার্থং সর্বতঃ পর্যবারয়ন্।
রথে সপরান্ নিঘ্নন্তং জিগীষন্তঃ পরান্ যুধি ॥ ৪

তেষামাপততাং তূর্ণং গাণ্ডীবপ্রেষিতৈঃ শরৈঃ।
শিরাংসি পাতয়ামাস বাহূংশ্চাপি ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৫

শিরোভিঃ পাতিতৈস্তত্র ভূমিরাসীদ্বিরস্তরা।
অভ্রচ্ছায়েব চৈবাসীৎ ছাদ্যমানৈস্তথেষুভিঃ ॥ ৬

তেষু তূৎসাদ্যমানেষু ক্রোধামর্ষসমন্বিতৌ।
শ্রুতায়ুশ্চাচ্যুতায়ুশ্চ ধনঞ্জয়মযুধ্যতাম্ ॥ ৭

বলিনৌ স্থবিরৌ বীরৌ কুলজৌ বাহুশালিনৌ।
তাবেনং শরবর্ষাণি সব্যদক্ষিণমস্যতাম্ ॥ ৮

ত্বরাযুক্তৌ মহারাজ প্রার্থয়ানৌ মহদ্ যশঃ।
অর্জুনস্য বধপ্রেপ্সূ পুত্রার্থে তব ধন্বিনৌ ॥ ৯

তাবর্জুনং সহস্রেণ পত্রিণাং নতপর্বণাম্।
পূরয়ামাসতুঃ ক্রুদ্ধৌ তটাগং জলদৌ যথা ॥ ১০

শ্রুতায়ুশ্চ ততঃ ক্রুদ্ধস্তোমরেণ ধনঞ্জয়ম্।
আজঘান রথশ্রেষ্ঠঃ পীতেন নিশিতেন চ ॥ ১১

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

[অর্জুনকর্তৃক শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, নিয়তায়ু, দীর্ঘায়ু, ম্লেচ্ছসৈন্যগণ ও অম্বষ্ঠাদির বধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ এবং বীর শ্রুতায়ুধ নিহত হইলে পর আপনার সকল সৈন্যরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন। ১

মহারাজ! অম্বষ্ঠরাজ, শূরসেন, শিবি ও বসাতিদেশের সৈন্যগণ অর্জুনের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ২

সেই সময় পাণ্ডুনন্দন অর্জুন পূর্বোক্ত সৈন্যবাহিনীর ছয় হাজার সৈন্য ও অন্য যোদ্ধাগণকে বধিত করিয়া ফেলিলেন। যেরূপ ক্ষুদ্র মৃগগণ ব্যাঘ্র হইতে পলায়ন করিয়া থাকে, সেইরূপ সৈন্যরা অর্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া রণভূমি হইতে পলায়ন করিল। ৩

সেই সময় অর্জুন রণাঙ্গনে শত্রুদিগকে জয় করিবার ইচ্ছায় তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সেই পলায়নপর সৈন্যরা পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া পথে অর্জুনকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল। ৪

সেই আক্রমণকারী যোদ্ধাদিগের মস্তক ও বাহুসমূহ অর্জুন তীব্র-বেগ দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণসকলের দ্বারা ছেদন করিয়া পাতিত করিলেন। ৫

সেখানে ছিন্ন হইয়া পতিত মস্তকসমূহে রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া যাইল এবং সেই বৃক্ষস্থলে কাক ও শকুনিরূপ সৈন্যগণ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় সেখানকার রণভূমি মেঘের দ্বারার ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ৬

এইভাবে যখন সেই সমস্ত সৈন্যগণ বিনষ্ট হইতে লাগিল, তখন শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু—এই দুই বীর ক্রোধ এবং অমর্ষে পূর্ণ হইয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৭

ইহারা উভয়ে বলবান্, অর্জুনের সহিত স্পর্ধা করিতে সমর্থ, বীর, উত্তমকুলে উৎপন্ন এবং বাহুবলে সুশোভিত ছিলেন। ইহারা দুইজনে সেই সময় দক্ষিণে ও বামে উভয় দিক্ দিয়াই বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ৮

মহারাজ! এই দুই বীর মহাশয়ের অভিলাষ করিয়া আপনার পুত্রদের জন্য অর্জুনকে বধ করিবার বাসনা করত হাতে ধনু লইয়া অতিসত্বর বাণ সন্ধান করিতে লাগিলেন॥ ৯

যেরূপ দুই খণ্ড মেঘ কোন সরোবরকে জলবর্ষণ করিয়া পূর্ণ করিতে থাকে, সেইরূপ ক্রোধে পূর্ণ এই দুই বীর আনতপর্বযুক্ত সহস্র সহস্র বাণের দ্বারা অর্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন॥১০

তারপর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রুতায়ু কুপিত হইয়া পীতবর্ণবিশিষ্ট তীক্ষ্ণধার একটি তোমরের দ্বারা অর্জুনকে আঘাত করিলেন॥ ১১

সোঽভিবিদ্ধো বলবতা শক্রণা শক্রকর্শনঃ।
জগাম পরমং মোহং মোহয়ন্ কেশবং রণে ॥ ১২
এতস্মিন্নেব কালে তু সোঽচ্যুতায়ুর্মহারথঃ।
শূলেন ভৃশতীক্ষ্ণেন তাড়য়ামাস পাণ্ডবম্ ॥ ১৩
ক্ষতে ক্ষারং দ চ দদৌ পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ।
পার্শ্বোঽপি ভৃশসংবিদ্ধো ধ্বজযষ্টিং সমাশ্রিতঃ ॥ ১৪
ততঃ সর্বস্য সৈন্যস্য তাবকস্য বিশাম্পতে।
সিংহনাদো মহানাসীদ্ধতং মত্বা ধনঞ্জয়ম্ ॥ ১৫
কৃষ্ণশ্চ ভৃশসন্তপ্তো দৃষ্ট্বা পার্থং বিচেতনম্।
আশ্বাসয়ং সুহৃদ্ব্যাভির্বাগ্ভিস্তত্র ধনঞ্জয়ম্ ॥ ১৬
ততস্তৌ রথিনাং শ্রেষ্ঠৌ লব্ধলক্ষ্যৌ ধনঞ্জয়ম্।
বাসুদেবঞ্চ বার্ষ্ণেয়ং শরবর্ষৈঃ সমন্ততঃ ॥ ১৭
সচক্রকূবরধ্বং সাধ্বজপতাকিনম্।
অদৃশ্যং চক্রতুর্যুদ্ধে তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১৮
প্রত্যাশ্বস্তস্তু বীভৎসুঃ শনকৈরিব ভারত।
প্রেতরাজপুরং প্রাপ্য পুনঃ প্রত্যাগতো যথা ॥ ১৯
সঙ্কল্পং শরজালেন রথং দৃষ্ট্বা স কেশবম্।
শক্র চাভিমুখৌ দৃষ্ট্বা দীপ্যমানাবিবানলৌ ॥ ২০
প্রাহুশ্চক্রে ততঃ পার্থঃ শাক্রমস্ত্রং মহারথঃ।
তস্মাদাসন্ সহস্রাণি শরাণাং নতপর্বণাম্ ॥ ২১
তে ভল্লস্তৌ মহেষ্বাসৌ তাভ্যাং মুক্তাংশ্চ সায়কান্।
চিচ্ছেদরাকাশগতাঃ পার্থবাণবিদারিতাঃ ॥ ২২
প্রতিহত্য শরাংস্তূর্ণং শরবেগেন পাণ্ডবঃ।
প্রতস্থে তত্র তত্রৈব যোধয়ন্ বৈ মহারথান্ ॥ ২৩
তৌ চ ফাল্গুনবাণৌঘৈর্বিবাহশিরসৌ কৃতৌ।
বসুধামন্বপদ্যেতাং বাতভগ্নাবিব দ্রুমৌ ॥ ২৪
শ্রুতায়ুষঞ্চ নিধনং বলৈশ্চৈবাচ্যুতায়ুষঃ
লোকবিস্মাপনকরং সমুদ্যন্তমিব শোষণম্ ॥ ২৫
তয়োঃ পদানুগান্ হত্বা পুনঃ পঞ্চশতং রথান্।
প্রত্যাগাদ্ ভারতীং সেনাং নিঘ্নন্ পার্থো বরান্ বরান্ ॥ ২৬

সেই বলবান্ শত্রুদ্বারা অত্যন্ত আহত হইয়া শত্রুদমন অর্জুন রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করিতে করিতে নিজেও অতিশয় মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥ ১২

এই মহারথী অচ্যুতায়ু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ একটি শূলের দ্বারা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে আঘাত করিলেন ॥ ১৩

তিনি এই আঘাতের দ্বারা মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের ক্ষতের উপর লবণ প্রদান করিলেন। অর্জুনও অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়া ধ্বজযষ্টিকে আশ্রয় করত অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

প্রজানাথ! সেই সময় অর্জুনকে নিহত মনে করিয়া আপনার সমস্ত সৈন্যগণ উচ্চস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল ॥ ১৫

অর্জুনকে অচৈতন্য দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং মনের প্রিয়কর বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে আশ্বাসদান করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

অনন্তর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু নিজেদের লক্ষ্যকে সম্মুখে পাইয়া অর্জুন এবং বৃষ্ণিবংশধুরন্ধর শ্রীকৃষ্ণের উপর চারিদিক্ দিয়া বাণবর্ষণ করত চক্র, কূবর, রথ, অশ্বগণ, ধ্বজ ও পতাকাসহ তাঁহাদের সেই রথখানি অদৃশ্য করিয়া দিলেন। ইহা তখন এক অদ্ভুত কার্য্য বলিয়াই মনে হইতেছিল ॥ ১৭-১৮

ভারত! অর্জুন পুনরায় ধীরে ধীরে সংজ্ঞালাভ করিয়া আশ্বস্ত হইলেন। মনে হইল—তিনি যমালয়ে গমন করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন ॥ ১৯

সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রথকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত এবং সম্মুখে অবস্থানকারী দুই শত্রু শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুকে অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান দেখিয়া মহারথী অর্জুন ঐশ্বাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। তখন তাহা হইতে আশীবিষসদৃশ সহস্র সহস্র বাণ আবির্ভূত হইতে লাগিল ॥ ২০-২১

সেই বাণগুলি সেই দুই মহাধনুর্ধর এবং তাঁহাদের নিখিল অশ্বগজকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিল। অর্জুনের বাণে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সেই শত্রুদ্বয়ের বাণসকল আকাশে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ২২

বীর বাণবেগে শত্রুবাণসকলকে প্রতিহত করিয়া পাণ্ডুনন্দন অর্জুন সেখানে অন্য সব মহারথী বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন ॥ ২৩

অর্জুনের সেই বাণসকলের দ্বারা শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর মস্তক ছিন্ন হইয়া যাইল। বাহুসকল খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল এবং তাঁহারা দুইজনে প্রবল বায়ুদ্বারা উৎপাটিত বৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন ॥ ২৪

শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর এই নিধন সমুদ্রশোষণসদৃশ লোককেই আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া তুলিল ॥ ২৫

এই দুইজনের পশ্চাতে পশ্চাতে গমনকারী পঞ্চাশ জন রথীকে বধ করিয়া অর্জুন শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীরগণকে নিহত করিতে করিতে পুনরায় কৌরব-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৬

শ্রুতায়ুষঞ্চ নিহতং প্রেক্ষ্য চৈবাচ্যুতায়ুষম্।
নিযুতায়ুশ্চ সংক্রুদ্ধৌ দীর্ঘায়ুশ্চৈব ভারত ॥ ২৭
পুত্রৌ তবোর্নরশ্রেষ্ঠৌ কৌন্তেয়ং প্রতিজগ্মতুঃ।
কিরন্তৌ বিবিধান্ বাণান্ পিতৃব্যসনকর্শিতৌ ॥ ২৮
তাবর্জুনো মুহূর্তেন শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
প্রেষয়ৎ পরমক্রুদ্ধো যমস্য সদনং প্রতি ॥ ২৯
লোড়য়ন্তমনীকানি দ্বিপং পদ্মনরো যথা।
নাশক্নুবন্ বারয়িতুং পার্থং ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ ॥ ৩০
অথাস্য পঞ্চবাবেণ পাণ্ডবঃ পর্যবারয়ন্।
ক্রুদ্ধাঃ সহস্রশো রাজন্ শিক্ষিতা হস্তিসাদিনঃ ॥ ৩১
দুর্যোধনসমাদিষ্টাঃ কুঞ্জরৈঃ পর্বতোপমৈঃ।
প্রাচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ কলিঙ্গপ্রমুখা নৃপাঃ ॥ ৩২
তেষামাপততাং শীঘ্রং গাণ্ডীবপ্রেষিতৈঃ শরৈঃ।
নিচকর্ত্ত শিরাংস্যাশু বাহূনপি সভূষণান্ ॥ ৩৩

তৈঃ শিরোভির্মহী কীর্ণা বাহুভিশ্চ মহাত্মনাম্।
বভৌ কনকপাষাণা ভূজগৈরিব সংবৃতা ॥ ৩৪
বাহবো বিবিধৈশ্ছিন্নাঃ শিরাংস্যুদ্যম্য বিষ্ঠিতানি চ।
পতমানাস্তদা তস্তু ক্রমেভ্য ইব পক্ষিণঃ ॥ ৩৫
শরৈঃ সহস্রশো বিদ্ধা দ্বিপাঃ প্রস্রুতশোণিতাঃ।
অদৃশ্যান্তাম্রতঃ কালে সৈরিকাম্বুস্রবা ইব ॥ ৩৬
নিহতাঃ শেরতে স্মাঙ্গে গীতসোনিশিতৈঃ শরৈঃ।
গজপৃষ্ঠগতা যেচ্ছা নানাবিকৃতদর্শনাঃ ॥ ৩৭
নানাবেশধরা রাজন্ নানাশস্ত্রৌঘসংবৃতাঃ।
রুধিরেণাঙ্গুলিপ্তাঙ্গা ভান্তি চিত্রৈঃ শরৈর্হতাঃ ॥ ৮
শোণিতং নির্বমন্তি স্ম দ্বিপাঃ পার্থশরাহতাঃ।
সহস্রশশ্ছিন্নপাত্রাঃ সারোহাঃ সপদানুগাঃ ॥ ৩৯
চুক্রুশুশ্চ নিপেতুশ্চ বভ্রমুশ্চাপরে দিশঃ।
ভৃশং ত্রস্তাশ্চ বহবঃ স্বানেব মমৃদুর্গজাঃ ॥ ৪০

ভারত! শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুকে নিহত হইতে দেখিয়া ইহাদের পুত্র নরশ্রেষ্ঠ নিযুতায়ু ও দীর্ঘায়ু পিতার বধে দুঃখিত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে নানাবিধ বাণবর্ষণ করিতে থাকিয়া কুন্তীকুমার অর্জুনের সম্মুখীন হইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৭-২৮

তখন অর্জুন অত্যন্ত কুপিত হইয়া আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই এই দুই জনকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥ ২৯

যেরূপ হস্তী পদ্মপূর্ণ সরোবরকে মথিত করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনার সৈন্যদিগকে মথিত করিতে করিতে দুষ্করকর্ম্মা অর্জুনকে আপনার ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৩০

রাজন্! এই সময় যুদ্ধবিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত অযুতসংখ্যক সহস্র গজারোহী যোদ্ধা ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তীসকলের দ্বারা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল ॥ ৩১

তারপর দুর্যোধনের অনুমতি পাইয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দেশসমূহের কলিঙ্গাদি নরপতিগণও অর্জুনের উপর পর্ব্বতাকার বহু হস্তী দ্বারা আক্রমণ করিলেন ॥ ৩২

তখন উগ্রধনুর্দ্ধারী অর্জুন গাণ্ডীবধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা সেই আক্রমণকারী সকল সৈন্যেরই হস্তক ও উদ্যত বাহু ক্ষুরিত বাণসমূহ অতিদ্রুত কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৩

সেই সময় এই সমস্ত ছিন্ন হস্তক ও অঙ্গদভূষিত বাহুসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া রণভূমি স্বর্ণময়কালে পরিবেষ্টিত স্বর্ণপ্রস্তরযুক্তা ভূমির শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩৪

বাণসমূহে ছিন্ন ভিন্ন বাহু ও খণ্ডিত মস্তকসকলকে এইরূপে ভূমিতে পতিত দেখা যাইল, যেরূপ বৃক্ষসমূহ হইতে পক্ষীরা পতিত হইয়া থাকে ॥ ৩৫

সহস্র সহস্র বাণে বিদ্ধ হইয়া রক্তধারা বমন করিতে করিতে হাতীরা বর্ষাকালে গৈরিকমিশ্রিত জলের স্রোতোবাহী পর্ব্বতসমূহের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল ॥ ৩৬

অর্জুনের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে নিহত হইয়া অপরাপর ম্লেচ্ছ সৈন্যগণ হাতীর পৃষ্ঠেই সংলগ্ন রহিল। এই সব ম্লেচ্ছ সৈন্যদের আকৃতি তখন শুকরের বিকৃত হইয়া দৃষ্ট হইতেছিল ॥ ৩৭

রাজন্! নানাপ্রকার বেশধারণকারী ও বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত যোদ্ধারা অর্জুনের বিচিত্র বাণসমূহে নিহত হইয়া অদ্ভুত শোভা ধারণ করিলেন। তখন এই সব যোদ্ধাদের সর্ব্ব শরীরই রক্তাপ্লুত হইয়াছিল ॥ ৮

আরোহী ও অনুচরগণের সহিত সহস্র সহস্র হাতী অর্জুনের বাণসমূহে আহত হইয়া মুখ দিয়া রক্তবমন করিতে লাগিল। তাহাদের সকল অঙ্গই ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল ॥ ৩৯

তখন বহু সংখ্যক হাতী চীৎকার করিতেছিল, বহু হাতী পলায়নপর হইয়াছিল, অপর বহু হাতী চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং বহুসংখ্যক হস্তী অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিতে

সান্তরানূপিনশ্চৈব দ্বীপান্তীক্ষ্ণবিষোপমাঃ।
বিদন্তাসুরমায়াং যে সুঘোরা ঘোরচক্ষুষঃ ॥ ৪১
যবনাঃ পারদাশ্চৈব শকাশ্চ সহ বাহ্লিকৈঃ।
কাকবর্ণা দুরাচারাঃ শ্রীলোলুপাঃ কলহপ্রিয়াঃ ॥ ৪২
দ্রাবিড়াস্তত্র যুধ্যন্তে মত্তমাতঙ্গবিক্রমাঃ।
গোযোনিপ্রভবা ম্লেচ্ছাঃ কালকল্পাঃ প্রহারিণঃ ॥ ৪৩
দার্বাভিসারা দরদাঃ পুত্রাশ্চৈব সহস্রশঃ।
তে ন শক্যাঃ ত্ব সংখ্যাতুং ব্রাত্যাঃ শতসহস্রশঃ ॥৪৪
অভ্যবর্ষন্ত তে সর্বে পাণ্ডবং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অবাকিরংশ্চ তে ম্লেচ্ছা নানাযুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৪৫
তেষামপি সসর্জাশু শরবৃষ্টিং ধনঞ্জয়ঃ।
সৃষ্টিস্তথাবিধা হ্রাসীচ্ছলভানামিবায়তিঃ ॥ ৪৬
অস্ত্রচ্ছায়ামিব শরৈঃ সৈন্যে কৃত্বা ধনঞ্জয়ঃ।
মুণ্ডার্দ্ধমুণ্ডান্ জটিলানস্তচীজটিলাননান্ ॥ ৪৭

করিতে নিজেরেই বহু যোদ্ধাকে বিদগ্ধ করিয়া দিল। তীক্ষ্ণ বিষধর সর্পসদৃশ এই সকল ভয়ঙ্কর হাতী তদানুযায়ী সৈন্য সমূহে যুক্ত ছিল।

যাহারা আসুরী মায়া জানিত, যাহাদের আকৃতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং ভয়ানক নেত্রসমূহে যুক্ত ছিল, যাহারা কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, দুরাচারী, শ্রীলোলুপ এবং কলহপ্রিয়, এরূপ যবন, পারদ, শক ও বাহ্লীক সৈন্যগণও সেখানে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৪০-৪১

মহামাতঙ্গসদৃশ পরাক্রমশালী দ্রাবিড় এবং পার্শ্বনীদের হইতে উৎপন্ন কালতুল্য প্রহারকুশল ম্লেচ্ছগণও সেখানে যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৪৩

দার্বাভিসার, দরদ এবং পুত্রাদি সহস্র সহস্র ও লক্ষ লক্ষ সংখ্যাহীন ম্লেচ্ছগণ সেখানে উপস্থিত ছিল, যাহাদের কোন সংখ্যা করাই যায় না ॥ ৪৪

নানাপ্রকার যুদ্ধে কুশল সেই সব ম্লেচ্ছগণ পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করত তাঁহাদিগকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিল ॥ ৪৫

তখন অর্জুনও তাহাদের উপর অতিক্রুদ্ধ বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার সেই বাণবৃষ্টি পতঙ্গদলের সৃষ্টির ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ৪৬

ম্লেচ্ছানশাতয়ৎ সর্বান্ সমেতানস্ত্রতেজসা।
শরৈশ্চ শতশো বিদ্ধাস্তে সঙ্ঘা গিরিচারিণঃ।
প্রাদ্রবন্ত রণে ভীতা গিরিগহ্বরবাসিনঃ ॥ ৪৮
গজাশ্বসাদিম্লেচ্ছানাং পতিতানাং শিতৈঃ শরৈঃ।
বলাঃ কঙ্কা বৃকা দৃমাংপিবন্ রুধিরং মুদা ॥ ৪৯
পত্ত্যশ্বরথনাগেশ্চ প্রচ্ছন্নক্তঃসমাক্রমাম্।
শরবর্ষপ্লবাং ঘোরাং কেশশৈবলশাদ্বলাম্।
প্রাবর্তয়ন্নদীমুগ্রাং শোণিতৌঘতরঙ্গিণীম্ ॥ ৫০
ছিন্নাঙ্গুলিভুজস্কন্ধাং যুগান্তে কালদন্তিনাম্।
প্রাকরোদ্ গজসম্বাধাং নরামুত্তরশোণিতাম্ ॥ ৫১
দেহেভ্যো রাজপুত্রাণাং নাগাশ্বরথসাদিনাম্।
যথা স্থলঞ্চ নিম্নঞ্চ ন স্যাদ্ বর্ষতি বাসবে ॥ ৫২
তথাসীৎ পৃথিবী সর্বা শোণিতেন পরিপ্লুতা
ষট্সহস্রান্ হয়ান্ বীরান্ পুনর্দশশতান্ দ্বিপান্ ॥ ৫৩

যাদবসূতের দ্বারা সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর উপর মেঘের ছায়ার ন্যায় ছায়াসৃষ্টি করত অর্জুন বীর অস্ত্রের তেজে মুণ্ডিত, অর্দ্ধমুণ্ডিত, জটাধারী, অপবিত্র এবং ক্রুরপূর্ণ মুখবিশিষ্ট সেই সমবেত ম্লেচ্ছসৈন্যদিগকে সংহার করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৭

সেই সময় পর্ব্বতসকলের উপর বিচরণকারী এবং পর্ব্বতকন্দর সমূহে নিবাসকারী শত শত ম্লেচ্ছসঙ্ঘ অর্জুনের বাণে বিদ্ধ হইয়া ভীতহৃদয়ে দেবকৃষি হইতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৪৮

অর্জুনের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে নিহত হইয়া পতিত সেই সব হস্ত্যারোহী ও অশ্বারোহী ম্লেচ্ছগণের রক্ত কাক, বক ও বৃকসকল (কুক্কুরজাতিগণ) অতিশয় প্রসন্নতার সহিত পান করিতে লাগিল ॥ ৪৯

সেই সময় অর্জুন সেখানে রক্তের এক ভয়ঙ্করী নদী প্রবাহিত করিয়া দিলেন, যে নদী প্রলয়কালীন নদীসদৃশ ভয়ঙ্করদর্শন করিতেছিল। ইহাতে পদাতি, মনুষ্য, অশ্ব, রথ ও হস্তিসকল পাতিত করিয়া যেন সেতু নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল এবং বাণবর্ষণই সেখানে নৌকা সদৃশ প্রতীত হইতেছিল। এই ভয়ঙ্করী নদীতে কেশসমূহ শৈবাল (শেওলা), রক্তপ্রবাহ তরঙ্গ এবং ছিন্ন অঙ্গুলিসমূহ ছোট ছোট মৎস্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যসকলের আরোহী রাজকুমারগণের শরীর হইতে প্রবাহিত রক্তধারাযুক্ত এই নদীকে অর্জুন স্বয়ংই উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ইহাতে হস্তিসকলের মৃতদেহসমূহ পরিপূর্ণ ছিল ॥

যেরূপ ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিবার সময় উচ্চ নীচ কোন স্থলেরই

প্রাহিণোন্মৃত্যুলোকায় ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
শরৈঃ সহস্রশো বিদ্ধ্বা বিধিবৎ কল্পিতা দ্বিপাঃ। ৫৭
শেরতে ভূমিমাসাদ্য শৈলা বজ্রহতা ইব।
সবাজিরথযাতঙ্গান্ নিঘ্নন্ বাচরদর্জুনঃ। ৫৪
প্রভিন্ন ইব মাতঙ্গো মৃদ্নন্ নলবনং যথা।
ভূরিক্রমলতাগুল্মং শুষ্কেন্ধনতৃণোলপম্। ৫৬
নিদহেদনলোঽরণ্যং যথা বায়ুসমীরিতঃ।
সেনারণ্যং তব তথা কৃষ্ণানিলসমীরিতঃ। ৫৭
শরার্চিরদহৎ ক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবাগ্নির্ধনঞ্জয়ঃ।
শূন্যান্ কুর্ব্বন্ রথোপস্থান্ মানবৈঃ সংস্তরন্ মহীম্। ৫৮
প্রানৃত্যদিব সম্বাধে চাপহস্তো ধনঞ্জয়ঃ।
বজ্রকল্পৈঃ শরৈর্ভূমিং কুর্ব্বন্নুরসোপিতাম্। ৫৯
প্রাবিশদ্ ভারতীং সেনাং সংক্রুদ্ধো বৈ ধনঞ্জয়ঃ।
তং দ্রুতাম্বুস্রুতাম্বষ্ঠো ব্রজমানং স্তবারয়ৎ। ৬০

তস্যার্জ্জুনঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কঙ্কপত্রপরিচ্ছদৈঃ।
স্তপাতয়দ্ধ্বজান্ শীঘ্রং যতমানস্য মারিষ। ৬১
বহুভিশ্চাপরৈশ্ছিত্বা শরৈঃ পার্থো বিচক্রমে।
অম্বষ্ঠস্তু গদাং গৃহ্য কোপপর্য্যাকুলেক্ষণঃ। ৬২
আসসাদ রণে পার্থং কেশবঞ্চ মহারথম্।
ততঃ সম্প্রহরন্ বীরো গদামুদ্যম্য ভারত। ৬৩
রথমাবার্য্য গদয়া কেশবং সমতাড়য়ৎ।
গদয়া তাড়িতং দৃষ্ট্বা কেশবং পরবীরহা। ৬৪
অর্জ্জুনোঽথ ভৃশং ক্রুদ্ধঃ সোঽম্বষ্ঠং প্রতি ভারত।
ততঃ শরৈর্হেমপুঙ্খৈঃ সগদং রথিনাং বরম্। ৬৫
ছাদয়ামাস সমরে মেঘঃ সূর্য্যমিবোদিতম্।
অথাপরৈঃ শরৈশ্চাপি গদাং তস্য মহাত্মনঃ। ৬৬
অচূর্ণয়ৎ তদা পার্থস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
অথ তাং পতিতাং দৃষ্ট্বা গৃহ্যান্যাঞ্চ মহাগদাম্। ৬৭

তারতমা করেন না, সেইরূপ সেখানকার সমস্ত ধরণী রক্তধারায় পরিপ্লুতা হইয়া সব সমতল বলিয়াই মনে হইতেছিল।

ক্ষত্রিয়শিরোমণি অর্জুন এবারে ছয় হাজার অশ্বারোহী ও এক হাজার শ্রেষ্ঠ বীর ক্ষত্রিয়দিগকে মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন।

বিধি অনুসারে সুশিক্ষিত হস্তীরা অর্জুন কর্তৃক বিদ্ধ হইয়া বজ্রাঘাতে পর্ব্বতশিখরের ধরাতলে পতনের ন্যায় ধরাশায়ী হইতে লাগিল।

যেরূপ মদস্রাবযুক্ত মদমত্ত হাতী নলবনকে মর্দ্দিত করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুন অশ্ব, রথ এবং হস্তিসমেত শত্রুদিগকে সংহার করিতে করিতে রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

যেরূপ বায়ুপ্রেরিত অগ্নি শুষ্ক ইন্ধন (কাষ্ঠ), তৃণ এবং লতাগুল্মযুক্ত পূর্ণ ও বহুসংখ্যক বৃক্ষ ও লতাগুল্ম সকলে পরিপূর্ণ বনভূমি দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপ বায়ু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া বাণরূপ জ্বালামালায় পরিপূর্ণ পাণ্ডুপুত্র অর্জুনরূপী অগ্নি ক্রুদ্ধিত হইয়া আপনার সৈন্যবাহিনীরূপ বনকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

রথে উপবেশন করিবার আসনসমূহ শূন্য করিয়া দিয়া রণভূমিকে মনুষ্যগণের শবদেহসমূহের দ্বারা আস্তীর্ণ করত ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় সেই যুদ্ধভূমিতে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন।

অতিশয় ক্রুদ্ধ ধনঞ্জয় বজ্রতুল্য বাণসমূহের দ্বারা রণভূমিকে রক্তাপ্লুত করিতে করিতে কৌরব-সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট অর্জুনকে শ্রুতায়ু ও অম্বষ্ঠ প্রতিরোধ করিলেন। ৫৫-৬০

মান্যবর! তখন অর্জুন কঙ্কপত্রযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে অবলীলা করিবার জন্য যত্নকারী অম্বষ্ঠের অশ্বগণকে অতি সত্বর বধ করিলেন। ৬১

তারপর অপর বাণসমূহের দ্বারা তাঁহার ধনুশ্চিকেও ছেদন করিয়া অর্জুন বিশেষ বল-বিক্রমের পরিচয় দিলেন। তখন অম্বষ্ঠের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি গদা লইয়া রথাসনে মহারথী শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ৬২

ভারত! তদনন্তর বীর অম্বষ্ঠ প্রহার করিবার জন্য উত্তোলিত করিয়া গদার দ্বারা অর্জুনের রথকে প্রতিরোধ করিলেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপর গদা প্রহার করিলেন॥ ৬৩

ভরতবংশধর! শত্রুবীরগণের সংহারকারী অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে গদাঘাতে আহত হইতে দেখিয়া অম্বষ্ঠের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন॥ ৬৪

তারপর যেরূপ মেঘ উদিত হইয়া সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ অর্জুন রণাঙ্গনে সুবর্ণখচিত পঙ্খযুক্ত বহু বাণে গদাসহ রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অম্বষ্ঠকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন॥ ৬৫

তাহার পর অপর বহু সংখ্যক বাণ প্রহার করিয়া অর্জুন মহাত্মা অম্বষ্ঠের সেই গদাকে সেই সময় চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। ইহা যেন তখন অদ্ভুতকাণ্ড বলিয়া মনে হইতেছিল॥ ৬৬

সেই গদাকে পতিত হইতে দেখিয়া অম্বষ্ঠ অপর একটি বিশাল গদা গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে পুনঃ পুনঃ প্রহার করিতে লাগিলেন॥ ৬৭

অর্জুনং বাসুদেবঞ্চ পুনঃ পুনরতাড়য়ৎ।
তস্যার্জুনঃ ক্ষুরপ্রাভ্যাং সমবাবুত্তমৌ ভুজৌ। ৬৮
চিচ্ছেদেন্দ্রধ্বজাকারৌ শিরশ্চাস্যেন পত্রিণা।
স পপাত হতো রাজন্ বসুধামনুনাদয়ন্॥ ৬৯
ইন্দ্রধ্বজ ইবোৎসৃষ্টো বজ্রনির্মুক্তবন্ধনঃ।
রথানীকাবপাঢ়ঞ্চ বারণাশ্বনরৈর্বৃতঃ।
অদৃশ্যত তদা পার্থো ঘনৈঃ সূর্য্য ইবাবৃতঃ॥ ৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি অষ্টষষ্টবধে
ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৩

তখন অর্জুন ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় উন্নত তাঁহার দুই বাহুকে গদা সহ দুইটি ক্ষুরপ্র বাণে ছেদন করিলেন এবং পক্ষযুক্ত অপর একটি বাণে তাঁহার মস্তকও ছেদন করিয়া দিলেন॥ ৬৮

রাজন্! যে দ্বারা বন্ধনমুক্ত হইয়া পতিত ইন্দ্রধ্বজসদৃশ তিনি নিহত হইয়া ভূতলকে অনুনাদিত করত পতিত হইলেন। ৬৯

সেই সময় রথী সৈন্যদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শত শত হস্তী ও অশ্বগণে পরিবৃত অর্জুন মেঘের দ্বারা আবৃত সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন॥ ৭০

শ্রীমদ্ঋষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্ব্বে অষ্টষষ্টিবধবিষয়ক ত্রিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্যোধনস্য তিরস্কারঃ, তদা কর্ণা দুর্যোধনশরীরে দিব্য-কবচং বদ্ধা ধনঞ্জয়েন সহ যোদ্ধুং দ্রোণাচার্য্যেণ তথা প্রেরণঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ প্রবিষ্টে কৌন্তেয়ে সিন্ধুরাজজিঘাংসয়া।
দ্রোণানীকং বিনির্ভিন্ন গোজানীকঞ্চ দুস্তরম্॥ ১
কাম্বোজস্য চ দায়াদে হতে রাজন্ সুদক্ষিণে।
শ্রুতায়ুধে চ বিক্রান্তে নিহতে সব্যসাচিনা॥ ২
বিপ্রদ্রুতেষনীকেষু বিধ্বস্তেষু সমন্ততঃ।
প্রভগ্নং স্ববলং দৃষ্ট্বা পুত্রস্তে দ্রোণমব্রবীৎ॥ ৩
ধরণ্যেকরথেনৈব সমেতো দ্রোণমব্রবীৎ
গতঃ স পুরুষব্যাঘ্রঃ প্রমথ্যৈতাং মহাচমূম্। ৪
অথ বুদ্ধ্যা সমীক্ষস্ব কিন্নু কার্য্যমনন্তরম্।
অর্জুনস্য বিঘাতায় দারুণেঽস্মিন্ জনক্ষয়ে॥ ৫
যথা স পুরুষব্যাঘ্রো ন হন্যেত জয়দ্রথঃ।
তথা বিধৎস্ব ভদ্রং তে বয়ং হি নঃ পরমা গতিঃ॥ ৬
অসৌ ধনঞ্জয়াগ্নিহি কোপমারুতচোদিতঃ।
সেনাকক্ষং দহতি মে বহ্নিঃ কক্ষমিবোত্থিতঃ॥ ৭

চতুর্নবতিতম অধ্যায়

[দুর্যোধনের তিরস্কার, তাহা শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক দুর্যোধনের শরীরে দিব্য কবচবন্ধন করিয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে প্রেরণ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর যখন কুন্তীকুমার অর্জুন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিবার বাসনায় দ্রোণাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার অপার সৈন্যবাহিনীকে ভেদ করিয়া আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সব্যসাচী অর্জুনের হস্তে যখন কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ও পরাক্রমশালী শ্রুতায়ুধ নিহত হইলেন এবং সমস্ত সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল, তখন সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন অতি সত্বর একমাত্র রথের দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন।

আচার্য্যদেব! পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন আমাদের এই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে মথিত করিয়া বূহের মধ্যে চলিয়া যাইল। এখন আপনি নিজ বুদ্ধি অনুসারে বিচার করুন যে, অতঃপর অর্জুনের বিনাশের জন্য কি করণীয়? এই ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়ে যাহাতে পুরুষ-সিংহ জয়দ্রথ নিহত না হয়, সেইরূপ উপায় স্থির করুন। আপনার কল্যাণ হউক। আমাদের সর্ব্বোত্তম আশ্রয় একমাত্র আপনিই॥ ১-৬

যেরূপ সিংহ উত্থিত দাবানল শুষ্কতৃণাদিকে কিম্বা বনকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেরূপ এই ধনঞ্জয়রূপ অগ্নি ক্রোধরূপ প্রচণ্ড

অতিক্রান্তে হি কৌন্তেয়ে ভিত্ত্বা সৈন্যং পরন্তপ।
জয়দ্রথস্য গোপ্তারঃ সংশয়ঃ পরমং গতাঃ ॥ ৮
স্থিরা বুদ্ধির্যতস্তাণামাসীদ্ ব্রহ্মবিদাং বর।
নাতিক্রমিষ্যতি দ্রোণং জাতু জীবং ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৯
যোঽসৌ পার্থো ব্যতিক্রান্তো মিষতস্তে মহাহবে।
সর্বং হতাতুরং মন্যে নেদমস্তি বলং মম ॥ ১০
জানামি ত্বাং মহাভাগ পাণ্ডবানাং হিতে রতম্।
তথা মুহ্যামি চ ব্রহ্মন্ কার্যব্যগ্রাং বিচিন্তয়ন্ ॥ ১১
যথাশক্তি চ তে ব্রহ্মন্ বর্তয়ে বৃত্তিমুত্তমাম্।
প্রীণামি চ যথাশক্তি তচ্চ ত্বং নাববুধ্যসে ॥ ১২
অমোঘং ত্বং সদা ভক্তানিচ্ছন্নমিতবিক্রম।
পাণ্ডবান্ সততং প্রীণান্নস্মাকং বিপ্রিয়ে রতান্ ॥ ১৩
অস্মানেবোপজীবংস্ত্বমস্মাকং বিপ্রিয়ে রতঃ।
ন হ্যতৃণং ত্বাং বিজানামি মধুদিগ্ধমিব ক্ষুরম্ ॥ ১৪
নাদাস্যচ্ছেদ বর মন্ত্রঃ ভবান্ পাণ্ডবনিগ্রহে।
নাবারয়িষ্যং গচ্ছন্তমহং সিন্ধুপতিং গৃহান্ ॥ ১৫
ময়া ত্বাশংসমানেন স্বস্ত্যয়নমবুদ্ধিনা।
আশ্বাসিতঃ সিন্ধুপতির্মোহাদ্ দত্তশ্চ মৃত্যবে ॥ ১৬
যমদংষ্ট্রান্তরঃ প্রাপ্তো মুচ্যেতাপি হি মানবঃ।
নাজুর্নস্য বধং প্রাপ্তো মুচ্যেতাজৌ জয়দ্রথঃ ॥ ১৭
স তথা কুরু শোণাশ্ব যথা মুচ্যেত সৈন্ধবঃ।
মম চার্তপ্রলাপানাং মা ক্রুধঃ পাহি সৈন্ধবম্ ॥ ১৮

দ্রোণ উবাচ।

নাত্যস্যামি তে বাক্যমস্যস্বাসি মে সমঃ।
সত্যং তু তে প্রবক্ষ্যামি তচ্ছ্রুত্বা বিশাম্পতে ॥ ১৯

বাহুদ্বারা প্রেরিত হইয়া আমার সৈন্যগণ তক্ষ বনকে দগ্ধ করিতেছে ॥ ৭

হে শত্রুতাপন! যখন হইতে কুন্তীকুমার অর্জুন আপনার সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়া আপনাকেও অতিক্রম করত অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন হইতেই জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত যোদ্ধারা মহাসংশয়ে পতিত হইয়াছে। ৮

ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ! আমার পক্ষের নরপতিগণের এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অর্জুন দ্রোণাচার্যকে জয় না করিয়া তাঁহাকে লঙ্ঘন করত সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না। ৯

মহাতেজস্বী বীর! কিন্তু আপনার সাক্ষাতেই এই কুন্তীকুমার অর্জুন আপনাকে লঙ্ঘন করিয়া যে ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিল, ইহাতে আমি আপনার এই সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনীকে ব্যাকুল ও বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়াই মনে করিতেছি। এখন আমার এই সৈন্যদের কোন অস্তিত্বই থাকিবে না। ১০

ব্রহ্মন্! মহাভাগ! আমি ইহা জানি যে, আপনি পাণ্ডবগণের হিতে নিরত আছেন; সেইজন্য আমি নিজ কার্যের গুরুত্বের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া মোহিত হইয়া পড়িতেছি ॥ ১১

বিপ্রবর! আমি যথাশক্তি আপনার জন্য উত্তম জীবিকাবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া যাইতেছি এবং শক্তি অনুসারে আপনাকে প্রসন্ন রাখিবার চেষ্টা করিয়া যাইতেছি; কিন্তু এ সব বিষয়কে আপনি কোনরূপ গুরুত্ব দিয়া বুঝিতেছেন না। ১২

অমিতবিক্রম আচার্য! আমি আপনার চরণে সদা ভক্তি করিয়া থাকি, তথাপি আপনি আমাকে অভিলাষ করিতেছেন না (অর্থাৎ প্রিয়জনের মধ্যে গণনা করিতেছেন না) এবং যাহারা সর্বদা আমাদের অপ্রিয় করিবার জন্য উদ্যোগী আছে, সেই পাণ্ডবদের প্রতি আপনি সর্বদা প্রসন্নই আছেন। ১৩

আমার নিকট হইতেই আপনার জীবিকা চলিতেছে, তথাপি আপনি আমারই অপ্রিয় কার্যে রত আছেন। আমি পূর্বে ইহা জানিতে পারি নাই যে, আপনি মধুলিপ্ত একটি ক্ষুরসদৃশ ॥১৪

যদি আমাকে আপনি অর্জুনকে প্রতিরোধ করিবার বর দান না করিতেন, তাহা হইলে আমি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে গৃহে যাইতে নিষেধ করিতাম না। ১৫

মূর্খ আমি, আপনার নিকট হইতে রক্ষা পাইবার আশা করত সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বুঝাইয়া এখানেই থাকিতে বলিয়াছি এবং এইভাবে মোহবশতঃ আমি তাহাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াছি ॥ ১৬

মানুষ যমরাজের দন্তের মধ্যে পতিত হইয়াও হয়ত' মুক্ত হইতে অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু রণাঙ্গনে অর্জুনের বশীভূত হইয়া এই জয়দ্রথের প্রাণ থাকিতে পারে না ॥ ১৭

রক্তবর্ণ অশ্ববিশিষ্ট আচার্য! আপনি এরূপ কোন প্রচেষ্টা করুন যে, যাহাতে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করে। আমি আর্ত বলিয়া যাহা কিছু প্রলাপবাক্য বলিয়াছি, তাহার জন্য আপনি ক্রোধ করিবেন না; যে কোন প্রকারেই হউক সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে আপনি রক্ষা করুন ॥ ১৮

সারথিঃ প্রবরঃ কৃষ্ণঃ শীঘ্রাশ্চাস্য হয়োত্তমাঃ।
অন্তরঞ্চ বিবরং কৃত্বা তূর্ণং যাতি ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১০

কিং ন পশ্যসি বাণৌঘান্ ক্রোশমাত্রে কিরীটিনঃ।
পশ্চাদ্ রথস্য পতিতান্ ক্ষিপ্তান্ শীঘ্রং হি গচ্ছতঃ ॥ ১১

ন চাহং শীঘ্রযানেষু সমর্থো বয়সান্বিতঃ।
সেনামুখে চ পার্থানামেতদ্ বলমুপস্থিতম্ ॥ ১২

যুধিষ্ঠিরস্য মে গ্রাহ্যো নিগৃহ্যঃ সর্বধন্বিনাম্।
এবং ময়া প্রতিজ্ঞাতং ক্ষত্রমধ্যে মহাভুজ ॥ ১৩

ধনঞ্জয়েন চোৎসৃষ্টো বর্ততে প্রমুখে নৃপ।
তস্মাদ্ ব্যূহমুখং হিত্বা নাহং যোৎস্যামি ফাল্গুনম্ ॥ ১৪

তুল্যাভিজনকর্মাণং সঙ্গমেকং সহায়বান্।
গত্বা যোধয় মা ভৈষ্ত্বং যঃ শ্রুতঃ জগতঃ পতিঃ ॥ ১৫

দ্রোণাচার্য বলিলেন,—রাজন্! তুমি এখন যে কথা বলিলে, তাহার জন্য আমি তোমার উপর কোনরূপ দোষারোপ রাখিব না; কারণ, তুমি আমার নিকট অস্ত্রশস্ত্রবিদ্যার তুল্য। কিন্তু যাহা সত্য কথা, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ১৯

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সর্বশ্রেষ্ঠ সারথি এবং তাহার উত্তম অশ্বগুলিও দ্রুতগামী। সেইজন্য অল্প একটু সুযোগ পাইলেই সে তৎক্ষণাৎ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২০

তুমি কি ইহা লক্ষ্য কর নাই যে, আমার দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ শীঘ্রগামী অর্জুনের রথের পশ্চাতে এক ক্রোশ দূরে গিয়া পতিত হইতেছে ॥ ২১

আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, সেইজন্য দ্রুতগতিতে রথ চালাইতে আমি অসমর্থ। এদিকে আমার রথের সম্মুখেই কুন্তীকুমারগণের সৈন্যরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২২

মহাবাহো! আমি ক্ষত্রিয়গণের সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞাই করিয়াছিলাম যে, সমস্ত বহুধারী বীরগণের সাক্ষাতেই আমি যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিব ॥ ২৩

হে নৃপ! এই সময় যুধিষ্ঠির অর্জুনশূন্য হইয়া আমার সম্মুখে অবস্থিত, এরূপ অবস্থায় আমি ব্যূহ-দ্বার পরিত্যাগ করিয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যাইব না ॥ ২৪

তোমার শত্রু অর্জুনও তোমার ন্যায় উচ্চকুল-সম্ভূত এবং রাজা শূরঃ কৃতী দক্ষো বৈরনির্যাত্য পাণ্ডবৈঃ।
বীর স্বয়ং প্রযাতস্তু যত্র পার্থো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১৬

দুর্যোধন উবাচ।

কথং ত্বামপ্যতিক্রান্তঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরম্।
ধনঞ্জয়ো ময়া শক্য আচার্য প্রতিবাধিতুম্ ॥ ১৭

অপি শক্যো রণে জেতুং বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ।
নাজুনঃ সমরে শক্যো জেতুং পরপুরঞ্জয়ঃ ॥১৮

যেন তেজশ্চ দীপ্তঞ্চ ভবাংশ্চ ত্রিদশোপমঃ।
অস্ত্রপ্রতাপেন জিতো ভ্রুতায়ুশ্চ নিবর্তিতঃ ॥ ১৯

সুদক্ষিণশ্চ নিহতঃ স চ রাজা শ্রুতায়ুধঃ।
শ্রুতায়ুশ্চাচ্যুতায়ুশ্চ ম্লেচ্ছাশ্চাযুতশো হতাঃ ॥৩০

তং কথং পাণ্ডবং যুদ্ধে সহসৈন্যং পাবকম্।
প্রতিযোৎস্যামি দুর্ধর্ষং তমহং শস্ত্রকোবিদম্ ॥ ৩১

পরাক্রমশালী। এই সময় সে একাকী এবং তুমি সহায়কগণে পরিবেষ্টিত। (সে রাজা হইতে চ্যুত হইয়াছে আর) তুমি এই সমস্ত জগতের রাজা, অতএব ভীত হইও না, তুমি নিজে যাইয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ কর ॥ ২৫

তুমি রাজা, শূর, বিদ্বান্ এবং যুদ্ধকুশল। বীর! তুমিই পাণ্ডবদের সহিত শত্রুতা স্থাপন করিয়াছ। অতএব যেখানে কুন্তীনন্দন অর্জুন গমন করিয়াছে, সেখানে তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তুমি স্বয়ংই অতিসত্বর গমন কর ॥ ২৬

দুর্যোধন বলিলেন,—আচার্য! আপনি সমস্ত অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যে অর্জুন আপনাকেও অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতেছে, সেই অর্জুনকে আমি কিভাবে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইব? ২৭

যুদ্ধে বজ্রধারী ইন্দ্রকেও জয় করা যায়, কিন্তু সসৈন্যগণে শত্রুনগরবিজয়ী অর্জুনকে জয় করা অসম্ভব ॥ ২৮

যে ভোজবংশীয় কৃতবর্মা ও দেবতুল্য তেজস্বী আপনাকেও বীয় অস্ত্র-প্রতাপে পরাজিত করিয়াছে, শ্রুতায়ুকে বধ করিয়াছে, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ এবং রাজা শ্রুতায়ুধকেও সংহার করিয়াছে, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু এবং সহস্র ম্লেচ্ছ সৈন্যদিগকে প্রাণহীন করিয়া দিয়াছে, যে যুদ্ধে অগ্নিসদৃশ শত্রুগণকে দগ্ধ করিয়া থাকে এবং সর্ববিধ অস্ত্রের জ্ঞাতা, সেই দুর্ধর্ষ বীর পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের সহিত আমি কিরূপে যুদ্ধ করিব? ২৯-৩১

কথঞ্চ মদ্ভয়ে যুদ্ধং মম তেনাদ্য সংযুগে।
পরবানস্মি ভবতি প্রেষ্যবদ্ রক্ষ মদ্যশঃ॥ ৭২

দ্রোণ উবাচ।

সত্যং বদসি কৌরব্য ত্বয়াবধ্যো ধনঞ্জয়ঃ।
অহং তু তৎ করিষ্যামি যথৈনং প্রসহিষ্যসি॥ ৭৩

অদ্ভুতং চাস্য পশ্যন্তু লোকে সর্বধনুর্ধরাঃ।
বিষক্তং ত্বয়ি কৌন্তেয়ং বাসুদেবস্য পশ্যতঃ॥ ৭৪

এষ তে কবচং রাজংস্তথা বধ্নামি কাঞ্চনম্।
যথা ন বাণা নাস্ত্রাণি প্রহরিষ্যন্তি তে রণে॥ ৭৫

যদি ত্বাং সাসুর-সুরাঃ সযক্ষোরগরাক্ষসাঃ।
যোধয়ন্তি ত্রয়ো লোকাঃ সনরা নাস্তি তে ভয়ম্॥ ৭৬

ন কৃষ্ণো ন চ কৌন্তেয়ো ন চান্যঃ শস্ত্রভৃদ্ রণে।
পরানর্পয়িতুং কশ্চিৎ কবচে তব শক্ষ্যতি॥ ৭৭

স ত্বং কবচমাস্থায় ক্রুদ্ধমন্যু রণেঽদ্ভুতম্।
ত্বরমাণঃ স্বয়ং যাহি ন ত্বাসৌ বিসহিষ্যতি॥ ৭৮

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ত্বরন্ দ্রোণঃ স্পৃষ্ট্বাস্ত্রা বর্ম ভাস্বরম্।
আববন্ধাদ্ভুততমং জপন্ মন্ত্রং যথাবিধি॥ ৭৯

রণে তস্মিন্ সুমহতি বিজয়ায় সুতস্য তে।
বিস্মাপয়িষুর্লোকান্ বিদ্যয়া ব্রহ্মবিত্তমঃ॥ ৮০

দ্রোণ উবাচ।

করোতু স্বস্তি তে ব্রহ্ম ব্রহ্মা চাপি দ্বিজোত্তমঃ।
সরীসৃপাশ্চ যে শ্রেষ্ঠাস্তেভ্যস্তে অস্তি ভারত॥ ৮১

যযাতির্নহুষশ্চৈব ধুন্ধুমারো ভগীরথঃ।
তৃতাং রাজর্ষয়ঃ সর্বে অস্তি কুর্বন্তু তে সদা॥ ৮২

অস্তি তেঽস্ত্বেকপাদেভ্যো দ্বিপাদেভ্য এব চ।
বহুপাদেভ্যশ্চ নিত্যং তব মহারণে॥ ৮৩

স্বাহা স্বধা শচী চৈব অস্তি কুর্বন্তু তে সদা।
লক্ষ্মীররুন্ধতী চৈব কুরুতাং অস্তি তেঽনঘ॥ ৮৪

অসিতো দেবলশ্চৈব বিশ্বামিত্রস্তথাঙ্গিরাঃ।
বশিষ্ঠঃ কশ্যপশ্চৈব অস্তি কুর্বন্তু তে নৃপ॥ ৮৫

যাহা আজ আপনি যুদ্ধস্থলে অর্জুনের সহিত আমার যুদ্ধ করাই উচিত বলিয়া মনে করেন, তবে আমি এক দেবতের ন্যায় আপনার আজ্ঞার অধীন; আপনি আমার হস্তে রক্ষা করুন॥৭৭

দ্রোণাচার্য বলিলেন,—কুরুনন্দন! তুমি যথার্থই বলিয়াছ, অর্জুন দুর্ধর্ষ বীর। কিন্তু আমি এক এরূপ উপায় স্থির করিব, যাহা দ্বারা তুমি অর্জুনের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে॥ ৭৮

আজ জগতের সমস্ত ধনুর্ধর বীরগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখেই কুন্তীকুমার অর্জুনকে তোমার সহিত যুদ্ধে আসক্ত থাকিবার অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবেন॥ ৭৯

রাজন্! আমি এই দুর্ধর্ষ কবচ তোমার শরীরে এমনভাবে বাঁধিয়া দিব, যাহাতে যুদ্ধস্থলে নিখিল বাণসমূহ ও অন্যান্য অস্ত্রসকল তোমাকে আঘাত করিতে না পারে॥ ৮০

যদি মনুষ্যগণ সহ দেবতা, অসুর, যক্ষ, নাগ ও রাক্ষসগণ এবং ত্রিভুবনের সকল প্রাণী তোমার সহিত যুদ্ধ করেন, তাহা হইলেও তোমার আজ কোন ভয় হইবে না॥ ৮১

এই কবচ থাকিতে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন এবং অন্য কোন অস্ত্রধারী যোদ্ধা বাণসমূহের দ্বারা তোমাকে পীড়িত করিতে সমর্থ হইবেন না॥ ৮২

অতএব তুমি এই কবচ ধারণ করত শত্রুসংহারকারে রণস্থলে প্রবৃত্ত হইয়া অর্জুনের সম্মুখীন হইবার জন্য ত্বরাই গমন কর। সে তোমার বেগ সহ্য করিতে পারিবে না॥ ৮৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া বেদজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য স্বীয় বিদ্যার প্রভাবে সকল মানুষকে আশ্চর্যান্বিত করিবার উদ্যোগে অতিসত্বর আচমন করত সেই মহাযুদ্ধে আপনার পুত্র দুর্যোধনের বিজয়লাভের জন্য তাঁহার শরীরে বিধি অনুসারে মন্ত্রজপের সহিত এই অত্যন্ত তেজস্বী ও অদ্ভুত কবচ বাঁধিয়া দিলেন॥ ৭৯-৮০

দ্রোণাচার্য বলিলেন,—ভরতনন্দন! পরমব্রহ্ম পরমাত্মা তোমার কল্যাণ করুন। ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণগণ তোমার মঙ্গল করুন। যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ সর্প আছেন, তাঁহাদের নিকট হইতেও তোমার কল্যাণ হউক॥ ৮১

নহুষপুত্র যযাতি, ধুন্ধুমার এবং ভগীরথ প্রভৃতি রাজর্ষিগণ সর্বদা তোমার কল্যাণ করুন॥ ৮২

এই মহাযুদ্ধে একপদ, বহুপদ ও পদহীন প্রাণিগণের নিকট হইতে তোমার সর্বদা মঙ্গল লাভ হউক॥ ৮৩

নিষ্পাপ! স্বাহা, স্বধা এবং শচী প্রভৃতি দেবীগণ সর্বদা তোমার কল্যাণ করুন। লক্ষ্মী ও অরুন্ধতী দেবীও তোমার মঙ্গল বিধান করুন॥ ৮৪

হে নৃপ! অসিত, দেবল, বিশ্বামিত্র, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ এবং কশ্যপ তোমার কল্যাণ করুন॥ ৮৫

ধাতা বিধাতা লোকেশো দিশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ।
স্বস্তি তেঽস্তু প্রযচ্ছন্তু কার্ত্তিকেয়শ্চ ষণ্মুখঃ ॥ ৬৬
বিবস্বান্ ভগবান্ স্বস্তি করোতু তব সর্বশঃ।
দিগ্‌গজাশ্চৈব চত্বারঃ ক্ষিতিশ্চ গগনং গ্রহাঃ ॥ ৬৭
অবতাদ্ ধরণীং যোঽসৌ সদা ধারয়তে নৃপ।
শেষশ্চ পন্নগশ্রেষ্ঠঃ স্বস্তি তুভ্যং প্রযচ্ছতু ॥ ৬৮
গান্ধারে যুধি বিক্রম্য নির্জিতাঃ সুরসত্তমাঃ।
পুরা বৃত্রেণ দৈত্যেন ভিন্নদেহাঃ সহস্রশঃ ॥ ৬৯
হৃততেজোবলাঃ সর্বে তদা সেন্দ্রা দিবৌকসঃ।
ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুর্বৃত্রাদ্ ভীতা মহাসুরাৎ ॥ ৭০

দেবা ঊচুঃ।

প্রমর্দিতানাং বৃত্রেণ দেবানাং দেবসত্তম।
গতির্ভব সুরশ্রেষ্ঠ ত্রাহি নো মহতো ভয়াৎ ॥ ৭১
অথ পার্শ্বে স্থিতং বিষ্ণুং শক্রাদীংশ্চ সুরোত্তমান্।
প্রাহ তত্রাগতান্ বাক্যং বিবদন্ সুরসত্তমান্ ॥ ৭২

রক্ষ্যা মে সততং দেবাঃ সহেন্দ্রাঃ সদ্বিজাতয়ঃ।
ত্বষ্টুঃ সুদুর্ধরং তেজো যেন বৃত্রো বিনির্মিতঃ ॥ ৭৩
ত্বষ্টা পুরা তপস্তপ্ত্বা বর্ষাযুতশতং তদা।
বৃত্রো বিনির্মিতো দেবাঃ প্রাপ্যানুজ্ঞাং মহেশ্বরাৎ ॥ ৭৪
স তস্যৈব প্রসাদাদ্ বো হন্তাদেব রিপূর্বলী।
নাগত্বা শঙ্করস্থানং ভগবান্ দৃশ্যতে হরঃ ॥ ৭৫
দৃষ্ট্বা ত্বেতদথ বৃত্রং তং ক্ষিপ্রং গচ্ছত মন্দরম্।
যত্রাস্তে তপসাং যোনির্দক্ষযজ্ঞবিনাশনঃ ॥ ৭৬
পিনাকী সর্বভূতেশো ভগনেত্রনিপাতনঃ।
তে গত্বা সহিতা দেবা ব্রহ্মণা সহ মন্দরম্ ॥ ৭৭
অপশ্যংস্তেজসাং রাশিং সূর্যকোটিসমপ্রভম্।
সোঽব্রবীৎ স্বাগতং দেবা ব্রূত কিং করবাণ্যহম্ ॥ ৭৮
অমোঘং দর্শনং মহ্যং কামপ্রাপ্তিরতোঽস্তু বঃ।
এবমুক্তাস্তু তে সর্বে প্রত্যূচুস্তং দিবৌকসঃ ॥ ৭৯

ধাতা, বিধাতা, লোকনাথ ব্রহ্মা, দিক্‌সকল, দিক্‌পালগণ এবং ষড়ানন কার্ত্তিকেয় আজ তোমাকে কল্যাণ প্রদান করুন ॥ ৬৬

ভগবান্ সূর্যদেব তোমার সর্বতোভাবে কল্যাণ বিধান করুন। চার দিগ্‌গজগণ, পৃথিবী, আকাশ এবং গ্রহগণ তোমার মঙ্গল করুন ॥ ৬৭

রাজন্! যিনি সতত এই পৃথিবীর নিম্নে থাকিয়া স্বীয় মস্তকের উপর ইহাকে ধারণ করিয়া আছেন, সেই পন্নগশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শেষ নাগ তোমায় কল্যাণ দান করুন ॥ ৬৮

গান্ধারীনন্দন! প্রাচীন কালের কথা, বৃত্রাসুর যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া সহস্র সহস্র শ্রেষ্ঠ দেবগণের শরীর বিদীর্ণ করত তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন ॥ ৬৯

সেই তেজ ও বলহীন ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতাগণ মহাসুর বৃত্রের ভয়ে ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৭০

দেবগণ বলিলেন,—দেবপ্রধান! বৃত্রাসুর যাঁহাদিগকে সর্বতোভাবে মর্দিত করিয়াছে, সেই দেবগণের আপনিই আশ্রয়দাতা হউন। সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি মহাভয় হইতে আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৭১

তখন স্বীয় পার্শ্বে অবস্থিত ভগবান্ বিষ্ণু এবং বিবাদপ্রিয় ইন্দ্রাদি শ্রেষ্ঠদেবগণকে ব্রহ্মা এই সত্য কথা বলিলেন ॥ ৭২

দেবগণ! ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ এবং ব্রাহ্মণসকল সর্বদাই আমার রক্ষণীয়, কিন্তু বৃত্রাসুর যাঁহার দ্বারা নির্মিত হইয়াছে, উহা ত্বষ্টা প্রজাপতির অত্যন্ত দুর্ধর তেজ ॥ ৭৩

দেবগণ! পুরাকালে প্রজাপতি ত্বষ্টা দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে বরলাভ করত এই বৃত্রাসুরকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৭৪

এই বলবান্ শত্রু ভগবান্ শঙ্করেরই প্রসাদে নিশ্চয়ই তোমাদের সকলকে নিহত করিতে সমর্থ, অতএব ভগবান্ শঙ্করের নিবাসস্থানে গমন না করিলে তাঁহার দর্শনলাভ হইবে না ॥ ৭৫

তাঁহার দর্শন পাইয়া তোমরা বৃত্রাসুরকে ভস্ম করিতে সমর্থ হইবে। অতএব এখনই মন্দরাচলে গমন কর, যেখানে তপস্যার উৎপত্তিস্থান, দক্ষযজ্ঞবিনাশক এবং ভগদেবতার নেত্রনাশকারী সর্বভূতেশ্বর পিনাকধারী ভগবান্ শঙ্কর বিরাজ করিতেছেন ॥

তখন সমবেত সেই সব দেবতাগণ ব্রহ্মার সহিত মন্দরাচলে গমন করত কোটি সূর্যসদৃশ কান্তিমান্, তেজোরাশি ভগবান্ শঙ্করের দর্শন লাভ করিলেন ॥

সেই সময় ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন,—দেবগণ! তোমরা সুখে আগমন করিয়াছ ত? বল—আমি তোমাদের জন্য কি করিব? আমার দর্শন অমোঘ, অতএব তোমরা আমার নিকট হইতে অচীষ্ট মনোরথ বর প্রাপ্ত হও ॥

তেজো হ্যস্তং নো বৃত্রেণ গতির্ভব দিবৌকসাম্।
মূর্তীরীক্ষস্ব নো দেব প্রহারৈর্জর্জরীকৃতাঃ।
শরণং ত্বাং প্রপন্নাঃ স্ম গতির্ভব মহেশ্বরঃ। ৬০

ঋষি উবাচ।

নিদিধ্যুং বো যথা দেবাঃ কৃত্যায়ং সুমহাবলা।
ত্বষ্টুস্তেজোভবা ঘোরা দুর্নিবার্যাকৃতাত্মভিঃ। ৬১
অবস্থং তু ময়া কার্যাং সাঙ্গং সর্বদিবৌকসাম্।
মমেদং গাত্রজং শক্র কবচং গৃহ্য ভাস্বরম্। ৬২
বধানানেন মন্ত্রেণ মানসেন সুরেশ্বর।
বধ্যতামসুরমুখ্যস্য বৃত্রস্য সুরঘাতিনঃ। ৬৩

দ্রোণ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বরদঃ প্রাদাদ্ বর্ম তপ্তস্যমেব চ।
স তেন বর্মণা গুপ্তঃ প্রাযাদ্ বৃত্রচমূং প্রতি। ৬৪
নানাবিধৈশ্চ শস্ত্রৌঘৈঃ পাত্যমানৈর্মহারণে।
ন সন্ধিঃ শক্যতে ভেত্তুং বর্মবন্ধস্য তস্য তু। ৬৫
ততো জঘান সমরে বৃত্রং দেবপতিঃ স্বয়ম্।
তস্য মন্ত্রময়ং বন্ধং বর্ম চাঙ্গিরসে দদৌ। ৬৬
অঙ্গিরাঃ প্রাহ পুত্রস্য মন্ত্রজ্ঞস্য বৃহস্পতেঃ।
বৃহস্পতিরথোবাচ অগ্নিবেশ্যায় ধীমতে। ৬৭
অগ্নিবেশ্যো মম প্রাদাৎ তেন বধ্নামি বর্ম তে।
তবাদ্য দেহরক্ষার্থং মন্ত্রেণ নৃপসত্তম। ৬৮

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো দ্রোণস্তব পুত্রং মহাদ্যুতিম্।
পুনরেব বচঃ প্রাহ শনৈরাচার্যপুঙ্গবঃ। ৬৯
ব্রহ্মসূত্রেণ বধ্নামি কবচং তব ভারত।
হিরণ্যগর্ভেণ যথা বদ্ধঃ বিষ্ণোঃ পুরা রণে। ৭০
যথা চ ব্রহ্মণা বদ্ধঃ সংগ্রামে তারকাময়ে।
শক্রস্য কবচং দিব্যং তথা বধ্নামি তে বপুঃ। ৭১

তিনি এই কথা বলিলে পর সমস্ত দেবতাকুল উচ্চ বলিলেন, দেব! বৃত্রাসুর আমাদের তেজ হরণ করিয়া লইয়াছে। আপনি দেবতাদিগের আশ্রয়দাতা হউন। মহেশ্বর! আপনি আমাদের শরীরের অবস্থা দর্শন করুন। আমরা বৃত্রাসুরের প্রহারে জর্জরিত হইয়াছি, সেইজন্য আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আপনি আমাদের আশ্রয় দান করুন।। ৫৯-৬০

ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন,—দেবগণ! তোমরা ইহা জান যে, এই বৃত্রাসুর প্রজাপতি ত্বষ্টার তেজে উৎপন্ন অত্যন্ত প্রবল ও ভয়ঙ্কর এক কৃত্যা। যাহারা নিজেদের মন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে বশীভূত করিতে পারে না, এরূপ ব্যক্তিগণের পক্ষে এই কৃত্যাকে নিবারণ করা অত্যন্ত কঠিন কার্য।। ৬১

তথাপি আমার পক্ষে সমস্ত দেবগণের সাহায্য অবশ্যই করা উচিত। ইন্দ্র! অতএব তুমি আমার শরীর হইতে উৎপন্ন এই তেজস্বী কবচকে গ্রহণ কর।। ৬২

সুরেশ্বর! আমার দ্বারা কথিত এই মন্ত্র মনে মনে জপ করিয়া অসুরশ্রেষ্ঠ দেবশত্রু বৃত্রাসুরকে বধ করিবার জন্য নিজ দেহে উহা বদ্ধ করিবে।। ৬৩

দ্রোণাচার্য বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া বরদাতা ভগবান্ শঙ্কর সেই 'কবচ ও তাহার মন্ত্র' ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। সেই কবচের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া ইন্দ্র বৃত্রাসুরের সৈন্যদের সম্মুখীন হইবার জন্য গমন করিলেন।। ৬৪

সেই মহাযুদ্ধে নানাবিধ অস্ত্রসমূহ তাহার উপর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল কিন্তু তাহাদের দ্বারা ইন্দ্রের সেই কবচবন্ধনের সন্ধিও ছিন্ন হইল না।। ৬৫

তদনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং সমরাঙ্গণে বৃত্রাসুরকে বধ করেন। তাহার পর তিনি এই কবচ এবং উহাকে বন্ধন করিবার মন্ত্রযুক্ত বিধি অঙ্গিরাকে প্রদান করিলেন।। ৬৬

অঙ্গিরা নিজের মন্ত্রজ্ঞ পুত্র বৃহস্পতিকে উহার উপদেশ করেন এবং বৃহস্পতি পরম বুদ্ধিমান্ অগ্নিবেশ্যকে এই বিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।। ৬৭

অগ্নিবেশ্য আমাকে উহার উপদেশ প্রদান করেন। নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই মন্ত্রের দ্বারা আজ তোমার শরীরের রক্ষার জন্য আমি তাহা বাঁধিয়া দিলাম।। ৬৮

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেখানে আপনার মহাতেজস্বী পুত্র দুর্যোধনকে এই প্রসঙ্গ শুনাইয়া আচার্যশ্রেষ্ঠ দ্রোণ পুনরায় গম্ভীরভাবে বলিলেন।। ৬৯

ভারত! যেরূপ পূর্বকালে রণাঙ্গনে ভগবান্ ব্রহ্মা শ্রীবিষ্ণুর শরীরে কবচ বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও তোমার দেহে ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা এই কবচবন্ধন করিলাম।। ৭০

তারকাময় সংগ্রামে যেরূপ ব্রহ্মা ইন্দ্রের শরীরে দিব্য কবচ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও তোমার শরীরে এই কবচ বাঁধিয়া দিলাম।। ৭১

বদ্ধ্বা তু কবচং তস্য মন্ত্রেণ বিধিপূর্বকম্।
প্রেষয়ামাস রাজানং যুদ্ধায় মহতে দ্বিজঃ। ৭২
স সম্পন্নো মহাবাহুরাচার্যেণ মহাত্মনা।
রথানাঞ্চ সহস্রেণ ত্রিগর্তানাং প্রহারিণাম্। ৭৩
তথা গজসহস্রেণ নত্তানাং বীর্যশালিনাম্।
অশ্বানাং নিযুতেনৈব তথাঽন্যৈশ্চ মহারথৈঃ। ৭৪
বৃতঃ প্রায়াদ্রথানীকৈরর্জুনস্য রথং প্রতি।
নানাবাদিত্রঘোষেণ যথা বৈরোচনিস্তথা। ৭৫
ততঃ শব্দো মহানাসীৎ সৈন্যানাং তব ভারত।
অগাধং প্রস্থিতং দৃষ্ট্বা সমুদ্রমিব কৌরবম্। ৭৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি দুর্যোধনকবচবন্ধনে
চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ। ৯৪

অনুসারে কবচ বন্ধন করত বিপ্রবর দ্রোণাচার্য সেই মহাযুদ্ধের জন্য প্রেরণ করিলেন। ৭২

মহাত্মা আচার্য কর্তৃক স্বীয় দেহে কবচ বদ্ধ হইলে পর মহাবাহু দুর্যোধন প্রহার করিতে কুশল এক হাজার ত্রিগর্তদেশীয় রথারোহী যোদ্ধা, এক হাজার পরাক্রমশালী মদমত্ত গজারোহী যোদ্ধা, এক লক্ষ অশ্বারোহী যোদ্ধা এবং অন্য বহু মহারথী বীর কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নানাপ্রকার বাদ্য ধ্বনির সহিত অর্জুনের রথের দিকে সেইরূপে চলিলেন, যেরূপে রাজা বলি (ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য) গমন করিয়াছিলেন। ৭৩-৭৫

ভারত! সেই সময় অগাধ সমুদ্রসদৃশ কুরুসৈন্য দুর্যোধনকে যুদ্ধ করিতে যাইতে দেখিয়া আপনার সৈন্যদের মধ্যে তীব্রস্বরে আনন্দ কোলাহল হইতে লাগিল। ৭৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে দুর্যোধনের কবচবন্ধনবিষয়ক চতুর্নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য-ধৃষ্টদ্যুম্নয়োস্তুমুলযুদ্ধম্, উভয়পক্ষপ্রধানবীরাণাং সঙ্কুলযুদ্ধঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

প্রবিষ্টয়োর্মহারাজ পার্থ-বার্ষ্ণেয়য়ো রণে
দুর্যোধনে প্রযাতে চ পৃষ্ঠতঃ পুরুষর্ষভে। ১
জবেনাভ্যদ্রবন্ দ্রোণং মহতা নিঃস্বনেন চ।
পাণ্ডবাঃ সোমকৈঃ সার্ধং ততো যুদ্ধমবর্তত। ২
তদ্ যুদ্ধমভবৎ তীব্রং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ ব্যূহস্য পুরতোঽদ্ভুতম্। ৩
রাজন্ কদাচিন্নাস্মাভির্দৃষ্টং তাদৃঙ্ ন চ শ্রুতম্।
যাদৃঙ্ মধ্যগতে সূর্যে যুদ্ধমাসীদ্ বিশাম্পতে। ৪
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখাঃ পার্থা ব্যূঢ়ানীকাঃ প্রহারিণঃ।
দ্রোণস্য সৈন্যং তে সর্বে শরবর্ষৈরবাকিরন্। ৫

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়

[দ্রোণাচার্য ও ধৃষ্টদ্যুম্নের তুমুল সংগ্রাম এবং উভয় পক্ষের প্রধান বীরগণেরও পরস্পর তুমুল যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই রণক্ষেত্রে যখন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পুরুষপ্রবর দুর্যোধন তাঁহাদের পশ্চাতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন সোমকযোদ্ধাদের সহিত পাণ্ডবগণ তীব্র গর্জনের সহিত দ্রোণাচার্যের দিকে সবেগে ধাবিত হইলেন। ইহাতে সেখানে উভয়-পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল। ১-২

ব্যূহের দ্বারেই কৌরব ও পাণ্ডবগণের সেই অদ্ভুত যুদ্ধ অত্যন্ত তীব্র ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। এই যুদ্ধ দেখিয়া সকলেরই তখন রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। ৩

রাজন্! প্রজানাথ! সেখানে মধ্যাহ্নকালে যেরূপে এই যুদ্ধ হইতেছিল, তাহা আমি কখনও দর্শন করি নাই এবং শ্রবণও করি নাই। ৪

ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি প্রধানকুশল পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা বীর

বরং দ্রোণং পুরস্কৃত্য সর্বসৈন্যবৃতাং বরম্।
পার্ষতপ্রমুখান্ পার্থানভ্যবর্ষাম সায়কৈঃ॥ ৬
মহামেঘাবিবোদীর্ণৌ নিম্নগাতৌ হিমাত্যয়ে।
সেনাগ্রে প্রচকাশেতে রুচিরে রথভূষিতে॥ ৭
সমেত্য তু মহাসেনে চক্রতুর্বেগমুত্তমম্।
জাহ্নবীযমুনে নদ্যৌ প্রাবৃষীবোদগোদকে॥ ৮
নানাশস্ত্রপুরোবাতো দ্বিপাশ্বরথসংবৃতঃ।
গদাবিদ্যুল্লসহারৌদ্রঃ সংগ্রামজলদো মহান্॥ ৯
ভারদ্বাজানিলোদ্ধূতঃ শরধারাসহস্রবান্।
অভ্যবর্ষন্মহাসৈন্যঃ পাণ্ডুসেনাগ্নিমুদ্ধতম্॥ ১০
সমুদ্রমিব ঘর্মান্তে বিশন্ ঘোরো মহানিলঃ।
ব্যক্ষোভয়দনীকানি পাণ্ডবানাং দ্বিজোত্তমঃ॥ ১১
তেঽপি সর্বপ্রযত্নেন দ্রোণমেব সমাদ্রবন্।
বিভিৎসন্তো মহাসেতুং বার্বেগাঃ প্রবলা ইব॥ ১২
বারয়ামাস তান্ দ্রোণো জলৌঘমচলো যথা।
পাণ্ডবান্ সমরে ক্রুদ্ধান্ পাঞ্চালাংশ্চ সকেকয়ান্॥ ১৩
অথাপরে চ রাজানঃ পরিবৃত্য সমন্ততঃ।
মহাবলা রণে শূরাঃ পাঞ্চালানবধারয়ন্॥ ১৪
ততো রণে নরব্যাঘ্রাঃ পার্ষতঃ পাণ্ডবৈঃ সহ।
সজ্বঘাতানকৃদ্ দ্রোণং বিভিৎসুরিবাহিনীম্॥ ১৫
যথৈব শরবর্ষাণি দ্রোণো বর্ষতি পার্ষতে।
তথৈব শরবর্ষাণি ধৃষ্টদ্যুম্নোঽপ্যবর্ষত॥ ১৬
সনিস্ত্রিংশপুরোবাতঃ শক্তিপ্রাসর্ষ্টিসংবৃতঃ।
জ্যাবিদ্যুচ্চাপসংহ্রাদো ধৃষ্টদ্যুম্নবলাহকঃ॥ ১৭
শরধারাম্ববর্ষাণি বাসৃজৎ সর্বতো দিশম্।
নিঘ্নন্ রথবরাশ্বৌঘান্ প্রাবয়ামাস বাহিনীম্॥ ১৮

সৈন্যদের ব্যূহ বদ্ধ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যদের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৫

সেই সময় আমরা সমস্ত অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্যকে অগ্রে রাখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নাদি পাণ্ডব-সৈন্যদের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলাম। ৬

রথসমূহে বিভূষিত সেই দুই প্রধান ও সুন্দর সৈন্যগণ হেমন্তকালের শেষে (শীতকালে) উত্থিত বায়ুযুক্ত দুই বড় মহামেঘের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। ৭

এই দুই বিশাল সৈন্যবাহিনী পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইয়া জয়লাভের জন্য তীব্র বেগে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; ইহাতে মনে হইল—বর্ষাকালের প্রবল জলের স্রোতে প্রবাহিত গঙ্গা ও যমুনা দুই নদী তীব্র বেগে একত্রে মিলিত হইতেছে। ৮

সেই সময় বিশাল বাহিনীদ্বয় এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ-সকলে পরিপূর্ণ এই সংগ্রাম মহামেঘের ন্যায় অনুমিত হইতে ছিল। নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রের অগ্রবর্তী বায়ুতুল্য চলিতে লাগিল। গদাসমূহ বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। দেখিতে ভয়ঙ্কর এই সংগ্রাম-মেঘ অতিশয় বিশাল ছিল। দ্রোণাচার্য্য বায়ুর ন্যায় ইহাকে সঞ্চালিত করিতেছিলেন এবং ইহা হইতে বাণরূপ সহস্র সহস্র জলধারা বর্ষিত হইতেছিল ও এই ভাবে অগ্নিসদৃশ উত্থিত পাণ্ডব-সৈন্যদের উপর চারিদিক্ দিয়া এই সংগ্রাম-মেঘ জলবর্ষণ করিতে লাগিল। ৯-১০

যেরূপ গ্রীষ্মকালের শেষে তীব্রবেগে উত্থিত প্রচণ্ড বায়ু মহাসাগরকে বিক্ষুব্ধ করত সেখানে জলোচ্ছ্বাস উৎপন্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ বিপ্রবর দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে মহা-বিক্ষোভের সৃষ্টি করিলেন॥ ১১

পাণ্ডবযোদ্ধাগণ পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া দ্রোণের উপর সেইভাবে ধাবিত হইলেন, যেরূপ জলের প্রচণ্ড প্রবাহ কোন এক মহাসেতুকে উৎপাটিত করিবার জন্য চালিত হইয়া থাকে। ১২

যেরূপ সম্মুখে অবস্থিত পর্বত জলরাশিকে রুদ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ সমরাঙ্গণে দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও কেকয় যোদ্ধাদিগকে প্রতিরোধ করিলেন। ১৩

এইভাবে অপর মহাবল বীরগণও সেই যুদ্ধস্থলে চারিদিক্ হইতে আসিয়া পাঞ্চালগণকে নিবারণ করিলেন॥ ১৪

তদনন্তর রণাঙ্গনে পাণ্ডবগণের সহিত নরশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন শত্রু-সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করিবার বাসনায় দ্রোণাচার্য্যের উপর বারংবার আক্রমণ করিতে লাগিলেন॥ ১৫

আচার্য্য দ্রোণ সেই সময় যেরূপ বাণবর্ষণ করিতেছিলেন, সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নও দ্রোণাচার্য্যের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ১৬

সেই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন এক মহামেঘের ন্যায় ছিলেন; তাঁহার তরবারি অগ্রে প্রবহমাণ বায়ুর ন্যায় ছিল, ইনি শক্তি, প্রাস ও ঋষ্টি প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রে সুসজ্জিত ছিলেন, ইহার ধনুর গুণ বিদ্যুৎসদৃশ প্রকাশিত হইতেছিল এবং ধনুর টঙ্কার মেঘগর্জনতুল্য ছিল। এই ধৃষ্টদ্যুম্নরূপ মেঘ শ্রেষ্ঠ রথী ও অশ্বারোহী সৈন্যরূপ ক্ষেত্রকে নষ্ট করিবার জন্য চারিদিকেই বাণরূপে জলধারা ও

যং যমার্চ্ছচ্ছরৈর্দ্রোণঃ পাণ্ডবানাং রথব্রজম্।
ততস্ততঃ শরৈর্দ্রোণমপাকর্ষত পার্ষতঃ ॥ ১৯
তথা তু বর্তমানস্য দ্রোণস্য যুধি ভারত।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সমাসাদ্য ত্রিধা সৈন্যমভিক্ষত ॥ ২০
তোজমেকেঽভ্যবর্তন্ত জলসন্ধং তথাপরে।
পাণ্ডবৈর্হন্যমানাশ্চ দ্রোণমেবাপরে যযুঃ ॥ ২১
সঙ্ঘট্টয়ন্তি সৈন্যানি দ্রোণস্য রথিনাং বরঃ।
ব্যধমচ্চাপি তান্সর্বান্ ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ ॥ ২২
ধার্তরাষ্ট্রাস্তথাভূতা বধ্যন্তে পাণ্ডু-সৃঞ্জয়ৈঃ।
অগোপাঃ পশবোঽরণ্যে বহুভিঃ শ্বাপদৈরিব ॥ ২৩
কালঃ স্ম গ্রসতে যোধান্ ধৃষ্টদ্যুম্নেন মোহিতান্।
সংগ্রামে তুমুলে তস্মিন্নিতি সম্মেনিরে জনাঃ ॥ ২৪
কুনৃপস্য যথা রাষ্ট্রং দুর্ভিক্ষব্যাধিসম্ভবৈঃ।
দ্রাব্যতে তদ্বলপন্না পাণ্ডবৈস্তব বাহিনী ॥ ২৫
অর্করশ্মিনিভৈস্তীক্ষ্ণৈঃ শস্ত্রৈঃ কবচেষু চ।
চক্ষুংষি প্রত্যহন্যন্ত সৈন্যেন রজসা তথা ॥ ২৬
ত্রিধাকৃতেষু সৈন্যেষু বধ্যমানেষু পাণ্ডবৈঃ।
অমর্ষিতস্ততো দ্রোণঃ পাঞ্চালান্ ব্যধমচ্ছরৈঃ ॥ ২৭
মৃদ্নতস্তাননীকানি নিঘ্নতশ্চাপি সায়কৈঃ।
বহূন রূপং দ্রোণস্য কালাগ্নেরিব দীপ্যতঃ ॥ ২৮
রথং নাগং হয়ং চাপি পত্তিনশ্চ বিশাম্পতে।
একৈকেনেষুণা সংখ্যে নিবিভেদ মহারথঃ ॥ ২৯
পাণ্ডবানাং তু সৈন্যেষু নাস্তি কশ্চিৎ স ভারত।
যো ধারয়ে রণে বাণান্ দ্রোণচাপচ্যুতান্ প্রভো ॥ ৩০
তং পচ্যমানমর্কেণ দ্রোণসায়কতাপিতম্।
বভ্রাম পার্ষতঃ সৈন্যং তত্র তত্রৈব ভারত ॥ ৩১

অন্যান্য অস্ত্রসকলরূপ প্রস্তরসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে শত্রুদিগকে দ্রাবিত করিতে লাগিল ॥ ১৭-১৮

দ্রোণাচার্য্য বাণসমূহের দ্বারা পাণ্ডবগণের যে যে রথসৈন্যের উপর আক্রমণ করিতে লাগিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন তৎক্ষণাৎ সেই দিকে বাণবর্ষণ দেদিক্ হইতে তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন ॥ ১৯

ভারত! যুদ্ধে এরূপে ব্যবহার করিবার জন্য মহারথগণ দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যবাহিনী ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট উপস্থিত হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইল ॥ ২০

পাণ্ডব-যোদ্ধাদের প্রহার খাইয়া কিছু সৈন্য কৃতবর্ম্মার নিকট যাইল, অপর কিছু জলসন্ধের নিকট যাইল এবং অবশিষ্ট যোদ্ধারা দ্রোণাচার্য্যকেই অনুসরণ করিতে লাগিল ॥ ২১

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য বারংবার নিজ সৈন্যদিগকে সংগঠিত করিতে এবং মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার সব সৈন্যদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন ॥ ২২

যেরূপ বনমধ্যে রক্ষকহীন হইলে পশুগণকে বহু হিংস্রজন্তুরা বিনষ্ট করিয়া থাকে, সেইরূপ পাণ্ডব ও পঞ্চাল যোদ্ধারা আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে সকল লোকেই ইহা মনে করিতে লাগিল, স্বয়ং কালই যেন এই ধৃষ্টদ্যুম্নরূপে কৌরব-যোদ্ধাদিগকে মোহিত করিয়া তাহাদিগকে নিজের গ্রাসে পরিণত করিতেছেন ॥ ২৪

যেরূপ দুষ্ট রাজার রাজ্য দুর্ভিক্ষ, নানাবিধ ব্যাধি এবং বহু ভয়ঙ্কর প্রভৃতি নানা উপদ্রবের জন্য জনশূন্য হইয়া পড়ে, সেইরূপ পাণ্ডবসৈন্যগণ কর্ত্তৃক বিপক্ষে পতিত হইয়া আপনার সৈন্যরা এদিক্ ওদিক্ বিতাড়িত হইতে লাগিল ॥ ২৫

যোদ্ধাগণের অস্ত্র ও কবচসকলের উপর সূর্য্যকিরণ পতিত হওয়ায় উহারা দুর্নিরীক্ষ্যতেজ হইয়া যাইল এবং তাহার উপর সৈন্যগণের দ্বারা উত্থিত ধূলিজালে আচ্ছন্ন হওয়ায় তাহারা কিছু দেখিতে সমর্থ হইল না ॥ ২৬

যখন পাণ্ডবগণের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া আপনার সৈন্যরা ত্রিভাগে বিভক্ত হইয়া যাইল, তখন দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া পাঞ্চাল-সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

পাঞ্চালগণের সেই সৈন্যবাহিনীকে মর্দ্দিত করিতে ও বাণসমূহের দ্বারা তাহাদিগকে সংহার করিতে থাকায় তখন দ্রোণাচার্য্যের স্বরূপ প্রলয়কালে প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য মনে হইতেছিল ॥ ২৮

প্রজানাথ! মহারথী দ্রোণাচার্য্য সেই যুদ্ধস্থলে শত্রুসৈন্যদের প্রত্যেক রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যকে এক একটি বাণের দ্বারা বিদীর্ণ করিলেন ॥ ২৯

ভারত প্রভো! পাণ্ডবগণের সৈন্যদের মধ্যে এরূপ কোন বীর ছিল না, যিনি রণাঙ্গনে দ্রোণাচার্য্যের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসকলকে ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করিতে পারিবেন ॥ ৩০

হে ভারত! সূর্য্যকর্ত্তৃক নিজ কিরণাবলিতে তপ্ত এবং দ্রোণাচার্য্যের বাণসমূহে পতিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যবাহিনী যেখানে সেখানে ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ৩১

তথৈব পার্থতেনাপি কালামানং বলং তব।
অভবৎ সর্বতো ভীষ্মঃ শুষ্কং বনমিবাগ্নিনা ॥ ৩২

বাধ্যমানেষু সৈন্যেষু দ্রোণপার্ষতসায়কৈঃ।
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ পরং শক্ত্যা যুধ্যন্তে সর্বতোমুখাঃ ॥ ৩৩

তাবকানাং পরেষাঞ্চ যুধ্যতাং ভরতর্ষভ।
নাসীৎ কশ্চিন্মহারাজ যোঽন্যত্রাক্ষীৎ সংযুগং ভয়াৎ ॥ ৩৪

ভীমসেনং তু কৌন্তেয়ং সোদর্য্যাঃ পর্যবারয়ন্।
বিবিংশতিশ্চিত্রসেনো বিকর্ণশ্চ মহারথঃ ॥ ৩৫

বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ ক্ষেমধূর্তিশ্চ বীর্যবান্।
ত্রয়াণাং তব পুত্রাণাং ত্রয় এবানুযায়িনঃ ॥ ৩৬

বাহ্লীকরাজতেজস্বী কুলপুত্রো মহারথঃ।
সহসৈন্যঃ সহামাত্যো দ্রৌপদেয়ানবারয়ৎ ॥ ৩৭

শৈব্যো গোবাসনো রাজা যোধৈর্দশশতাবরৈঃ।
কাশ্যস্তাভিভূবঃ পুত্রং পরাক্রান্তমবারয়ৎ ॥ ৩৮

অজাতশত্রুং কৌন্তেয়ং জ্বলন্তমিব পাবকম্।
মন্ত্রাণামীশ্বরঃ শল্যো রাজা রাজানমাবৃণোৎ ॥ ৩৯

দুঃশাসনস্ত্ববন্তাপ্য স্বমনীকমমর্ষণঃ।
সাত্যকিং প্রত্যযৌ ক্রুদ্ধঃ শূরো রথবরং যুধি ॥ ৪০

স্বকেনাহমনীকেন সন্নদ্ধঃ কবচাবৃতঃ।
চতুঃশতৈর্মহেষ্বাসৈশ্চেকিতানমবারয়ম্ ॥ ৪১

শকুনিস্তু সহানীকো মাদ্রীপুত্রমবারয়ৎ।
গান্ধারকৈঃ সপ্তশতৈশ্চাপশক্ত্যসিপাণিভিঃ ॥ ৪২

বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ বিরাটং মৎস্যমার্চ্ছতাম্।
প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা মহেষ্বাসৌ মিত্রার্থেঽভ্যন্তরাযুধৌ ॥ ৪৩

শিখণ্ডিনং বাজসেনিং কৃপানমপরাজিতম্।
বাহ্লীকঃ প্রতিসংরব্ধঃ পরাক্রান্তমবারয়ৎ ॥ ৪৪

ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু পাঞ্চাল্যঃ ক্রূরৈঃ সার্ধং প্রচক্রকৈঃ।
আবন্ত্যঃ সহসৌবীরৈঃ ক্রুদ্ধরূপমবারয়ৎ ॥ ৪৫

এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক বিতাড়িত আপনার সৈন্যরাও সঞ্জীবনকে অগ্নিসংযুক্ত প্রজ্বলিত শুষ্ক বনভূমির ন্যায় দগ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩১

দ্রোণাচার্য ও ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা সকল সৈন্যরা পীড়িত হইলেও প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করত পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৩৩

ভরতকুলশ্রেষ্ঠ মহারাজ! সেখানে যুদ্ধ করিতে করিতে আপনার ও শত্রুদের যোদ্ধাগণের এমন কেহ ছিলেন না, যিনি সেই সময় ভয়বশতঃ যুদ্ধভূমি ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যান নাই ॥ ৩৪

সেই সময় বিবিংশতি, চিত্রসেন এবং মহারথী বিকর্ণ—এই তিন ভ্রাতা কুন্তীপুত্র ভীমসেনকে পরিবেষ্টিত করিলেন ॥ ৩৫

অবন্তীদেশের রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং পরাক্রমশালী ক্ষেমধূর্তি—এই তিন জনই আপনার পূর্বোক্ত তিন পুত্রের অনুগামী ছিলেন ॥ ৩৬

উত্তমকুলে উৎপন্ন তেজস্বী মহারথী বাহ্লীকরাজ সেনা ও মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত যাইয়া দ্রৌপদীপুত্রদিগকে প্রতিরোধ করিলেন ॥ ৩৭

বিবিদেশীয় রাজা গোবাসন ন্যূনপক্ষে এক হাজার যোদ্ধার সহিত আসিয়া কাশীরাজ অভিভূর পরাক্রমশালী পুত্রকে পরিবৃত করিলেন ॥ ৩৮

প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী অজাতশত্রু কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে মহর্ষিদের উপর রাজা শল্য আবৃত করিলেন ॥ ৩৯

অমর্ষশীল বীরবর দুঃশাসন পলায়নপর স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে পুনরায় স্থিরতাসহকারে স্থাপনা করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে যুদ্ধস্থলে রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্যকিকে আক্রমণ করিলেন ॥ ৪০

নিজ সৈন্য ও চারি শত মহাধনুর্ধরের সহিত কবচধারণ করত সুসজ্জিত হইয়া আমি চেকিতানকে নিবারিত করিলাম ॥ ৪১

সৈন্যসহ শকুনি মাদ্রীনন্দন নকুলকে প্রতিরোধ করিলেন। তাঁহার সহিত হাতে ধনু, শক্তি ও তরবারি লইয়া সাত শত গান্ধারদেশীয় যোদ্ধা ছিল ॥ ৪২

অবন্তীদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ মৎস্যরাজ বিরাটকে আক্রমণ করিলেন। এই দুই মহাধনুর্ধর বীর প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মিত্র দুর্যোধনের জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৩

যিনি শত্রুরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সেই অপরাজিত বীর যজ্ঞসেনপুত্র পরাক্রমশালী শিখণ্ডীকে মহারাজ বাহ্লীক প্রবরসহকারে রুদ্ধ করিলেন ॥ ৪৪

অবন্তীদেশের অপর এক বীর যোদ্ধা ক্রূরস্বভাব প্রজঙ্ঘকগণ এবং সৌবীরদেশীয় সৈন্যগণের সহিত আসিয়া ক্রোধপূর্ণ পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রতিরোধ করিলেন ॥ ৪৫

ঘটোৎকচং তথা শূরং রাক্ষসম্ ক্রূরকর্মিণম্ ।
অলায়ুধোঽভ্যবৎ তূর্ণং ক্রুদ্ধমাহবমাহবে ॥ ৪৬

অলম্বুষং রাক্ষসেন্দ্রং কুন্তিভোজো মহারথঃ ।
সৈন্যেন মহতা যুক্তঃ ক্রুদ্ধরূপমবারয়ৎ ॥ ৪৭

সৈন্ধবঃ পৃষ্ঠতস্ত্বাসীৎ সর্বসৈন্যস্য ভারত ।
রক্ষিতঃ পরমেষ্বাসৈঃ কৃপপ্রভৃতিভী রথৈঃ ॥ ৪৮

তস্যাস্তাং চক্ররক্ষৌ দ্বৌ সৈন্ধবস্য বৃহদ্বলৌ ।
জৌনির্দক্ষিণতো রাজন্ সুতপুত্রশ্চ বামতঃ ॥ ৪৯

পৃষ্ঠগোপাস্তু তস্যাসন্ সে মদর্তি পুরোগমাঃ ।
কৃপশ্চ বৃষসেনশ্চ শলঃ শল্যশ্চ দুর্জয়ঃ ॥ ৫০

নীতিমন্তো মহেষ্বাসাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ।
সৈন্ধবস্য পিতা বৃদ্ধঃ রক্ষাং যুযুধিরে ততঃ ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধের জন্য উপস্থিত ক্রূরকর্মা ও বীরবর রাক্ষস ঘটোৎকচকে অলায়ুধ অভিক্রুদ্ধ আসিয়া আক্রমণ করিলেন ॥ ৪৬

পাণ্ডবপক্ষের মহারথী রাজা কুন্তীভোজ বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত আসিয়া ক্রোধপূর্ণ মনে কৌরবপক্ষীয় রাক্ষসরাজ অলম্বুষকে আক্রমণ করিলেন ॥ ৪৭

ভরতনন্দন ! সেই সময় সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সমগ্র সৈন্যবাহিনীর পশ্চাতে মহাধনুর্ধর কৃপাচার্য প্রভৃতি রথী বীরগণ কর্তৃক সুরক্ষিত ছিলেন ॥ ৪৮

রাজন্ ! জয়দ্রথের দুই জন মহাবীর যোদ্ধা চক্ররক্ষক ছিলেন । তাঁহার দক্ষিণ চক্র অবস্থানে ও বামচক্র সূতপুত্র কর্ণ রক্ষা করিতেছিলেন ॥ ৪৯

কৃপাচার্য প্রভৃতি বীরগণ তাঁহার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতেছিলেন । কৃপ, বৃষসেন, শল ও দুর্জয় বীর শল্য—ইঁহারা সকলে নীতিজ্ঞ, মহাধনুর্ধর এবং যুদ্ধকুশল ছিলেন । এইভাবে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের রক্ষাব্যবস্থা করিয়া তখন সকলে যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৫০-৫১

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে তুমুলযুদ্ধবিষয়ক পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

षण्णवतितमोऽध्यायः।

[उभयपक्षयोः प्रधानवीराणां वधयुद्धम्।]

सञ्जय उवाच।

राजन् सांग्रामयाश्चर्यां शृणु कौरवतो मम।
कुरूणां पाण्डवानाञ्च यथा युद्धमवर्तत॥ १
भारद्वाजं समासाद्य व्यूहस्य प्रमुखे स्थितम्।
अयोधयन् रणे पार्था द्रोणानीकं विभित्सवः॥ २
रक्षमाणः स्वकं व्यूहं द्रोणोऽपि सह सैनिकैः।
अयोधयद् रणे पार्थान् प्रार्थयानो महद् यशः॥ ३
विन्दानुविन्दावावन्त्यौ विराटं दशभिः शरैः।
आजघ्नतुः सुसंक्रुद्धौ तव पुत्रहितैषिणौ॥ ४
विराटश्च महाराज तावुभौ समरे स्थितौ।
पराक्रान्तौ पराक्रम्य योधयामास सानुगौ॥ ५
तेषां युद्धं समभवद् दारुणं रोमहर्षणम्।
सिंहस्य द्विपमुख्याभ्यां प्रभिन्नाभ्यां यथा वने॥ ६
वाह्लीकं रभसं युद्धे याज्ञसेनिर्महाबलः।
आजघ्ने विंशतिभिस्तीक्ष्णैर्घोरैर्मर्माण्यभिदिभिः॥ ७
वाह्लीको याज्ञसेनिं तु हेमपुङ्खैः शिलाशितैः।
आजघान भृशं क्रुद्धो नवभिर्नतपर्वभिः॥ ८
तद् युद्धमभवद् घोरं सरथक्रिसमाकुलम्।
भीरूणां त्रासजननं शूराणां हर्षवर्धनम्॥ ९
ताभ्यां तत्र शरैर्मुक्तैरन्तरिक्षं दिशस्तथा।
अभवत् संवृतं सर्वं न प्राज्ञायत किञ्चन॥ १०
शैव्यो गोवासनो युद्धे काश्यपुत्रं महारथम्।
ससैन्यो योधयामास गजः प्रतिगजं यथा॥ ११
वाह्लीकराजः संक्रुद्धो द्रौपदेयान् महारथान्।
मनः पञ्चेन्द्रियाणीव तत्तप्ते योधयन् रणे॥ १२

ষন্নবতিতম অধ্যায়।

[উভয়পক্ষের প্রধান বীরগণের যুদ্ধ]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই আশ্চর্য্যময় সংগ্রামের আমি বর্ণনা করিতেছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। ১

ব্যূহের দ্বারে অবস্থিত দ্রোণাচার্য্যের নিকটে আসিয়া পাণ্ডবগণ তাঁহার সৈন্যব্যূহ ভেদ করিবার ইচ্ছায় রণাঙ্গনে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২

দ্রোণাচার্য্যও মহারথের অভিলাষ করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্যের সহিত ব্যূহ রক্ষা করিতে করিতে কুন্তীপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৩

আপনার পুত্রের হিতকামী অবন্তীদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ অত্যন্ত কুপিত হইয়া রাজা বিরাটকে দশটি বাণ প্রহার করিলেন। ৪

মহারাজ! রাজা বিরাটও অনুচরগণের সহিত সমরাঙ্গণে অবস্থিত এই দুই পরাক্রমশালী বীরের সহিত পরাক্রমসহকারে যুদ্ধ করিতে থাকে, সেইরূপ বিরাট এবং বিন্দ ও অনুবিন্দের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তখন সেখানে জলের ন্যায় রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছিল। ৫-৬

মহাবল শিবতী যুদ্ধস্থলে বেগশালী বাহ্লীকের ধর্মধ্বজসমূহ ও অশ্বিসকল ভেদকারী, তীক্ষ্ণ ও ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। ৭

ইহাতে বাহ্লীক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শিলাতে শান দিয়া তীক্ষ্ণ ধারাল সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত ও আনতপর্বযুক্ত নয়টি বাণের দ্বারা শিখণ্ডীকে আঘাত করিলেন। ৮

তখন এই উভয়ের যুদ্ধ অতিশয় ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল। ইহাতে বাণ ও শক্তিসকলের অধিক প্রয়োগ হইতেছিল। এই যুদ্ধ ভীরু পুরুষগণের হৃদয়ে হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল॥ ৯

এই দুই জনের নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে সেখানকার আকাশ ও দিক্‌মণ্ডল—সব কিছুই ব্যাপ্ত হইয়া যাইল। তখন কিছুই বুঝা যাইতেছিল না॥ ১০

শিবিদেশের রাজা গোবাসন সসৈন্যে সম্মুখে যাইয়া কাশীরাজের মহারথী পুত্রের সহিত রণাঙ্গনে সেইরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, যেরূপ একটি হাতী অপর এক প্রতিদ্বন্দ্বী হাতীর সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে॥ ১১

অতিশয় ক্রুদ্ধ বাহ্লীকরাজ মহারথী দ্রৌপদীপুত্রগণের সহিত রণক্ষেত্রে সেইভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে শোভা পাইতেছিলেন, যেরূপ মন পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সহিত যুদ্ধরত থাকিয়া শোভাপ্রাপ্ত হয়॥ ১২

অবোধয়ংস্তে সুভৃশং তং শরৌঘৈঃ সমন্ততঃ।
ইন্দ্রিয়ার্থা যথা দেহং শশ্বদ্ দেহবতাং বর ॥ ১৩

বার্ষ্ণেয়ং সাত্যকিং যুদ্ধে পুত্রো দুঃশাসনস্তব।
আজঘ্নে সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্নবভির্নতপর্বভিঃ। ১৪

সোঽতিবিদ্ধো বলবতা মহেষ্বাসেন ধন্বিনা।
ঈষদ্ মূর্চ্ছাং জগামাশু সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ। ১৫

সমাশ্বস্তস্তু বার্ষ্ণেয়স্তব পুত্রং মহারথম্।
বিব্যাধ দশভিস্তূর্ণং সায়কৈঃ কঙ্কপত্রিভিঃ। ১৬

তাবন্যোন্যং দৃঢ়ং বিদ্ধাবন্যোন্যশরপীড়িতৌ।
রেজতুঃ সমরে রাজন্ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ। ১৭

অলম্বুষস্তু সংক্রুদ্ধঃ কুন্তিভোজশরার্দিতঃ।
অশোভত ভৃশং সঙ্খ্যে পুষ্পাঢ্য ইব কিংশুকঃ। ১৮

কুন্তিভোজস্ততো রক্ষো বিদ্ধ্বা বহুভিরায়সৈঃ।
অনদদ্ ভৈরবং নাদং বাহিন্যাঃ প্রমুখে তব। ১৯

ততস্তৌ সমরে শূরৌ যোধয়ন্তৌ পরস্পরম্।
দদৃশুঃ সর্বসৈন্যানি শক্র-জম্ভৌ যথা পুরা। ২০

শকুনিঃ রভসং যুদ্ধে কৃতবৈরঞ্চ ভারত।
মাদ্রীপুত্রৌ চ সংরব্ধৌ শরৈস্তাড়য়তাং ভৃশম্ ॥ ২১

তুমুলঃ স মহান্ রাজন্ প্রাবর্তত জনক্ষয়ঃ।
যম্য সঞ্জনিতোঽত্যর্থং কর্ণেন চ বিবর্ধিতঃ। ২২

রক্ষিতস্তব পুত্রৈশ্চ ক্রোধমূলো হুতাশনঃ।
য ইমাং পৃথিবীং রাজন্ দগ্ধুং সর্বাং সমুদ্যতঃ। ২৩

শকুনিঃ পাণ্ডুপুত্রাভ্যাং কৃতঃ স বিমুখঃ শরৈঃ।
ন স্ম জানাতি কর্তব্যং যুদ্ধে কিঞ্চিৎ পরাক্রমন্। ২৪

বিমুখং চৈনমালোক্য মাদ্রীপুত্রৌ মহারথৌ।
ববর্ষতুঃ পুনর্বাণৈর্যথা মেঘৌ মহাগিরিম্। ২৫

দেহধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারাজ! দ্রৌপদীর পুত্রগণও চারিদিক্ দিয়া বাণবর্ষণ করিতে করিতে সেখানে সাত্যকিরাজের সহিত সেইভাবে তীব্রবেগে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, যেরূপ ইন্দ্রিয়গণের বিষয়সকল শরীরের সহিত সর্বদা যুদ্ধ করিয়া থাকে। ১৩

আপনার পুত্র দুঃশাসন যুদ্ধস্থলে আনতপর্বযুক্ত নয়টি বাণের দ্বারা বৃষ্ণিবংশীয় বীর যোদ্ধা সাত্যকিকে আঘাত করিলেন। ১৪

বলবান্ ও মহাধনুর্ধর দুঃশাসনের বাণসমূহে অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়া সত্যপরাক্রমী সাত্যকি সহসা ঈষৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ১৫

অনন্তর পরেই সুস্থ হইবার পরই সাত্যকি অতিক্রুদ্ধ আপনার মহারথী পুত্র দুঃশাসনকে কঙ্কপক্ষযুক্ত দশটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ১৬

রাজন্! ইহারা উভয়ে তখন পরস্পরকে বাণসকলের দ্বারা পীড়িত এবং অত্যন্ত আহত হইয়া সমরাঙ্গণে দুইটি বিকশিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৭

রাজা কুন্তীভোজের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ রাক্ষস অলম্বুষ পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ পলাশবৃক্ষের সদৃশ এক বিশেষ শোভাধারণ করিলেন। ১৮

তারপর রাক্ষস অলম্বুষ বহুসংখ্যক লৌহময় বাণের দ্বারা রাজা কুন্তিভোজকে বিদ্ধ করত স্বীয় সৈন্যবাহিনীর সম্মুখভাগে ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিলেন। ১৯

তদনন্তর সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনী পরস্পর যুদ্ধরত ইন্দ্র ও জম্ভাসুরের ন্যায় সমরাঙ্গণে পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে অবস্থিত সেই দুই বীরকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ২০

ভারত! ক্রুদ্ধ সেই দুই মাদ্রীনন্দন নকুল ও সহদেব প্রথম হইতেই শত্রুতাবশত এবং যুদ্ধে সবেগে অগ্রসরকারী শকুনিকে স্বীয় বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত করিতে লাগিলেন। ২১

রাজন্! এইভাবে সংগ্রামে সেই মহাভয়ঙ্কর লোকক্ষয় আরম্ভ হইয়া যাইল, যে পরিস্থিতিকে আপনি নিজে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কর্ণ যাহাকে বর্ধিত করিয়াছেন। ২২

মহারাজ! আপনার পুত্রগণ সেই ক্রোধমূলক বৈর-অগ্নিকে সর্বদা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, যে অগ্নি আজ সমগ্র ভূমণ্ডলকেই দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ২৩

পাণ্ডুনন্দন নকুল ও সহদেব স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা শকুনিকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ করিয়া দিলেন। সেই সময় শকুনির যুদ্ধবিষয়ক কর্তব্যের কোন জ্ঞান ছিল না এবং তিনি তখন কিছুই পরাক্রম দেখাইতে পারিতেছিলেন না। ২৪

শকুনিকে যুদ্ধবিমুখ হইতে দেখিয়াও মহারথী মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব তাঁহার উপর পুনরায় সেইরূপেই বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ দুই খণ্ড মেঘ কোন এক বৃহৎ পর্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। ২৫

স বধ্যমানো বহুভিঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
সত্যব্রতস্তবৈরবৈর্দ্রোণানীকায় সৌবলঃ॥ ২৬
ঘটোৎকচস্তথা শূরং রাক্ষসং তমলায়ুধম্।
অভ্যয়াদ্ রভসং যুদ্ধে বেগমাস্থায় মধ্যমম্॥ ২৭
তয়োর্যুদ্ধং মহারাজ চিত্ররূপমিবাভবৎ।
যাদৃশং হি পুরা বৃত্তং রাম-রাবণয়োর্যুধি॥ ২৮
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা মদ্ররাজানমাহবে।
বিদ্ধ্বা পঞ্চাশতা বাণৈঃ পুনর্বিব্যাধ সপ্তভিঃ॥ ২৯

ততঃ প্রবব্রতে যুদ্ধং তয়োরত্যদ্ভুতং নৃপ।
যথা পূর্বং মহদ্ যুদ্ধং শম্বরামররাজয়োঃ॥ ৩০
বিবিংশতিশ্চিত্রসেনো বিকর্ণশ্চ তবাত্মজঃ।
অযোধয়ন্ ভীমসেনং মহতা সেনয়া বৃতাঃ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি দ্বন্দ্বযুদ্ধে
ষষ্ঠবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৬

আনতপর্বযুক্ত বহুসংখ্যক বাণের দ্বারা আহত হইয়া সত্যব্রতপুত্র শকুনি বেগশালী অশ্বগণের সাহায্যে দ্রোণাচার্যের সৈন্যবাহিনীর দিকে চলিয়া যাইলেন॥ ২৬

অন্যদিকে ঘটোৎকচ বীর প্রতিদ্বন্দ্বী বীর রাক্ষস বেগবান্ অলায়ুধকে মধ্যমবেগের আশ্রয় লইয়া আক্রমণ করিলেন॥ ২৭

মহারাজ! পূর্বকালে শ্রীরাম ও রাবণের যুদ্ধে যেরূপ আশ্চর্যজনক ঘটনাসমূহ সংঘটিত হইয়াছিল, সেইরূপ এই রাক্ষসের যুদ্ধও বিচিত্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল॥ ২৮

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধে মহারাজ শল্যকে পঞ্চাশটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাতটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন॥ ২৯

হে নৃপ! যেরূপ পুরাকালে শম্বরাসুর ও দেবরাজ ইন্দ্রের মধ্যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ এই উভয়ের মধ্যে তখন অত্যন্ত অদ্ভুত সংগ্রাম হইতে লাগিল॥ ৩০

আপনার পুত্র বিবিংশতি, চিত্রসেন ও বিকর্ণ—এই তিন জনে বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ৩১

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে দ্বন্দ্বযুদ্ধবিষয়ক ষষ্ঠবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য্য-ধৃষ্টদ্যুম্নয়োর্যুদ্ধম্, সাত্যকিনা ধৃষ্টদ্যুম্নস্য রক্ষা চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তথা তস্মিন্ প্রবৃত্তে তু সংগ্রামে লোমহর্ষণে।
কৌরবেয়াংস্ত্রিধাভূতান্ পাণ্ডবাঃ সমুপাদ্রবন্ ॥ ১

জনসন্ধং মহারাজ ভীমসেনোঽভ্যবর্তত।
যুধিষ্ঠিরঃ সহানীকঃ কৃতবর্ম্মাণমাহবে ॥ ২

কিরন্তঃ শরবর্ষাণি রোচমান ইবাংশুমান্।
ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ দ্রোণমভ্যদ্রবদ্ রণে ॥ ৩

ততঃ প্রবব্রুতে যুদ্ধং ঘোররূপং সুদারুণম্।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ সংক্রুদ্ধানাং পরস্পরম্ ॥ ৪

সংক্ষয়ে তু তথাভূতে বর্ত্তমানে মহাভয়ে।
ত্রস্যীভূতেষু সৈন্যেষু যুধ্যমানেষ্বতীব চ ॥ ৫

দ্রোণঃ পাঞ্চালপুত্রেণ বলী বলবতা সহ।
যদক্ষিপৎ পুরং কৌরবাণাং ক্ষয়কৃতমিবাভবৎ ॥ ৬

পুণ্ডরীকবনানীব বিধ্বস্তানি সমন্ততঃ।
চক্রাতে দ্রোণ-পাঞ্চাল্যৌ নৃণাং শীর্ষাণ্যনেকশঃ ॥ ৭

বিনিকীর্ণানি বীরাণামনীকেষু সমন্ততঃ।
বর্ম্মাভরণশস্ত্রাণি ধ্বজবর্ম্মায়ুধানি চ ॥ ৮

তপনীয়তনুত্রাণাঃ সাসিক্তা রুধিরেণ চ।
সংসক্তা ইব দৃশ্যন্তে মেঘসঙ্ঘা দিবিষ্ঠিতাঃ ॥ ৯

কুঞ্জরাশ্বনরানদ্ধে পাতয়ন্তি স্ম পত্তিভিঃ
তালমাত্রাণি চাপানি বিকর্ষন্তো মহারথাঃ ॥ ১০

অসিচর্ম্মাণি চাপানি শিরাংসি কবচানি চ।
বিপ্রকীর্ণান্যদৃশ্যন্ত সম্প্রহারে মহাত্মনাম্ ॥ ১১

ঊরুহস্তাক্ষগণ্ডেষ্টানি কবন্ধানি সমন্ততঃ।
অদৃশ্যন্ত মহারাজ তস্মিন্ পরমসঙ্কুলে ॥ ১২

পৃথ্বাঃ কম্বা বকাঃ ক্রৌঞ্চা বাহসা জম্বুকাস্তথা।
বহবঃ বিশিতাশাশ্চ তত্রাদৃশ্যন্ত মানিষে ॥ ১৩

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্য্য ও ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধ এবং সাত্যকিকর্ত্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সেই রোমহর্ষকারী সংগ্রাম চলিতে থাকিলে সেখানে তিন ভাগে বিভক্ত কৌরবদের উপর পাণ্ডবগণ ধাবিত হইলেন। ১

ভীমসেন মহারাজ জলসন্ধের উপর আক্রমণ করিলেন এবং সৈন্যবাহিনীসহ যুধিষ্ঠির রণাঙ্গনে কৃতবর্ম্মার দিকে ধাবিত হইলেন। ২

মহারাজ! যেরূপ প্রকাশমান সূর্য্য সহস্র সহস্র কিরণাবলি বিস্তার করিয়া থাকেন, সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে রণাঙ্গনে দ্রোণাচার্য্যের উপর আক্রমণ করিলেন।

তদনন্তর পরস্পর অভিলাষী ক্রুদ্ধ ও বিপ্রকারী কৌরব এবং পাণ্ডবপক্ষের সম্পূর্ণ সহস্র বীরগণের মধ্যে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ৩-৪

এইরূপ যখন মহাভয়ঙ্কর লোকক্ষয় হইতে লাগিল এবং সমস্ত সৈন্যবাহিনী যখন নির্ভয় হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, সেই সময় বলবান্ দ্রোণাচার্য্য শক্তিশালী পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে যে সমস্ত বাণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া ছিলেন, সেগুলি যেন অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়াই মনে হইতেছিল। ৫-৬

দ্রোণাচার্য্য ও ধৃষ্টদ্যুম্ন উভয়েই এই সময়ে যত বাণসমূহ নিক্ষেপ করিয়া তুলাহিত করিয়াছিলেন, যে সমস্ত মস্তক চারিদিকেই বিক্ষিপ্ত হইয়া পতিত পদ্মবনের ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ৭

সৈন্যদের মধ্যে চারিদিকেই বীরগণের ধনু, অলঙ্কার, সাধারণ অস্ত্র, জুতা, কবচ ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পতিত আছে। ৮

সুবর্ণময় কবচসমূহ ও রক্তে আপ্লুত সৈন্যরা পরস্পর পরস্পরকে জড়াইয়া পতিত থাকায় বিদ্যুতের সহিত মেঘমণ্ডলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। ৯

বহুসংখ্যক অপর মহারথী যোদ্ধা হাতে ধনু আকর্ষণ করিতে করিতে নিজেদের পক্ষযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যদিগকে বধ করিয়া তুলাহিত করিতে লাগিলেন। ১০

এই মহারাজ বীরগণের যুদ্ধে যোদ্ধাদের বর্ম্ম, চর্ম্ম, বস্ত্র ও মস্তকসমূহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ১১

মহারাজ! সেই মহাভয়ানক যুদ্ধে চারিদিকেই অসংখ্য কবন্ধ (মুণ্ডহীন শরীর) পতিত আছে—দেখা যাইল। ১২

আর্য্য! সেখানে বকসংখ্যক শকুনি, কঙ্ক, বক, বাজ, কাক, শৃগাল ও অন্যান্য মাংসভক্ষী জীব দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ১৩

ভক্ষয়ন্তশ্চ মাংসানি পিবন্তশ্চাপি শোণিতম্।
বিলুম্পন্তশ্চ কেশাংশ্চ মজ্জাশ্চ বহুধা নৃপ ॥ ১৪
আকর্ষন্তঃ শরীরাণি শরীরাবয়বাংস্তথা।
নরাশ্ব-গজসঙ্ঘানাং শিরাংসি চ ততস্ততঃ ॥ ১৫
কৃতাস্ত্রা রণদীক্ষাভির্দীক্ষিতা রণশালিনঃ।
রণে জয়ং প্রার্থয়ানা ভৃশং যুযুধিরে তদা ॥ ১৬
অসিমার্গান্ বহুবিধান্ বিচেরুঃ সৈনিকা রণে।
ঋষ্টিভিঃ শক্তিভিঃ প্রাসৈঃ শূল-তোমর-পট্টিশৈঃ ॥ ১৭
গদাভিঃ পরিঘৈশ্চান্যৈরায়ুধৈশ্চ দুর্জয়ৈরপি।
অন্যোন্যং জঘ্নিরে ক্রুদ্ধা যুদ্ধরঙ্গগতা নরাঃ ॥ ১৮
রথিনো রথিভিঃ সার্ধমন্বারোহাশ্চ সাদিভিঃ।
মাতঙ্গা বরমাতঙ্গৈঃ পদাতাশ্চ পদাতিভিঃ ॥ ১৯
ক্ষীবা ইবাস্তে চোন্মত্তা রঙ্গেষ্বিব চ বারণাঃ।
উচ্চুক্রুশুরন্যোন্যং জঘ্নুশ্চোন্মেব চ ॥ ২০

বর্তমানে তথা যুদ্ধে নির্মর্যাদে বিশাম্পতে।
ধৃষ্টদ্যুম্নো হয়ানস্যৈর্দ্রোণস্য ব্যত্যমিশ্রয়ৎ ॥ ২১
তে হয়াঃ সাধ্বসোদ্ভূতা মিশ্রিতা বাতরংহসঃ।
পারাবতসবর্ণাংশ্চ রক্তশোণাংশ্চ সংযুগে ॥ ২২
পারাবতসবর্ণাস্তে রক্তশোণবিমিশ্রিতাঃ।
হয়াঃ শুশুভিরে রাজন্ মেঘা ইব সবিদ্যুতঃ ॥ ২৩
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু সম্প্রেক্ষ্য দ্রোণমভ্যাসমাগতম্।
অসি চর্মাদদে বীরো ধনুরুৎসৃজ্য ভারত ॥ ২৪
চিকীর্ষুর্দুষ্করং কর্ম পার্ষতঃ পরবীরহা।
ঈষয়া সমতিক্রম্য দ্রোণস্য রথমাবিশৎ ॥ ২৫
অতিষ্ঠদ্ যুগমধ্যে স যুগসন্নহনেষু চ।
জঘানার্ধেষু চাশ্বানাং তৎ সৈন্যানভ্যপূজয়ন্ ॥ ২৬
খড়্গেন চরতস্তস্য শোণাশ্বানধিতিষ্ঠতঃ।
ন দদর্শান্তরং দ্রোণস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১৭

হে নৃপ! ইহারা তখন মাংসভক্ষণ করিতে, রক্তপান করিতে এবং কেশ ও মজ্জাসমূহ বারংবার লেপন করিতেছিল ॥ ১৪

মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীগণের সম্পূর্ণ শরীর এবং অবয়ব ও মস্তক-সকলকে এদিকে ওদিকে টানাটানি করিতেছিল ॥ ১৫

অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ এবং যুদ্ধে শোভাধারী বীর যোদ্ধারা রণ-যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করত সংগ্রামে বিজয়লাভ করিতে উদ্যুক্ত হইয়া সেই সময় তীব্রবেগে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

সমস্ত সৈন্যগণ সেই রণাঙ্গনে তরবারির নানাপ্রকার চালনা কৌশল দেখাইতে থাকিয়া বিচরণ করিতেছিলেন। যুদ্ধের রঙ্গভূমিতে সমাগত মনুষ্যগণ পরস্পর ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের উপর ঋষ্টি, শক্তি, প্রাস, শূল, তোমর, পট্টিশ, গদা, পরিঘ, অন্যান্য অস্ত্র-সকল ও নিজ নিজ হস্তের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৭-১৮

রথীরা রথিগণের সহিত, অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বারোহী যোদ্ধাদের সহিত, মদমত্ত হস্তীরা সেই গজরাজগণের সহিত এবং পদাতি সৈন্যগণ পদাতি সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ১৯

রঙ্গস্থলের সদৃশ সেই রণাঙ্গনে অন্ধ বধির মত্ত ও উন্মত্ত হাতী পরস্পরকে দেখিয়া গর্জন করিতে এবং আঘাত-প্রত্যাঘাত করিতে লাগিল ॥ ২০

রাজন্! যে সময় এই মর্যাদা-শূন্য (নিয়মহীন) যুদ্ধ হইতে-ছিল, সেই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজ রথের অশ্বগণকে দ্রোণাচার্যের রথের অশ্বদের সহিত মিশাইয়া দিলেন ॥ ২১

ধৃষ্টদ্যুম্নের অশ্বগণের বর্ণ ছিল পায়রার ন্যায় ধূসর বর্ণ এবং দ্রোণাচার্যের অশ্বরা ছিল রক্তবর্ণ। সেই যুদ্ধ-স্থলে বায়ুতুল্য বেগগামী এই সব অশ্বগণ মিলিত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২২

রাজন্! পারাবততুল্য বর্ণবিশিষ্ট অশ্বগুলি রক্তবর্ণ অশ্বদের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্যুৎসহ মেঘমণ্ডলের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইল ॥ ২৩

ভারত! বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যকে অত্যন্ত নিকটে আসিয়া পড়িতে দেখিয়া ধনু ত্যাগ করত হাতে ঢাল ও তরবারি গ্রহণ করিলেন ॥ ২৪

শত্রুবীরহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন দুষ্কর কার্য করিতে অভিলাষী হইলেন। সেইজন্য তিনি তখন ঈষাদণ্ডের সাহায্যে নিজ রথ অতিক্রম করিয়া দ্রোণাচার্যের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ২৫

এই সময় তিনি একদল বীর যুগের মধ্যভাগে অপর এক সেই যুগের সহিতই সংযুক্ত দ্রোণাচার্যের রথের অশ্বগণের পশ্চাদ্ভাগের অর্ধভাগে রাখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই কার্যকে সকল সৈন্যই অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ২৬

রক্তবর্ণের অশ্বগণের উপরে অধিষ্ঠিত তরবারিধারী ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রহার করিবার জন্য অল্পও অবসর দ্রোণাচার্য দেখিতে পাইলেন না। তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়াই মনে হইতে ছিল ॥ ২৭

যথা শ্যেনস্য পতনং বনেদামিষগৃদ্ধিনঃ।
তথৈবাসীদভিসারস্তস্য দ্রোণং জিঘাংসতঃ ॥ ২৮
ততঃ শরশতেনাস্য শতচন্দ্রং সমাক্ষিপৎ।
দ্রোণো দ্রুপদপুত্রস্য ধ্বজাগ্রং দশভিঃ শরৈঃ ॥ ২৯
হয়াংশ্চৈব চতুঃষষ্ট্যা শরাণাং প্রহিণোদ্বলী।
ধ্বজং ক্ষুরাভ্যাং তথা তৌ পার্ষ্ণিসারথী ॥ ৩০
অথাস্মৈ ত্বরিতো বাণমপরং জীবিতান্তকম্।
আকর্ণপূর্ণং চিক্ষেপ বজ্রং বজ্রধরো যথা ॥ ৩১
তং চতুর্দশভির্ভল্লৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ সাত্যকিঃ।
প্রস্তমাচার্যমুখ্যেন ধৃষ্টদ্যুম্নং ব্যমোচয়ৎ ॥ ৩২
সিংহেনেব মৃগং গ্রস্তং নরসিংহেন মারিষ।

দ্রোণেন মোচয়ামাস পাঞ্চাল্যং শিনিপুঙ্গবঃ ॥ ৩৩
সাত্যকিং প্রেক্ষ্য গোবাসং পাঞ্চাল্যঞ্চ মহাহবে।
শরাণাং ত্বরিতো দ্রোণঃ ষড়্বিংশত্যা সমার্পয়ৎ ॥ ৩৪
ততো দ্রোণং শিনেঃ পৌত্রো প্রসহ্যমপি সৃঞ্জয়ান্।
প্রত্যবিধ্যচ্ছিতৈর্বাণৈঃ ষড়্বিংশত্যা স্তনান্তরে ॥ ৩৫
ততঃ সর্বে রথাপূর্ণং পাঞ্চাল্যা জয়গৃদ্ধিনঃ।
সাত্যকাভিমুখে দ্রোণো ধৃষ্টদ্যুম্নমবাক্ষিপন্ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি দ্রোণ-ধৃষ্টদ্যুম্নযুদ্ধে
সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৭

যেরূপ বনে মাংসাশী বাজপাখী মাংসের লোভে হঠাৎ পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ দ্রোণকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার উপর দ্রোণাচার্যের এই মহৎ আক্রমণ হইল ॥ ২৮

তারপর দ্রোণাচার্য শত বাণ নিক্ষেপ করিয়া দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের শতচন্দ্রচিহ্নিত ঢালকে ছিন্ন করিয়া ভূপাতিত করিলেন এবং অপর দশবাণে তাঁহার ধ্বজাগ্রকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন ॥ ২৯

বলবান্ আচার্য অন্য চৌষট্টিটি বাণের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের চারিটি অশ্বকে নিহত করিলেন এবং দুইটি ক্ষুরের দ্বারা ধ্বজ ও ছত্র ছেদন করিয়া তাঁহার দুইটি পার্শ্বরক্ষককেও বধ করিলেন ॥ ৩০

তদনন্তর আশুগ্রস্ত অপর একটি প্রাণান্তকর বাণ কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন—তখন মনে হইল বজ্রধারী ইন্দ্র বজ্রপ্রহার করিলেন ॥ ৩১

সেই সময় সাত্যকি চৌষট্টি তীক্ষ্ণ বাণ প্রহার করিয়া সেই বাণটিকে কাটিয়া ফেলিলেন এবং এইভাবে আচার্যপ্রবর দ্রোণের দ্বারা গ্রস্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে মুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ৩২

পূজনীয় রাজন্! যেরূপ সিংহ কোন এক মৃগকে গ্রাসে পরিণত করিয়া থাকে, সেইরূপ নরসিংহ দ্রোণাচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে বীর গ্রাসে পরিণত করিয়াছিলেন, কিন্তু শিনিবংশধুরন্ধর সাত্যকি তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ৩৩

এই মহাসংগ্রামে সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষক হইলেন, ইহা দেখিয়া দ্রোণাচার্য তাঁহার বক্ষে অতিক্রুদ্ধ ছাব্বিশটি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ৩৪

তখন শিনির পৌত্র সাত্যকি সৃঞ্জয়গণের সংহারকার্যে নিরত দ্রোণাচার্যের বক্ষে ছাব্বিশটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা প্রত্যাঘাত করিলেন ॥ ৩৫

যখন দ্রোণাচার্য সাত্যকির সহিত সংগ্রামনিরত হইলেন, তখন জয়াভিলাষী সমস্ত রথী বীরগণ অতিসত্বর ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিজেদের রথে তুলিয়া লইয়া দূরে সরিয়া যাইলেন ॥ ৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে দ্রোণ-ধৃষ্টদ্যুম্নযুদ্ধবিষয়ক
সপ্তনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য্যেণ সহ সাত্যকেরদ্ভুতং যুদ্ধম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

বাণে তস্মিন্ নিকৃত্তে তু দৃষ্টদ্যুম্নে চ মোক্ষিতে।
তেন বৃষ্ণিপ্রবীরেণ যুযুধানেন সঞ্জয় ॥ ১
অমর্ষিতো মহেষ্বাসঃ সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
নরব্যাঘ্রঃ শিনেঃ পৌত্রে দ্রোণঃ কিমকরোদ্ যুধি

সঞ্জয় উবাচ।

সম্প্রদ্রুতঃ ক্রোধবিবৃদ্ধ্যাদিত্যান্তকরাননঃ।
তীক্ষ্ণধারেষুদশনঃ শিতনারাচদংষ্ট্রবান্ ॥ ৩
সংরম্ভামর্ষতাম্রাক্ষো মহোরগ ইব শ্বসন্।
নরবীরঃ প্রমুদিতঃ শ্বেতৈরশ্বৈর্মহাজবৈঃ ॥ ৪
উৎপতদ্ভিরিবাকাশে ক্রামদ্ভিরিব পর্ব্বতম্।
কল্পপুঙ্খাঞ্জবানস্কন্ যুযুধানমুপাদ্রবৎ ॥ ৫
শরপাতমহাবর্ত্তং রথঘোষবলাহকম্।
কার্ম্মুকাকবিবিক্ষেপং নারাচবহুবিদ্যুতম্ ॥ ৬
শক্তিষড়্গাশনিধরং ক্রোধবেগসমুত্থিতম্।
দ্রোণমেঘমনাবার্য্যং হয়মারুতচোদিতম্ ॥ ৭
দৃষ্ট্বৈবাভিপতন্তং তং শূরঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
উবাচ সূতঃ শৈনেয়ঃ প্রহসন্ যুদ্ধদুর্ম্মদঃ ॥ ৮
এনং বৈ ব্রাহ্মণং শূরং স্বকর্ম্মণ্যনবস্থিতম্।
আশ্রয়ং ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য রাজ্ঞো দুঃখভয়াপহম্ ॥ ৯
শীঘ্রং প্রজবিতৈরশ্বৈঃ প্রত্যুদ্যাহি প্রহৃষ্টবৎ।
আচার্য্যং রাজপুত্রাণাং সততং শূরমানিনম্ ॥ ১০
ততো রজতসঙ্কাশা মাধবস্য হয়োত্তমাঃ।
দ্রোণস্যালিমুখাঃ শীঘ্রমসজ্জন্ বাতরংহসঃ ॥ ১১
ততস্তৌ দ্রোণ-শৈনেয়ৌ যুযুধাতে পরন্তপৌ।
শরৈরনেকসাহস্রৈস্তাড়য়ন্তৌ পরস্পরম্ ॥ ১২

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্য্যের সহিত সাত্যকির অদ্ভুত যুদ্ধ।]

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—সঞ্জয়! যখন বৃষ্ণিবংশের প্রধান বীর যুযুধান (সাত্যকি) আচার্য্য দ্রোণের সেই বাণ ছিন্ন করিয়া দিল এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রাণসংশয় হইতে রক্ষা করিল, তখন সমস্ত অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অমর্ষপূর্ণ মহাবলশালী নরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য সেই যুদ্ধস্থলে সাত্যকির প্রতি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন? ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই সময় ক্রোধ ও অমর্ষে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দ্রোণাচার্য্য শত্রুসংহারকারী মহাসর্পের ন্যায় দ্রুতবেগে সাত্যকির দিকে ধাবিত হইলেন। ক্রোধই এই মহানাগস্বরূপ দ্রোণাচার্য্যের বিষ ছিল, আকর্ণ ধনু ছিল বিস্তৃত মুখস্বরূপ, তীক্ষ্ণধার বাণগুলি দন্ততুল্য ও তেজস্বী নারাচসকলও দন্ত বলিয়াই মনে হইতেছিল।

অভিপন্ন শত্রু নরবীর দ্রোণাচার্য্য শীঘ্র মহাবেগগামী রক্তবর্ণের অশ্বগণের দ্বারা, যাহারা আকাশে উড়িতে ছিল বলিয়া মনে হইতে ছিল এবং পর্ব্বতসমূহ লঙ্ঘন করিতে ছিল, সুবর্ণখচিত পক্ষযুক্ত বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে সেখানে যুযুধানের উপরে আক্রমণ করিলেন। ৩-৪

সেই দ্রোণাচার্য্য অশ্বরূপী বায়ুচালিত অনিবার্য্য মেঘতুল্য ছিলেন। বাণসমূহের বর্ষণই তখন জলধারার মহাবর্ষণ বলিয়া মনে হইতেছিল। রথের ঘর্ঘর ধ্বনি মেঘ গর্জ্জন তুল্য ছিল, ধনুর আকর্ষণ ধারাবাহিক বৃষ্টির কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, বহুসংখ্যক নারাচই বিদ্যুৎস্বরূপ প্রকাশিত হইতেছিল, এই মেঘ খড়্গ ও শক্তিরূপ বজ্রধারণ করিয়াছিল এবং ক্রোধের বেগ হইতেই ইহার উত্থান হইয়াছিল। ৬-৭

শত্রুনগরবিজয়ী রণদুর্ম্মদ বীরবর সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যকে নিজের উপর আক্রমণ করিতে দেখিয়া সারথিকে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে করিতে বলিলেন। ৮

সূত! শৌর্য্যশালী ব্রাহ্মণ বীর ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যে স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছেন না। ইনি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র রাজা দুর্য্যোধনের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া তাহার দুঃখ ও ভয় নিবারণ করিতেছেন। সমস্ত রাজকুমারগণেরই ইনি আচার্য্য এবং নিজেকে অতিশয় বীর বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তুমি প্রসন্নচিত্ত হইয়া দ্রুতগামী অশ্বগণের দ্বারা অতিশীঘ্র ইহার সম্মুখে গমন কর। ৯-১০

তদনন্তর রজতসদৃশ শুভ্র বর্ণবিশিষ্ট ও বায়ুতুল্য বেগগামী সাত্যকির উত্তম অশ্বগুলি দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে অতিদ্রুত আসিয়া উপস্থিত হইল। ১১

তদনন্তর শত্রুসংহারী দ্রোণাচার্য্য ও সাত্যকি পরস্পরের উপর সহস্র সহস্র বাণ প্রহার করিতে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১২

ইষুজালাবৃতং ব্যোম চক্রতুঃ পুরুষর্ষভৌ।
পূরয়ামাসতুর্বীরাবুভৌ দশ দিশঃ শরৈঃ ॥ ১৩
মেঘাবিবাতপাপায়ে ধারাভিরিতরেতরম্
ন স্ম সূর্যস্তদা ভাতি ন ববৌ চ সমীরণঃ ॥১৪
ইষুজালাবৃতং ঘোরমন্ধকারং সমন্ততঃ।
অনাধৃষ্যমিবান্যেষাং সূরাণামভবৎ তদা ॥ ১৫
আন্ধকারীকৃতে লোকে দ্রোণ-সৈনেয়য়োঃ শরৈঃ।
তয়োঃ শীঘ্রাস্ত্রবিদ্বৃষ্যোদ্রোণ-সাত্বতয়োস্তদা ॥ ১৬
নান্তরং শরবৃষ্টীনাং দদৃশে নরসিংহয়োঃ।
ইষবঃ সন্নিপাতেন শব্দো ধারাভিঘাতজঃ ॥ ১৭
শুক্রবে শক্রমুক্তানামশনীনামিব স্বনঃ।
নারাচৈর্জ্যোতিরিদ্ধানাং শরাণাং রূপমাবভৌ ॥ ১৮
আশীবিষবিদষ্টানাং সর্পাণামিব ভারত।
তয়োর্জ্যাতলনির্ঘোষঃ শুশ্রুবে যুদ্ধশৌণ্ডয়োঃ ॥ ১৯

এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর আকাশকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ছিলেন এবং দশদিক্ বাণ দিয়া পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥১৩

যেরূপ বর্ষাকালে দুই খণ্ড মেঘ পরস্পর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ইঁহারা উভয়ে পরস্পরের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় সূর্যদেব প্রকাশিত হইতে পারেন নাই এবং বায়ুও প্রবাহিত হইতে সমর্থ হন নাই ॥ ১৪

চারিদিকেই বাণজাল বিস্তৃত হওয়ায় সেখানে ঘোর অন্ধকার নামিয়া আসিল। তখন অন্য সব বীরগণের এখানে আসা অসম্ভব হইয়া উঠিল ॥ ১৫

শীঘ্রতার সহিত অস্ত্রচালনায় নিপুণ দ্রোণাচার্য এবং সাত্বত-বংশীয় সাত্যকির বাণসকলে সমস্ত জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইলেও সেই সময় ঐ দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরের মধ্যে বাণবর্ষণ-বিষয়ে কোনরূপ পার্থক্য দেখা যাইল না।

বাণসমূহের পরস্পর পতনজন্য আঘাত-প্রত্যাঘাতে যে শব্দ হইতে লাগিল। উহা ইন্দ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বজ্রসমূহের মতো শব্দায়মান বলিয়া মনে হইতেছিল।

ভরতসত্তম! নারাচসমূহের দ্বারা অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়া বাণসকলের স্বরূপ বিষধর নাগগণের দ্বারা দংশিত সর্পদিগের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল।

এই দুই যুদ্ধনিপুণ বীরের ধনুকসমূহের টঙ্কার ধ্বনি এরূপ শ্রুতিগোচর হইতেছিল যে, যেন পক্ষীসকলের শিখরসমূহে নিরন্তর বজ্রপাত হইতেছে।

অন্যত্রং শৈলশৃঙ্গাণাং বজ্রেণাভিহতাদিব।
উভয়োস্তৌ রথৌ রাজংস্তে চাশ্বাস্তৌ চ সারথী ॥ ২০
কৃতপুঙ্খৈঃ শরৈশ্চিত্রাশ্চিত্ররূপা বসুন্ধরা।
নিশিতানামজিহ্মানাং নারাচানাং বিশাম্পতে ॥ ২১
নির্মুক্তাশীবিষাভানাং সম্পাতোঽভূৎ সুদারুণঃ।
উভয়োঃ পতিতে ছত্রে তথৈব পতিতৌ ধ্বজৌ ॥ ২২
উভৌ রুধিরসিক্তাঙ্গাবুভৌ চ বিজয়েষিণৌ।
প্রবান্তঃ শোণিতং গাত্রৈঃ প্রস্রুতাবিব বারণৌ ॥ ২৩
অন্যোন্যমভিবিক্ষেতাং জীবিতান্তকরৈঃ শরৈঃ।
গর্জিতোৎকৃষ্টসন্নাদাঃ শঙ্খদুন্দুভিনিঃস্বনাঃ ॥ ২৪
উপারমন্ মহারাজ বাজিহার ন কশ্চন।
তূষ্ণীম্ভূতান্যনীকানি যোধা যুদ্ধাদুপারমন্ ॥ ২৫
দদৃশে দৈবতৈঃ তাভ্যাং ভারতকৌতূহলো জনঃ।
রথিনো হস্তিবন্ধারো হয়ারোহাঃ পদাতয়ঃ ॥ ২৬

রাজন্! এই উভয় যোদ্ধার সেই রথ, সেই অশ্বসকল এবং সেই সারথিসকলে সুবর্ণময় শক্তিবিভূষিত বাণসমূহের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া সেই সময় বিচিত্ররূপে সুশোভিত হইতেছিল।

প্রজানাথ! ঘোলোসমূক্ত সর্পগণের ন্যায় নিশিত এবং সরল-গামী নারাচসমূহের প্রহার সেখানে অতিশয় ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীত হইতেছিল।

উভয়েরই ছত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, ধ্বজ ভূপাতিত হইয়াছিল এবং উভয়েই জয়াভিলাষী হইয়া রক্তে আপ্লুত হইয়া পড়িয়াছিল।

সর্বাঙ্গ হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতে থাকায় এই দুই বীর মদবর্ষী গজরাজের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন। ইঁহারা উভয়েই পরস্পরকে প্রাণান্তকারী বাণসমূহে বিদ্ধ করিতেছিলেন।

মহারাজ! সেই সময় গর্জন, আস্ফালন এবং সিংহনাদের শব্দ ও শঙ্খ এবং দুন্দুভিসকলের ধ্বনি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কোন ব্যক্তিই তখন কথাবার্তা বলিতেছিল না।

সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনী নীরব হইয়া গিয়াছিল, যোদ্ধারা যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছিলেন, সকল ব্যক্তিই কৌতূহলবশতঃ সেই দুই বীরের দ্বৈরথ যুদ্ধ দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

রথী, মাহুত, অশ্বারোহী এবং পদাতি সকলেই সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ বীরকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহাদিগকে অপলকনেত্রে দেখিতে লাগিলেন।

অবৈক্ষন্তাচলৈর্নেত্রৈঃ পরিবার্য্য নরর্ষভৌ।
হস্ত্যনীকান্যতিষ্ঠন্ত তথানীকানি বাজিনাম্ ॥ ২৭
তথৈব রথবাহিন্যঃ প্রাতিষ্ঠন্ত ব্যবস্থিতাঃ।
মুক্তাবিদ্রুমচিত্রৈশ্চ মণিকাঞ্চনভূষিতৈঃ ॥ ২৮
ধ্বজৈরাভরণৈশ্চিত্রৈঃ কবচৈশ্চ হিরণ্ময়ৈঃ।
বৈজয়ন্তীপতাকাভিঃ পরিস্তোমাঙ্গকম্বলৈঃ ॥ ২৯
বিমলৈর্নিশিতৈঃ শস্ত্রৈর্যানাঙ্গ প্রকীর্ণকৈঃ।
জাতরূপময়ীভিশ্চ রাজতীভিশ্চ মূর্দ্ধসু ॥ ৩০
গজানাং কুম্ভমালাভির্ধন্বভেষ্টৈশ্চ ভারত।
সবলাকাঃ সখড়্গোত্তাঃ সৈরাবতশতদ্রুতাঃ ॥ ৩১
অদৃশ্যন্তোক্তপর্য্যায়ে মেঘানামিব বাগুরাঃ।
অপশস্ত্রময়ীশ্চাপ্ত তে চ যৌধিষ্ঠিরাঃ স্থিতাঃ ॥ ৩২
তদ্ যুদ্ধং যুযুধানস্য দ্রোণস্য চ মহাত্মনঃ।
বিমানাগ্রগতা দেবা ব্রহ্ম-সোমপুরোগমাঃ ॥ ৩৩
সিদ্ধ-চারণসঙ্ঘাশ্চ বিদ্যাধরমহোরগাঃ।
গতপ্রত্যাগতাক্ষেপৈশ্চিত্রৈরস্ত্রবিঘাতিভিঃ ॥ ৩৪

বিবিধৈর্বিস্ময়ং জগ্মুস্তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ।
হস্তলাঘবমস্ত্রেষু দর্শয়ন্তৌ মহাবলৌ ॥ ৩৫
অন্যোন্যমভিবিধ্যন্তাঃ শরৈস্তৌ দ্রোণসাত্যকী।
ততো দ্রোণস্য ধানাই: শরাংশ্চিচ্ছেদ সংযুগে ॥ ৩৬
পত্রিভিঃ সুদৃঢ়ৈরাশু বলুশ্চৈব মহাদ্যুতেঃ।
নিমেষান্তরমাত্রেণ ভারদ্বাজোঽপরং ধনুঃ ॥ ৩৭
সজ্যং চকার তদপি চিচ্ছেদাস্য চ সাত্যকিঃ।
ততস্তরন্ পুনর্দ্রোণো ধনুরন্যদ্ব্যতিষ্ঠত ॥ ৩৮
সজ্যং সজ্যং ধনুশ্চাস্য চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
এবমেকশতং ছিন্নং ধনুষাং দৃঢ়ধন্বিনা ॥ ৩৯
ন চান্তরং তয়োরাসীৎ সন্ধানে ছেদনেঽপি চ।
ততোঽস্য সংযুগে দ্রোণো দৃষ্ট্বা কর্ম্মাতিমানুষম্ ॥ ৪০
যুযুধানস্য রাজেন্দ্র মনসৈতদচিন্তয়ৎ।
এতদস্ত্রবলং রামে কার্ত্তবীর্য্যে ধনঞ্জয়ে ॥ ৪১
ভীষ্মে চ পুরুষব্যাঘ্রে যদিদং সাত্যকের্বলে।
তং চাস্য মনসা দ্রোণঃ পূজয়ামাস বিক্রমম্ ॥ ৪২

হস্তী-সৈন্যগণ নীরব হইয়া অবস্থান করিতেছিল, অশ্বারোহী সৈন্যদেরও এই অবস্থাই হইয়াছিল এবং রথারোহী যোদ্ধারা সেখানে ব্যূহবদ্ধ হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মুক্তা ও বিদ্রুমে বিচিত্র এবং মণি ও সুবর্ণে বিভূষিত ধ্বজ, বিচিত্র অলঙ্কার, সুবর্ণময় কবচ, বৈজয়ন্তী পতাকা, হস্তীদিগের আস্তরণ এবং কম্বল, চাকচিক্যময় তীক্ষ্ণধার অস্ত্র, অশ্বগণের পৃষ্ঠে আস্তৃত বস্ত্র, রথিগণের কূবরদেশে ও মস্তকের উপরে সুশোভিত স্বর্ণ এবং রত্নবিনির্ম্মিত মালা ও কবচসমূহ—এই সব বস্তুর দ্বারা সজ্জিত থাকায় উভয়পক্ষের সৈন্যবাহিনী বর্ষাকালে বক, বাজোড় (জোনাকী পোকা), ঐরাবত ও বিদ্যুদ্যুক্ত মেঘসমূহের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল।

রাজন্! আমাদের ও যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ সেখানে অবস্থান হইয়া মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য এবং সাত্যকির সেই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা ও চন্দ্রাদি দেবতাগণ বিমানে উপবেশন করিয়া সেখানে যুদ্ধ দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সহিত সিদ্ধ, চারণ ও বিদ্যাধরগণ এবং বড় বড় সর্পগণও ছিলেন।

এই সব ব্যক্তিগণ সেই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরের বিচিত্র গমন-প্রত্যাগমন, আক্ষেপ এবং নানাপ্রকার অস্ত্রনিবারক ব্যাপারসমূহে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছিলেন।

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ও সাত্যকি অস্ত্রচালনায় নিজ নিজ হস্তের নৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ইহার মধ্যে সাত্যকি মহাতেজস্বী দ্রোণাচার্য্যের ধনু এবং বাণসকলকে সুবর্ণপঙ্খযুক্ত সুদৃঢ় বাণসমূহের দ্বারা যুদ্ধস্থলে শীঘ্রই কাটিয়া ফেলিলেন।

সেই সময় দ্রোণাচার্য্য এক পলকের মধ্যেই অপর একটি ধনু হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, কিন্তু যেই তিনি সেই ধনুতে গুণ আরোপণ করিতে যাইবেন, তৎক্ষণাৎ সাত্যকি তীব্র তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সেই ধনুটিকেও কাটিয়া দিলেন।

এইরূপে সুদৃঢ় ধনুর্ধারণকারী সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যের এক শত ধনু ছেদন করিলেন। এই সময় দ্রোণাচার্য্য কখন ধনু গ্রহণ করিতেছিলেন এবং সাত্যকি কখন তাহা কাটিয়া ফেলিতেছিলেন, এই দুই বীরের এইসকল কার্য্য কাহারও নিকট কোনরূপ পার্থক্য লক্ষিত হইতেছিল না।

রাজেন্দ্র! তদনন্তর রণাঙ্গনে সাত্যকির সেই অমানুষিক পরাক্রম দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সাত্বতবংশকেতু বীর সাত্যকির মধ্যে এই যে অস্ত্রবল দেখা যাইতেছে, এরূপ অস্ত্রবল কেবল পরশুরাম, কার্ত্তবীর্য্য-অর্জুন,

লাঘবং বাসবস্যেব সম্প্রেক্ষ্য দ্বিজসত্তমঃ।
তুতোষাস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠস্তথা দেবাঃ সবাসবাঃ ॥ ৪২
ন তামালক্ষয়ামাসুর্দ্রুতাং শীঘ্রচারিণঃ।
দেবাশ্চ যুযুধানস্য গন্ধর্বাশ্চ বিশাম্পতে ॥ ৪৩
সিদ্ধচারণসঙ্ঘাশ্চ বিস্ময়োৎফুল্লয়া কৃশ্ম তৎ।
ততোঽন্যদ্ ধনুরাদায় দ্রোণঃ ক্ষত্রিয়মর্দনঃ। ৪৪
অস্ত্রৈরস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠো যোধয়ামাস ভারত।
তস্যাধিষ্ণ্যাস্ত্রমায়ান্তিঃ প্রতিহত্য স সাত্যকিঃ। ৪৫
জঘান নিশিতৈর্বাণৈস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
তস্যাতিমানুষং কর্ম দৃষ্ট্বাস্ত্রৈরসমং রণে। ৪৬
যুক্তং যোগেন যোগজ্ঞাস্তাবকাঃ সমপূজয়ন্।
যদ্যত্রমস্যতি দ্রোণস্তদেবাস্যতি সাত্যকিঃ ॥ ৪৭
তমাচার্যোঽপ্যসম্ভ্রান্তোঽযোধয়চ্ছত্রুতাপনঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ ধনুর্বেদস্য পারগঃ ॥ ৪৯
ব্যধায় যুযুধানস্য দিব্যমস্ত্রমুদৈরয়ৎ।
তদাস্ত্রেয়ং মহাঘোরং রিপুঘ্নমুপলক্ষ্য সঃ ॥ ৫০
দিব্যমস্ত্রং মহেষ্বাসো বারুণঃ সমুদৈরয়ৎ।
হাহাকারো মহানাসীদ্ দৃষ্ট্বা দিব্যাস্ত্রধারিণৌ ॥ ৫১
ন বিচেক্রুস্তদাকাশে ভূতাস্তাকাশগামিনঃ।
অস্ত্রে তে বারুণাস্ত্রেয়ে ভাস্ত্যাং বাণসমাহিতে ॥ ৫২
ন যাবদভ্যপক্রান্তাং ব্যাবর্তেতাং ভাস্করঃ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ ॥ ৫৫
নকুলঃ সহদেবশ্চ পর্যারক্ষন্ত সাত্যকিম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখৈঃ সার্ধং বিরাটশ্চ সকেকয়ঃ ॥ ৫৪
মৎস্যাঃ পাঞ্চালসেনাশ্চ দ্রৌপদেয়াস্তথা রভসা।
দুঃশাসনং পুরস্কৃত্য রাজপুত্রঃ সহস্রশঃ ॥ ৫৫

ধনঞ্জয় এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণেই আছে—ইহা দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। দ্রোণাচার্য মনে মনে এইভাবে সাত্যকির পরাক্রমের প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ১৬-৪২

ইন্দ্রসদৃশ সাত্যকির এই হস্তনৈপুণ্য ও পরাক্রম দেখিয়া অস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিপ্রবর দ্রোণাচার্য এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ৪৩

প্রজানাথ! রণভূমিতে শীঘ্রতার সহিত বিচরণকারী সাত্যকির সেই নৈপুণ্য দেবতা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও চারণগণ কখনও পূর্বে দর্শন করেন নাই। তাঁহারা কেবল ইহাই জানিতেন যে, দ্রোণাচার্যই তাদৃশ পরাক্রম করিতে পারেন। (কিন্তু এই দিনে তাঁহারা সাত্যকির পরাক্রমও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন) ॥ ৪৪

ভারত! তাহার পর অস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়-সংহারক দ্রোণাচার্য অপর একটি ধনু হাতে লইয়া বিবিধ অস্ত্র-সকলের দ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৫

কিন্তু সাত্যকি তখন স্বীয় অস্ত্র-মায়ায় দ্রোণাচার্যের অস্ত্রসকল নিবারণ করত তাঁহাকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে আহত করিয়া ফেলিলেন। ইহা তখন যেন অদ্ভুত বলিয়াই সকলের মনে হইতে লাগিল ॥ ৪৬

সেই রণাঙ্গনে সাত্যকির এতাদৃশ যুক্তিযুক্ত অলৌকিক কর্ম, যাহার কোন তুলনাই পাওয়া যায় না, ইহা দেখিয়া আপনার সৈন্যগণ তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭

দ্রোণাচার্য যে অস্ত্র প্রয়োগ করিতেছিলেন, তাহা সাত্যকিও প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এই সময় শত্রুতাপন দ্রোণাচার্য অবিচলিত চিত্তে সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥ ৪৮

মহারাজ! তদনন্তর ধনুর্বেদের বিদ্বান্ দ্রোণাচার্য কুপিত হইয়া সাত্যকিকে বধ করিবার জন্য একটি দিব্যাস্ত্র প্রকটিত করিলেন ॥ ৪৯

শত্রুবিনাশক সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আগ্নেয়াস্ত্রকে দেখিয়া মহাধনুর্ধর সাত্যকিও বারুণনামক দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন ॥ ৫০

উঁহাদের উভয়কেই সেই দিব্যাস্ত্রদ্বয় ধারণ করিতে দেখিয়া সেখানে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। সেই সময় আকাশচারী প্রাণিগণও আকাশে বিচরণ করিতে সাহস পাইল না ॥ ৫১

এই বারুণ ও আগ্নেয় দুই অস্ত্র উঁহাদের উভয়ের দ্বারা স্বীয় বাণরূপে স্থাপিত হইয়া যতক্ষণ না পরস্পরের প্রভাব প্রতিহত হইল, ততক্ষণের মধ্যেই ভগবান্ সূর্যদেব দক্ষিণদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে ঘুরিয়া যাইলেন ॥ ৫২

তখন রাজা যুধিষ্ঠির, পাণ্ডুকুমার ভীমসেন, নকুল ও সহদেব সর্বদিক্ হইতে সাত্যকিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩

ধৃষ্টদ্যুম্নাদি বীরগণের সহিত বিরাট, কেকয়রাজকুমার, মৎস্যদেশীয় সৈন্যগণ এবং পাঞ্চালদেশীয় সৈন্যরাও—ইহারা সকলেই তখন অনায়াসে দ্রোণাচার্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৫৪

এদিকে সহস্র সহস্র রাজকুমার দুঃশাসনকে অগ্রে করিয়া শত্রুগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত দ্রোণাচার্যের নিকট তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫৫

দ্রোণমভ্যাপপদ্যন্ত সপক্ষাঃ পরিবারিতম্।
ততো যুদ্ধমভূদ্ রাজংস্তেষাং তব চ বাহিনাম্ ॥ ৫৬
রজসা সংবৃতে লোকে শরজালসমাবৃতে।
সর্বমাবিগ্নমভবদ্ প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
সৈন্যেন রজসা ধ্বস্তে নির্মর্যাদমবর্ত্তত ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি জয়দ্রথবধপর্ব্বণি দ্রোণসাত্যকিযুদ্ধে
অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৮

রাজন্! তখনতার পাণ্ডবগণও আপনার বহুসংখ্যক বীরযুদ্ধের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই সময় সকল লোকই ধূলিতে আবৃত ও বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল ॥ ৫৬

সেখানকার সব কিছুই তখন ঊর্ধ্বে উঠিয়া উঠিল। সৈন্যগণের দ্বারা উত্থিত ধূলিতে সমস্ত কিছু আবৃত হইয়া যাওয়ায় কিছুই বুঝা যাইতে ছিল না। এরূপে তখন নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ৫৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্ব্বে দ্রোণ সাত্যকি যুদ্ধবিষয়ক অষ্টনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনশততমোঽধ্যায়ঃ।

(তীব্রগত্যা কৌরব-সৈন্যমধ্যে ধনঞ্জয়স্য প্রবেশঃ, বিন্দানুবিন্দবধঃ, অদ্ভুতজলাশয়নির্ম্মাণঞ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।

(বর্ত্তমানে তথা যুদ্ধে দ্রোণস্য সহ পাণ্ডবৈঃ।)
বিবর্ত্তমানে চাদিত্যে তত্রাস্তশিখরং প্রতি।
রজসা কীর্য্যমাণে চ মন্দীভূতে দিবাকরে ॥ ১
বিষ্ঠিতাঃ যুধ্যমানানাং পুনরাবর্ত্ততাপি।
ভগ্নাস্তাঃ জয়তাং চৈব জগাম তদহঃ শনৈঃ ॥ ২
তথা তেষু বিষক্তেষু সৈন্যেষু জয়গৃদ্ধিষু।
অর্জুনো ভাতৃসেনস্য সৈন্ধবস্যৈব জগ্মতুঃ ॥ ৩
রথমার্গপ্রপাণং তু কৌন্তেয়ো নিশিতৈঃ শরৈঃ।
চকার যত্র পন্থানং যযৌ যেন জনার্দনঃ ॥ ৪
যত্র যত্র রথো যাতি পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ।
তত্র তত্রৈব দীর্য্যন্তে সেনাস্তব বিশাম্পতে ॥ ৫
রথশিক্ষাং তু লাঘার্থং দর্শয়ামাস বীর্য্যবান্।
উত্তমাধমমধ্যানি মণ্ডলানি বিদর্শয়ন্ ॥ ৬

একোনশততম অধ্যায়।

[তীব্রগতিতে কৌরব-সৈন্যমধ্যে অর্জুনের প্রবেশ, বিন্দ ও অনুবিন্দ বধ এবং অদ্ভুত জলাশয়নির্ম্মাণ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন দ্রোণাচার্য্যের পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ চলিতে ছিল এবং সূর্য্যদেব অস্তাচলের শিখরে আরোহণ করিলেন, সেই সময় ধূলিতে আবৃত হওয়ায় দিবাকরের কিরণাবলি মন্দ হইয়া যাইল। এই সময় যোদ্ধাগণের মধ্যে কোন কোন যোদ্ধা যুদ্ধ করিতেছিলেন, কেহ কেহ কেবল দাঁড়াইয়াছিলেন, কেহ কেহ পলায়ন করিয়াও পুনরায় ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ জয়লাভ করিতেছিলেন। এইরূপে তখন সকল লোকেরই সেই দিন ধীরে ধীরে অতিবাহিত হইতে লাগিল ॥ ১-২

কয়াহিলাষী এই সময় সৈন্যরা যখন যুদ্ধে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িল, তখন অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে লাভ করিবার ইচ্ছায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ৩

কুন্তীকুমার অর্জুন স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সেখানে রথ যাইবার যোগ্য পথ নির্ম্মাণ করিয়া লইলেন, যে পথ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ রথ লইয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ৪

প্রজানাথ! মহাত্মা পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের রথ যেদিকে যেদিকে যাইতে লাগিল, সেই সেই দিকে আপনার সৈন্যরা সম্পূর্ণরূপে বিদীর্ণ হইয়া কৃপাস্পদ হইতেছিল ॥ ৫

লঘুহস্ততার পরমপরাক্রমী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উত্তম, মধ্যম এবং অধম তিন প্রকারের মণ্ডল দেখাইতে দেখাইতে স্বীয় উত্তম রথশিক্ষা প্রদর্শন করিতেছিলেন ॥ ৬

তে তু নামাঙ্কিতাঃ পীতাঃ কালজ্বলনসন্নিভাঃ।
স্নায়ুনদ্ধা সুপর্বাণঃ পৃথবো দীর্ঘগামিনঃ ॥ ৭
বৈণবাশ্চারসাস্তোগ্রা গ্রসন্তো বিবিধানরীন্।
রুধিরঃ পততৈঃ সার্ধং প্রাণিনাং পপুরাহবে ॥ ৮
রথস্থিতোঽগ্রতঃ ক্রোশং যানস্তত্যজুর্নঃ শরান্।
রথে ক্রোশমতিক্রান্তে তস্য তে গুপ্তি শাত্রবান্ ॥ ৯
তার্ক্ষ্যমারুতরংহোভির্বাজিভিঃ সাধুবাহিভিঃ।
তদাগচ্ছদ্ধৃষীকেশঃ কৃৎস্নং বিস্ময়য়ন্ জগৎ ॥ ১০
ন তথা গচ্ছতি রথস্তপনস্য বিশাম্পতে।
নেন্দ্রস্য ন তু রুদ্রস্য নাপি বৈশ্রবণস্য চ ॥ ১১
নাস্তস্য সমরে রাজন্ গতপূর্বস্তথা রথঃ।
যথা ধ্বজাবর্জুনস্য মনোঽভিপ্রায়শীঘ্রগঃ ॥ ১২
প্রবিশ্য তু রণে রাজন্ কেশবঃ পরবীরহা।
সেনামধ্যে হয়াংস্তূর্ণং চোদয়ামাস ভারত ॥ ১৩

অর্জুনের পীতবর্ণের সকল বাণেই তাঁহার নাম অঙ্কিত ছিল। এই সকল বাণ কালাগ্নিসদৃশ ভয়ঙ্কর, স্নায়ুবদ্ধ, সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট ও স্থূল (মোটা) ছিল এবং বহুদূর পর্যন্ত যাইতে পারিত। ইহাদের মধ্যে কিছু বাণ বংশনির্মিত এবং কিছু বাণ লৌহনির্মিত ছিল। কিন্তু সকল বাণই ছিল ভয়ঙ্কর এবং নানাপ্রকার শত্রুদিগকে বধ করিতে থাকিয়া তাহারা পক্ষিগণের সহিত উড়িয়া যুদ্ধস্থলে প্রাণিগণের রক্ত পান করিতেছিল। ৭-৮

রথের উপর উপবিষ্ট অর্জুন নিজের অগ্রভাগের দিকে এক ক্রোশ দূর পর্যন্ত যে সকল বাণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন, এই সকল বাণ তাঁহার শত্রুদিগকে যতক্ষণ সংহার করিতেছিল, ততক্ষণ তাঁহার রথ এক ক্রোশ আরও দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া যাইত। ৯

এই সময় ভগবান্ হৃষীকেশ উত্তমরূপে রথের ভারবহনকারী গরুড় ও বায়ুতুল্য বেগগামী অশ্বগণের দ্বারা সমস্ত জগৎকে আশ্চর্যান্বিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১০

প্রজানাথ! সূর্য, ইন্দ্র, রুদ্র এবং কুবেরেরও রথ এরূপ তীব্র গতিতে গমন করিতে পারে না, যেরূপ অর্জুনের রথ দ্রুতগতিতে গমন করিতেছিল। ১১

রাজন্! সমরাঙ্গণে অপর কাহারও রথ পূর্বে কখনও এরূপ তীব্রগতিতে গমন করে নাই, যেরূপ অর্জুনের রথ মনের ইচ্ছানুসারে শীঘ্রতার সহিত গমন করিতেছিল। ১২

মহারাজ! ভরতনন্দন! শত্রুবীরসংহারকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রণাঙ্গনে সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অশ্বদিগকে অতিশয় দ্রুতগতিতে চালাইয়া দিলেন। ১৩

তদনন্তর রথিগণের মধ্যভাগে উপস্থিত হইয়া ঘৃণা ও কৃপার পীড়িত সেই উত্তম অশ্বগণ অতিকষ্টে রথের ভারবহন করিতেছিল। ১৪

যুদ্ধকুশল যোদ্ধারা বহুসংখ্যক অস্ত্রদ্বারা ইহাদিগকে বহুবার ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছিল, তথাপি এই সকল অশ্ব বারংবার বিচিত্র মণ্ডলাকার গতিতে বিচরণ করিতে লাগিল। ১৫

রণাঙ্গনে সহস্র সহস্র পর্বতাকার হাতী, অশ্ব, রথ এবং পদাতি মস্তক নিহত হইয়া পতিত ছিল। এই সকলকে অর্জুনের অশ্বগণ উপর দিয়াই লঙ্ঘন করিয়া যাইতে লাগিল। ১৬

(রাজন্! এই সব বায়ুসদৃশ বেগগামী অশ্বগণ সেই যুদ্ধস্থলে অধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়ায় মন্দগতিতে চলিতে লাগিল।)

হে নৃপ! ইহার মধ্যে অবন্তীদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ কৃষ্ণসহিত পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের সম্মুখীন হইবার জন্য বীর সৈন্যবাহিনীসহ উপস্থিত হইলেন। ১৭

এই দুই বীর অর্জুনকে চৌষট্টিটি এবং শ্রীকৃষ্ণকে সত্তরটি বাণ প্রহার করিলেন ও তাঁহাদের অশ্বগণকে শত বাণপ্রহার করিয়া আহত করিলেন এবং ইহা দ্বারা তাঁহারা আনন্দিত হইলেন। ১৮

মহারাজ! ধর্মনন্দন অতিক্রুদ্ধ অর্জুন রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া আনতপর্বযুক্ত ২১টি মর্মভেদী বাণে তাঁহাদের দুই জনকে আঘাত করিলেন। ১৯

ততস্তৌ তু শরৌঘেণ বীভৎসুং সহকেশবম্।
আচ্ছাদয়েতাং সংরব্ধৌ সিংহনাদঞ্চ চক্রতুঃ ॥ ২০
তয়োস্তু ধনুষী চিত্রে ভল্লাভ্যাং শ্বেতবাহনঃ।
চিচ্ছেদ সমরে তূর্ণং রুষ্টৌ চ কনকোজ্জ্বলৌ
অথান্যে ধনুষী রাজন্ প্রগৃহ্য সমরে তদা।
পাণ্ডবং ভৃশসংক্রুদ্ধাবর্দয়ামাসতুঃ শরৈঃ ॥ ২২
তয়োস্তু ভৃশসংক্রুদ্ধঃ শরাভ্যাং পাণ্ডুনন্দনঃ।
ধনুষী চিচ্ছিদে তূর্ণং ক্ষুরপ্রেণ ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২৩
তথাঽঽশৈবিশিখৈস্তূর্ণং রুক্মপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ।
জঘানাশ্বাংস্তথা সূতৌ পার্ষ্ণী চ সপদানুগৌ ॥ ২৪
জ্যেষ্ঠস্য চ শিরঃ কায়াৎ ক্ষুরপ্রেণ শুকৃন্তত।
স পপাত হতঃ পৃথ্যাং বাতরুগ্ন ইব দ্রুমঃ ॥ ২৫
বিন্দং তু নিহতং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরমনুবিন্দঃ প্রতাপবান্।
হতাশ্বং রথমুৎসৃজ্য গদাং গৃহ্য মহাবলঃ ॥ ২৬
অভ্যবর্তত সংগ্রামে ভ্রাতুর্বধমনুস্মরন্।
গদয়া রথিনাং শ্রেষ্ঠো নৃত্যন্নিব মহারথঃ ॥ ২৭
অনুবিন্দস্তু গদয়া ললাটে মধুসূদনম্।
স্পৃষ্ট্বা নাকম্পয়ৎ ক্রুদ্ধো মৈনাকমিব পর্বতম্ ॥ ২৮
ততোঽর্জুনঃ শরৈঃ ষড্ভির্গ্রীবাং পাদৌ ভুজৌ শিরঃ
নিচকর্ত স সন্ধিস্থঃ পপাতাগ্রিচয়ো যথা ॥ ২৯
ততস্তৌ নিহতৌ দৃষ্ট্বা তয়ো রাজন্ পদানুগাঃ।
অভ্যদ্রবন্ত সংক্রুদ্ধাঃ কিরন্তঃ শতশঃ শরান্ ॥ ৩০
তানর্জুনঃ শরৈস্তূর্ণং নিহত্য ভরতর্ষভ।
বারয়োচক্র যজ্ঞিয়াবং ধনুষ্মান্ হিমাত্যয়ে ॥ ৩১
তয়োঃ সেনামতিক্রম্য কৃচ্ছ্রাদিব ধনঞ্জয়ঃ।
বিবভৌ জলদং হিত্বা দিবাকর ইবোদিতঃ ॥ ৩২
তং দৃষ্ট্বা কুরবস্ত্রস্তা প্রহৃষ্টাশ্চাভবন্ পুনঃ।
অভ্যবর্তন্ত পার্থস্য সমন্তাদ্ ভরতর্ষভ ॥ ৩৩

তখন এই দুই ভ্রাতা ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণসহ অর্জুনকে শীর বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ২০

তদনন্তর শ্বেতাশ্ববাহন অর্জুন সমরাঙ্গণে দুইটি বাণের দ্বারা তাঁহাদের উভয়ের বিচিত্র ধনু এবং সুবর্ণতুল্য প্রকাশমান দুইটি ধনুককে অতিক্রান্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২১

রাজন্! তারপর সেই দুই ভ্রাতা বিন্দ ও অনুবিন্দ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং সেই সময় সমরাঙ্গণে অপর ধনু লইয়া তাঁহারা বাণসমূহের দ্বারা পাণ্ডুকুমার অর্জুনকে গুরুতর আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২২

ইহা দেখিয়া পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় অত্যন্ত ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং দুইটি বাণপ্রহার করিয়া অতিসত্বর তাঁহাদের ধনু দুইটিকে পুনরায় কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ২৩

তারপর সুবর্ণ-পক্ষযুক্ত ও শিলাশাণিত অপর বহু বাণের দ্বারা ইঁহাদের অশ্বগণকে, দুই জনেরই পার্শ্বরক্ষিগণকে এবং ইঁহাদের পদাতি অনুসরণকারী সেবকগণকেও শীঘ্র বধ করিলেন ॥ ২৪

অনন্তর একটি ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিন্দের মস্তক কর্তন করিলেন। তখন তিনি নিহত হইয়া প্রবল বায়ুর দ্বারা উৎপাটিত বৃক্ষের ন্যায় পৃথিবীতে পতিত হইলেন ॥ ২৫

বিন্দকে নিহত হইতে দেখিয়া মহাবল ও প্রতাপশালী অনুবিন্দ শীর ভ্রাতার বিনাশের কথা বারংবার চিন্তা করিতে করিতে অশ্বহীন রথ পরিত্যাগ করিয়া হস্তে সর্বসাধারণ মুদ্গর সংগ্রামে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অনুবিন্দ ক্রুদ্ধিত হইয়া যেন নৃত্য করিতে করিতেই গদাঘাতে মধুসূদন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ললাটে আঘাত করিলেন; কিন্তু তাহাতে মৈনাক পর্বততুল্য শ্রীকৃষ্ণকে কম্পিত করিতে পারিলেন না ॥ ২৬-২৮

তখন অর্জুন ছয়টি বাণের দ্বারা তাঁহার গ্রীবা (কণ্ঠ), দুই চরণ, দুই হস্ত এবং মস্তককে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইভাবে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া অনুবিন্দ পর্বতসমূহসদৃশ ধরাশায়ী হইলেন ॥ ২৯

রাজন্! এই সময় দুই ভ্রাতা বিন্দ ও অনুবিন্দকে নিহত হইতে দেখিয়া তাঁহাদের সেবকগণ অত্যন্তঃ ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জুনের উপর শত শত বাণবর্ষণ করিতে থাকিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল ॥ ৩০

ভরতশ্রেষ্ঠ! কিন্তু অর্জুন বাণসমূহের দ্বারা অতিসত্বর তাহাদের সকলকে সংহার করিয়া শ্রীঘ্রকালে রণভূমি শত্রু করিয়া প্রকাশমান অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩১

সেই বিন্দ ও অনুবিন্দের সৈন্যবাহিনীকে অতিকষ্টে অতিক্রম করিয়া অর্জুন মেঘমণ্ডলকে ছেদ করিয়া উদিত সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ৩২

ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রথমে অর্জুনকে দেখিয়া সকল কৌরবসৈন্যই ভীত হইয়া পড়িল। তারপর অতিশয় হৃষ্ট হইল। তখন

শ্রান্তং চৈনং সমালক্ষ্য জ্ঞাত্বা দূরে চ সৈন্ধবম্।
সিংহনাদেন মহতা সর্বতঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৩৪
তাংস্তু দৃষ্ট্বা সুসংরব্ধানুৎস্মরন্ পুরুষর্ষভঃ।
শনকৈরিব দাশার্হমর্জুনো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৫
শরার্দিতাস্তু প্রায়াশ্চ হয়া দূরে চ সৈন্ধবঃ।
কিমিহানন্তরং কার্য্যং ক্ষারিষ্ঠং তব রোচতে ॥ ৩৬
ব্রূহি কৃষ্ণ যথাতত্ত্বং ত্বং হি প্রাজ্ঞতমঃ সদা।
তবপ্রেক্ষা রণে শত্রূন্ বিজেষ্যন্তীহ পাণ্ডবাঃ ॥ ৩৭
মম বচনকরং কৃত্বা যদ্ বৈ তৎ ত্বং নিবোধ মে।
হয়ান্ বিমুচ্য হি শ্রান্তান্ বিশল্যান্ কুরু মাধব ॥ ৩৮
এবমুক্তস্তু পার্থেন কেশবঃ প্রত্যুবাচ তম্।
যমাপ্যেতন্মতং পার্থ যদিদং তে প্রভাষিতম্ ॥ ৩৯

অর্জুন উবাচ।

অহমাবারয়িষ্যামি সর্বসৈন্যানি কেশব।

তাহারা চারিদিক্ দিয়া কুন্তীকুমার অর্জুনের সম্মুখীন হইবার জন্য রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩৩

অর্জুনকে পরিশ্রান্ত দেখিয়া এবং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে তাঁহার নিকট হইতে বহু দূরে জানিয়া আপনার সৈন্যরা ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিতে করিতে তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল ॥ ৩৪

তাহাদের সকলকে ক্রুদ্ধ অবলোকন করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন দীর্ঘনিশ্বাসসহকারে ধীরে ধীরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ৩৫

আমার অশ্বগণ বাণসমূহের আঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া শ্রান্ত হইয়াছে এবং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথও এখন বহুদূরে আছে। অতএব এ সময়ে কোন কার্যকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আপনার মনে হয়? ৩৬

হে কৃষ্ণ! আপনি সর্বদা সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, সুতরাং আপনি এখন আমাকে যথার্থ উপদেশ প্রদান করুন। আপনাকে নায়করূপে বরণ করিয়া পাণ্ডবগণ এই রণাঙ্গনে শত্রুদিগকে জয় করিবে ॥ ৩৭

মাধব! আমার দৃষ্টিতে এখন যাহা কর্তব্যরূপে নির্ধারিত হইয়াছে, তাহা আপনাকে আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। অশ্বগণকে মুক্ত করিয়া দিয়া তাহাদের সুখলাভের জন্য পরীর হইতে বাণসকল বাহির করিয়া দিন ॥ ৩৮

অর্জুন এই কথা বলিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই উত্তর দান করিলেন—পার্থ! তুমি এই সময়ে যাহা করণীয় বলিয়া বলিতেছ, তাহাই আমারও অভিমত বলিয়া জানিও ॥ ৩৯

যমপ্যত্র যথান্যায়ং কুরু কার্য্যমনন্তরম্ ॥ ৪০

সঞ্জয় উবাচ।

সোঽবতীর্য্য রথোপস্থাদসম্ভ্রান্তো ধনঞ্জয়ঃ
গাণ্ডীবং ধনুরাদায় তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥ ৪১
তমভ্যধাবন্ ক্রোশন্তঃ ক্ষত্রিয়া জয়কাঙ্ক্ষিণঃ।
ইদং ছিদ্রমিতি জ্ঞাত্বা ধরণীস্থং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৪২
তমেকং রথবংশেন মহতা পর্য্যবারয়ন্।
বিকর্ষন্তশ্চ চাপানি বিসৃজন্তশ্চ সায়কান্ ॥ ৪৩
শস্ত্রাণি চ বিচিত্রাণি ক্রুদ্ধাস্তত্র ব্যদর্শয়ন্।
ছাদয়ন্তঃ শরৈঃ পার্থং মেঘা ইব দিবাকরম্ ॥ ৪৪
অভ্যাদ্রবন্ত বেগেন ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়র্ষভম্।
নরসিংহং রথোদারাঃ সিংহং মত্তা ইব দ্বিপাঃ ॥ ৪৫
তত্র পার্থস্য ভুজয়োর্মহদ্বলমদৃশ্যত।
যৎ ক্রুদ্ধা বহুলাঃ সেনাঃ সর্বতঃ সমবারয়ৎ ॥ ৪৬

অর্জুন বলিলেন,—কেশব! আমি এই সমস্ত সৈন্যদিগকে রুদ্ধ করিয়া রাখিব। আপনিও এখন যাহা কর্তব্য, তাহা যথাযথরূপে সম্পন্ন করুন ॥ ৪০

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! অর্জুন কোনরূপ বিচলিত না হইয়াই রথের আসন হইতে উঠিয়া নীচেতে দাঁড়াইলেন এবং গাণ্ডীব ধনু হাতে লইয়া অবিচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ৪১

ধনঞ্জয়কে ভূতলে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া "ইহাই উপযুক্ত সময়" এই কথা বলিতে বলিতে জয়াভিলাষী ক্ষত্রিয়গণ গর্জন করিতে থাকিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৪২

তখন ক্ষত্রিয়গণ সকলেই মিলিতভাবে রথসমূহের দ্বারা একক অর্জুনকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তখন ইহারা সকলেই বহু আকর্ষণ পূর্বক অর্জুনের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩

যেরূপ মেঘ সূর্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ বাণসমূহের দ্বারা কুন্তীনন্দন অর্জুনকে আচ্ছাদিত করিতে থাকিয়া কুপিত কৌরব-সৈন্যগণ সেখানে বিচিত্র অস্ত্রসকল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪

যেরূপ মদমত্তহস্তিগণ একটি সিংহের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সব শ্রেষ্ঠ রথী ক্ষত্রিয়বৃষ ক্ষত্রিয়কুল নরসিংহ অর্জুনের উপর তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন ॥ ৪৫

সেই সময় এস্থলে অর্জুনের দুই বাহুর মহাবল সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। তিনি তখন কুপিত হইয়া এই বিশাল কৌরব-

অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য্য দ্বিষতাং সর্বতো বিভুঃ।
ইষুভির্বহুভিস্তূর্ণং সর্বানেব সমাবৃণোৎ ॥ ৪৭
তত্রান্তরিক্ষে বাণানাং প্রঘাতানাং বিশাম্পতে।
সজ্ঞর্ষেণ মহাচিত্রান্ পাবকঃ সমজায়ত ॥ ৪৮
তত্র তত্র মহেষ্বাসৈঃ খলদ্ভিঃ শোণিতোক্ষিতৈঃ।
হয়ৈর্নাগৈশ্চ সম্ভিন্নৈর্নদদ্ভিশ্চারিকর্ষণৈঃ ॥ ৪৯
সংরম্ভৈশ্চারিভির্বীরৈঃ প্রার্থয়দ্ভির্জয়ং মৃধে।
একস্যৈবাভবদ্ ভূয়ো রূপং সমজায়ত ॥ ৫০
শরৌঘিণং ধ্বজাবর্তং নাগনক্রং রথত্রদম্।
পদাতিমৎস্যকলিলং শঙ্খদুন্দুভিনিঃস্বনম্ ॥ ৫১
অসংখ্যেয়মপারঞ্চ রথৌঘিণমতীব চ।
উষ্ণীষকমঠং ছত্রপতাকাফেনমালিনম্ ॥ ৫২
রথসাগরমক্ষোভ্যং মাতঙ্গাঙ্গশিলাচিতম্
বেলাভূতস্তথা পার্থঃ পত্রিভিঃ সমবারয়ৎ ॥ ৫৩

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
অর্জুনে ধনুষঃ প্রাপ্তে হয়হস্তে চ কেশবে।
এতদন্তরমাসাদ্য কথং পার্থো ন ঘাতিতঃ ॥ ৫৪

সঞ্জয় উবাচ।
সদ্যঃ পাথিব পার্থেন নিরুদ্ধাঃ সর্বপার্থিবাঃ।
রথস্থা ধনুষীন্দ্রেণ বাক্যমজ্ঞাপনং যথা ॥ ৫৫
স পার্থঃ পার্থিবান্ সর্বান্ ভূমিস্থোঽপি রথস্থিতান্।
একো নিবারয়ামাস লোভঃ সর্বগুণানিব ॥ ৫৬
ততো জনার্দনঃ সংখ্যে প্রিয়ং পুরুষসত্তমম্।
অসম্ভ্রান্তো মহাবাহুরর্জুনং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫৭
ঊনপানমিহাস্মাকং নালমস্তি রণেঽর্জুন।
পরীপ্সন্তে জলং চেমে পেয়ং ন স্ববসাহনম্ ॥ ৫৮
ইদমম্ভোঽসম্ভ্রান্তো ব্রুবন্নেব মেদিনীম্।
অভিহত্যার্জুনশ্চক্রে বাজিপানং শরঃ শুভম্ ॥ ৫৯

সৈন্যবাহিনীকে সকলদিকেই যেখানে সেখানে প্রতিরোধ করিয়া দিলেন ॥ ৪৬

শক্তিশালী অর্জুন স্বীয় অস্ত্র সকলের দ্বারা শত্রুবর্গের সমস্ত অস্ত্রই চারিদিক্ দিয়াই প্রতিহত করত নিজের বহুসংখ্যক বাণের দ্বারা অভিহত তাঁহাদের সকলকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৭

প্রজানাথ! সেখানে অন্তরিক্ষে অতিশয় সংশ্লিষ্ট বাণসকলের সঙ্ঘর্ষে তীব্র ও বিশাল অগ্নিশিখাসহ অগ্নি উৎপন্ন হইল ॥ ৪৮

তদনন্তর যেখানে সেখানে শোণিতলিপ্ত মহাবলদের যোদ্ধারা ধাবাইতে ধাবাইতে অর্জুনের শত্রুনাশক বাণসকলের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া চীৎকার পূর্বক হস্তী, অশ্ব এবং রথারোহী ক্রুদ্ধ বীরগণের একত্রে নিষিড়ভাবে সমাবেশ হওয়ায় সেই স্থানে অতিশয় উষ্ণতা (গরমভাব) প্রকাশ পাইল ॥ ৪৯-৫০

এই সময় অর্জুন অসংখ্য, অপার, দুর্লঙ্ঘ্য এবং অক্ষোভ্য রথসমূহের নীরাবর্তী তটপ্রান্তভূমি হইয়া স্বীয় বাণসমূহে উহাকে রুদ্ধ করিয়া দিলেন। এই রথসাগরে বাণসমূহরূপ তরঙ্গমালা উঠিতেছিল। উড্ডীয়মান ধ্বজসকল তাহার আবর্ত (ঘূর্ণী), হস্তীরা নক্র এবং পদাতি সৈন্যরা মৎস্যসদৃশ প্রতীত হইতেছিল। শঙ্খ ও দুন্দুভিসকলের ধ্বনি এই রথসাগরের গম্ভীর গর্জন বলিয়া মনে হইতেছিল। রথসমূহ উচ্চ উচ্চ শরীরের ন্যায়, যোদ্ধাগণের উষ্ণীষ (পাগ্‌ড়ী) কচ্ছপতুল্য, ছত্র ও পতাকাশ্রেণী ফেনরাশিসদৃশ এবং মদমত্ত হস্তিগণের দেহসমূহ উচ্চ উচ্চ শিলাখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া সেই সৈন্যসাগরকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল ॥ ৫১-৫৩

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! যখন অর্জুন রথ হইতে ভূতলে নামিয়া আসিল এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অশ্বগণের চিকিৎসায় হস্তার্পণ করিলেন, তখন অবসর পাইয়া আমার সৈন্যরা কুন্তীনন্দন অর্জুন কেন বধ করিল না? ॥ ৫৪

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই সময় পার্থ ভূতলে অবস্থান হইয়া রথে উপবিষ্ট সমস্ত ভূপালগণকে সেইভাবে রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ বেদবিরুদ্ধ বাক্যকে সকলে অগ্রাহ্য করিয়া থাকে ॥ ৫৫

অর্জুন একাকীই ভূতলে অবস্থান করিয়া রথে উপবিষ্ট সমস্ত ভূপতিদিগকে সেইরূপে রুদ্ধ করিয়া দিলেন, যেরূপ লোভ সকল গুণকে নিবারণ করিয়া থাকে ॥ ৫৬

তদনন্তর অবিচলিতচিত্ত মহাবাহু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধস্থলে স্বীয় প্রিয়সখা পুরুষপ্রবর অর্জুনকে এই কথা বলিলেন ॥ ৫৭

অর্জুন! এখানে অশ্বগণের পান করিবার উপযুক্ত পর্য্যাপ্ত জল নাই। ইহারা এখন পানযোগ্য জলই কামনা করিতেছে। ইহাদের স্থানের কোন ইচ্ছা নাই ॥ ৫৮

"এস্থানে ইহাদের পানযোগ্য স্বচ্ছ জল আছে" এই কথা বলিয়া অর্জুন কোনরূপ বিলম্ব না হইয়াই অবহেলায় পৃথিবীকে আঘাত করত অশ্বগণের পান করিবার যোগ্য জলে পূর্ণ একটি সুন্দর সরোবর উৎপন্ন করিলেন ॥ ৫৯

হংস-কারণ্ডবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্।
সুবিস্তীর্ণং প্রসন্নাম্ভঃ প্রফুল্লবরপঙ্কজম্ ॥ ৫০
কূর্ম-মৎস্যগণাকীর্ণমগাধমুবিসেবিতম্।
আগচ্ছন্নারদমুনির্দর্শনার্থং কৃতঃ ক্ষণাৎ ॥ ৫১
শরবংশং শরস্তম্বং শরাচ্ছাদনমদ্ভুতম্।
শরবেশ্মাকরোৎ পার্থস্তষ্টৈবাদ্ভুতকর্মকৃৎ ॥ ৫২

এই সরোবর হংস কারণ্ডবাদি জলচর জন্তুসমূহে পূর্ণ ছিল। চক্রবাকসমূহ ইহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। স্বচ্ছ জলে পূর্ণ এই বিশাল সরোবরে সুন্দর পদ্মসকল বিকসিত ছিল ॥ ৫০

এই অগাধ জলাশয় কচ্ছপ ও মৎস্যে পরিপূর্ণ ছিল। ঋষিগণ ইহার জল উপভোগ করেন। তৎক্ষণাৎ অস্ত্রের দ্বারা উৎপন্ন তাদৃশ যোগাভ্যাসসম্পন্ন এই সরোবরকে দর্শন করিবার জন্য দেবর্ষি নারদ সেখানে শুভাগমন করিলেন ॥ ৫১

বিস্ময়কর অদ্ভুতকর্মকারী অর্জুন সেখানে বাণসকলের দ্বারা একটি আশ্চর্যময় গৃহ নির্মাণ করিলেন। যে গৃহে বাণ সকলেরই বাঁশ, বাণসকলই স্তম্ভ এবং বাণসমূহই আচ্ছাদন ছিল।

মহাত্মা অর্জুনকর্তৃক এই বাণময় গৃহনির্মিত হইলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে বলিলেন,—অর্জুন! উত্তম, উত্তম ॥ ৫২-৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি বিন্দানুবিন্দবধে অর্জুনসরো-নির্মাণে চ একোনশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে বিন্দানুবিন্দবধ এবং অর্জুনের সরোবরনির্মাণবিষয়ক একোনশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শততমোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীকৃষ্ণস্যাস্ত্রপরিচর্য্যা, পান-ভোজনানন্তরং হৃষ্ট-পুষ্টাশ্বেগদ্বারা পুনঃ শত্রুসৈন্যাক্রমতোঽর্জুনস্য জয়দ্রথাভিগমনঞ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।

সলিলে জনিতে তস্মিন্ কৌন্তেয়েন মহাত্মনা।
নিস্তারিতে দ্বিষৎসৈন্যে কৃতে চ শরবেশ্মনি ॥ ১
বাসুদেবো রথাৎ তূর্ণমবতীর্য্য মহাদ্যুতিঃ।
মোচয়ামাস তুরগান্ বিদ্রুতান্ কঙ্কপত্রিভিঃ ॥ ২
অদৃষ্টপূর্বং তদ্ দৃষ্ট্বা সাধুবাদো মহানভূৎ।
সিদ্ধ-চারণসঙ্ঘানাং সৈনিকানাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ৩
পদাতিনং তু কৌন্তেয়ং যুধ্যমানং মহারথাঃ।
নাশকুবন্ বারয়িতুং তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৪
আপতৎসু রথৌঘেষু প্রভূতগজবাজিষু।
নাসম্ভ্রমৎ তদা পার্থস্তদস্ত পুরুষানতি ॥ ৫

শততম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রপরিচর্য্যা এবং পান-ভোজনের পর হৃষ্ট-পুষ্ট অশ্বগণের দ্বারা অর্জুনকর্তৃক পুনরায় শত্রুসৈন্যের উপর আক্রমণ করিতে করিতে জয়দ্রথের দিকে অগ্রগমন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন মহাত্মা কুন্তীকুমার অর্জুন সেই জলপূর্ণ সরোবর উৎপন্ন করিলেন, শত্রুগণের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করিয়া দিলেন এবং বাণসকলের দ্বারা একটি গৃহ নির্মাণ করিলেন, তখন মহাতেজস্বী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিসত্বর রথ হইতে নামিয়া কঙ্কপক্ষযুক্ত বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত অশ্বগণকে মুক্ত করিলেন ॥ ১-২

এই অদৃষ্টপূর্ব কার্য্য দেখিয়া সিদ্ধ, চারণ ও সৈন্যগণের মুখ হইতে নিঃসৃত অতিশয় সাধুবাদ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ৩

পদাতি হইয়া যুদ্ধরত কুন্তীকুমার অর্জুনকে সমস্ত মহারথী বীরগণ মিলিত হইয়াও নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না; ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়াই সকলের মনে হইতে লাগিল ॥ ৪

রথী বীরগণ এবং বহুসংখ্যক হস্তী ও অশ্বারোহী যোদ্ধা তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন, তথাপি সেই সময় কুন্তীকুমার

ব্যসৃজন্ত শরৌঘাংস্তে পাণ্ডবং প্রতি পার্থিবাঃ।
ন চাব্যথত বর্ষাস্ত্রো বাসবিঃ পরবীরহা ॥ ৬
স তানি শরজালানি গদাঃ প্রাসাংশ্চ বীর্যবান্।
আগতানগ্রসৎ পার্থঃ সরিতঃ সাগরো যথা ॥ ৭
অস্ত্রবেগেন মহতা পার্থো বাহুবলেন চ।
সর্বেষাং পার্থিবেন্দ্রাণামগ্রসৎ তান্ শরোত্তমান্ ॥ ৮
তৎ তু পার্থস্য বিক্রান্তং বাসুদেবস্য চোভয়োঃ।
অপূজয়ন্ মহারাজ কৌরবা মহদদ্ভুতম্ ॥ ৯
কিমদ্ভুততমং লোকে ভবিতাপ্যথবা ভবেৎ।
যদস্মান্ পার্থ-গোবিন্দৌ মোচয়ামাসতুঃ রণে ॥ ১০
তয়ঃ বিপুলমস্মাস্থ ভাবয়ন্তাঃ নরোত্তমৌ।
তেজো বিদধতুশ্চোগ্রং বিস্ফার্যৌ রণমূর্ধনি ॥ ১১
অথ স্মরন্ হৃষীকেশঃ শ্রীবৎস ইব ভারত।
অর্জুনেন কৃতে সংখ্যে শরগর্ভগৃহে তথা ॥ ১২

অর্জুন অল্পও বিচলিত হইলেন না। তাঁহার এই ধৈর্য ও সাহস সমস্ত পুরুষগণের অপেক্ষা অধিক ছিল ॥ ৫

সকল ক্ষত্রিয়গণ পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের উপর চারিদিক্ দিয়া বাণবর্ষণ করিতে থাকিলেও শত্রুবীরহন্তা ইন্দ্রকুমার বর্ষাস্ত্র অর্জুন অল্পও ব্যথিত হইলেন না ॥ ৬

এই পরাক্রমশালী কুন্তীকুমার অর্জুন সেই বাণসমূহকে এবং গদা ও প্রাসসকলকে নিজের নিকটে আসিবার পূর্বেই সেইভাবে গ্রাস করিতে লাগিলেন, যেরূপ সমুদ্র নদীসকলকে নিজের মধ্যে মিশাইয়া লইয়া থাকে ॥ ৭

অর্জুন নিজ অস্ত্রসমূহের বেগ ও ভুজবলে সমস্ত রাজাধিরাজদিগের উত্তমোত্তম বাণসকলকে নষ্ট করিতে লাগিলেন ॥ ৮

মহারাজ! অর্জুন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের উভয়েরই সেই অত্যন্ত অদ্ভুত পরাক্রমকে সমস্ত কৌরবগণ ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন ॥ ৯

জগতে ইহা অপেক্ষা অত্যন্ত অদ্ভুত ঘটনা আর কি হইতে পারে অথবা হইয়াছে যে, অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম মধ্যেও নিজেদের অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ১০

এই দুই নরশ্রেষ্ঠ বীর আমাদের সকলেরই মহাভয় উৎপন্ন করিলেন এবং যুদ্ধের অগ্রভাগে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া নিজেদের ভয়ানক তেজ দেখাইতে লাগিলেন ॥ ১১

ভরতসত্তম! যুদ্ধস্থলে অর্জুনকর্তৃক নির্মিত সেই বাণময় গৃহে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেইভাবে হাস্যসহকারে নির্ভয়চিত্তে অবস্থান

উপাবর্তন্মধ্যগ্রস্তানশ্বান্ পুরুষর্ষভঃ।
মিষতাং সর্বসৈন্যানাং ধনীয়ানাং বিশাম্পতে ॥ ১৩
তেষাং শ্রমঞ্চ গ্লানিঞ্চ বমথুং বেপথুং রণান্।
সর্বং ব্যপানুদৎ কৃষ্ণঃ কুশলো হ্যস্ত্রকর্মণি ॥ ১৪
শল্যানুদ্ধৃত্য পাণিভ্যাং পরিমৃজ্য চ তান্ হয়ান্।
উপাবর্ত্য যথান্যায়ং পায়য়ামাস বারি সঃ ॥ ১৫
স তাঁল্লব্ধোদকান্ স্নাতান্ জগ্ধান্নান্ বিগতক্লমান্।
যোজয়ামাস সংহৃষ্টঃ পুনরেব রথোত্তমে ॥ ১৬
স তং রথবরং শৌরিঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
সমাস্থায় মহাতেজাঃ সার্জুনঃ প্রযযৌ ক্রতম্ ॥ ১৭
রথং রথবরস্তাভ্যাং যুক্তং লক্ষোদকৈর্হয়ৈঃ।
দৃষ্ট্বা কুরুবলশ্রেষ্ঠাঃ পুনর্বিমনসোঽভবন্ ॥ ১৮
বিনিঃশ্বসন্তস্তে রাজন্ ভয়দাস্ত্রা ইবোরগাঃ।
বিগতো বিগতঃ পার্থঃ কৃষ্ণশ্চেত্যব্রুবন্ পৃথক্ ॥ ১৯

করিতে লাগিলেন, যেরূপ শ্রীগর্ভমধ্যে কোন পুরুষ অবস্থান করিয়া থাকে ॥ ১২

প্রভানাথ! কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ আপনার সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই উদ্বেগশূন্য হইয়া সেই অশ্বদিগকে বিশ্রাম করাইলেন।

অশ্বগণকে চিকিৎসা করিতে নিপুণ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের পরিশ্রম, গ্লানি, বমন, কম্পন এবং ক্ষতসকল—এ সমস্ত দূরই দূর করিয়া দিলেন ॥ ১৩-১৪

তিনি স্বীয় দুই হস্তে বাণসকলকে বাহির করিয়া দিয়া সমস্ত মলিনতা ধৌত করিয়া দিলেন এবং যথাবিধভাবে বিশ্রাম করাইয়া তাহাদিগকে জলপান করাইলেন ॥ ১৫

শ্রীকৃষ্ণ অশ্বগণকে জল খাওয়াইয়া স্নান করাইয়া দিলেন। তারপর ঘাস ও খৃষ্টিপ্রভৃতি খাওয়াইলেন এবং যখন তাহাদের সকল ক্লান্তি দূর হইল, তখন পুনরায় উত্তম রথে তাহাদিগকে প্রসন্নচিত্তে যোজনা করিলেন ॥ ১৬

তদনন্তর সমস্ত অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ সেই উত্তম রথে অর্জুনের সহিত আরোহণ করিয়া তীব্রবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ১৭

রথিগণের মধ্যে প্রধান অর্জুনের সেই রথে সমরাঙ্গণে জলপান করাইয়া স্বস্থচিত্ত অশ্বগণকে যোজিত হইতে দেখিয়া কৌরবসৈন্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীরগণ বিষণ্ণ হইয়া যাইলেন ॥ ১৮

রাজন্! তাহারা সর্পগণের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে

ৎসেনাঃ সর্বতো দৃষ্ট্বা লোমহর্ষণমদ্ভুতম্।
ধরধ্বমিতি চাক্রন্দন্ নৈতদস্তীতি চাব্রুবন্॥ ২০
সর্বক্ষত্রস্য মিষতো রথেনৈকেন দংশিতৌ।
বালঃ ক্রীড়নকেনেব কদর্থীকৃত্য নো বলম্॥ ২১
ক্রোশতাং যতমানানামসংসক্তৌ পরন্তপৌ।
দর্শয়িত্বাত্মনো বীর্য্যং প্রযাতৌ সর্বরাজসু॥ ২২
(যথা দৈবাসুরে যুদ্ধে তৃণীকৃত্য চ দানবান্।
ইন্দ্রাবিষ্ণূ পুরা রাজন্ জগতস্য বধকাঙ্ক্ষিণৌ॥)
তৌ প্রযাতৌ পুনর্দৃষ্ট্বা তদান্তে সৈনিকাব্রুবন্।
ধরধ্বং কুরবঃ সর্বে রথে কৃষ্ণ-কিরীটিনোঃ॥ ২৩
রথযুক্তৌ হি দাশার্হৌ মিষতাং সর্বধন্বিনাম্।
অস্ত্রপ্রধানৌ বাহ্যেষু কদর্থীকৃত্য নো রণে॥ ২৪
তত্র কেচিন্মিথো রাজন্ সমভাষন্ত ভূমিপাঃ।

অদৃষ্টপূর্বং সংগ্রামে তদ্ দৃষ্ট্বা মহদদ্ভুতম্॥ ২৫
সর্বসৈন্যানি রাজা চ ধৃতরাষ্ট্রোঽভ্যয়াৎ পতঃ।
দুর্যোধনাপরাধেন ক্ষয়ং কৃৎস্না চ মেদিনী॥ ২৬
বিলয়ং সমনুপ্রাপ্তা তচ্চ রাজা ন বুধ্যতে
ইত্যেবং ক্ষত্রিয়াস্তত্র ক্রবন্ত্যন্যে চ ভারত॥ ২৭
সিন্ধুরাজস্য যৎকৃত্যং দ্রৌপদ্যা যমসাদনম্।
তৎ করোতু বৃথাদৃষ্টির্ধার্তরাষ্ট্রোঽনুপায়বিৎ॥ ২৮
ততঃ শীঘ্রতরং প্রায়াৎ পাণ্ডবঃ সৈন্ধবং প্রতি।
বিবর্তমানে তিগ্মাংশৌ দৃষ্টে পাঞ্চালদৈবতৈঃ॥ ২৯
তং প্রয়ান্তং মহারাজং সর্বশস্ত্রভৃতাং বরম্।
নাশকন্ বারয়িতুং যোধাঃ ক্রুদ্ধমিবান্তকম্॥ ৩০
বিদ্রাব্য তু ততঃ সৈন্যং পাণ্ডবঃ শত্রুতাপনঃ।
যথা মৃগগণান্ সিংহঃ সৈন্ধবার্থে ব্যলোড়য়ৎ॥ ৩১

উঠাইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলিতে লাগিলেন—অহো! আমাদের ধিক্, ধিক্, অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া যাইলেন॥ ১৯

আপনার সমস্ত সৈন্যগণ এই অদ্ভুত রোমাঞ্চকারী ব্যাপার দেখিয়া নিজ নিজ সারথিকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—বীরগণ! ইহা হইতে পারে না। তোমরা সকলে অতিশীঘ্র অর্জুনের পশ্চাদ্ধাবন কর॥ ২০

আমরা সকলে কোলাহল করিতে থাকিয়া উহাদের প্রতিরোধ করিবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া যাইব; কিন্তু ইহাতে হয় ত' কিছুই হইবে না। শত্রুসন্তাপক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন আমাদের সকলের সাক্ষাতেই আমাদের সমস্ত অবহেলা করিয়া একমাত্র রথের দ্বারাই সম্পূর্ণ রাজমণ্ডলী মধ্যে নিজেদের পরাক্রম দেখাইয়া সেইভাবে নির্ভিন্ন অগ্রসর হইতে লাগিলেন, যেরূপ কোন বালক খেলনা নিয়া খেলা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া থাকে॥ ২১-২২

রাজন্! পূর্বকালে যেরূপ দেবাসুর-সংগ্রামে জগদ্বাসুরকে বধ করিবার ইচ্ছায় ইন্দ্র ও ভগবান্ বিষ্ণু দানবগণকে তৃণের ন্যায় গণনা না করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করিবার ইচ্ছায় তীব্রবেগে অগ্রসর হইতে দেখিয়া অন্যান্য সৈন্যরা বলিতে লাগিলেন,—কৌরবগণ! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বধ করিবার জন্য তোমরা সকলে শীঘ্র উদ্যুক্ত হও। এই প্রকারে রথে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সকলকেই অবহেলা করিয়া বহুক্ষণ বীর আমাদের সাক্ষাতেই জয়দ্রথের দিকে অগ্রসর হইতেছেন॥ ২৩-২৪

রাজন্! সেখানে কোন কোন কুশলি সমরাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সেই অত্যন্ত অদ্ভুত অদৃষ্টপূর্ব কার্য্য দেখিয়া পরস্পর নিজেদের এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন॥ ২৫

একমাত্র দুর্যোধনের অপরাধেই রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁহার সমস্ত সৈন্যবাহিনী ভরতের বিনাশের মধ্যে পতিত হইয়াছেন এই কথা রাজা ধৃতরাষ্ট্রও বুঝিতে পারিতেছেন না।

ভারত! এইরূপে অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ নিম্নলিখিত ভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন,—যোগ্য উপায়বিহীন অন্ধচক্ষু এবং মিথ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন রাজা ধৃতরাষ্ট্র যমলোকে গত সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের যাহা ঔর্ধ্বদৈহিক (পারলৌকিক) কৃত্য আছে, তাহা এখন সম্পাদন করুন॥ ২৬-২৮

তদনন্তর ধনঞ্জয় হর্ষ ও উৎসাহপূর্ণ অবস্থার দ্বারা পাণ্ডুনন্দন অর্জুন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের দিকে তীব্রগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই সময় সূর্যদেব অস্তাচলের শিখরের দিকে পরিবর্তিত হইয়া যাইলেন॥ ২৯

যেরূপ ক্রুদ্ধ যমরাজকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব, সেইরূপ অগ্রসরমাণ সমস্ত অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবাহু অর্জুনকে আপনার সৈন্যরা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না॥ ৩০

যেরূপ সিংহ একাকী মৃগগণের দলকে তাড়াইয়া লইয়া গিয়া মথিত করে, সেইরূপ শত্রুসন্তাপক পাণ্ডুনন্দন অর্জুন আপনার সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে থাকিয়া বধ ও বিনষ্ট করিতে লাগিলেন॥ ৩১

পাঞ্চজন্যধ্বনীকানি তূর্ণমশ্বানচোদয়ৎ।
বলাকাভং তু দাশার্হঃ পাঞ্চজন্যং ব্যনাদয়ৎ ॥ ৩১
কৌন্তেয়েনাগ্রতঃ সৃষ্টা স্তপতন্ পৃষ্ঠতঃ শরাঃ।
তূর্ণং তূর্ণতরং স্থস্থাঃ প্রাবহন্ বাতরংহসঃ ॥ ৩২
ততো নৃপতয়ঃ ক্রুদ্ধাঃ পরিবব্রুর্ধনঞ্জয়ম্।
ক্ষত্রিয়া বহবশ্চাস্তে জয়দ্রথবধৈষিণম্ ॥ ৩৪
সৈন্ধবেষু বিপ্রযাতেষু নিষ্টিতং পুরুষর্ষভম্।
দুর্যোধনোঽথরাৎ পার্থং ত্বরমাণো মহাহবে ॥ ৩৫

বাতোদ্ধূতপতাকং তং রথং জলদনিঃস্বনম্।
ঘোরং কপিবরং দৃষ্ট্বা বিষণ্ণা রথিনোঽভবন্ ॥ ৩৬
দিবাকরেঽথ রজসা সর্বতঃ সংবৃতে ভৃশম্।
শরার্তাশ্চ রণে যোধাঃ শেকুঃ কৃচ্ছ্রো ন বীক্ষিতুম্ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং-
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি সৈন্ধবিষয়ে
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥

সৈন্যগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে হইতে শ্রীকৃষ্ণ তীব্রবেগে অশ্বদিগকে চালনা করিলেন এবং বকপঙ্‌ক্তির ন্যায় শুভ্রবর্ণ স্বীয় পাঞ্চজন্য শঙ্খকে উচ্চৈঃস্বরে বাজাইতে লাগিলেন ॥ ৩১

বায়ুসদৃশ বেগগামী অশ্ব এতাদৃশ তীব্রাতিতীব্রগতিতে রথ লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল যে, কুন্তীনন্দন অর্জুন তাহাদের অগ্রভাগে বাণ নিক্ষেপ করিলেও সেই বাণ তাহাদের রথের পশ্চাদ্‌ভাগে পড়িতে থাকিল ॥ ৩৩

তাহার পর অতিশয় ক্রুদ্ধ বহুসংখ্যক নরপতি এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ জয়দ্রথকে বধ করিতে অভিলাষী অর্জুনকে চারিদিক্ দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৪

সৈন্যগণ এইরূপে দৃঢ়তা অবলম্বন করিলে পর পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন কিছুক্ষণ ঈক্ষণ করিয়া রহিলেন। এই সময়ের মধ্যে সেই মহাসংগ্রামে রাজা দুর্যোধন ত্বরাপরতন্ত্র হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন ॥ ৩৫

বায়ুদ্বারা এই সময় অর্জুনের রথের পতাকা উড্ডিয়মান হইতেছিল। এই রথের তখন মেঘগর্জনসদৃশ গম্ভীর গর্জনধ্বনি হইতেছিল এবং ধ্বজের উপরে বানরবীর হনুমান্ বিরাজমান ছিলেন। এতাদৃশ ভয়ঙ্কর রথকে দেখিয়া সমস্ত রথী বীরগণ বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৩৬

এই সময় সর্বদিক্ হইতে এতাদৃশ ধূলি উড়িতে লাগিল যে, তাহার দ্বারা সূর্যদেব আচ্ছাদিত হইয়া যাইলেন। সেই রণাঙ্গনে বাণপীড়িত সৈন্যগণ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের দিকে চক্ষু তুলিয়া দেখিবারও সাহস করিতে পারিল না ॥ ৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে সৈন্যগণের বিস্ময়বিষয়ক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অগ্রে সঞ্জয়ের শ্রীকৃষ্ণার্জুনৌ দৃষ্ট্বা কৌরবসৈন্যানাং নিরাশা, যুদ্ধায় তত্র দুর্য্যোধনস্যাগমনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

অংসয়ন্ত ইব মজ্জানস্তাবকানাং ভয়াত্নৃপ।
তৌ দৃষ্ট্বা সমতিক্রান্তৌ বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ১

সর্বে তু প্রতিসংরব্ধা ভ্রীমন্তঃ সত্ত্বচোদিতাঃ।
স্থিরীভূতা মহাত্মানঃ প্রত্যগচ্ছন্ ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২

তে গতাঃ পাণ্ডবং যুদ্ধে রোষামর্ষসমন্বিতাঃ।
তেঽস্তাপি ন নিবর্ত্তন্তে সিন্ধবঃ সাগরাদিব ॥ ৩

অনন্তস্য স্তবর্ত্তন্ত বেদেভ্য ইব নাস্তিকাঃ।
নরকং ভজমানাস্তে প্রত্যপদ্যন্ত কিল্বিষম্ ॥ ৪

তাবতীতা রথানীকং বিমুক্তৌ পুরুষর্ষভৌ।
দদৃশাতে যথা রাহোরাস্যাদ্মুক্তৌ প্রভাকরৌ ॥ ৫

মৎস্যাবিব মহাজালং বিদার্য্য বিগতক্লমৌ।
তথা কৃষ্ণাবদৃশ্যেতাং সেনাজালং বিদার্য্য তৎ ॥ ৬

বিমুক্তৌ শস্ত্রসম্বাধাদ্ দ্রোণানীকাৎ সুদুস্তরাৎ।
অদৃশ্যেতাং মহাত্মানৌ কালসূর্য্যাবিবোদিতৌ ॥ ৭

অস্ত্রসম্বাধনির্মুক্তৌ বিমুক্তৌ শস্ত্রসঙ্কটাৎ।
অদৃশ্যেতাং মহাত্মানৌ শক্রসম্বাধকারিণৌ ॥ ৮

বিমুক্তৌ জ্বলনস্পর্শাদুরগাস্যাজ্জবাবিব।
অক্ষোভয়েতাং সেনাং তৌ সমুদ্রং মকরাবিব ॥ ৯

তাবকাস্তব পুত্রাশ্চ দ্রোণানীকস্য রক্ষিতারঃ।
নৈতৌ তরিষ্যতো দ্রোণমিতি চক্রুস্তদা মতিম্ ॥ ১০

তৌ তু দৃষ্ট্বা সমতিক্রান্তৌ দ্রোণানীকং মহাত্মানৌ।
নাশমংস্তুর্য্যাস্তারাজ সিন্ধুরাজস্য জীবিতম্ ॥ ১১

একাধিকশততম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া কৌরবসৈন্যদের নিরাশা এবং যুদ্ধের জন্য দুর্য্যোধনের সেস্থলে আগমন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—হে নৃপ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে সকলে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া আপনার সৈন্যদের সকল মজ্জা যেন বিলুপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ১

তারপর এই সব মহাত্মা বীরগণ ধৈর্য্যধারণ করিয়া সাহসের সহিত যুদ্ধের জন্য স্থিরচিত্তে সত্ত্বরে অর্জুনের দিকে যাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২

যে সমস্ত যোদ্ধা রোষ ও অমর্ষে পূর্ণ হইয়া পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের সম্মুখে যাইলেন, তাঁহারা সকলেই সমুদ্র পর্য্যন্ত যাইয়া নদীসকলের ন্যায় যেমন আর প্রত্যাবৃত্তি হয় না, সেই আর ফিরিয়া আসিলেন না।

যেরূপ নাস্তিক পুরুষগণ বেদসমূহ হইতে (বেদোক্ত বিধিসমূহ হইতে) দূরে থাকে, সেইরূপ যাহারা অধম সৈন্য ছিল, তাহারা অর্জুনের সম্মুখে যাইয়াও ফিরিয়া আসিতে লাগিল (অর্থাৎ এই সব অধম সৈন্য পলায়নপরায়ণ হইয়া পলাইয়া যাইল।) তাহারা নরকে পতিত হইয়া পাপের ফল ভোগ করিতে বাধ্য হইবে ॥ ৩-৪

রথী বীর সৈন্যগণকে অতিক্রম করত সৈন্যশ্রেণী হইতে মুক্ত হইয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন রাহুর মুখ হইতে সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন ॥ ৫

যেরূপ দুইটি মৎস্য কোন মহাজালকে বিদারিত করিয়া ক্লেশহীন হইয়া যায়, সেইরূপ বিশাল কৌরবসৈন্যদিগকে বিদারিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ক্লেশরহিত হইয়াছেন—ইহা দেখা যাইল ॥ ৬

মহর্ষির অস্ত্রে পরিপূর্ণ আচার্য্য দ্রোণের দুর্ভেদ্য সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়া মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উদিত প্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন ॥ ৭

শত্রুসম্বাধক এই দুই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন অগ্নিতুল্য বাহুকর স্পর্শযুক্ত মকরের মুখ হইতে বিমুক্ত দুইটি মৎস্যের ন্যায় অস্ত্রসঙ্কটের বাধা এবং সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়াছেন—ইহা দেখা যাইল।

যেরূপ দুইটি মকর সমুদ্রকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ ইঁহারা উভয়ে সমস্ত কৌরবসৈন্যদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিলেন: আপনার সৈন্যরা ও পুত্রগণ সেই সময় দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সম্বন্ধে এইরূপ পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, ইঁহারা উভয়ে দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিতে পারিবেন না ॥ ৮-১০

মহারাজ! কিন্তু যখন এই দুই মহাতেজস্বী বীর দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যব্যূহকে অতিক্রম করিয়া যাইলেন, তখন তাঁহাদের উভয়কে দেখিয়া আপনার পুত্রগণের সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের জীবন-সম্বন্ধে কোন আশাই আর রহিল না ॥ ১১

আশা বলবতী রাজন্ সিন্ধুরাজস্য জীবিতে।
দ্রোণ-হার্দিক্যয়োঃ কৃষ্ণৌ ন মোক্ষ্যেতে ইতি প্রভো॥১২
তামাশাং বিফলীকৃত্য সর্বাণৌ তৌ পরন্তপৌ।
দ্রোণানীকং মহারাজ ভোজানীকঞ্চ দুস্তরম্॥ ১৩
অথ দৃষ্ট্বা ব্যতিক্রান্তৌ জ্বলিতাবিব পাবকৌ।
নিরাশাঃ সিন্ধুরাজস্য জীবিতং ন শশংসিরে॥ ১৪
নিষণ্ণ সমভাবেভ্যমভীতৌ ভরতর্ষভৌ।
জয়দ্রথবধে যত্তৌ কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়ৌ॥ ১৫
অসৌ মধ্যে কৃতঃ ষড়ভির্ভরাট্টৈর্মহারথৈঃ।
চক্ষুর্বিষয়সম্প্রাপ্তো ন মে মোক্ষ্যতি সৈন্ধবঃ॥ ১৬
যস্য সমরে গোপ্তা শক্রো দেবগণৈঃ সহ।
তথাপ্যেনং নিহন্তাস্মি ইতি কৃষ্ণাশপত্যাম্॥ ১৭
ইতি কৃষ্ণৌ মহারাজ মিথোঽকথয়তাং তদা।
সিন্ধুরাজমবেক্ষন্তৌ যৎপুত্রা বত চুক্রুশুঃ॥ ১৮
অন্তীতা মরুধন্বানং প্রপান্থৌ তৃষিতৌ গজৌ।
পীত্বা বারি সমাশ্বস্তৌ তথৈবাস্তামরিন্দমৌ॥ ১৯
ব্যাঘ্র-সিংহ-গজাকীর্ণানতিক্রম্য চ পর্বতান্।
বণিজাবিব দুষ্প্রেক্ষ্যৌ তীব্রমৃত্যু-জরাতিগৌ॥ ২০
তথা হি মুখবর্ণোঽয়মনয়োরিতি মেনিরে।
ভাবকা বীক্ষ্য মুক্তৌ তৌ বিক্রোশন্তি স্ম সর্বশঃ॥ ২১
দ্রোণাদাশীবিষাকারাজ্জ্বলিতাবিব পাবকাৎ।
অন্তেভ্যঃ পার্থিবেভ্যশ্চ ভাস্বদ্ভ্যামিব ভাস্করৌ॥ ২২
বিমুক্তৌ সাগরপ্রখ্যাদ্ দ্রোণানীকাদরিন্দমৌ।
অদৃশ্যেতাং মুদা যুক্তৌ সমুদ্যীর্ষাবিবার্ণবং যথা॥ ২৩
অস্ত্রৌঘাগ্নিহতৌ মুক্তৌ দ্রোণহার্দিক্যরক্ষিতাৎ।
রোচমানাবদৃশ্যেতামিত্রাণ্যোঃ সদৃশৌ রণে॥ ২৪

রাজন্! প্রভো! সকল সৈন্যেরই এরূপ চিন্তা ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দ্রোণাচার্য এবং কৃপাচার্য হইতে কোনক্রমেই মুক্তি পাইবেন না; সেইজন্য তাঁহাদের সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের জীবনসম্বন্ধে প্রবল আশা জাগিয়া ছিল। ১০

মহারাজ! শত্রুসন্তাপক এই দুই বীর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন তাহাদের সকলের সেই আশাকে বিফল করিয়া দিয়া দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যের দুস্তর সৈন্যবাহিনীকেও অতিক্রম করিয়া যাইলেন। ১৩

দুইটি প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে লঙ্ঘন করিয়া সেই দুই বীরকে কুশলের সহিত অবস্থান করিতে দেখিয়া আপনার সৈন্যগণ নিরাশ হইয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া দিলেন। ১৪

শত্রুগণের ভয়বর্ধনকারী এবং নিজেরা নির্ভয়চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন পরস্পর জয়দ্রথের বধবিষয়ে এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। ১৫

যদিও ধৃতরাষ্ট্রের ছয় মহারথী পুত্র জয়দ্রথকে নিজেদের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিয়াছে, তথাপি যদি সে একবার আমাদের দৃষ্টিপথে আসে, তবে সে আর জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। ১৬

যদি দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ ইন্দ্রও রণাঙ্গনে এই জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে আসেন, তাহা হইলেও আমরা উভয়ে অবশ্যই তাহাকে বধ করিব। এইভাবে তাঁহারা উভয়ে পরস্পর কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। ১৭

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে অন্বেষণ করিতে করিতে মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সেই সময় যখন পরস্পর পূর্বোক্ত আলোচনা করিতেছিলেন, তখন আপনার পুত্রগণ উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিতে লাগিলেন। ১৮

যেরূপ মরুভূমিকে উত্তরণ করিয়া দুইটি পিপাসার্ত হাতী জল পান করিয়া তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ মৃত্যু ও জরা-(বার্ধক্য) হীন শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনও সৈন্যদিগকে লঙ্ঘন করিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। ১৯

যেরূপ ব্যাঘ্র, সিংহ ও হাতীদিগের দ্বারা পূর্ণ পর্বতকে লঙ্ঘন করিয়া দুইটি বণিক্‌কে প্রসন্ন হইতে দেখা যায়, সেইরূপ মৃত্যু ও জরারহিত শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকেও সেই সৈন্যদিগকে অতিক্রম করিয়া সন্তুষ্ট হইতে দেখা যাইল। ২০

এই উভয়ের মুখবর্ণই তখন সেইরূপই ছিল, ইহাই সকল সৈন্যগণ মনে করিতে লাগিল। বিষণ্ণ বর্ণ ও প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ দ্রোণাচার্য এবং অন্যান্য নরপতিগণের নিকট হইতে মুক্ত হইয়া প্রকাশমান দুইটি সূর্যের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে সেখানে দেখিয়া আপনার সমস্ত সৈন্যগণ চতুর্দিকে কোলাহল করিয়া উঠিল। ২১

সমুদ্রসদৃশ বিশাল দ্রোণসৈন্য হইতে মুক্ত হইয়া এই দুই শত্রুদমন বীর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে সেইরূপ প্রসন্ন দেখাইতেছিল, যেরূপ মহাসাগর পার হইয়া মানুষ আনন্দিত হইয়া থাকে। ২১-২৩

দ্রোণাচার্য ও কৃতবর্মা কর্তৃক সুরক্ষিত মহাসৈন্যদল হইতে মুক্ত হইয়া এই দুই বীর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে সমরভূমিতে ইন্দ্র ও অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইতে দেখা যাইল। ২৪

উদ্বিগ্নরূপিরৌ কৃষ্ণৌ ভারদ্বাজস্য সায়কৈঃ।
শিতৈশ্চিতৌ ব্যরোচেতাং কর্ণিকারৈরিবাচলৌ ॥ ২৫
দ্রোণগ্রাহহ্রদাদ্মুক্তৌ শক্ত্যাশীবিষসঙ্কটাৎ।
অন্তঃশরোগ্রমকরাৎ ক্ষত্রিয়প্রবরার্ণবঃ ॥ ২৬
জ্যাঘোষতলনির্হ্রাদাদ্ গদানির্ঘাতশব্দিতাৎ।
দ্রোণাম্বুমেঘান্নির্মুক্তৌ সূর্যেন্দূ তিমিরাবিব ॥ ২৭
বাহুত্যাবিব সন্তীর্ণৌ সিন্ধুষষ্ঠাঃ সমুদ্রগাঃ
তপান্তে সরিতঃ পূর্ণা মহাগ্রাহসমাকুলাঃ ॥ ২৮
ইতি কৃষ্ণৌ মহেষ্বাসৌ প্রশস্তৌ লোকবিশ্রুতৌ।
সর্বভূতাদ্ভুতমস্তু দ্রোণাস্ত্রবলবারণাৎ ॥ ২৯
জয়দ্রথং সমীপস্থমবেক্ষন্তৌ দ্বিষাংসয়া।
রক্ষণং নিপুণে লিপ্সন্তৌ ব্যাঘ্রাবিব ব্যতিষ্ঠতাম্ ॥ ৩০

যথা হি মুখবর্ণোঽয়মনয়োরিতি মেনিরে।
তব যোধা মহারাজ তথৈব জয়দ্রথম্ ॥ ৩১
লোহিতাক্ষৌ মহাবাহূ সংযুক্তৌ কৃষ্ণ-পাণ্ডবৌ।
সিন্ধুরাজমভিপ্রেক্ষ্য হৃষ্টৌ ব্যনদতাং মুহুঃ ॥ ৩২
সৌরেরভীমুহস্তস্য পার্শ্বস্থ চ বৃষধ্বজঃ।
তয়োরাসীৎ প্রভা রাজন্ সূর্য্য-পাবকয়োরিব ॥ ৩৩
হর্ষ এব তয়োরাসীদ্ দ্রোণানীকপ্রমুক্তয়োঃ।
সমীপে সৈন্ধবং দৃষ্ট্বা শ্যেনয়োরামিষং যথা ॥ ৩৪
তৌ তু সৈন্ধবমালোক্য বর্তমানমিবান্তিকে।
সহসা পেততুঃ ক্রুদ্ধৌ ক্ষিপ্রং শ্যেনাবিবামিষম্ ॥ ৩৫
তৌ দৃষ্ট্বা তু ব্যতিক্রান্তৌ হৃষীকেশ-ধনঞ্জয়ৌ।
সিন্ধুরাজস্য রক্ষার্থং পরাক্রান্তঃ সুতস্তব ॥ ৩৬

দ্রোণাচার্যের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের শরীরে ছিদ্র হইয়া গিয়াছিল এবং তাহা হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছিল। সেই সময় ইহাঁরা রক্তবর্ণ কর্ণিকার পুষ্পে পূর্ণ দুইটি পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ২৫

দ্রোণাচার্য যে সৈন্য-সরোবরের গ্রাহ (হিংস্র বৃহৎ জলজন্তু) ছিলেন, যাহা শক্তিরূপ বিষধর সর্পসমূহে পূর্ণ ছিল, লৌহনির্মিত বাণসকল যাহার মধ্যে ভয়ঙ্কর মকরের ন্যায় উৎপাদন করিত, যাহা মহাক্ষত্রিয়গণ যাহার মধ্যে শোভাপ্রাপ্ত হইতেন, ধনুর টঙ্কারধ্বনি যেখানে মেঘগর্জনের ন্যায় শোনা যাইত, গদা ও খড়্গসকল যেখানে বিদ্যুৎসদৃশ চমকিত হইত এবং দ্রোণাচার্যের বাণসকল যেখানে মেঘ হইয়া বর্ষণ করিতেছিল, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন রাহুমুক্ত সূর্য এবং চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ২৬-২৭

সেই সময় ইহা প্রতীয়মান হইতেছিল যে, বর্ষাঋতুতে জলে পরিপূর্ণ বড় বড় হিংস্র জলজন্তুতে ব্যাপ্ত সমুদ্রগামিনী ইরাবতী, বিপাশা বিতস্তা, শতদ্রু এবং চন্দ্রভাগা—এই পঞ্চ নদীর সহিত ষষ্ঠ নদী সিন্ধুকে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন নিজ বাহুবলে উত্তীর্ণ হইয়া যাইলেন ॥ ২৮

এইভাবে দ্রোণাচার্যের অস্ত্রবলকে নিবারণ করিয়া দেবতারা সমস্ত প্রাণীই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বিশ্ববিখ্যাত প্রশস্ত ভাগ্যবান মহা-বলবান বলিয়া মনে করিতে লাগিল ॥ ২৯

যেরূপ জলপান করিতে ইচ্ছুক হইয়া পুষ্করিণীর ঘাটে উপস্থিত রুরুমৃগকে দেখিয়া তাহাকে বধ করিতে অভিলাষী দুইটি ব্যাঘ্র অবস্থান করিতে থাকে, সেইরূপ নিকটবর্তী জয়দ্রথকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে এই দুই বীর সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

মহারাজ! এই সময় সেই দুই বীরের মুখে যেরূপ অরুণাভা কান্তি ছিল, তদনুসারে আপনার যোদ্ধারা জয়দ্রথকে মৃত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

এদিকে উপবিষ্ট রক্তচক্ষু মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে দেখিয়া আনন্দে উল্লসিত হইয়া গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

রাজন্! তখন অবগলের লাগাম ধারণকারী শ্রীকৃষ্ণ ও গাণ্ডীব ধনু ধারণকারী অর্জুন—এই উভয়ের প্রভা তখন সূর্য এবং অগ্নির ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ৩৩

যেরূপ মাংসযুক্ত দেখিয়া দুইটি বাজপাখী প্রসন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ দ্রোণাচার্যের সৈন্য হইতে মুক্ত হইয়া এই দুই বীর পার্শ্বেই জয়দ্রথকে দেখিয়া সন্তুষ্টভাবে হৃষ্ট হইলেন ॥ ৩৪

নিকটেই হাজির সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই দুই বীর ক্রুদ্ধ হইয়া সেইভাবে সহসা উহাদের উপর আক্রমণ করিলেন, যেরূপ দুইটি বাজপাখী মাংসের উপর সহসা পতিত হইয়া থাকে ॥ ৩৫

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সমস্ত সৈন্যদিগকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ইহা দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার জন্য পরাক্রম দেখাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৬

দ্রোণেনাবদ্ধকবচো রাজা দুর্যোধনস্তত:।
যযাবেকরথেনাজৌ হয়সংস্কারবিৎ-প্রভো ॥ ৩৭
কৃষ্ণ-পার্থৌ মহেষ্বাসৌ বাভিক্রম্যাথ তে মুত:।
অগ্রত: পুত্তরীকাক্ষং প্রতীয়ায় নরাধিপ ॥ ৩৮
তত: সর্বেষু সৈন্যেষু বাদিত্রাণি প্রহৃষ্টবৎ।
প্রাবাদ্যন্ত বাভিক্রান্তে তব পুত্রে ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৩৯
সিংহনাদরবাংশ্চাসন্ শঙ্খশব্দবিমিশ্রিতা:।
দৃষ্ট্বা দুর্যোধনং তত্র কৃষ্ণয়ো: প্রমুখে স্থিতম্ ॥৪০

প্রভো! অবশরের সংস্কারবিষয়ে অভিজ্ঞ রাজা দুর্যোধন সেই সময় দ্রোণাচার্যকর্তৃক বদ্ধ কবচ ধারণ করত একমাত্র রথের সহায়তায় যুদ্ধভূমিতে গমন করিলেন ॥ ৩৭

হে নরাধিপ! মহাধনুর্ধর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে অতিক্রম করিয়া আপনার পুত্র কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৮

তদনন্তর আপনার পুত্র দুর্যোধন যখন অর্জুনকেও অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলেন, তখন সৈন্যগণের মধ্যে হর্ষসূচক বাদ্য-সকল বাজিতে লাগিল ॥ ৩৯

যে চ তে সিন্ধুরাজস্য গোপ্তার: পাবকোপমা:।
তে প্রাদ্রবন্ত সমরে দৃষ্ট্বা পুত্রং তব প্রভো ॥ ৪১
দৃষ্ট্বা দুর্যোধনং কৃষ্ণো বাভিক্রান্তং সহানুগম
অব্রবীদর্জুনং রাজন্ প্রাপ্তকালমিদং বচ:। ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি দুর্যোধনাগমে
একাধিকশততমোঽধ্যায়: ॥ ১০১

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার জন্য যে সব যোদ্ধা নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলে আপনার পুত্র দুর্যোধনকে রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন ॥ ৪১

রাজন্! সৈন্যগণের সহিত দুর্যোধন সকলকে লঙ্ঘন করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন—ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই সময়োচিত বাক্য বলিলেন ॥ ৪২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে দুর্যোধনের আগমনবিষয়ক একাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেন প্রশংসাপূর্ব্বকমর্জুনায়োৎসাহপ্রদানম্, অর্জুনস্য দুর্য্যোধনস্য চ পরস্পরাভিমুখং প্রত্যাগমনম্, কৌরব-সৈন্যানাং ভীতিঃ, দুর্য্যোধনেন যুদ্ধে অর্জুনস্যাহ্বানঞ্চ।]

বাসুদেব উবাচ।

দুর্য্যোধনমভিক্রান্তমেতং পশ্য ধনঞ্জয়।
অত্যদ্ভুতমিদং মন্যে নাস্ত্যন্ত সদৃশো রথঃ ॥ ১

দূরপাতী মহেষ্বাসঃ কৃতাস্ত্রো যুদ্ধদুর্মদঃ।
দৃঢ়াস্ত্রশ্চিত্রযোধী চ ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহাবলঃ ॥ ২

অত্যন্তসুখসংবৃদ্ধো মানিতশ্চ মহারথঃ।
কৃতী চ সততং পার্থ নিত্যং বেত্তি চ বান্ধবান্ ॥ ৩

তেন যুদ্ধমহং মন্যে প্রাপ্তকালং তবানঘ।
অত্র বো দ্যূতমারব্ধং বিজয়ায়েতরায় বা ॥ ৪

অত্র ক্রোধবিষং পার্থ বিমুঞ্চ চিরসম্ভৃতম্।
এষ মূলমনর্থানাং পাণ্ডবানাং মহারথঃ ॥ ৫

সোঽয়ং প্রাপ্তস্তবাক্ষেপং পশ্য সাধ্বসমাহবে
কথং হি রাজা রাজ্যার্থী ত্বয়া সঙ্খেত সংযুগম্ ॥ ৬

দিষ্ট্যা বিদার্য্যেদানীং সম্প্রাপ্ত এষ তে বাণগোচরম্।
যথায়ং জীবিতং জহ্যাৎ তথা কুরু ধনঞ্জয় ॥ ৭

ঐশ্বর্য্যমদসম্মূঢ়ো নৈষ সুখমুপেয়িবান্
ন চ তে সংযুগে বীর্য্যং জানাতি পুরুষর্ষভ

ত্বাং হি লোকাস্ত্রয়ঃ পার্থ সসুরাসুরমানুষাঃ।
নোৎসহন্তে রণে জেতুং কিমুতৈকঃ সুযোধনঃ ॥ ৯

স দিষ্ট্যা সমনুপ্রাপ্তস্তব পার্থ রথান্তিকম্।
জহ্যেনং ত্বং মহাবাহো যথাবৃত্রং পুরন্দরঃ ॥ ১০

এষ দুর্নয়ে সততং পরাক্রান্তস্তবানঘ।
নিকৃত্যা ধর্ম্মরাজঞ্চ দ্যূতে বঞ্চিতবানয়ম্ ॥ ১১

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অর্জুনকে প্রশংসাপূর্ব্বক উৎসাহদান, অর্জুন ও দুর্য্যোধনের পরস্পরের অভিমুখে আগমন, কৌরব-সৈন্যের ভয় এবং দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান।]

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—ধনঞ্জয়! সকলকে আতঙ্কিত করিয়া দুর্য্যোধন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তুমি ইহাকে লক্ষ্য কর। আমি ত' ইহাকে অত্যন্ত অদ্ভুত যোদ্ধা বলিয়া মনে করি। ইহার সমান রথী বীর অন্য আর কেহই নাই ॥ ১

এই মহাবল ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন দূর পর্য্যন্ত লক্ষ্য বস্তুকে ভেদ করিয়া পাতিত করিতে পারে, সে মহাদুর্দ্ধর, অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ এবং যুদ্ধে দুর্ম্মদ। ইহার অস্ত্রসকল অত্যন্ত দৃঢ় এবং সে বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতে সমর্থ ॥ ২

হে পার্থ! মহারথ দুর্য্যোধন অতিশয় সুখে পালিত হইয়াছে, সে সকলের সম্মানিত এবং বিদ্বান্। সে তোমাদের ন্যায় বন্ধুগণকে সর্ব্বদা দ্বেষ করে ॥ ৩

নিষ্পাপ অর্জুন! আমি মনে করি, বস্তুতঃ ইহার সহিত যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখানে তোমাদের অধীনে যে রণ-দ্যূত আরম্ভ হইতে চলিয়াছে, তাহাই জয় অথবা পরাজয়ের কারণ হইবে ॥ ৪

পার্থ! তুমি দীর্ঘকাল ধরিয়া যে ক্রোধরূপ বিষ ধারণ করিয়া রাখিয়াছ, আজ তাহা ইহার উপর নিক্ষেপ কর। মহারথ দুর্য্যোধনই পাণ্ডবগণের সকল অনর্থের মূল ॥ ৫

আজ সে তোমার বাণসকলের পথে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার দ্বারাই তুমি নিজের সকলতঃ মনে কর, অন্যথা রাজ্যাভিলাষী রাজা দুর্য্যোধন তোমার সহিত রণাঙ্গনে কিভাবে উত্তীর্ণ হইবে? ॥ ৬

ধনঞ্জয়! সৌভাগ্যবশতঃ এই দুর্য্যোধন স্বয়ংই তোমার বাণপথের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তুমি এখন এরূপ চেষ্টা কর, যাহাতে সে নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করে ॥ ৭

পুরুষশ্রেষ্ঠ! ঐশ্বর্য্যের মদে অত্যন্ত মূঢ় এই দুর্য্যোধন কখনও সুখভোগ করে নাই। সে যুদ্ধে তোমার বলপরাক্রমের কথা কিছুই জানে না ॥ ৮

পার্থ! দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণের সহিত তিন লোকও রণাঙ্গনে তোমাকে জয় করিতে সমর্থ নয়, সুতরাং সে স্থানে দুর্য্যোধন আর কি করিতে পারিবে? ॥ ৯

কুন্তীকুমার! সৌভাগ্যবশতঃ এই দুর্য্যোধন আজ তোমার নিকট আসিয়া পড়িয়াছে। মহাবাহো! যেরূপ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও এই দুর্য্যোধনকে সংহার কর ॥ ১০

নিষ্পাপ অর্জুন! সে সদা তোমার অনর্থ করিবার জন্যই পরাক্রম দেখাইতে আসিয়াছে। এই দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় ছল কপটতার দ্বারা বঞ্চনা করিয়াছে ॥ ১১

যদুনি সুমহৎসানি কৃতান্যেতেন মানদ।
মূঢ়েন পাপমতিনা অদ্যাপেহেব নিত্যদা ॥ ১২

তমনার্য্যং সদা ক্রুদ্ধং পুরুষং কামচারিণম্।
আর্য্যাং যুদ্ধে মতিং কৃত্বা জহি পার্থাবিচারয়ন্ ॥ ১৩

নিকৃত্যা রাজ্যহরণং বনবাসঞ্চ পাণ্ডব।
পরিক্লেশঞ্চ কৃষ্ণায়া হৃদি কৃত্বা পরাক্রমম্ ॥ ১৪

দিষ্ট্যৈষ তব বাণানাং গোচরে পরিবর্ত্ততে।
প্রতিঘাতায় কার্য্যস্য দিষ্ট্যা চ যততেঽগ্রতঃ ॥ ১৫

দিষ্ট্যা জানাতি সংগ্রামে যোদ্ধব্যং হি রণা সহ।
দিষ্ট্যা চ সকলাঃ পার্থ সম্বে তামা সুকামিতাঃ ॥ ১৬

তস্মাজ্জহি রণে পার্থ ধার্ত্তরাষ্ট্রং কুলাধমম্
যথেন্দ্রেণ হতঃ পূর্বং জম্ভো দেবাসুরে যুধে ॥ ১৭

অস্মিন্ হতে ধ্রুবা সৈন্যমনার্য্যং ভিন্নতামিদম্।
বৈরস্যান্তাত্তবভূয়ো মূলং ছিন্ধি দুরাত্মনাম্ ॥ ১৮

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথেত্যব্রবীৎ পার্থঃ কৃষ্ণারূপমিদং মম।
সর্বমন্যদনাদৃত্য গচ্ছ যত্র সুযোধনঃ ॥ ১৯

যেনৈতদ্ দীর্ঘকালং নো ভুক্তং রাজ্যমকণ্টকম্।
অদ্যাস্য যুধি বিক্রম্য ছিন্দ্যাং মূর্ধানমাহবে ॥ ২০

অপি তস্য দুরাত্মনঃ পরিক্লেশস্য মাধব।
কৃষ্ণায়াঃ শত্রুমাং সন্তং পদং কেশপ্রধর্ষণে ॥ ২১

(অদ্যাহং তানি দুঃখানি পূর্বমুক্তানি মাধব।
দুর্যোধনং রণে হত্বা প্রতিমোক্ষ্যে কথঞ্চন ॥)

ইত্যেবংবাদিনৌ কৃষ্ণৌ দৃষ্ট্বা শ্বেতান্ হয়োত্তমান্।
প্রেষয়ামাসতুঃ সংখ্যে প্রেক্ষন্তৌ তং নরাধিপম্ ॥ ২২

মানদ! তোমরা কখনও ইহার কোন অপরাধ কর নাই, তথাপি এই পাপমতি দুর্য্যোধন সর্ব্বদা তোমাদের সহিত অত্যন্ত ক্রূরতাপূর্ণ ব্যবহার করিয়া চলিয়াছে ॥ ১২

পার্থ! তুমি যুদ্ধে উত্তম বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করত কোন কিছু বিচার না করিয়াই সদা ক্রুদ্ধ, স্বেচ্ছাচারী ও দুষ্ট এই দুর্য্যোধনকে বিনাশ কর। ১৩

পাণ্ডুনন্দন! দুর্য্যোধন ছলচাতুরী করিয়া তোমাদের রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছে, তোমাদের যে বনবাসের কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে এবং দ্রৌপদীকে যে দুঃখ ও অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে,—এই সমস্ত বিষয়কে তুমি মনে মনে চিন্তা করিয়া পরাক্রম প্রকাশ কর। ১৪

সৌভাগ্যের ফলে আজ দুর্য্যোধন তোমার বাণসমূহের গতি-পথমধ্যেই পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহা আরও সৌভাগ্যের বিষয় যে সে এখন তোমার কাছে বাধাদান করিবার জন্য তোমার সম্মুখে আসিয়া সেই চেষ্টা করিতেছে ॥ ১৫

পার্থ! ভাগ্যের ফলে সমরাঙ্গণে তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সে আজ নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছে এবং ভাগ্যের ফলেই তুমি না চাহিলেও তোমার সকল অভিলাষ আজ সফল হইতে চলিয়াছে ॥ ১৬

কুন্তীনন্দন! যেরূপ পুরাকালে ইন্দ্র দেবাসুরসংগ্রামে জম্ভাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমি রণাঙ্গনে কুলকলঙ্ক ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনকে সংহার কর ॥ ১৭

সেই তোমার দ্বারা নিহত হইলে পর তুমি এই অনার্য্য কৌরবসৈন্যদিগকে বধ কর। তুমি দুরাত্মাগণের মূলোচ্ছেদ কর। যাহার ফলে বৈরন্যরূপ যজ্ঞ শেষ হইয়া যাইলে অবভৃথ স্নানের (যজ্ঞান্ত-স্নানের) সুযোগ লাভ করিবে ॥ ১৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তখন কৃষ্ণীসুতের অর্জুন 'আচ্ছা, তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—এখন ইহাই আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা যথার্থ কর্ত্তব্য উপস্থিত হইয়াছে। অন্য সব কার্য্যকে অবহেলা করিয়া আপনি সেখানে চলুন, যেখানে দুর্য্যোধন অবস্থান করিতেছে ॥ ১৯

যে চীরকাল ধরিয়া আমাদের এই নিষ্কণ্টক রাজ্য উপভোগ করিয়াছে, আমি যুদ্ধে পরাক্রম করিয়া সেই দুর্য্যোধনের আজ মস্তক ছেদন করিব ॥ ২০

মাধব! যে কেশভোগের যোগ্যা নয়, সেই দ্রৌপদীর কেশ-ধারণ করিয়া তাহাকে যে অপমান করিয়াছে, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য আজ এই দুর্য্যোধনকে বধ করিতে পারি ॥ ২১

(হে মাধব! সমরাঙ্গণে দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া আমি কোনরূপে সেই সব দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব, যাহা আমি পূর্ব্বে ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছি।)

এইরূপে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন যুদ্ধস্থলে রাজা দুর্য্যোধনকে নিজেদের লক্ষ্য করিবার জন্য হর্ষসহকারে উত্তম শ্বেতবর্ণের অশ্বসকলকে তাঁহার দিকে চালনা করিলেন ॥ ২২

তয়োঃ সন্নিপাতঃ সম্প্রাপ্য পুত্রস্তে ভরতর্ষভ।
ন চকার ভয়ং প্রাপ্তে ভয়ে মহতি মানিষ ॥ ১১
তমস্তু ক্ষত্রিয়াস্তত্র সর্ব এবাভ্যপূজয়ন্
যদর্জুন-স্তথীকেশৌ প্রত্যুদ্যাতৌ রথোত্তমৌ ॥ ১২
ততঃ সর্বস্য সৈন্যস্য তাবকস্য বিশাম্পতে।
মহানাসো হ্যভূৎ তত্র দৃষ্ট্বা রাজানমাহবে ॥ ১৩
তস্মিন্ জনসমূহাদে প্রবৃত্তে ভৈরবে সতি।
কপর্দীকৃষ্ণ তে পুত্রঃ প্রত্যমিত্রমবারয়ৎ ॥ ১৪
আবারিতস্তু কৌন্তেয়স্তব পুত্রেণ ধন্বিনা।
সংরম্ভমগমদ্ ভূয়ঃ স চ তস্মিন্ পরন্তপঃ ॥ ১৫
তৌ দৃষ্ট্বা প্রতিসংরব্ধৌ দুর্যোধন-ধনঞ্জয়ৌ।
অভ্যবৈক্ষন্ত রাজানো ভীমরূপাঃ সমন্ততঃ ॥ ১৬
দৃষ্ট্বা তু পার্থং সংরব্ধং বাসুদেবঞ্চ মানিষ।
প্রহসন্নেব পুত্রস্তে যোদ্ধুকামঃ সমাহ্বয়ৎ ॥ ১৭

আর্য! ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! আপনার পুত্র দুর্যোধন ইঁহাদের ভয়ঙ্কর ভয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কিছুতেই ভয়ের সময় আসিয়া পড়িলেও ভয়গ্রস্ত হইলেন না ॥ ১১

নিজের সম্মুখে উপস্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে যে দুর্যোধন তখন প্রত্যুদ্গমন করিলেন, ইহাই সেই সময় সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১২

প্রজানাথ! যুদ্ধস্থলে রাজা দুর্যোধনকে উপস্থিত দেখিয়া আপনার সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনী তখন উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

যে সময় এই ভয়ঙ্কর জনকোলাহল হইতেছিল, সেই সময় আপনার পুত্র দুর্যোধন নিজের শত্রুকে কোন কিছুই গণ্য না করিয়া তাঁহার গতিরোধ করিয়া দিলেন ॥ ১৪

আপনার বন্ধুবর পুত্র দুর্যোধনকর্তৃক রুদ্ধ হইলে শত্রুসন্তাপক কুন্তীনন্দন অর্জুন পুনরায় তাঁহার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ১৫

দুর্যোধন ও অর্জুন পরস্পরকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ভয়ঙ্কর নরপতিগণ চারিদিকে নীরব হইয়া সব কিছু দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

আর্য! অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে অত্যন্ত কুপিত দেখা করিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে করিতে তাঁহাদের উভয়কে যুদ্ধের ইচ্ছায় আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

তখন অতিশয় হৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডুনন্দন অর্জুন তীব্রস্বরে সিংহনাদ করিলেন এবং নিজেদের উত্তম শঙ্খ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৮

ততঃ প্রহৃষ্টো দাশার্হঃ পাণ্ডবশ্চ ধনঞ্জয়ঃ।
ব্যক্রোশেতাং মহানাদৌ দধ্মতুশ্চাপ্যুভোত্তমৌ ॥ ১৯
তৌ দৃষ্ট্বাগ্রসরৌ সংখ্যে কৌরবেয়াস্তু সর্বশঃ
নিরাশাঃ সমপদ্যন্ত পুত্রস্য তব জীবিতে ॥ ২০
শোকনাপুঃ পরে চৈব কুরবঃ সর্ব এব তে।
অমঙ্গল্যঞ্চ পুত্রস্তে বৈশ্বানরমুখে হুতম্ ॥ ২১
তথা তু দৃষ্ট্বা যোধাগ্র্যৌ প্রহৃষ্টৌ কৃষ্ণ-পাণ্ডবৌ।
ততো রাজা ততো রাজ্ঞস্তুমুলে চ ভয়াবহে ॥ ২২
জনস্য সংনিনাদং তু শ্রুত্বা দুর্যোধনোঽব্রবীৎ।
যোদ্ধুং বো ভীরবং কৃষ্ণৌ প্রেষয়িষ্যামি মৃত্যবে ॥ ২৩
ইত্যুক্ত্বা সৈনিকান্ সর্বান্ জয়াপেক্ষী নরাধিপঃ
পার্থমাভাষ্য সংরম্ভাদিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৪
পার্থ যচ্ছিক্ষিতং তেঽস্ত্রং দিব্যং পাণ্ডবমেব চ
তদ্ দর্শয় ময়ি ক্ষিপ্রং যদি জাতোঽসি পাণ্ডুনা ॥ ২৫

ইহাদের উভয়কে রণোল্লাসে পরিপূর্ণ দেখিয়া সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা আপনার পুত্র দুর্যোধনের জীবনসম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়িলেন ॥ ১৯

অদ্য সব কৌরবগণও শোকমগ্ন হইলেন এবং আপনার পুত্র দুর্যোধনকে অগ্নিমুখে আহুতি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ২০

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে এইরূপ অতিশয় হৃষ্ট দেখিয়া আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনী ভয়পীড়িত হইয়া এরূপ বলিতে বলিতে কোলাহল করিতে লাগিলেন যে, হায়! রাজা দুর্যোধন বিনষ্ট হইলেন বিনষ্ট হইলেন ॥ ২১

এই সকল ব্যক্তিগণের আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া দুর্যোধন বলিলেন,—তোমাদের সকলের ভয় দূরীভূত হউক। আমি এই দুই কৃষ্ণকে (কৃষ্ণতুল্যগুণবিশিষ্ট হওয়ায় অর্জুনেরও অপর এক নাম 'কৃষ্ণ') মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিব ॥ ২২

নিজের সমস্ত সৈন্যদিগকে এই কথা বলিয়া জয়াভিলাষী রাজা দুর্যোধন কুন্তীকুমার অর্জুনকে সম্বোধিত করিয়া ক্রোধসহকারে এই কথা বলিলেন ॥ ২৩

পার্থ! যদি তুমি পাণ্ডুপুত্র হও, তবে তুমি যে সকল লৌকিক ও দিব্য অস্ত্রসমূহের শিক্ষালাভ করিয়াছ, সেই সমস্ত অস্ত্র আমার উপর প্রয়োগ করিয়া শীঘ্র দেখাও ॥ ২৪

যদ্ বলং তব বীর্য্যঞ্চ কেশবস্য তথৈব চ।
তৎ কুরুষ ময়ি ক্ষিপ্রং পশ্যামস্তব পৌরুষম্ ॥ ৩৭
অশ্রুৎপরোক্ষং কর্ম্মাণি কৃতানি প্রবদন্তি তে।
স্বামিসংকারযুক্তানি সানি তানীহ দর্শয় ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি জয়দ্রথবধপর্ব্বণি দুর্য্যোধনবচনে ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

তোমার ও শ্রীকৃষ্ণের যে বল এবং পরাক্রম আছে, উহা আমার প্রতি সত্বর প্রয়োগ কর। আমি দেখিতে চাই যে তোমার মধ্যে কিরূপ পুরুষার্থ আছে! ॥ ৩৭

আমার অদাক্ষাতে সকল মানুষ প্রভুর সংকারযুক্ত তোমার যে সমস্ত কর্ম্মের বর্ণনা করিয়া থাকে, সে সমস্ত আজ আমাকে দেখাও। ৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্ব্বে দুর্য্যোধনের বাক্যবিষয়ক ত্র্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনার্জ্জুনয়োর্যুদ্ধম্, দুর্য্যোধনস্য পরাজয়শ্চ

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তস্তু রাজা ত্রিভির্মার্গণৈঃ শরৈঃ।
অভ্যবিধ্যদ্রণে কৃষ্ণৌ দুর্দ্ধর্ষস্তুদ্ধরো হয়ান্ ॥ ১
বাসুদেবঞ্চ দশভিঃ প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে।
প্রত্যেধং চাস্য ভল্লেন ছিত্ত্বা ভূমাবপাতয়ৎ ॥ ২
তং চতুর্দ্দশভিঃ পার্থশ্চিত্রপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ।
অবিধ্যৎ তূর্ণমব্যগ্রস্তে চাস্যস্য বর্ম্মণি ॥ ৩
তেষাং নৈষ্ফল্যমালোক্য পুনর্নব চ পঞ্চ চ।
প্রাহিণোন্নিশিতান্ বাণাংস্তে চাস্যস্য বর্ম্মণঃ ॥ ৪

অষ্টাবিংশত্যস্তু তান্ বাণানন্তান্ বিপ্রেক্ষ্য নিষ্ফলান্।
অব্রবীৎ পরবীরঘ্নঃ কৃষ্ণোঽর্জ্জুনমিদং বচঃ ॥ ৫
অদৃষ্টপূর্ব্বং পশ্যামি বিজ্ঞানমিব সর্পণম্।
ত্বয়া সম্প্রেষিতাঃ পার্থ নার্থং কুর্ব্বন্তি পত্রিণঃ ॥ ৬
কচ্চিদ্ গাণ্ডীবমঃ প্রাণস্তথৈব তবতস্তব।
মুষ্টিশ্চ তে যথাপূর্ব্বং ভুজয়োশ্চ বলং তব ॥ ৭
ন বা কচ্চিদয়ং কালঃ প্রাপ্তঃ স্যাদ্য পশ্চিমঃ।
তব চৈবাস্য শত্রোশ্চ তন্নঃ শাধি পৃচ্ছতঃ ॥ ৮

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়

[দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ এবং দুর্য্যোধনের পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া রাজা দুর্য্যোধন অত্যন্ত বেগশালী অগ্রহেতী তিনটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং অপর চারিটি বাণের দ্বারা তাঁহার চারিটি অশ্বকেও আঘাত করিলেন ॥ ১

এইরূপে আরও দশটি বাণ প্রয়োগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তনস্থলে বিদ্ধ করিলেন এবং একটি ভল্ল প্রহার করিয়া তাঁহার রথের চাবুকটিকে ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥ ২

তখন ব্যগ্রতারহিত অর্জ্জুন শিলাশাণিত ও বিচিত্র পঙ্খযুক্ত চৌষট্টি বাণের দ্বারা অতি সত্বর তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন, কিন্তু এই সকল বাণ দুর্য্যোধনের কবচ পর্য্যন্ত যাইয়া ক্ষীণ হইল ॥ ৩

ইহাদের নিষ্ফল হইতে দেখিয়া অর্জ্জুন পুনরায় চৌদ্দটি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু ইহারাও বিচ্যুত হইল ॥ ৪

অর্জ্জুনকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত এই আটাশটি বাণকে নিষ্ফল হইতে দেখিয়া শত্রুবীরঘাতী শ্রীকৃষ্ণ তখন ইঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৫

পার্থ! আজ আমিই প্রত্যক্ষখণ্ডের চলনের ন্যায় ইহা দেখিতেছি, যাহা পূর্ব্বে আমি কখনও দেখি নাই। তোমার প্রযুক্ত বাণসকল কোন কার্য্যসাধন করিতে পারিতেছে না ॥ ৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! তোমার গাণ্ডীবধনুর শক্তি পূর্ব্ববৎ আছে ত'? তোমার মুষ্টি ও বাহুবল পূর্ব্ববৎ স্থির আছে ত'? ॥ ৭

আজ তোমার এবং তোমার এই শত্রুর অস্ত্রিমদশার কাল উপস্থিত হইয়াছে না কি? আমি তোমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, উত্তর দাও ॥ ৮

বিস্ময়ো মে মহান্ পার্থ তব দৃষ্ট্বা শরানিমান্।
ব্যর্থান্ নিপতিতান্ সংখ্যে দুর্য্যোধনরথং প্রতি ॥ ৯
বজ্রাশনিসমা ঘোরাঃ পরকায়াবভেদিনঃ।
শরাঃ কুর্বন্তি তে নার্থং পার্থ কাম্ভ বিড়ম্বনা ॥ ১০

অর্জুন উবাচ।

দ্রোণেনৈষা মতিঃ কৃষ্ণ ধার্ত্তরাষ্ট্রে নিবেশিতা।
অভেদ্যা হি মমাস্ত্রাণামেষা কবচধারণা ॥ ১১
অস্মিন্নস্তর্হিতং কৃষ্ণ ত্রৈলোক্যমপি বর্ম্মণি।
একো দ্রোণো হি বেদৈতদহং তস্মাচ্চ সত্তমাৎ ॥ ১২
ন শক্যমেতৎ কবচং বাণৈর্ভেত্তুং কথঞ্চন।
অপি বজ্রেণ গোবিন্দ স্বয়ং মঘবতা যুধি ॥ ১৩
জানংস্ত্বমপি বৈ কৃষ্ণ মাং বিমোহয়সে কথম্।
যদ্ ভূতং ত্রিষু লোকেষু যচ্চ কেশব বর্ত্ততে ॥ ১৪
তথা ভবিষ্যদ্ যচ্চৈব তৎ সর্ব্বং বিদিতং তব।
ন হিদং বেদ বৈ কশ্চিদ্ যথা ত্বং মধুসূদন ॥ ১৫
এষ দুর্য্যোধনঃ কৃষ্ণ দ্রোণেন বিহিতামিমাম্।
ভিত্ত্বাভীতবৎ সংখ্যে বিভ্রৎ কবচধারণাম্ ॥ ১৬
যত্রৈষ বিহিতং কার্য্যং নৈষ তত্ত্ব বেত্তি মাধব।
স্ত্রীবদেব বিভর্ত্যেতাং বৃক্তাং কবচধারণাম্ ॥ ১৭
অস্ত্রং বাহ্বোশ্চ মে বীর্য্যং ধনুষশ্চ জনার্দ্দন
পরাজয়িষ্যে কৌরব্যং কবচেনাপি রক্ষিতম্ ॥ ১৮
ইদমস্মিরণে প্রাদাদ্ দেবেশো বর্ম্ম ভাস্বরম্।
তস্মাদ্ বৃহস্পতিঃ প্রাপ ততঃ প্রাপ পুরন্দরঃ ॥ ১৯
পুনর্দদৌ সুরপতির্নস্তং বর্ম্ম সসংগ্রহম্।
দৈবং ধরস্ত বর্ম্মেতদ্ ব্রহ্মণা বা স্বয়ং কৃতম্ ॥ ২০
নৈনং গোপ্স্যতি দুর্বুদ্ধিমদ্য বাণহতং ময়া।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনো বাণমভিমন্ত্র্য সাকর্ষবৎ ॥ ২১

কুরুনন্দন! আজ যুদ্ধস্থলে দুর্য্যোধনের রথের নিকটে তোমার বাণসমূহকে নিষ্ফল হইয়া পতিত হইতে দেখিয়া আমি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি ॥ ৯

পার্থ! বজ্র ও অশনিসদৃশ ভয়ঙ্কর এবং শত্রুদেহ বিদীর্ণকারী এই বাণসমূহ আজ কোনই কার্য্যসাধন করিতে পারিল না, এ কি বিড়ম্বনা! ॥ ১০

অর্জুন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! আমার ইহাই মনে হইতেছে যে, দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে অভেদ্য কবচ বাঁধিয়া দিয়া তাহার মধ্যে এই অদ্ভুত শক্তি স্থাপিত করিয়া দিয়াছেন। এই কবচধারণ আমার অস্ত্রসকলের পক্ষে অভেদ্য ॥ ১১

শ্রীকৃষ্ণ! এই কবচের মধ্যে ত্রিলোকের শক্তি সন্নিহিত আছে। একমাত্র আচার্য্য দ্রোণই এই বিদ্যা জানেন। তিনি সদ্গুরুর নিকট জ্ঞাত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে আমিও পরে লাভ করিয়াছি ॥ ১২

এই কবচকে কোনরূপ বাণের দ্বারা বিদীর্ণ করা যায় না। গোবিন্দ! যুদ্ধস্থলে সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও ইহাকে বজ্রের দ্বারা বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হইবেন না ॥ ১৩

হে কৃষ্ণ! আপনি এ সব বৃত্তান্ত জানিয়াও আমাকে কেন মোহগ্রস্ত করিতেছেন? কেশব! এই ত্রিলোকে যাহা কিছু হইয়াছে, হইতেছে এবং যাহা কিছু হইবে, তৎসমস্তই আপনি সর্ব্বতোভাবে অবগত আছেন। মধুসূদন! আপনি এ সমস্ত যে ভাবে জানেন, তাহা অপর কেহই জানেন না ॥ ১৪-১৫

শ্রীকৃষ্ণ! দ্রোণাচার্য্য বিধি অনুসারে এই কবচকে ধারণ করাইয়াছেন। এই কবচ ধারণ করিয়া দুর্য্যোধন নির্ভয়চিত্তে যুদ্ধস্থলে বিচরণ করিতেছে ॥ ১৬

মাধব! এই কবচ ধারণ করিলে পর যে কর্ত্তব্যপালনের বিধান আছে, উহা দুর্য্যোধন জানে না। যেরূপ স্ত্রীগণ অলঙ্কার ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই দুর্য্যোধনও দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক কবচ স্বীয় দেহে ধারণ করিয়াছে ॥ ১৭

জনার্দ্দন! এখন আপনি আমার ধনু ও বাহুর পরাক্রম দর্শন করুন। কবচদ্বারা সুরক্ষিত হইলেও দুর্য্যোধনকে আমি সমরস্থানে পরাজিত করিব ॥ ১৮

দেবেশ্বর! ব্রহ্মা এই দেবতুল্য কবচ অগ্নিদেবকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে বৃহস্পতি লাভ করেন। ইন্দ্র বৃহস্পতির নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৯

পুনরায় দেবরাজ ইন্দ্র বিধি ও রহস্যসহ এই কবচ আমাকে দান করিয়াছেন। যদি দুর্য্যোধনের এই কবচ দেবতাদের দ্বারা নির্ম্মিত কিংবা স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি রচনা করিয়া থাকেন, তথাপি আজ আমার বাণসকলের দ্বারা বিহত দুর্য্যোধনকে কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না।

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া মাননীয় অর্জুন কঠোর আভরণ ভেদ করিতে সমর্থ মানবাস্ত্রে নিজের বাণকে অভিমন্ত্রিত করিয়া ধনুর গুণ আকর্ষণ করিলেন।

মানবাস্ত্রেণ মানার্হস্তীক্ষ্ণাবরণভেদিনা।
বিকৃষ্যমাণাংস্তেনৈব ধনুর্মধ্যগতাঞ্ছরান্ ॥ ২১
তানস্ত্রেণ চিচ্ছেদ দ্রৌণিঃ সর্বাস্ত্রঘাতিনা।
তান্ নিকৃত্তানিষূন্ দৃষ্ট্বা দূরতো ব্রহ্মবাদিনা ॥ ২৩
শ্বেতবাহনং কেশবায় নিশ্চিতঃ শ্বেতবাহনঃ।
নৈতদস্ত্রং ময়া শক্যং হ্যি প্রয়োক্তুং জনার্দন ॥ ২৪
অস্ত্রং মামেব হন্যাদ্ধি হন্যাচ্চাপি বলং মম।
ততো দুর্যোধনঃ কৃষ্ণৌ নবভির্নবভিঃ শরৈঃ ॥ ২৫
অবিধ্যত রণে রাজন্নরৈরাষীবিষোপমৈঃ।
কৃষ্ণ এবাভ্যবর্ষচ্চ সমরে কৃষ্ণ-পাণ্ডবৌ ॥ ২৬
শরবর্ষেণ মহতা ততোঽন্ধন্তম ভাবকাঃ।
চক্রুর্বাদিত্রনিনদান্ সিংহনাদরবাংস্তথা ॥ ২৭
ততঃ ক্রুদ্ধো রথে পার্থঃ সৃক্কিণী পরিসংলিহন্।
নাপশ্যচ্চ ততোঽস্তাঙ্গং যন্ন স্যাদ্ বর্মরক্ষিতম্ ॥ ২৮
ততোঽস্য নিশিতৈর্বাণৈঃ সুমুক্তৈরন্তকোপমৈঃ
হয়াংশ্চকার নির্জীবান্ সূতৌ চ পার্ষ্ণিসারথী ॥ ২৯
ধনুরস্যাচ্ছিনৎ তূর্ণং হস্তাবাপঞ্চ বীর্যবান্।
রথঞ্চ শকলীকর্তুং সব্যসাচী প্রচক্রমে ॥ ৩০
দুর্যোধনস্তু বাণাভ্যাং তীক্ষ্ণাভ্যাং বিরথীকৃতম্।
আবিধ্যদ্ভুজতলয়োরুভয়োরর্জুনস্য বা ॥ ৩১
প্রবব্রজে হি কৌন্তেয়ো নবমাংসান্তরেষুভিঃ।
স বেদনার্তিরাবিগ্নঃ পলায়নপরায়ণঃ ॥ ৩২
তং কৃচ্ছ্রমাপদং প্রাপ্তং দৃষ্ট্বা পরমধন্বিনঃ।
সমাপেতুঃ পরীপ্সন্তো ধনঞ্জয়রথাদিতম্ ॥ ৩৩
তং রথৈর্বহুসাহস্রৈঃ কম্পিতৈঃ ক্ষুব্ধসৈনিকৈঃ।
পদাত্যোঘৈশ্চ সংবৃত্তৈঃ পরিবব্রুর্ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৩৪
অথ নার্জুন-গোবিন্দৌ ন রথো বা বাদৃশ্যত।
অন্তরেষেণ মহতা তমসৌঘৈশ্চাপি সংবৃতৌ ॥ ৩৫
ততোঽর্জুনোঽস্ত্রবীর্যেণ নিজঘ্নে তাং বলাধিনীম্।
তত্র বাজীকৃতাঃ পেতুঃ শতশোঽথ রথ-দ্বিপাঃ ॥ ৩৬

বহুর মধ্যভাগে সেই বাণকে রাখিয়া অর্জুন আকর্ণ করিলে পর অশ্বত্থামা দর্ভাস্ত্রঘাতক অস্ত্রের দ্বারা তাহাকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ব্রহ্মবাদী অশ্বত্থামা কর্তৃক দূর হইতে সেই বাণকে ছিন্ন হইতে দেখিয়া শ্বেতবাহন অর্জুন বিস্মিতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে ইহা নিবেদন করিলেন।

জনার্দন! আমি এই অস্ত্রের দুইবার প্রয়োগ করিতে পারি না; কারণ, তাহার দুইবার প্রয়োগ করিলে আমাকেই বধ করিবে এবং আমার সৈন্যদিগের নাশ করিয়া ফেলিবে।

রাজন্! এই সময়ে দুর্যোধন রণাঙ্গনে বিষধর সর্পসদৃশ নয়টি নতপর্ব বাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন।

তিনি সমরাঙ্গনে অতিশয় বাণবর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের উপর পুনরায় বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইহাতে আপনার সৈন্যরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন। তখন তাহারা সকলে বাদ্য বাজাইতে ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন॥ ২০-২৭

তখনতর যুদ্ধস্থলে ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জুন নিজের মুখের দুই-প্রান্তভাগ জিহ্বার দ্বারা চাটিতে লাগিলেন। তিনি তখন দুর্যোধনের এরূপ কোন অঙ্গই দেখিতে পাইলেন না, যাহা কবচের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল না॥ ২৮

তদনন্তর অর্জুন উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত কালোপম তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা দুর্যোধনের চারিটি অশ্ব এবং দুই পৃষ্ঠরক্ষককে বধ করিলেন॥ ২৯

তাহার পর পরাক্রমশালী সব্যসাচী অর্জুন অতিদ্রুত তাঁহার ধনু ছিন্নাদি কাটিয়া ফেলিলেন এবং রথটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৩০

এই সময় পৃথা (কুন্তী)-নন্দন অর্জুন রথহীন দুর্যোধনের দুই হস্তের তলদেশকে তীক্ষ্ণধার দুইটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন॥৩১

উপায়সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কুন্তীকুমার অর্জুন তীব্র তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে দুর্যোধনের নয়নকলের মাংসের উপর প্রহার করিলেন। তখন তিনি বেদনায় ব্যাকুল হইয়া যুদ্ধভূমি হইতে পলায়ন করিলেন॥ ৩২

ধনঞ্জয়ের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া দুর্যোধনকে গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হইতে দেখিয়া সেই মহারথ যোদ্ধারা তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন॥ ৩৩

তাঁহারা এই সময় কয়েক হাজার রথ, সুসজ্জিত হস্তী, অশ্ব ও রোষাবিষ্ট পদাতি সৈন্যদের দ্বারা অর্জুনকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন॥ ৩৪

অনন্তর প্রকৃত অন্ধকার ও সৈন্যসমূহের পরিবেষ্টিত অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহাদের রথ—এই সকলের মধ্যে কাহাকেও তখন দেখা যাইল না॥ ৩৫

এই সময় অর্জুন বীর অস্ত্রবলে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে

তে হতা হন্যমানাশ্চ গুপ্তৈরুত্তমং রথোত্তমম্।
স রথস্তিষ্ঠতস্তস্যৌ ক্রোশমাত্রে সমন্ততঃ ॥ ৩৭
ততোঽর্জুনঃ বৃষিকেশমব্রবীৎ।
ধনুর্বিস্ফারয়াত্যর্থমহং প্রাপ্তোমি চাম্বুজম্ ॥ ৩৮
ততো বিস্ফার্য্য বলবদ্ গাণ্ডীবং ক্ষত্রিয়ান্ রিপূন্।
মহতা শরবর্ষেণ তলশব্দেন চার্জুনঃ ॥ ৩৯
পাঞ্চজন্যঞ্চ বলবান্ দধ্মৌ তারেণ কেশবঃ।
রজসা ধ্বস্তপন্থান্তাঃ প্রবিব্রুবদনো ভৃশম্ ॥ ৪০
(তেনাচ্যুতোষ্ঠপুটপূরিতমারুতেন
শঙ্খান্তরোদরবিবৃদ্ধবিনিঃসৃতেন।
নাদেন সাসুরবিয়ৎসুরলোকপাল-
মুদ্বিগ্নমীশ্বর জগৎ ক্ষুটতীব সর্বম্ ॥)
তস্য শঙ্খস্য নাদেন ধনুষো নিঃস্বনেন চ।
নিঃসত্ত্বাশ্চ সলক্ষাশ্চ ক্ষিতৌ পেতুস্তদা জনাঃ ॥ ৪১

আরম্ভ করিলেন। সেখানে তখন শত শত রথ ও হাতী অশ্ব-সকল হইয়া যাওয়ায় ধরাশায়ী হইল ॥ ৩৬

এই হন্যমান কৌরব-সৈন্যরা উত্তম রথী অর্জুনের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন। তিনি তখন জয়দ্রথের নিকট হইতে এক ক্রোশ দূরে চারিদিকে রথসৈন্যদ্বারা পরিবৃত হইলেন ॥ ৩৭

এই সময় বৃষিকেশ শ্রীকৃষ্ণ সত্বর অর্জুনকে বলিলেন,—তুমি অতিশয় বেগে ধনুটিকে আকর্ষণ করিতে থাক এবং আমিও আমার শঙ্খ বাজাইতে আরম্ভ করিব ॥ ৩৮

ইহা শুনিয়া তীব্রবেগে সবলে গাণ্ডীব ধনুকে আকর্ষণ করিতে থাকিয়া ক্ষত্রিয়দের চটচটাচট্ শব্দের দ্বারা তত্রত্য বাণবর্ষণ করত শত্রুদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

বলবান্ কেশব উচ্চৈঃস্বরে স্বীয় পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় তাঁহার নয়ন পক্ষ্মদ্বয় ধূলিধূসরিত হইয়াছিল এবং তাঁহার মুখমণ্ডলও ধূলিমলিন হইয়া উঠিল ॥ ৪০

(নরেশ্বর! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দুই ওষ্ঠবায়ুদ্বারা পূরিত বার শঙ্খের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত পুষ্ট হইয়া যখন গম্ভীর নাদরূপে প্রকাশিত হইতেছিল, তখন অন্তরালোক (পাতাল), অন্তরিক্ষ, দেবলোক ও লোকপালগণসহ সমগ্র জগৎ ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া যেন বিদীর্ণ হইতেছিল।)

এই শঙ্খধ্বনি ও ধনুষ্টঙ্কারধ্বনিতে উদ্বিগ্ন হইয়া নির্বল ও সবল সকল শত্রুই তখন ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৪১

তৈর্বিমুক্তো রথো রেজে বায়ুনেরিত ইবাম্বুদঃ।
জয়দ্রথস্য গোপ্তারস্ততঃ ক্ষুব্ধাঃ সহানুগাঃ ॥ ৪২
তে দৃষ্ট্বা সহসা পার্থং গোপ্তারঃ সৈন্ধবস্য তু
চক্রুর্নাদান্ মহেষ্বাসাঃ কম্পয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ৪৩
বাণশব্দরবাংস্তোত্রান্ বিমিশ্রান্ শঙ্খনিঃস্বনৈঃ।
প্রাদুশ্চক্রুর্মহাত্মানঃ সিংহনাদরবানপি ॥ ৪৪
তং শ্রুত্বা নিনদং ঘোরং তাবকানাং সমুত্থিতম্।
প্রদধ্মতুঃ শঙ্খবরৌ বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ৪৫
তেন শব্দেন মহতা পূরিতেয়ং বসুন্ধরা।
সশৈলা সার্ণবদ্বীপা সপাতালা বিনাদ্যতে
স শব্দো ভরতশ্রেষ্ঠ ব্যাপ্য সর্বা দিশো দশ।
প্রতিসস্বান তত্রৈব কুরু-পাণ্ডবয়োর্বলে ॥ ৪৭
তাবকা রবিনস্তত্র দৃষ্ট্বা কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়ৌ।
সম্ভ্রমং পরমং প্রাপ্তাস্তরমাণা মহারথাঃ ॥ ৪৮

এই সকল সৈন্যদ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া অর্জুনের রথ বায়ুসঞ্চালিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ইহাতে জয়দ্রথের রক্ষক যোদ্ধারা অনুচরগণের সহিত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ৪২

জয়দ্রথের রক্ষায় নিযুক্ত বীরগণ সহসা অর্জুনকে দেখিয়া পৃথিবীকে কম্পিতা করিতে করিতে গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩

এই মহাত্মা বীরগণ শঙ্খধ্বনির সহিত মিশ্রিতভাবে বাণ-ধ্বনিত স্তবযুক্ত শঙ্খ এবং সিংহনাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৪

আপনার সৈন্যদের দ্বারা উত্থিত সেই তুমুল কোলাহল শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন নিজ নিজ শ্রেষ্ঠ শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন ॥ ৪৫

প্রজানাথ! সেই তুমুল শব্দে পর্বত, সমুদ্র, দ্বীপ ও পাতাল-সহ এই সমগ্র পৃথিবী পূরিত হইল ॥ ৪৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই শব্দ সম্পূর্ণ দশ দিকে ব্যাপ্ত হইয়া সেখানে কৌরব-সৈন্যদের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল ॥ ৪৭

আপনার রথী ও মহারথী বীরগণ সেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে পতিত হইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৮

অথ কৃষ্ণৌ মহাভাগৌ তাবকা বীক্ষ্য হর্ষিতৌ।
অভ্যদ্রবন্ত সংক্রুদ্ধাস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি দুর্যোধনপরাভবে ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৩

আপনার যোদ্ধারা ভয়ঙ্করকর্মকারী মহাভাগ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে আসিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইলেন। ইহা যেন তখন অদ্ভুত ঘটনা বলিয়াই মনে হইতে লাগিল ॥ ৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে দুর্যোধনের পরাজয়বিষয়ক ত্র্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্য কৌরব-মহারথিভিঃ সহ ভয়ঙ্করঃ সংগ্রামঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তাবকা হি সমীক্ষ্যৈবং বৃষ্ণ্যন্ধক-কুরূত্তমৌ।
প্রাগচ্ছন্ জিঘাংসন্তস্তথৈব বিজয়ঃ পরান্ ॥ ১
সুবর্ণচিত্রৈর্বৈয়াঘ্রৈঃ ঘনবদ্ভির্মহারথৈঃ।
দীপয়ন্তো দিশঃ সর্বা জলদ্ভিরিব পাবকৈঃ ॥ ২
রুক্মপুঙ্খৈশ্চ ছন্দ্রেভ্যঃ কার্মুকৈঃ পৃথিবীপতে।
কৃষ্ণদ্বিরতুলান্ নাদান্ কোপিতৈস্তরগৈরিব ॥ ৩
ভূরিশ্রবাঃ শলঃ কর্ণো বৃষসেনো জয়দ্রথঃ।
কৃপশ্চ মদ্ররাজশ্চ দ্রৌণিশ্চ রথিনাং বরঃ ॥ ৪

তে পিবন্ত ইবাকাশমম্বরৈরন্তৌ মহারথাঃ।
ব্যরাজয়ন্ দশ দিশো বৈয়াঘ্রৈর্হেমচন্দ্রকৈঃ ॥ ৫
তে ঘংশিতাঃ সুসংরব্ধা রথৈর্মেঘৌঘনিঃস্বনৈঃ।
সমারুরুধুঃ দশ দিশঃ পার্থস্য নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৬
কৌলূতকা হয়াশ্চিত্রা বহন্তস্তান্ মহারথান্।
ব্যশোভন্ত তদা শীঘ্রা দীপয়ন্তো দিশো দশ ॥ ৭
আজানেয়ৈর্মহাবেগৈর্নানাদেশসমুত্থিতৈঃ।
পর্বতীয়ৈর্নদীজৈশ্চ সৈন্ধবৈশ্চ হয়োত্তমৈঃ ॥ ৮

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

[অর্জুনের কৌরব-মহারথী বীরগণের সহিত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনার সৈন্যরা এইরূপে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এবং কুরুকুলরত্ন অর্জুনকে অগ্রে দেখিয়া ইঁহাদিগকে বধ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। এইরূপ অর্জুনও শত্রুগণকে বধ করিতে অভিলাষী হইয়া যাত্রা করিতে লাগিলেন ॥ ১

কৌরব-সৈন্যরা তখন ব্যাঘ্রচর্মে আচ্ছাদিত সুবর্ণভূষিত ও গম্ভীর শব্দকারী প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ তেজস্বী বিশাল রথসমূহের দ্বারা সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিতেছিলেন ॥ ২

পৃথিবীপতে! স্বর্ণশকবিভূষিত দুর্লঙ্ঘ্য বাণসমূহ এবং ক্রুদ্ধ অশ্বগণসদৃশ অদ্ভুত উচ্চারণনিকারী বহুসকলের দ্বারা সমস্ত দিক্‌সমূহ যেন পীড়্যমান হইতেছিল ॥ ৩

ভূরিশ্রবা, শল, কর্ণ, বৃষসেন জয়দ্রথ; কৃপাচার্য, মদ্ররাজ শল্য এবং রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা—এই আট জন মহারথী ব্যাঘ্রচর্মদ্বারা আচ্ছাদিত ও সুবর্ণময় চন্দ্রচিহ্নে সুশোভিত অশ্বসকলের দ্বারা যেন আকাশকে পান করিতে করিতে দশদিককে উদ্ভাসিত করিতেছিলেন ॥ ৪-৫

অতিশয় রোষাবিষ্ট এই সব রথচারী বীরগণ মেঘতুল্য গম্ভীর গর্জনকারী রথ ও তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা অর্জুনের দশদিক্ আবৃত করিয়া দিলেন। কুলূতদেশের বিচিত্র এবং শীঘ্রগামী অশ্বগণ এই সময় সেই সব মহারথী বীরগণের বাহন হইয়া দশদিক্ প্রকাশিত করিতে করিতে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬-৭

রাজন্! নানা দেশসমূহে উৎপন্ন মহাবেগশালী আজানেয়

কুরবোঽবরা রাজংস্তব পুত্রং পরীপ্সবঃ।
ধনঞ্জয়রথং শীঘ্রং সর্বতঃ সমুপাদ্রবন্ ॥ ৯
তে প্রগৃহ্য মহাশঙ্খান্ দধ্মুঃ পুরুষসত্তমাঃ।
পূরয়ন্তো দিবং রাজন্ পৃথিবীঞ্চ সসাগরাম্
তথৈব দধ্মতুঃ শঙ্খৌ বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ।
প্রবরৌ সর্বদেবানাং সর্বশঙ্খবরৌ হ্যুভি।
দেবদত্তঞ্চ কৌন্তেয়ঃ পাঞ্চজন্যঞ্চ কেশবঃ;
শব্দস্তু দেবদত্তস্য ধনঞ্জয়সমীরিতঃ ॥ ১১
পৃথিবীং চান্তরিক্ষঞ্চ দিশশ্চৈব সমাবৃণোৎ।
তথৈব পাঞ্চজন্যোঽপি বাসুদেবসমীরিতঃ ॥ ১২
সর্বশব্দানতিক্রম্য পূরয়ামাস রোদসী।

ভস্মিংস্তথা বর্তমানে ভারতে নরসত্তমে ॥ ১৩
ভীরূণাং ত্রাসজননে শূরাণাং হর্ষবর্ধনে।
প্রবাদিতাসু ভেরীষু তূর্যেষ্বানকেষু চ ॥ ১৪
মৃদঙ্গেষ্বপি রাজেন্দ্র বাহ্যমানেষনেকশঃ।
মহারথাঃ সমাখ্যাতা দুর্যোধনহিতৈষিণঃ ॥ ১৫
অমৃষ্যমাণাস্তং শব্দং কুদ্ধাঃ পরমধন্বিনঃ।
নানাদেশ্যা মহীপালাঃ স্বসৈন্যপরিরক্ষিণঃ ॥ ১৭
অমন্ত্রিতা মহাশঙ্খান্ ধমুর্বীরা মহারথাঃ।
কৃতে প্রতিকৃতিং চক্রুঃ কেশবস্যার্জুনস্য চ ॥
বভূব তব তৎ সৈন্যং শঙ্খশব্দসমীরিতম্।
উদ্ধিষ্ঠরধনাগাশ্বমন্বস্থমিব বা বিভো ॥ ১৯

---

(১), পার্ব্বতীয় (২), নদীজ (৩) এবং সিন্ধুদেশোৎপন্ন অশ্বগণের দ্বারা আপনার পুত্র দুর্যোধনকে রক্ষা করিবার জন্য উৎসুক হইয়া শ্রেষ্ঠ কৌরব-যোদ্ধারা চারিদিক্ পরিবেষ্টিত করিয়া অর্জুনের রথের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৮-৯

রাজন্! সেই পুরুষপ্রবর যোদ্ধারা সমুদ্রসহ পৃথিবী এবং আকাশকে শব্দে ব্যাপ্ত করিতে থাকিয়া মহাশঙ্খ সকলকে বাজাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১০

এইরূপ সম্পূর্ণ দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন স্থতলের

---

(১) "তপসস্তাঃ কায়ে যে মন্ত্রাঃ কাম্বিতো জিতক্রোধাঃ। সারমৃতা জিতেন্দ্রিয়াঃ ক্ষুত্তৃষ্ণাহিতং চাপি নো দুঃখম্। জানন্ত্যজনেয়া নিদ্দিষ্টা যাধিনো ধীরৈঃ ॥" অর্থাৎ যাহাদের শরীর হইতে গুড়ের ন্যায় গন্ধ বাহির হয়, যাহারা কাম্বিতে অভিনয় চিহ্ন এবং মেষীপ্যমান, যাহারা ক্রোধকে জয় করিয়াছে, যাহারা বলশালী, জীতেন্দ্রিয় ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট অনুভব করে নাই, এই অশ্বকে ধীরপুরুষগণ "আজানেয়" বলিয়াছেন।

(২) "যাহাস্ত পর্ব্বতীয়া বলান্বিতাঃ স্নিগ্ধকেশাশ্চ কৃতমুখা দৃঢ়পাদা মহাজবাস্তে ইতি বিখ্যাতাঃ।" অর্থাৎ অশ্বগণ বিখ্যাত 'পর্ব্বতীয়' অশ্বরা বলবান্, ইহাদের কেশ চিক্কণ, মুখ গোলাকার পদ সুদৃঢ় এবং তীব্রবেগসম্পন্ন।

(৩) "অথাঃ সকপিলাস্তাঃ কৃতন নদীতীরজাঃ সমুদ্দিষ্টাঃ। পূর্ব্বার্দ্ধেমুখতঃ পশ্চার্দ্ধে চানতাঃ কিঞ্চিৎ।" কোন এক বিশেষ নদীর তীরভূমিতে উৎপন্ন কপিলবর্ণ চিহ্নযুক্ত অশ্বকে "নদীজ" অশ্ব বলা হয়। এই অশ্বের সম্মুখ অর্দ্ধভাগ শরীর উচ্চ এবং পশ্চাদ্ভাগ শরীরের অর্দ্ধভাগ উন্নত নিম্ন।

সমস্ত শঙ্খসমূহের মধ্যে উত্তম নিজ নিজ বিশেষ শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন ॥ ১১

হৃষীকেশ অর্জুন দেবদত্তনামক শঙ্খবাদ্য করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ বাজাইলেন পাঞ্চজন্য শঙ্খ। ধনঞ্জয় কর্তৃক বাদিত দেবদত্ত-শঙ্খের শব্দ পৃথিবী, আকাশ এবং সমস্ত দিক্‌সমূহে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

এইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বাদিত পাঞ্চজন্য-শঙ্খও সমস্ত শব্দকে ছাপাইয়া নিজ ধ্বনিতে পৃথিবী ও আকাশকে পূর্ণ করিয়া দিল।

রাজেন্দ্র! এইরূপ যখন সেখানে ভয়ের শব্দ ব্যাপ্ত হইয়া যাইল, যে শব্দ কাপুরুষগণের ভয় ও বীরগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল, যখন ভেরী, ঝাঁঝ, ঢোল এবং মৃদঙ্গাদি নানাপ্রকার বাদ্য বাদিত হইতেছিল, সেই সময় দুর্যোধনের হিতকামী বিখ্যাত মহারথী সেই বীরগণ এই শব্দকে সহ্য করিতে পারিলেন না বলিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এই সময় নানাদেশ হইতে উৎপন্ন বীর, মহারথী, মহাধনুর্দ্ধর মহীপালগণ আপনার সৈন্যদিগকে স্বজাতোচিতভাবে রক্ষা করিতেছিলেন, ইঁহারা সকলেই অমর্ষবশতঃ নিজেদের শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন, ইঁহারা তখন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রত্যেক কার্য্যের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে উদ্যুক্ত ছিলেন ॥ ১২-১৮

প্রভো! আপনার এই সৈন্যরা তখন শঙ্খশব্দে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ায় যেন অবসন্ন দেখাইতেছিল। ইহাদের ধ্বজা, অশ্ব ও রথ সবই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ১৯

তৎ প্রবিদ্ধমিবাকাশং শূরৈঃ শঙ্খবিনাদিতম্।
বভূব তুমুলস্তস্মিন্ নিঘাতৈরিব নাদিতম্ ॥ ১০
স শব্দঃ সুমহান্ রাজন্ দিশঃ সর্বা বিনাদয়ন্।
ত্রাসয়ামাস তৎ সৈন্যং যুগান্ত ইব সম্ভৃতঃ ॥ ১১
ততো দুর্যোধনোঽষ্টৌ চ রাজানস্তে মহারথাঃ।
জয়দ্রথস্য রক্ষার্থং পাণ্ডবং পর্যবারয়ন্ ॥ ১২
ততো দ্রৌণিস্ত্রিসপ্তত্যা বাসুদেবমতাড়য়ৎ।
অর্জুনঞ্চ ত্রিভির্ভল্লৈর্ধ্বজমশ্বাংশ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ১৩
তমর্জুনঃ পুনশ্চাপান্ নতৈঃ ষড়্ভিরতাড়য়ৎ
অত্যর্থমিব সংক্রুদ্ধঃ প্রতিবিদ্ধে জনার্দনে ॥ ১৪
কর্ণঞ্চ দশভির্বিদ্ধ্বা বৃষসেনং ত্রিভিস্তথা।
শল্যঞ্চ সশরং চাপং মুষ্টৌ চিচ্ছেদ বীর্যবান্ ॥ ১৫
গৃহীত্বা ধনুরন্যৎ তু শল্যো বিব্যাধ পাণ্ডবম্।
ভূরিশ্রবাস্ত্রিভির্বাণৈর্হেমপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ১৬

এই সময় বীরগণ শঙ্খধ্বনির দ্বারা যেন আকাশকে বিদ্ধ করিতেছিলেন। বহুের ভয়ঙ্কর ঘর্ঘর শব্দে সমাচ্ছন্ন হইয়া উহা যেন অত্যন্ত উদ্বেগজনক হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ১০

রাজন্! প্রলয়কালসদৃশ সর্বদিকে বিস্তৃত সেই মহা ভয়ঙ্কর শব্দ সমস্ত সিন্ধুগণকে প্রতিধ্বনিত ও আপনার সৈন্যদিগকে ভীত করিতে লাগিল ॥ ১১

তদনন্তর দুর্যোধন পূর্বোক্ত অষ্ট-মহারথী রাজারা জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার জন্য অর্জুনকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত করিলেন ॥ ১২

সেই সময় অশ্বত্থামা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে তিয়াত্তরটি বাণ প্রহার করিলেন, তিনটি ভল্লের দ্বারা অর্জুনকে আঘাত করিলেন এবং পাঁচটি বাণের দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ও অশ্বদিগকে বিদীর্ণ করিলেন ॥ ১৩

শ্রীকৃষ্ণ বাণবিদ্ধ হইলে অর্জুন অত্যন্ত কুপিত হইলেন। তিনি তখন ছয় শত বাণের দ্বারা অশ্বত্থামাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন ॥ ১৪

পরাক্রমশালী অর্জুন দশটি বাণে কর্ণকে ও তিনটি বাণে বৃষসেনকে বিদ্ধ করিয়া রাজা শল্যের বাণসহ ধনুর মুষ্টির দ্বারা ধারণ করিবার স্থানটিকে কাটিয়া দিলেন ॥ ১৫

তখন শল্য অপর ধনু গ্রহণ করিয়া পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভূরিশ্রবা শিলাশানিত সুবর্ণময় পঙ্খযুক্ত তিনটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৬

কর্ণো দ্বাত্রিংশতা চৈব বৃষসেনশ্চ সপ্তভিঃ।
জয়দ্রথস্ত্রিসপ্তত্যা কৃপশ্চ দশভিঃ শরৈঃ ॥ ১৭
মদ্ররাজশ্চ দশভির্বিব্যধুঃ ফাল্গুনং রণে।
ততঃ শরাণাং ষষ্ট্যা তু দ্রৌণিঃ পার্থমবাকিরৎ ॥ ১৮
বাসুদেবঞ্চ বিংশত্যা পুনঃ পার্থঞ্চ পঞ্চভিঃ।
প্রহসংস্তু নরব্যাঘ্রঃ শ্বেতাশ্বঃ কৃষ্ণসারথিঃ ॥ ১৯
প্রত্যবিধ্যৎ স তান্ সর্বান্ দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্।
কর্ণং দ্বাদশভির্বিদ্ধ্বা বৃষসেনং ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৩০
শল্যঞ্চ সশরং চাপং মুষ্টিদেশে ব্যকৃন্তত।
সৌমদত্তিং ত্রিভির্বিদ্ধ্বা শল্যঞ্চ দশভিঃ শরৈঃ ॥ ৩১
শিতৈরগ্নিশিখাকারৈর্দ্রৌণিং বিব্যাধ চাষ্টভিঃ।
গৌতমং পঞ্চবিংশত্যা সৈন্ধবঞ্চ শতেন হ ॥ ৩২
পুনর্দ্রৌণিঞ্চ সপ্তত্যা শরাণাং সোঽভ্যতাড়য়ৎ।
ভূরিশ্রবাস্তু সংক্রুদ্ধঃ প্রতোদং চিচ্ছিদে হরেঃ ॥ ৩৩
অর্জুনঞ্চ ত্রিসপ্তত্যা বাণানামাজঘান হ ॥ ৩৪

তাহার পর কর্ণ বাহাত্তর, বৃষসেন সাত, জয়দ্রথ তিয়াত্তর, কৃপাচার্য দশ এবং মদ্ররাজ শল্যও দশটি বাণ প্রহার করিয়া রণভূমিতে অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন।

তাহার পর অশ্বত্থামা অর্জুনের উপর ষাটটি বাণ বর্ষণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে বিশ এবং অর্জুনকেও পাঁচটি বাণ প্রহার করিলেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ যাহার সারথি, সেই শ্বেতবাহন পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে করিতে নিজের হস্তনৈপুণ্য দেখাইতে থাকিয়া উহাদের সকলকে বাণবিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন।

এই সময় কর্ণকে বার ও বৃষসেনকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিয়া রাজা শল্যের বাণসহ ধনুর মুষ্টির দ্বারা গ্রহণ করিবার স্থানে পুনরায় ছেদন করিলেন।

তাহার পর ভূরিশ্রবাকে তিন এবং শল্যকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিয়া অগ্নিশিখাসদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট আটটি তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা অশ্বত্থামাকে আঘাত করিলেন।

তাহার পর কৃপাচার্যকে পঁচিশ, জয়দ্রথকে এক শত এবং অশ্বত্থামাকে পুনরায় তিনি সত্তরটি বাণের দ্বারা বিদীর্ণ করিলেন।

তখন ভূরিশ্রবা কুপিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অশ্বতাড়নের জন্য রজ্জুকে খণ্ডটিকে ছেদন করিয়া দিলেন এবং তিয়াত্তরটি বাণের দ্বারা অর্জুনকে আহত করিলেন ॥ ২৭-৩৪

ততঃ শরশতৈস্তীক্ষ্ণৈরানর্চ্ছ শ্বেতবাহনঃ।
প্রত্যযেধদ্ দ্রুতং ক্রুদ্ধো মহাবাতো ঘনানিব ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি জয়দ্রথবধপর্ব্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

তদনন্তর শ্বেতবাহন অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া শত শত তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা সেই শত্রুসৈন্যকে অতিসত্বর প্রতিহত করিয়া ফেলিলেন। ৩৫

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক চতুরধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্য কৌরব-মহারথ-বীরাণাঞ্চ ধ্বজবর্ণনম্, নবভির্মহারথৈঃ সহ একাকিনোঽর্জুনস্য তুমুল- যুদ্ধঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধ্বজান্ বহুবিধাকারান্ ব্রাজমানানতিশ্রিয়া।
পার্থানাং মামকানাঞ্চ তান্ মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।

ধ্বজান্ বহুবিধাকারান্ শৃণু তেষাং মহাত্মনাম্।
রূপতো বর্ণতশ্চৈব নামতশ্চ নিবোধ মে ॥ ২
তেষাং তু রথমুখ্যানাং রথেষু বিবিধা ধ্বজাঃ।
প্রত্যদৃশ্যন্ত রাজেন্দ্র জ্বলিতা ইব পাবকাঃ ॥ ৩
কাঞ্চনাঃ কাঞ্চনাপীড়াঃ কাঞ্চনস্রগলঙ্কৃতাঃ।
কাঞ্চনানীব শৃঙ্গাণি কাঞ্চনস্য মহাগিরেঃ ॥ ৪
অনেকবর্ণা বিবিধা ধ্বজাঃ পরমশোভনাঃ।
তে ধ্বজাঃ সংবৃতাস্তেষাং পতাকাভিঃ সমন্ততঃ ॥ ৫
নানাবর্ণবিরাগাভিঃ শুশুভুঃ সর্ব্বতো বৃতাঃ
পতাকাশ্চ ততস্তাস্তু বসনেন সমীরিতাঃ ॥ ৬
নৃত্যমানা ব্যদৃশ্যন্ত রঙ্গমধ্যে বিলাসিকাঃ
ইন্দ্রায়ুধসবর্ণাভাঃ পতাকা ভরতর্ষভ ॥ ৭
শোভয়মানা রথিনাং শোভয়ন্তি মহারথান্
সিংহলাঙ্গূলমুদ্রাস্তাঃ ধ্বজা বানরলক্ষণম্ ॥ ৮

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

[অর্জুন ও কৌরব-মহারথী বীরগণের ধ্বজবর্ণন এবং নয় মহারথীর সহিত একাকী অর্জুনের তুমুল যুদ্ধ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমার ও শত্রুপক্ষগণের যে সমস্ত নানাপ্রকার ধ্বজ অত্যন্ত শোভার সহিত উদ্ভাসিত হইতেছিল, সেই সকল ধ্বজার কথা আমাকে বল ॥ ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সেই মহারথী বীরগণের নানাপ্রকার আকৃতিযুক্ত যে সমস্ত ধ্বজ উড়িতেছিল, তাহাদের রূপ, বর্ণ ও নাম আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন ॥ ২

রাজেন্দ্র! সেই শ্রেষ্ঠ মহারথী বীরগণের রথসমূহে নানাবিধ ধ্বজ প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী দেখাইতেছিল ॥ ৩

এই সব ধ্বজ স্বর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাদের উপরিভাগের অংশ স্বর্ণের দ্বারাই সজ্জিত ছিল। স্বর্ণেরই মালা-সমূহে ইহারা অলঙ্কৃত ছিল, সেইজন্য সুবর্ণময় মহাপর্ব্বত সুমেরুর স্বর্ণময় বিশ্বরূপকের ন্যায় ইহারা শোভা পাইতেছিল ॥ ৪

অতিশয় শোভাসম্পন্ন, নানাবিধ বহুসংখ্যক বর্ণবিশিষ্ট ধ্বজসমূহ চারিদিক্ দিয়া নানাবর্ণের পতাকা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া শোভমান হইতেছিল।

তাঁহাদের এই সকল পতাকা বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া রঙ্গমধ্যে নৃত্যপরায়ণা বিলাসিনী স্ত্রীমণ্ডলীর ন্যায় দেখাইতেছিল

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইন্দ্রধনুসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট উড্ডীয়মান এই সব পতাকাশ্রেণী বিশাল রথের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল।

এই রথমধ্যে অর্জুনের ধ্বজস্থ ধ্বজ বানরচিহ্নে সুশোভিত হইয়া সকলের দৃষ্টিগোচর হইতেছিল; এই বানরের পুচ্ছ সিংহসদৃশ ছিল এবং ইহার মুখ অতিশয় উগ্র ছিল।

ধনঞ্জয়স্য সংগ্রামে প্রত্যাদৃশ্যত ভৈরবম্।
স বানরবরো রাজন্ পতাকাভিরলঙ্কৃতঃ। ৯
ত্রাসয়ামাস তৎ সৈন্যং ধ্বজো গাণ্ডীবধন্বনঃ।
তথৈব সিংহলাঙ্গূলঃ দ্রোণপুত্রস্য ভারত। ১০
ধ্বজাগ্রে সমলঙ্কারো বালসূর্যসমপ্রভম্।
কাঞ্চনং পবনোদ্ধূতং শক্রধ্বজসমপ্রভম্। ১১
নন্দনং কৌরবেন্দ্রাণাং দ্রৌণের্যস্য সমুচ্ছ্রিতম্।
হস্তিকক্ষ্যা পুনর্হৈমী বসুধাধিরথের্ধ্বজঃ। ১২
আহবে যং মহারাজ দদৃশে পুরতস্তব।
পতাকা কাঞ্চনী শ্রেষ্ঠা ধ্বজে কর্ণস্য সংযুগে। ১৩
নৃত্যতীব রথোপস্থে শ্বসনেন সমীরিতা।
আচার্যস্য তু পাণ্ডূনাং ব্রাহ্মণস্য তপস্বিনঃ। ১৪
গোবৃষো গৌতমস্যাসীৎ কৃপস্য সুপরিষ্কৃতঃ।
স তেন ভাজতে রাজন্ গোবৃষেণ মহারথঃ। ১৫

ত্রিপুরঘ্নরথো যদ্বদ্ গোবৃষেণ বিরাজতা।
ময়ূরো বৃষসেনস্য কাঞ্চনো মণিরত্নবান্। ১৬
ব্যাতরিষ্ণুস্থিবাতিষ্ঠৎ সেনাগ্রমুপশোভয়ন্।
তেন তস্য রথো ভাতি ময়ূরেণ মহাত্মনঃ। ১৭
যথা স্কন্দস্য রাজেন্দ্র ময়ূরেণ বিরাজতা।
মদ্ররাজস্য শল্যস্য ধ্বজাগ্রেঽগ্নিশিখামিব। ১৮
সৌবর্ণীং প্রতিপন্যাম সীতামপ্রতিমাং শুভাম্।
সা সীতা ভ্রাজতে তস্য রথমাস্থায় মারিষ। ১৯
সর্ববীজবিরূঢ়েব যথা সীতা স্থিরা কৃতা।
বরাহঃ সিন্ধুরাজস্য রাজতোঽভিবিরাজতে। ২০
ধ্বজাগ্রেঽলোহিতার্কাভো হেমজালপরিষ্কৃতঃ।
শুশুভে কেতুনা তেন রাজতেন রথস্য হ। ২১
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে পুরা পূষা ন শোভতে।
সৌমদত্তেঃ পুনর্যূপো যজ্ঞশীলস্য ধীমতঃ। ২২

রাজন্! শ্রেষ্ঠ বানরে সুশোভিত ও পতাকাশ্রেষ্ঠীতে অলঙ্কৃত গাণ্ডীবধারী অর্জুনের এই ধ্বজ আপনার সৈন্যগণকে ভীত করিতেছিল।

ভারত! এইরূপ আমরা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার শ্রেষ্ঠ ধ্বজকে প্রাতঃকালীন সূর্য্যতুল্য অরুণকান্তিতে প্রকাশিত হইতে দেখিলাম। ইহাতে সিংহের পুচ্ছ অঙ্কিত ছিল।

অশ্বত্থামার ইন্দ্রধ্বজতুল্য প্রকাশমান সুবর্ণময় উচ্চ ধ্বজ বায়ুর দ্বারা উড়িতে থাকিয়া কৌরব-নরপতিগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছিল।

অধিরথপুত্র কর্ণের ধ্বজ চন্দ্রার্ক সুবর্ণময় রজ্জুচিহ্নযুক্ত ছিল। মহারাজ! এই ধ্বজ সংগ্রামে আকাশকে যেন পূর্ণ করিতেছিল—ইহা দেখা যাইত।

বৃষসেন কর্ণের ধ্বজের উপরে সুবর্ণময়ী মালাবিভূষিত পতাকাশ্রেষ্ঠী বায়ুদ্বারা আন্দোলিত হইয়া রথের আসনে যেন নৃত্য করিতেছিল।

পাণ্ডবগণের আচার্য্য, তপস্বী ব্রাহ্মণ, গৌতমগোত্রীয় কৃপাচার্য্যের ধ্বজের মধ্যে একটি বৃষের চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। রাজন্! তাঁহার এই বিশাল রথ সেই বৃষচিহ্নে তাদৃশ অতিশয় শোভা পাইতেছিল, যেরূপ ত্রিপুরাসুরনাশী মহাদেবের রথ সুন্দর বৃষচিহ্নে শোভা পাইয়া থাকে।

বৃষসেনের মণিরত্ন বিভূষিত সুবর্ণময় ধ্বজ ময়ূরচিহ্নে শোভিত ছিল। এই ময়ূর সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগের শোভাবর্দ্ধন করত সেইভাবে দাঁড়াইয়াছিল, যেন সে কূজন করিতেছে।

যেরূপ ভূমার কার্ত্তিকেয়ের রথ সুন্দর ময়ূরচিহ্নে শোভা পাইয়া থাকে, সেইরূপ মহাত্মা বৃষসেনের রথ এইরূপ ময়ূরচিহ্নে সুশোভিত ছিল।

মদ্ররাজ শল্যের ধ্বজের অগ্রভাগে আমরা অগ্নিশিখাসদৃশ উজ্জ্বল, সুবর্ণময়, অরূপম এবং শুভলক্ষণসমূহে যুক্ত একটি সীতা (ভূমিতে হলের দ্বারা আকৃষ্ট রেখা) চিহ্ন আছে, দেখা যাইতেছিল।

মাননীয় ভূপাল! যেরূপ ক্ষেত্রে (চাষযোগ্য ভূমিতে) হলের ফলার দ্বারা কৃত রেখা বীজসকল অঙ্কুরিত হইলে যেরূপ শোভাসম্পন্ন পুষ্ট হইয়া থাকে, মদ্ররাজ শল্যের রথকে আশ্রয় করিয়া এই সীতা (হলদ্বারা কৃত ভূমিরেখা) অতিশয় শোভা পাইতেছিল।

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের ধ্বজের অগ্রভাগে উজ্জ্বল সূর্য্যের ন্যায় শ্বেত-কান্তিযুক্ত এবং স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত রজতনির্ম্মিত বরাহচিহ্ন অতিশয় শোভা পাইতেছিল।

যেরূপ পুরাকালে দেবাসুর-সংগ্রামে পূষা শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ এই রজতনির্ম্মিত ধ্বজধারা জয়দ্রথ শোভা পাইতে লাগিলেন।

সর্ব্বদা যজ্ঞকার্য্যে নিরত বুদ্ধিমান্ ভূরিশ্রবার রথে যূপের চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। ঐ ধ্বজ সূর্য্যসদৃশ প্রকাশিত হইতেছিল এবং ইহাতে চন্দ্রের চিহ্নও দৃষ্টিগোচর হইতেছিল।

রাজন্! যেরূপ যজ্ঞসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞে আততায়

ধ্বজঃ সূর্য্য ইবাভাতি সোমস্তাত্র প্রদৃশ্যতে।
স যূপঃ কাঞ্চনো রাজন্ সোমমণ্ডেবিরাজতে ॥ ২৩
রাজসূয়ে মখশ্রেষ্ঠে যথা যূপঃ সমুচ্ছ্রিতঃ।
অলভা ত্বং মহারাজ রাজতো বিরজো মহান ॥ ২৪
কেতুঃ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গৈর্ময়ূরৈরুপশোভিতঃ।
স কেতুঃ শোভয়ামাস সৈন্যং তে ভরতর্ষভ ॥ ২৫
যথা শ্বেতো মহানাগো দেবরাজচমূং তথা।
নাগো মণিময়ো রাজ্ঞো ধ্বজঃ কনকসংবৃতঃ ॥ ২৬
কিঙ্কিণীশতসংঘ্রাদো ভ্রাজংশ্চিত্রো রথোত্তমে।
ব্যভ্রাজত ভৃশং রাজন্ পুত্রস্তব বিশাম্পতে ॥ ২৭
ধ্বজেন মহতা সংখে কুরূণামৃষভস্তদা।
নবৈতে তব বাহিন্যামুচ্ছ্রিতাঃ পরমধ্বজাঃ ॥ ২৮
বাহীনয়ংস্তে পুতনাং যুগান্তাদিত্যসন্নিভাঃ।
দশমস্তূর্জুনস্যাসীদেক এব মহাকপিঃ ॥ ২৯
অদীপ্যতার্জুনো যেন দিবমাবিশ্য বহ্নিনা।

তত্তশ্চিত্রাণি শুভ্রাণি সুমহান্তি মহারথাঃ ॥ ৩০
কার্ম্মুকাণ্যাবহুর্যুদ্ধে মণ্ডলার্থে পরন্তপাঃ।
তথৈব ধনুরাবব্রুঃ পার্থঃ শত্রুবিনাশনঃ ॥ ৩১
গাণ্ডীবং দিব্যকর্ম্মা তু রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব।
তবাপরাধাদ্ রাজানো নিহতা বসুধা যুধি ॥ ৩২
নানাদিগ্ভ্যঃ সমাহূতাঃ সহযাঃ সরথ-দ্বিপাঃ।
তেষামাসীদ্ ব্যতিক্ষেপো গর্জতামিতরেতরম্ ॥ ৩৩
দুর্য্যোধনমুখানাঞ্চ পাণ্ডুনামৃষভস্য চ।
তত্রাদ্ভুতং পরং চক্রে কৌন্তেয়ঃ কৃষ্ণসারথিঃ ॥ ৩৪
যদেকো বহুভিঃ সার্ধং সমাগচ্ছদভীতবৎ।
অশোভত মহাবাহুর্গাণ্ডীবং বিক্ষিপন্ ধনুঃ ॥ ৩৫
জিগীষূংস্তান্ নরব্যাঘ্রো জিঘাংসুশ্চ জয়দ্রথম্।
তত্রার্জুনো নরব্যাঘ্রঃ শরৈর্হৈমৈঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৬
অদৃশ্যাংস্তাবকান্ যোধান্ প্রচক্রে শত্রুতাপনঃ।
তত্তস্তেঽপি নরব্যাঘ্রাঃ পার্থং সর্বে মহারথাঃ ॥ ৩৭

উচ্চ যূপ শোভা পাইয়া থাকে, সেইরূপ কৃতিপ্রবীর এই সুবর্ণময় যূপ সেইভাবে শোভা পাইতেছিল।

মহারাজ! সমরের মধ্যে রৌপ্যনির্মিত একটি গজরাজ শোভা পাইতেছিল। ভরতশ্রেষ্ঠ! এই ধ্বজ সুবর্ণনির্মিত বিচিত্র অঙ্গবিশিষ্ট বহু ময়ূরে সুশোভিত ছিল এবং আপনার সৈন্যদের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। ২৩-২৫

যেরূপ শ্বেতবর্ণের মহাহস্তী দেবরাজের সৈন্যগণকে সুশোভিত করিয়া থাকে, সেইরূপ রাজা দুর্য্যোধনের সুবর্ণমণ্ডিত ধ্বজ মণিময় গজরাজচিহ্নে চিহ্নিত ছিল। ২৬

প্রজানাথ! এই বিচিত্র ধ্বজ দুর্য্যোধনের উত্তম রথের উপর শত শত ক্ষুদ্র ঘণ্টিকার ধ্বনিতে অনুরণিত ছিল। সেই মহাধ্বজ ভূমণ্ডলে আপনার পুত্র কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনের সেই সময় অতিশয় শোভা হইতেছিল।

এই নয়টি উত্তম ধ্বজ আপনার সৈন্যদের মধ্যে অতিশয় উচ্চ ছিল এবং প্রলয়কালের সূর্য্যের ন্যায় নিজেদের প্রকাশ বিকিরণ করিতে করিতে আপনার সৈন্যদের উদ্ভাসিত করিতেছিল।

দশম ধ্বজ একমাত্র অর্জুনেরই ছিল, যাহা বিশাল বানরচিহ্নে সুশোভিত ছিল। ইহার দ্বারা অর্জুন সেইরূপে শোভমান ছিলেন, যেরূপ অগ্নিদ্বারা দিবাদেহ-পরিগত উদ্ভাসিত হইয়া থাকে।

তখনকার শত্রুসৈন্যের সন্তাপকারী সেই সব মহারথীরা অর্জুনকে

বধ করিবার জন্য অতিশয় বিচিত্র, উচ্চ (চক্রযুক্ত) এবং বিশাল ধনু হাতে গ্রহণ করিলেন।

রাজন্! সেইরূপ দিব্য কর্মকারী শত্রুনাশন পার্থও আপনার দুর্মন্ত্রণার ফলস্বরূপ তাঁর গাণ্ডীব-ধনুটিকে তখন ধারণ করিলেন।

মহারাজ! আপনারই অপরাধে সেই যুদ্ধস্থলে আমন্ত্রিত হইয়া নানাদিক্ হইতে আগত বহু রাজারা নিজ নিজ অশ্ব, রথ ও হস্তীসহ নিহত হন।

সেই সময় পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া গর্জনকারী দুর্য্যোধনাদি মহারথী যোদ্ধারা ও পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুনের মধ্যে পরস্পর আঘাত প্রত্যাঘাত হইতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সারথি, সেই মহাবীর্যবান অর্জুন এখানে অত্যন্ত অদ্ভুত পরাক্রম করিলেন এবং একাকীই নির্ভয় হইয়া বহুসংখ্যক যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

তাঁহাদিগকে জয় করিতে অভিলাষী হইয়া জয়দ্রথকে বধ করিবার জন্য গাণ্ডীব-ধনু আকর্ষণ করিতে করিতে পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবাহু অর্জুন অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন।

সেই সময় শত্রুসন্তাপক নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন তীক্ষ্ণ নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র বাণের দ্বারা আপনার যোদ্ধাদিগকে অদৃশ্য করিয়া দিলেন।

তখন সেই সব পুরুষসিংহ মহারথীরাও সমরভূমিতে চারিদিকেই বাণবর্ষণ করিতে করিতে অর্জুনকে অদৃশ্য করিয়া

অদৃশ্যং সমরে চক্রুঃ শরকৌঘৈঃ সমন্ততঃ।
সংবৃতে নরসিংহৈস্তু কুরুণামৃষভেঽর্জুনে
মহানাসীৎ সমুদ্ভূতস্তস্য সৈন্যস্য নিঃস্বনঃ। ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি অর্জুনবর্ণনে
পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ফেলিলেন। যখন কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন সেই পুরুষসিংহগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িলেন, তখন সেই সৈন্যদের মধ্যে মহা-কোলাহল ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। ২৭-৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে অর্জুনবর্ণনবিষয়ক পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য্যেণ তৎসৈন্যৈশ্চ সহ পাণ্ডব-সৈন্যানাং ঘমযুদ্ধম্, দ্রোণাচার্য্যেণ সহ যুধাজো যুধিষ্ঠিরস্য রথভঙ্গহেতোঃ পলায়নঞ্চ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অর্জুনে সৈন্ধবং প্রাপ্তে ভারদ্বাজেন সংবৃতাঃ।
পাঞ্চালাঃ কুরুভিঃ সার্ধং কিমকুর্বত সঞ্জয়। ১

সঞ্জয় উবাচ।

অপরাহ্ণে মহারাজ সংগ্রামে লোমহর্ষণে
পাঞ্চালানাং কুরুণাঞ্চ দ্রোণদ্যূতমবর্ততঃ। ২
পাঞ্চালা হি জিঘাংসন্তো দ্রোণং সংছষ্টচেতসঃ।
অভ্যমুঞ্চন্ত সর্বতঃ শরবর্ষাণি মারিষ। ৩
ততস্তু তুমুলস্তেষাং সংগ্রামোঽবর্ততাদ্ভুতঃ।
পাঞ্চালানাং কুরুণাঞ্চ ঘোরো দেবাসুরোপমঃ। ৪

সমস্ত পাঞ্চালসৈন্যগণ পাণ্ডবদের সহিত দ্রোণাচার্য্যের রথের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সৈন্যব্যূহকে ভেদ করিবার ইচ্ছায় মহাস্ত্রসকলের প্রয়োগ দেখাইতে আরম্ভ করিল। ৫

এই পাঞ্চাল-রথী বীরগণ রথে উপবেশন করিয়াই যথা-বেগের আশ্রয় গ্রহণ করত পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে দ্রোণাচার্য্যের রথের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধরত হইল। ৬

কেকয়দেশের মহারথ বীর বৃহৎক্ষত্র মহেন্দ্রের বজ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে সেখানে দ্রোণাচার্য্যের উপর আক্রমণ করিলেন। ৭

সেই সময় মহাতপস্বী ক্ষেমধূর্তি শত শত ও সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ বাণসকল নিক্ষেপ করিতে করিতে অতিক্রুদ্ধ বৃহৎক্ষত্রের প্রতি ধাবিত হইলেন। ৮

বীর্য বলে বিখ্যাত চেদিরাজ ধৃষ্টকেতুও অতিশয় ত্বরা করিয়া দ্রোণাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইলেন, ইহাতে মনে হইল—দেবরাজ ইন্দ্র শম্বরাসুরের প্রতি আক্রমণ করিলেন। ৯

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্য্য ও তাঁহার সৈন্যদের সহিত পাণ্ডব-সৈন্যগণের ঘমযুদ্ধ এবং দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় রথ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় যুধিষ্ঠিরের পলায়ন।]

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—সঞ্জয়! যখন অর্জুন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক পরিরক্ষিত পাঞ্চাল-সৈন্যরা কৌরবদের সহিত কি করিল? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই সময় অপরাহ্ণকালে যখন রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন পাঞ্চাল ও কৌরব সৈন্যদের মধ্যে দ্রোণাচার্য্যকে লক্ষ্য রাখিয়া সংগ্রামরূপ পাশাখেলা হইতে লাগিল। ২

মাননীয় রাজন্! পাঞ্চাল-সৈন্যগণ দ্রোণকে সংহার করিবার বাসনায় প্রসন্নচিত্ত হইয়া গর্জন করিতে করিতে তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। ৩

তদনন্তর সেই পাঞ্চালসৈন্য ও কৌরবসৈন্যদের মধ্যে দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ৪

তমাপতন্তং সহসা ব্যাদিতাস্যমিবান্তকম্ ।
বীরবর্মা মহেষ্বাসস্তরমাণঃ সমভ্যয়াৎ ॥ ১০

যুধিষ্ঠিরং মহারাজং জিগীষুং সমবস্থিতম্ ।
সহানীকং ততো দ্রোণো ভ্রাতরঞ্চ বীর্যবান্ ॥ ১১

নকুলং কুপলং যুদ্ধে পরাক্রান্তং পরাক্রমী ।
অভ্যগচ্ছৎ সমায়ান্তং বিকর্ণন্তে সুতঃ প্রভো ॥ ১২

সহদেবং তথায়ান্তং দুর্মুখঃ শত্রুকর্ষণঃ
শরৈরনেকসাহস্রৈঃ সমবাকিরদাশুগৈঃ ।
সাত্যকিং তু নরব্যাঘ্রং ব্যাঘ্রদত্তবরায়ুধম্ ।
শরৈঃ সুনিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কম্পয়ন্ বৈ মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৪

দ্রৌপদেয়ান্ নরব্যাঘ্রান্ মুক্তঃ সায়কোত্তমান্ ।
সংরম্ভান্ রথিনঃ শ্রেষ্ঠান্ সৌমদত্তিরবারয়ৎ ॥ ১৫

ভীমসেনং তদা ক্রুদ্ধং ভীমরূপো ভয়ানকঃ ।
প্রত্যবারয়দায়ান্তমার্যাসৃষ্টির্মহারথঃ ॥ ১৬

তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং নর-রাক্ষসয়োর্মৃধে
যাদৃশেষু পুরা বৃত্তং রাম-রাবণয়োরপি ।
ততো যুধিষ্ঠিরো দ্রোণং নবত্যা নতপর্বণাম্
আজঘ্নে ভরতশ্রেষ্ঠঃ সর্বমর্মসু ভারত ॥ ১৮

তং দ্রোণঃ পঞ্চবিংশত্যা নিজঘান স্তনান্তরে
বোধিতো ভরতশ্রেষ্ঠ কৌন্তেয়েন যশস্বিনা ।
দৃঢ় এব তু বিংশত্যা সায়কানাং সমাচিনোৎ ।
সায়-সূত-ধ্বজং দ্রোণঃ পঞ্চভিঃ সর্ববধিনাম্ ॥ ২০

তান্ শরান্ দ্রোণমুক্তাংস্তু শরবর্ষেণ পাণ্ডবঃ ।
অবারয়ত ধর্মাত্মা দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্
ততো দ্রোণো দৃঢ়ং ক্রুদ্ধো ধর্মরাজস্য সংযুগে
চিচ্ছেদ সমরে ধন্বী ধনুস্তস্য মহাত্মনঃ
অথৈনং ছিন্নধন্বানং শরমাণো মহারথঃ
শরৈরনেকসাহস্রৈঃ পূরয়ামাস সর্বতঃ

মূর্তিমান্ কালের ন্যায় সহসা আক্রমণকারী দুইজনকে প্রতিরোধ করিবার জন্য মহাসৈন্যের বীরধন্বা তীব্রবেগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১০

তদনন্তর পরাক্রমশালী দ্রোণাচার্য্য ক্ষত্রিয়নাশী সৈন্যের অবস্থিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নিবারণ করিলেন ॥ ১১

প্রভো ! আপনার পরাক্রমী পুত্র বিকর্ণ সেখানে উপস্থিত পরাক্রমশালী যুদ্ধকুশল নকুলের দিকে যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন ॥ ১২

শত্রুসূদন দুর্মুখ নিজের সম্মুখে আগত সহদেবের উপর অনেক হাজার শীঘ্রগামী বাণবর্ষণ করিয়া তাঁহাকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৩

ব্যাঘ্রদত্ত অস্ত্রধারী ভীষণবীর বাণসমূহের দ্বারা বারংবার শত্রু-সৈন্যদিগকে কম্পিত করিতে করিতে সেখানে পুরুষসিংহ সাত্যকিকে নিবারণ করিলেন ॥ ১৪

মনুষ্যগণের মধ্যে ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমশালী ও শ্রেষ্ঠ দুই দ্রৌপদীর পক্ষ পুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুদের উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে থাকিলেন। কিন্তু সোমদত্তকুমার শল ইঁহাদের সকলকে প্রতিরোধ করিলেন ॥ ১৫

ভয়ঙ্কর রূপধারী, ভয়ানক ও বিশাল মহারথী শত্রুসূদনপুত্র অনঘ এই সময় ক্রুদ্ধ হইয়া উপস্থিত ভীমসেনকে নিবারণ করিল ॥ ১৬

পূর্বকালে যেরূপ শ্রীরাম ও রাবণের মধ্যে সংগ্রাম হইয়াছিল, সেইরূপ এই রণাঙ্গনে মানব ভীমসেন ও রাক্ষস অনঘের মধ্যে যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ১৭

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তদনন্তর ভরতকুলশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির স্বর্ণভূষিত নব্বইটি বাণে দ্রোণাচার্য্যের সমস্ত মর্মস্থানে আঘাত করিলেন ॥ ১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ ! যশস্বী কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির এইরূপ ক্রোধ দেখাইতে থাকিলে দ্রোণাচার্য্য তাঁহার বক্ষঃস্থলে পঁচিশটি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ১৯

পুনরায় দ্রোণাচার্য্য সমস্ত ধনুর্ধর বীরগণের সাক্ষাতেই অশ্ব, সারথি ও ধ্বজসহ যুধিষ্ঠিরকে বিশটি বাণের দ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ২০

ধর্মাত্মা পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির স্বীয় হস্তের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে থাকিয়া দ্রোণাচার্য্যকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই সব বাণসকলকে নিজের বাণবর্ষণ দ্বারা প্রতিরোধ করিলেন ॥ ২১

তখন যুদ্ধের দ্রোণাচার্য্য সেই যুদ্ধস্থলে মহাত্মা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি সমরাঙ্গণে যুধিষ্ঠিরের ধনু কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ২২

ধনু ছিন্ন করিবার পর মহারথী দ্রোণাচার্য্য অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত কয়েক হাজার বাণবর্ষণ করত তাঁহাকে সর্বদিকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৩

অদৃশ্যং বীক্ষ্য রাজানং ভারদ্বাজস্য সায়কৈঃ
সর্বভূতান্যমন্যন্ত হতমেব যুধিষ্ঠিরম্। ২৫

কেচিচ্চৈনমমন্যন্ত তথৈব বিমুখীকৃতম্।
ততো রাজেতি রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণেন মহাত্মনা। ২৬

স কৃচ্ছ্রং পরমং প্রাপ্তো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
তাক্ত্বা তং কার্মুকং ছিন্নং ভারদ্বাজেন সংযুগে। ২৭

আদদেঽন্যদ্ ধনুর্দিব্যং ভাস্বরং বেগবত্তরম্।
ততস্তান্ সায়কাংস্তত্র দ্রোণচক্রান্ সহস্রশঃ। ২৮

চিচ্ছেদ সমরে বীরস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
ছিত্ত্বা তু তান্ শরান্ রাজন্ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ
শক্তিং জগ্রাহ সমরে গিরীণামপি দারিণীম্।
স্বর্ণদণ্ডাং মহাঘোরামষ্টঘণ্টাং ভয়াবহাম্। ২৯

সমুৎক্ষিপ্য চ তাং হৃষ্টো ননাদ বলবদ্ বলী।
নাদেন সর্বভূতানি ত্রাসয়ন্নিব ভারত। ৩০

শক্তিং সমুদ্যতাং দৃষ্ট্বা ধর্মরাজেন সংযুগে।
ঊচুঃ সর্বে সহসা সর্বভূতান্যথাব্রুবন্।
সা রাজভুজনির্মুক্তা নির্মুক্তোরগসন্নিভা।
প্রজ্বালয়ন্তী গগনং দিশঃ সপ্রদিশস্তথা। ৩১

দ্রোণাভিমুখমভ্যেত্য দীপ্তাস্যা পন্নগী যথা।
তামাপতন্তীং সহসা দৃষ্ট্বা দ্রোণো বিশাম্পতে। ৩২

প্রাহুশ্চক্রে ততো ব্রাহ্মমস্ত্রমস্ত্রবিদাং বরঃ।
তদস্ত্রং ভস্মসাৎ কৃত্বা তাং শক্তিং ঘোরদর্শনাম্। ৩৩

জগাম শুভনঃ তূর্ণং পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা দ্রোণাস্ত্রং তৎ সমুদ্যতম্। ৩৪

অথাস্যন্নস্ত্রমস্ত্রাজ্ঞো ব্রহ্মাস্ত্রেণৈব মারিষ।
বিদ্ধ্বা তত্র রণে দ্রোণং পঞ্চভির্নতপর্বভিঃ। ৩৫

ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন চিচ্ছেদাস্য মহদ্ ধনুঃ।
তদপাস্য ধনুশ্ছিন্নং দ্রোণঃ ক্ষত্রিয়মর্দনঃ। ৩৭

রাজা যুধিষ্ঠিরকে দ্রোণাচার্যের বাণসমূহে অদৃশ্য হইতে দেখিয়া সমস্ত প্রাণীরা তাঁহাকে নিহত বলিয়া মনে করিলেন। ২৫

রাজেন্দ্র! কিছু লোক এরূপ মনে করিতেছিল যে, যুধিষ্ঠির পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। কিছু লোকের এইরূপ ধারণা হইল—মহাত্মা ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠির নিহত হইয়াছেন॥ ২৬

এইরূপ অত্যন্ত বিপদে পতিত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধে দ্রোণাচার্যের দ্বারা ছিন্ন সেই ধনুকে ত্যাগ করিয়া দিয়া অপর প্রকাশমান এবং অত্যন্ত বেগশালী দিব্য ধনু ধারণ করিলেন।

তদনন্তর বীর যুধিষ্ঠির সমরাঙ্গণে দ্রোণাচার্যের দ্বারা নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র বাণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। উহা তখন অদ্ভুত বলিয়াই মনে হইতে লাগিল।

রাজন্! সেই সমরাঙ্গণে ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যের সেই বাণসকলকে ছিন্ন করত একটি শক্তি হাতে লইলেন, যাহা পর্বতকেও বিদীর্ণ করিতে পারে। উহাতে স্বর্ণের দণ্ড এবং আটটি ঘণ্টা লাগান ছিল। এই অত্যন্ত ভয়ঙ্করী শক্তি সকলের ভয় উৎপন্ন করিয়া থাকে॥ ২৮-২৯

ভারত! উহাকে নিক্ষেপ করিয়া হৃষ্ট ও বলবান্ যুধিষ্ঠির উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তিনি সেই সিংহনাদের দ্বারা সমস্ত প্রাণীর মনে যেন ভয় উৎপন্ন করিয়া দিলেন॥ ৩০

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক উদ্যোলিত সেই শক্তিকে দেখিয়া সমস্ত প্রাণী সহসা বলিয়া উঠিল—দ্রোণায় শক্তি (দ্রোণাচার্যের কল্যাণ হউক)॥ ৩১

যোদ্ধন হইতে মুক্ত সর্পসদৃশ রাজা যুধিষ্ঠিরের বাহু হইতে মুক্ত হইয়া সেই শক্তি আকাশ, দিক্‌সকল এবং বিদিক্‌সমূহ (অর্থাৎ কোণসমূহ)-কে প্রকাশিত করিতে করিতে প্রজ্বলিতমুখী সর্পিণী-তুল্যা দ্রোণাচার্যের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল।

প্রজানাথ! তখন সহসা সেই শক্তিকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া অস্ত্রবিৎসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য ব্রহ্মাস্ত্র প্রকটিত করিলেন।

এই অস্ত্র দেখিতে ভয়ঙ্করী সেই শক্তিকে ভস্ম করিয়া অতি-সত্বরই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের রথের দিকে যাইতে লাগিল।

মাননীয় ভূপাল! তখন মহামতি রাজা যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই ব্রহ্মাস্ত্রকে ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারাই শান্ত করিয়া দিলেন।

তাহার পর আনতপর্বযুক্ত পাঁচটি বাণের দ্বারা রণক্ষেত্রে দ্রোণাচার্যকে আহত করিয়া তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা তাঁহার বিশাল ধনুটিকেও কাটিয়া দিলেন।

আর্য! ক্ষত্রিয়মর্দন দ্রোণাচার্য সেই ছিন্ন ধনুটিকে ফেলিয়া দিয়া সহসা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের উপর গদা নিক্ষেপ করিলেন।

গদাং চিক্ষেপ সহসা ধর্মপুত্রায় মারিষ।
তামাপতন্তীং সহসা গদাং দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরঃ। ৪৮
গদামেবাগ্রহীৎ ক্রুদ্ধস্তিক্ষেপ চ পরন্তপ।
তে গদে সহসা মুক্তে সমাসাদ্য পরস্পরম্। ৪৯
সঞ্জহ্বাতে পাবকং মুক্ত্বা সমেয়াতাং মহীতলে।
ততো দ্রোণো ভৃশং ক্রুদ্ধো ধর্মরাজস্য মারিষ। ৫০
চতুর্ভির্নিশিতৈর্ভল্লৈর্হয়ান্ জঘ্নে শরোত্তমৈঃ।
চিচ্ছেদৈকেন ভল্লেন ধনুশ্চেষ্বস্ত্রপোপমম্। ৫১
কেতুমেকেন চিচ্ছেদ পাণ্ডবস্য চ ধন্বিনঃ।
হতাশ্বাৎ তু রথাৎ তূর্ণমবপ্লুত্য যুধিষ্ঠিরঃ। ৫২
তস্থাবুর্ধ্বভুজো রাজা ব্যায়ুধো ভরতর্ষভ।
বিরথং তং সমালোক্য ব্যায়ুধঞ্চ বিশেষতঃ। ৫৩

দ্রোণো ব্যামোহয়চ্ছত্রূন্ সর্বসৈন্যানি বা বিভো।
মুঞ্চংশ্চেষূন্ রণে তীক্ষ্ণান্ বিধূমো দৃঢ়ব্রতঃ। ৫৪
অভিদুদ্রাব রাজানং সিংহো মৃগমিবোদ্বনঃ।
তমভিদ্রুতমালোক্য দ্রোণেনামিত্রঘাতিনা। ৫৫
হা হেতি সহসা শব্দঃ পাণ্ডবানাং সমজায়ত
হতো রাজা হতো রাজা ভারদ্বাজেন মারিষ। ৫৬
ইত্যাসীৎ তুমুলঃ শব্দঃ পাণ্ডুসৈন্যস্য ভারত
ততস্ত্বরিতমাকৃষ্য সপ্তাশ্বরথমুত্তমম্। ৫৭
অপায়াজ্জবনৈরশ্বৈঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি যুধিষ্ঠিরাপয়ানে ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পরস্পরের দিকে নিক্ষিপ্ত সেই দুই গদা পরস্পরকে আঘাত করত অগ্নি নির্গত করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল।

মাননীয় রাজন্! তখন দ্রোণাচার্য অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং তিন শিলাশাণিত ও উত্তম চারিটি বাণের দ্বারা ধর্মরাজের চারিটি অশ্বকে সংহার করিলেন।

পুনরায় একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার ধনুটিকেও কাটিয়া ফেলিলেন। অপর একটি ভল্লের দ্বারা ইন্দ্রধ্বজ সদৃশ তাঁহার ধ্বজটি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তিনটি বাণে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকেও পীড়িত করিলেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ! যাহার অশ্বগণ নিহত হইয়াছে, সেই রথ হইতে অতি দ্রুত লম্ফ প্রদান করত রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বহীন দুই রথ উপরে উত্তোলিত করিয়া ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

প্রভো! তাঁহাকে রথ এবং বিশেষতঃ অশ্বহীন দেখিয়া দ্রোণাচার্য পঞ্চালদিগকে ও তাহাদের সৈন্যদিগকে মোহিত করিয়া দিলেন।

দৃঢ়ব্রতপরায়ণ ব্রত পালনকারী দ্রোণাচার্যের চক্র তখন অতিশয় নিপুণতার সহিত অস্ত্র চালনা করিতেছিল। যেরূপ প্রচণ্ড সিংহ কোন এক মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে রাজা যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হইলেন।

শত্রুহন্তা দ্রোণাচার্যকে যুধিষ্ঠিরের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া পাণ্ডবসৈন্যদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল।

ভারত! মাননীয় রাজন্! পাণ্ডুসৈন্যমধ্যে এরূপ রবও কোলাহল হইতে লাগিল যে, রাজা যুধিষ্ঠির নিহত হইলেন, রাজা যুধিষ্ঠির নিহত হইলেন।

তদনন্তর কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অতিদ্রুত সহদেবের রথে গিয়া আরোহণ করত পরে বায়ু বেগগামী অশ্বগণের দ্বারা দূরে সরিয়া যাইলেন। ৪৮-৫৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে যুধিষ্ঠিরের পলায়নবিষয়ক ষড়ধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবসৈন্যেষু ক্ষেমধূর্ত্তি-বীরবল-নরমিত্র-ব্যাঘ্রদত্তানাং বধঃ, দুর্ম্মুখ-বিকর্ণয়োঃ পরাজয়শ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

বৃহৎক্ষত্রমথায়ান্তং কৈকয়ং দৃঢ়বিক্রমম্।
ক্ষেমধূর্ত্তির্মহারাজ বিব্যাধোরসি মার্গণৈঃ
বৃহৎক্ষত্রস্তু তং রাজা নবত্যা নতপর্ব্বণাম্॥
আজঘ্নে ত্বরিতো রাজন্ দ্রোণানীকবিভিৎসয়া॥ ১
ক্ষেমধূর্ত্তিস্তু সংক্রুদ্ধঃ কৈকেয়স্য মহারথঃ।
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন পীতেন নিশিতেন চ। ২
অথৈনং ছিন্নধন্বানং শরেণানতপর্ব্বণা।
বিব্যাধ সমরে তূর্ণং প্রবরঃ সর্ব্বধন্বিনাম্॥ ৩
অথান্যদ্ ধনুরাদায় বৃহৎক্ষত্রো হসন্নিব।
ব্যশ্ব-সূতরথং চক্রে ক্ষেমধূর্ত্তিং মহারথম্॥ ৪
ততোঽপরেণ ভল্লেন পীতেন নিশিতেন চ।
জহার নৃপতেঃ কায়াচ্ছিরো মণিতকুণ্ডলম্॥ ৫
তচ্ছিন্নং সহসা তস্য শিরঃ কুঞ্চিতমূর্দ্ধজম্।
সকিরীটং মহীং প্রাপ্য বভৌ জ্যোতিরিবাম্বরাৎ॥ ৬
তং নিহত্য রণে হৃষ্টো বৃহৎক্ষত্রো মহারথঃ।
সহসাভ্যপতৎ সৈন্যং ভাবকং পার্থকারণাৎ॥ ৮
ধৃষ্টকেতুং তথায়ান্তং দ্রোণহেতোঃ পরাক্রমী।
বীরবর্ম্মা মহেষ্বাসো বারয়ামাস ভারত॥ ৯
তৌ পরস্পরমাসাদ্য শরধৃষ্টী তপস্বিনৌ।
শরৈরনেকসাহস্রৈরন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ॥ ১০
তাবুভৌ নরশার্দ্দূলৌ যুযুধাতে পরস্পরম্।
মহাবনে তীব্রমদৌ বারণাবিব যূথপৌ॥ ১১
গিরিগহ্বরমাসাদ্য শার্দ্দূলাবিব রোষিতৌ।
যুযুধাতে মহাবীর্য্যৌ পরস্পরজিঘাংসয়া॥ ১২

সপ্তাধিক শততম অধ্যায়।

(কৌরব-সৈন্যদলের মধ্যে ক্ষেমধূর্ত্তি, বীরবর্ম্মা, নরমিত্র ও ব্যাঘ্রদত্তের বিনাশ এবং দুর্ম্মুখ ও বিকর্ণের পরাজয়।)

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর দৃঢ় পরাক্রমশালী কেকয়রাজ বৃহৎক্ষত্রকে আসিতে দেখিয়া ক্ষেমধূর্ত্তি অনেক বাণ-সমূহের দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। ১

রাজন্! তখন বৃহৎক্ষত্রও আনতপর্ব্বযুক্ত নব্বইটি বাণের দ্বারা অভিদ্রুত দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যব্যূহকে ভেদ করিবার ইচ্ছায় ক্ষেমধূর্ত্তিকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ২

ইহাতে ক্ষেমধূর্ত্তি অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং তিনি পীতবর্ণ-বিশিষ্ট একটি তীক্ষ্ণধার ভল্লের দ্বারা মহাত্মা কেকয়রাজ বৃহৎক্ষত্রের ধনুটিকে ছিন্ন করিয়া দিলেন। ৩

ধনু ছিন্ন হইলে সমস্ত ধনুর্দ্ধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃহৎক্ষত্র সমরাঙ্গনে আনতপর্ব্বযুক্ত একটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ৪

তদনন্তর বৃহৎক্ষত্র অপর ধনু গ্রহণ করত হাস্য করিতে করিতে মহারথী ক্ষেমধূর্ত্তিকে অশ্ব, সারথি ও রথহীন করিয়া দিলেন। ৫

তাহার পর অপর একটি পীতবর্ণের তীক্ষ্ণধার ভল্লের দ্বারা ক্ষেমধূর্ত্তির প্রজ্বলিত কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ৬

সহসা ছিন্ন ও কুঞ্চিত কেশশোভিত ক্ষেমধূর্ত্তির সেই মস্তক মুকুট সহ ভূতলে পতিত হইয়া আকাশ হইতে পতিত নক্ষত্রের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। ৭

রণাঙ্গনে ক্ষেমধূর্ত্তিকে বধ করত প্রসন্নচিত্ত মহারথী বৃহৎক্ষত্র যুধিষ্ঠিরের হিতকামনা করিয়া সহসা আপনার সৈন্যদের উপর আগমন করিলেন। ৮

ভারত! এইরূপ দ্রোণাচার্য্যের হিতাভিলাষী মহাধনুর্দ্ধর পরাক্রমশালী বীরবর্ম্মা সেখানে উপস্থিত হইয়া ধৃষ্টকেতুকে প্রতিরোধ করিলেন। ৯

বাণরূপ ঘণ্টে সংযুক্ত এই দুই বেগশালী বীর পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইয়া অনেক সহস্র বাণবর্ষণের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ১০

মহাবনমধ্যে তীব্র মদমত্ত যূথপতি দুইটি গজরাজের ন্যায় এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরবর্ম্মা ও ধৃষ্টকেতু পরস্পরকে বধ করিবার বাসনায় অভিমত্ত হইয়া তদন্তর পর্ব্বতগুহায় উপস্থিত হইয়া সংগ্রামরত সিংহের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১১-১২

তদ্ যুদ্ধমাসীৎ তুমুলং প্রেক্ষণীয়ং বিশাম্পতে।
সিদ্ধ-চারণসঙ্ঘানাং বিস্ময়াদ্ভুতদর্শনম্। ১৩
বীরঘ্নী ততঃ ক্রুদ্ধো ধৃষ্টকেতোঃ শরাসনম্।
দ্বিধা চিচ্ছেদ ভল্লেন প্রহসন্নিব ভারত॥ ১৪
তদুৎসৃজ্য ধনুশ্ছিন্নং চেদিরাজো মহারথঃ।
শক্তিং জগ্রাহ বিপুলাং হেমদণ্ডামযস্ময়ীম্॥ ১৫
তাং তু শক্তিং মহাবীর্য্যাং দোর্ভ্যামাযম্য ভারত।
চিক্ষেপ সহসা যত্তো বীরঘ্নরথং প্রতি॥ ১৬
তয়া তু বীরঘাতিন্যা শক্ত্যা ঋভিহতো ভৃশম্।
নির্ভিন্নহৃদযস্তূর্ণং নিপপাত রথান্মহীম্॥ ১৭
তস্মিন্ বিনিহতে বীরে ত্রৈগর্ত্তানাং মহারথে।
বলং তেঽভজ্যত বিভো পাণ্ডবেযৈঃ সমন্ততঃ॥ ১৮
সহদেবে ততঃ ষষ্টিং সাযকান্ দুর্মুখোঽক্ষিপৎ।
ননাদ চ মহানাদং তর্জযন্ পাণ্ডবং রণে॥ ১৯

নাদ্রেযস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো দুর্মুখঞ্চ শিতৈঃ শরৈঃ।
ভ্রাতা ভ্রাতরমায়ান্তং বিব্যাধ প্রহসন্নিব॥ ২০
তং রণে রভসং দৃষ্ট্বা সহদেবং মহাবলম্।
দুর্মুখো নবভির্বাণৈস্তাড়যামাস ভারত॥ ২১
দুর্মুখস্তু তু ভল্লেন ছিত্ত্বা কেতুং মহাবলঃ।
জঘান চতুরো বাহাংশ্চতুর্ভিনিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ২২
অথাপরেণ ভল্লেন পীতেন নিশিতেন হ।
চিচ্ছেদ সারথেঃ কাযাচ্ছিরো মণিকুণ্ডলম্॥ ২৩
ক্ষুরপ্রেণ চ তীক্ষ্ণেন কৌরব্যস্য মহদ্ ধনুঃ।
সহদেবো রণে ছিত্ত্বা তস্য বিব্যাধ পঞ্চভিঃ॥ ২৪
হতাশ্বং তু রথং ত্যক্ত্বা দুর্মুখো বিমনাস্তদা।
আরুরোহ রথং রাজন্ নিরমিত্রস্য ভারত॥ ২৫
সহদেবস্ততঃ ক্রুদ্ধো নিরমিত্রং মহারথে
জঘান পৃতনামধ্যে ভল্লেন ত্বরণীযতঃ॥

প্রভানাথ! তাঁহাদের এই তুমুল যুদ্ধ দেখিবার যোগ্য ছিল। এই যুদ্ধ সিদ্ধ ও চারণগণেরও আশ্চর্যজনক এবং অদ্ভুত দেখাইতেছিল॥ ১৩

ভরতনন্দন! তাহার পর বীরঘ্নী ক্রুদ্ধ হইয়া হাস্য করিতে করিতেই একটি ভল্লের দ্বারা ধৃষ্টকেতুর ধনুটিকে দুই খণ্ড করিয়া দিলেন॥ ১৪

মহারথী চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু সেই ছিন্ন ধনু ফেলিয়া দিয়া সৌহ-নির্মিত স্বর্ণদণ্ড বিভূষিত একটি বিশাল শক্তিকে হাতে লইলেন॥ ১৫

ভারত! সেই অনন্ত প্রবল শক্তিকে দুই হস্তে উত্তোলিত করিয়া বহুশীল ধৃষ্টকেতু সহসা বীরঘ্নীর রথের দিকে উহাকে নিক্ষেপ করিলেন॥ ১৬

সেই বীরঘাতিনী শক্তির গভীর আঘাত খাইয়া বীরঘ্নীর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি তখন অতিশয় সত্বর রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন॥ ১৭

প্রভো! ত্রিগর্তদেশের সেই মহারথী বীর নিহত হইলে পর পাণ্ডব সৈন্যরা চারিদিক্ দিয়া আপনার সৈন্যদিগকে পর্যুদস্ত করিয়া ফেলিল॥ ১৮

তখনন্তর রণাঙ্গনে দুর্মুখ সহদেবের উপর ষাটটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং পাণ্ডুপুত্রকে তর্জন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন॥ ১৯

ইহা দেখিয়া মাদ্রীনন্দন সহদেব কুপিত হইলেন। তিনি দুর্মুখের ভ্রাতা ছিলেন, সুতরাং ভ্রাতা দুর্মুখকে বিপক্ষের নিকটে আসিতে দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন॥ ২০

ভারত! রণাঙ্গনে মহাবল সহদেবের বেগ বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া দুর্মুখ নয়টি বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদীর্ণ করিলেন॥ ২১

তখন মহাবল সহদেব একটি ভল্লের দ্বারা দুর্মুখের ধনু ছেদন করিয়া চারিটি তীক্ষ্ণ বাণে তাঁহার চারিটি অশ্বকে বধ করিলেন॥ ২২

তাহার পর একটি পীতবর্ণ ও তীক্ষ্ণ ভল্লের দ্বারা তাঁহার সারথির উজ্জ্বল কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন॥ ২৩

তদনন্তর সহদেব রণাঙ্গনে তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রবাণে দুর্মুখের বিশাল-ধনু ছেদন করিয়া তাঁহাকেও পাঁচটি বাণে আহত করিয়া ফেলিলেন॥ ২৪

রাজন্! তখনন্তর দুর্মুখ দুঃখিত মনে সেই অশ্বহীন রথ পরিত্যাগ করিয়া নিরমিত্রের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন॥ ২৫

ইহাতে শত্রুবীরগণের সংহারকারী সহদেব কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং তিনি সেই মহাসংগ্রামে সৈন্যগণের মধ্যেই একটি ভল্লের দ্বারা নিরমিত্রকে সংহার করিলেন॥ ২৬

স পপাত রথোপস্থান্নিরমিত্রো জনেশ্বর।
ত্রিগর্তরাজস্য সুতো ব্যধমৎস্তব বাহিনীম্ ॥ ২৭
তং তু হত্বা মহাবাহুঃ সহদেবো ব্যরোচত।
যথা রামেরথী রামঃ খরং হত্বা মহাবলম্ ॥ ২৮
হাহাকারো মহানাসীৎ ত্রিগর্তানাং জনেশ্বর।
রাজপুত্রং হতং দৃষ্ট্বা নিরমিত্রং মহারথম্ ॥ ২৯
নকুলস্তে সুতং রাজন্ বিকর্ণং পৃথুলোচনম্।
মুহূর্তাজ্জিতবাঁল্লোকে তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৩০
সাত্যকিং ব্যাঘ্রদত্তস্তু শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
চক্রেঽদৃশ্যং সাত্য-সূতং সঞ্ছাদ্য পৃতনান্তরে ॥ ৩১
তান্ নিবার্য্য শরান্ শূরঃ সৈনেয়ঃ কৃতহস্তবৎ।
সাত্য-সূত-ধ্বজং বাণৈর্ব্যাঘ্রদত্তমপাতয়ৎ ॥ ৩২
কুমারে নিহতে তস্মিন্ মাগধস্য সুতে প্রভো।
মাগধাঃ সর্বতো যত্তা যুযুধানমুপাদ্রবন্ ॥ ৩৩
বিসৃজন্তঃ শরাংশ্চৈব তোমরাংশ্চ সহস্রশঃ।
ভিন্দিপালাংস্তথা প্রাসান্ মুদ্গরান্ মুসলানপি ॥ ৩৪
অযোধয়ন্ রণে শূরাঃ সাত্যকিং যুদ্ধদুর্মদম্।
তাংস্তু সর্বান্ স বলবান্ সাত্যকির্যুদ্ধদুর্মদঃ ॥ ৩৫
নাভিকৃচ্ছ্রাদ্ধসন্নেব বিজিগ্যে পুরুষর্ষভঃ।
মাগধান্ দ্রবতো দৃষ্ট্বা হতশেষান্ সমন্ততঃ ॥ ৩৬
বলং তেঽভজ্যত বিভো যুযুধানশরার্দিতম্।
নাশয়িত্বা রণে সৈন্যং স্বকীয়ং মাধবোত্তমঃ ॥ ৩৭
বিধূয়ানো ধনুঃশ্রেষ্ঠং ব্যরাজত মহাযশাঃ।
ভজ্যমানং বলং রাজন্ সাত্বতেন মহাত্মনা ॥ ৩৮
নাভ্যবর্তত যুদ্ধায় ত্রাসিতং দীর্ঘবাহুনা।
ততো দ্রোণো ভৃশং ক্রুদ্ধঃ সহসোদ্যম্য চক্ষুষী।
সাত্যকিং সত্যকর্মাণং স্বয়মেবাভিদুদ্রুবে ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৭ ॥

ত্রিগর্তরাজ সুরথার পুত্র রাজা নিরমিত্র নিজের বিনাশে বীর সৈন্যবাহিনীকে ব্যথিত করিতে করিতে রথের আসন হইতে পতিত হইলেন ॥ ২৭

যেরূপ পুরাকালে দশাননবধন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র মহাবল খরকে বধ করিয়া সুশোভিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ মহাবাহু সহদেব নিরমিত্রকে বধ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৮

নরেশ্বর! মহাবীর রাজকুমার নিরমিত্রকে নিহত দেখিয়া ত্রিগর্ত সৈন্যদের মধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল ॥ ২৯

রাজন্! নকুল আপনার বিশালনয়ন পুত্র বিকর্ণকে মুহূর্তকালের মধ্যেই পরাজিত করিলেন; ইহা যেন অদ্ভুত বলিয়াই মনে হইতেছিল ॥ ৩০

ব্যাঘ্রদত্ত আনতপর্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা সৈন্যের মধ্যভাগে অশ্ব, সারথি ও ধ্বজসহ সাত্যকিকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩১

তখন সৈন্যশালী বীর নিমিনন্দন সাত্যকি সিংহশ্রেষ্ঠ পুরুষের ন্যায় সেই সব বাণকে নিবারণ করিয়া বীর বাণসকলের দ্বারা অশ্ব, সারথি ও ধ্বজসহ ব্যাঘ্রদত্তকে সংহার করিলেন ॥ ৩২

প্রভো! মগধরাজের পুত্র ব্যাঘ্রদত্ত নিহত হইলে পর মগধদেশীয় বীরগণ সর্বতোভাবে প্রযত্ন করিয়া যুযুধানের (সাত্যকির) দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৩

ভিন্দিপাল, প্রাস, মুদ্গর ও মুষল প্রহার করিতে করিতে সমরাঙ্গনে রণদুর্মদ সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

যশস্বান্ রণদুর্মদ পুরুষপ্রবর সাত্যকি ক্লান্ত করিতে করিতে অধিক কষ্ট না করিয়াই ইহাদের সকলকে পরাজিত করিলেন ॥ ৩৫

প্রভো! হতাবশিষ্ট সেই সব মাগধ সৈন্যদিগকে চারিদিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সাত্যকির বাণসমূহে পীড়িত আপনার সৈন্যব্যূহ ভাঙ্গিয়া যাইল ॥ ৩৬

এইভাবে মধুবংশের শ্রেষ্ঠ বীর মহাধনুর্ধর সাত্যকি রণাঙ্গনে আপনার সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে করিতে বীর উত্তম ধনুটিকে আস্ফোলিত করিতে থাকিয়া অতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৭

রাজন্! মহাত্মা মহাবাহু সাত্যকি কর্তৃক ভীত ও ছিন্নভিন্ন আপনার সৈন্যরা পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য আর তাঁহার সম্মুখে ফিরিয়া আসিল না ॥ ৩৮

তখন স্বয়ং দ্রোণাচার্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সহসা দুই চক্ষু ঘুরাইতে ঘুরাইতে সত্যকর্মা সাত্যকির উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৯

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে ভূমুর্ভুবিষয়ক সপ্তাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রৌপদী-পুত্রৈঃ সোমদত্তপুত্রস্য শলস্য বিনাশঃ, ভীমসেনেনাশ্বত্থামঃ পরাজয়শ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

দ্রৌপদেয়ান্ মহেষ্বাসান্ সৌমদত্তির্মহাবলঃ।
একৈকং পঞ্চভির্বিদ্ধ্বা পুনর্বিব্যাধ সপ্তভিঃ॥ ১

তে পীড়িতা ভৃশং তেন রৌদ্রেণ সহসা বিভো
প্রমূঢ়া নৈব বিবিদুস্তত্র কৃত্যং স্ম কিঞ্চন॥ ২

নাকুলিশ্চ শতানীকঃ সৌমদত্তিং নরর্ষভম্।
ত্বাভ্যাং বিদ্ধ্বানদদ্ধৃষ্টঃ শরাভ্যাং শত্রুকর্শনঃ॥ ৩

তথেতরে রথে ষড়্ভিস্ত্রিভিস্ত্রিভিরজিহ্মগৈঃ।
বিব্যধুঃ সমরে তূর্ণং সৌমদত্তিমমর্ষণম্॥ ৪

স তান্ প্রতি মহারাজ পঞ্চ চিক্ষেপ সায়কান্।
একৈকং স্তনি চাজঘ্নে একৈকেন মহাযশাঃ॥ ৫

ততস্তে ভ্রাতরঃ পঞ্চ শরৈর্বিদ্ধা মহাত্মনা।
পরিবার্য্য রথে বীরং বিব্যধুঃ সায়কৈর্ভৃশম্॥ ৬

আর্জুনিস্তু হয়াংস্তস্য চতুর্ভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো যমস্য সদনং প্রতি॥ ৭

ভৈমসেনির্দদুশ্চিত্বা সৌমদত্তের্মহাধনুঃ।
ননাদ বলবন্নাদং বিব্যাধ চ শিতৈঃ শরৈঃ॥ ৮

যৌধিষ্ঠিরির্ধ্বজং তস্য ছিত্বা ভূমাবপাতয়ৎ।
নাকুলিশ্চাথ যন্ত্রাণি রথনীড়াদপাহরৎ॥ ৯

সাহদেবিস্তু তং জ্ঞাত্বা ভ্রাতৃভির্বিমুখীকৃতম্।
ক্ষুরপ্রেণ শিরো রাজন্ নিচকর্ত্ত মহাত্মনঃ॥ ১০

তচ্ছিরো রুচিরং তস্য কুণ্ডলোষ্ণীষভূষিতম্।
ব্যরাজয়ৎ তং রণোদ্দেশং রাহুসূর্য্যমিবাম্বরম্॥ ১১

সৌমদত্তেঃ শিরো দৃষ্ট্বা নিপতৎ তস্য মহাত্মনঃ
বিত্রস্তাস্তাবকা রাজন্ প্রহৃতুর্বুদ্ধনে বলা॥ ১২

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

[দ্রৌপদীর পুত্রগণের দ্বারা সোমদত্তকুমার শলের বিনাশ এবং ভীমসেনকর্তৃক অশ্বত্থামের পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহাধনুর্দ্ধর শল মহামহারথ দ্রৌপদী-পুত্রগণের মধ্যে প্রত্যেককেই পাঁচটি পাঁচটি করিয়া বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাতটি বাণের দ্বারা তাঁহাদের বিদ্ধ করিলেন। ১

প্রভো! এই তিনজন বীরের দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ায় তাঁহারা সহসা মোহিত হইয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না যে, বর্ত্তমানে এই রণাঙ্গনে আমাদের কি কর্ত্তব্য? ২

তখন নকুলের পুত্র শতানীক দুইটি বাণের দ্বারা নরশ্রেষ্ঠ শলকে আহত করিয়া হর্ষসহকারে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। ৩

এইরূপ অপর দ্রৌপদীপুত্রগণও সত্বরাগমনে যত্নপরায়ণ হইয়া অমর্ষশীল শলকে অতিরিক্ত তিনটি তিনটি করিয়া বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ৪

মহারাজ! তখন মহাধনুর্দ্ধর শল তাঁহাদের উপর পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন, যে সকল বাণের প্রত্যেকটির দ্বারাই এক এক জনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। ৫

তারপর মহাত্মা শলের বাণে আহত হইয়া পঞ্চ ভ্রাতা সেই বীর শলকে চারিদিকে ঘিরিয়া নিজেদের বাণের দ্বারা তাঁহাকে গুরুতর আহত করিয়া ফেলিলেন। ৬

অর্জুননন্দন শ্রুতকীর্ত্তি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চারিটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা শলের চারিটি অশ্বকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ৭

ভীমসেনের পুত্র শ্রুতসোম তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে মহাত্মা সোমদত্তকুমার শলের ধনুটি ছেদন করিয়া তাঁহাকে মর্ম্মবিদ্ধ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ৮

তদনন্তর যুধিষ্ঠিরপুত্র প্রতিবিন্ধ্য শলের ধ্বজ ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন। তারপর নকুলনন্দন শতানীক তাঁহার সারথিকে বধ করিয়া রথের আসন হইতে ধরাতলে পাতিত করিলেন। ৯

রাজন্! তারপর সহদেবপুত্র শ্রুতসেন যখন জানিতে পারিলেন যে, আমার ভ্রাতারা শলকে মুমূর্ষুবিমুখ করিয়া দিয়াছেন, তখন তিনি মহাত্মা শলের মস্তক একটি ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা ছেদন করিলেন। ১০

সোমদত্তপুত্র শলের প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান সেই মস্তক রণভূমিকে প্রভাসিত করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। ১১

মহারাজ! মহাত্মা শলের মস্তককে ছিন্ন হইতে দেখিয়া আপনার সৈন্যগণ ভীতচিত্তে বহু দলে বিভক্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ১২

অলম্বুষস্তু সমরে ভীমসেনং মহাবলম্।
যোধয়ামাস সংক্রুদ্ধো রক্ষসাং রাবণির্যথা।
সম্প্রযুদ্ধৌ রণে দৃষ্ট্বা তাবুভৌ নর-রাক্ষসৌ।
বিস্ময়ঃ সর্বভূতানাং প্রহর্ষশ্চ সমজায়ত ॥ ১৪
আব্যাধ্যুক্ষিং ততো ভীমো নবভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ প্রহসন্ রাজন্ রাক্ষসেন্দ্রমমর্ষণম্ ॥ ১৫
তদ্ রক্ষঃ সমরে বিদ্ধং কৃত্বা নাদং ভয়াবহম্।
অভ্যদ্রবত ততো ভীমং যে চ তস্য পদানুগাঃ ॥ ১৬
স ভীমঃ পঞ্চভির্বিদ্ধ্বা শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
ত্রৈয়ান্ পরিঘবাহাংস্তু রথাংস্ত্রিশতমাশুগৈঃ ॥ ১৭
পুনশ্চতুঃশতান্ হত্বা ভীমং বিব্যাধ পত্রিণা।
সোঽতিবিদ্ধস্তথা ভীমো রাক্ষসেন মহাবলঃ ॥ ১৮
নিপপাত রথোপস্থে মূর্চ্ছয়াভিপরিপ্লুতঃ।
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং মারুতিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ১৯
বিকৃষ্য কার্মুকং ঘোরং ভারসাধনমুত্তমম্।
অলম্বুষং শরৈস্তীক্ষ্ণৈরর্দয়ামাস সর্বতঃ ॥ ২০
স বিদ্ধো বহুভির্বাণৈর্নিলাঞ্জনচয়োপমঃ।
শুশুভে সমরে রাজন্ প্রফুল্ল ইব কিংশুকঃ ॥ ২১
স বধ্যমানঃ সমরে ভীমচাপচ্যুতৈঃ শরৈঃ।
স্মরন্ ভ্রাতৃবধং চৈব পাণ্ডবেন মহাত্মনা ॥ ২২
ঘোরং রূপমথো কৃত্বা ভীমসেনমভাষত।
তিষ্ঠেদানীং রণে পার্থ পশ্য মেঽদ্য পরাক্রমম্ ॥ ২৩
বকো নাম গুরুর্যুদ্ধে রাক্ষসপ্রবরো বলী।
পরোক্ষং মম তদ্ বৃত্তং যদ্ ভ্রাতা মে হতস্ত্বয়া ॥ ২৪
এবমুক্ত্বা ততো ভীমমন্তর্ধানং গতস্তদা।
মহতা শরবর্ষেণ ভৃশং তং সমবাকিরৎ ॥ ২৫
ভীমস্তু সমরে রাজন্নদৃশ্যে রাক্ষসে তদা।
আকাশং পূরয়ামাস শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ২৬
স বধ্যমানো ভীমেন নিমেষাদ্ রথমাস্থিতঃ।
জগাম ধরণীং হৈডম্ব ক্ষুদ্রঃ খং সরসাগমৎ ॥ ২৭

তখনন্তর যেরূপ পূর্বকালে রাবণকুমার মেঘনাদ লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, সেইরূপ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ রাক্ষস অলম্বুষ মহাবল ভীমসেনের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিল ॥ ১৩

সেই রণাঙ্গনে এই দুই বলবান ও রাক্ষসকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া সমস্ত প্রাণিগণেরই অত্যন্ত আশ্চর্য ও আনন্দ উপস্থিত হইল ॥ ১৪

রাজন্! এই সময় ভীমসেন হাস্য করিতে করিতে নাটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ক্রুদ্ধযমপুত্র অমর্ষপরায়ণ রাক্ষসরাজ অলম্বুষকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৫

সমরাঙ্গণে তখন বাণবিদ্ধ রাক্ষস অলম্বুষ ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে করিতে ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইল এবং তাহার অনুচরগণও তাহার সহিত ধাবিত হইল ॥ ১৬

এই সময় রাক্ষস অলম্বুষ আনতপর্বযুক্ত পাঁচটি বাণের দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করত তাঁহার সহিত আগত তিন শত রথী সৈন্যকে রণাঙ্গনে অতিক্রান্ত সংহার করিয়া ফেলিল ॥ ১৭

তারপর আরও চারি শত যোদ্ধাকে বধ করিয়া ভীমসেনকেও একটি বাণে বিদ্ধ করিল। এইভাবে রাক্ষসের দ্বারা শুশুভে আহত মহাবল ভীমসেন মূর্ছাগ্রস্ত হইয়া রথের আসনে পতিত হইলেন।

তাহার পর বায়ুনন্দন ভীমসেন সংজ্ঞালাভ করত ক্রোধে ব্যাকুল হইয়া ভারবহন করিতে সমর্থ, উত্তম ও ভয়ঙ্কর একটি বহু আকর্ণপূর্ণক তীক্ষ্ণধার বহু বাণে সর্বতোভাবে অলম্বুষকে পীড়িত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৮-২০

রাজন্! নীলকজ্জলরাশিতুল্য কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষস অলম্বুষ বহুসংখ্যক বাণে সর্বতোভাবে বিদ্ধ হইয়া রক্তাপ্লুত অবস্থায় বিকসিত কিংশুক (পলাশ)-বৃক্ষের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইল ॥ ২১

ভীমসেনের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে রণাঙ্গনে আহত হইয়া এবং মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন কর্তৃক নিজ ভ্রাতার বধের কথা স্মরণ করিয়া সেই রাক্ষস অলম্বুষ ভয়ঙ্কর রূপধারণ করত ভীমসেনকে বলিল,—পার্থ! এই সময় তুমি রণাঙ্গনে অবস্থান কর এবং আজ আমার পরাক্রম দর্শন কর। অতিশয় দুর্মতি ভীমসেন! আমার বলবান্ ভ্রাতা রাক্ষসরাজ বককে যে তুমি বধ করিয়াছ, তাহা তুমি আমার অসাক্ষাতেই করিয়াছ ॥ ২২-২৪

ভীমসেনকে এই কথা বলিয়া রাক্ষস অলম্বুষ সেই সময় অন্তর্ধান হইয়া যাইল এবং তাঁহার উপর প্রবল বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল ॥ ২৫

রাজন্! এই সময় সমরাঙ্গণে রাক্ষস অলম্বুষ অদৃশ্য হইয়া যাইলে ভীমসেন আনত পর্বযুক্ত বহু বাণে সেখানকার সমুদয় নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৬

ভীমসেনের বাণসমূহের আঘাত পাইয়া রাক্ষস অলম্বুষ নিমেষের মধ্যে স্বীয় রথে গিয়া উপবেশন করিল। এই ক্ষুদ্র

উচ্চাবচানি রূপাণি চকার সুবহূনি চ।
অপূরয়ৎ পুনঃ স্থূলো নাদান্ মুক্তিসাম্বুদঃ ॥ ২৮
উচ্চাবচাস্তথা বাচো ব্যাজহার সমন্ততঃ।
নিপেতুর্গগনাচ্চৈব শরধারাঃ সহস্রশঃ ॥ ২৯
শক্তয়ঃ কণপাঃ প্রাসাঃ শূল-পট্টিশ-তোমরাঃ।
শতঘ্ন্যঃ পরিঘাশ্চৈব ভিন্দিপালাঃ পরশ্বধাঃ ॥ ৩০
শিলাঃ খড়্গা গুড়াশ্চৈব ঋষ্টির্বজ্রাণি চৈব হ।
সা রাক্ষসবিসৃষ্টা তু শস্ত্রবৃষ্টিঃ সুদারুণা ॥ ৩১
জঘান পাণ্ডুপুত্রস্য সৈনিকান্ রণমূর্ধনি।
তেন পাণ্ডবসৈন্যানাং সূদিতা ঘূর্ণি বারণাঃ ॥ ৩২
হয়াশ্চ বহবো রাজন্ পত্তয়শ্চ তথা পুনঃ।
রথেভ্যো রথিনঃ পেতুস্তস্য ঘ্নন্তঃ সম সায়কৈঃ ॥ ৩৩
শোণিতোদাং রথাবর্তাং হস্তিগ্রাহসমাকুলাম্।
ছত্রহংসাং ধ্বজবতীং বাহুপদ্মসসঙ্কুলাম্ ॥ ৩৪

নিশাচর সেই সময় কখনও ধরাতলে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল এবং কখনও আকাশে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৭

সে সেখানে ছোট বড় এরূপে বহুসংখ্যক রূপ ধারণ করিতে লাগিল। সে মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে থাকিয়া কখনও অতি সূক্ষ্ম হইয়া যাইল এবং কখনও অতিশয় বৃহৎ হইল। আবার কখনও সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিল এবং কখনও স্থূলরূপ ধারণ করিল ॥ ২৮

এইরূপ সেখানে চারিদিকে ঘুরিতে থাকিয়া সে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বাক্যও বলিতে লাগিল। তারপর আকাশ মণ্ডল হইতে ভীমসেনের উপর সহস্র সহস্র বাণবর্ষণও করিতে লাগিল ॥ ২৯

শক্তি, কণপ, প্রাস, শূল, পট্টিশ, তোমর, শতঘ্নী, পরিঘ, ভিন্দিপাল, পরশু, শিলা, খড়্গ, লৌহগুলি, ঋষ্টি এবং বজ্রাদি অস্ত্র সকলও বর্ষিত হইতে লাগিল। রাক্ষসকর্তৃক নিক্ষিপ্ত এই অতিশয় ভয়ঙ্কর অস্ত্রবর্ষণ যুদ্ধের অগ্রভাগে পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের বহুসংখ্যক সৈন্যকে সংহার করিয়া ফেলিল।

রাজন্! রাক্ষস অলম্বুষ যুদ্ধস্থলে পাণ্ডব-সৈন্যের বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যকে সংহার করিল এবং তাহার বাণসমূহে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া বহু রথী বীরও রথসকল হইতে পতিত হইলেন ॥ ৩০-৩৩

অলম্বুষ এই সময় রক্তের নদী প্রবাহিত করিয়া ফেলিল। কর্দমবাহা সে নদীতে রক্তই জলরূপে বহিতে ছিল, রথ আবর্ত (ঘূর্ণী), হস্তীরা হিংস্রজলজন্তু, ছত্রসমূহ হংসশ্রেণী এবং ছিন্ন বাহু-

নদীং প্রাবর্তয়ামাস রক্ষোগণসমাকুলাম্।
বহন্তি বহবো রাজংশ্চেদি-পাঞ্চাল-সৃঞ্জয়ান্ ॥ ৩৫
তং তথা সমরে রাজন্ বিচরন্তমভীতবৎ।
পাণ্ডবা ভৃশসংবিগ্নাঃ প্রাপশ্যংস্তস্য বিক্রমম্ ॥ ৩৬
তাবকানাং তু সৈন্যানাং প্রহর্ষঃ সমজায়ত।
বাদিত্রনিনদংশ্চোগ্রঃ সুমহান্ রোমহর্ষণঃ ॥ ৩৭
তং শ্রুত্বা নিনদং ঘোরং তস্য সৈন্যস্য পাণ্ডবঃ।
নামৃষ্যত যথা নাগস্তলশব্দং সমীরিতম্ ॥ ৩৮
ততঃ ক্রোধাভিতাম্রাক্ষো নির্দহন্নিব পাবকঃ
সন্দধে ভার্গবমস্ত্রং স্বয়ং ঘটৈর্দ মারুতিঃ ॥ ৩৯
ততঃ শরসহস্রাণি প্রাদুরাসন্ সমন্ততঃ।
তৈঃ শরৈস্তব সৈন্যস্য বিদ্রবঃ সুমহানভূৎ ॥ ৪০
তমন্ত্র প্রেরিতং তেন ভীমসেনেন সংযুগে।
রাক্ষসস্য মহামায়াং হত্বা রাক্ষসমার্দয়ৎ ॥ ৪১

সকল দর্পণের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। রাজন্! যে পথ দিয়া চেদি, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বহনকারিণী এই নদী রাক্ষসগণের দ্বারা পরিবেষ্টিতা ছিল ॥ ৩৪-৩৫

মহারাজ! এই নিশাচর অলম্বুষকে সমরাঙ্গনে এইরূপ নির্ভয়চিত্তে বিচরণ করিতে দেখিয়া পাণ্ডুনন্দনগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাহার পরাক্রম দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

সেই সময় আপনার সৈন্যদের অতিশয় আনন্দ হইতেছিল। সেখানে রণবাদ্যের রোমাঞ্চকারী ও ভয়ঙ্কর শব্দ তুমুলরবে উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৩৭

আপনার সৈন্যদের এই তুমুল সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন সেইরূপ সহ্য করিতে পারিলেন না, যেরূপ হস্তী হস্তিতলশব্দ সহ্য করিতে পারে না ॥ ৩৮

তখন বায়ুনন্দন ভীমসেন সহ্য করিতে উদ্যত অগ্নির ন্যায় ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত ভার্গবাস্ত্র অস্ত্রের প্রয়োগ করিলেন। ইহাতে মনে হইল—স্বয়ং ঘটাই ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন ॥ ৩৯

এই অস্ত্রের চারিদিক্ হইতেই সহস্র সহস্র বাণ উদ্গত হইতে লাগিল। সেই সকল বাণের দ্বারা আপনার সৈন্যদের অতিশয় সংহার আরম্ভ হইল ॥ ৪০

যুদ্ধস্থলে ভীমসেন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই অস্ত্র রাক্ষস অলম্বুষের মহামায়াকে নষ্ট করিয়া তাহাকে গুরুতর আঘাত করিল ॥ ৪১

স বধ্যমানো বহুধা ভীমসেনেন রাক্ষসঃ।
সন্ত্যজ্য সমরে ভীমং দ্রোণানীকমুপাদ্রবৎ ॥ ৪২
তস্মিংস্তু নির্জিতে রাজন্ রাক্ষসেন্দ্রে মহাত্মনা।
অনাদয়ন্ সিংহনাদৈঃ পাণ্ডবাঃ সর্বতো দিশম্ ॥ ৪৩

অপূজয়ন্ মারুতিং সংহৃষ্টাস্তে মহাবলম্।
প্রত্যুদ্যং সমরে জিত্বা যথা শক্রং মরুদ্গণাঃ ॥ ৪৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি অলম্বুষপরাজয়ে
অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৮

এই সময় ভীমসেন কর্তৃক বারংবার প্রহৃত হইয়া রাক্ষসরাজ অলম্বুষ রণাঙ্গনে তাঁহার সম্মুখ ত্যাগ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যমধ্যে পলায়ন করিল ॥ ৪২

রাজন্! মহাত্মা ভীমসেন কর্তৃক রাক্ষসরাজ অলম্বুষ পরাজিত হইলে পর পাণ্ডব-সৈন্যরা নিজেদের সিংহনাদে চারিদিক্ নিনাদিত করিয়া দিলেন ॥ ৪৩

তাঁহারা তখন অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া মহাশক্তিধর ভীমসেনকে সেইভাবে প্রশংসা করিতে লাগিলেন, যেরূপ দেবগণ প্রহ্লাদকে জয় করিবার পর দেবরাজ ইন্দ্রের স্তব করিয়াছিলেন ॥ ৪৪

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে অলম্বুষের পরাজয়বিষয়ক অষ্টাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ঘটোৎকচেনালম্বুষস্য বিনাশঃ, পাণ্ডব-সৈন্যানাং হর্ষধ্বনিশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
অলম্বুষং তথা যুদ্ধে বিচরন্তমভীতবৎ।
হৈড়িম্বিঃ প্রথমৌ তূর্ণং বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১
তয়োঃ প্রতিভয়ং যুদ্ধমাসীদ্ রাক্ষসসিংহয়োঃ।
কুর্বতোর্বিবিধা মায়াঃ শক্র-শম্বরয়োরিব ॥ ২
অলম্বুষো ভৃশং ক্রুদ্ধো ঘটোৎকমতাড়য়ৎ।
তয়োর্যুদ্ধং সমভবদ্ রক্ষোগ্রামণিমুখ্যয়োঃ ॥ ৩
যাদৃগেব পুরা বৃত্তং রাম-রাবণয়োঃ প্রভো।
ঘটোৎকস্তু বিংশত্যা নারাচানাং তনান্তরে ॥ ৪
অলম্বুষমথো বিদ্ধ্বা সিংহবদ্ ব্যনদদ্ভৃশম্।
তথৈবালম্বুষো রাজন্ হৈড়িম্বিং যুদ্ধদুর্মদম্ ॥ ৫

নবাধিক শততম অধ্যায়।

[ঘটোৎকচের দ্বারা অলম্বুষের বিনাশ এবং পাণ্ডব-সৈন্যদের হর্ষধ্বনি।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যুদ্ধে এইরূপে নির্ভয়ে বিচরণকারী অলম্বুষের নিকট হিড়িম্বাকুমার ঘটোৎকচ ভীমবেগে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বীর তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১

এই দুই রাক্ষস সিংহতুল্য পরাক্রমশালী ছিল এবং ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় নানাপ্রকার মায়া সৃষ্টি করিতেছিল। ইহাদের উভয়ের মধ্যে তখন তাহার যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ২

অলম্বুষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ঘটোৎকচকে অস্ত্রের দ্বারা তাড়িত করিয়া ফেলিল। এই দুই জনেই রাক্ষসকুলের মুখ্য ছিল। প্রভো! যেরূপ পূর্বকালে শ্রীরাম ও রাবণের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ এই দুইজনের মধ্যে যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

এই সময় ঘটোৎকচ বিশটি নারাচের দ্বারা অলম্বুষের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিয়া পুনঃ পুনঃ সিংহসদৃশ গর্জন করিতে লাগিল।

রাজন্! এইরূপে অলম্বুষও যুদ্ধদুর্মদ ঘটোৎকচকে বারংবার অস্ত্রবিদ্ধ করিয়া সমস্ত আকাশমণ্ডলকে হর্ষধ্বনিতে পূর্ণ করিতে করিতে গর্জন করিতে থাকিল।

বিদ্ধ্বা বিদ্ধ্বা নদন্তৌ তৌ পুরন্দর ইবাসুরম্ । ৬
তথা তৌ ভৃশসংক্রুদ্ধৌ রাক্ষসেন্দ্রৌ মহাবলৌ ।
নিবিশেষমযুধ্যেতাং মায়াভিরিতরেতরম্ । ৭
মায়াশতজ্ঞৌ নিত্যং মোহয়ন্তৌ পরস্পরম্ ।
মায়াযুদ্ধেষু কুশলৌ মায়াযুদ্ধমযুধ্যতাম্ । ৮
যাং যাং ঘটোৎকচো যুদ্ধে মায়াং দর্শয়তে নৃপ ।
তাং তামলমুষো রাজন্ মায়য়ৈব নিজঘ্নিবান্ । ৯
তং তথা যুধ্যমানং তু মায়াযুদ্ধবিশারদম্ ।
অলমুষং রাক্ষসেন্দ্রং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধ্যন্ত পাণ্ডবাঃ ।
ত এনং ভৃশসংবিগ্নাঃ সর্বতঃ প্রবরা রথৈঃ । ১০
অভ্যদ্রবন্ত সংক্রুদ্ধা ভীমসেনাদয়ো নৃপ ।
ত এনং কোষ্ঠকীকৃত্য রথবংশেন ভারিষ । ১১
সর্বতো ব্যকিরন্ বাণৈরুল্কাভিরিব কুঞ্জরম্ ।
স তেষামস্ত্রবেগং তং প্রতিহত্যাস্ত্রমায়য়া । ১২
তস্মাদ্ রথব্রজাদ্ মুক্তো বনদাহাদিব দ্বিপঃ ।

স বিস্ফার্য ধনুর্ঘোরমিন্দ্রাশনিসমস্বনম্ । ১৩
মার্গণৈঃ পঞ্চবিংশত্যা তৈলধৌতৈঃ পতত্রিভিঃ ।
যুধিষ্ঠিরং ত্রিভির্বিদ্ধ্বা সহদেবঞ্চ সপ্তভিঃ । ১৪
নকুলঞ্চ ত্রিসপ্তত্যা দ্রৌপদেয়াংশ্চ মার্গণৈঃ
পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্বিদ্ধ্বা ঘোরং নাদং ননাদ হ । ১৫
তং ভীমসেনো নবভিঃ সহদেবস্তু পঞ্চভিঃ ।
যুধিষ্ঠিরঃ শতেনৈব রাক্ষসং প্রত্যবিধ্যত । ১৬
নকুলস্তু চতুঃষষ্ট্যা দ্রৌপদেয়াস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ
তৈর্ভিন্নো রাক্ষসঃ ক্রুদ্ধো যুদ্ধে পঞ্চশতৈঃ শরৈঃ । ১৭
পুনর্বিব্যাধ সপ্তত্যা ননাদ চ মহাবলঃ
তস্য নাদেন মহতা কম্পিতেয়ং বসুন্ধরা । ১৮
সপর্বত-বনা রাজন্ সপাদপজলাশয়া ।
সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসৈঃ সর্বতৈস্তৈর্মহারথৈঃ । ১৯
প্রতিবিব্যাধ তান্ সর্বান্ পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ ।
তং ক্রুদ্ধং রাক্ষসং যুদ্ধে প্রতিক্রুদ্ধস্তু রাক্ষসঃ । ২০

এইভাবে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দুই মহাবল রাক্ষসরাজ পরস্পর মায়া প্রয়োগ করিতে করিতে সমানরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ইঁহারা উভয়ে প্রতিনিয়ত শত শত মায়ার সৃষ্টি করিতেছিল; কারণ, উভয়েই মায়াযুদ্ধে নিপুণ। অতএব পরস্পরকে মোহিত করিতে থাকিয়া তাঁহারা মায়াযুদ্ধ করিতে লাগিল।

হে নৃপ! যুদ্ধস্থলে ঘটোৎকচ যে যে মায়া দেখাইতেছিল, সেই সকল মায়াকে অলমুষ নিজ মায়া দ্বারা নষ্ট করিয়া দিল।

মায়াযুদ্ধ-বিশারদ রাক্ষসরাজ অলমুষকে এইভাবে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া পাণ্ডবগণ সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

রাজন্! ইঁহারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ভীমসেনাদি শ্রেষ্ঠ বীর রথিগণের সাহায্যে সর্বদিকে অলমুষকে আক্রমণ করিলেন।

মাননীয় মহাশয়! যেরূপ প্রজ্বলিত উল্কাসমূহের দ্বারা চারিদিক্ পরিবেষ্টিত করত হস্তীর উপর প্রহার করা হইয়া থাকে, সেইরূপ রথসকলের দ্বারা অলমুষকে কোষ্ঠবদ্ধ করত তাঁহারা সকলে চারিদিক্ দিয়া তাহার উপরে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সেই সময় অলমুষ তীব্র অস্ত্রসকলের মায়া দ্বারা তাঁহাদের এই সব অস্ত্রবেগকে প্রতিহত করিয়া রথসমূহের সেই পরিবেষ্টন হইতে মুক্ত হইয়া যাইল। ইহাতে মনে হইল—কোন গজরাজ দাবানলের বেষ্টন হইতে মুক্ত হইল।

সে তখন ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় ঘোর টঙ্কারধ্বনিকারী তীব্র তাহার ধনুটিকে বিস্ফারিত করিয়া ভীমসেনকে পঁচিশ এবং তাঁহার পুত্র ঘটোৎকচকে পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিল।

আর্য! তারপর সে যুধিষ্ঠিরকে তিনটি বাণ, সহদেবকে সাতটি বাণ, নকুলকে তিয়াত্তরটি বাণ এবং দ্রৌপদীর পুত্রদিগকে প্রত্যেকে পাঁচটি পাঁচটি করিয়া বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাহার গর্জন করিতে লাগিল। ৩-১৫

তখন ভীমসেন নয়, সহদেব পাঁচ এবং যুধিষ্ঠির এক শত বাণের দ্বারা রাক্ষস অলমুষকে বিদ্ধ করিলেন। ১৬

তাহার পর নকুল চৌষট্টি এবং দ্রৌপদীপুত্রগণ প্রত্যেকে তিনটি তিনটি করিয়া অলমুষকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর মহাবল রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ যুদ্ধস্থলে সেই রাক্ষসকে পঁচাশটি বাণে আহত করিয়া পুনরায় সত্তরটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিল এবং সিংহনাদ করিতে লাগিল।

রাজন্! তাহার সেই তীব্র সিংহনাদে বৃক্ষ, জলাশয়, পর্বত ও বনসকল সহ এই সমস্তা ধরণী কাঁপিয়া উঠিলেন।

এই মহাযুদ্ধের মহারথী বীরগণের দ্বারা সর্বদিকে অত্যন্ত আহত হইয়াও অলমুষ প্রতিশোধ লইবার এই সময় তাঁহাদের সকলকেই পাঁচটি পাঁচটি করিয়া বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ফেলিল।

হৈড়িম্বো ভরতশ্রেষ্ঠ শরৈর্বিব্যাধ সপ্তভিঃ।
সোঽতিবিদ্ধো বলবতা রাক্ষসেন্দ্রো মহাবলঃ॥ ২১
ব্যসৃজৎ সায়কাংস্তূর্ণং রুক্মপুঙ্খান্ শিলাশিতান্।
তে শরা নতপর্বাণো বিবিশুঃ রাক্ষসং তদা॥ ২২
রুধিরাক্তাঃ পন্নগা ঘদ্বৎ গিরিশৃঙ্গং মহাবলাঃ।
ততস্তে পাণ্ডবা রাজন্ সমন্তাদ্রিনিশিতান্ শরান্॥ ২৩
প্রেষয়ামাসুরুদ্বিগ্না হৈড়িম্বশ্চ ঘটোৎকচঃ।
স বিদ্যমানঃ সমরে পাণ্ডবৈর্জিতকাশিভিঃ॥ ২৪
মর্ত্যধর্মমনুপ্রাপ্তঃ কর্তব্যং নাবপদ্যত।
ততঃ সমরশৌণ্ডো বৈ ভৈমসেনির্মহাবলঃ॥ ২৫
সমীক্ষ্য তদবস্থং তং বধায়াজ্ঞ মনো দধে।
ঘোরং চক্রে মহারূপং রাক্ষসেন্দ্ররথং প্রতি॥ ২৬
দন্তাদ্রিকূটশৃঙ্গাভং ত্রিয়াজনচয়োপমম্।
রথাদ্ রথমভিক্রম্য ক্রুদ্ধো হৈড়িম্বরাক্ষিপৎ॥ ২৭

উদ্বহই রথাচ্চাপি পন্নগং গরুড়ো যথা
সমুৎক্ষিপ্য চ বাহুভ্যামাবিধ্য চ পুনঃ পুনঃ॥ ২৮
নিষ্পিপেষ ক্ষিতৌ ক্ষিপ্রং পূর্ণকুম্ভমিবাশ্মনি।
বললাঘবসম্পন্নঃ সম্পন্নো বিক্রমেণ চ॥ ২৯
ভৈমসেনী রণে ক্রুদ্ধঃ সর্বসৈন্যান্যতীষহৎ।
স বিক্ষারিতসর্বাঙ্গশ্চিতাস্থিরিব ভীষণঃ॥ ৩০
ঘটোৎকচেন বীরেণ হতঃ শালকটঙ্কটঃ।
ততঃ সুমনসঃ পার্থা হতে তস্মিন্ নিশাচরে॥ ৩১
চুক্রুশুঃ সিংহনাদাংশ্চ বাসাংস্যাদুধুবুশ্চ হ।
তাবকাংশ্চ হতং দৃষ্ট্বা রাক্ষসেন্দ্রং মহাবলম্॥ ৩২
অলম্বুষং তথা শূরা বিশীর্ণমিব পর্বতম্।
হাহাকারমকার্ষুশ্চ সৈন্যানি ভরতর্ষভ॥ ৩৩
জনাশ্চ তদ্ দদৃশিরে রক্ষঃ কৌতূহলান্বিতাঃ।
যদৃচ্ছয়া নিপতিতং ভূমাবঙ্গারকং যথা॥ ৩৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই যুদ্ধস্থলে স্থাপিত রহিয়া রাক্ষস অলম্বুষ ক্রুদ্ধ নিশাচর ঘটোৎকচকে শাতটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিল।

বলবান্ ঘটোৎকচকর্তৃক অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত হইয়া মহাবল রাক্ষসরাজ অলম্বুষ শিলাশোনিত ও সুবর্ণখচিত পঙ্খযুক্ত বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল।

যেরূপ রোষাবিষ্ট মহাবল সর্প পর্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ অলম্বুষকর্তৃক নিক্ষিপ্ত আনতপর্বযুক্ত বাণসমূহ তখন ঘটোৎকচের শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

রাজন্! অনন্তর পাণ্ডবগণ এবং হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচ সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া সর্বদিক্ দিয়া অলম্বুষের উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল।

বিষয়ে উল্লসিত পাণ্ডবগণকর্তৃক সমরাঙ্গণে বাণবিদ্ধ হইয়া অস্ত্রমর্মপ্রাপ্ত অলম্বুষ কর্তব্যবিষয়ে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

তখন সমরকুশল মহাবলশালী ভীমসেননন্দন ঘটোৎকচ অলম্বুষকে সেই অবস্থায় দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে বধ করিবার জন্য নিশ্চয় করিল।

সে তখন স্খলিত পর্বতশিখর এবং ছিন্ন-ভিন্ন কদলীর পর্বতের ন্যায় প্রতীয়মান রাক্ষসরাজ অলম্বুষের রথের নিকটে উপস্থিত হইবার জন্য তীব্রবেগের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

তাহার পর ক্রুদ্ধ হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ স্বীয় রথ হইতে লাফাইয়া পড়িল এবং যেরূপ গরুড় সর্পকে বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া তুলিয়া লইয়া থাকে, সেইরূপে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল ও রথ হইতে উপরে তুলিয়া বহন করিতে লাগিল।

দুই বাহুতে অলম্বুষকে উপরে তুলিয়া ঘটোৎকচ পুনঃ পুনঃ তাহাকে ঘুরাইতে থাকিয়া যেরূপ জলপূর্ণ কলসকে পাথরের উপর ফেলিয়া দেওয়া হয়, সেইরূপ তাহাকে অতিক্রুদ্ধ ভূতলে নিক্ষেপ করত নিষ্পেষণ করিয়া ফেলিল।

ঘটোৎকচের মধ্যে বল ও নৈপুণ্য উভয়ই বিদ্যমান ছিল এবং সে অদ্ভুত পরাক্রমশালী ছিল। সে রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া আপনার সমস্ত সৈন্যদিগকে ভয়ভীত করিয়া তুলিল।

বীর ঘটোৎকচ কর্তৃক নিহত শালকটঙ্কটের পুত্র অলম্বুষের দ্বারা অঙ্গ বিস্ফারিত হইয়া যাইল। তাহার অস্থিসকল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইল এবং তাহাকে তখন অস্থিসার ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল।

এই নিশাচর অলম্বুষ নিহত হইলে পর কুন্তীদেবীর সকল পুত্রই প্রসন্নচিত্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং বস্ত্রাঞ্চল দুলাইতে থাকিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পতিত পর্বতের ন্যায় মহাবল রাক্ষসরাজ অলম্বুষকে নিহত হইতে দেখিয়া আপনার সৌম্যশালী বীর যোদ্ধারা এবং তাহার সৈন্যগণও হাহাকার করিতে লাগিলেন॥ ১৭-৩৩

ধরাতলে অকস্মাৎ পতিত মদমত্তগজের ন্যায় ধরাশায়ী সেই রাক্ষস অলম্বুষকে বহুসংখ্যক মানুষ কৌতূহলবশতঃ দর্শন করিতে লাগিল॥ ৩৪

ঘটোৎকচস্তু তদ্ধত্বা রক্ষো বলবতাং বরম্।
মুমোচ বলবন্নাদং বলং চক্রে চ বাসবঃ॥ ১৪
(ততোঽভিগম্য রাজানং ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
স্বকর্মাবেদনমুখো সাঞ্জলির্নিপপাত হ॥
মূর্ধ্নোপাঘ্রায় তং জ্যেষ্ঠঃ পরিষজ্য চ পাণ্ডবঃ
প্রীতোঽস্মীত্যব্রবীদ্ রাজন্ হর্ষাদুৎফুল্ললোচনঃ॥
ঘটোৎকচেন নিষ্পিষ্টে মৃতে শালকটঙ্কটে।
বভূবুর্মুদিতাঃ সর্বে হতে তস্মিন্ নিশাচরে॥)
স পূজ্যমানঃ পিতৃভিঃ সবান্ধবৈ-
র্ঘটোৎকচঃ কর্মণি দুষ্করে কৃতে।
রিপুং নিহত্যাভিননন্দ বৈ তদা
ফলমূষং পক্কনলমূষা যথা॥ ১৬
ততো নিনাদঃ সুমহান্ সমুত্থিতঃ
স শঙ্খনানাবিধবাদ্যঘোষবান্।
নিশম্য তং প্রত্যনদংস্তু পাণ্ডবা-
স্ততো ধ্বনিভুবনমাপ্যপূরয়ৎ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি অলম্বুষবধে
নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯

যেরূপ ইন্দ্র বলাসুরকে বধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ঘটোৎকচ সেই বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অলম্বুষকে বধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল॥ ১৪

(তদনন্তর ঘটোৎকচ ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তক নত করত নিজের কর্মের কথা নিবেদন করিতে করিতে তাঁহার চরণে পতিত হইল। রাজন্! তখন জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির তাহার মস্তক আঘ্রাণ করত তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন,—বৎস! আমি তোমার উপর প্রীত হইয়াছি। সেই সময় যুধিষ্ঠিরের নয়নযুগল হর্ষে উৎফুল্ল হইয়াছিল। শালকটঙ্কটার পুত্র রাক্ষস অলম্বুষকে যখন ঘটোৎকচ ভূতলে নিষ্পেষণ করিয়া বধ করিল, তখন সকল লোকের অতিশয় প্রসন্নতা হইল)

পক্ক অলম্বুষ (মৃত্তিকা)-ফলের ন্যায় স্বীয় শত্রু অলম্বুষকে সংহার করিয়া ঘটোৎকচ সেইরূপ দুষ্কর পরাক্রম করায় নিজ পিতা পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের দ্বারা সম্মানিত এবং প্রশংসিত হইয়া সেই সময় অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল॥ ১৬

তাহার পর পাণ্ডবপক্ষের শঙ্খধ্বনি ও নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের শব্দ মিলিত হইয়া অতিশয় তীব্র আনন্দ কোলাহল উৎপন্ন হইল। ইহা শুনিয়া সমস্ত পাণ্ডবগণই প্রসন্ন হইলেন। এই আনন্দধ্বনি তখন জগতের বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইল॥ ১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে অলম্বুষবধবিষয়ক নবাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য্যের সহিত সাত্যকের যুদ্ধ, অর্জুনের সাহায্যার্থ সাত্যকির প্রশংসা করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরসমীপে গমন ও তাঁহার আদেশদান।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ভারদ্বাজং কথং যুদ্ধে যুযুধানো ন্যবারয়ৎ।
সঞ্জয়াচক্ষ্ব তত্ত্বেন পরং কৌতূহলং হি মে। ১

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ মহাপ্রাজ্ঞ সংগ্রামং লোমহর্ষণম্
দ্রোণস্য পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধং যুযুধানপুরোগমৈঃ। ২
বধ্যমানং বলং দৃষ্ট্বা যুযুধানেন মানিষু।
অভ্যদ্রবৎ স্বয়ং দ্রোণঃ সাত্যকিং সত্যবিক্রমম্। ৩
তমাপতন্তং সহসা ভারদ্বাজং মহারথম্।
সাত্যকিঃ পঞ্চবিংশত্যা ক্ষুদ্রকাণাং সমার্পয়ৎ। ৪
দ্রোণোঽপি যুধি বিক্রান্তো যুযুধানং সমাহিতঃ।
অবিধ্যৎ পঞ্চভির্ভূয়ঃ ভেমপুঙ্খৈঃ শরৈঃ শিতৈঃ। ৫
তে বর্ম ভিত্ত্বা সুদৃঢ়ং দ্বিষৎপিশিতভোজনাঃ।
অভ্যযুঃ পন্নগাঃ রাজন্ বসন্তমিব পন্নগঃ। ৬
দীর্ঘবাহুরবিক্রুষ্টভোত্রার্দিত ইব দ্বিপঃ।
দ্রোণঃ পঞ্চশতাবিধ্যন্নারাচৈরগ্নিসন্নিভৈঃ। ৭
ভারদ্বাজো রণে বিদ্ধো যুযুধানেন সত্বরম্।
সাত্যকিং বহুভির্বাণৈর্ভৃশমানমবিধ্যত। ৮
ততঃ ক্রুদ্ধো মহেষ্বাসো বৃত্র এব মহাবলঃ।
সাত্বতঃ পীড়য়ামাস শরেণানতপর্বণা। ৯
স বধ্যমানঃ সমরে ভারদ্বাজেন সাত্যকিঃ।
নাশ্বপদ্যত কর্তব্যং কিঞ্চিদেব বিশাম্পতে। ১০
বিষণ্ণবদনশ্চাপি যুযুধানোঽভবন্নৃপ।
ভারদ্বাজং রণে দৃষ্ট্বা বিসৃজন্তং শিতান্ শরান্। ১১
তং তু সম্প্রেক্ষ্য তে পুত্রাঃ সৈনিকাশ্চ বিশাম্পতে।
প্রহৃষ্টমনসো হৃষ্টা সিংহবদ্ ব্যনদন্ মুহুঃ। ১২

দশাধিক শততম অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্য্যের সহিত সাত্যকির যুদ্ধ এবং সাত্যকির প্রশংসা করিতে করিতে অর্জুনের সহায়তার জন্য তাঁহাকে অর্জুনের নিকট গমন করিতে যুধিষ্ঠিরের আদেশ দান।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! সাত্যকি রণাঙ্গনে দ্রোণাচার্য্যকে কিভাবে প্রতিরোধ করিল? ইহা যথাযথভাবে আমাকে বল। ইহা শুনিবার জন্য আমার মনে অতিশয় কৌতূহল হইতেছে। ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহামতে! সাত্যকি প্রভৃতি পাণ্ডব-যোদ্ধাদের সহিত দ্রোণাচার্য্যের যে রোমাঞ্চকর সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। ২

মাননীয় কৃপাল! দ্রোণাচার্য্য যখন বীর সৈন্যবাহিনীকে যুযুধান (সাত্যকি) কর্তৃক পীড়িত হইতে দেখিলেন, তখন তিনি সত্যপরাক্রমী সাত্যকির উপর স্বয়ংই আক্রমণ করিলেন। ৩

সেই সময় সহসা দ্রোণাচার্য্যকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া সাত্যকি তাঁহাকে পঁচিশ বাণে পীড়িত করিলেন। ৪

ইহাতে পরাক্রমশালী দ্রোণাচার্য্যও যুদ্ধস্থলে একাগ্রচিত্ত হইয়া অতিক্রুদ্ধ হইয়া পঙ্কবিদ্ধ পাঁচটি তীক্ষ্ণ বাণে যুযুধানকে (সাত্যকিকে) বিদ্ধ করিলেন। ৫

রাজন্! দ্রোণাচার্য্যের এই সকল বাণ শত্রুর মাংসভোজী ছিল। ইহারা সাত্যকির সুদৃঢ় কবচ ভেদ করত দীর্ঘশ্বাস গ্রহণকারী সর্পগণের ন্যায় ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। ৬

তখন অর্জুনের প্রহার খাইয়া ক্রুদ্ধিত গজরাজের ন্যায় মহাবাহু সাত্যকি অত্যন্ত ক্রুদ্ধিত হইয়া অগ্নিতুল্য তেজস্বী পঞ্চাশটি নারাচের দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। ৭

সাত্যকিকর্তৃক রণাঙ্গনে আহত হইয়া দ্রোণাচার্য্য অতিক্রুদ্ধ বহুসংখ্যক বাণপ্রহার করিয়া জয়লাভের জন্য যত্নবান্ সাত্যকিকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। ৮

তদনন্তর মহাবলশালী মহাবল দ্রোণাচার্য্য পুনরায় ক্রুদ্ধিত হইয়া আনতপর্বযুক্ত একটি বাণের দ্বারা সাত্যকিকে পীড়িত করিলেন। ৯

প্রজানাথ! সমরাঙ্গণে দ্রোণাচার্য্যকর্তৃক ক্ষত-বিক্ষত হইয়া সাত্যকি কোন কিছুই কর্তব্য পালন করিতে সমর্থ হইলেন না। ১০

হে নৃপ! রণাঙ্গনে দ্রোণাচার্য্যকে তীক্ষ্ণবাণসমূহ বর্ষণ করিতে দেখিয়া সাত্যকির মুখ বিষণ্ণ হইয়া গেল। ১১

প্রজাপালক! তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া আপনার পুত্র ও সৈন্যগণ প্রহর্ষচিত্ত হইয়া বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ১২

তং শ্রুত্বা নিনদং ঘোরং পীড্যমানঞ্চ মাধবম্।
যুধিষ্ঠিরোঽব্রবীদ্ রাজা সর্বসৈন্যানি ভারত॥ ১৩
এষ বৃষ্ণিবরো বীরঃ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
গ্রস্যতে যুধি বীরেণ ভানুমানিব রাহুণা॥ ১৪
অভিদ্রবত গচ্ছধ্বং সাত্যকির্যত্র যুধ্যতে।
দৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ পাঞ্চাল্যমিত্যাহ জনাধিপঃ॥ ১৫
আদ্রবৈব দ্রুতং দ্রোণঃ কিমু তিষ্ঠসি পার্ষত।
ন পশ্যসি ভয়ং দ্রোণাদ্ ঘোরং ন সমুপস্থিতম্॥ ১৬
অসৌ দ্রোণো মহেষ্বাসো যুযুধানেন সংযুগে।
ক্রীড়তে সূত্রবন্ধেন পক্ষিণা বালকো যথা॥ ১৭
তত্রৈব সর্বে গচ্ছন্তু ভীমসেনপুরোগমাঃ।
ত্বয়ৈব সহিতাঃ সর্বে যুযুধানবধং প্রতি॥ ১৮
পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যামি ত্বামহং সহসৈনিকঃ।
সাত্যকিঃ মোক্ষ্যতে বাণান্ যমদণ্ডোপমান্ শরান্

এবমুক্ত্বা ততো রাজা সর্বসৈন্যেন ভারত।
অভ্যদ্রবদ্ রণে দ্রোণং যুযুধানস্য কারণাৎ॥ ২০
তস্যারাবো মহানাসীদ্ দ্রোণমেবং যুযুৎসতাম্।
পাণ্ডবানাঞ্চ তত্রাসে সৃঞ্জয়ানাঞ্চ সর্বশঃ॥ ২১
তে সমেত্য নরব্যাঘ্রা ভারদ্বাজং মহারথম্।
অভ্যবর্ষন্ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কঙ্কবর্হিণবাজিতৈঃ॥ ২২
স্বয়মেব তু তান্ বীরান্ দ্রোণঃ প্রত্যগ্রহীৎ স্বয়ম্।
অতিষীনাগতান্ যত্নাৎ সলিলেনাসনেন চ॥ ২৩
তর্পিতাস্তে শরৈস্তস্য ভারদ্বাজস্য ধন্বিনঃ।
আতিথেয়ং গৃহং প্রাপ্য নৃপতেঽতিথয়ো যথা॥ ২৪
ভারদ্বাজঞ্চ তে সর্বে ন শেকুঃ প্রতিবীক্ষিতুম্।
মধ্যন্দিনমনুপ্রাপ্তং সহস্রাংশুমিব প্রভো॥ ২৫
তান্ত্ব সর্বান্ মহেষ্বাসান্ দ্রোণঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
অভ্যপদ্যচ্ছরব্রাতৈর্গভস্তিভিরিবাংশুমান্॥ ২৬

ভারত! তাহাদের এই ভয়ঙ্কর গর্জন শ্রবণ করিয়া ও সাত্যকিকে পীড়িত দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে বলিলেন॥ ১৩

যোদ্ধাগণ! যেরূপ রাহু সূর্যকে গ্রাস করিয়া থাকে, সেইরূপ এই বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ বীর সত্যপরাক্রমী সাত্যকি রণাঙ্গনে বীর দ্রোণাচার্যকর্তৃক কালের গ্রাসে পরিণত হইতে চলিয়াছে। অতএব তোমরা সকলে ধাবিত হও এবং সেখানে গমন কর, যেখানে সাত্যকি যুদ্ধ করিতেছে।

ইহার পর রাজা যুধিষ্ঠির পাঞ্চালরাজকুমার দৃষ্টদ্যুম্নকে এই কথা বলিলেন—প্রুষসত্তম! তুমি দাঁড়াইয়া আছ কেন? অতি সত্বর দ্রোণাচার্যের দিকে ধাবিত হও। তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না যে, দ্রোণাচার্যের নিকট হইতে আমাদের উপর ভয়ঙ্কর ভয় উপস্থিত হইয়াছে॥ ১৪-১৬

যেরূপ কোন বালক সূত্রের দ্বারা বদ্ধ পক্ষীর সহিত খেলা করিয়া থাকে, সেইরূপ মহাধনুর্ধর দ্রোণাচার্য রণাঙ্গনে সাত্যকির সহিত রণক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছেন॥ ১৭

অতএব তোমার সহিত ভীমসেনাদি সমস্ত মহারথী যোদ্ধারা সেই স্থানে সাত্যকির রথের নিকট গমন কর॥ ১৮

তারপর আমিও সৈন্যবাহিনীর সহিত তোমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিব। এই সময় যমরাজের মন্ত্রণার ন্যায় সাত্যকিকে তোমরা মুক্ত কর॥ ১৯

এই কথা বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সেই সময় রণাঙ্গনে সাত্যকিকে রক্ষা করিবার জন্য স্বীয় সমস্ত সৈন্যবাহিনীসহ দ্রোণাচার্যের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ২০

রাজন্! আপনার কল্যাণ হউক। একাকী দ্রোণাচার্যের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় সমবেত পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের মধ্যে সর্বদিক্ দিয়া মহা কোলাহল পড়িয়া যাইল॥ ২১

ইঁহারা সকলে মহত্তমগণের মধ্যে ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমী ছিলেন। ইঁহারা মহারথ দ্রোণাচার্যের নিকট যাইয়া তীক্ষ্ণ ও মধুর পঙ্খযুক্ত তীক্ষ্ণবাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ২২

রাজন্! যেরূপ গৃহে আগত অতিথিদিগকে জল ও আসনাদির দ্বারা আপ্যায়ন করা হইয়া থাকে, সেইরূপ দ্রোণাচার্য স্বয়ংই সেই সমস্ত আক্রমণকারী বীর সৈন্যগণকে হাসিতে হাসিতে যুদ্ধের জন্য স্বীকার করিয়া লইলেন। যেরূপ অতিথিসৎকারে নিপুণ গৃহস্থের গৃহে যাইয়া অতিথিরা তৃপ্তিলাভ করে, সেইরূপ ধনুর্ধর দ্রোণাচার্যের বাণসমূহে ইঁহারা সকলে যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করিলেন॥ ২৩-২৪

প্রভো! যেরূপ দ্বিপ্রহরে অবস্থিত প্রচণ্ড মার্তণ্ডের (সূর্যের) দিকে দৃষ্টিপাত করা অসম্ভব, সেইরূপ এই সব যোদ্ধারা ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্যের দিকেও দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইলেন না॥ ২৫

শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য এই সমস্ত মহাধনুর্ধরদিগকে স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা সেইভাবে সন্তাপিত করিতে

ব্যমানা মহারাজ পাণ্ডবাঃ সৃঞ্জয়াস্তথা।
ভ্রাতারং নাভ্যগচ্ছন্ত পঙ্কমগ্না ইব দ্বিপাঃ॥ ২৭
দ্রোণস্য চ ধনুর্মুক্তা বিসর্পন্তো মহাশরাঃ।
গভস্তয় ইবার্কস্য প্রতপন্তঃ সমন্ততঃ॥ ২৮
তস্মিন্ দ্রোণেন নিহতাঃ পাঞ্চালাঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
মহারথাঃ সমাখ্যাতা দৃষ্টদ্যুম্নস্য সম্মতাঃ। ২৯
পাণ্ডূনাং সর্বসৈন্যেষু পাঞ্চালানাং তথৈব চ।
দ্রোণং ন প্রমৃষ্যন্তঃ শূরং বিনিঘ্নন্তং বরান্ বরান্। ৩০
কেকয়ানাং শতং হত্বা বিদ্রাব্য চ সমন্ততঃ।
দ্রোণস্তস্থৌ মহারাজ ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ। ৩১
পাঞ্চালান্ সৃঞ্জয়ান্ মৎস্যান্ কেকয়াংশ্চ নরাধিপ।
দ্রোণোঽজয়ন্মহাবাহুঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ। ৩২
তেষাং সমভবচ্ছব্দো বিদ্রাবাণাং দ্রোণসায়কৈঃ।
বনৌকসামিবারণ্যে ব্যাপ্তানাং ধূম্রকেতুনা। ৩৩
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ পিতরশ্চাব্রুবন্ নৃপ।
এতে দ্রবন্তি পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবাশ্চ সসৈনিকাঃ। ৩৪
তং তথা সমরে দ্রোণং নিঘ্নন্তং সোমকান্ রণে।
ন চাপ্যভিযযুঃ কেচিদপরে নৈব বিব্যধুঃ। ৩৫
বর্তমানে তথা রৌদ্রে তস্মিন্ বীরবরক্ষয়ে।
অশৃণোৎ সহসা পার্থঃ পাঞ্চজন্যস্য নিঃস্বনম্। ৩৬
পূরিতো বাসুদেবেন শঙ্খরাট্ স্বনতে ভৃশম্।
যুধ্যমানেষু বীরেষু সৈন্ধবস্যাভিরক্ষিষু। ৩৭
নদৎসু বার্তরাষ্ট্রেষু বিজয়স্য রথং প্রতি।
গাণ্ডীবস্য চ নির্ঘোষে বিপ্রনষ্টে সমন্ততঃ। ৩৮
কশ্মলাভিহতো রাজা চিন্তয়ামাস পাণ্ডবঃ।
ন নূনং স্বস্তি পার্থায় যথা নদতি শঙ্খরাট্। ৩৯

লাগিলেন, যেভাবে কিরণমণ্ডিত সূর্যদেব স্বীয় কিরণাবলিতে জগৎকে সন্তাপিত করিয়া থাকেন। ২৬

মহারাজ! এই সময় দ্রোণাচার্যের দ্বারা অস্ত্র প্রহারে ভর্ৎসিত পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়-সৈন্যগণ কর্দমে মগ্ন হস্তিসকলের ন্যায় নিজেদের কোন রক্ষক পাইলেন না। ২৭

যেরূপ সূর্যের কিরণাবলি সকল দিকেই তাপদান করিয়া থাকে, সেইরূপ দ্রোণাচার্যের বিশাল বাণসমূহ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া সকলদিগকে সন্তাপিত করিতে লাগিল। ২৮

এই যুদ্ধে দ্রোণাচার্য কর্তৃক পাঞ্চালদেশীয় পঁচিশ জন অতিশয় বিখ্যাত মহারথী যোদ্ধা নিহত হন যাঁহারা দৃষ্টদ্যুম্নের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। ২৯

সকল ব্যক্তিই দেখিতে পাইল যে, পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যদের মধ্যে যাঁহারা মুখ্য মুখ্য যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহাদিগকে দ্রোণাচার্য সংহার করিয়া ফেলিয়াছেন। ৩০

মহারাজ! শত শত কেকয়-যোদ্ধাকে বধ করিয়া এবং অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে বিত্রাসিত করিয়া দ্রোণাচার্য মুখবিস্তারকারী যমরাজের ন্যায় সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ৩১

হে নরাধিপ! মহাবাহু দ্রোণাচার্য পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য ও কেকয়দেশের শত শত এবং সহস্র সহস্র বীরগণকে পরাজিত করিলেন। ৩২

যেরূপ বন বনে দাবানলে পরিব্যাপ্ত হইয়া বনবাসী জন্তুগণের ক্রন্দনধ্বনি শোনা যায়, সেইরূপ দ্রোণাচার্যের বাণসমূহে আহত হইয়া সেই বিপক্ষীয় যোদ্ধাদের আর্তনাদ সেখানে শোনা যাইতে লাগিল। ৩৩

হে নৃপ! সেই সময় সেখানে আকাশে বিরাজমান দেবগণ পিতৃগণ ও গন্ধর্বগণ বলিতে লাগিলেন, এই পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সৈন্যদের সহিত পলায়ন করিতেছেন। ৩৪

এইভাবে সোমকগণকে বধ করিতে করিতে সমরাঙ্গণে অবস্থিত দ্রোণাচার্যের সম্মুখে কেহই যাইতে পারিল না এবং কেহই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইল না। ৩৫

যখন মহাবীরগণের সংহারকারী এই ভয়ংকর সংগ্রাম চলিতে ছিল, তখন সহসা কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠির পাঞ্চজন্য-শঙ্খের ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। ৩৬

ভগবান্! শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক মুখবায়ুর দ্বারা পূরিত হইয়া এই শঙ্খরাজ পাঞ্চজন্য তীব্রবেগে স্বীয় ধ্বনি বিস্তার করিতেছিল। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের রক্ষায় নিযুক্ত বীরগণ যুদ্ধরত ছিলেন। অর্জুনের রথের নিকটে আপনার পুত্রগণ ও সৈন্যরা গর্জন করিতে ছিলেন এবং গাণ্ডীব-ধনুর টঙ্কার-ধ্বনি তখন অন্যান্য শব্দের দ্বারা অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। ৩৭-৩৮

তখন পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির মোহের বশীভূত হইয়া এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—যেরূপে শঙ্খরাজ পাঞ্চজন্যের ধ্বনি হইতেছে এবং যেভাবে কৌরবসৈন্যদের বারংবার হর্ষনাদ হইতেছে, ইহাতে মনে হইতেছে যে, অর্জুনের নিশ্চয়ই কল্যাণলাভ হইতেছে না।

কৌরবাংশ্চ যথা ভ্রষ্টা বিনদন্তি মুহুর্মুহুঃ।
এবং স চিন্তয়িত্বা তু ব্যাকুলেনান্তরাত্মনা ॥ ৩০
অজাতশত্রুঃ কৌন্তেয়ঃ সাত্বতং প্রত্যভাষত।
বাষ্পসন্দিগ্ধয়া বাচা মুহ্যমানো মুহুর্মুহুঃ
কৃতজ্ঞানন্তরাপেক্ষী শৈনেয়ং শিনিপুঙ্গবম্ ॥ ৩১

যুধিষ্ঠির উবাচ

যঃ স ধর্মঃ পুরা দৃষ্টঃ সদ্ভিঃ শৈনেয় শাশ্বতঃ।
সাম্পরায়ে সুহৃৎকৃত্যে তস্য কালোঽয়মাগতঃ ॥ ৩২
সর্বেষ্বপি চ যোধেষু চিন্তয়ন্ শিনিপুঙ্গব।
অতঃ মুহূর্ততমং কঞ্চিন্নাভিজানামি সাত্যকে ॥ ৩৩
যো হি প্রীতমনা নিত্যং যশ্চ নিত্যমনুব্রতঃ।
স কার্যো সাম্পরায়ে তু নিরোজ্য ইতি মে মতিঃ ॥ ৩৪
যথা চ কেশবো নিত্যং পাণ্ডবানাং পরায়ণম্।
তথা ত্বমপি বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণতুল্যপরাক্রমঃ ॥ ৩৫
সোঽহং ভারং সমাধাস্যে ময়ি ত্বং বোঢ়ুমর্হসি।
অভিপ্রায়ঞ্চ মে নিত্যং ন বৃথা কর্তুমর্হসি ॥ ৩৬
স ত্বং ভ্রাতুর্বয়স্যস্য গুরোরপি চ সংযুগে।
কুরু কৃচ্ছ্রে সহায়ার্থমর্জুনস্য নরর্ষভ ॥ ৩৭
ত্বং হি সত্যব্রতঃ শূরো মিত্রাণামভয়ঙ্করঃ।
লোকে বিখ্যায়সে বীর কর্মভিঃ সত্যবাদিতি ॥ ৩৮
যো হি শৈনেয় মিত্রার্থে যুধ্যমানস্ত্যজেৎ তনুম্।
পৃথিবীঞ্চ দ্বিজাতিভ্যো যো দদ্যাৎ স সমো ভবেৎ ॥ ৩৯
ক্রতবশ্চ বহবোঽন্যাভী রাজানো যে দিবং গতাঃ।
দদেমাং পৃথিবীং কৃৎস্নাং ব্রাহ্মণেভ্যো যথাবিধি ॥ ৪০
এবং ত্বামপি ধর্মজ্ঞ প্রযাচেঽহং কৃতাঞ্জলিঃ।
পৃথিবীদানতুল্যং স্যাদধিকং বা ফলং বিভো ॥ ৪১
এক এব সখা কৃষ্ণো মিত্রাণামভয়ঙ্করঃ।
রণে সম্ভজতি প্রাণান্ দ্বিতীয়শ্চ সাত্যকে ॥ ৪২

এইরূপ চিন্তা করিয়া অজাতশত্রু কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি চাহিতেছিলেন যে, অস্ত্রশস্ত্র-ব্যবহার নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হউক। অতএব তিনি বারংবার মোহিত হইয়া অশ্রুগদ্গদ বাণীতে শিনিপ্রবর সাত্যকিকে সম্বোধিত করিয়া বলিলেন ॥ ৩০-৩১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—শৈনেয়! পুরাকালে সজ্জন পুরুষগণ বিপদের সময় সুহৃদ্‌গণের কর্তব্য বিষয়ে যে সনাতন ধর্ম সাক্ষাৎ-ভাবে করিয়াছেন, আজ তাহাই পালন করিবার প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৩২

শিনিপ্রবর সাত্যকি! এই বৃষ্টিতে বিচার করিলে পর আমি সমস্ত যোদ্ধাগণের মধ্যে অন্য কাহাকেও তোমা অপেক্ষা অধিক নিজের সুহৃৎ বলিয়া মনে করি না ॥ ৩৩

যে সর্বদা প্রসন্নচিত্ত হইয়া অবস্থান করে এবং নিরন্তর যে নিজের অনুরাগ প্রকাশ করে, তাহাকেই সঙ্কটকালে যে কোন মহত্ত্বপূর্ণ কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য নিযুক্ত করা উচিত, ইহাই আমার অভিমত ॥ ৩৪

বৃষ্ণিবংশকুমার! যেরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সদা পাণ্ডবগণের পরম আশ্রয়, সেইরূপ তুমিও তাহাদের পরম আশ্রয়। তোমার পরাক্রমও শ্রীকৃষ্ণেরই অনুরূপ ॥ ৩৫

অতএব আমি তোমার উপর যে কার্যভার অর্পণ করিব, তাহা তোমার নির্বাহ করা উচিত। আমার মনোরথ সফল করিবার জন্য সর্বদা তোমার চেষ্টা করা কর্তব্য ॥ ৩৬

নরশ্রেষ্ঠ! অর্জুন তোমার ভ্রাতা, মিত্র ও গুরু। সে রণাঙ্গনে সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। অতএব তুমি তাহার সহায়তা করিবার জন্য প্রযত্ন কর ॥ ৩৭

তুমি সত্যব্রতী, বীর এবং মিত্রগণের অভয়দাতা। বীর! তুমি স্বীয় কর্মের দ্বারা সংসারে "সত্যবাদী" এইরূপে বিখ্যাত আছ ॥ ৩৮

শিনিবংশকুমার! যে ব্যক্তি মিত্রের জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিয়া থাকেন এবং যিনি ব্রাহ্মণগণকে সমস্ত ধরণীদান করিয়া থাকেন, এই উভয় পুরুষই সমান পুণ্যভাগী হন ॥ ৩৯

আমরা শুনিয়াছি যে, বহুসংখ্যক রাজা ব্রাহ্মণগণকে এই সমস্ত ধরণী বিধি অনুসারে দান করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ৪০

ধর্মজ্ঞ! এইরূপ আমিও তোমার নিকট অর্জুনের সহায়-তার জন্য হাত যোড় করিয়া প্রার্থনা করিতেছি। প্রভো! এরূপ করিলে তোমার পৃথিবী দানের তুল্য অথবা তাহা হইতেও অধিক ফললাভ করিবে ॥ ৪১

সাত্যকে! মিত্রগণের অভয় দানকারী একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সর্বদা আমাদের জন্য যুদ্ধে বীর প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত আছেন, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি তুমি আছ ॥ ৪২

বিক্রান্তস্য চ বীরস্য যুদ্ধে প্রার্থয়তো যশঃ।
ন্যূন এষ সহায়ঃ স্যাদ্যস্যৈতস্য প্রাকৃতো জনঃ। ৫০
ঈদৃশে ত্বহ পরামর্দে বর্তমানস্য মাধব।
কৃতজ্ঞো হি রণে গোপ্তা বিদ্যতে ন বিকত্থতে। ৫১
ব্রুবতৈব হি কর্মাণি শত্রুশস্ত্রং পাণ্ডবঃ।
মম সঞ্জনয়ন্ হর্ষং পুনঃ পুনরকীর্তয়ৎ। ৫২
লঘুহস্তশ্চিত্রযোধী তথা লঘুপরাক্রমঃ।
প্রাজ্ঞঃ সর্বাস্ত্রবিচ্ছূরো মুহ্যতে ন চ সংযুগে। ৫৩
মহাস্কন্ধো মহোরস্কো মহাবাহুর্মহাহনুঃ।
মহাবলো মহাবীর্যঃ স মহাত্মা মহারথঃ। ৫৪
স্নিগ্ধঃ মম সখা চৈব প্রিয়োঽস্যাহং প্রিয়শ্চ মে।
যুযুধানঃ সহায়ো মে প্রমথিষ্যতি কৌরবান্। ৫৫
অস্মদর্থঞ্চ রাজেন্দ্র সংনহ্যেদ্ যদি কেশবঃ।
রামো বাপ্যনিরুদ্ধো বা প্রদ্যুম্নো বা মহারথঃ। ৫৬
গদো বা সারণো বাপি সাম্বো বা সহ বৃষ্ণিভিঃ।
সহায়ার্থং মহারাজ সংগ্রামোত্তমমূর্ধনি। ৫৭
তথাপ্যহং নরব্যাঘ্রং শৈনেয়ং সত্যবিক্রমম্।
সাহায্যে বিনিয়োক্ষ্যামি নাস্তি মেঽত্রো হি সংশয়ঃ। ৫৮
ইতি দ্বৈতবনে তাত মামুবাচ ধনঞ্জয়ঃ।
পরোক্ষো ব্রুবন্ সাংগ্রামান্ কথয়ন্নাধাসংসদি। ৫৯
তস্য ত্বমেবং সম্ভূয়ং ন বৃথা কর্তুমর্হসি।
ধনঞ্জয়স্য বার্ষ্ণেয় মম ভীমস্য চোভয়োঃ। ৬০
যচ্চাপি তীর্থানি চরন্নপশ্যঃ দ্বারকাং প্রতি।
তত্রাহমপি তে ভক্তিমর্জুনং প্রতি দৃষ্টবান্। ৬১
ন তৎ সৌহৃদমস্তেষু ময়া দৈনেয় লক্ষিতম্।
যথা ত্বয়ম্যান্ ভজসে বর্তমানানুপপ্লবে। ৬২
সোঽভিজাত্যা চ ভক্ত্যা চ সখ্যস্যাচার্যকস্য চ।
সৌহৃদস্য চ বীর্যস্য কুলীনত্বস্য মাধব। ৬৩

যুদ্ধে সুযশ লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া পরাক্রমপ্রকাশকারী বীর পুরুষের সহায়তা যে কোন সৌষ্ঠবশালী বীর পুরুষই করিতে পারেন। অপর কোন নিম্ন শ্রেণীর মানুষ তাহার সহায়তা করিতে সমর্থ হয় না। ৫০

যদুবংশধুরন্ধর সাত্যকি! এরূপ ঘোর যুদ্ধে নিরত রণভূমিতে অর্জুনের তুমি ব্যতীত অন্য কেহ সহায়ক ও সংরক্ষক হইবার যোগ্য নহে। ৫৪

পাণ্ডুপুত্র অর্জুন তোমার শত শত কার্যের প্রশংসা করিয়া এবং আমার হর্ষবর্ধন করিয়া পুনঃ পুনঃ তোমার গুণাবলির বর্ণনা করিয়াছিল। ৫৫

সে বলিয়াছিল,—সাত্যকির অস্ত্রচালনায় হস্তনৈপুণ্য আছে, সে বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতে পারে এবং অভিজ্ঞতা পরাক্রম দেখাইতে সমর্থ। সকল অস্ত্রেই অভিজ্ঞ, বিদ্বান্ এবং সৌষ্ঠবশালী বীর সাত্যকি যুদ্ধস্থলে কখনও মোহগ্রস্ত হয় না। ৫৬

ইহার স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুদ্বয় লম্বা এবং হনু বিশাল ও পুষ্ট। সে মহাবলশালী, মহাপরাক্রমী, মহাত্মা ও মহারথী। ৫৭

সাত্যকি আমার স্নিগ্ধ ও সখা। সে আমার প্রিয় এবং আমিও তাহার প্রিয়। যুযুধান (সাত্যকি) আমার সহায়ক হইয়া আমার শত্রু কৌরবদিগকে মথিত করিয়া ফেলিবে। ৫৮

রাজেন্দ্র! মহারাজ! যদি যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সম্মুখ ভাগে আমার সহায়তার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, অনিরুদ্ধ, মহারথী প্রদ্যুম্ন, গদ, সারণ কিংবা সাম্ব বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সহিত কবচ ধারণ করত প্রস্তুত হন, তথাপি আমি পুরুষশ্রেষ্ঠ, সত্যপরাক্রমী, বিনির যৌদ্ধ সাত্যকিকে অবশ্যই নিজের সহায়তার কার্যে নিযুক্ত করিব; কারণ, আমার দৃষ্টিতে অপর কেহই সাত্যকির সমান নয়। ৫৯-৬১

তাত! এইরূপ অর্জুন দ্বৈতবনে শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সভায় তোমার যথার্থ গুণাবলি বর্ণনা করিতে করিতে পরোক্ষভাবে আমাকেই এই কথা বলিয়াছিল। ৬২

বৃষ্ণিবংশজাত সাত্যকি! অর্জুনের, আমার, ভীমসেনের এবং দুই মাদ্রীকুমার নকুল-সহদেবের তোমার বিষয়ে এই যে ধারণা, উহা তোমার ব্যর্থ করা উচিত নয়। ৬৩

যখন আমি তীর্থে বিচরণ করিতে করিতে দ্বারকায় গিয়াছিলাম, সেখানেও অর্জুনের প্রতি তোমার যে ভক্তিভাব আছে, উহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ৬৪

সৈনেয়! এই বিনাশকর সঙ্কটে পতিত আমাদের তুমি যেভাবে সেবা ও সহায়তা করিতেছ, এরূপ সৌহার্দ তুমি ছাড়া অন্য কাহারও নিকট উহা আমি দেখিতে পাইতেছি না। ৬৫

মহাবাহু মহাধনুর্ধর যদুবংশজাত সাত্যকি! সেই তুমি আমাদের উপকার করিবার জন্য উত্তমরূপে অস্ত্রগ্রহণ, অর্জুনের

সত্যসা চ মহাবাহো অনুকম্পার্থমেব চ।
অনুব্রূপং মহেষ্বাস কর্ম যৎ কর্তুমর্হসি ॥ ৬৭
সুযোধনো হি সহসা গতো দ্রোণেন রক্ষিতঃ
পূর্বমেবানুযাতাস্তে কৌরবাণাং মহারথাঃ। ৬৮
সুমহান্ নিনদস্তৈষ শ্রূয়তে বিজয়ং প্রতি
স শৈনেয় জবেনাশু গন্তুমর্হসি মানদ ৬৯
ভীমসেনো যযৌ চৈব সংযত্তাঃ সহসৈনিকাঃ
দ্রোণমাচার্যমিত্যামো যদি বাং প্রতি বাস্যতি
পশ্য শৈনেয় সৈন্যানি দ্রবমাণানি সংযুগে
মহাংশ্চ রথে শব্দং দীর্যমাণাংশ্চ ভারতীম্ ॥
মহামারুতবেগেন সমুদ্রমিব পর্বসু।
ধার্তরাষ্ট্রবলং তাত বিক্ষিপ্তং সব্যসাচিনা
রথৈর্বিপরিধাবদ্ভির্মনুষ্যৈশ্চ হয়ৈশ্চ হ
সৈন্যং রজঃসমুদ্ধূতমেতৎ সম্পরিবর্ততে ॥ ৭৩

সংবৃতঃ সিন্ধু-সৌবীরৈর্নরৈ-রাসযোধিভিঃ।
অস্যদ্ভিশ্চাপচিতৈঃ শূরৈঃ ফাল্গুনঃ পরবীরহা ॥ ৭৪
নৈতদ্ বলমসংবার্যং শক্যো জেতুং জয়দ্রথঃ।
এতে হি সৈন্ধবস্যার্থে সর্বে সন্ত্যক্তজীবিতাঃ ॥
শর-শক্তি-ঋষ্টিবরঃ হয়-নাগসমাকুলম্।
পশ্যৈতদ্ ধার্তরাষ্ট্রাণামনীকং সুদুরাসদম্ ॥ ৭৬
শৃণু দুন্দুভিনির্ঘোষং শঙ্খশব্দাংশ্চ পুষ্কলান্।
সিংহনাদরবাংশ্চৈব রথনেমিস্বনাংস্তথা ॥ ৭৭
নাগানাং শৃণু শব্দং চ পত্তীনাং চ সহস্রশঃ
সাদিনাং দ্রবতাং চৈব শৃণু কম্পয়তাং মহীম্ ॥ ৭৮
পুরস্তাৎ সৈন্ধবানীকং দ্রোণানীকঞ্চ পৃষ্ঠতঃ
রক্ষ্যমাণং নরব্যাঘ্র দেবেন্দ্রমপি পীড়য়েৎ ॥ ৭৯
অপযাস্যে বলে মগ্নো জয়াশাপি চ জীবিতম্।
তস্মিংস্ত নিহতে যুদ্ধে কথং জীবেত মাদৃশঃ ॥ ৮০

প্রতি ভক্তিভাব, মৈত্রী, গুরুভাব, সৌহার্দ, পরাক্রম, কুলীনতা ও সত্যের অনুরূপ কর্ম কর।

দ্রোণাচার্য কর্তৃক প্রদত্ত কবচধারণে সুরক্ষিত হইয়া দুর্যোধন সহসা অর্জুনের সম্মুখীন হইবার জন্য গমন করিয়াছে। বহুসংখ্যক কৌরব-মহারথী যোদ্ধা পূর্ব হইতে তাহার অনুগামী হইয়াছে।

যেখানে অর্জুন আছে, সেই দিক্ হইতে অতি উচ্চস্বরে সিংহনাদ শব্দ শোনা যাইতেছে। মানপ্রদ শিনিপৌত্র সাত্যকি! শীঘ্রতাসহকারে তীব্রবেগে তোমার সেখানে যাওয়া উচিত।

তীমসেন ও আমরা সৈন্যবাহিনীসহ সর্বপ্রকারে সাবধানেই আছি। যদি দ্রোণাচার্য তোমার পশ্চাদ্ধাবন করেন, তাহা হইলে আমরা সকলে তাঁহাকে প্রতিরোধ করিব।

শৈনেয়! এই দেখ, ঐদিকে যুদ্ধস্থলে সৈন্যরা পলায়ন করিতেছে। রণাঙ্গনে মহা কোলাহল হইতেছে এবং কৌরব-বাহিনীর মধ্যে ভাঙনের সৃষ্টি হইয়াছে।

তাত! পূর্ণিমার দিনে প্রচণ্ড বায়ুর বেগে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় সব্যসাচী অর্জুন কর্তৃক পীড়িত দুর্যোধনের সৈন্যরা বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

এদিকে ওদিকে পলায়নপর রথ, মনুষ্য ও অশ্বসকলের দ্বারা উত্থিত ধূলিতে আচ্ছাদিত হইয়া এই সকল সৈন্যরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

সমুদ্রবাসী অর্জুন নরব্যাঘ্র ও হ্রাসসমূহ দ্বারা যুদ্ধকারী এবং অধিক সংখ্যায় একত্রে সমবেত সিন্ধু-সৌবীরদেশের সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে।

এই সৈন্যদের নিবারণ না করিয়া জয়দ্রথকে বধ করা অসম্ভব এই সকল সৈন্য সিন্ধুরাজের জন্য নিজেদের জীবন পরিত্যাগ করিতে নিশ্চয় করিয়াছে।

বাণ, শক্তি এবং ঋষ্টিসমূহে সুশোভিত ও হত্যী অশ্ব পরিপূর্ণ কৌরবদের এই দুরূহ সৈন্যবাহিনীকে লক্ষ্য কর।

শুন - দুন্দুভির শব্দ হইতেছে, শঙ্খধ্বনি হইতেছে, বীরগণের সিংহনাদ এবং রথসকলের চক্রসমূহের ঘর্ঘর শব্দও শোনা যাইতেছে।

হাতীদিগের চীৎকার শব্দ শ্রবণ কর। সহস্র সহস্র পদাতি-সৈন্যবাহিনী এবং পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে ধাবিত অশ্বারোহী যোদ্ধাদের শব্দ শ্রবণ কর।

নরব্যাঘ্র! অর্জুনের সম্মুখে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সৈন্যরা আছে এবং পশ্চাতে দ্রোণাচার্যের সৈন্যগণ বিদ্যমান আছে। ইহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, ইহারা দেবরাজ ইন্দ্রকেও পীড়িত করিতে পারে।

এই অনন্ত সৈন্যসমূহে নিমজ্জিত অর্জুন নিজের প্রাণকেই নিশ্চিত পরিত্যাগ করিয়া দিবে। যুদ্ধে সে নিহত হইলে পর আমার ন্যায় ব্যক্তি কিরূপে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইবে?

সর্বথাহমনুপ্রাপ্তঃ সুকৃচ্ছ্রং ত্বয়ি জীবতি।
ভামো যুধা গুড়াকেশো দর্শনীয়শ্চ পাণ্ডবঃ ॥ ৮১
লঘুচিত্রযোধী চ প্রবিষ্টস্তাত ভারতীম্।
সূর্যোদয়ে মহাবাহুর্দিবসশ্চাতিবর্ততে ॥ ৮২
তত্র জানামি বার্ষ্ণেয় যদি জীবতি বা ন বা।
যুক্তশ্চাপি তৎ সৈন্যং সাগরপ্রতিমং মহৎ ॥ ৮৩
এক এব চ বীভৎসুঃ প্রবিষ্টস্তাত ভারতীম্।
অবিষহ্যাং মহাবাহুঃ সুরৈরপি মহাহবে ॥ ৮৪
ন হি মে বর্ততে বুদ্ধিরন্ত যুদ্ধে কথঞ্চন।
দ্রোণোঽপি রভসো যুদ্ধে মম পীড়য়তে বলম্ ॥ ৮৫
প্রত্যক্ষং তে মহাবাহো যথাসৌ চরতি দ্বিজঃ।
যুগপচ্চ সমেতানাং কার্য্যাণাং যঃ বিচক্ষণঃ ॥ ৮৬
মহার্থং লঘুসংযুক্তং কর্তুমর্হসি মানদ।
তস্য মে সর্বকার্যেষু কার্য্যমেতদ্ধতং মহৎ ॥ ৮৭

অর্জুনস্য পরিত্রাণং কর্তব্যমিতি সংযুগে।
নাহং শোচামি দাশার্হং গোপ্তারং জগতঃ পতিম্ ॥ ৮৮
স হি শক্তো রণে তাত ত্রীঁল্লোকানপি সংহতান্।
বিজেতুং পুরুষব্যাঘ্রঃ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৮৯
কিং পুনর্ধার্তরাষ্ট্রস্য বলমেতৎ সুদুর্বলম্।
অর্জুনস্যেব বার্ষ্ণেয় পীড়িতো বহুভির্যুধি ॥ ৯০
প্রজহ্যাৎ সমরে প্রাণাংস্তস্মাদ্ বিভ্যামি কম্পনম্।
তস্য ত্বং পদবীং গচ্ছ গচ্ছেয়ুস্ত্বাদৃশা যথা ॥ ৯১
তাদৃশস্যেদৃশে কালে মাদৃশেনাভিনোদিতঃ।
রথে বৃষ্ণিপ্রবীরাণাং যাবেবাভিরথৌ স্মৃতৌ ॥ ৯২
প্রদ্যুম্নশ্চ মহাবাহুস্তথা সাত্বত বিশ্রুতঃ।
অস্ত্রে নারায়ণসমঃ সঙ্কর্ষণসমো বলে ॥ ৯৩
বীরতায়াং নরব্যাঘ্র ধনঞ্জয়সমো মৃধি।
ভীষ্ম-দ্রোণাবতিক্রম্য সর্বযুদ্ধবিশারদম্ ॥ ৯৪

যুধিষ্ঠির! তোমরা জীবিত থাকিলেই আমি সর্বপ্রকারে এরূপ ভয়ানক সঙ্কটে পতিত হইয়াছি।

শিক্ষাবিহারী পাণ্ডুকুমার অর্জুন শ্যামবর্ণঘোড়িত দর্শনীয় তরুণ যোদ্ধা। সে শীঘ্রতা সহকারে অস্ত্র চালাইতে এবং বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতে পারে। তাত! সেই মহাবাহু বীর সূর্যোদয়ের সময় একাকীই কৌরব-সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং এতক্ষণ এত সুদীর্ঘ সময়ও চলিয়া গিয়াছে ॥ ৮০-৮২

বৃষ্ণিবংশজাত সাত্যকি! জানিনা, এই সময়ের মধ্যে অর্জুন জীবিত আছে কি না? মহাসংগ্রামস্থলে যাহাদের বেগকে সহ্য করা দেবগণের পক্ষেও অসম্ভব, কৌরব-সৈন্যের এই সেই বাহিনী সমুদ্রসদৃশ বিশাল। তাত! এই কৌরব-সৈন্যমধ্যে মহাবাহু অর্জুন একাকীই প্রবেশ করিয়াছে ॥ ৮৩-৮৪

আজ কোনক্রমেই যুদ্ধে আমার বুদ্ধি আসক্ত হইতেছে না। এদিকে দ্রোণাচার্যও রণাঙ্গনে তীব্রবেগে আক্রমণ করিয়া আমার সৈন্যবাহিনীকে পীড়িত করিতেছেন ॥ ৮৫

মহাবাহো! বিপ্রবর দ্রোণাচার্য যেরূপ কার্য করিতেছেন, তাহা তুমি নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়াছ। একই সময়ে উপস্থিত বহু কার্যের মধ্যে যাহার পালন করা অত্যাবশ্যক, তাহা নির্ণয় করিতে তুমি দক্ষ ॥ ৮৬

মানদ! সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনকে তুমি অতি সত্বর সম্পন্ন কর। আমার ত' সকল কার্য হইতে অধিক প্রয়োজনীয় কার্য ইহাই মনে হইতেছে যে, যুদ্ধস্থলে অর্জুনকে রক্ষা করা।

তাত! আমি দশার্হনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্য শোক করিতেছি না। তিনি ত' সমগ্র জগতের সংরক্ষক ও প্রভু। যদি রণাঙ্গনে ত্রিলোকের সকলে সমবেত হইয়া থাকে, তথাপি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের সকলকে পরাজিত করিতে পারেন—ইহা আমি তোমার নিকট সত্য কথা বলিলাম। সুতরাং দুর্যোধনের এই দুর্বল সৈন্যকে জয় করা তাঁহার পক্ষে কোন শক্ত কার্য নয়।

বৃষ্ণিবংশধুরন্ধর! কিন্তু এই অর্জুন রণাঙ্গনে যখন শত্রু দ্বারা পীড়িত হইতে থাকিবে নিশ্চয়ই সে যুদ্ধে নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া দিবে। এই জন্য আমি শোক ও দুঃখে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছি।

অতএব তুমি আমার ন্যায় (একজন ভ্রাতৃবৎসল) ব্যক্তি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া এরূপ সঙ্কটের সময় অর্জুনের ন্যায় প্রিয়সখার পথ অনুসরণ কর। যাহা তোমার ন্যায় বীরপুরুষগণ অবশ্যই পালন করিয়া থাকে।

সাত্বত! বৃষ্ণিবংশীয় শ্রেষ্ঠ বীরগণের মধ্যে রণাঙ্গনে দুই জনকেই অতিরথী বলিয়া মনে করা হয়- এক মহাবাহু প্রদ্যুম্ন, আর দ্বিতীয় ভবিষ্যৎ বীর তুমি।

নরব্যাঘ্র! তুমি অস্ত্রবিদ্যার জ্ঞানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণসদৃশ, বলে বলরামতুল্য এবং বীরত্বে ধনঞ্জয়ের সমান।

এই জগতে ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য ব্যতীত তুমি পুরুষশ্রেষ্ঠ সাত্যকিই যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ ইহা সৎ পুরুষগণ বলিয়া থাকেন।

যমেব পুরুষব্যাঘ্রাঃ লোকে সন্তঃ প্রচক্ষতে
(সদেবাসুর-গন্ধর্বান্ সকিন্নর-মহোরগান্।
যোধয়েৎ স জগৎ সর্বং বিজয়েত রিপূন্ বহূন্।
ইতি ব্রুবন্তি লোকেষু জনাস্তব গুণান্ সদা।
সমাগমেষু সর্বেষু পৃথগেব চ সর্বদা।)
নাশক্যাং বিদ্যতে লোকে সাত্যকেরিতি মাধব। ১৫
তৎ ত্বাং যদ্ভিবক্ষ্যামি তৎ কুরুষ মহাবল।
সম্ভাবনা হি লোকস্য মম পার্থস্য চোভয়োঃ। ১৬
নাস্যথা তাং মহাবাহো সম্প্রকর্তুমিহার্হসি।
পরিত্যজ্য প্রিয়ান্ প্রাণান্ রণে চর বিভীতবৎ। ১৭
ন হি শৈনেয় দাশার্হা রণে রক্ষন্তি জীবিতম্।
অবৃহ্মমনবস্থানং সংগ্রামে চ পলায়নম্। ১৮
ভীরুণামসতাং মার্গো নৈষ দাশার্হসেবিতঃ।

তবার্জুনো গুরুস্তাত ধর্মাত্মা শিনিপুঙ্গব॥ ৯৯
বাসুদেবো গুরুশ্চাপি তব পার্থস্য ধীমতঃ।
কারণদ্বয়মেতদ্ধি জানংস্ত্বামহমব্রুবম্॥ ১০০
মাবমংস্থা বচো মহ্যং গুরুস্তব গুরোর্হিতম্।
বাসুদেবমতং চৈব মম চৈবার্জুনস্য চ। ১০১
সত্যমেতদ্বচোক্তং তে যাহি যত্র ধনঞ্জয়ঃ।
এতদ্ বচনমাজ্ঞায় মম সত্যপরাক্রম
প্রবিশৈতদ্ বলং তাত ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্মতেঃ।
প্রবিশ্য চ যথান্যায়ং সঙ্গম্য চ মহারথৈঃ।
যথার্হমাত্মনঃ কর্ম রণে সাধয় দর্শয়॥ ১০৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি যুধিষ্ঠিরবাক্যে
দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ১১০

(যখন উত্তম পুরুষগণের সমবায় একত্রে সমবেত হন, তখন সে স্থলে সমবেত সকল লোকই জগতে তোমার গুণসমূহ সর্বদা সর্বাপেক্ষা বিলক্ষণ বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—সাত্যকি কি দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, কিন্নর এবং মহানাগগণ সহ বহুসংখ্যক শত্রুর উপর জয়লাভ করিয়াছে। সম্পূর্ণ জগতের সহিত সাত্যকি একাকীই যুদ্ধ করিতে সমর্থ।)

মনুষ্যশ্রেষ্ঠগণ সাত্যকি! সকল মানুষই বলিয়া থাকে যে, জগতে সাত্যকির পক্ষে কোন কার্যই অসাধ্য নাই। মহাবল বীর। সকল লোকের এবং আমার ও অর্জুনের—এই দুই জনেরই তোমার বিষয়ে এই উচ্চ ভাবনা রহিয়াছে। অতএব আমি যাহা কিছু তোমাকে বলিতেছি, তাহা তুমি পালন কর। মহাবাহু সাত্যকি! তুমি আমার পূর্বোক্ত ধারণাকে পরিবর্তন করিও না। সমরাঙ্গণে প্রিয় প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ কর। ৮৭-৯৭

হে শৈনেয়! দশার্হকুলের বীরপুরুষগণ রণাঙ্গনে নিজেদের জীবনের রক্ষাবিষয়ে দৃষ্টি রাখেন না। যুদ্ধ না করা, রণাঙ্গনে ধীরবিক্রমে অবস্থান না করা এবং পৃষ্ঠ দেখাইয়া পলায়ন করা—ইহা কাপুরুষ ও অসৎপুরুষগণেরই মার্গ। দশার্হকুলজাত বীরগণ ইহার অনুসরণ করেন না। ৯৮

তাত! শিনিপ্রবর! যখাত্মা অর্জুন তোমার গুরু এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমার ও বুদ্ধিমান্ অর্জুনেরও গুরু। ৯৯

এই দুই কারণ অবগত হইয়া আমি তোমাকে এই কথা বলিবার জন্য বলিতেছি তুমি আমার বাক্য অবহেলা করিও না; কারণ, আমি তোমার গুরুরও গুরু। ১০০

তোমার সেখানে যাওয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের, আমার ও অর্জুনের প্রিয়কার্য। আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলিলাম, অতএব অর্জুন যেখানে আছে, তুমি সেই স্থানে গমন কর। ১০১

সত্যপরাক্রমী বৎস! আমার এই কথা মান্য করিয়া দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের এই সৈন্যমধ্যে প্রবেশ কর। ১০২

সাত্বত! ইহাতে প্রবেশ করিয়া যথাযোগ্য সকল মহারথীর সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধে স্বীয় পরাক্রম অনুসারে কার্য করিতে থাকিও। ১০৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে যুধিষ্ঠিরের বাক্যবিষয়ক দশাধিক-শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাত্যকি-যুধিষ্ঠিরয়োরালাপঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

শ্লক্ষ্ণযুক্তঞ্চ হৃদ্যঞ্চ মধুরাক্ষরমেব চ
কালযুক্তঞ্চ চিত্রঞ্চ স্থাযাং যচ্চাপি ভাষিতুম্ ॥ ১
ধর্মরাজস্য তদ্বাক্যং নিশম্য সিনিপুঙ্গবঃ।
সাত্যকির্ভরতশ্রেষ্ঠ প্রত্যুবাচ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ২
শ্রুতং তে দমতো বাক্যং সর্বমেতন্ময়াচ্যুত।
স্থানযুক্তঞ্চ চিত্রঞ্চ ফাল্গুনার্থে যশস্করম্ ॥ ৩
এবংবিধে তথা কালে মাদৃশং প্রেক্ষ্য সম্মতম্
বক্তুমর্হসি রাজেন্দ্র যথা পার্থ তথৈব মাম্ ॥ ৪
ন মে ধনঞ্জয়স্যার্থে প্রাণা রক্ষ্যাঃ কথঞ্চন।
ত্বৎপ্রযুক্তঃ পুনরহং কিং ন কুর্যাং মহাহবে ॥ ৫
লোকত্রয়ং যোধয়েয়ং সদেবাসুর-মানুষম্।
ত্বৎপ্রযুক্তো নরেন্দ্রেহ কিমুতৈতৎ সুদুর্বলম্ ॥ ৬
সুযোধনবলং ত্বদ্য যোধয়িষ্যে সমন্ততঃ।
বিজেষ্যে চ রণে রাজন্ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৭
কুশলোঽহং কুশলিনং সমাসাদ্য ধনঞ্জয়ম্।
হতে জয়দ্রথে রাজন্ পুনরেষ্যামি তেঽন্তিকম্ ॥ ৮
অবশ্যং তু ময়া সর্বং বিজ্ঞাপ্যস্ত্বং নরাধিপ।
বাসুদেবস্য যদ্ বাক্যং ফাল্গুনস্য চ ধীমতঃ ॥ ৯
দৃঢ়ং ত্বরিতবীতোঽহমর্জুনেন পুনঃ পুনঃ।
মনো সর্বস্য সৈন্যস্য বাসুদেবস্য শৃণ্বতঃ ॥
অদ্য মাধব রাজানমপ্রমত্তোঽনুপালয়।
আর্ষ্যাং বুদ্ধে মতিং কৃত্বা যাবদ্ধন্মি জয়দ্রথম্ ॥ ১১
ত্বয়ি চাহং মহাবাহো প্রদ্যুম্নে বা মহারথে।
নৃপং নিক্ষিপ্য গচ্ছেয়ং নিরপেক্ষো জয়দ্রথম্ ॥ ১২

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

[সাত্যকি ও যুধিষ্ঠিরের আলাপ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ধর্মরাজের এই বাক্য প্রেমপূর্ণ, মনের প্রিয়, মধুর অক্ষরে সংযুক্ত, সময়োচিত, বিচিত্র, বলিবার যোগ্য ও স্থানসঙ্গত ছিল। ভরতশ্রেষ্ঠ! এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়া শিনিপ্রবর সাত্যকি যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উত্তরদান করিলেন। ১-২

ধ-মর্য্যাদা হইতে অবিচ্যুত কৃপালু! আপনি অর্জুনের সহায়তার জন্য যে যে কথা বলিলেন, সেই সব আমি শ্রবণ করিয়াছি। আপনার বাক্য অদ্ভুত, স্থানসঙ্গত ও যশোবর্দ্ধক। ৩

রাজেন্দ্র! এরূপ সময়ে আমার ন্যায় প্রিয় ব্যক্তিকে দেখিয়া আপনার যাদৃশ বাক্য বলা উচিত, আপনি তাহাই বলিয়াছিলেন। আপনি অর্জুনকে যাহা বলিতে পারেন, তাহা আমাকেও বলিতে পারেন। ৪

মহারাজ! অর্জুনের হিতের জন্য আমার কোনপ্রকারেই নিজের প্রাণের রক্ষার চিন্তা করা উচিত নয়; পুনরায় এরূপ স্থলে আপনার আদেশ মিলিলে ত' আমি এই মহাসমরে কি করিতে না পারি? ৫

নরেন্দ্র! আপনার আদেশ পাইলে আমি দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণ ত্রিলোকের সহিতও যুদ্ধ করিতে পারি। সুতরাং এই অত্যল্প দুর্বল কৌরবসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা আর এমন কি কার্য? ৬

রাজন্! আজ আমি রণাঙ্গনে চারিদিকেই পরিভ্রমণ করিয়া দুর্যোধনের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিব এবং তাহাদিগকে জয় করিব। এই সত্য কথা আমি আপনাকে বলিলাম। ৭

রাজন্! আমি কুশলের সহিত অবস্থান করত সমুদয়ে বিদ্যমান অর্জুনের নিকট যাইব এবং জয়দ্রথ নিহত হইলে পর তাঁহার সহিতই আপনার নিকট ফিরিয়া আসিব। ৮

হে নরাধিপ! কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধিমান্ অর্জুন যুদ্ধে যাইবার সময় আমাকে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, সেই সব জানিয়ে যাওয়াও আমার পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করি। ৯

অর্জুন সমস্ত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রবণ করাইতে করাইতে আমাকে বারংবার বলিয়া দৃঢ়তাসহকারে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ১০

তিনি বলিয়াছিলেন,—মাধব! আজ আমি যতক্ষণ না জয়দ্রথকে বধ করিতে পারি, ততক্ষণ তুমি উত্তম বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করত সাবধানতার সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা কর। ১১

মহাবাহো! আমি তোমার উপর কিংবা মহারথী প্রদ্যুম্নের উপরই আস্থা রাখিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে (গচ্ছিত ধনের ন্যায়) সমর্পণ করিয়া নিরপেক্ষভাবে জয়দ্রথের নিকট গমন করিব। ১২

জানীষে হি রণে দ্রোণং রক্ষসং শ্রেষ্ঠসম্মতম্।
প্রতিজ্ঞা চাপি তে নিত্যং শ্রুতা দ্রোণস্য মাধব। ১৩
গ্রহণে ধর্মরাজস্য ভারদ্বাজোঽপি পূর্ব্যতি।
শক্তশ্চাপি রণে দ্রোণো নিগ্রহীতুং যুধিষ্ঠিরম্। ১৪
এষ বৃষ্ণি সমাধায় ধর্মরাজং নরোত্তমম্
অগমন্ত গমিষ্যামি সৈন্ধবস্য বধায় হি। ১৫
জয়দ্রথক হত্বাহং ক্ষুদ্রমেষ্যামি মাধব
ধর্মরাজং ন চেদ্ দ্রোণো নিগৃহ্ণীয়াদ্ রণে বলাৎ। ১৬
নিগৃহীতে নরশ্রেষ্ঠ ভারদ্বাজেন মাধব।
সৈন্ধবস্য বধো ন স্যাদ্ময়াপ্রীতিস্তথা ভবেৎ। ১৭
এবংগতে নরশ্রেষ্ঠে পাণ্ডবে সত্যবাদিনি।
অস্মাকং গমনং বাক্যং বনং প্রতি ভবেৎ পুনঃ। ১৮
সোঽয়ং মম জয়ো বাক্যং ব্যর্থ এব ভবিষ্যতি।
যদি দ্রোণো রণে ক্রুদ্ধো নিগৃহ্ণীয়াদ্ যুধিষ্ঠিরম্ ১৯

মধুবংশজাত সাত্যকি! তুমি ত' জান যে, রণাঙ্গনে শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের দ্বারা সম্মানিত আচার্য দ্রোণ কিরূপ বেগশালী? তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা তুমি প্রতিদিনই শ্রবণ করিতেছ। ১৩

দ্রোণাচার্যও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিতে অভিলাষী হইয়াছেন এবং তিনি রণাঙ্গনে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিতেও সমর্থ। ১৪

এরূপ অবস্থায় নরশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রক্ষার ভার তোমার উপরই রাখিয়া আজ আমি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করত অতি সত্বর ফিরিয়া আসিব। ১৫-

মাধব! যদি দ্রোণাচার্য রণাঙ্গনে বলপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে বন্দী না করেন, তবে আমি জয়দ্রথকে বধ করিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। ১৬

মধুবংশজাত বীর! যদি দ্রোণাচার্য নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করেন, তাহা হইলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সংহার হইবে না। ইহাতে আমার অত্যন্ত দুঃখ হইবে। ১৭

যদি সত্যবাদী নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির এইভাবে বন্দী হন, তাহা হইলে আমাদের পুনরায় নিশ্চয়ই বনে গমন করিতে হইবে। ১৮

যদি দ্রোণাচার্য রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে আমার এই জয়লাভ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ১৯

স ত্বমদ্য মহাবাহো প্রিয়ার্থং মম মাধব।
জয়ার্থঞ্চ যশোঽর্থঞ্চ রক্ষ রাজানমাহবে। ২০
স ত্বয়ি ন্যস্য নিক্ষেপো নিক্ষিপ্তঃ সব্যসাচিনা।
ভারদ্বাজাদ্ ভয়ং নিত্যং মন্যমানেন বৈ প্রভো। ২১
তস্যাপি চ মহাবাহো নিত্যং পঞ্চাস্মি সংযুগে।
নাস্তং হি প্রতিযোদ্ধারং পৌত্রিণেয়াদৃতে প্রভো। ২২
মাং চাপি মন্যতে যুদ্ধে ভারদ্বাজস্য ধীমতঃ।
সোঽহং সম্ভাবনাং তৈস্তামাচার্যাদবগম্য তু ২৩
পৃষ্টতো নোৎসহে কর্তুং হাং বা ত্যক্তুং মহীপতে।
আচার্যো লঘুহস্তশ্চাপ্যস্ত্রেষ্বেকশ্চ বীর্যবান্। ২৪
উপলভ্য রণে ক্রীড়েদ্ যথা শকুনিনা শিশুঃ।
যদি তাক্ষ্যধ্বজপ্রায়ং হিত্বা যাস্যসি সাত্বত। ২৫
তস্মৈ ত্বাং বিসৃজেয়ং বৈ স ত্বাং রক্ষেদ্ যথার্জুনঃ।
কৃষ্ণ ত্বমাত্মনো গুপ্তিং কাঙ্ক্ষ গোপ্তা গতে ময়ি ২৬

মহাবাহু মাধব! এইজন্য তুমি আজ আমার প্রিয়কার্য করিতে, আমাকে জয়লাভ করাইতে এবং আমার যশ বৃদ্ধি করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা কর। ২০

প্রভাবশালী বীর! এইরূপে দ্রোণাচার্য হইতে সর্বদা ভয় মনে করিতে থাকিয়া সব্যসাচী অর্জুন আপনাকে আমার নিকট (গচ্ছিত ধনের ন্যায়) রাখিয়া গিয়াছেন। ২১

মহাবাহো! প্রভো! আমি প্রতিদিন যুদ্ধস্থলে কল্পিতীনন্দন প্রদ্যুম্ন ব্যতীত অন্য কোন বীরকে এরূপ দেখি না, যিনি রণাঙ্গনে দ্রোণাচার্যের নিকট অবস্থান করত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন। ২২

অর্জুন আমাকেও বুদ্ধিমান্ দ্রোণাচার্যের সম্মুখে যুদ্ধ করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করেন। কৃষ্ণ! আমি স্বীয় আচার্যের এই সম্ভাবনাকে এবং তাঁহার সেই আদেশকে অবহেলা করিতে পারি না এবং আপনাকেও ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি না। ২৩

দ্রোণাচার্য অস্ত্রের কার্যে সুরক্ষিত আছেন। তিনি অতি-দ্রুত হস্ত চালাইতে পারেন বলিয়া রণাঙ্গনে বীর বিপক্ষকে পাইয়া সেইভাবে ক্রীড়া করিতে পারেন, যেরূপ কোন বালক পক্ষীর সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে। ২৪

যদি কামদেবের অবতার শ্রীকৃষ্ণকুমার প্রদ্যুম্ন এখানে হাতে ধনুর্বাণ লইয়া উপস্থিত থাকিতেন, তবে আমি তাঁহার নিকট আপনাকে সমর্পণ করিতাম। তিনি অর্জুন-তুল্যই আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ। ২৫

যঃ প্রতীয়াদ্ রণে দ্রোণং যাবদ্ গচ্ছামি পাণ্ডবম্।
মা চ তে ভয়মত্যন্তং রাজন্নর্জুনসম্ভবম্ ॥ ২৭
ন স জাতু মহাবাহুর্ভারমুদ্বহতো মম।
যে চ সৌবীরকা যোধাস্তথা সৈন্ধব-পৌরবাঃ ॥ ২৮
উদীচ্যা দাক্ষিণাত্যাশ্চ যে চান্যেঽপি মহারথাঃ।
যে চ কর্ণমুখা রাজন্ রথোদারাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ২৯
এতেঽর্জুনস্য ক্রুদ্ধস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।
উদ্যুক্তা পৃথিবী সর্বা সসুরাসুর-মানুষা। ৩০
সরাক্ষসগণা রাজন্ সকিন্নর-মহোরগা।
অক্ষমাঃ স্থাবরাঃ সর্বে নাল্যং পার্থস্য সংযুগে ॥ ৩১
এবং জ্ঞাত্বা মহারাজ যোদ্ধুং তে ভীর্ণমস্তরে।
যত্র বীরৌ মহেষ্বাসৌ কৃষ্ণৌ সত্যপরাক্রমৌ ॥ ৩২
ন তত্র কর্মণো ব্যাপৎ কথঞ্চিদপি বিদ্যতে।
দৈবং কৃতাস্ত্রতাং যোগমমর্ষমপি চাহবে ॥ ৩৩
কৃতজ্ঞতাং দয়াং চৈব ভ্রাতুস্তস্যনুচিন্তয়।
ময়ি চাপি সহায়ে তে গচ্ছমানেঽর্জুনং প্রতি ॥ ৩৪
দ্রোণে চিত্রাস্ত্রতাং সংখ্যে রাজংস্তমনুচিন্তয়।
আচার্যো হি গুরুং রাজন্ নিগ্রহে তব গৃধ্যতি ॥
প্রতিজ্ঞামাত্মনো রক্ষন্ সত্যাং কর্তুঞ্চ ভারত।
কুরুষাচ্যুতে যত্নং কস্তে গোপ্তা গতে ময়ি ॥ ৩৬
যস্যাহং প্রত্যয়াৎ পার্থ গচ্ছেয়ং ফাল্গুনং প্রতি।
ন ত্বহং ত্বাং মহারাজ অনিক্ষিপ্য মহাহবে ॥ ৩৭
ক্বচিদ্ যাস্যামি কৌরব্য সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।
এতদ্ বিচার্য বহুশো বুদ্ধ্যা বুদ্ধিমতাং বর ॥ ৩৮
দৃষ্ট্বা শ্রেয়ঃ পরং বুদ্ধ্যা ততো রাজন্ প্রশাধি মাম্ ॥৩৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি মাধব।
ন তু মে শুধ্যতে ভাবঃ শ্বেতাশ্বং প্রতি মারিষ ॥ ৪০

আপনি প্রথমে আপনার রক্ষার ব্যবস্থা করুন। আমি চলিয়া যাইলে কোন বীর আপনাকে রক্ষা করিবেন? তিনি রণাঙ্গনে ততক্ষণ দ্রোণাচার্যের সম্মুখে যুদ্ধ করিতে থাকিবেন, আমি যতক্ষণ অর্জুনের নিকট গমন করিব (ও ফিরিয়া আসিব)। মহারাজ! আজ আপনার অর্জুনের জন্য কোনরূপ ভয় পাওয়া উচিত নয়। সেই মহাবাহু বীর কোন কার্য করিবার ভার গ্রহণ করিলে তাহা বৃথায় পর্যবসিত হয় না।

রাজন্! সৌবীর, সিন্ধু এবং পুরুদেশের যে সকল যোদ্ধা আছেন, যাঁহারা উত্তর ও দক্ষিণ দেশের অধিবাসী এবং অন্য সব মহারথী ও কর্ণাদি শ্রেষ্ঠ মহারথী বলিয়া কথিত হইয়াছেন, ইঁহারা কুপিত হইয়া অর্জুনের ষোড়শভাগের এক ভাগও হইতে পারিবেন না।

হে রাজন্! দেবতা, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর ও মহাসর্পগণের সহিত সমুদয় পৃথিবী এবং সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণী যদি যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া থাকেন, তথাপি সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধস্থলে অর্জুনের সমান হইতে পারিবেন না ২৩-৩১

মহারাজ! এইরূপ জানিয়া অর্জুনের বিষয়ে আপনার ভয় দূর করা আবশ্যক। যেখানে সত্যপরাক্রমী ও মহাবাহু বীর শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন বিদ্যমান আছেন, সেখানে কোনপ্রকারেই কোন কার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হইতে পারে না।

আপনার ভ্রাতা অর্জুনের মধ্যে যে দৈবশক্তি, অস্ত্রবিদ্যার পারদর্শিতা, যোগ, যুদ্ধস্থলে অমর্ষ, কৃতজ্ঞতা এবং দয়াদি সদ্‌গুণাবলি বিদ্যমান আছে, সেই সব আপনি পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে থাকুন।

রাজন্! আমি আপনার সহায়ক, যদি আমিও অর্জুনের নিকট চলিয়া যাই, তবে দ্রোণাচার্যের মধ্যে যে বিচিত্র অস্ত্রপ্রয়োগ করিবার সামর্থ্য আছে, তাহা আপনি চিন্তা করুন।

রাজন্! আপনাকে বন্দী করিবার উদ্দেশ্য অভিলাষ দ্রোণাচার্যের রহিয়াছে। ভারত! তিনি নিজের সেই প্রতিজ্ঞাকে সত্য করিয়া দেখিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট আছেন।

এখন আপনি নিজের রক্ষার ব্যবস্থা করুন। পার্থ! আমি চলিয়া যাইলে, কে আপনার রক্ষক হইবেন? যাহার উপর বিশ্বাস করিয়া আমি অর্জুনের নিকট গমন করিব?

মহারাজ! ক্ষমাকরুন! আমি আপনাকে এই মহাসমরে কোন বীরের সংরক্ষণে না রাখিয়া কোথাও যাইব না। ইহা আপনাকে আমি সত্য করিয়া বলিতেছি।

বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারাজ! আপনি নিজ বুদ্ধি অনুসারে এ বিষয়ে নানা ভাবে বিচার করিয়া আপনার পক্ষে যাহা পরম মঙ্গলকারক কার্য বলিয়া মনে হইবে, উহা পালন করিবার জন্য আপনি আমাকে আজ্ঞাপ্রদান করুন। ৩২-৩৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহু মাধব! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যথার্থই। আর্য! শ্বেতবাহন অর্জুনের জন্য আমার মনোভাব শুদ্ধ (নিশ্চিন্ত) নয়। ৪০

করিষ্যে পরমং যত্নমাত্মনো রক্ষণে স্বয়ম্।
গচ্ছ ত্বং সমনুজ্ঞাতো যত্র যাতো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৪১
আত্মসংরক্ষণং সংখ্যে গমনং চার্জুনং প্রতি।
বিচার্যৈতৎ স্বয়ং বুদ্ধ্যা গমনং তত্র রোচয় ॥ ৪২
স ত্বমাতিষ্ঠ যানায় যত্র যাতো ধনঞ্জয়ঃ।
ময়াপি রক্ষণং ভীমঃ করিষ্যতি মহাবলঃ ॥ ৪৩
পার্ষতশ্চ সহোদর্যাঃ পাঞ্চিবাশ্চ মহাবলাঃ।
দ্রৌপদেয়াশ্চ মাং তাত রক্ষিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৪
কেকয়া ভ্রাতরঃ পঞ্চ রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ।
বিরাটো দ্রুপদশ্চৈব শিখণ্ডী চ মহারথঃ ॥ ৪৫
ধৃষ্টকেতুশ্চ বলবান্ কুন্তিভোজশ্চ মাতুলঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ পাঞ্চালাঃ সৃঞ্জয়াস্তথা ॥ ৪৬
এতে সমাহিতাস্তাত রক্ষিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
ন দ্রোণঃ সহসৈন্যেন কৃতবর্মা চ সংযুগে ॥ ৪৭
সমাসাদয়িতুং শক্তো ন চ মাং ধর্ষয়িষ্যতি।
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ সমরে দ্রোণং ক্রুদ্ধং পরন্তপঃ ॥ ৪৮
বারয়িষ্যতি বিক্রম্য বেলেব মকরালয়ম্।
যত্র স্থাস্যতি সংগ্রামে পার্ষতঃ পরবীরহা ॥ ৪৯
দ্রোণো ন সৈন্যং বলবৎ ক্রামেৎ তত্র কথঞ্চন।
এষ দ্রোণবিনাশায় সমুৎপন্নো হুতাশনাৎ ॥ ৫০
কবচী চ শরী খড়্গী ধন্বী চ বরভূষণঃ।
বিস্রব্ধং গচ্ছ শৈনেয় মা কার্ষীর্ময়ি সম্ভ্রমম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নো রণে ক্রুদ্ধং দ্রোণমাবারয়িষ্যতি ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি সাত্যকি-যুধিষ্ঠিরবাক্যে
একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১১ ॥

আমি নিজেকে রক্ষা করিবার সর্ব্বতোভাবে প্রচেষ্টা করিব। তুমি আমার আদেশে সেখানে যাও, যেখানে অর্জুন গমন করিয়াছে ॥ ৪১

যুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করা আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য এবং অর্জুনের নিকট তোমাকে পাঠানও আমার ভাবৃশ কর্ত্তব্য। এই দুইটি বিষয়ের উপর তুমি স্বয় বুদ্ধি অনুসারে বিচার করিয়া সেখানে যাওয়ার বিষয়ই তোমার অভিলাষ হউক ॥ ৪২

অতএব যেখানে অর্জুন গিয়াছে, সেখানে যাইবার জন্য তুমি প্রস্তুত হও। মহাবল ভীমসেন আমাকে রক্ষা করিবে ॥ ৪৩

তাত! ভ্রাতৃবৃন্দ সহ ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহাবল দ্রুপদগণ এবং দ্রৌপদির পঞ্চ পুত্র আমার রক্ষাকার্য্য করিতে থাকিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৪৪

তাত! পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়রাজকুমারগণ, রাক্ষস ঘটোৎকচ, বিরাট, দ্রুপদ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টকেতু, বলবান্ মামা কুন্তিভোজ (পৃথুলিৎ), নকুল, সহদেব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় বীরগণ—ইহারা সকলে সাবধান হইয়া নিঃসন্দেহে আমাকে রক্ষা করিবে ॥ ৪৫-৪৬

সৈন্যসহ দ্রোণাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা—ইহারা যুদ্ধস্থলে আমার নিকট উপস্থিত হইতে পারিবেন না এবং আমাকে পরাজিত করিতেও পারিবেন না ॥ ৪৭

শত্রুসন্তাপক ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ দ্রোণাচার্য্যকে রণাঙ্গনে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া সেইরূপে প্রতিরোধ করিবে, যেরূপে তীরভূমি সমুদ্রের অগ্রগতি প্রতিরোধ করিয়া থাকে ॥ ৪৮

যেখানে শত্রুবীর-সংহারকারী দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন সংগ্রাম-ভূমিতে অবস্থান করিবে, সেখানে আমার প্রবল সৈন্যের উপর দ্রোণাচার্য্য কোনরূপেই আক্রমণ করিতে পারিবেন না ॥ ৪৯

এই ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে সংহার করিবার জন্য কবচ, খড়্গ, বাণ, ধনুক এবং শ্রেষ্ঠ আভরণসমূহ সহ অগ্নি হইতে প্রকটিত হইয়াছে ॥ ৫০

শিনিবংশভূষণ! তুমি নিশ্চিন্ত হইয়াও গমন কর। আমার জন্য কোনরূপ চিন্তা করিও না। ধৃষ্টদ্যুম্ন রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ দ্রোণাচার্য্যকে অবশ্যই প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৫১

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্ব্বে যুধিষ্ঠির ও সাত্যকির বাক্যবিষয়ক একাদশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনসমীপে গন্তুং সাত্যকেরুদ্যোগঃ, সম্মানিতস্য তস্য প্রস্থানম্, যুধিষ্ঠিরং রক্ষিতুং সহাগতস্য ভীমসেনস্য সাত্যকিনা প্রেষণঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ধর্মরাজস্য তদ্ বাক্যং নিশম্য নিনিপুঙ্গবঃ।
স পার্থাদ্ ভয়মাশংসন্ পরিত্যাগাদ্রণে পতে ॥ ১
অপবাদং স্বাত্মনশ্চ লোকাৎ পশ্যন্ বিশেষতঃ।
তে মাং ভীতমিতি ব্রূয়ুরাদ্রবন্তং ফাল্গুনং প্রতি ॥ ২
নিশ্চিত্য বহুধৈবং স সাত্যকির্মুহুর্মনঃ।
ধর্মরাজমিদং বাক্যমব্রবীৎ পুরুষর্ষভঃ ॥ ৩
কৃতাং চেমাং রণে রক্ষাং স্বস্তি তেঽস্তু বিশাম্পতে।
অনুযাস্যামি বীভৎসুং করিষ্যে বচনং তব ॥ ৪
ন হি মে পাণ্ডবাৎ কশ্চিৎ প্রিয়ো লোকেষু বিদ্যতে।
যো মে প্রিয়তরো রাজন্ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৫
তস্মাদহং পদবীং যাস্যে সন্দেশাৎ তব মানদ।
ন্যস্তে ন চ মে কিঞ্চিদকর্তব্যং কথঞ্চন ॥ ৬
যথা হি মে গুরোর্বাক্যং বিশিষ্টং দ্বিপদাং বর।
তথা তবাপি বচনং বিশিষ্টতরমেব মে ॥ ৭
প্রিয়ে হি তব বর্তেতে ভ্রাতরৌ কৃষ্ণ-পাণ্ডবৌ।
ততো প্রিয়ে স্থিতং চৈব বিদ্ধি মাং রাজপুঙ্গব ॥ ৮
তবাজ্ঞাং শিরসা গৃহ্য পাণ্ডবার্থমহং প্রভো।
ভিত্ত্বেমং দ্বিষতাং সৈন্যং প্রযাস্যে নরপুঙ্গব ॥ ৯
দ্রোণানীকং বিগাহ্যৈব ক্রুদ্ধো জব ইবার্ণবম্।
তত্র যাস্যামি যত্রাসৌ রাজন্ রাজা জয়দ্রথঃ ॥ ১০
যত্র সেনাং সমাশ্রিত্য ভীতস্তিষ্ঠতি পাণ্ডবাৎ।
গুপ্তো রথবরব্রাতৈর্দ্রৌণি-কর্ণ-কৃপাদিভিঃ ॥ ১১
ইতস্ত্রিযোজনং মন্যে তমহং বিদ্ধি মানদ।
যত্র তিষ্ঠতি পার্থোঽসৌ জয়দ্রথবধোদ্যতঃ ॥ ১২

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

[অর্জুনের নিকট যাইবার জন্য সাত্যকির উদ্যোগ, সম্মানিত হইয়া তাঁহার প্রস্থান এবং সঙ্গে আগমনরত ভীমসেনকে যুধিষ্ঠিরের রক্ষার জন্য প্রেরণ]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ করিয়া নিনিপ্রবর সাত্যকির মনে রাজাকে ত্যাগ করিয়া যাইলে অর্জুনের অসন্তোষ হইবার আশঙ্কা উৎপন্ন হইল। বিশেষতঃ তিনি নিজের জন্য লোকাপবাদের ভয় দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমাকে অর্জুনের দিকে যাইতে দেখিয়া সকলে বলিবে যে, এই সাত্যকি ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছে ॥১-২

যুদ্ধে দুর্জয় বীর পুরুষশ্রেষ্ঠ সাত্যকি এইরূপ নানাবিধ বিচার বিবেচনা করিতে করিতে ধর্মরাজকে এই কথা বলিলেন ॥ ৩

প্রজানাথ! যদি আপনি আপনার রক্ষা ব্যবস্থা করা হইয়াছে ইহা মনে করেন, তবে আপনার কল্যাণ হউক। আমি অর্জুনের নিকট যাইব এবং আপনার আজ্ঞা পালন করিব ॥ ৪

রাজন্! আমি আপনাকে এই সত্য কথা বলিতেছি যে, ত্রিভুবনের মধ্যে এমন কোন পুরুষ নাই, যিনি আমার নিকট অর্জুন অপেক্ষা অধিক প্রিয় ॥ ৫

মানদ! আমি আপনার এই আদেশে অর্জুনের মার্গ অনুসরণ করিব। আপনার জন্য আমার কোন এতাদৃশ কার্য্যই নাই, যাহা আমি কোনরূপে করিতে না পারিব ॥ ৬

নরশ্রেষ্ঠ! আমার গুরু অর্জুনের বাক্য যেরূপ আমার নিকট গুরুত্বপূর্ণ, সেইরূপ আপনার বাক্যও আমার নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ ॥ ৭

নরশ্রেষ্ঠ! দুই ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন আপনার প্রিয় কার্য্যে নিরত আছেন। আমাকে আপনি ঐ দুই জনের প্রিয়কার্য্যে সদা তৎপর জানিবেন ॥ ৮

প্রভো! নরশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের জন্য এই দুর্ভেদ্য সৈন্যব্যূহ ভেদ করত উহার নিকট যাইব ॥ ৯

রাজন্! যেরূপ মহানক্রপূর্ণ মহাসাগরে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ আমিও ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিব। আমি সেখানে যাইব, যেখানে জয়দ্রথ বিদ্যমান আছে ॥ ১০

পাণ্ডুনন্দন অর্জুন হইতে ভয়ভীত হইয়া ভীরুলোক যাহা প্রবেশ করত জয়দ্রথ যেখানে অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপাচার্য্যাদি শ্রেষ্ঠ মহারথীদিগের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া অবস্থান করিতেছে, সেখানে আমাকে যাইতে হইবে ॥ ১১

প্রজাপালক নরেশ্বর! এই সময় যেখানে জয়দ্রথ-বধের জন্য উদ্যত অর্জুন বিদ্যমান আছেন, সেইস্থানে আমিও এখান হইতে তিন যোজন দূরে বলিয়াই মনে করি ॥ ১২

ত্রিযোজনগতস্যাপি তস্য যাস্যামাহং পদম্।
আসৈন্ধবব্যবধাদ্ রাজন্ সুদূরেনান্তরাত্মনা ॥ ১৩
অনাদিষ্টস্য গুরুণা কো হ্যু যুধ্যেত মানবঃ।
আদিষ্টস্য যথা রাজন্ কো ন যুধ্যেত মাদৃশঃ ॥ ১৪
অভিজানামি তং দেশং যত্র যাস্যামাহং প্রভো।
হল-শক্তি-গদা-প্রাস-চর্ম-খড়্গর্ষ্টি-তোমরম্ ॥ ১৫
ইষ্বস্ত্রপরসম্বাধং ক্ষোভয়িষ্যে বলার্ণবম্।
যদেতৎ কুরুরানীকং সাহস্রমনুপশ্যসি ॥ ১৬
ফুল্লমাজনকং নাম যত্রৈত বীর্যশালিনঃ।
আস্থিতা বহুভির্ম্লেচ্ছৈর্যুদ্ধশৌণ্ডৈঃ প্রহারিভিঃ ॥ ১৭
নাগা মেঘনিভা রাজন্ ক্ষরন্ত ইব তোয়দাঃ।
নৈতে জাতু নিবর্তেরন্ প্রেষিতা হস্তিসাদিভিঃ ॥ ১৮
অস্ত্রত্র হি বধাদেষাং নাস্তি রাজন্ পরাজয়ঃ।
অথ যান্ রক্ষিণো রাজন্ সহস্রমনুপশ্যসি ॥ ১৯
এতে কম্বলবর্ণা নাম রাজপুত্রা মহারথাঃ।
রথেষ্বস্ত্রেষু নিপুণা নাগেষু চ বিশাম্পতে ॥ ২০
ধনুর্বেদে গতাঃ পারং মুষ্টিযুদ্ধে চ কোবিদাঃ।
গদাযুদ্ধবিশেষজ্ঞা নিযুদ্ধকুশলাস্তথা ॥ ২১
খড়্গপ্রহরণে যুক্তাঃ সম্পাতে চাসি-চর্মণোঃ।
শূরাশ্চ কৃতবিদ্যাশ্চ স্পর্ধন্তে চ পরস্পরম্ ॥ ২২
নিত্যং হি সমরে রাজন্ বিজিগীষন্তি মানবান্।
কর্ণেন বিহিতা রাজন্ দুঃশাসনবশানুগাঃ ॥ ২৩
এতাংস্তু বাসুদেবোঽপি রথোদারান্ প্রশংসতি।
সততং প্রিয়কামাশ্চ কর্ণস্যৈতে রণে স্থিতাঃ ॥ ২৪
তস্যৈব বচনাদ্ রাজন্ নিযুক্তাঃ শ্বেতবাহনাৎ।
তে ন ক্রান্তা ন চ ক্রান্তা দৃঢ়াবরণকার্মুকাঃ ॥ ২৫
মদর্থেঽভিহিতা নূনং ধার্তরাষ্ট্রস্য শাসনাৎ।
এতান্ প্রমথ্য সংগ্রামে প্রিয়ার্থং তব কৌরব ॥ ২৬

রাজন্! অর্জুন তিন যোজন দূরে চলিয়া যাইলেও আমি বজ্র ছলে জয়দ্রথ-বধের পূর্বেই অর্জুনের অবস্থান ভূমিতে উপস্থিত হইব ॥ ১৩

নরেশ্বর! গুরুর আজ্ঞা প্রাপ্ত না হইলে কোন্ মানুষ যুদ্ধ করিতে পারে? আর আমার ন্যায় মানুষ গুরুর আজ্ঞা পাইলে কেন যুদ্ধ করিবে না? ॥ ১৪

প্রভো! আমাকে যেখানে যাইতে হইবে, সেই স্থান আমি জানি। উহা হল, শক্তি, গদা, প্রাস, চাল, তরবারি, ঋষ্টি এবং তোমরসমূহে পরিপূর্ণ আছে। শ্রেষ্ঠ ধনু-বাণসকলে পূর্ণ শত্রুসৈন্যরূপ সেই মহাসাগরকে আমি মথিত করিয়া ফেলিব ॥

মহারাজ! এই যে আপনি সহস্রসংখ্যক ধ্বজী দেখিতে পাইতেছেন, ইহার নাম আজনকফুল। ইহাতে পরাক্রমশালী ম্লেচ্ছরাজগণ বিদ্যমান আছে এবং ইহাদের উপর প্রহার করিতে নিপুণ ও যুদ্ধ করিতে দক্ষ বহু শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা অবস্থান করিয়া আছে ॥ ১৫-১৭

রাজন্! এই সকল ধ্বজী ঘনমেঘের ন্যায় দেখা যাইতেছে এবং ইহারা জলবর্ষণকারী মেঘের তুল্য মদধারা বর্ষণ করিতেছে। হস্ত্যারোহী যোদ্ধাদের দ্বারা প্রেরিত হইয়া ইহারা কখনও যুদ্ধ হইতে পশ্চাদপসরণ করে না। মহারাজ! ইহাদিগকে বধ না করিলে অন্য কোন উপায়ে ইহাদের পরাজিত করা যায় না।

রাজন্! আপনি এই যে সহস্র রথী বীরকে দেখিতে পাইতেছেন, ইহারা কম্বলবর্ণনামক মহারথী রাজকুমার বলিয়া জানিবেন। প্রভো! ইহারা রথ ও অস্ত্রচালনায় নিপুণ ॥১৮-২০

রাজন্! ইহারা সকলেই ধনুর্বেদে পারঙ্গত বিদ্বান্। মুষ্টিযুদ্ধেও ইহারা নিপুণ, গদাযুদ্ধে বিশেষজ্ঞ এবং মল্লযুদ্ধেও ইহারা দক্ষ ॥ ২১

তরবারি চালনাবিষয়ে ইহাদের বিশেষ অভ্যাস আছে। ইহারা ঢাল ও তরবারি লইয়া যুদ্ধস্থলে বিচরণ করিতে সমর্থ। ইহারা পরাক্রমশালী বীর এবং অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। ইহারা পরস্পর পরস্পরকে স্পর্ধা দেখাইয়া থাকেন ॥ ২২

রাজন্! ইহারা সর্বদা রণক্ষেত্রে মানুষকে জয় করিতেই বাসনা করিয়া থাকেন। রাজন্! কর্ণ ইহাদিগকে দুঃশাসনের অনুগামী করিয়া দিয়াছেন ॥ ২৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও এই শ্রেষ্ঠ মহারথীদিগকে প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহারা সকলেই কর্ণের বশীভূত আছেন এবং সদা তাঁহার প্রিয় করিতে অভিলাষী ॥ ২৪

রাজন্! কর্ণেরই কথায় ইহারা শ্বেতবাহন অর্জুনের নিকট হইতে নিবৃত্ত হইয়া এখানে আসিয়াছেন। ইহাদের কবচ ও ধনু অতিশয় দৃঢ়। ইহারা কখনও শ্রান্ত এবং কখনও ক্লান্ত হন না ॥২৫

দুর্যোধনের আদেশে নিশ্চয়ই ইহারা আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থান করিতেছেন। কুরুনন্দন! আমি আপনার প্রিয় করিবার জন্য ইহাদের সকলকে সংগ্রামে মথিত করিয়া সব্যসাচী অর্জুনের পথে গমন করিব।

প্রযাস্যামি ততঃ পশ্চাৎ পদবীং সব্যসাচিনঃ।
যাংস্ত্বেতানপরান্ রাজন্ নাগান্ সপ্ত শতানিমান্ ॥ ২৭
প্রেক্ষসে বর্মসন্নদ্ধান্ কিরাতৈঃ সমধিষ্ঠিতান্।
কিরাতরাজ্ঞো যান্ প্রাদাদ্ ধিরণ্যান্ সব্যসাচিনঃ ॥ ২৮
বলকৃতাংস্তথা প্রেষ্যানিচ্ছন্তীবিতমাত্মনঃ।
আসন্নেতে পুরা রাজংস্তব কর্মকরা দৃঢ়ম্ ॥ ২৯
যানেবাদ্য যুযুৎসন্তে পঞ্চ কালস্য পর্য্যয়ম্।
এষামেতে মহামাত্রাঃ কিরাতা যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥ ৩০
হস্তিশিক্ষাবিদশ্চৈব সর্বে চৈবাদ্রিযোনয়ঃ।
এতে বিনির্জিতাঃ সংখ্যে সংগ্রামে সব্যসাচিনা ॥ ৩১
মদমত্তস্য সংযত্তা দুর্য্যোধনবশানুগাঃ।
এতান্ হত্বা শরৈ রাজন্ কিরাতান্ যুদ্ধদুর্মদান্ ॥ ৩২
সৈন্ধবস্য বধে যত্নমনুযাস্যামি পাণ্ডবম্।
যে ত্বেতে সুমহানাগা অঞ্জনস্য কুলোদ্ভবাঃ ॥ ৩৩
কর্কশাশ্চ বিনীতাশ্চ প্রভিন্নকরটামুখাঃ।
জাম্বূনদময়ৈঃ সর্বে বর্মভিঃ সুবিভূষিতাঃ ॥ ৩৪
লক্ষলক্ষ্যা রণে রাজন্নৈরাবতসমা যুধি।
উত্তরাৎ পর্বতাদেতে তীক্ষ্ণৈর্দন্তৈরভিস্রাবিতাঃ ॥ ৩৫
কর্কশৈঃ প্রবরৈর্যোধৈঃ কার্ষ্ণায়সতনুচ্ছদৈঃ।
সন্তি গোযোনয়শ্চাত্র সন্তি বানরযোনয়ঃ ॥ ৩৬
অনেকযোনয়শ্চাপ্যে তথা মানুষযোনয়ঃ।
অনীকং সমবেতানাং ধূম্রবর্ণমুদীর্য্যতে ॥ ৩৭
ম্লেচ্ছানাং পাপকর্ম্মণাং হিমদুর্গনিবাসিনাম্।
এতদ্ দুর্য্যোধনো লব্ধ্বা সমগ্রং রাজমণ্ডলম্ ॥ ৩৮
কৃপঞ্চ সৌমদত্তিঞ্চ দ্রোণঞ্চ রথিনাং বরম্।
সিন্ধুরাজং তথা কর্ণমিবমন্যত পাণ্ডবান্ ॥ ৩৯

মহারাজ! কিছুদূরে এই যে শত শত হাতীকে আপনি দেখিতে পাইতেছেন, যাহারা কবচের দ্বারা আচ্ছাদিত ও যাহাদের উপর কিরাত-যোদ্ধারা আরোহণ করিয়া আছে, এই সকল সেই হাতী, যাহাদিগকে নিজ প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য কিরাতরাজ সব্যসাচী অর্জুনকে উপহারস্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। এই সব সন্নদ্ধভাবে সজ্জিত হস্তীরা পূর্বে আপনারই সেবক ছিল।

মহারাজ! এই কালচক্রের পরিবর্তন আপনি দর্শন করুন—যাহারা পূর্বে দৃঢ়ভাবেসহকারে আপনার সেবা করিয়াছে, তাহারাই আজ আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছে।

এই রণদুর্মদ কিরাতেরা এই সকল হাতীর মাহুত এবং ইহারা এই হস্তীদিগকে শিক্ষা দান করিতেও জানে। ইহারা সকলেই অদ্রি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সব্যসাচী অর্জুন ইহাদের সকলকে রণাঙ্গনে পরাজিত করিয়াছেন। ২৬-৩১

রাজন্! আজ দুর্য্যোধনের বশীভূত হইয়া ইহারা আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত আছে। এই সব রণদুর্মদ কিরাতগণকে নিজ বাণসমূহের দ্বারা সংহার করিয়া আমি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের বধের জন্য যত্নপরায়ণ পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের নিকট উপস্থিত হইব।

এই যে বড় বড় গজরাজ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহারা অঞ্জনবামন* দিগ্‌গজকুলে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের স্বভাব অত্যন্ত কঠোর। ইহারা উত্তমরূপে যুদ্ধে শিক্ষালাভ করিয়াছে। ইহাদের গণ্ডস্থল ও মুখ হইতে মদধারা প্রবাহিত হইতেছে। ইহারা সকলেই সুবর্ণনির্মিত কবচে বিভূষিত আছে। রাজন্! ইহারা পূর্বেই যুদ্ধস্থলে শত শত সৈন্যের উপর অবসাদ করিয়াছে এবং রণাঙ্গনে ঐরাবত হাতীর ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে। উত্তর-পর্বত (হিমাচলপ্রদেশ) হইতে আগত তীক্ষ্ণদন্তযুক্ত মহাগজ এই সকল হাতীর আরোহী যোদ্ধা। ৩২-৩৫

ইহারা কর্কশস্বভাব এবং শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। ইহারা সকলে কৃষ্ণবর্ণ লৌহনির্মিত কবচধারণ করিয়া আছে। ইহাদের মধ্যে বহু যোদ্ধা গোরুর উদর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বহু যোদ্ধা বানরীর গর্ভ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। আবার এরূপ বহু যোদ্ধা আছে, যাহারা বহু যোনির সংমিশ্রণে জন্মিয়াছে এবং বহু যোদ্ধা মনুষ্য যানবসন্তান।

সেখানে সমবেত হিমদুর্গনিবাসী পাপাচারী ম্লেচ্ছগণের এই সৈন্যবাহিনী ধূম্রবর্ণ বলিয়া প্রতীত হইতেছিল।

কালকর্তৃক প্রেরিত দুর্যোধন এই সমস্ত রাজগণের সঙ্গকে এবং রথিগণশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ কর্ণকে

* অঞ্জনের কুলে উৎপন্ন হস্তিগণের লক্ষণ এরূপ দেখা যায়,—
"স্নিগ্ধ-নীলাম্বুদপ্রখ্যা বলিনো বিপুলৈঃ করৈঃ।
সুবিভক্তমহাশীর্ষা ক্ষিপ্রোদ্ধূতনবশ্রজঃ ॥"
স্নিগ্ধ ও নীলবর্ণের নবমেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, বলবান্, বিশাল শুণ্ডদণ্ডে সুশোভিত এবং সুন্দর বিভাগযুক্ত বিশাল মস্তকবিশিষ্ট হাতী অঞ্জনকুলের সন্তান।

কৃতার্থমিব চাত্মানং মন্যতে কালচোদিতঃ।
তে তু সর্বেঽদ্য সম্প্রাপ্তা মম নারাচগোচরম্ ॥ ৪০
ন বিমোক্ষ্যন্তি কৌন্তেয় যদপি স্যুর্মনোজবাঃ।
তেন সন্তাপিতা নিত্যং পরবীর্যোপজীবিনা ॥ ৪১
বিনাশমুপযাস্যন্তি মজ্জরৌষধিপীড়িতাঃ।
যে যেতে রথিনো রাজন্ দৃশ্যন্তে কাঞ্চনধ্বজাঃ ॥ ৪২
এতে দুর্যোধনা নাম কাম্বোজা যদি তে শ্রুতাঃ।
শূরাশ্চ কৃতবিদ্যাশ্চ ধনুর্বেদে চ নিষ্ঠিতাঃ ॥ ৪৩
সংহতাশ্চ দৃঢ়ং স্নেহে অন্যোন্যস্য হিতৈষিণঃ।
অক্ষৌহিণ্যশ্চ সংরক্তা ধার্তরাষ্ট্রস্য ভারত ॥ ৪৪
যত্তা মদর্থে তিষ্ঠন্তি কুরুবীরাভিরক্ষিতাঃ।
অপ্রমত্তা মহারাজ মামেব প্রত্যুপস্থিতাঃ ॥ ৪৫
তানহং প্রমথিষ্যামি তৃণানীব হুতাশনঃ।
তস্মাৎ সর্বানুপাসঙ্গান্ সর্বোপকরণানি চ ॥ ৪৬

রথে কুর্বন্তু মে রাজন্ যথাবদ্ রথকল্পকাঃ।
অস্মিংস্তু কিল সন্দর্ভে গ্রাহ্যং বিবিধমায়ুধম্ ॥ ৪৭
যদ্যোপদিষ্টবাচার্যৈঃ কার্যঃ পঞ্চগুণো রথঃ।
কাম্বোজৈর্হি সমেষ্যামি তীক্ষ্ণৈরাশীবিষোপমৈঃ ॥ ৪৮
নানাশস্ত্রসমাবাপৈর্বিবিধায়ুধযোধিভিঃ।
কিরাতৈশ্চ সমেষ্যামি বিষকল্পৈঃ প্রহারিভিঃ ॥ ৪৯
লালিতৈঃ সততং রাজ্ঞা দুর্যোধনহিতৈষিভিঃ।
শকৈশ্চাপি সমেষ্যামি শক্রতুল্যপরাক্রমৈঃ ॥ ৫০
অগ্নিকল্পৈর্দুরাধর্ষৈঃ প্রদীপ্তৈরিব পাবকৈঃ।
তথান্যৈর্বিবিধৈর্যোধৈঃ কালকল্পৈর্দুরাসদৈঃ ॥ ৫১
সমেষ্যামি রণে রাজন্ বহুভির্দুর্মদৈঃ।
তস্মাদ্ বৈ বাজিনো মুখ্যা বিশ্রান্তাঃ শুভলক্ষণাঃ ॥ ৫২
উপাবৃত্তাশ্চ পীতাশ্চ পুনর্যুজ্যন্তু মে রথে।

সঞ্জয় উবাচ।

তস্য সর্বানুপাসঙ্গান্ সর্বোপকরণানি চ ॥ ৫৩

পাইয়া পাণ্ডবদিগকে অপমান করিতেছেন এবং নিজেকে নিজেই কৃতার্থ মনে করিতেছেন।

কুন্তীনন্দন! এই সব যোদ্ধারা আজ আমার নারাচের লক্ষ্য-স্বরূপ হইয়াছেন। ইহারা মনের ন্যায় বেগগামী হইলেও আমার হাত হইতে আজ মুক্তি পাইবেন না।

অপরের বল আশ্রয় করিয়া জীবিত দুর্যোধন এইসব যোদ্ধাকে সর্বদা সযত্নে লালন-পোষণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহারা আমার বাণসমূহে পীড়িত হইয়া বিনষ্ট হইবেন।

রাজন্! এই যে সব স্বর্ণনির্মিত ধ্বজশোভিত রথী যোদ্ধা-দিগকে দেখা যাইতেছে, ইহারা দুর্ধরণনামক কাম্বোজ সৈন্য। আপনি ইহাদের নাম শ্রবণ করিয়াছেন।

ভরতনন্দন! দুর্যোধনের অভিপ্রিয় ক্রুদ্ধ কয়েক অক্ষৌহিণী সৈন্য কৌরববীরগণের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত আছে। মহারাজ! ইহারা সকলে সাবধান হইয়া আমার উপর আক্রমণ করিতে যুদ্ধস্থলে সমবেত হইয়াছে। ৩৬-৪৪

কিন্তু যেরূপ অগ্নি তৃণসকলকে ভস্ম করিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ এই সমস্ত কৌরব-সৈন্যদিগকে মথিত করিয়া ফেলিব। রাজন্! অতএব রথকে সুসজ্জিত করিবার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তিগণ আজ আমার রথের মধ্যে যথাযথরূপে পূর্ণ উপাদান (যুদ্ধ) এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় যুদ্ধের দ্রব্যসামগ্রী স্থাপিত করুক।

এই সংগ্রামে নানাপ্রকার অস্ত্রসকল সেইভাবে সংগ্রহ করিতে হইবে, যেভাবে আচার্যগণ উপদেশ করিয়াছেন। রথের মধ্যে রক্ষিত যুদ্ধ সামগ্রী পূর্বাপেক্ষা পাঁচগুণ অধিক সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে।

আজ আমি বিষধর সর্পসদৃশ ক্রূরস্বভাব এই কাম্বোজ-সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিব, যাহারা নানাবিধ অস্ত্রসমূহে সম্পন্ন ও বহুবিধ অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করিতে সমর্থ।

দুর্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষী ও বিষসদৃশ ঘাতক সেই সব প্রহার-কুশল কিরাত-যোদ্ধাদের সহিতও আমি সংগ্রাম করিব, যাহাদিগকে দুর্যোধন সর্বদা লালন-পালন করিয়াছেন।

প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ তেজস্বী, দুর্ধর্ষ এবং ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী শকগণের সহিতও আজ আমি যুদ্ধ করিব।

রাজন্! ইহা ছাড়া আরও যে সব অন্যান্য বহুবিধ যোদ্ধা আছে, যাহারা কালতুল্য ভয়ঙ্কর এবং দুর্মদ, রণাঙ্গনে আমি তাহাদের সহিতও মিলিত হইব।

সেইজন্য উত্তম লক্ষণসমূহে সংযুক্ত শ্রেষ্ঠ অশ্বগণ, যাহারা বিশ্রাম করিয়াছে, যাহাদের উপাবৃত্ত করা (মুখফিরাইয়া ঘুরান) হইয়াছে এবং যাহাদের জলপান করান হইয়াছে, সেই সব অশ্বগণকে পুনরায় আমার রথে যোজনা করা হউক।

রথে চান্যাপয়ন্ রাজা শস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
ততস্তান্ সর্বতো যুক্তান্ সদশ্বাংশ্চতুরো জনাঃ। ৫৪
রসবৎ পায়য়ামাসুঃ পানং মদসমীরণম্।
পীতোপবৃত্তান্ স্নাতাংশ্চ ভক্ষ্যান্নান্ সমলঙ্কৃতান্। ৫৫
বিনীতশল্যাংস্তুরগাংশ্চতুরো হেমমালিনঃ।
তান্ যুক্তান্ কনকবর্ণাভান্ বিনীতান্ শীঘ্রগামিনঃ। ৫৬
সঙ্গৃহ্যৈনমসোহব্যগ্রান্ বিধিবৎ কল্পিতান্ রথে।
মহাধ্বজেন সিংহেন হেমকেসরমালিনা। ৫৭
সংবৃতে কেতুকৈর্হৈমৈর্নপিবিক্রমচিহ্নিতৈঃ।
পাণ্ডুরাভ্রপ্রকাশিভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতে। ৫৮
হেমদণ্ডোজ্জ্বিতচ্ছত্রে বহুশস্ত্রপরিচ্ছদে।
যোজয়ামাস বিধিবদ্ধেমভাণ্ডবিভূষিতান্। ৫৯
দারুকস্যানুজো ভ্রাতা সূতস্তস্য প্রিয়ঃ সখা।
স্যন্দনং রথং যুক্ত্বা বাসবস্যেব মাতলিঃ। ৬০

ততঃ স্নাতঃ শুচির্ভূত্বা কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ।
স্নাতকানাং সহস্রস্য বর্ণনিষ্কানখো দদৌ। ৬১
আশীর্বাদৈঃ পরিষ্বক্তঃ সাত্যকিঃ শ্রীমতাং বরঃ।
ততঃ স মধুপর্কার্হঃ পীত্বা কৈলাসকং মধু। ৬২
লোহিতাক্ষো বভৌ তত্র মদবিহ্বললোচনঃ।
আলভ্য বীরকাংস্তস্য হর্ষেণ মহতান্বিতঃ। ৬৩
বিগুণীকৃততেজা হি প্রজ্বলন্নিব পাবকঃ।
উৎসঙ্গে ধনুরাদায় শরাং রুধিরনাং বরঃ। ৬৪
কৃতস্বস্ত্যয়নো বিপ্রৈঃ কবচী সমলঙ্কৃতঃ।
লাজৈর্গন্ধৈস্তথা মাল্যৈঃ কন্যাভিশ্চাভিনন্দিতঃ। ৬৫
যুধিষ্ঠিরস্য চরণাবভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
তেন মূর্ধন্যুপাঘ্রাত আরুরোহ মহারথম্॥ ৬৬
ততস্তে বাজিনো দৃষ্ট্বা সুপুষ্টাঃ বাতরংহসঃ।
অব্রুবন্ বৈ চতুরস্তু বিদূর্যাণাং স্ম সৈন্ধবাঃ। ৬৭

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সাত্যকির রথে পরিপূর্ণ তূণীর, সমস্ত যুদ্ধসামগ্রী এবং নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন।

তদনন্তর সর্বপ্রকারে সুশিক্ষিত সেই চারিটি উত্তম অশ্বের সেবকগণ মস্তত্তাজনক রসপূর্ণ পেয় পদার্থ পান করাইলেন।

যখন ইহাদের জলাদি পান করান সমাপ্ত হইল, তখন তাহাদিগকে উপাবৃত্ত (বস্ত্রাকারে ঘুরান) ও স্নান করান হইল, তাহার পর তাহাদের খাদ্য বন্ধ করান হইল, অনন্তর ইহাদিগকে সর্বতোভাবে সুসজ্জিত করা হইল। ইহাদের শরীরে প্রবিষ্ট বাসবশরগুলিকে পূর্বেই তুলিয়া ফেলা হইয়াছিল। এই অশ্ব-চারিটিকে স্বর্ণমাল্যে ভূষিত করা হইল। এই সকল যোগ্য অশ্বসকলের কান্তি সুবর্ণসদৃশ ছিল। ইহারা সুশিক্ষিত শীঘ্রগামী ছিল। ইহাদের মনে হর্ষ ও উৎসাহ ছিল। ইহাদের অজ্ঞতা ও ব্যগ্রতা ছিল না। ইহারিগের বিধি অনুসারে সাজান হইয়াছিল। স্বর্ণময় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত সেই অশ্বগণকে সারথি বিধিপূর্বক রথে সংযোজনা করিল। এই রথ সুবর্ণময় কেশরসমূহে সুশোভিত সিংহচিহ্নযুক্ত বিশাল ধ্বজের দ্বারা সম্পন্ন ছিল। মণি ও প্রবালসমূহে বিচিত্র স্বর্ণপতাকাবলি দ্বারা শোভায়মান এবং শ্বেতপতাকাশ্রেণীতে অলঙ্কৃত ছিল। সেই রথের উপর স্বর্ণময় দণ্ডে বিভূষিত ছত্র বিস্তৃত ছিল এবং রথের মধ্যে নানাপ্রকার অস্ত্র ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য-সামগ্রী রক্ষিত ছিল। ৫৪-৫৯

যেরূপ মাতলি ইন্দ্রের সারথি ও সখা ছিলেন, সেইরূপ দারুকের (শ্রীকৃষ্ণসারথির) কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাত্যকির সারথি ও প্রিয় সখা ছিল। সে এই সময় আসিয়া জানাইল যে, রথ সর্বতোভাবে যোজিত হইয়াছে। ৬০

তাহার পর সাত্যকি স্নান করত পবিত্র হইয়া যাত্রাকালীন মাঙ্গলিক কৃত্যসমূহ সম্পন্ন করিবার পর একহাজার স্নাতক দ্বিজকে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। ৬১

এই সব স্নাতক ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ লাভ করিয়া তেজস্বী পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মধুপর্কলাভ করিবার অধিকারী সাত্যকি কৈলাসকনামক মধুপান করিলেন। এই মধুপান করিতে করিতেই তাঁহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। মদে তাঁহার নেত্রযুগল চঞ্চল হইল এবং তিনি পুনরায় অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া বীরকাংস্যপাত্র স্পর্শ করিলেন। এই সময় প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ তেজস্বী ঋত্বিগ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্যকির তেজ দ্বিগুণ হইয়া গেল। তিনি তখন সশস্ত্র ধনুটিকে কোলে গ্রহণ করত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া কবচ ও অলঙ্কারসমূহ ধারণ করিলেন। তাহার পর কুমারী কন্যাগণ লাজ (খৈ), গন্ধ ও পুষ্পমালাসমূহে ইহার পূজা করত তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল। ৬২-৬৫

ইহার পর সাত্যকি হাতজোড় করিয়া যুধিষ্ঠিরের চরণযুগলে প্রণাম করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। অনন্তর সাত্যকি বিশাল রথে আরোহণ করিলেন। ৬৬

তদনন্তর হৃষ্ট-পুষ্ট, বায়ুসদৃশ বেগগামী ও অশ্বের শিক্ষাদেশজাত

তথৈব ভীমসেনোঽপি ধর্মরাজেন পূজিতঃ।
প্রায়াৎ সাত্যকিনা সার্ধমভিবাদ্য যুধিষ্ঠিরম্। ৬৮
তৌ দৃষ্ট্বা প্রবিবিক্ষন্তৌ তব সেনামরিন্দমৌ।
সংবব্রাতাবকাঃ সর্বে তদুরোণপুরোগমাঃ ৬৯
সম্রব্ধমনুপচ্ছন্তঃ দৃষ্ট্বা ভীমং স সাত্যকিঃ
অভিনন্দ্যাব্রবীদ্ বীরস্তদা হর্ষকরং বচঃ
ত্বং ভীম রক্ষ রাজানমেতৎ কার্যতমং হি তে।
অহং ভিত্ত্বা প্রবেক্ষ্যামি কালপক্কমিদং বলম্॥ ৭১
আয়ত্যাঞ্চ তদাহে চ শ্রেয়ো ভাবোঽভিরক্ষণম্।
জানীষে মম বীর্যং ত্বং তব চাহবনন্দিন
তস্মাদ্ ভীম নিবর্তস্ব মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্।
তথোক্তঃ সাত্যকিং প্রাহ ব্রজ ত্বং কার্যসিদ্ধয়ে। ৭৩
অহং রাজ্ঞঃ করিষ্যামি রক্ষাং পুরুষসত্তম।
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ভীমসেনশ্চ মাদ্রবঃ। ৭৪
গচ্ছ গচ্ছ ধ্রুবং পার্থ ধ্রুবো হি বিজয়ো মম।
যস্যে গুণানুরক্তশ্চ ত্বমস্য বশমাস্থিতঃ॥ ৭৫
নিমিত্তানি চ বস্ত্রাণি যথা ভীম বদন্তি মাম্।
নিহতে সৈন্ধবে পাপে পাণ্ডবেন মহাত্মনা। ৭৬
পরিষজ্যেতি রাজানং ধর্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্।
এতাবদুক্ত্বা ভীমস্তু বিসৃজ্য চ মহাযশাঃ। ৭৭
শ্লৈষ্মিকং তোয়দং সৈন্যং ব্যাঘ্রো মৃগগণানিব
তং দৃষ্ট্বা প্রবিবিক্ষন্তং সৈন্যং তব জনাধিপ
কৃত্ব এবাস্তবন্মূঢ়ং সুভৃশং চাপ্যকম্পত
ততঃ প্রযাতঃ সহসা তব সৈন্যং স সাত্যকিঃ।
দিদৃক্ষুরর্জুনং রাজন্ ধর্মরাজস্য শাসনাৎ ৭৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি সাত্যকিপ্রবেশে
দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সেই অশ্বগুলি মনোযুক্ত হইয়া বিচিত্রমণি রথে লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। ৬৭

এই ভাবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক সম্মানিত ভীমসেনও যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিয়া সাত্যকির সহিত প্রস্থান করিলেন। ৬৮

এই দুই শত্রুদমন বীরকে আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে অভিলাষী দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যাদি আপনার সমস্ত সৈন্যগণ সাবধান হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৬৯

সেই সময় ভীমসেনকে কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া নিজের পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করত বীর সাত্যকি তাঁহাকে হর্ষবর্দ্ধক এই বাক্য বলিলেন। ৭০

ভীমসেন! তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা কর—ইহাই এখন তোমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কার্য্য। যাহাদিগকে কাল (রন্ধন করত) পাক করিয়াছে, আমি সেই কৌরব-সৈন্যদিগকে ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিব। ৭১

শত্রুদমন বীর! এই সময় এবং ভবিষ্যৎকালেও রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করাই শ্রেয়স্কর। তুমি আমার বল ও পরাক্রম জান, আমি তোমারই। ভীমসেন! অতএব তুমি যদি আমার প্রিয় করিতে ইচ্ছুক থাক, তবে তুমি ফিরিয়া যাও।

সাত্যকি এই কথা বলিলে পর ভীমসেন তাঁহাকে বলিলেন,—আচ্ছা ভাই, তুমি কার্যসিদ্ধির জন্য অগ্রসর হও। পুরুষপ্রধান! আমি রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিব।

ভীমসেন এই কথা বলিলে পর সাত্যকি তাঁহাকে বলিলেন,—কুন্তীকুমার! তুমি যাও। অবশ্যই তুমি ফিরিয়া যাও। আমার নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে।

ভীমসেন! তুমি যে আমার গুণসমূহে অনুরক্ত হইয়া আমার বশীভূত হইয়াছ এবং এই সকল বৃশ্যমান শুভ নিমিত্তসকল আমাকে যে সব কথা বলিতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে যে, মহাত্মা অর্জুনকর্তৃক পাপী জয়দ্রথ নিহত হইলে পর আমি নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিয়া ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিব।

ভীমসেনকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দান করিবার পর মহাযশস্বী সাত্যকি আপনার সৈন্যদের দিকে সেইভাবে দেখিতে লাগিলেন, যেরূপ কোন ব্যাঘ্র মৃগের দলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকে।

নরেশ্বর! সাত্যকিকে নিজেদের মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া আপনার সৈন্যদের পুনরায় অতিশয় মোহ উপস্থিত হইল এবং তাহারা বারংবার কাঁপিতে লাগিল।

রাজন্! তদনন্তর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা অনুসারে অর্জুনের সহিত মিলিত হইবার জন্য সাত্যকি আপনার সৈন্যদের দিকে সবেগে সহসা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ৭২-৭৯

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে সাত্যকির সৈন্যমধ্যে প্রবেশবিষয়ক বারশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য্যেণ কৃতবর্ম্মণা চ সহ যুধ্যতঃ সাত্যকেঃ কাম্বোজসৈন্যানাং মধ্যে প্রবেশশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

প্রযাতে তব সৈন্যং তু যুযুধানে যুযুৎসয়া।
ধর্ম্মরাজো মহারাজং ষেনানীকেন সংবৃতঃ॥ ১
প্রায়াদ্ দ্রোণরথং প্রেপ্সুর্যুযুধানস্য পৃষ্ঠতঃ।
ততঃ পাঞ্চালরাজস্য পুত্রঃ সমরদুর্মদঃ॥ ২
প্রাক্রোশৎ পাণ্ডবানীকে বসুদানশ্চ পার্থিবঃ।
আপদ্যধ্বং প্রহরত ক্ষুদ্রং বিপরিধাবত॥ ৩
যথা সুখেন গচ্ছেত সাত্যকির্যুদ্ধদুর্মদঃ।
মহারথা হি বহবো ধৃতিদ্যুম্নস্য নির্জ্জরে॥ ৪
ইতি ব্রুবন্তো বেগেন নিপেতুস্তে মহারথাঃ।
বয়ং প্রতিজিগীষন্তস্তত্র তান্ সমভিদ্রুতাঃ॥ ৫
(বাণশব্দরবান্ কৃত্বা বিমিশ্রান্ শঙ্খনিঃস্বনৈঃ।
যুযুধানরথং দৃষ্ট্বা তাবকা অভিদুদ্রুবুঃ॥)
ততঃ শব্দো মহানাসীদ্ যুযুধানরথং প্রতি।
আকীর্য্যমাণা বাণৌঘৈস্তব পুত্রস্য বাহিনী॥ ৬
সাত্বতেন মহারাজ শতধাভিব্যদীর্য্যত।
তস্যাং বিদীর্য্যমাণায়াং শিনেঃ পৌত্রো মহারথঃ॥ ৭
সপ্ত বীরান্ মহেষ্বাসানগ্রানীকেষ্বশোধয়ৎ।
অথাষ্টানপি রাজেন্দ্র নানাজনপদেশ্বরান্॥ ৮
শরৈরনলসঙ্কাশৈর্নিন্যে বীরান্ যমক্ষয়ম্।
শতমেকেন বিব্যাধ শতেনৈকঞ্চ পত্রিণাম্॥ ৯
দ্বিপারোহান্ দ্বিপাংশ্চৈব হয়ারোহান্ হয়াংস্তথা।
রথিনঃ সাশ্ব-সূতাংশ্চ জঘানেষুঃ পশূনিব॥ ১০
তং তথাদ্ভুতকর্ম্মাণং শরসম্পাতবর্ষিণম্।
ন কেচনাভ্যধাবন্ বৈ সাত্যকিং তব সৈনিকাঃ॥ ১১

ত্রয়োদশাধিক অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সাত্যকির কাম্বোজ-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! যখন যুদ্ধকামনা করিয়া যুযুধান (সাত্যকি) আপনার সৈন্যদের দিকে অগ্রসর হইলেন, সেই সময় বীর সৈন্যবাহিনী পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মরাজ দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণাচার্য্যের রথের সম্মুখীন হইবার জন্য তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর রণাঙ্গনে উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে নিপুণ পাঞ্চালরাজকুমার দৃষ্টদ্যুম্ন এবং রাজা বসুদান পাণ্ডবসৈন্যদিগকে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—যোদ্ধাগণ! সকলে মিলিয়া এস, ধাবিত হও এবং অভিসম্বর শত্রুদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ কর, যাহাতে রণদুর্ম্মদ সাত্যকি সুখের সহিত অগ্রসর হইতে পারেন; কারণ, বহুসংখ্যক কৌরব-মহারথী যোদ্ধা ইঁহাকে পরাজিত করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। ১-৪

সেনাপতির পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়াই সকল পাণ্ডব-মহারথী যোদ্ধারা দ্রুতবেগে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময় আমরাও ইঁহাদের জয় করিবার ইচ্ছা করিয়া ইঁহাদের উপর ধাবিত হইলাম। ৫

(যুযুধানের রথকে দেখিয়াই আপনার সৈন্যগণ শঙ্খধ্বনির সহিত মিলিত বাণসমূহের শব্দ করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।)

তদনন্তর সাত্যকির রথের নিকটে মহাকোলাহল হইতে লাগিল। মহারাজ! চারিদিক্ হইতে ধাবিত হইয়া আগত আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সৈন্যবাহিনী সাত্যকির বাণসমূহে আচ্ছাদিত হওয়ায় শত শত ভাগে বিভক্ত হইয়া বিদীর্ণ হইল।

সেই সৈন্যবাহিনীকে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতে দেখিয়া শিনির মহারথী পৌত্র সাত্যকি সৈন্যদের সম্মুখভাগে অবস্থিত সাত জন মহামহারথী বীরকে বধ করিয়া পাতিত করিলেন।

রাজেন্দ্র! তদনন্তর বিভিন্ন জনপদের অধিপতি আরও বীর রাজাদিগকেও তিনি অগ্নিসদৃশ বাণসমূহে যমলোকে প্রেরণ করিলেন।

তিনি এই সময় একটি বাণে শতসংখ্যক বীরকে এবং শত বাণে একটি বীরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। যেরূপ ভগবান্ পশুপতি পশু (জীব)-গণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ সাত্যকিও হস্ত্যারোহী ও হস্তীসকলকে, অশ্বারোহী ও অশ্বগণকে এবং অশ্ব-সারথিসহ রথী যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। ৬-১০

এইরূপে বাণধারাবর্ষণকারী সেই অদ্ভুতপরাক্রমী সাত্যকির সম্মুখে আপনার কোন সৈন্যই যাইবার সাহস করিতে পারিল না। ১১

তে ভীতা মৃত্তমানাশ্চ প্রমৃষ্টা দীর্ঘবাহুনা।
আয়োধনং জহুর্বীরা দৃষ্ট্বা তমতিমানিনম্ ॥ ১২
তমেকং বহুধাপশ্যন্ মোহিতাস্তস্য তেজসা।
রথৈর্বিমথিতৈশ্চৈব তত্রনীড়ৈশ্চ মারিষ ॥ ১৩
চক্রৈর্বিমথিতৈশ্ছত্রৈর্ধ্বজৈশ্চ বিনিপাতিতৈঃ।
অনুকর্ষৈঃ পতাকাভিঃ শিরস্ত্রাণৈঃ সকাঞ্চনৈঃ ॥ ১৪
বাহুভিশ্চন্দনাদিগ্ধৈঃ সাঙ্গদৈশ্চ বিশাম্পতে।
হস্তিহস্তোপমৈশ্চাপি ভুজঙ্গাভোগসন্নিভৈঃ ॥ ১৫
ঊরুভিঃ পৃথিবী চ্ছন্না মনুজানাং নরাধিপ।
শশাঙ্কসন্নিভৈশ্চৈব বদনৈশ্চারুকুণ্ডলৈঃ ॥ ১৬
পতিতৈর্ব্বিভাক্তাণাং সা বভাবতি মেদিনী।
গজৈশ্চ বহুধা ছিন্নৈঃ পর্ব্বতোপমৈঃ ॥ ১৭
নরাজ্ঞাতিভৃশং ভূমির্বিকীর্ণৈরিব পর্ব্বতৈঃ।
তপনীয়ময়ৈর্যোক্ত্রৈর্মুক্তাজালবিভূষিতৈঃ ॥ ১৮

উরশ্ছদৈর্বিচিত্রৈশ্চ ব্যাশোভন্ত তুরঙ্গমাঃ।
গতসত্ত্বা মহীং প্রাপ্য প্রমৃষ্টা দীর্ঘবাহুনা ॥ ১৯
নানাবিধানি সৈন্যানি তব হত্বা তু সাত্বতঃ।
প্রবিষ্টস্তাবকং সৈন্যং দ্রাবয়িত্বা চমূং তদা ॥ ২০
ততস্তেনৈব মার্গেণ যেন যাতো ধনঞ্জয়ঃ।
ইয়েষ সাত্যকির্গন্তুং ততো দ্রোণেন বারিতঃ ॥ ২১
ভারদ্বাজং সমাসাদ্য যুযুধানশ্চ সাত্যকিঃ।
ন শুশুভাতে সংক্রুদ্ধৌ বেলানিব জলাগমে ॥ ২২
নিবার্য্য তু রণে দ্রোণো যুযুধানং মহারথম্।
বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈঃ পঞ্চভির্মর্ম্মভেদিভিঃ ॥ ২৩
সাত্যকিস্তু রণে দ্রোণং রাজন্ বিব্যাধ সপ্তভিঃ।
তেমপুঙ্খৈঃ শিলাধৌতৈঃ কঙ্কবর্হিণবাজিতৈঃ ॥ ২৪
তং ষড়্ভিঃ সায়কৈর্দ্রোণঃ সাশ্বসূতরথধ্বজম্।
স তং ন মমৃষে দ্রোণং যুযুধানো মহারথঃ ॥ ২৫

সেই মহাবাহু বীর সাত্যকি স্বীয় বাণসমূহে সর্ব্বতোভাবে পেষণ করিয়া আপনার সৈন্যদিগকে পোথিত করিয়া ফেলিলেন। তখন আপনার বীর সৈন্যগণ এরূপ ভীত হইয়া পড়িয়াছিল যে সেই অত্যন্ত মানী সাত্যকিকে দেখিয়াই যুদ্ধভূমি পরিত্যাগ করিয়া যাইল ॥ ১২

মাননীয় নরেশ্বর! সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা সাত্যকির তেজে মোহিত হইয়া একাকী হইলেও তাঁহাকে বহুরূপে দেখিতে লাগিল। তখন সেখানে বহুসংখ্যক রথ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। রথের বসিবার আসনসমূহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। চক্রসকল খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। ছত্র ও ধ্বজসমূহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইয়াছিল। অনুকর্ষ, পতাকা, শিরস্ত্রাণ, সুবর্ণভূষিত অঙ্গদযুক্ত ও চন্দনচর্চ্চিত বাহুসকল, হস্তীদিগের বহু শুণ্ড এবং সর্পগণের দেহের ন্যায় স্থূল (মোটা) বহু উরু চারিদিকে পতিত ছিল। হে নরাধিপ! মনুষ্যগণের বিভিন্ন অঙ্গসকল এবং রথের পূর্ব্বোক্ত অবয়বসমূহে সেখানকার ভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল।

বৃষভের ন্যায় বড় বড় নেত্রধারী বীরগণের পতিত মনোহর কুণ্ডলভূষিত চন্দ্রতুল্য বদনসমূহে সেই রণভূমির অত্যন্ত শোভা হইতেছিল।

বহু খণ্ডে ছিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত পর্ব্বতাকার গজরাজগণের দ্বারা সেই রণভূমি এরূপ শোভা পাইতেছিল যে, যেন সেখানে বহু পর্ব্বত পতিত হইয়া রহিয়াছে।

বহু স্থলে ছিন্ন (কাটা) এবং ভূতলে বিভূষিত বিচিত্র আচ্ছাদন বস্ত্রে বিশেষ শোভা পাইতেছিল। মহাবাহু সাত্যকিকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ধরাতলে ইহারা পতিত হইয়া প্রাণশূন্য হইয়াছিল ॥ ১৩-১৯

এইরূপ আপনার নানাবিধ সৈন্যগণকে সংহার করিয়া এবং বহু সৈন্যকে বিতাড়িত করিয়া সাত্যকি আপনার সৈন্যদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ২০

তারপর যে পথ দিয়া অর্জুন গিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়া সাত্যকিও যাইবার জন্য মনস্থ করিলেন; কিন্তু দ্রোণাচার্য্য, তাঁহাকে নিবারণ করিলেন ॥ ২১

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সাত্যকিসহ যুযুধান দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া কষ্ট হইলেন; কিন্তু এ সময় তিনি সেইরূপে পরাক্রম করিলেন না, যেরূপ ক্রুদ্ধ জলাশয় নিজ তটভূমি পর্য্যন্ত যাইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসে না ॥ ২২

দ্রোণাচার্য্য রণাঙ্গনে মহারথী যুযুধানকে রুদ্ধ করিয়া মর্ম্মস্থানভেদকারী পাঁচটি তীক্ষ্ণধার বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৩

রাজন্! তখন সাত্যকিও সমরাঙ্গণে শিলাশাণিত সুবর্ণপুঙ্খ পক্ষভূষিত এবং কঙ্ক ও ময়ূরপক্ষ সুশোভিত সাতটি বাণের দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৪

পুনরায় দ্রোণাচার্য্য ছয়টি বাণ প্রহার করিয়া অশ্ব ও সারথি

সিংহনাদং ততঃ কৃত্বা দ্রোণং বিব্যাধ সাত্যকিঃ।
দশভিঃ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈঃ ষড়্ভিরশ্বানিরেব চ ॥ ২৬
যুযুধানঃ পুনর্দ্রোণং বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ।
একেন সারথিং চাস্য চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্ ॥ ২৭
ধ্বজমেকেন বাণেন বিব্যাধ ধনুষি মারিষ।
তং দ্রোণঃ সাশ্বসূতারং সরথ-ধ্বজমাশুগৈঃ ॥ ২৮
ক্ষরন্ প্রাচ্ছাদয়দ্ বাণৈঃ শলভানামিব ব্রজৈঃ।
তথৈব যুযুধানোঽপি দ্রোণং বহুভিরাশুগৈঃ ॥ ২৯
আচ্ছাদয়দসম্ভ্রান্তস্ততো দ্রোণ উবাচ হ।
তবাচার্য্যো রণং হিত্বা গতঃ কাপুরুষো যথা ॥ ৩০
যুধ্যমানঞ্চ মাং হিত্বা প্রদক্ষিণমবর্তত।
ন হি মে যুধ্যতো নাদ্য জীবন্ যাস্যসি মাধব ॥ ৩১
যদি মাং ন রণে হিত্বা ন যাস্যাচার্য্যবদ্ দ্রুতম্।

সাত্যকিরুবাচ।

ধনঞ্জয়স্য পদবীং ধর্মরাজস্য শাসনাৎ ॥ ৩২
গচ্ছামি ত্বন্তি তে ব্রহ্মন্ ন মে কালাত্যয়ো ভবেৎ।
আচার্য্যাণ্ডগতো মার্গঃ শিষ্যৈরন্বাস্যতে সদা ॥ ৩৩
তস্মাদেব ব্রজাম্যাশু যথা যে স গুরুর্গতঃ।

সঞ্জয় উবাচ

এতাবদুক্ত্বা শৈনেয় আচার্য্যং পরিবর্জয়ন্ ॥ ৩৪
প্রযাতঃ সহসা রাজন্ সারথিং চেদমব্রবীৎ।
দ্রোণো করিষ্যতে বত্সঃ সর্বথা মম বারণে ॥ ৩৫
যন্তো যাহি রথে সূত শৃণু চেদং বচঃ পরম্।
এতদালোক্যতে সৈন্যমাবন্ত্যানাং মহাপ্রভম্ ॥ ৩৬
অশ্বানীকরজস্তেতদ্ দাক্ষিণাত্যং মহদ্ বলম্।
তদনন্তরমেতচ্চ বাহ্লিকানাং মহদ্ বলম্ ॥ ৩৭
বাহ্লিকাভ্যাসতো যুক্তং কর্ণস্য চ মহদ্ বলম্।
অন্যোন্যেন হি সৈন্যানি ভিন্নান্যেতানি সারথে ॥ ৩৮
অন্যোন্যং সমুপাশ্রিত্য ন ত্যক্ষ্যন্তি রণাজিরম্।
এতদন্তরমাসাদ্য চোদয়াশ্বান্ প্রহৃষ্টবৎ ॥ ৩৯

সহ সাত্যকিকে পীড়িত করিলেন। কিন্তু দ্রোণাচার্য্যের এই পরাক্রমকে সাত্যকি সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ২৪

তিনি তখন সিংহনাদ করিয়া সুবর্ণখচিত ধনু, ছয় ও আটটী বাণের দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৬

মাননীয় নরেশ! তদনন্তর যুযুধান পুনরায় দশটি বাণ প্রয়োগ করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে আঘাত করিলেন। তারপর একটি বাণে তাঁহার সারথি, চারটি বাণে তাঁহার চারটি অশ্ব এবং একটি বাণে তাঁহার ধ্বজকে যুদ্ধস্থলে বিদ্ধ করিলেন।

তখন দ্রোণাচার্য্য ত্বরা করিয়া পতঙ্গবলের ন্যায় ঘোর শীঘ্রগামী বাণশ্রেণীতে অশ্ব, সারথি, রথ ও ধ্বজসহ সাত্যকিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে সাত্যকিও কোনরূপ বিচলিত না হইয়া বহুসংখ্যক শীঘ্রগামী বাণের দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে আবৃত করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য সাত্যকিকে বলিলেন,—যদুবংশজাত সাত্যকি! তোমার আচার্য্য অর্জুনও কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধভূমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি যুদ্ধ করিতেছিলাম, তথাপি আমাকে পরিত্যাগ করত প্রদক্ষিণ করিতে করিতে চলিয়া যাইল। তুমিও ঘোর আচার্য্য অর্জুনতুল্য অতি সত্বর রণাঙ্গনে আমাকে পরিহার করিয়া যদি চলিয়া না যাও, তবে যুদ্ধে ব্যাপৃত আমার নিকট হইতে জীবনরক্ষা করিয়া তুমি যাইতে সমর্থ হইবে না।

সাত্যকি বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার কল্যাণ হউক। আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় ধনঞ্জয়ের পথে যাইতেছি। আপনি এরূপ করুন, যাহাতে আমার বিলম্ব না হয়। শিষ্যগণ ত' সর্বদাই নিজ আচার্য্যের পথই অনুসরণ করিয়া থাকে, অতএব সেভাবে আমার গুরুদেব গমন করিয়াছেন, আমিও অতিসত্বর সেইভাবে গমন করিতেছি।

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া সাত্যকি সহসা দ্রোণাচার্য্যকে ত্যাগ করত চলিয়া যাইলেন এবং সারথিকে এই কথা বলিলেন।

সূত! দ্রোণাচার্য্য আমাকে নিবারণ করিবার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করিবেন, অতএব তুমি সাবধানে হইয়া গমন কর এবং আমার অপর কথাও শ্রবণ কর।

এই যে অবন্তীদেশবাসী অত্যন্ত তেজস্বী সৈন্যবাহিনী দেখা যাইতেছে, ইহাদের পরে দক্ষিণাত্যের বিশাল সৈন্য সন্নিবেশিত আছে এবং তাহার পশ্চাতে বাহ্লিকদেশের বিশাল বাহিনীও রহিয়াছে ॥ ২৭-৩৭

বাহ্লিক-সৈন্যের পার্শ্বেই নিযুক্ত কর্ণেরও বিরাট বাহিনী আছে। সারথি! এই সমস্ত সৈন্য পরস্পর ভিন্ন ॥ ৩৮

ইহারা সকলে পরস্পরের সাহায্য লইয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতেছে। ইহারা কখনও সমরাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া

মধ্যমং জবমাস্থায় বহ মামত্র সারথে।
বাহ্লিকা যত্র দৃশ্যন্তে নানাপ্রহরণোদ্যতাঃ ॥ ৪০

যাক্ষিপাত্যাশ্চ বহবঃ সূতপুত্রপুরোগমাঃ।
হস্ত্যশ্বরথসম্বাধং যচ্চানীকং বিলোক্যতে ॥ ৪১

নানাদেশসমুত্থৈশ্চ পদাতিভিরবিষ্ঠিতম্।
এতাবদুক্ত্বা বচনং ব্রাহ্মণং পরিবর্জয়ন্ ॥ ৪২

স ব্যতীয়ার যত্রোগ্রং কর্ণস্য চ মহদ্ বলম্।
তং দ্রোণোঽমুষযৌ ক্রুদ্ধো বিকিরন্ বিশিখান্ বহূন্ ॥ ৪৩

যুযুধানং মহাভাগং গচ্ছন্তমনিবর্তিনম্।
কর্ণস্য সৈন্যং সুমহদভিহত্য শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৪৪

প্রাবিশদ্ ভারতীং সেনামপর্যন্তাক্ষ সাত্যকিঃ।
প্রবিষ্টে যুযুধানে তু সৈনিকেষু দ্রুতেষু চ ॥ ৪৫

অমর্ষী কৃতবর্মা তু সাত্যকিং পর্যবারয়ৎ।
তমাপতন্তং বিশিখৈঃ ষড়্ভিরাহত্য সাত্যকিঃ ॥ ৪৬

চতুর্ভিশ্চতুরোঽশ্বানাজঘানাশু বীর্যবান্।
ততঃ পুনঃ ষোড়শভির্নতপর্বভিরাশুগৈঃ ॥ ৪৭

সাত্যকিঃ কৃতবর্মাণং প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে।
স তাড্যমানো বিশিখৈঃ স্বন্তিভির্নিশিতৈস্তবৈঃ ॥ ৪৮

সাত্বতেন মহারাজ কৃতবর্মা ন চক্ষমে।
স বৎসদন্তং সন্ধায় জিহ্মগানলসন্নিভম্ ॥ ৪৯

আকৃষ্য রাজন্নকর্ণাদ্ বিব্যাধোরসি সাত্যকিম্।
স তেন ভৃশমাবিদ্ধঃ ভিত্ত্বা দেহঞ্চ সাত্বতঃ ॥ ৫০

গুপুঙ্খপত্রঃ পৃথিবীং বিবেশ ক্ষিতিরোক্ষিতঃ।
অথাস্য বহুভির্বাণৈরছিন্দৎ পরমাস্ত্রবিৎ ॥ ৫১

সমার্গণগণং রাজন্ কৃতবর্মা শরাসনম্।
বিব্যাধ চ রণে রাজন্ সাত্যকিং সত্যবিক্রমম্ ॥ ৫২

দশভির্নিশিতৈর্ভল্লৈরভিক্রুদ্ধঃ স্তনান্তরে।
ততঃ প্রহীর্ণে বহুধা শক্ত্যা শক্তিমতাং বরঃ ॥ ৫৩

যায় না। তুমি ইহাদেরই মধ্যস্থান দিয়া হৃষ্টচিত্তে স্বীয় অশ্বগণকে চালনা কর ॥ ৩৯

সারথে! যথায় বেগের আশ্রয় করিয়া তুমি আমাকে সেখানে লইয়া চল, সেখানে নানাপ্রকার অস্ত্রসহ যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া বাহ্লিকদেশের সৈন্যদিগকে দেখা যাইতেছে ॥ ৪০

যেখানে সূতপুত্র কর্ণকে অগ্রে করিয়া বহু সংখ্যক যাক্ষিপাত্য যোদ্ধা বিদ্যমান আছে; হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে পূর্ণ ঐ যে সমস্ত সৈন্য দেখা যাইতেছে, ইহাতে বহু দেশের পদাতি সৈন্য রহিয়াছে, তুমি ঐ স্থানেও আমাকে লইয়া চল।

সারথিকে এই কথা বলিয়া সাত্যকি ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যকে বর্জন করিয়া সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যে স্থানে কর্ণের তুরঙ্গম এবং বিশাল সৈন্য বিদ্যমান আছে।

যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত মহাভাগ যুযুধানকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং বহুসংখ্যক বাণ বর্ষণ করিতে করিতে কিয়দ্দূর তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিলেন।

তারপর সাত্যকি কর্ণের বিশাল বাহিনীকে স্বীয় তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে আহত করিয়া অপার কৌরব-সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সাত্যকি সেখানে প্রবেশ করিলেই সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা ভয়ে পলায়ন করিল। তখন ক্রোধপূর্ণ কৃতবর্মা আসিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলিলেন।

কৃতবর্মাকে আসিতে দেখিয়াই পরাক্রমশালী সাত্যকি ছয়টি বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করত অপর চারিটি বাণে তাঁহার চারিটি অশ্বকে আঘাত করিলেন।

তদনন্তর পুনরায় আনতপর্বযুক্ত ষোলটি বাণের দ্বারা সাত্যকি কৃতবর্মার বক্ষঃস্থলে আশুতর বিদ্ধ করিলেন।

মহারাজ! সাত্যকির প্রচণ্ড তেজস্বী বহুসংখ্যক বাণের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কৃতবর্মা উহা সহ্য করিতে পারিলেন না।

রাজন্! বজ্র গতিতে গমনকারী অগ্নিতুল্য তেজস্বী বৎসদন্ত নামক বাণকে ধনুতে রাখিয়া কৃতবর্মা উহা কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করত সাত্যকির বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন।

এই বাণ সাত্যকির শরীর ও কবচ বিদীর্ণ করত রক্তাপ্লুত হইয়া পক্ষ ও পত্রসহ ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল।

রাজন্! কৃতবর্মা উত্তম অস্ত্রসকল জানিতেন। তিনি তখন বহুসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিয়া বাণসকল সহ সাত্যকির ধনুটিকে কাটিয়া ফেলিলেন।

রাজন্! তাহারপর অতিশয় ক্রুদ্ধ কৃতবর্মা সাত্যপরাক্রমী সাত্যকির বক্ষঃস্থলে পুনরায় দশটি তীক্ষ্ণধার বাণের দ্বারা গভীর আঘাত করিলেন।

বহু ছিন্ন হইলে পর শক্তিশালী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্যকি কৃতবর্মার দক্ষিণ বাহুতে শক্তি দ্বারা প্রহার করিলেন।

জঘান দক্ষিণং বাহুং সাত্যকিঃ কৃতবর্মণঃ।
ততোঽসিং সুদৃঢ়ং চাপং মুর্ধন্যাহত্য সাত্যকিঃ ॥ ৫৭
বাসুদেবং বিনিঘ্নংস্তূর্ণং শতশোঽথ সহস্রশঃ।
সরথং কৃতবর্মাণং সমন্তাৎ পর্যবারয়ৎ ॥ ৫৪
ছাদয়িত্বা রণে রাজন্ হার্দিক্যং স তু সাত্যকিঃ।
অথাস্য ভল্লেন শিরঃ সারথে সমকৃন্তত ॥ ৫৬
স পপাত হতঃ সূতো হার্দিক্যস্য মহারথাৎ।
ততস্তে যন্ত্ররহিতাঃ প্রাদ্রবংস্তবলা ভৃশম্ ॥ ৫৭
অথ ভোজস্তু সম্ভ্রান্তো নিযুজ্য তুরগান্ স্বয়ম্।
তস্থৌ বীরো ধনুষ্পাণিস্তং সৈন্যাক্ষ্যাপূজয়ন্ ॥ ৫৮
স মুহূর্তমিবাশ্বস্য সদশ্বান্ সমনোদয়ৎ
ব্যপেতভীরমিত্রাণামাবহৎ সুমহদ্ ভয়ম্ ॥ ৫৯
সাত্যকিস্তাভাগাৎ তস্মাৎ স তু ভীমমুপাদ্রবৎ।
যুযুধানোঽপি রাজেন্দ্র ভোজানীকাদ্ বিনিঃসৃতঃ ॥ ৬০
প্রববৌ ত্বরিতস্তূর্ণং কাম্বোজানাং মহাচমূম্।
স তত্র বহুভিঃ শূরৈঃ সন্নিরুদ্ধো মহারথৈঃ ॥ ৬১
ন চচাল তদা রাজন্ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
সন্ধায় চ চমূং দ্রোণো ভোজে ভারং নিবেশ্য চ ॥ ৬২
অভ্যধাবদ্ রণে যত্তো যুযুধানং যুযুৎসয়া
তথা তমনুধাবন্তং যুযুধানস্য পৃষ্ঠতঃ ॥ ৬৩
কুবারন্তু সাংগ্রহীঃ পাণ্ডুসৈন্যে বৃহদ্বলাঃ।
সমাসাদ্য তু হার্দিক্যং রথানাং প্রবরং রথম্ ॥ ৬৪
পাঞ্চালা বিপ্রতোৎসাহা ভীমসেনপুরোগমাঃ।
বিক্রমা বারিতা রাজন্ বীরেণ কৃতবর্মণা ॥ ৬৫
ব্রুবমাণাংশ্চ তান্ সর্বানীষদ্বিমনসশ্চেতসঃ।
অভিতস্তান্ শরৌঘেণ ক্রান্তবাহনকারয়ৎ ॥ ৬৬

তারপর অপর সুদৃঢ় বহু উত্তম রূপে আকর্ষণ করিয়া সাত্যকি অভিজ্ঞত শত শত এবং সহস্র সহস্র বাণসমূহ বর্ষণ করিলেন ও তাহা দ্বারা রথসহ কৃতবর্মাকে সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥৪১-৪৪

রাজন্! রণাঙ্গনে কৃতবর্মাকে এইরূপে আচ্ছাদিত করিয়া সাত্যকি একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার সারথির শিরশ্ছেদ করিলেন ॥ ৪৬

তাঁহার দ্বারা নিহত হইয়া সারথি কৃতবর্মার বিশাল রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল। তখন সারথিহীন অবশগণ ভীত বেগে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৪৭

ইহাতে কৃতবর্মা অত্যন্ত বিব্রান্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু সেই সময় এই বীর নিজেই অবশগণকে বশীভূত করিয়া হাতে ধনু ধারণ করত যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই কার্যকে সকল সৈন্যই ভূরি ভূরি প্রশংসা করিল ॥ ৪৮

তিনি অল্পক্ষণ পরেই আশ্বস্ত হইয়া বীর উত্তম অশ্বগণকে প্রেরিত করিলেন এবং স্বয়ংই নির্ভয় হইয়া শত্রুদিগের হৃদয়ে মহাত্রাস উৎপন্ন করিলেন ॥ ৪৯

রাজেন্দ্র! এই সময় সুযোগ পাইয়া সাত্যকি সেখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইলেন। তখন কৃতবর্মা ভীমসেনের উপর ধাবিত হইলেন। কৃতবর্মার সৈন্যবাহিনী হইতে বহির্গত হইয়া যুযুধান অতি সত্বর কাম্বোজসৈন্যের বিশাল বাহিনীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে বহু সংখ্যক শৌর্যশালী মহারথী বীর সাত্যকির অগ্রগতি রোধ করিলেন। মহারাজ! তথাপি এই সময় সত্যপরাক্রমী সাত্যকি কোনরূপে বিচলিত হইলেন না ॥

অন্যদিকে দ্রোণাচার্য পলায়নপর নিজের সৈন্যদিগকে পুনরায় একত্র করত তাহাদের রক্ষার ভার কৃতবর্মার হস্তে সমর্পণ করিয়া সমরাঙ্গনে সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় ধনুষ্মান্ হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন ॥

এইরূপে তাঁহাকে যুযুধানের পশ্চাতে ধাবিত হইতে দেখিয়া পাণ্ডব-সৈন্যদের প্রধান বীরগণ স্থচিত্তে দ্রোণাচার্যকে প্রতিরোধ করিবার জন্য যত্নবান্ হইলেন ॥

কিন্তু রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃতবর্মার নিকট উপস্থিত হইয়া ভীমসেনকে অগ্রে করত আক্রমণকারী পাঞ্চালসৈন্যদের উৎসাহ নষ্ট হইয়া যাইল ॥

রাজন্! বীর কৃতবর্মা পরাক্রম প্রকাশ করিয়া ইঁহাদের প্রতিরোধ করিলেন। তখন এই সব বীরের মধ্যে যদিও বহু বীর শিথিল ও অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি ইঁহাদের অনেক জন চেষ্টা করিয়া যাইতেছিলেন; কিন্তু কৃতবর্মা সর্বদিক্ দিয়া তাঁহাদের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করত তাঁহাদের বাহনগণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিলেন ॥ ৫০-৬৬

নিগৃহীতাস্ত তোজেন তোজানীকেন্দ্রবো রণে।
অতিষ্ঠন্নার্যবদ্ বীরাঃ প্রার্থয়ন্তো মহদ্‌যশঃ ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি জয়দ্রথবধপর্ব্বণি সাত্যকিপ্রবেশে ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১১৩

কৃতবর্ম্মাকর্তৃক রুদ্ধ হইয়া পড়িলেও এই সব পাণ্ডব-বীরগণ রণাঙ্গনে বহুৎ যশের বাসনা করিয়া যুদ্ধের অভিলাষ করত শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৬৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্ব্বে সাত্যকির প্রবেশবিষয়ক ত্রয়োদশাধিক-শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রস্য বিষাদযুক্তবাক্যকথনম্, সঞ্জয়েন ধৃতরাষ্ট্রস্য দোষনিরূপণম্, ভীমসেনেন শিখণ্ডিনা চ সহ কৃতবর্ম্মণো যুদ্ধম্, পাণ্ডবসৈন্যানাং পরাজয়শ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

এবং বহুগুণং সৈন্যমেবং প্রবিচিতং বলম্।
ব্যূঢ়মেবং যথান্যায়মেবং বহু চ সঞ্জয় ॥ ১
নিত্যং পূজিতমস্মাভিরভিকামঞ্চ নঃ সদা।
প্রৌঢ়মত্যদ্ভুতাকারং পুরস্তাদ্ দৃঢ়বিক্রমম্ ॥ ২
নাতিবৃদ্ধমবালঞ্চ নাকৃশং নাতিপীবরম্।
লঘুবৃত্তায়তপ্রায়ং সারপাত্রমনাময়ম্ ॥ ৩
আত্তশস্ত্রাহসঙ্কল্পং বহুশস্ত্রপরিচ্ছদম্।
শস্ত্রগ্রহণবিদ্যাসু বহ্বীষু পরিনিষ্ঠিতম্ ॥ ৪
আরোহে পর্য্যবস্থানে সরণে সান্তরপ্লুতে।
সম্যক্ প্রহরণে যানে বাপযানে চ কোবিদম্ ॥ ৫
নাগপৃষ্ঠেষু বহুশো রথেষু চ পরীক্ষিতম্
পরীক্ষ্য চ যথান্যায়ং বেতনেনোপপাদিতম্ ॥ ৬
ন লোভান্ন চ সম্মানান্ন চ সম্বন্ধভূমিতঃ।
নানাহৃতং নাপ্যভৃতং মম সৈন্যং বহূন্ হ ॥ ৭

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের বিষাদ যুক্তবাক্য কথন, সঞ্জয়কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রেরই দোষ নিরূপণ, ভীমসেন ও শিখণ্ডীর সহিত কৃতবর্ম্মার যুদ্ধ এবং পাণ্ডব-সৈন্যদের পরাজয়।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমার সৈন্যরা এরূপ বহুগুণ-সম্পন্ন এবং এরূপ বহুসংখ্যায় ইহাদের সংগ্রহ করা হইয়াছে। পাণ্ডব-সৈন্যদের অপেক্ষা ইহারা প্রবলও। ইহাদের ব্যূহরচনাও সেইরূপ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং এই ভাবে বহুসংখ্যক যোদ্ধাও এখানে সমাবেত হইয়াছে। ১

আমরা সর্ব্বদাই নিজ সৈন্যদের আদর সৎকার করিয়াছি এবং তাহারাও সর্ব্বদা আমাদের প্রতি অনুরক্ত। আমাদের সৈন্যগণ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, দেখিতে অদ্ভুত এবং এই সৈন্যমধ্যে সকলের পরাক্রমই পূর্ব্বে পরিলক্ষিত হইয়াছে। ২

ইহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই অধিক বৃদ্ধ ছিল না। তাহাদের শরীর লঘু (হাল্কা), সুগোল এবং প্রায় লম্বা ছিল। ইহাদের শরীরের এক একটি অবয়ব সারবান (সবল) এবং সমস্ত সৈন্যরাই নীরোগ ও স্বাস্থ্যবান্ ছিল। ৩

এই সব সৈনিকের শরীর বহু কবচের দ্বারা আচ্ছাদিত আছে। ইহাদের নিকট অস্ত্রাদি আবশ্যক সামগ্রীসমূহও বিদ্যমান আছে। এই সব সৈন্যই অস্ত্রগ্রহণ সম্বন্ধীয় বহু বিদ্যায় প্রবীণ। ৪

আরোহণ, উত্তরণ (নামা), পতন, লম্ফ দিয়া পতন, উত্তমরূপে প্রহার, যুদ্ধের জন্য যাত্রা এবং অবসর বুঝিয়া পলায়ন করিতে ইহারা সকলেই কুশল। ৫

হস্তী, অশ্ব ও রথে বসিয়া যুদ্ধ করিবার কৌশলবিষয়ে ইহাদের সকলকেই পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং পরীক্ষা গ্রহণের পরই ইহাদিগকে যথাযোগ্য বেতন দিবারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ৬

আমরা কোন এক বিশেষ শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত হইয়া, উপকার করিয়া কিংবা কোন সম্বন্ধ বশতঃ ইহাদিগকে সৈন্যমধ্যে গ্রহণ করি নাই। ইহাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিই নাই, যাহাকে আহ্বান করিয়া আনা হয় নাই কিংবা বেতন দেওয়া হয় নাই। আমার সকল সৈন্যেরই এইরূপ পরিস্থিতি। ৭

কুলীনার্যজনোপেতং তুষ্টপুষ্টমনুদ্ধতম্ ।
কৃতমানোপচারৈশ্চ যশস্বি চ মনস্বি চ ॥ ৮
সচিবৈস্তাপরৈর্মুখ্যৈর্বহুভিঃ পুণ্যকর্মভিঃ ।
লোকপালোপমৈস্তাত পালিতং নরসত্তমৈঃ ॥ ৯
বহুভিঃ পার্থিবৈর্ত্তুমস্মৎপ্রিয়চিকীর্ষুভিঃ ।
অস্মানভিস্থতৈঃ কামাৎ সবলৈঃ সপদানুগৈঃ ॥ ১০
মহোদধিমিবাপূর্ণমাপগাভিঃ সমন্ততঃ ।
অপক্ষৈঃ পক্ষিসঙ্কাশৈ রথৈরথৈশ্চ সংবৃতম্ । ১১
প্রতিদ্বন্দ্বকরৈস্তৈস্তৈর্বিরৈরাবৃতং মহৎ ।
যদদ্যস্তত মে সৈন্যং কিমস্মদ্ ভাগধেয়তঃ ॥ ১২
যোধাক্ষয্যজলং ভীমং বাহনোর্মিতরঙ্গিণম্ ।
ক্ষেপণ্যসি-গদা-শক্তি-শর-প্রাস-কবাকুলম্ । ১৩
ধ্বজদ্রুমলতাবদ্ভির্ধানুবেগবিকম্পিতম্ ।
দ্রোণগম্ভীরপাতালং কৃতবর্মমহাহ্রদম্ ।
জলসন্ধমহাগ্রাহং কর্ণচন্দ্রোদয়োদ্ধতম্ । ১৫
গতে সৈন্ধার্পবং ভিত্ত্বা তরসা পাণ্ডবর্ষভে ।
সঞ্জয়ৈকরথেনৈব যুযুধানে চ মামকম্ । ১৬
তত্র নেহং ন পশ্যামি প্রবিষ্টে সব্যসাচিনি ।
সাত্বতে চ রথোদারে মম সৈন্যস্য সঞ্জয় । ১৭
তৌ তত্র সমতিক্রান্তৌ দৃষ্ট্বাতীব তরস্বিনৌ ।
সিন্ধুরাজং তু সম্প্রেক্ষ্য গাণ্ডীবস্যেষুগোচরে । ১৮
কিং নু বা কুরবঃ কৃত্যং বিদধুঃ কালচোদিতাঃ ।
দারুণৈকায়নে কালে কথং বা প্রতিপেদিরে । ১৯
প্রস্তান্ হি কৌরবান্ মন্যে মৃত্যুনা তাত সঞ্জয়ান্ ।
বিক্রমোঽপি রণে তেষাং ন তথা দৃশ্যতে হি বৈ । ২০
অক্ষতৌ সংযুগে তত্র প্রবিষ্টৌ কৃষ্ণ-পাণ্ডবৌ ।
ন চ বারয়িতা কশ্চিৎ তয়োরস্তীহ সঞ্জয় । ২১

ইহাদের মধ্যে সকল সৈন্যই উচ্চকুলজাত, শ্রেষ্ঠ, হৃষ্ট-পুষ্ট, অনুদ্ধত, পূর্ব্ব হইতেই সম্মানিত, যশস্বী এবং মনস্বী । ৮

তাত ! আমাদের মন্ত্রী ও অন্য বহু প্রধান কর্ণধার আছে, তাহারা সকলে পুণ্যাত্মা, লোকপালগণের ন্যায় পরাক্রমশালী এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই সব ব্যক্তিই পূর্ব্বোক্ত সৈন্যদের পালন করিয়া আসিতেছে । ৯

আমাদের প্রিয় করিতে ইচ্ছুক এবং সৈন্য ও অনুচরবর্গের সহিত স্বেচ্ছাতেই আমাদের পক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন, এরূপ বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়গণই ইহাদের রক্ষায় তৎপর রহিয়াছেন । ১০

সমস্ত দিক্‌সমূহ হইতে বহিয়া আসিয়া নদী সকলের দ্বারা পরিপূর্ণ মহাসাগরের ন্যায় আমাদের এই সৈন্যবাহিনী অগাধ ও অপার। পক্ষরহিত অথচ পক্ষিগণের ন্যায় দ্রুতবেগে গমনকারী রথ ও অশ্বসকলের দ্বারা এই বাহিনী পূর্ণ । ১১

সমস্তদল হইতে মদবারিবাহী গজরাজগণের দ্বারা আবৃত আমার এই বিশাল সৈন্যবাহিনী যদি শত্রুদিগের দ্বারা নিহত হইয়া যায়, তবে ইহা ভাগ্য ছাড়া আর অন্য কি কারণ থাকিতে পারে ? । ১২

সঞ্জয় ! আমার সৈন্য তরঙ্গের সমুদ্রতুল্য বলিয়াই মনে হয়। যোদ্ধারা ইহার অক্ষয় জলরাশি, বাহনগণ ইহার তরঙ্গমালা, ক্ষেপণীয়, খড়্গ, গদা, শক্তি, শর ও প্রাস আদি অস্ত্রসকল ইহার মৎস্যসমূহের ন্যায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ধ্বজ ও আতপত্র-সকল ইহার মধ্যে তরুরাজির ন্যায় শোভিত আছে। বাহিত বাহনগণই বায়ুর বেগ, যাহা দ্বারা এই সৈন্যসমুদ্র কম্পিত ও ক্ষুব্ধ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। দ্রোণরূপী হ্রদ ইহাতে পাতাল সদৃশ বিস্তৃত গভীরতা। কৃতবর্ম্মা ইহার মধ্যে মহাহ্রদতুল্য, জলসঙ্ঘ বিশালগ্রাহ ও কর্ণরূপ চন্দ্রের উদয়ে ইহা সর্ব্বদা উদ্বেলিত হইয়া রহিয়াছে । ১৩-১৫

সঞ্জয় ! আমার এতাদৃশ সৈন্যরূপ মহাসাগরকে সবেগে ভেদ করিয়া যখন পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ সব্যসাচী অর্জুন এবং সাত্বতবংশীয় উদার মহারথী যুযুধান একমাত্র রথের সহায়তায় ইহার মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন আমি আর সৈন্যগণকে অবশিষ্ট থাকিবার কোন আশাই দেখিতে পাইতেছি না । ১৬-১৭

সেই দুই অত্যন্ত বেগগামী বীরকে সকলকে উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া এবং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে গাণ্ডীব-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের সীমার মধ্যে উপস্থিত থাকিতে দেখিয়া কালপ্রেরিত কৌরবগণ সেখানে কোন্ কার্য্য করিল ? সেই দারুণ লোকক্ষয়ের সময়, সেখানে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন উপায়ই ছিল না, সেই সময় তাহারা কিরূপ কর্ত্তব্য নির্ণয় করিল ? ১৮-১৯

তাত ! আমি যুদ্ধস্থলে একত্রে সমবেত কৌরবগণকে কালের গ্রাসে গ্রস্ত বলিয়াই মনে করিতেছি ; কারণ, রণাঙ্গনে তাহাদের পরাক্রমও পূর্ব্বের ন্যায় দেখা যাইতেছে না । ২০

সঞ্জয় ! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন অক্ষত অবস্থায় আমার সৈন্যগণের মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু এ সময় কোন বীরই তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে পারিল না । ২১

ভৃতাশ্চ বহবো যোধাঃ পত্নীভ্যশ্চৈব মহারথাঃ।
বেতনেন যথাযোগং প্রিয়বাদেন চাপরে ॥ ২১
অসৎকারকৃতস্তাত মম সৈন্যে ন বিদ্যতে।
কর্মণা হ্যনুরূপেণ লভতে ভক্তবেতনম্ ॥ ২২
ন চাযোগোঽভবৎ কশ্চিন্মম সৈন্যে তু সঞ্জয়।
অন্নদানকৃতস্তাত তথা চারুতরো নরঃ ॥ ২৩
পূজিতো হি যথা শক্যা মান-সানোসনৈর্ময়া।
তথা পুত্রৈশ্চ মে তাত জ্ঞাতিভিশ্চ সবান্ধবৈঃ ॥ ২৪
তে চ প্রাণৈরবা সংগ্রামে নির্জিতাঃ সব্যসাচিনা।
শৈনেয়েন পরামৃষ্টাঃ কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ ॥ ২৫
রক্ষ্যতে যশ্চ সংগ্রামে যে চ সঞ্জয় রক্ষিণঃ।
একঃ সাধারণঃ পন্থা রক্ষ্যস্য সহ রক্ষিভিঃ ॥ ২৬
অর্জুনং সমরে দৃষ্ট্বা সৈন্ধবস্যাগ্রতঃ স্থিতম্।
পুত্রো মম কৃশং মূঢ়ঃ কিং কার্যং প্রত্যপদ্যত ॥ ২৮

সাত্যকিঞ্চ রণে দৃষ্ট্বা প্রবিশন্তমরীন্তবৎ।
কিং নু দুর্যোধনঃ কৃত্যং প্রাপ্তকালমমন্যত ॥ ২৯
সর্বশস্ত্রাভিগৌ সেনাং প্রবিষ্টৌ রথিসত্তমৌ।
দৃষ্ট্বা কাং সৈ মতিং যুদ্ধে প্রত্যপদ্যন্ত মামকাঃ ॥ ৩০
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং তু দাশার্হমর্জুনার্থে ব্যবস্থিতম্।
শিনীনাময়ভঃ চৈব মন্যে শোচন্তি পুত্রকাঃ ॥ ৩১
দৃষ্ট্বা সেনাং ব্যতিক্রান্তাং সাত্বতেনার্জুনেন চ।
পলায়মানাংশ্চ কৃতন্ মন্যে শোচন্তি পুত্রকাঃ ॥ ৩২
বিক্রান্তান্ রথিনো দৃষ্ট্বা নিকৃৎসাহান্ বিষজ্জয়ে।
পলায়নকৃতোৎসাহান্ মন্যে শোচন্তি পুত্রকাঃ ॥ ৩৩
শূন্যান্ কৃতান্ রথোপস্থান্ সাত্বতেনার্জুনেন চ।
হতাংশ্চ যোধান্ সন্দৃশ্য মন্যে শোচন্তি পুত্রকাঃ ॥ ৩৪
বাজি-নাগ-বধান্ দৃষ্ট্বা তত্র বীরান্ সহস্রশঃ।
ধাবমানান্ রণে ব্যগ্রান্ মন্যে শোচন্তি পুত্রকাঃ ॥ ৩৫

আমরা বহু মহারথী যোদ্ধাকে পরীক্ষা করিয়াই তবে সৈন্যমধ্যে গ্রহণ করিয়াছি এবং যথাযোগ্য বেতন দিয়া ও প্রিয় বাক্য বলিয়া তাহাদের সৎকার করিয়া থাকি। ২২

তাত! আমার সৈন্যমধ্যে এরূপ কোনও যোদ্ধা নাই, যাহাকে অনাদর করিয়া রাখা হইয়াছে। সকলেই নিজ নিজ কার্যের অনুরূপই বেতন ও ভোজন লাভ করিয়া থাকে। ২৩

তাত সঞ্জয়! আমার সৈন্যমধ্যে এরূপ একজন যোদ্ধাও নাই, যাহাকে অল্প বেতন দেওয়া হইতেছে এবং বিনা বেতনে রাখা হইয়াছে। ২৪

তাত! আমি, আমার পুত্রগণ এবং আমার বন্ধু-বান্ধবের সহিত জ্ঞাতিবর্গও সকল সৈন্যকেই যথাশক্তি দান, মান এবং আসনাদি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছি ও করিয়াছে। ২৫

তথাপি সব্যসাচী অর্জুন রণাঙ্গনে উপস্থিত হইয়াই ইহাদের সকলকে পরাজিত করিয়া ফেলিল এবং সাত্যকিও ইহাদেরকে বধিত করিতে সমর্থ হইল। ইহাকে ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? ২৬

সঞ্জয়! সংগ্রামে যাহাকে রক্ষা করিতে হইবে এবং যাহারা তাহার রক্ষক, এই রক্ষকগণের সহিত রক্ষণীয় পুরুষের একটি মাত্র সাধারণ পথ আছে, তাহা হইল পরাজয়। ২৭

অর্জুনকে রণাঙ্গনে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিয়া অত্যন্ত মোহগ্রস্ত আমার পুত্রগণ তখন কোন কর্তব্য স্থির করিল? ২৮

সাত্যকিকে রণাঙ্গনে সিংহবিক্রমে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দুর্যোধন সেই সময়ে কোন কার্যকে উচিত বলিয়া গণ্য করিল? ২৯

সমস্ত অস্ত্রের পারগামী হইয়া যখন রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্যকি ও অর্জুন আমার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন তাহাদের দেখিয়া আমার পুত্রগণ কিরূপে ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল? ৩০

আমি মনে করি, অর্জুনের রথে উপবিষ্ট দাশার্হবংশীয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ও শিনিপ্রবর সাত্যকিকে দেখিয়া আমার পুত্রগণ শোকমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ৩১

সাত্যকি অর্জুনকে সৈন্যদের অতিক্রম করিয়া যাইতে এবং সৈন্যগণকে যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিতে দেখিয়া আমি মনে করিতেছি যে, আমার পুত্রগণ শোকগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ৩২

আমার মনে এই কথাই উদিত হইতেছে যে, শত্রুদের জয়লাভে আমার রথী বীর সৈন্যগণকে উৎসাহহীন হইয়া পলায়ন করিতে এবং পলায়নে উৎসাহ দেখাইতে থাকিলে আমার পুত্রগণ শোক করিতে লাগিল। ৩৩

সাত্যকি ও অর্জুন আমার রথসকলকে যোদ্ধার আসনহীন করিয়া দিল এবং যোদ্ধাদিগকে বধ করিয়া ফেলিল, ইহা দেখিয়াই আমি চিন্তা করিতেছি যে, আমার পুত্রগণ শোক-কবলিত হইল। ৩৪

সহস্র সহস্র বীরগণকে রণাঙ্গনে অশ্ব, রথ ও শক্তিহীন এবং

মহানাগান্ বিদ্রবতো দৃষ্ট্বার্জুনশরাহতান্।
পতিতান্ পততশ্চান্যান্ মন্যে শোচন্তি পুত্রকাঃ ॥ ৩৬
বিকীর্ণাংশ্চ কৃতান্নস্থান্ বিরথাংশ্চ কৃতান্ নরান্।
তত্র সাত্যকি-পার্থাভ্যাং মন্যে শোচন্তি পুত্রকাঃ ॥ ৩৭
হয়ৌঘান্ নিহতান্ দৃষ্ট্বা দ্রবমাণাংস্তথতস্ততঃ।
রণে মাধব-পার্থাভ্যাং মন্যে শোচন্তি পুত্রকাঃ ॥ ৩৮
পতিতজ্যান্ রণে দৃষ্ট্বা ধাবমানাংশ্চ সর্বশঃ।
নিরাশা বিজয়ে সর্বে মন্যে শোচন্তি পুত্রকাঃ ॥ ৩৯
দ্রোণস্য সমতিক্রান্তাবনীকমপরাজিতৌ।
ক্ষণেন দৃষ্ট্বা তৌ বীরৌ মন্যে শোচন্তি পুত্রকাঃ ॥ ৪০
সম্মূঢ়োঽস্মি ভৃশং তাত শ্রুত্বা কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়ৌ।
প্রবিষ্টৌ মামকং সৈন্যং সাত্যকেন সহাচ্যুতৌ ॥ ৪১
তস্মিন্ প্রবিষ্টে পৃতনাং শিনীনাং প্রবরে রথে।
তোজানীকং ব্যতিক্রান্তে কিমকুর্বত কৌরবাঃ ॥ ৪২

তথা দ্রোণেন সমরে নিগৃহীতেষু পাণ্ডুষু।
কথং যুদ্ধমভূৎ তত্র তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ৪৩
দ্রোণো হি বলবান্ শ্রেষ্ঠঃ কৃতাস্ত্রো যুদ্ধদুর্মদঃ।
পাঞ্চালান্তে মহেষ্বাসং প্রত্যুবিধান্ কথং রণে ॥ ৪৪
বদ্ধবৈরাস্ততো দ্রোণে ধনঞ্জয়পুরৈষিণঃ।
ভারদ্বাজসুতস্তেষু দৃঢ়বৈরো মহারথঃ ॥ ৪৫
অর্জুনস্যাপি যচ্চক্রে সিন্ধুরাজবধং প্রতি।
তন্মে সর্বং সমাচক্ষ্ব কুশলো হ্যসি সঞ্জয় ॥ ৪৬

সঞ্জয় উবাচ

আত্মাপরাধাৎ সম্ভূতং ব্যসনং ভরতর্ষভ।
প্রাপ্য প্রাকৃতবদ্ বীর ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৪৭
পুরা বহুত্বাসে প্রাজ্ঞৈঃ সুহৃদ্ভির্বিদুরাদিভিঃ।
মা হার্ষীঃ পাণ্ডবান্ রাজন্নিতি তত্র ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪৮

উদ্বিগ্ন হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া আমি মনে করিতেছি যে, আমার পুত্রগণ শোকমগ্ন হইয়া পড়িল ॥ ৩৫

অর্জুনের বাণসমূহে আহত হইয়া বড় বড় গজরাজগণকে পলায়ন করিতে, পতিত হইতে ও পতিত দেখিয়া আমি মনে করিতেছি যে, আমার পুত্রগণ শোকগ্রস্ত হইল ॥ ৩৬

সাত্যকি ও অর্জুন অশ্বগণকে আরোহী যোদ্ধা হীন এবং মনুষ্যদিগকে রথ হইতে বঞ্চিত করিয়া দিয়াছিল। আমি মনে করি, ইহা শুনিয়া আমার পুত্রগণ শোক করিতে লাগিল ॥ ৩৭

রণাঙ্গনে সাত্যকি ও অর্জুনকর্তৃক নিহত এবং এদিকে ওদিকে পলায়নপর অশ্বগণকে দেখিয়া আমি মনে করি আমার পুত্রেরা শোকমগ্ন হইয়াছিল ॥ ৩৮

পলাতি-সৈন্যদিগকে রণাঙ্গনে সর্বতোভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া আমি মনে করিতেছি যে, আমার পুত্রগণ জয়লাভ হইতে নিরাশ হইয়া শোক করিতেছে ॥ ৩৯

আমার মনে এই কথা উদিত হইতেছে যে, অপরাজিত দুই বীর অর্জুন ও সাত্যকিকে ক্ষণকালের মধ্যেই দ্রোণাচার্যের সৈন্যবাহিনীকে উল্লঙ্ঘন করিতে দেখিয়া আমার পুত্রগণ নিশ্চয়ই শোকাকুল হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৪০

তাত! বীর মাধবা হইতে অবিচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সাত্যকির সহিত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এই কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত মোহিত হইয়া পড়িতেছি ॥ ৪১

শিনিপ্রবর মহারথী সাত্যকি যখন কৃতবর্মার সৈন্যদিগকে অতিক্রম করিয়া কৌরব-সৈন্যদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, তখন কৌরবগণ কি করিল? ॥ ৪২

সঞ্জয়! যখন দ্রোণাচার্য সমরাঙ্গণে পূর্বোক্ত প্রকারে পাণ্ডবগণকে কষ্ট করিলেন, তখন সেখানে কিরূপে যুদ্ধ হইয়াছিল? এ সমস্ত আমাকে বল ॥ ৪৩

দ্রোণাচার্য অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ, যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রাম করেন, বলবান্ এবং বীরশ্রেষ্ঠ। পাঞ্চাল-সৈন্যগণ সেই সমর রণাঙ্গনে মহাধনুর্ধর দ্রোণাচার্যকে কিভাবে আহত করিয়াছিল? কারণ ইহারা সকলে দ্রোণাচার্যের সহিত শত্রুতাবদ্ধ হইয়া অর্জুনের বিনাশ-কামনা করিতেছিল।

সঞ্জয়! ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামাও পাঞ্চালগণের সহিত দৃঢ়ভাবে শত্রুতাবদ্ধ ছিলেন। অর্জুন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিবার জন্য যে যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল, তৎসমস্তই তুমি আমাকে বল; কারণ, এ সকল সংবাদ যথাযথভাবে বলিবার নৈপুণ্য তোমার আছে ॥ ৪৪-৪৬

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সমস্ত বিপদ কেবল আপনারই দোষে উদ্ভূত হইয়াছে। বীর! এই সব বিপদ লাভ করিয়া আপনি সাধারণ মানুষের ন্যায় শোক করিবেন না ॥ ৪৭

পূর্বে যখন বিদুরাদি আপনার সুহৃদ্গণ আপনাকে বলিয়াছিলেন যে, রাজন্! আপনি পাণ্ডবগণের রাজ্য অপহরণ করিবেন না, তখন আপনি তাঁহাদের কথা শ্রবণ করেন

সুহৃদাং হিতকামানাং বাক্যং যো ন শৃণোতি চ।
স মন্দঃ বসনং প্রাপ্য শোচতে যথা ভবান্ ॥ ৪৯
যাচিতোঽসি পুরা রাজন্ দাশার্হেণ শমং প্রতি।
ন চ তৎ লব্ধবান্ কামং ত্বতঃ কৃষ্ণো মহাযশাঃ ॥ ৫০
তব নির্গুণতাং জ্ঞাত্বা পক্ষপাতং সুতেষু চ।
বৈষীভাবং তথা ধর্মে পাণ্ডবেষু চ মৎসরম্ ॥ ৫
তব জিহ্মমভিপ্রায়ং বিদিত্বা পাণ্ডবান্ প্রতি।
আর্তপ্রলাপাংশ্চ বহূন্ মনুজাদিপসত্তম ॥ ৫১
সর্বলোকস্য ভবতঃ সর্বলোকেশ্বরঃ প্রভুঃ।
বাসুদেবস্ততো যুদ্ধং কুরূণামকরোন্মহৎ ॥ ৫৩
আত্মাপরাধাৎ সুমহান্ প্রাপ্তস্তে বিপুলঃ ক্ষয়ঃ।
নৈনং দুর্যোধনে দোষঃ কর্তুমর্হসি মানদ ॥ ৫৪
ন হি তে সুকৃতং কিঞ্চিদাদৌ মধ্যে চ ভারত।
দৃশ্যতে পৃষ্ঠতশ্চৈব বহুলো হি পরাজয়ঃ ॥ ৫৫
তস্মাদেবস্থিতো ভূত্বা ত্রাহি লোকস্য নির্ণয়ম্।
শৃণু যুদ্ধং যথাবৃত্তং ঘোরং দেবাসুরোপমম্ ॥ ৫৬
প্রবিষ্টে তব সৈন্যং তু শৈনেয়ে সত্যবিক্রমে।
ভীমসেনমুখাঃ পার্থাঃ প্রতীয়ুর্বাহিনীং তব ॥ ৫৭
আগচ্ছতস্তান্ সহসা ক্রুদ্ধরূপান্ মহাদ্যুতান্।
দশারৈকো রণে পাণ্ডূন্ কৃতবর্মা মহারথঃ ॥ ৫৮
যথোদ্ধূতঃ বায়বেতে বেলা সলিলার্ণবম্।
পাণ্ডুসৈন্যং তথা সংখ্যে হার্দিক্যঃ সমবারয়ৎ ॥ ৫৯
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম হার্দিক্যস্য পরাক্রমম্।
যদেনং সহিতাঃ পার্থা নাতিচক্রমুরাহবে ॥ ৬০
ততো ভীমস্ত্রিভির্বিদ্ধ্বা কৃতবর্মাণমাশুগৈঃ।
শঙ্খং দধ্মৌ মহাবাহুর্হর্ষয়ন্ সর্বপাণ্ডবান্ ॥ ৬১
সহদেবস্তু বিংশত্যা ধর্মরাজশ্চ পঞ্চভিঃ।
শতেন নকুলশ্চাপি হার্দিক্যং সমবিধ্যত ॥ ৬২
দ্রৌপদেয়াস্ত্রিসপ্তত্যা সপ্তভিশ্চ ঘটোৎকচঃ।
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং ত্রিভিশ্চাপি কৃতবর্মাণমার্দয়ন্ ॥ ৬৩

যে ব্যক্তি হিতৈষী সুহৃদ্‌গণের কথা শ্রবণ করে না, সেই ব্যক্তি গুরুতর সঙ্কটে পতিত হইয়া আপনারই ন্যায় শোক করিয়া থাকে ॥ ৪৯

রাজন্! দশার্হনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে আপনার নিকট শান্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনার নিকট হইতে মহাযশস্বী শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই ॥ ৫০

নরশ্রেষ্ঠ! সর্বলোকের ভর্তৃস্বরূপ এবং সর্বলোকেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন ইহা জানিতে পারিলেন যে, আপনি সর্বতোভাবে সদ্‌গুণহীন, নিজের পুত্রগণের উপর পক্ষপাত করেন, ধর্ম সম্বন্ধে আপনার বৈষীভাব আছে, পাণ্ডবদের উপর আপনার কুমনোভাব আছে, আপনি তাঁহাদের প্রতি কেবল কুটিল ব্যবহারই করিয়া যাইতেছেন এবং আর্ত মানুষদিগের ন্যায় বহু প্রলাপ বাক্য বলেন, তখন তিনি কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে এই মহাযুদ্ধের আয়োজন করিলেন ॥ ৫১-৫৩

মানদ! আপনারই অপরাধে আপনার সম্মুখে এই ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় ঘটিতেছে। আপনার এই সমস্ত দোষ আজ দুর্যোধনের উপর আরোপ করা উচিত নয় ॥ ৫৪

ভারত! আমি অগ্রে, পশ্চাতে ও মধ্যে আপনার কোন সুকৃতকর্মই দেখিতে পাইতেছি না। এই পরাজয়ের মূল কারণ আপনিই ॥ ৫৫

এই সব স্থির হইয়া এবং অপর লোকের স্থির সিদ্ধান্ত জানিয়া দেবাসুর সংগ্রামসদৃশ ভয়ঙ্কর এই কৌরব-পাণ্ডবগণের যুদ্ধের যথার্থ বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন ॥ ৫৬

এখন সত্যপরাক্রমী সাত্যকি কৌরব-সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন ভীমসেনাদি কুন্তীকুমারগণ আপনার বিশাল বাহিনীর উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৫৭

কুপিত হইয়া অনুগামীদিগের সহিত আক্রমণকারী সেই সব পাণ্ডববীরকে একমাত্র মহারথী কৃতবর্মা প্রতিরোধ করিলেন ॥ ৫৮

যেরূপ উদ্বেলিত মহাসাগরকে তাহার তীরভূমি প্রতিরোধ করিয়া থাকে, সেইরূপ যুদ্ধস্থলে কৃতবর্মা পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে রুদ্ধ করিলেন ॥ ৫৯

সেখানে আমরা কৃতবর্মার অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম। সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্যরা একত্রে মিলিত হইয়াও সমরাঙ্গণে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিল না ॥ ৬০

তদনন্তর মহাবাহু ভীমসেন তিনটি বাণে কৃতবর্মাকে বিদ্ধ করিয়া সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্যদের হর্ষবর্ধন করিলেন ॥ ৬১

এই সময় সহদেব বিংশ, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঁচ এবং নকুল একশত বাণের দ্বারা কৃতবর্মাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৬২

দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র তিয়াত্তর, ঘটোৎকচ সাত এবং যুধামন্যু তিনটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে গুরুতর আঘাত করিলেন ॥ ৬৩

বিরাট, দ্রুপদ ও তাঁহার পুত্র দুইজন পাঁচ পাঁচটি করিয়া বাণের

বিরাটো দ্রুপদশ্চৈব বাহ্লসেনিশ্চ পঞ্চভিঃ।
শিখণ্ডী চৈব হার্দিক্যং বিব্যধুঃ পঞ্চভিঃশরৈঃ। ৬৪

পুনর্বিব্যাধ বিংশত্যা সাত্যকানাং হসন্নিব।
কৃতবর্ম্মা ততো রাজন্ সর্ব্বাংস্তান্ মহারথান্। ৬৫

একৈকং পঞ্চভির্বিদ্ধ্বা ভীমং বিব্যাধ সপ্তভিঃ।
ধনুশ্চৈনং চ তথা ধ্বজমাবপাতয়ৎ। ৬৬

অথৈনং ছিন্নধন্বানং বরমাণো মহারথঃ।
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধঃ সপ্তত্যা নিশিতৈঃ শরৈঃ। ৬৭

স গাঢ়বিদ্ধো বলবান্ হার্দিক্যস্য শরোত্তমৈঃ।
চচাল রথমধ্যস্থঃ কম্পিতঃ কম্পনো যথা। ৬৮

ভীমসেনং তথা দৃষ্ট্বা ধর্ম্মরাজপুরোগমাঃ।
বিসৃজন্তঃ শরান্ রাজন্ কৃতবর্ম্মাণমার্চ্ছন্। ৬৯

তং তথা কোষ্ঠকীকৃত্য রথবংশেন মারিষ।
বিব্যধুঃ সায়কৈর্হৃষ্টা রক্ষার্থং মারুতের্যুধে। ৭০

প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং ভীমসেনো মহাবলঃ।
শক্তিং জগ্রাহ সমরে হেমদণ্ডাময়ন্ময়ীম্। ৭১

চিক্ষেপ চ রথাৎ তূর্ণং কৃতবর্ম্মরথং প্রতি।
সা ভীমভুজনির্ম্মুক্তা নির্ম্মুক্তোরগসন্নিভা। ৭২

কৃতবর্ম্মাণমর্চ্ছিত্বা প্রজজ্বাল সুদারুণা।
তামাপতন্তীং সহসা যুগান্তাগ্নিসমপ্রভাম্। ৭৩

দ্বাভ্যাং শরাভ্যাং হার্দিক্যো নিজঘান দ্বিধা তদা।
সা ছিন্না পতিতা ভূমৌ শক্তিঃ কনকভূষণা। ৭৪

ভোহয়ন্তী দিশো রাজন্ মহোল্কেব নভশ্চ্যুতা।
শক্তিং বিনিহতাং দৃষ্ট্বা ভীমশ্চুক্রোশ বৈ ভৃশম্। ৭৫

ততোঽন্যদ্ ধনুরাদায় বেগবৎ সুমহাস্বনম্।
ভীমসেনো রণে ক্রুদ্ধো হার্দিক্যং সমবারয়ৎ। ৭৬

অথৈনং পঞ্চভির্বাণৈরাজঘান ত্বনান্তরে।
ভীমো ভীমবলো রাজংস্তব দুর্ম্মন্ত্রিতেন চ। ৭৭

দ্বারা এই সময় তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। পুনরায় শিখণ্ডী প্রথমেই পাঁচটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।

রাজন্! সেই সময় কৃতবর্ম্মা চারিদিক্ দিয়াই বাণ নিক্ষেপ করিয়া এই সব মহারথীদের প্রত্যেককেই পাঁচটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেনকে সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। পুনরায় এই সময় তাঁহার ধনু ও ধ্বজাকে ছেদন করিয়া কম্পান্বিত করিলেন। ৬৪-৬৬

ভীমসেনের ধনু ছিন্ন হইলে মহারথী কৃতবর্ম্মা কুপিত হইয়া অতি সত্বর সত্তরটি বাণের দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে (প্রচণ্ড) আঘাত করিলেন। ৬৭

কৃতবর্ম্মার সেই বাণসমূহের দ্বারা আঘাত পাইয়া বলবান্ ভীমসেন রথের মধ্যে উপবিষ্ট থাকিয়াই ভূমিকম্পের সময় মোহমান পর্ব্বতের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। ৬৮

রাজন্! ভীমসেনকে ঐরূপ অবস্থায় পতিত হইতে দেখিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরাদি মহারথী বীরগণ বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া তখন কৃতবর্ম্মাকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ৬৯

মাননীয় কৃপাল! ছয় পাণ্ডব সৈন্যগণ এই সময় ভীমসেনকে রক্ষা করিবার জন্য তীক্ষ্ণ রথসমূহের দ্বারা কৃতবর্ম্মাকে মধ্যবর্ত্তী করত চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিয়া রণাঙ্গনে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিল। ৭০

ইহার মধ্যে মহাবল ভীমসেন সংজ্ঞা লাভ করিয়া রথমধ্যে সুবর্ণময় হেমবিভূষিত একটি লৌহনির্ম্মিত শক্তি ধারণ করিলেন। ৭১

তারপর অতি সত্বর নিজের রথ হইতে কৃতবর্ম্মার রথের দিকে সেই শক্তিকে নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেনের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত বোলনযুক্ত সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর সেই শক্তি কৃতবর্ম্মার নিকটে যাইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

সেই সময় নিজের দিকে প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় সেই শক্তিকে আসিতে দেখিয়া কৃতবর্ম্মা দুইটি বাণ প্রহার করিয়া তাহাকে দুইখণ্ড করিয়া দিলেন।

রাজন্! সমস্ত দিক্‌সমূহকে প্রকাশিত করিতে করিতে আগত্তিত সেই স্বর্ণভূষিত শক্তি ছিন্ন হইয়া আকাশ হইতে পতিত মহোল্কার ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল।

নিজের শক্তিকে ছিন্ন হইতে দেখিয়া ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি ভীষণ টঙ্কারধ্বনিকারী অপর একটি বেগশালী ধনু লইয়া রণাঙ্গনে ক্রোধের সহিত কৃতবর্ম্মার সম্মুখীন হইলেন। ৭২-৭৬

রাজন্! আপনারই দুর্মন্ত্রণার জন্য সেখানে তখন বলশালী ভীমসেন কৃতবর্ম্মার বক্ষঃস্থলে পাঁচটি বাণ প্রহার করিলেন। ৭৭

ভোজস্তু ক্ষতসর্বাঙ্গো ভীমসেনেন মারিষ।
রক্তাশোক ইবোৎফুল্লো ব্যভ্রাজত রণাজিরে ॥ ৭৮
ততঃ ক্রুদ্ধস্ত্রিভির্বাণৈর্ভীমসেনং হসন্নিব।
অভিহত্য দৃঢ়ং যুদ্ধে তান্ সর্বান্ প্রত্যবিধ্যত ॥ ৭৯
ত্রিভিস্ত্রিভির্মহেষ্বাসো বভমানান্ মহারথান্।
কেঽপি তং প্রত্যবিধ্যন্ত সপ্তভিঃ সপ্তভিঃ শরৈঃ ॥ ৮০
শিখণ্ডিনস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ ক্ষুরপ্রেণ মহারথঃ।
ধনুশ্চিচ্ছেদ সমরে প্রহসন্নিব সাত্বতঃ ॥ ৮১
শিখণ্ডী তু ততঃ ক্রুদ্ধশ্ছিন্নে ধনুষি সত্বরঃ।
অসিং জগ্রাহ সমরে শতচন্দ্রঞ্চ ভাস্বরম্ ॥ ৮২
আদায়িত্বা মহচ্চর্ম চামীকরবিভূষিতম্।
তমসিং প্রেষয়ামাস কৃতবর্মরথং প্রতি ॥ ৮৩
স তস্য সশরং চাপং ছিত্বা রাজন্ মহানসিঃ।
অভ্যপাদ্ ধরণীং রাজংশ্চ্যুতং জ্যোতিরিবাম্বরাৎ ॥ ৮৪

এতস্মিন্নেব কালে তু বরমাণঃ মহারথাঃ।
বিব্যধুঃ সায়কৈর্গাঢ়ং কৃতবর্মাণমাহবে ॥ ৮৫
অথাদত্ত ধনুরাদায় তাঞ্ছ্বা তচ্চ মহদ্ ধনুঃ।
বিশীর্ণং ভরতশ্রেষ্ঠ হার্দিক্যঃ পরবীরহা ॥ ৮৬
বিব্যাধ পাণ্ডবান্ যুদ্ধে ত্রিভিস্ত্রিভিরজিহ্মগৈঃ।
শিখণ্ডিনঞ্চ বিব্যাধ ত্রিভিঃ পঞ্চভিরেব চ ॥ ৮৭
ধনুরন্যৎ সমাদায় শিখণ্ডী তু মহারথঃ।
অবারয়ন্ কূর্মনখৈরাততৈস্তং দিশাং গজান্ ॥ ৮৮
ততঃ ক্রুদ্ধো রণে রাজন্ হৃদিকস্যাত্মসম্ভবঃ।
অভিদুদ্রাব বেগেন যাজ্ঞসেনিং মহারথম্ ॥ ৮৯
ভীষ্মস্য সমরে রাজন্ মৃত্যোর্হেতুং মহাত্মনঃ।
বিমর্দয়ন্ বলং শূরঃ শার্দূল ইব কুঞ্জরম্ ॥ ৯০
তৌ দিশাং গজসঙ্কাশৌ জ্বলিতাবিব পাবকৌ।
সমাপেততুরন্যোন্যং শরসঙ্ঘৈরবিন্দমৌ ॥ ৯১

মাননীয় কৃপাল! ভীমসেন এই সকল বাণের দ্বারা কৃতবর্মার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। তখন রণাঙ্গনে তিনি রক্তাপ্লুত অবস্থায় পুষ্পিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৭৮

তদনন্তর সেই মহাধনুর্ধর কৃতবর্মা ক্রুদ্ধ হইয়া হাস্যসহকারে তিনটি তীক্ষ্ণধার বাণের দ্বারা ভীমসেনকে গভীর আঘাত করিয়া যুদ্ধে অবস্থিতির জন্য বদ্ধপরিকর সেই সব মহারথীদিগের প্রত্যেককেই তিনটি করিয়া বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥

তখন সেই মহারথী বীরগণও কৃতবর্মাকে সাতটি করিয়া বাণের দ্বারা প্রহার করিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ মহারথী কৃতবর্মা যেন হাস্য করিতে করিতেই সমরাঙ্গণে একটি ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা শিখণ্ডীর ধনু ছেদন করিলেন ॥ ৭৯-৮১

ধনু ছিন্ন হইলে শিখণ্ডী কুপিত হইয়া অভিক্রান্ত সেই যুদ্ধস্থলে শতচন্দ্রের চিহ্নযুক্ত ভাস্বর (উজ্জ্বল) (ঢাল ও) তরবারি হাতে লইলেন ॥ ৮২

তিনি স্বর্ণভূষিত বিশাল সেই ঢালকে ঘুরাইয়া কৃতবর্মার রথের উপর সেই অসিকে চালনা করিলেন ॥ ৮৩

রাজন্! সেই বিশাল খড়্গ কৃতবর্মার বাণসহ ধনুকে ছিন্ন করিয়া আকাশ হইতে পতিত নক্ষত্রের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল ॥ ৮৪

এই সময় পাণ্ডব-মহারথীরা যুদ্ধে ক্ষতপাতে অঙ্গ চালনাকারী কৃতবর্মাকে নিজ নিজ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৮৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর শত্রুবীর সংগ্রহকারী কৃতবর্মা খণ্ডিত সেই বিশাল ধনুকে পরিত্যাগ করিয়া অপর একটি ধনু গ্রহণ করিলেন এবং যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে তিনটি তিনটি করিয়া প্রবলগামী বাণ প্রহার করিলেন। সেই সঙ্গে শিখণ্ডীকে প্রথমে তিন এবং পরে পাঁচটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ৮৬-৮৭

তারপর মহারথী শিখণ্ডীও অপর ধনু গ্রহণ পূর্বক কঙ্কপক্ষসদৃশ তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে কৃতবর্মাকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৮৮

রাজন্! যেরূপ সিংহ হাতীকে আক্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ হইয়া বীরবর কৃতবর্মা যুদ্ধভূমিতে মহাত্মা ভীষ্মের মৃত্যুর কারণস্বরূপ মহারথী শিখণ্ডীর উপর বীর্যপ্রদর্শন করিতে করিতে তীব্রবেগে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৮৯-৯০

প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ তেজস্বী এবং শত্রুমর্দনকারী এই দুই বীর বীর বাণসমূহের দ্বারা দুইটি দিগ্‌গজের ন্যায় পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন ॥ ৯১

বিধুন্বানৌ ধনুঃশ্রেষ্ঠে সন্ধধানৌ চ সায়কান্।
বিসৃজন্তৌ চ শতশো শতঘ্নীমিব তাবরৌ ॥ ৯৭
তাপয়ন্তৌ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরন্যোন্যং তৌ মহারথৌ
যুগান্তসূর্যসদৃশৌ বীরৌ দেবকুতাম্ভরাবিব ॥ ৯৮
কৃতবর্মা চ সমরে যাজ্ঞসেনিং মহারথম্।
বিদ্ধ্বেষুভিস্ত্রিসপ্তত্যা পুনর্বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥ ৯৯
স গাঢ়বিদ্ধো ব্যথিতো রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং মূর্চ্ছয়াভিপরিপ্লুতঃ ॥ ১০
তং বিরথং রণে দৃষ্ট্বা তাবকাঃ পুরুষর্ষভ।
হার্দিক্যং পূজয়ানাস্যুর্যাসাংস্তাদ্ধুবুচ্ছ হ ॥ ১০১
শিখণ্ডিনং তথা জ্ঞাত্বা হার্দিক্যশরপীড়িতম্।
অপোবাহ রণাদ্ দক্ষো বয়মাণো মহারথম্ ॥ ১০২
সাদিতং তু রথোপস্থে দৃষ্ট্বা পার্থাঃ শিখণ্ডিনম্।
পরিবব্রু রথৈস্তূর্ণং কৃতবর্মাণমাহবে ॥ ১০৩

তত্রাদ্ভুতঃ পরাং চক্রে কৃতবর্মা মহারথঃ।
যদেকঃ সমরে পার্থান্ বারয়ামাস সান্বয়ান্ ॥ ১০৪
পার্থান্ জিঘাংসতশ্চেদীন্ পাঞ্চালান্ সৃঞ্জয়ানপি।
কেকয়াংশ্চ মহাবীর্যান্ কৃতবর্মা মহারথঃ ॥ ১০৫
তে বধ্যমানাঃ সমরে হার্দিক্যেন ন পাণ্ডবাঃ।
ইতশ্চেতশ্চ ধাবন্তো নৈব চক্রুর্ধৃতিং রণে ॥ ১০৬
জিত্বা পাণ্ডুসুতান্ যুদ্ধে ভীমসেনপুরোগমান্।
হার্দিক্যঃ সমরেঽতিষ্ঠদ্ বিধূম ইব পাবকঃ ॥ ১০৭
তে দ্রাব্যমাণাঃ সমরে হৃদিকেন মহারথাঃ।
বিমুখাঃ সমপদ্যন্ত শরবৃষ্টিভিরার্দিতাঃ ॥ ১০৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি সাত্যকিপ্রবেশে কৃতবর্ম-পরাক্রমে চতুর্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৪

যেরূপ দুইটি সূর্য পৃথক্ পৃথক্ স্বীয় কিরণাবলি বিস্তার করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই দুই বীর নিজ নিজ শ্রেষ্ঠ ধনু অন্দোলিত করিতে করিতে পরস্পরের উপর শত শত বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯৫

নিজ নিজ তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে সন্তাপিত করিতে করিতে এই দুই মহারথী বীর প্রলয়কালীন দুইটি সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৯৬

কৃতবর্মা সমরাঙ্গনে মহারথী শিখণ্ডীকে প্রথমে তিয়াত্তরটি বাণবিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সাতটি বাণের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন ॥ ৯৮

এই সব বাণের দ্বারা গভীরভাবে বিদ্ধ হইয়া শিখণ্ডী ব্যথিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া বহু ত্যাগ করত রথের আসনে বসিয়া পড়িলেন ॥ ৯৯

নরশ্রেষ্ঠ! রণাঙ্গনে শিখণ্ডীকে বিধ্বস্তাস্ত্র দেখিয়া আপনার সকল কৃতবর্মার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বহু হুলাহুলি করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১০০

মহারথী শিখণ্ডীকে কৃতবর্মার বাণসমূহে পীড়িত জানিয়া সারথি অতি সত্বর তাঁহাকে রণভূমির বাহিরে লইয়া যাইল ॥ ১০১

কুণ্ঠীকৃতবাহন শিখণ্ডীকে রথের পশ্চাদ্ভাগে অচৈতন্য হইয়া উপবিষ্ট দেখিয়া অতিক্রুদ্ধ কৃতবর্মাকে রণাঙ্গনে স্বীয় রথ-সমূহের দ্বারা চারিদিক্ দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ১০২

সেখানে মহারথী কৃতবর্মা অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি একাকী হইয়াও এই সময় অন্যান্যগণ সহ সমস্ত পাণ্ডবদিগকে রণাঙ্গনে নিবারণ করিলেন ॥ ১০৩

মহারথী কৃতবর্মা পাণ্ডবদিগকে জয় করিয়া চেদিদেশীয় সৈন্যগণকেও পরাজিত করিলেন। তারপর পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় এবং মহাপরাক্রমী কেকয়দিগকেও পরাভূত করিলেন ॥ ১০৫

সমরাঙ্গনে কৃতবর্মার বাণসমূহের আঘাত পাইয়া পাণ্ডব-সৈন্যগণ এদিক্ ওদিক্ পলায়ন করিতে লাগিল। তাহারা কেহই তখন রণভূমিতে স্থির থাকিতে সমর্থ হইল না ॥ ১০৬

যুদ্ধে ভীমসেনাদি পাণ্ডবগণকে জয় করিয়া কৃতবর্মা সেই রণাঙ্গনে ধূমরহিত অগ্নির ন্যায় শোভিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১০৭

সমরাঙ্গনে কৃতবর্মাকর্তৃক বিতাড়িত এবং তাঁহার বাণসমূহে পীড়িত পূর্বোক্ত সমস্ত মহারথীরা যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া পড়িলেন ॥ ১০৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে সাত্যকির প্রবেশ ও কৃতবর্মার পরাক্রমবিষয়ক চতুর্দশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাত্যকিনা কৃতবর্ম্মণঃ পরাজয়ঃ, ত্রিগর্ত্তদেশীয়-গণসৈন্যানাং সংহারঃ, জলসন্ধবধশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণুষ্বৈকমনা রাজন্ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
দ্রাবয়ামাস বলে তস্মিন্ হার্দিক্যো মহাধনুঃ॥ ১
লঘ্বস্ত্রবতা চাপি শ্রান্তবাহৈশ্চতুর্ভিঃ তাবকৈঃ।
ঘোরো যো আসীৎ পাণ্ডুনামগাধে গাধমিচ্ছতাম্॥ ২
দ্রুত্বা স নিনদং ভীমং তাবকানাং মহাচমূম্
শৈনেয়স্ত্বরিতো রাজন্ কৃতবর্ম্মাণমভ্যয়াৎ॥ ৩
উবাচ সারথিং তত্র ক্রোধামর্ষসমন্বিতঃ।
হার্দিক্যাভিমুখং সূত বহ মে রথমুত্তমম্॥ ৪
কুরুতে তনয়ং পশ্য পাণ্ডুসৈন্যে ভৃশমিতঃ।
এনং জিত্বা পুনঃ সূত যাস্যামি বিজয়ং প্রতি॥ ৫
এবমুক্তে তু বচনে সূতস্তস্য মহামতে।
নিমেষান্তরমাত্রেণ কৃতবর্ম্মাণমভ্যয়াৎ॥ ৬
কৃতবর্ম্মা তু হার্দিক্যঃ শৈনেয়ং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অবাকিরৎ সুসংক্রুদ্ধস্ততোঽক্রুদ্ধাৎ স সাত্যকিঃ॥ ৭
অথাস্য নিশিতং ভল্লং শৈনেয়ঃ কৃতবর্ম্মণঃ
প্রেষয়ামাস সমরে পরাংশ্চ চতুরোঽপরান্॥ ৮
তে তস্য তন্নিরে বাহান্ ভল্লেনাস্যোচ্ছিনৎ ধনুঃ।
পৃষ্ঠরক্ষং তথা সূতমবিধ্যন্নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ৯
ততস্তং বিরথং কৃত্বা সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
সেনামস্যার্দয়ামাস শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ॥ ১০
অভজ্যতাথ পৃতনা শৈনেয়শরপীড়িতা।
ততঃ প্রায়াৎ স মহিতঃ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ॥ ১১
শৃণু রাজন্ যদকরোৎ তব সৈন্যেষু বীর্য্যবান্।
অতীত্য স মহারাজ দ্রোণানীকমহার্ণবম্॥ ১২

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

[সাত্যকিকর্ত্তৃক কৃতবর্ম্মার পরাজয়, ত্রিগর্ত্তদেশীয় গণসৈন্য-সংহার এবং জলসন্ধবধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনি আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎসমস্তই আপনি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। মহাত্মা কৃতবর্ম্মাকর্ত্তৃক বিতাড়িত হওয়ায় যখন পাণ্ডব-সৈন্যরা নতমস্তক হইয়া পড়িল এবং আপনার সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে উল্লসিত হইয়া উঠিল, তখন অতলস্পর্শ বিপৎসাগরে পতিত হইয়া আশ্রয় পাইতে ইচ্ছুক পাণ্ডব-সৈন্যদের পক্ষে যিনি দ্বীপস্বরূপ আশ্রয়দাতা হইয়াছিলেন (সেই সাত্যকির পরাক্রম শ্রবণ করুন।) ১-২

রাজন্! সেই মহাসমরে আপনার সৈন্যগণের তুমুল সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া সাত্যকি অতিক্রান্ত কৃতবর্ম্মার উপর আক্রমণ করিলেন॥ ৩

তিনি ক্রোধ ও অমর্ষে পূর্ণ হইয়া সেখানে সারথিকে বলিলেন,—সূত! তুমি আমার উত্তম রথকে কৃতবর্ম্মার সম্মুখে লইয়া চল॥ ৪

দেখ, সে অমর্ষপূর্ণ হইয়া পাণ্ডব-সৈন্যের সংহার করিতেছে। সারথে! আমি ত্বরা করিয়া পুনরায় অর্জ্জুনের নিকট যাইব॥ ৫

মহামতে! সাত্যকি এই কথা বলিলে পর সারথি নিমেষের মধ্যেই রথ লইয়া কৃতবর্ম্মার সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইল॥ ৬

তখন হৃদিকপুত্র কৃতবর্ম্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাত্যকির উপর তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে সাত্যকির ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত হইল॥ ৭

তিনি অতিক্রুদ্ধ কৃতবর্ম্মার উপর যুদ্ধক্ষেত্রে একটি তীক্ষ্ণধার ভল্ল প্রহার করিলেন। তাহার পর পুনরায় চারিটি বাণ প্রয়োগ করিলেন॥ ৮

এই সময় তিনি চারিটি বাণের দ্বারা কৃতবর্ম্মার চারিটি অশ্বকে বধ করিলেন। সাত্যকি একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার ধনুটিকেও ছেদন করিয়া দিলেন। পুনরায় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিকেও ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন॥ ৯

তদনন্তর সত্যপরাক্রমী সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে রথহীন করিয়া দিয়া আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা তাঁহার সৈন্যগণকে পীড়িত করিতে লাগিলেন॥ ১০

সাত্যকির বাণসমূহে পীড়িত হইয়া কৃতবর্ম্মার সৈন্যরা পলায়ন করিল। তাহার পর সত্যপরাক্রমী সাত্যকি অতিক্রান্ত অগ্রসর হইতে লাগিলেন॥ ১১

মহারাজ! পরাক্রমশালী সাত্যকি দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যবিগকে অতিক্রম করিয়া আপনার সৈন্যদের মধ্যে যে পরাক্রম করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণন শ্রবণ করুন॥ ১২

পরাজিত্য তু সংগ্রামে কৃতবর্মাণমাহবে।
যন্তারমব্রবীচ্ছৈব্যঃ শনৈর্বাহীত্যসম্ভ্রমম্ ॥ ১৩
দৃষ্ট্বা তু তব তৎ সৈন্যং রথাশ্বদ্বিপসঙ্কুলম্।
পদাতিজনসম্পূর্ণমব্রবীৎ সারথিং পুনঃ ॥ ১৪
যমেতদ্ঘনসঙ্কাশং দ্রোণনীকস্য সংমতঃ।
সুমহৎ কুরুরানীকং যস্য কৃষ্ণরথো মুখম্ ॥ ১৫
এতে হি বহবঃ সূত দুর্নিবারাশ্চ সংযুগে।
দুর্যোধনসমাদিষ্টা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ॥ ১৬
(ন চাজিত্বা রণে হ্যেতান্ শক্যঃ প্রাপ্তুং জয়দ্রথঃ।
নাপি পার্থো ময়া সূত শক্যঃ প্রাপ্তুং কথঞ্চন ॥
এতে তিষ্ঠন্তি সহিতাঃ সর্বসিদ্ধাস্তু নিশ্চিতাঃ।)
রাজপুত্রা মহেষ্বাসাঃ সর্বে বিক্রান্তযোধিনঃ।
ত্রিগর্তানাং রথোদারাঃ সুবর্ণবিকৃতধ্বজাঃ ॥ ১৭
মামেবাভিমুখা বীরা যোৎস্যমানা ব্যবস্থিতাঃ।
তত্র মাং প্রাপয় ক্ষিপ্রমশ্বাংশ্চোদয় সারথে ॥ ১৮

ত্রিগর্তৈঃ সহ যোৎস্যামি ভারদ্বাজস্য পশ্যতঃ।
ততঃ প্রায়াজ্জবৈঃ সূতঃ সাত্বতস্য মতে স্থিতঃ ॥ ১৯
রথেনাদিত্যবর্ণেন ভাস্বরেণ পতাকিনা।
তমূহুঃ সারথের্বশ্যা বহ্যমানা হয়োত্তমাঃ ॥ ২০
বায়ুবেগসমাঃ সংখ্যে কুন্দেন্দুরজতপ্রভাঃ।
আপতন্তং রণে তং তু শঙ্খবর্ণৈর্হয়োত্তমৈঃ ॥ ২১
পরিবব্রুস্ততঃ শূরা গজানীকেন সর্বতঃ।
কিরন্তো বিবিধাংস্তীক্ষ্ণান্ সায়কাঞ্শত্রুঘোষিনঃ ॥ ২২
সাত্বতো নিশিতৈর্বাণৈর্গজানীকমযোধয়ৎ।
পর্বতানিব বর্ষেণ তপান্তে জলদো মহান্ ॥ ২৩
বজ্রাশনিসমস্পর্শৈর্বধ্যমানাঃ শরৈর্গজাঃ।
প্রাদ্রবন্ রণমুৎসৃজ্য শিনিবীরসমীরিতৈঃ ॥ ২৪
শীর্ণদন্তা বিরুধিরা ভিন্নমস্তকপিণ্ডিকাঃ।
বিশীর্ণকর্ণাস্যকরা বিনিরস্তপতাকিনঃ ॥ ২৫

সেই মহাসমরে কৃতবর্মাকে পরাজিত করিয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্তে বীরবর সাত্যকি অবিচলভাবে সারথিকে বলিলেন,—সূত! ধীরে ধীরে চল। ১৩

রথ, অশ্ব, হাতী ও পদাতি সৈন্যগণে পূর্ণ আপনার সৈন্যদিগকে দেখিয়া সাত্যকি পুনরায় সারথিকে বলিলেন। ১৪

সূত! দ্রোণাচার্যের সৈন্যদের বামভাগে এই যে ঘন মেঘতুল্য বিশাল গজসৈন্য দেখা যাইতেছে, ইহাদের সম্মুখভাগে কৃষ্ণরথ অবস্থান করিতেছে। ইহাদের মধ্যে এরূপ বহু বীর আছে, যাহাদিগকে যুদ্ধে প্রতিরোধকরা খুবই কঠিন। ইহারা দুর্যোধনের আজ্ঞায় প্রাণের মোহ ত্যাগ করত আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। ১৫-১৬

(সূত! ইহাদিগকে রণাঙ্গনে জয় করিতে না পারিলে আমি কোনরূপে জয়দ্রথকে পাইব না এবং অর্জুনের নিকটেও কোনরূপে যাইতে সমর্থ হইব না। এই সমস্ত বিষয়ে পারদর্শী যোদ্ধারা একত্রে সংগঠিত হইয়া অবস্থান করিতেছে।)

ত্রিগর্তদেশের এই সব রাজকুমারগণ উহার মহারথী ও মহাবলিষ্ঠ এবং সকলেই পরাক্রম পূর্বক যুদ্ধ করিতে সমর্থ। এই সব রাজকুমারগণের প্রতি আমার স্বভাবনৈমিত্ত। ১৭

এই সমস্ত যোদ্ধারা আমার দিকে মুখ করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থান করিতেছে। সারথে! অশ্বগণকে চালিত কর এবং অতি সত্বর ইহাদের নিকট আমাকে উপস্থাপিত কর। আমি ত্রিগর্তৈঃ সহ যোৎস্যামি ভারদ্বাজস্য পশ্যতঃ। দ্রোণাচার্যের সম্মুখেই ত্রিগর্তদেশীয় যোদ্ধাদিগের সহিত যুদ্ধ করিব।

তদনন্তর সাত্যকির সম্মতি অনুসারে সারথি সূর্যের তুল্য তেজস্বী এবং পতাকাশ্রেণীতে বিভূষিত রথের দ্বারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই রথের উত্তম অশ্বগণ ফুলপুষ্প, চন্দ্র ও রজতসদৃশ শুভ্রবর্ণ ছিল। ইহারা সারথির বশীভূত এবং বায়ুতুল্য বেগগামী। ইহারা রণাঙ্গনে যেন উড়িয়া যাইয়া রথকে বহন করিয়া থাকে।

শঙ্খবৎ শ্বেতবর্ণ এই উত্তম অশ্বগণের দ্বারা সাত্যকিকে রণাঙ্গনে আসিতে দেখিয়া ত্রিগর্তদেশীয় বীর যোদ্ধারা চারিদিক্ দিয়া গজসৈন্যের দ্বারা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। শত্রুতাসহকারে লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ এই সমস্ত সৈন্যগণ নানাপ্রকার তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। ১৮-২১

সাত্যকিও তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা গজসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, ইহাতে মনে হইতে লাগিল কোন পর্বতের উপর ঘন মেঘ জল বর্ষণ করিতেছে। ২৩

শিনিবংশের বীর সাত্যকিকর্তৃক নিক্ষিপ্ত এবং বজ্র ও বিদ্যুতুল্য স্পর্শযুক্ত বাণসমূহের প্রহার খাইয়া সেই সৈন্যবাহিনীর হাতীরা যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাইল। ২৪

তখন এই সব হাতীর দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সর্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত হইয়াছিল। মুস্তকস্থল ও গণ্ডস্থল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কর্ণ, মুখ ও হস্ত ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছিল। মাহুতগণ বিনষ্ট

সন্ত্রিম্নমর্মঘণ্টাশ্চ বিনিকৃত্তমহাধ্বজাঃ।
হতারোহা দিশো রাজন্ ভেজিরে ভগ্নকম্বলাঃ ॥ ২৬
রুবন্তো বিবিধান্ নাদান্ জলদোপমনিঃস্বনাঃ।
নারাচৈর্বৎসদন্তৈশ্চ ভল্লৈরঞ্জলিকৈস্তথা ॥ ২৭
ক্ষুরপ্রৈরর্ধচন্দ্রৈশ্চ সাত্যকেন বিদারিতাঃ।
ক্ষরন্তোঽসৃক্ তথা মূত্রং পুরীষঞ্চ প্রহৃদ্রুবুঃ ॥ ২৮
বজ্রমুক্তা ঘনুশ্চাস্তে পেতুর্মন্দসুখাপরে।
এবং তৎ কুঞ্জরানীকং যুযুধানেন পীড়িতম্ ॥ ২৯
শরৈরগ্নার্কসঙ্কাশৈঃ প্রহৃদ্রাব সমন্ততঃ।
তস্মিন্ হতে গজানীকে জলসন্ধো মহাবলঃ ॥ ৩০
যত্তঃ সম্প্রাপতদ্রাগং রজতাম্বরধৃক্ প্রভুঃ।
কম্বলবর্মধরঃ শূরস্তপনীয়াঙ্গদঃ শুচিঃ ॥ ৩১
কুণ্ডলী মুকুটী খড়্গী রক্তচন্দনরূষিতঃ।
শিরসা ধারয়ন্ দীপ্তাং তপনীয়ময়ীং স্রজম্ ॥ ৩২

উরসা ধারয়ন্ নিষ্কং কণ্ঠসূত্রঞ্চ ভাস্বরম্।
চাপঞ্চ কম্বলবিকৃতং বিধূন্বন্ গজমূর্ধনি ॥ ৩৩
অশোভত মহারাজ সবিদ্যুদিব তোয়দঃ।
তমাপতন্তং সহসা মাগধস্য গজোত্তমম্ ॥ ৩৪
সাত্যকির্বারয়ামাস বেলেব মকরালয়ম্।
নাগং নিবারিতং দৃষ্ট্বা শৈনেয়স্য শরোত্তমৈঃ ॥ ৩৫
অক্রুধ্যত রণে রাজন্ জলসন্ধো মহাবলঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ নার্দলৈর্ভরসাধনৈঃ ॥ ৩৬
অবিধ্যত্ শিনেঃ পৌত্রং জলসন্ধো মহেষুভিঃ।
ততোঽপরেণ ভল্লেন পীতেন নিশিতেন চ ॥ ৩৭
অস্যতো ধনুষশ্চীরস্য নিচকর্ত শরাসনম্।
সাত্যকিং ছিন্নধন্বানং প্রহসন্নিব ভারত ॥ ৩৮
অবিধ্যন্মাগধো বীরঃ পঞ্চভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
স বিদ্ধো বহুভির্বাণৈর্জলসন্ধেন বীর্যবান্ ॥ ৩৯

হইয়াছিল এবং ধ্বজ-পতাকাসমূহ খণ্ড খণ্ড হইয়া লুণ্ঠিত হইয়াছিল। তখন এই সব হাতীর মর্মস্থান বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, ঘণ্টাসকল ছিন্ন হইয়াছিল এবং বিশাল ধ্বজ খণ্ডিত হইয়াছিল, আরোহীরা মৃত্যুবরণ করিয়াছিল এবং কম্বলসকল স্থানচ্যুত হইয়াছিল। রাজন্! এরূপ অবস্থায় এই সকল হাতী নানা দিকে পলাইয়া যাইল ॥ ২৫-২৬

তাহাদের আর্ত চীৎকার ঘনি মেঘের গর্জনধ্বনির ন্যায় মনে হইতেছিল। ইহারা সাত্যকিকর্তৃক নিক্ষিপ্ত নারাচ, বৎসদন্ত, ভল্ল, অঞ্জলিক, ক্ষুরপ্র এবং অর্ধচন্দ্র বাণসমূহের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া নানারূপ আর্তনাদ করিতে করিতে, রক্ত প্রবাহিত করিতে করিতে এবং মলমূত্র ত্যাগ করিতে করিতে পলায়ন করিল ॥ ২৭-২৮

ইহাদের মধ্যে কিছু হাতী ঘুরিতে লাগিল, কিছু হাতী ব্যথিত হইবার সময় ঘর্ষিত হইয়া পড়িল, কিছু হাতী ধরাশায়ী হইল এবং কিছু হাতী প্রহারপীড়ায় অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িল। এইরূপে যুযুধানের (সাত্যকির) অগ্নি ও সূর্যসদৃশ তেজস্বী বাণসমূহে পীড়িত হইয়া হস্তী সৈন্যরা চারিদিকে পলাইয়া যাইল ॥

সেই গজসৈন্যগণ নষ্ট হইয়া যাইলে মহাবল জলসন্ধ যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া শ্বেতাম্বরযুক্ত সাত্যকির রথের নিকটে বীর হস্তীকে আনয়ন করিলেন ॥

সৌবাসালী বীর ও পরিঘ জলসন্ধ নিজ শরীরে স্বর্ণের কবচ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই বাহুতে স্বর্ণের অঙ্গদ শোভা পাইতেছিল এবং দুই কর্ণে কুণ্ডল ও মস্তকে কিরীট শোভমান ছিল। তাঁহার হস্তে তরবারি সন্মাহে রক্তচন্দন লিপ্ত ছিল। তিনি নিজ মস্তকে স্বর্ণনির্মিত উজ্জ্বল মালা ও বক্ষঃস্থলে সৌবাসালী একটি স্বর্ণময় পদক এবং কণ্ঠহার ধারণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ! হাতীর পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া বীর স্বর্ণনির্মিত ধনুটিকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে জলসন্ধ বিদ্যুৎসহ মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

সহসা নিজের দিকে মগধরাজের সেই গজরাজকে আসিতে দেখিয়া সাত্যকি তাহাকে সেইভাবে প্রতিরোধ করিলেন, যেরূপ তীরভূমি সমুদ্রকে রুদ্ধ করিয়া থাকে ॥

রাজন্! সাত্যকির উত্তম বাণসমূহে সেই হাতীকে অবরুদ্ধ হইতে দেখিয়া মহাবল জলসন্ধ রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ॥

মহারাজ! তারপর ক্রুদ্ধ জলসন্ধ তার সহ করিতে সমর্থ বাণসমূহের দ্বারা শিনিপৌত্র সাত্যকির বিশাল বক্ষে বিদ্ধ করিলেন ॥

অনন্তর অপর একটি তীক্ষ্ণ ও পীতবর্ণের ভল্লের দ্বারা তিনি বাণনিক্ষেপকারী ধনুর্ধারী সাত্যকির ধনুটিকে কাটিয়া ফেলিলেন।

ভারত! ধনু ছিন্ন হইয়া যাইলে সাত্যকিকে সেই মাগধ-বীর জলসন্ধ হাস্য করিতে করিতেই পাঁচটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।

নাকম্পত মহাবাহুস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
অচিন্তয়ন্ বৈ স শরান্নাত্মার্থং সম্ভ্রমাদ্ বলী ॥ ৪০
ধনুরন্যৎ সমাদায় তিষ্ঠ তিষ্ঠেত্যুবাচ হ।
এতাবদুক্ত্বা শৈনেয়ো জলসন্ধং মহোরসি ॥ ৪১
বিব্যাধ ষষ্ট্যা সুভৃশং শরাণাং প্রহসন্নিব।
ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন মুষ্টিদেশে মহদ্ ধনুঃ ॥ ৪২
জলসন্ধস্য চিচ্ছেদ বিব্যাধ চ ত্রিভিঃ শরৈঃ।
জলসন্ধস্তু তৎ ত্যক্ত্বা সশরং বৈ শরাসনম্ ॥ ৪৩
তোমরং ব্যসৃজৎ তূর্ণং সাত্যকিং প্রতি মারিষ।
স নিচ্ছিন্ন ভুজং সব্যং মাধবস্য মহারণে ॥ ৪৪
অভ্যাগাদ্ ধরণীং ঘোরঃ পরিঘ ইব মহোরসঃ।
নিচ্ছিন্নে তু ভুজে সব্যে সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ ॥ ৪৫
ত্রিঃষষ্টিবিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈর্জলসন্ধমতাড়য়ৎ।
প্রগৃহ্য তু ততঃ খড়্গং জলসন্ধো মহাবলঃ ॥ ৪৬
আর্ষভং চর্ম চ মহচ্ছতচন্দ্রকসঙ্কুলম্।
আবিধ্য চ ততঃ খড়্গং সাত্যতায়োৎসসর্জ হ ॥ ৪৭
শৈনেয়স্তু ধনুশ্ছিত্ত্বা স খড়্গো ন্যপতদ্ভুবীম্।
জ্বলাতচক্রবচ্চৈল বারোচত মহীং গতঃ ॥ ৪৮
অথাক্ষদ্ ধনুরাদায় সর্বকায়াবদারণম্।
শালস্কন্ধপ্রতীকাশমিন্দ্রাশনিসমস্বনম্ ॥ ৪৯
নিষ্কার্ষা নিশিতে ক্রুদ্ধো জলসন্ধং শরেণ হ।
ততঃ সাত্যকিবাহু ক্ষুরাভ্যাং মাধবোত্তমঃ ॥ ৫০
সাত্যকির্জলসন্ধস্য চিচ্ছেদ প্রহসন্নিব।
ভৌ বাহু পরিঘপ্রখ্যৌ পেততুর্গজসত্তমাৎ ॥ ৫১
বসুন্ধরাধরাদ্ ভ্রষ্টৌ পঞ্চশীর্ষাবিবোরগৌ।
ততঃ সুদংষ্ট্রং সুমহচ্চারুকুণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ৫২
ক্ষুরেণাস্য তৃতীয়েন শিরশ্চিচ্ছেদ সাত্যকিঃ।
তৎপাতিতশিরোবাহুকবন্ধং ভীমদর্শনম্ ॥ ৫৩

জলসন্ধের বহুসংখ্যক বাণের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও পরাক্রমশালী মহাবাহু সাত্যকি কম্পিত হইলেন না। ইহা তখনকার এক অদ্ভুত ঘটনা।

বলবান্! সাত্যকি তাঁহার বাণসমূহকে কোনরূপে কিছু গণ্য না করিয়াই এবং অধিক সময়ে পতিত না হইয়াই অপর একটি ধনু হাতে লইলেন ও জলসন্ধকে বলিলেন,—অরে! দাঁড়াও, দাঁড়াও।

এই কথা বলিয়া সাত্যকি হাস্য করিতে করিতেই ষাটটি বাণের দ্বারা জলসন্ধের বিশাল বক্ষে গুরুতররূপে আঘাত করিলেন।

তারপর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ একটি ক্ষুরপ্রধানের দ্বারা জলসন্ধের বিশাল ধনুর মুষ্টিদেশে কাটিয়া দিলেন এবং তিনটি বাণ প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।

মাননীয় ভূপাল! জলসন্ধ বাণসহ সেই ধনুটিকে ত্যাগ করিয়া সাত্যকির উপর অতিরিক্ত একটি তোমর নিক্ষেপ করিলেন।

ফস ফস করিয়া শালস্কন্ধাগ্রকারী মহাদর্পের ন্যায় সেই ভয়ঙ্কর তোমর মহাসমরে সাত্যকির বাম হস্ত বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল।

বীর বাম বাহু বিদীর্ণ হইয়া যাইলে সত্যপরাক্রমী সাত্যকি তিনটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা জলসন্ধকে আহত করিলেন।

তখন মহাবল জলসন্ধ শত চন্দ্রাকার উজ্জ্বল চিহ্নযুক্ত বৃষ-চর্মের দ্বারা নির্মিত বিশাল ঢাল ও তরবারি হাতে লইয়া সেই তরবারিকে ঘুরাইয়া সাত্যকির উপর নিক্ষেপ করিলেন। ২৯-৪৭

সেই তরবারি সাত্যকির ধনুটিকে ছেদন করিয়া পৃথিবীতে পতিত হইল। ধরাতলে পতিত হইয়া এই তরবারিটি তখন জ্বলাতচক্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। ৪৮

তখন সাত্যকি শালস্কন্ধের ন্যায় বিশাল, ইন্দ্রের বজ্রতুল্য ভয়ঙ্কর টঙ্কারধ্বনিকারী এবং সকলের শরীরকে বিদীর্ণকারী অপর একটি ধনু হাতে লইয়া উহা কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করত কুপিত হইয়া একটি বাণে জলসন্ধকে বিদ্ধ করিলেন।

তারপর মনুষ্যশিরোমণি সাত্যকি হাস্য করিতে করিতে দুইটি ক্ষুর প্রহার করিয়া জলসন্ধের আভরণভূষিত দুই বাহুকে ছেদন করিলেন।

তাঁহার পরিঘসদৃশ স্থূল এই বাহু দুইটি তখন গজরাজের পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইল, ইহাতে মনে হইল—পর্বত হইতে পঞ্চমস্তকবিশিষ্ট দুইটি সর্প ধরাতলে পতিত হইতেছে।

তারপর সাত্যকি তৃতীয় ক্ষুরাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাঁহার সুন্দর দন্তবিকৃষিত ও কুণ্ডলমণ্ডিত বিশাল মস্তককে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

মস্তক ও বাহুদ্বয় পতিত হওয়ায় দেখিতে ভয়ঙ্কর জলসন্ধের সেই মুণ্ডহীন শবদেহ বীর রক্তে আপ্লুত হইয়া হাতীকে উহা দ্বারা অতিরিক্ত করিতে লাগিল।

ছিন্নং জলসন্ধস্য রুধিরেণাভ্যসিক্তত।
জলসন্ধং নিহত্যাজৌ বরমাণস্তু সাত্বতঃ ॥ ৫৪
বিমানং পাতয়ামাস পঞ্চস্কন্ধাদ্ বিশাম্পতে।
রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গো জলসন্ধস্য কুঞ্জরঃ ॥ ৫৫
বিলম্বমানমবহৎ সংশ্লিষ্টং পরমাধনম্।
শরার্দিতঃ সাত্বতেন মর্দমানঃ স্ববাহিনীম্ ॥ ৫৬
ঘোরমার্তস্বরং কৃত্বা বিদুদ্রাব মহাগজঃ।
হাহাকারো মহানাসীৎ তব সৈন্যস্য মারিষ ॥ ৫৭
জলসন্ধং হতং দৃষ্ট্বা বৃষ্ণীনামৃষভেণ তু।
বিমুখাশ্চাভবংস্তত্র তব যোধাঃ সমন্ততঃ ॥ ৫৮

পলায়নকৃতোৎসাহা নিরুৎসাহা বিষজ্জয়ে।
এতস্মিন্নন্তরে রাজন্ দ্রোণঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥ ৫৯
অভ্যধাবজ্জবনৈরশ্বৈর্যুধানং মহারথম্।
তমূহুর্তং তথা দৃষ্ট্বা শৈনেয়ং নরপুঙ্গবাঃ ॥ ৬০
দ্রোণেনৈব সহ ক্রুদ্ধাঃ সাত্যকিং সমুপাদ্রবন্।
ততঃ প্রবৃত্তে যুদ্ধে কুরূণাং সাত্বতস্য চ।
দ্রোণস্য চ রণে রাজন্ ঘোরং দেবাসুরোপমম্ ॥ ৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি সাত্যকিপ্রবেশে জলসন্ধবধো নাম পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৫ ॥

প্রজানাথ! যুদ্ধভূমিতে জলসন্ধকে বধ করিয়া অতি সত্বর সাত্যকি হাতীর পৃষ্ঠ হইতে তাঁহার বিমানটিকেও পাতিত করিলেন।

রক্তের দ্বারা অভিষিক্ত জলসন্ধের সেই হাতী স্বীয় পৃষ্ঠ হইতে নিপতমান হইয়া ঝোলায়মান সেই শব দেহটি বহন করিতে লাগিল।

সাত্যকি বাণসমূহে পীড়িত হইয়া সেই মহাগজরাজ ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করিতে করিতে স্বীয় সৈন্যদিগকে মর্দিত করিতে করিতে পলায়ন করিল।

আর্য! বৃষ্ণিপ্রবর সাত্যকি কর্তৃক জলসন্ধকে নিহত হইতে দেখিয়া আপনার সৈন্যদের মধ্যে মহাহাহাকার পড়িয়া গেল।

আপনার যোদ্ধাদের শত্রুকে জয় করিবার উৎসাহ নষ্ট হইয়া যাইল। তখন তাহারা পলায়ন করিবারই উৎসাহ দেখাইতে লাগিল এবং যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিল।

রাজন্! এই সময় শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য স্বীয় বেগগামী অশ্বগণের দ্বারা মহারথী যুযুধানের সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শিনিপৌত্র সাত্যকিকে বর্ধিত হইতে দেখিয়া নরশ্রেষ্ঠ কৌরব মহারথীরাও দ্রোণাচার্যের সহিত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন।

রাজন্! তাহার পর সেই প্রদেশে কৌরবগণের সহিত দ্রোণাচার্য ও সাত্যকির দেবাসুর-সংগ্রাম তুল্য ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৪৯-৬১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে সাত্যকির প্রবেশ ও জলসন্ধের বিনাশাধিকরণে পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাত্যকেঃ পরাক্রমঃ, দুর্যোধনস্য কৃতবর্মণশ্চ পুনঃ পরাজয়ঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তে তিষ্ঠন্তঃ শরব্রাতান্ সর্বে যত্তাঃ প্রহারিণঃ।
স্মরমাণা মহারাজ যুদ্ধানমযোধয়ন্ ॥ ১

তং দ্রোণঃ সপ্তদশভির্ভারদ্বাজং ত্রিভির্বরৈঃ।
দুর্মর্ষণো দ্বাদশভির্দুঃসহো দশভিঃ শরৈঃ ॥ ২

বিকর্ণশ্চাপি নিশিতৈস্ত্রিংশদ্ভিঃ কঙ্কপত্রিভিঃ।
বিব্যাধ সব্যে পার্শ্বে তু স্তনাভ্যাসন্তরে তথা ॥ ৩

দুর্মুখো দশভির্বাণৈস্তথা দুঃশাসনোঽষ্টভিঃ।
চিত্রসেনশ্চ সৈনেয়ং দ্বাভ্যাং বিব্যাধ মারিষ ॥ ৪

দুর্যোধনশ্চ মহতা শরবর্ষেণ মাধবম্।
অপীড়য়দ্ রণে রাজন্ শূরাশ্চাস্ত্রে মহারথাঃ ॥ ৫

সর্বতঃ প্রতিবিদ্ধস্তু তব পুত্রৈর্মহারথৈঃ।
তান্ প্রত্যবিধ্যদ্ বাণৈঃ পৃথক্ পৃথগভিক্ষিপ্তৈঃ ॥ ৬

ভারদ্বাজং ত্রিভির্বাণৈর্দুঃসহং নবভিঃ শরৈঃ।
বিকর্ণং পঞ্চবিংশত্যা চিত্রসেনঞ্চ সপ্তভিঃ ॥ ৭

দুর্মর্ষণং দ্বাদশভিরষ্টাভিশ্চ বিবিংশতিম্।
সত্যব্রতঞ্চ নবভির্বিজয়ং দশভিঃ শরৈঃ ॥ ৮

ততো রুক্মাঙ্গদং চাপং বিধুন্বানো মহারথঃ।
অভ্যয়াৎ সাত্যকির্তূর্ণং পুত্রং তব মহারথম্ ॥ ৯

রাজানং সর্বলোকস্য সর্বলোকমহারথম্।
শরৈরভ্যাহনদ্ গাঢ়ং ততো যুদ্ধমভূৎ তয়োঃ ॥ ১০

বিমুঞ্চন্তৌ শরাংস্তীক্ষ্ণান্ সন্দধানৌ চ সায়কান্।
অদৃশ্যং সমরেঽন্যোন্যং চক্রতুস্তৌ মহারথৌ ॥ ১১

সাত্যকিঃ কুরুরাজেন নিবিদ্ধো বহুধা ভৃশম্।
অস্রবদ্ রুধিরং ভূরি স্রবতঃ চন্দনো যথা ॥ ১২

সাত্বতেন চ বাণৌঘৈর্নিবিদ্ধস্তনয়স্তব।
সাতকুম্ভময়াপীড়ো বভৌ যূপ ইবোচ্ছ্রিতঃ ॥ ১৩

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

[সাত্যকির পরাক্রম এবং দুর্যোধন ও কৃতবর্মার পুনঃ পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই প্রহারকুশল সমস্ত যোদ্ধারা সাবধান হইয়া অতিশয় ত্বরা করিয়া বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে সেখানে যুযুধানের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১

এই সময় দ্রোণাচার্য্য সাত্যকিকে তিয়াত্তরটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আঘাত করিলেন। তাহার পর দুর্মর্ষণ বার এবং দুঃসহ দশটি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২

তাহার পর বিকর্ণও কঙ্কপক্ষযুক্ত ত্রিশটি বাণের দ্বারা সাত্যকির বাম পার্শ্বে বিদ্ধ করিলেন এবং বক্ষঃস্থলও বাণবিদ্ধ করিলেন ॥ ৩

আর! তদনন্তর দুর্মুখ দশ, দুঃশাসন আট এবং চিত্রসেন দুইটি দ্বারা সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪

রাজন্! সেই রণাঙ্গনে দুর্যোধন এবং অন্যান্য বীর মহারথীরা প্রভূত বাণ বর্ষণ করিয়া সাত্যকিকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৫

আপনার মহারথী পুত্রগণের দ্বারা সর্বতোভাবে আহত হইয়া বৃষ্ণিবংশীয় বীর সাত্যকি তাঁহাদের সকলকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে নিজ সরলগামী বাণসমূহের দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥ ৬

তিনি সেই সময় দ্রোণাচার্য্যকে তিন, দ্রাদশকে নয়, বিকর্ণকে পাঁচশ, চিত্রসেনকে সাত, দুর্মর্ষণকে বার, বিবিংশতিকে আট, সত্যব্রতকে নয় এবং বিজয়কে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৭-৮

তদনন্তর মহারথী সাত্যকি স্বর্ণনির্মিত অঙ্গদে বিভূষিত বীর বিশাল ধনুষ্টিকে বিলাইতে বুলাইতে অতিক্রত আপনার মহারথী পুত্র দুর্যোধনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৯

সমস্ত লোকের রাজা ও সমস্ত জগতে বিখ্যাত মহারথী দুর্যোধনকে তিনি বীর বাণসমূহে গভীর ভাবে আঘাত করিলেন। তখন উঁহাদের উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধিয়া গেল ॥ ১০

এই দুই মহারথী সমরাঙ্গণে বাণসমূহ সন্ধান করিতে করিতে এবং তীক্ষ্ণধার বাণসকল প্রহার করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরকে অদৃশ্য করিয়া দিলেন ॥ ১১

সাত্যকি কুরুরাজ দুর্যোধনের বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া প্রচুর রক্তধারা প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। সেই সময় তিনি বীর রসপ্রবাহী রক্তবর্ণ চন্দন বৃক্ষের ন্যায় অতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১২

সাত্যকির বাণসমূহে আহত হইয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন স্বর্ণময় মুকুটধারণকারী উচ্চ যূপকাষ্ঠের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন ॥ ১৩

মাধবস্তু রণে রাজন্ কুরুরাজস্য ধন্বিনঃ।
ধনুশ্চিচ্ছেদ সমরে ক্ষুরপ্রেণ হসন্নিব ॥ ১৪
অথৈনং ছিন্নধন্বানং শরৈর্বহুভিরাচিনোৎ।
নির্ভিন্নশ্চ শরৈস্তেন ক্ষিপ্রকারিণা ॥ ১৫
ন ব্যমুহ্যত রণে রাজা শত্রোর্বিজয়লক্ষণম্।
অথাক্রন্দ ধনুরাদায় হেমপৃষ্ঠং দুরাসদম্ ॥ ১৬
বিব্যাধ সাত্যকিং তূর্ণং সায়কানাং শতেন হ।
লোহিতিবিন্দো বলবতা তব পুত্রেণ ধন্বিনা ॥ ১৭
অমর্ষবশমাপন্নস্তব পুত্রমপীড়য়ৎ।
পীড়িতং নৃপতিং দৃষ্ট্বা তব পুত্রা মহারথাঃ ॥ ১৮
সাত্যকিং শরবর্ষেণ ছাদয়ামাসুরোজসা।
স ছাদ্যমানো বহুভিস্তব পুত্রৈর্মহারথৈঃ ॥ ১৯
একৈকং পঞ্চভির্বিদ্ধ্বা পুনর্বিব্যাধ সপ্তভিঃ।
দুর্যোধনঞ্চ ত্রিভির্বিব্যাধাষ্টভিরাশুগৈঃ ॥ ২০

রাজন্! রণাঙ্গনে সাত্যকি বহুসংখ্যক দুর্যোধনের বহুটিকে এক ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা ছিন্ন করিতে করিতে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৪

ধনু ছিন্ন হইলে পর তিনি বহুসংখ্যক বাণপ্রহার করিয়া দুর্যোধনের শরীর আবৃত করিয়া দিলেন। শীঘ্রতা সহকারে হস্ত চালনা করিতে সমর্থ, সক্ষ সাত্যকি কর্তৃক বাণসমূহের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া রাজা দুর্যোধন রণাঙ্গনে সেই বিজয়সূচক পরাক্রমকে সহ্য করিতে পারিলেন না ॥

তিনি স্বর্ণপৃষ্ঠ অপর একটি দুর্ধর্ষ ধনু লইয়া শীঘ্রই এক শত বাণের দ্বারা সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন ॥

আপনার বলবান্ ও ধনুর্ধর পুত্র দুর্যোধনের দ্বারা অত্যন্ত আহত হইয়া অমর্ষবশীভূত সাত্যকিও আপনার পুত্রকে অতিশয় পীড়াদান করিলেন ॥

রাজাকে পীড়িত হইতে দেখিয়া আপনার অন্য সব মহারথী পুত্রগণ প্রবল বাণবর্ষণ করিতে করিতে সাত্যকিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥

আপনার বহুসংখ্যক মহারথী পুত্রগণের দ্বারা বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া যাইলে সাত্যকি তাঁহাদের প্রত্যেককে প্রথমে পাঁচটি পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তারপর পুনরায় সাতটি করিয়া বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর অতিক্রুদ্ধ আটটি শীঘ্রগামী বাণের দ্বারা দুর্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৫-২০

প্রহসংশ্চাস্য চিচ্ছেদ কার্মুকং রিপুতাপনম্।
নাগং মণিময়ং চৈব শরৈঃ সর্বজ্ঞলাতগৈঃ ॥ ২১
তথা তু চতুরো বাহাংশ্চতুর্ভিনিশিতৈঃ শরৈঃ।
সারথিং পাতয়ামাস ক্ষুরপ্রেণ মহাযশাঃ ॥ ২২
এতস্মিন্নন্তরে চৈব কৃতবর্মা মহারথম্।
অভ্যাকিরচ্ছরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সপ্তভিঃ সপ্তভির্দিশি ॥ ২৩
স বধ্যমানঃ সমরে শৈনেয়স্য শরোত্তমৈঃ।
প্রাদ্রবৎ সহসা রাজন্ পুত্রো দুর্যোধনস্তব ॥ ২৪
আরুরুক্ষুস্তু তস্যাথ চিত্রসেনস্য ধন্বিনঃ।
হাহাকৃতং জগচ্চাসীদ্ দৃষ্ট্বা রাজানমাহবে ॥ ২৫
গ্রস্যমানং সাত্যকিনা যথা সোমমিব রাহুণা।
তং তু শব্দময় শ্রুত্বা কৃতবর্মা মহারথঃ ॥ ২৬
অভ্যায়াৎ সহসা তত্র যত্রাস্তে মাধবঃ প্রভুঃ।
বিধুন্বানো ধনুঃশ্রেষ্ঠং ঘোষবচ্চৈব বীর্যবান্ ॥ ২৭

ইহার পর বলবান্ হাত করিতে করিতেই দুর্যোধনের শত্রুর পক্ষে ভয়ানক ও মণিময় নাগচিহ্নে সুশোভিত ধ্বজকে বাণ সকলের দ্বারা কাটিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥ ২১

তারপর পুনরায় চারিটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁহার চারিটি অশ্বকে বধ করিয়া মহাযশস্বী সাত্যকি একটি ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা তাঁহার সারথিকেও ভূপাতিত করিলেন ॥ ২২

অনন্তর শ্রেষ্ঠ সাত্যকি বহারথী কুরুরাজ দুর্যোধনের উপর বহুসংখ্যক মর্মভেদী বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

রাজন্! সাত্যকির শ্রেষ্ঠ বাণসমূহের দ্বারা সমরাঙ্গণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন সহসা পলায়ন করিলেন এবং ধনুর্ধর চিত্রসেনের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন।

যেরূপ আকাশে রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া থাকে, সেইরূপ সাত্যকির দ্বারা রাজা দুর্যোধনকে গ্রস্ত হইতে দেখিয়া সেখানে সকল লোকের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল।

সেই কোলাহল শ্রবণ করিয়া মহারথী কৃতবর্মা সহসা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে শক্তিশালী সাত্যকি অবস্থান করিতেছিলেন।

তিনি বীর্য শ্রেষ্ঠ ধনুটিকে টঙ্কারিত করিতে করিতেই, অশ্বগণকে চালনা করিতে করিতে এবং অগ্রে গমন কর, সত্বর চল, চল এই কথা বলিয়া সারথিকে তিরস্কার করিতে করিতে সেখানে আসিয়া

তৎপ্রেক্ষন্ সারথিং চাত্রে যাহি যাহীতি সত্বরম্।
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য ব্যাদিতাস্যমিবান্তকম্ ॥ ২৮
যুযুধানো মহারাজ যন্তারমিদমব্রবীৎ।
কৃতবর্মা রথেনৈষ ক্রুদ্ধমাপততে পরী ॥ ২৯
প্রত্যুদ্যাহি রথেনৈনং প্রবরং সর্ববধিনাম্
ততঃ প্রজবিতাশ্বেন বিধিবৎ কল্পিতেন চ ॥ ৩০
আসসাদ রণে ভোজং প্রতিমানং ধনুষ্মতাম্।
ততঃ পরমসংক্রুদ্ধৌ জ্বলিতাবিব পাবকৌ ॥ ৩১
সমেয়াতাং নরব্যাঘ্রৌ ব্যাঘ্রাবিব বনস্থিনৌ।
কৃতবর্মা তু শৈনেয়ং ষড়্ বিংশত্যা সমার্পয়ৎ ॥ ৩২
নিশিতৈঃ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈষণ্ণাং চাস্য পঞ্চভিঃ।
চতুরশ্চতুরো বাহাংশ্চতুভিঃ পরমেষুভিঃ ॥ ৩৩
অবিধ্যৎ সাধুবাহান্ বৈ সৈন্ধবান্ সাত্বতস্য হি।
রুক্মধ্বজো রুক্মপৃষ্ঠং মহদ্ বিস্ফার্য কার্মুকম্ ॥ ৩৪
রুক্মমাঙ্গদী রুক্মবর্মা রুক্মপুঙ্খৈরবারয়ৎ।

ততোঽশীতিং শিনেঃ পৌত্রঃ সায়কান্ কৃতবর্মণে ॥ ৩৫
প্রাহিণোৎ ত্বরয়া যুক্তো গ্রহীকামো ধনঞ্জয়ম্।
সোঽতিবিদ্ধো বলবতা শক্রণা শক্রতাপনঃ ॥ ৩৬
সমকম্পত দুর্ধর্ষঃ ক্ষিতিকম্পে যথাচলঃ।
ত্রিভির্ত্র্যা চতুরোঽস্যাশ্বান্ সপ্তভিঃ সারথিং তথা ॥ ৩৭
বিব্যাধ নিশিতৈর্ভূর্ণং সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
সুবর্ণপুঙ্খং বিশিখং সমাধায় চ সাত্যকিঃ ॥ ৩৮
ব্যসৃজৎ তং মহাজ্বালং সংক্রুদ্ধমিব পন্নগম্।
সোঽবিধ্যৎ কৃতবর্মাণং যমদণ্ডোপমঃ শরঃ ॥ ৩৯
জাম্বূনদবিচিত্রঞ্চ বর্ম নিষ্টিভ্য ভানুমৎ।
অভ্যগাদ্ ধরণীমুগ্রো রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ ॥ ৪০
সন্ত্রাস্তরুধিরস্ত্রাণো সাত্বতেষুভিরর্দিতঃ।
সশরং ধনুরুৎসৃজ্য ন্যপতৎ স্যন্দনোত্তমাৎ ॥ ৪১
স সিংহদংষ্ট্রো জানুভ্যাং পতিতোঽমিতবিক্রমঃ।
শরাদিতাঃ সাত্যকিনা রথোপস্থে নরর্ষভঃ ॥ ৪২

উপস্থিত হইলেন। মহারাজ! যুদ্ধবিশারদকারী কালের ন্যায় কৃতবর্মাকে সেখানে আসিতে দেখিয়া যুযুধান স্বীয় সারথিকে বলিলেন।

সূত! এই কৃতবর্মা বাণ লইয়া রথের দ্বারা তীব্রগতিতে আসিতেছে। সে সমস্ত ধনুর্ধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তুমি রথের দ্বারা ইহার দিকে প্রত্যুদ্গমন কর।

তদনন্তর সাত্যকি বিধি অনুসারে সজ্জিত তেজস্বী রথের দ্বারা রণভূমিতে ধনুর্ধর-বীরগণের আদর্শস্বরূপ কৃতবর্মার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাহার পর প্রজ্বলিত অগ্নি এবং বেগশালী ব্যাঘ্রসদৃশ এই দুই নরশ্রেষ্ঠ বীর অত্যন্ত কুপিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন।

কৃতবর্মা সাত্যকির উপর তেজস্বী ছাব্বিশটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং পাঁচটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন।

তদনন্তর স্বর্ণনির্মিত কেয়ূর ও স্বর্ণনির্মিত কবচধারণকারী এবং স্বর্ণময় দণ্ড সুশোভিত কৃতবর্মা স্বর্ণপৃষ্ঠ এক বিশাল ধনুর টঙ্কারধ্বনি করিতে করিতে স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা সাত্যকির অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন।

তখন বিনিগৌত্র সাত্যকি সত্বর অর্জুনকে দর্শন করিবার ইচ্ছা পোষণ করিয়া সেখানে কৃতবর্মাকে আশীটি বাণে প্রহার করিলেন।

শত্রুসন্তাপক দুর্ধর্ষ বীর কৃতবর্মা স্বীয় বলবান্ শত্রু সাত্যকির দ্বারা অত্যন্ত আহত হইয়া সেইভাবে কাঁপিতে লাগিলেন, যেরূপ ভূমিকম্পের সময় পর্বত আন্দোলিত হইয়া থাকে।

তাহার পর সত্যপরাক্রমী সাত্যকি তেরটি বাণের দ্বারা তাঁহার অশ্বগণকে এবং সাতটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁহার সারথিকেও ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন।

ইহার পর সাত্যকি স্বীয় ধনুর উপর সুবর্ণদণ্ড পক্ষযুক্ত অত্যন্ত তেজস্বী একটি বাণের সন্ধান করিলেন, যাহা ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। এই বাণ তিনি কৃতবর্মার উপর নিক্ষেপ করিলেন।

সাত্যকির সেই বাণ যমদণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর ছিল। তিনি কৃতবর্মার সুবর্ণমণ্ডিত উজ্জ্বল কবচকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়া তাঁহাকে গুরুতর আঘাত করিলেন এবং রক্তাপ্লুত অবস্থায় ধরাতলে পতিত হইলেন। ২৪-৪০

যুদ্ধস্থলে সাত্যকির বাণসমূহে পীড়িত হইয়া কৃতবর্মা রক্তধারা প্রবাহিত করিতে করিতে ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করিয়া সেই উত্তম রথ হইতে রথেরই পশ্চাদ্ভাগে পতিত হইলেন। ৪১

সিংহসদৃশ দন্তবিশিষ্ট ও অমিতপরাক্রমশালী নরশ্রেষ্ঠ কৃতবর্মা সাত্যকির বাণসমূহে পীড়িত হইয়া জানুদ্বয়ের সাহায্যে রথের আসনে পতিত হইলেন। ৪২

সহস্রশাহসদৃশমক্ষোভ্যমিব সাগরম্ ।
নিবার্য্য কৃতবর্ম্মাণং সাত্যকিঃ প্রযযৌ ততঃ ॥ ৪৩
খড়্গশক্তিধনুঃকীর্ণাং গজাশ্ব-রথসঙ্কুলাম্ ।
প্রবর্ত্তিতোগ্ররুধিরাং শতশঃ ক্ষত্রিয়র্ষভৈঃ ॥ ৪৪
প্রেক্ষতাং সর্ব্বসৈন্যানাং মধ্যেন নিনিপুঙ্গবঃ ।
অত্যগাদ্ বাহিনীং ত্যক্ত্বা বৃত্রহেবাসুরীং চমূম্ ॥ ৪৫

মহাবাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনসদৃশ দুর্জ্জয় এবং মহাসাগরতুল্য অক্ষোভ্য কৃতবর্ম্মাকে এইরূপ পরাজিত করিয়া সাত্যকি সেখান হইতে অগ্রসর হইলেন ॥ ৪৩

যেরূপ বৃত্রনাশক ইন্দ্র অসুর-সৈন্যদিগকে লঙ্ঘন করিয়া গমন করেন, সেইরূপ নিনিপ্রবর সাত্যকি সমস্ত সৈন্যগণের সাক্ষাতে তাহাদের মধ্য দিয়া সেই সৈন্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। সেই কৌরব-গণের শত শত ক্ষত্রিয়শিরোমণি ভয়ানক রক্তধারা প্রবাহিত করিতেছিলেন। সেখানে ঢাল, অশ্ব এবং রথসকল পরিপূর্ণ ছিল। গদা, শক্তি ও ধনু চারিদিকেই ব্যাপ্ত ছিল ॥ ৪৪-৪৫

এদিকে বলবান্ কৃতবর্ম্মা আশ্বস্ত হইয়া দ্বিতীয় বিশাল ধনু ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে সাত্যগণের সৈন্যের সম্মুখীন হইবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্ব্বে সাত্যকির প্রবেশবিষয়ক এবং দুর্য্যোধন ও কৃতবর্ম্মার পরাজয়বিষয়ক ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[সাত্যকিনা সহ দ্রোণাচার্য্যস্য যুদ্ধম্, দ্রোণাচার্য্যস্য পরাজয়ঃ, কৌরব-সৈন্যানাং পলায়নঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

কাল্যমানেষু সৈন্যেষু শৈনেয়েন ততস্ততঃ ।
ভারদ্বাজঃ শরব্রাতৈর্মহদ্ভিঃ সমবাকিরৎ ॥ ১
স সম্প্রহারস্তুমুলো দ্রোণ-সাত্যতয়োরভূৎ ।
পশ্যতাং সর্ব্বসৈন্যানাং বলিবাসবয়োরিব ॥ ২
ততো দ্রোণঃ শিনেঃ পৌত্রং চিত্রৈঃ সর্ব্বায়সৈঃ শরৈঃ ।
ত্রিভিরাশীবিষাকারৈর্ললাটে সমবিধ্যত ॥ ৩
তৈর্ললাটার্পিতৈর্বাণৈর্যুধানস্থিভিস্ত্রিগৈঃ
ব্যরোচত মহারাজ ত্রিশৃঙ্গ ইব পর্ব্বতঃ ॥ ৪
ততোঽস্য বাণানপরানিন্দ্রাশনিসমস্বনান্ ।
ভারদ্বাজোঽন্তরপ্রেক্ষী প্রেষয়ামাস সায়কান্ ॥ ৫

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়

[সাত্যকির সহিত দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধ, দ্রোণাচার্য্যের পরাজয় এবং কৌরব-সৈন্যের পলায়ন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! যখন সাত্যকি যেখানে সেখানে যাইয়া আপনার সৈন্যদিগকে কালের গ্রাসে প্রেরণ করিতে লাগিলেন, তখন ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে প্রচুর বাণবর্ষণের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১

রাজন্! সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই বলি ও ইন্দ্রের ন্যায় দ্রোণাচার্য্য ও সাত্যকির এই যুদ্ধ অতি তীব্র আকার ধারণ করিল ॥ ২

সেই দ্রোণাচার্য্য সম্পূর্ণ তাপ লৌহের ন্যায় নির্ম্মিত বিচিত্র ও বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর তিনটি বাণের দ্বারা শিনিপৌত্র সাত্যকির ললাট গুরুতররূপে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩

মহারাজ! ললাটে প্রবিষ্ট এই সরলগামী তিনটি বাণের দ্বারা যুযুধান তিনটি শিখরবিশিষ্ট পর্ব্বতসদৃশ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪

দ্রোণাচার্য্য এই সময় কেবল সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। তিনি সুযোগ পাইয়া ইন্দ্রের বজ্রতুল্য ভয়ঙ্কর শব্দকারী আরও বহুসংখ্যক বাণ যুদ্ধস্থলে সাত্যকির উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫

তান্ দ্রোণচাপনির্ম্মুক্তান্ বাণার্হাঃ পততঃ শরান্।
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং সুপুঙ্খাভ্যাং চিচ্ছেদ পরমাস্ত্রবিৎ ॥ ৬

তমস্ত লঘুতাং দ্রোণঃ সমবেক্ষ্য বিশাম্পতে
প্রহস্য সহসাবিধ্যৎ ত্রিংশতা শিনিপুঙ্গবম্ ॥ ৭

পুনঃ পঞ্চাশতেষ্বাসঃ শিতেন চ সমার্পয়ৎ।
লঘুতাং যুযুধানস্য লাঘবেন বিশেষয়ন্ ॥ ৮

সমুৎপতন্তি বল্মীকাদ্ যথা ক্রুদ্ধা মহোরগাঃ।
তথা দ্রোণরথাদ্ রাজন্নাপতন্তি তনুচ্ছিদঃ ॥ ৯

তথৈব যুযুধানেন সৃষ্টাঃ শতসহস্রশঃ।
অবাকিরন্ দ্রোণরথং শরা রুধিরভোজনাঃ ॥

লাঘবাদ্ দ্বিজমুখ্যস্য সাত্বতস্য চ মারিষ।
বিশেষং নাধ্যগচ্ছাম সমবাস্তাং নরর্ষভৌ ॥ ১১

সাত্যকিস্তু ততো দ্রোণং নবভির্নতপর্ব্বভিঃ।
আজঘান ভৃশং ক্রুদ্ধো ধ্বজঞ্চ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১২

সারথিঞ্চাস্য তেনৈব ভারদ্বাজস্য পশ্যতঃ।
লাঘবং যুযুধানস্য দৃষ্ট্বা দ্রোণো মহারথঃ ॥ ১৩

সপ্তত্যা সারথিং বিদ্ধ্বা তুরঙ্গাংশ্চ ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
ধ্বজমেকেন চিচ্ছেদ মাধবস্য রথে স্থিতম্ ॥ ১৪

অথাপরেণ ভল্লেন হেমপুঙ্খেন পত্রিণা।
ধনুশ্চিচ্ছেদ সমরে মাধবস্য মহারণঃ ॥ ১৫

সাত্যকিস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো ধনুস্ত্যক্ত্বা মহারথঃ।
গদাং জগ্রাহ মহতীং লাঘবাত্তাং চাক্ষিপৎ ॥ ১৬

তামাপতন্তীং সহসা পটবদ্ধামহস্করীম্।
ক্ষুরাভ্যাং ক্ষুরকল্পৈর্দ্রোণো বহুভিরুক্তপিভিঃ ॥ ১৭

অথাস্যন্ বসুরাধায় সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
বিব্যাধ বহুবীরঃ চারদ্বাজং শিলাশিতৈঃ ॥ ১৮

স বিদ্ধ্বা সমরে দ্রোণং সিংহনাদমমুক্তত।
তং চৈব ন মমৃষে দ্রোণঃ সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥

দ্রোণাচার্য্যের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণকে বাণার্হ-মূলবন্ধন পরমাস্ত্রবিৎ সাত্যকি উত্তম পক্ষযুক্ত দুইটি দুইটি বাণের দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৬

প্রভানাথ! সাত্যকির সেই হস্তনৈপুণ্য দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য হাস্য সহকারে সহসা ত্রিশটি বাণ প্রহার করিয়া শিনিপ্রবর সাত্যকিকে আহত করিলেন ॥ ৭

তাহার পর তিনি যুযুধানের হস্তনৈপুণ্যকে স্বীয় হস্তনৈপুণ্যের দ্বারা প্রতিহত করিয়া নিশিত পঞ্চাশটি বাণের দ্বারা পুনরায় তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ৮

রাজন্! যেরূপ বল্মীক হইতে বহু ক্রুদ্ধ সর্প বাহির হইয়া থাকে, সেইরূপ দ্রোণাচার্য্যের রথ হইতে দেহচ্ছেদকারী বহু বাণ বাহির হইয়া রণাঙ্গনে চারিদিকেই পতিত হইতে লাগিল ॥ ৯

সেইরূপ যুযুধানকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত লক্ষ লক্ষ রক্তভোজী বাণ দ্রোণাচার্য্যের রথের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। ১০

মাননীয় কৃপাল! হস্তনৈপুণ্যবিষয়ে দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য ও শাশ্বতবংশী সাত্যকির মধ্যে আমরা কোন ভেদই দেখিতে পাইলাম না। এই দুই নরশ্রেষ্ঠ সমান বলিয়াই তখন প্রতীত হইতেছিল। ১১

তদনন্তর সাত্যকি অত্যন্ত কুপিত হইয়া আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে তীব্র আঘাত করিলেন এবং তীক্ষ্ণবাণসমূহে তাঁহার ধ্বজও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ১২

তাহার পর দ্রোণাচার্য্যের সাক্ষাতেই সাত্যকি এক শত বাণের দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিলেন। যুযুধানের এই নৈপুণ্য দেখিয়া মহারথী দ্রোণাচার্য্য সত্বর বাণের দ্বারা সাত্যকির সারথিকে বিদ্ধ করিয়া তিনটি তিনটি বাণে তাঁহার অশ্বগণকেও বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর অপর একটি বাণে সাত্যকির রথে অবস্থিত ধ্বজকেও ছেদন করিলেন। ১৩-১৪

ইহার পর সুবর্ণখচিত পঙ্খযুক্ত অপর একটি ভল্লের দ্বারা আচার্য্য দ্রোণ রণাঙ্গনে মহাত্মা সাত্যকির ধনুটিকেও বিখণ্ডিত করিয়া দিলেন। ১৫

ইহাতে মহারথি সাত্যকির অত্যন্ত ক্রোধ হইল। তিনি ধনুত্যাগ করত বিশাল গদা হাতে লইলেন এবং উহা ভরদ্বাজবংশ-ভূষণ দ্রোণাচার্য্যের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ১৬

এই লৌহ নির্ম্মিত গদা পট্টবস্ত্রের দ্বারা বদ্ধ ছিল। উহাকে সহসা নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য বহুরূপ বিশিষ্ট অনেক বাণের দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিলেন। ১৭

তখন সত্যপরাক্রমী সাত্যকি অপর এক হাতে লইয়া শিলা-শাণিত বহুসংখ্যক বাণের দ্বারা বীর দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৮

এইরূপে সমরাঙ্গণে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া সাত্যকি সিংহনাদরূপ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইহা সমস্ত অস্ত্রধারীদিগের শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য সহ্য করিতে পারিলেন না। ১৯

ততঃ শক্তিং গৃহীত্বা তু কনকদণ্ডময়ন্ময়ীম্।
ত্বরমা প্রেষয়ামাস মাধবস্য রথং প্রতি ॥ ২০
অনাসাদ্য তু বৈনেয়ং সা শক্তিঃ কালসন্নিভা।
ভিত্ত্বা বর্ম জগামোগ্রা ধরণীং ভারপীড়না ॥ ২১
ততো দ্রোণঃ শিনেঃ পৌত্রং রাজন্ বিব্যাধ পত্রিণা।
দক্ষিণং ভুজমাসাদ্য পীড়য়ন্ ভরতর্ষভ ॥ ২২
দ্রোণোঽপি সমরে রাজন্ মাধবস্য মহদ্ ধনুঃ।
অর্ধচন্দ্রেণ চিচ্ছেদ রথশক্ত্যা চ সারথিম্ ॥ ২৩
মুমোহ সারথিস্তস্য রথশক্ত্যা সমাহতঃ
স রথোপস্থমাসাদ্য মুহূর্তং সংজ্ঞয়াঽহরত্ ॥ ২৪
চকার সাত্যকী রাজন্ সুতকর্মাতিমানুষম্।
অযোধয়চ্চ যদ্ দ্রোণং রশ্মীন্ জগ্রাহ চ স্বয়ম্ ॥ ২৫
ততঃ শরশতেনৈব মুমুদানো মহারথঃ।
অবিধ্যদ্ ব্রাহ্মণং সংখ্যে হৃষ্টরূপো বিশাম্পতে ॥ ২৬

তিনি বর্মভেদকারী লৌহনির্মিতা একটি শক্তি লইয়া উহা সাত্যকির রথের দিকে তীব্রবেগে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২০

কালতুল্যা বিকরাল সেই শক্তি সাত্যকির নিকট পর্যন্ত না যাইয়া তাঁহার রথকে বিদীর্ণ করত ভয়ঙ্করশব্দ সহকারে ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ২১

রাজন্! ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন শিনির পৌত্র একটি বাণের দ্বারা দ্রোণাচার্যের দক্ষিণ বাহুতে আঘাত করত তাঁহাকে পীড়াদান পূর্বক তাঁহাকে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২২

রাজন্! তখন সমরাঙ্গণে দ্রোণাচার্যও সাত্যকির বিশাল ধনুটিকে অর্ধচন্দ্রাকার বাণের দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং রথ শক্তি প্রহার করিয়া তাঁহার সারথিকেও গুরুতর আহত করিয়া দিলেন ॥ ২৩

দ্রোণের রথশক্তির দ্বারা আহত হইয়া সারথি মূর্ছাপ্রাপ্ত হইল। সে রথের আসনে বসিয়া মুহূর্তকাল নীরব হইয়া থাকিল ॥ ২৪

মহারাজ! সাত্যকি সেই সময় অতিমানুষিক বীরত্ব করিতে থাকিলেন। তিনি তখন দ্রোণাচার্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, আবার স্বয়ংই অশ্বের রশ্মি (লাগাম) ধারণ করত অশ্বচালনাও করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

প্রজানাথ! সেই যুদ্ধ স্থলে মহারথী সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া বিপ্রবর দ্রোণাচার্যকে একশত বাণে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৬

তখন দ্রোণঃ শরান্ পঞ্চ প্রেষয়ামাস ভারত।
তে ঘোরাঃ কবচং ভিত্ত্বা পপুঃ শোণিতমাহবে ॥ ২৭
বিনিষ্কৃত্তৈ শরৈর্ঘোরৈরক্রুধ্যৎ সাত্যকির্ভৃশম্।
সারথীন্ বাজিনশ্চাপি বীরো রুক্মরথং প্রতি ॥ ২৮
ততো দ্রোণস্য ধনুষঃ ক্ষিপ্রহস্তেন ধীমতা।
অশ্বান্ রাজ্ঞাবধীদ্ বাণৈর্হতসূতাংস্তথস্তথঃ ॥ ২৯
স রথঃ প্রদ্রুতঃ সংখ্যে নবতানি সহস্রশঃ।
চকার রাজতো রাজন্ ভ্রাম্যমাণ ইবাংশুমান্ ॥ ৩০
অভিদ্রবত গৃহ্ণীত হন্যান্ দ্রোণস্য বাহিনীম্
ইতি স্ম চুক্রুশুঃ সর্বে রাজপুত্রাঃ সরাজকাঃ ॥ ৩১
তে সাত্যকিমথাস্যান্তে রাজন্ যুধি মহারথাঃ।
যতো দ্রোণস্ততঃ সর্বে সহসা সমুপাদ্রবন্ ॥ ৩২
তান্ দৃষ্ট্বা প্রদ্রুতান্ সংখ্যে সাত্যকেন শরাদিতান্।
প্রহৃষ্টঃ পুনরেবাসীৎ তব সৈন্যঃ সমাকুলম্ ॥ ৩৩

ভারত! এই সময় দ্রোণাচার্যও সাত্যকির উপর পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। এই ভয়ঙ্কর বাণসকল রণাঙ্গনে সাত্যকির কবচ ভেদ করিয়া তাঁহার রক্ত পান করিতে লাগিল ॥ ২৭

সেই ভয়ঙ্কর বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া বীর সাত্যকি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি সুবর্ণময় রথারোহী দ্রোণাচার্যের উপর বহু বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

তিনি এই সময় এক বাণে দ্রোণাচার্যের সারথিকে ভূতলে পাতিত করিলেন এবং সারথিহীন অশ্বগণকে বীর বাণসমূহে এদিক্ ওদিকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

রাজন্! রৌপ্যনির্মিত (স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুর দ্বারাই দ্রোণাচার্যের রথ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কারণ, ২৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে—স্বর্ণনির্মিত রথ।) যুদ্ধ স্থলে চারিদিকে দৌড়াইতে থাকিয়া হাজার হাজার বার ঘুরিতে লাগিল। সেই সময় এই রথ কিরণমালী সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতে ছিল ॥ ৩০

সেই সময় সমস্ত রাজা ও রাজকুমারগণ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—অরে, দৌড়াইয়া যাও, দৌড়াইয়া যাও। দ্রোণাচার্যের অশ্বগণকে ধর ধর ॥ ৩১

রাজন্! সেই যুদ্ধস্থলে এই সব মহারথী বীরগণ অতি সত্বর সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিয়া যেখানে দ্রোণাচার্য ছিলেন, সেখানে সহসা পলাইয়া আসিলেন ॥ ৩২

সাত্যকির বাণসমূহে পীড়িত হইয়া এই সকল যোদ্ধাগণকে

ব্যূহস্যৈব পুনর্দ্বারং গত্বা দ্রোণো ব্যবস্থিতঃ।
বাতায়মানৈস্তৈরথৈর্নীতো বৃষ্ণিশরার্দিতৈঃ ॥ ৩৪

পাণ্ডু-পাঞ্চাল্যসঙ্ঘিন্নং ব্যূহমালোক্য বীর্য্যবান্।
শৈনেয়ো নাকরোদ্ যত্নং ব্যূহমেবাভ্যরক্ষত ॥ ৩৫

নিবার্য্য পাণ্ডু-পঞ্চালান্ দ্রোণাদ্যান্ প্রদহন্নিব।
তস্থৌ ক্রোধেন্ধসন্দীপ্তঃ কালসূর্য্য ইবোত্থিতঃ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি সাত্যকিপ্রবেশে
সাত্যকিপরাক্রমে সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৭

মুহূর্মুহু হইতে পলায়ন করিতে দেখিয়া আপনার সুসংঘটিত সমস্ত সৈন্যরা পুনরায় ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন ॥ ৩৩

দ্রোণাচার্য্য পুনরায় ব্যূহেরই দ্বারে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সাত্যকির বাণসমূহে পীড়িত হইয়া বায়ুতুল্য সবেগে পলায়মান তাঁহার অশ্বগণই তাঁহাকে সে স্থলে উপস্থিত করিয়া দিল ॥ ৩৪

পরাক্রমশালী দ্রোণাচার্য্য স্বীয় ব্যূহকে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়া যাইতে দেখিয়া সাত্যকিকে বধ করিবার চেষ্টা পরিহার করিলেন। তিনি পুনরায় স্বীয় ব্যূহকেই রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

ক্রোধরূপী ইন্ধনে (কাষ্ঠে) প্রজ্বলিত দ্রোণরূপ অগ্নি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে ভস্ম করিয়া সকলকে ধ্বংস করিতে করিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং প্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকিলেন ॥ ৩৬

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্ব্বে সাত্যকির প্রবেশ ও সাত্যকির পরাক্রমবিষয়ক সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাত্যকিনা সুদর্শনস্য বধঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

দ্রোণং স জিত্বা পুরুষপ্রবীর-
স্তথৈব হার্দিক্যমুখাংস্তদীয়ান্।
প্রহৃষ্ট রূপং বচনং প্রভাবে
শিনিপ্রবীরঃ কুরুপুঙ্গবাগ্র্য ॥ ১

নিমিত্তমাত্রং বয়মত্র সূত
দ্বন্দ্বারয়ঃ কেশব-ফাল্গুনাভ্যাম্।
হতান্ নিহন্মেহ নরর্ষভেণ
যয়ং সুরেশাত্মসমুদ্ভবেন ॥ ২

তমেবমুক্ত্বা শিনিপুঙ্গবস্তদা
মহামৃধে সোঽগ্র্যধনুর্ধরোঽরিহা।
কিরন্ সমন্তাৎ সহসা শরান্ বলী
সমাপতচ্ছ্যেন ইবামিষং যথা ॥ ৩

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়।

[সাত্যকি কর্ত্তৃক সুদর্শনবধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—কুরুসত্তম! দ্রোণাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি আপনার প্রধান মহারথী যোদ্ধাদিগকে জয় করিয়া নরবীর সাত্যকি স্বীয় সারথিকে ব্যস্ত করিতে করিতে বলিলেন ॥ ১

সারথে! এই বিষয়ে আজ আমরা কেবল নিমিত্তমাত্র। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনই আমাদের এই সব শত্রুদিগকে বধ করিয়া দিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত সৈন্যদিগকে আমরা বধ করিতেছি মাত্র ॥ ২

সেই মহাসময়ে সারথিকে এই কথা বলিয়া বহুশিরোমণি শত্রুনাশন শিনিপ্রবর বলবান্ সাত্যকি সহসা শত্রুদিকে বাণবর্ষণ করিতে করিতে শত্রুদিগের উপর সেইভাবে আক্রমণ করিলেন, যেরূপ বাজপাখী মাংসখণ্ডের জন্য তাহার উপর ঝাপটা দিয়া পতিত হইয়া থাকে ॥ ৩

তং বাহুমদ্যৈঃ শশিশঙ্খবর্ণৈ-
বিগাহ্য সৈন্যং পুরুষপ্রবীরম্।
নাশক্নুবন্ বারয়িতুং সমন্তা-
দাদিত্যরশ্মিপ্রতিমং রথাগ্র্যম্ ॥ ৪
অসঙ্গবিক্রান্তমদীনসত্ত্বং
সর্বে গণা ভারত যে বলীয়াঃ।
সহস্রনেত্রপ্রতিমপ্রভাবং
দিবীব সূর্যাঃ ফলদব্যপায়ে ॥ ৫
অমর্ষপূর্ণস্থিতিচিত্রযোধী
শরাসনী কাঞ্চনবর্মধারী।
যুদর্শনঃ সাত্যকিমাপতন্তং
জঘান রাজন্ রাজবরঃ প্রসহ্য ॥
তরোরভূদ্ ভারত সম্প্রহারঃ
সুদারুণস্তং সমতিপ্রশংসন্।
যোধাস্তদীয়াশ্চ হি সোমকাশ্চ
বৃত্রেন্দ্রয়োর্যুদ্ধমিবামরৌঘাঃ ॥ ৭
শরৈঃ সুতীক্ষ্ণৈঃ শতশোঽভ্যবিধ্যৎ
সুদর্শনঃ সাত্বতমুখ্যমাজৌ
অনাপতন্তমেব তু তান্ পৃষৎকা-
শ্চিচ্ছেদ রাজন্ শিনিপুঙ্গবোঽপি ॥ ৮
তথৈব শক্রপ্রতিমোঽপি সাত্যকিঃ
সুদর্শনে যান্ ক্ষিপতি স্ম সায়কান্।
দ্বিধা ত্রিধা তানকরোৎ সুদর্শনঃ
শরোত্তমৈঃ স্বন্দনবর্ষ্যমাস্থিতঃ ॥ ৯
তান্ বীক্ষ্য বাণান্ নিহতাংস্তদানীং
সুদর্শনঃ সাত্যকিবাণবেগৈঃ।
ক্রোধাদ্ দিধক্ষন্নিব তিগ্মতেজাঃ
শরানমুঞ্চৎ তপনীয়চিত্রান্ ॥ ১০
পুনঃ স বাণৈস্ত্রিভিরন্বিকৃষ্টৈ-
রাকর্ণপূর্ণৈর্নিশিতৈঃ সুপুঙ্খৈঃ।
বিব্যাধ দেহাবরণং বিভিন্ন
তে সাত্যকেরাবিবিশুঃ শরীরম্ ॥ ১১
তথৈব তস্যাবনিপালপুত্রঃ
সন্ধায় বাণৈরপরৈর্জঘান্বিঃ।
আজঘ্নিবাংস্তান্ রজতপ্রকাশাং-
শ্চতুর্ভিরশ্বাংশ্চতুরঃ প্রসহ্য ॥ ১২

সূর্যকিরণতুল্য প্রকাশমান রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরবীর সাত্যকি যখন আপনার সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চন্দ্র ও শঙ্খসদৃশ শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট অশ্বগণের দ্বারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন কোন দিকেই কোন যোদ্ধা তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ৪

ভারত! সাত্যকির পরাক্রম অসঙ্গ ছিল। তাঁহার ধৈর্য এবং বলও মহান্ ছিল। তিনি চন্দ্রসদৃশ প্রভাবশালী ও আকাশে মেঘীপ্যমান শরৎকালীন সূর্যতুল্য প্রচণ্ড তেজস্বী ছিলেন। আপনার সকল সৈন্যই একত্রে মিলিত হইয়াও তাঁহাকে রুদ্ধ করিতে পারিল না ॥ ৫

সেই সময় অতিশয় বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধকারী, সুবর্ণ কবচধারী, মহাধনুর্ধর, নৃপশ্রেষ্ঠ সুদর্শন নিজের দিকে সাত্যকিকে আসিতে দেখিয়া অমর্ষপূর্ণচিত্তে বলপূর্বক তাঁহাকে প্রতিরোধ করিলেন ॥ ৬

ভারত! তখন এই দুই বীরের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যেরূপ দেবগণ বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের গাথা গান করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনার যোদ্ধারা ও সোমকগণও এই দুই বীরের সেই যুদ্ধের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৭

রাজন্! রণাঙ্গনে সুদর্শন সাত্বতবংশকেতু সাত্যকিকে শত শত সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু শিনিপ্রবর সাত্যকি সেই সব বাণকে নিজের নিকট আসিবার পূর্বেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৮

এইরূপ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী সাত্যকিও সুদর্শনের উপর যে বাণসকল প্রহার করিয়াছিলেন, শ্রেষ্ঠ রথে উপবিষ্ট সুদর্শনও স্বীয় উত্তম বাণসমূহের দ্বারা সেই সকল বাণকে দুই খণ্ডে ও তিনখণ্ডে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৯

সাত্যকির সেই বেগশালী বাণসমূহের দ্বারা নিজের নিক্ষিপ্ত বাণসকলকে নষ্ট হইয়া যাইতে দেখিয়া প্রচণ্ড তেজস্বী রাজা সুদর্শন ক্রোধে তাঁহাকে দগ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া সুবর্ণভূষিত বিচিত্র বাণসমূহ তাঁহার উপর প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ১০

তিনি পুনরায় অগ্নিসদৃশ তেজস্বী ও কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত সুন্দর পঙ্খযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। এই সকল বাণ সাত্যকির কবচ বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১১

তাহার পর সেই রাজকুমার সুদর্শন অন্য চারিটি তেজস্বী

তথা তু তেনাভিহতস্তরস্বী
নদ্ধা শিনেরিন্দ্রসমানবীর্য্যঃ।
সুদর্শনস্তেষুগণৈঃ সুতীক্ষ্ণৈ-
র্হয়ান্ নিহত্যাশু ননাদ নাদম্ ॥ ১৩
অথাস্য সূতস্য শিরো নিকৃত্য
তরেণ শক্রাশনিসন্নিভেন।
সুদর্শনস্যাপি শিনিপ্রবীরঃ
ক্ষুরেণ কালানলসন্নিভেন ॥ ১৪
সকুণ্ডলং পূর্ণশশিপ্রকাশং
ভ্রাজিষ্ণু বক্ত্রং বিচকর্ত্ত দেহাৎ।
যথা পুরা বজ্রধরঃ প্রসহ্য
বলস্য সংখ্যেঽভিবলস্য রাজন্ ॥ ১৫
নিহত্য তং পার্থিবপুত্রপৌত্রং
রথে যদূনামৃষভস্তরস্বী।
মুদা সমেতঃ পরয়া মহাত্মা
বরাজ রাজন্ সুররাজকল্পঃ ॥ ১৬
ততো যথাবজ্জুন এব যেন
নিবার্য্য সৈন্যং তব মার্গণৌঘৈঃ।
সদশ্বযুক্তেন রথেন রাজ-
ন্নেকং বিসিস্মাপয়িষুর্যযৌ বীরঃ
তৎ তস্য বিস্মাপয়নীয়মগ্র্য-
মপূজয়ন্ যোধবরাঃ সমেতাঃ।
প্রবর্ত্তমানানিষুগোচরেঽরীন্
দদাহ বাণৈস্তরুণঃ যথৈব ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি সুদর্শনবধে
অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৮

বাণ সন্ধান করিয়া তাহাদের দ্বারা গৌপালরূপ গৌপায়মান সাত্যকির সেই চারিটি অশ্বকেও সবলে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১২

সুদর্শন কর্তৃক এইরূপে আহত হইয়া পক্ষীর ইন্দ্রের ন্যায় বলবান্ ও বেগশালী শিনিপৌত্র সাত্যকি স্বীয় সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সুদর্শনের অশ্বগণকে অতিক্রত সংহার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

রাজন্! তাহার পর ইন্দ্রের বজ্রস্বরূপ একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার শত্রুবীর শিরশ্ছেদ করিয়া শিনিবংশের প্রধান বীর সাত্যকি কালাগ্নিতুল্য তেজস্বী একটি ক্ষুর-বাণের দ্বারা সুদর্শনের চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশমান, শোভাযিত ও কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তককেও দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়া সেইরূপে কৃপাণিত করিলেন, যেরূপে পুরাকালে বজ্রধারী ইন্দ্র সমরাঙ্গণে অত্যন্ত বলবান্ বলাসুরের মস্তক সবলে ছেদন করিয়া কৃপাণিত করিয়াছিলেন ॥ ১৪-১৫

রাজন্! রাজার পুত্র ও পৌত্র সুদর্শনকে রণাঙ্গনে বধ করিয়া যদুকুলতিলক দেবসদৃশ পরাক্রমশালী, বেগবান্ ও মহাত্মা সাত্যকি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া বিজয়শ্রীকর্তৃক সুশোভিত হইলেন ॥ ১৬

রাজন্! তদনন্তর সকল লোককে আশ্চর্য্যান্বিত করিবার ইচ্ছা করিয়া নরবীর সাত্যকি স্বীয় সুন্দর অশ্বগণ-যোজিত রথের সাহায্যে বাণসমূহের দ্বারা আপনার সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে করিতে সেই পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন, যে পথ দিয়া অর্জুন গমন করিয়াছিলেন ॥ ১৭

তাঁহার এই অত্যাশ্চর্য্যকর উত্তম পরাক্রমের প্রশংসা সেখানে সমবেত সকল যোদ্ধারাই করিতে লাগিলেন। সাত্যকি নিজ বাণপথের মধ্যে পতিত শত্রুদিগকে স্বীয় বাণসমূহ দ্বারা অগ্নিদেবের ন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বের সুদর্শনবধবিষয়ক অষ্টাদশাধিক-শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাত্যকেঃ সারথেশ্চ সংলাপঃ, সাত্যকিনা কাম্বোজ-যবনাদিসৈন্যানাং পরাজয়শ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ স সাত্যকির্মান্ মহাত্মা বৃষ্ণিপুঙ্গবঃ।
সুদর্শনং নিহত্যাজৌ যন্তারং পুনরব্রবীৎ॥ ১

রথাশ্বনাগকলিলং শরশক্ত্যূর্মিমালিনম্।
খড়্গমৎস্যং গদাগ্রাহং সূরাধৃষমহার্ণবম্॥ ২

প্রাণাপহারিণং রৌদ্রং বাদিত্রোৎক্রুষ্টনাদিতম্।
যোধানামসুখস্পর্শং দুর্ধর্ষমজরৈর্বিণাম্॥ ৩

তীর্ণাঃ স্ম দুস্তরং ভীত দ্রোণানীকমহার্ণবম্।
জলসঙ্ঘবলেনাজৌ পুরুষাদৈরিবাবৃতম্॥ ৪

অতোঽহমুৎসৃজন্ প্রাণান্ মন্যে কূলমিবাগতঃ।
ভর্তব্যামরসলিলাং চোদয়াশ্বানসম্ভ্রমম্॥ ৫

হতপ্রায়মহং মন্যে সাম্প্রতং সব্যসাচিনম্।
নিজিত্য দুর্ধরং দ্রোণং সপদানুপমাহবে॥ ৬

হার্দিক্যং যোধবর্য্যঞ্চ মন্যে প্রাপ্তং ধনঞ্জয়ম্।
ন হি মে জায়তে ত্রাসো দৃষ্ট্বা সৈন্যান্যনেকশঃ॥ ৭

বহ্নেরিব প্রদীপ্তস্য বনে শুষ্কতৃণোলপে।
পশ্য পাণ্ডবমুখ্যেন যাতাঃ ভূমিঃ কিরীটিনা॥ ৮

পতাকাধ্বজনাগৌঘৈঃ পতিতৈর্বিষমীকৃতাম্।
দ্রবতে তদ্ যথা সৈন্যং তেন ভদ্রং মহাত্মনা॥ ৯

রথৈর্বিপরিধাবদ্ভির্গজৈরশ্বৈশ্চ সারথে।
কৌশেয়ারুণসঙ্কাশমেতদ্ধূম্রং রজঃ॥ ১০

অভ্যাসস্থমহং মন্যে শ্বেতাশ্বং কৃষ্ণসারথিম্।
স এষ শ্রূয়তে শব্দো গাণ্ডীবস্যানিতৌজসঃ॥ ১১

বাধূনানি নিমিত্তানি মম প্রাদুর্ভবন্তি বৈ।
অনন্তরঞ্চ আদিষ্টো হন্তা সৈন্ধবমর্জুনঃ॥ ১২

একোনবিংশত্যধিক অধ্যায়।

[সাত্যকি ও সারথির আলাপ এবং সাত্যকিকর্তৃক কাম্বোজ ও যবনাদি সৈন্যগণের পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর বৃষ্ণিবংশাবতংস বুদ্ধিমান্ মহাত্মা সাত্যকি যুদ্ধে সুদর্শনকে সংহার করিয়া সারথিকে পুনরায় বলিলেন॥ ১

তাত! রথ, অশ্ব ও চতুরঙ্গবলে পরিপূর্ণ দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যবাহিনী মহাসাগরতুল্য ছিল। তাহাতে বাণ ও শক্তি প্রভৃতি অস্ত্রসকল তরঙ্গমালার ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। খড়্গসমূহ মৎস্য এবং গদাসকল গ্রাহ বলিয়া বোধ হইতেছিল। শূরগণের অস্ত্রসকলের প্রহারে যে সমস্ত শব্দ উত্থিত হইতেছিল, তাহা যেন মহাসাগরের ভয়ানক গর্জন ছিল। বাদিত্র-যন্ত্রসমূহের ধ্বনি এবং বীরগণের চীৎকার সেই গর্জন আরও বর্দ্ধিত করিয়াছিল। যোদ্ধাগণের পক্ষে উহার স্পর্শ অতিশয় দুঃখদায়ক ছিল। যাহারা জয়লাভ করিতে অভিলাষী ছিলেন না, এইরূপ যোদ্ধাদের পক্ষে এই প্রাণনাশক ভয়ঙ্কর সৈন্য-সমুদ্র দুর্ধর্ষ ছিল। যুদ্ধস্থলে অপেক্ষমাণ অমরগণের সৈন্যগণ ইহাকে রাক্ষসদের ন্যায় ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। এই দুস্তর সৈন্য-সাগর আমরা পার হইয়া আসিয়াছি॥ ২-৪

ইহা হইতে অদ্য যে সমস্ত সৈন্য আছে, তাহাদিগকে আমি অল্পজলা ক্ষুদ্রনদীর ন্যায় সুখে পার হইবার যোগ্য বলিয়াই মনে করি, অতএব তুমি নির্ভয় হইয়া অশ্বগণকে চালনা কর॥ ৫

অনন্তরগণের সহিত দুর্জ্জয় বীর দ্রোণাচার্য্যকে যুদ্ধস্থলে বধ করিয়া আমি এখন ইহাই মনে করিতেছি যে, সব্যসাচী অর্জুন বর্ত্তমানে হাতের নিকট আসিয়া পড়িয়াছেন॥ ৬

যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃতবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া আমি এরূপ চিন্তা করিতেছি যে, অর্জুনকে আমরা লাভ করিয়াছি। যেরূপ শুষ্ক তৃণ ও পত্রাদিরহিত বনে প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট কোথাও কোন বাধা আসে না, সেইরূপ এই বহু সৈন্য দেখিয়াও আমার মনে অল্পও ত্রাসের সঞ্চার হইতেছে না॥

দেখ, পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ কিরীটধারী অর্জুন যে পথ দিয়া গিয়াছেন, সেখানকার রণভূমি বরাপাতী পদাতি, অশ্ব, রথ ও হস্তীসকলের সমূহদ্বারে বিষম এবং দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া পড়িয়াছে॥

সারথে! সেই মহাত্মা অর্জুনকর্তৃক বিতাড়িত এই সৈন্যগণ এদিকে ওদিকে পলাইয়া গিয়াছে। ধাবমান রথ, হাতী ও অশ্বগণের দ্বারা উত্থিত এই রক্তিম ধূলি উপরে উড়িতেছে॥ ৭-১০

ইহাতে আমি মনে করি, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সারথি, সেই শ্বেতবাহন অর্জুন আমাদের নিকটেই রহিয়াছেন। অধিক শক্তিশালী সেই গাণ্ডীব-ধনুর টঙ্কার ধ্বনিও এই যে শুনা যাইতেছে॥ ১১

এই সময় আমার সম্মুখে যেরূপ শুভ নিমিত্তসমূহ উদ্ভূত

শনৈর্বিশ্রম্যতাং তাবদ্ যাবদ্ যত্রারিবাহিনী।
যত্রৈতে সতলত্রাণাঃ সুযোধনপুরোগমাঃ॥ ১৩
সংশিতাঃ ক্রূরকর্মাণঃ কাম্বোজা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
শরযাপাসনবরা যবনাশ্চ প্রহারিণঃ॥ ১৪
শকাঃ কিরাতা দরদা বর্বরাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
অন্যে চ বহবো ম্লেচ্ছা বিবিধায়ুধপাণয়ঃ॥ ১৫
যত্রৈতে সতলত্রাণাঃ সুযোধনপুরোগমাঃ।
মামেবাভিমুখাঃ সর্বে তিষ্ঠন্তি সমরাধিনঃ॥ ১৬
এতান্ সরথনাগাশ্বান্ নিহত্যাজৌ সপত্নিনঃ।
ইদং দুর্গং মহাযোধাঃ তীর্ণমেবোপধারয়॥ ১৭

সূত উবাচ।

ন সম্ভ্রমো মে বার্ষ্ণেয় বিদ্যতে সত্যবিক্রম।
যদ্যপি স্যাৎ তব ক্রুদ্ধো জামদগ্ন্যোঽগ্রতঃ স্থিতঃ॥ ১৮
দ্রোণো বা রথিনাং শ্রেষ্ঠঃ কৃপো মদ্রেশ্বরোঽপি বা।
তথাপি সম্ভ্রমো ন স্যাৎ ত্বামাশ্রিত্য মহাভুজ॥ ১৯

ত্বয়া সুবহবো যুদ্ধে নির্জিতাঃ শত্রুসূদন।
সংশিতাঃ ক্রূরকর্মাণঃ কাম্বোজা যুদ্ধদুর্মদাঃ॥ ২০
শরযাপাসনবরা যবনাশ্চ প্রহারিণঃ।
শকাঃ কিরাতা দরদা বর্বরাস্তাম্রলিপ্তকাঃ॥ ২১
অন্যে চ বহবো ম্লেচ্ছা বিবিধায়ুধপাণয়ঃ।
ন চ মে সম্ভ্রমঃ কশ্চিদ্ ভূতপূর্বঃ কথঞ্চন॥ ২২
কিমুতৈতৎ সমাসাদ্য বীরসংঘুগগোষ্পদম্।
আয়ুষ্মন্ কতরেণ ত্বাং প্রাপয়ামি ধনঞ্জয়ম্॥ ২৩
কেষাং ক্রুদ্ধোঽসি বার্ষ্ণেয় কেষাং মৃত্যুরুপস্থিতঃ।
কেষাং সংযমনীমদ্য গন্তুমুৎসহতে মনঃ॥ ২৪
কে ত্বাং যুধি পরাক্রান্তং কালান্তকযমোপমম্।
দৃষ্ট্বা বিক্রমসম্পন্নং বিদ্রবিষ্যন্তি সংযুগে॥ ২৫
কেষাং বৈবস্বতো রাজা স্মরতেঽদ্য মহাভুজ।

সাত্যকিরুবাচ।

যুক্তানেতান্ হনিষ্যামি দানবানিব বাসবঃ॥ ২৬

হইয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে—অর্জুন সূর্যাস্তের পূর্বেই জয়দ্রথকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন॥ ১২

সূত! ধীরে ধীরে অশ্বদিগকে বিশ্রামস্থানে করিতে করিতে তুমি সেই দিকে চল, যেখানে শত্রুসৈন্যগণ অপেক্ষা করিতেছে এবং এই তলত্রাণ (দস্তানা) ধারণ করিয়া দুর্যোধনাদি যোদ্ধারা উপস্থিত আছেন॥ ১৩

যেখানে কবচ ধারণ করিয়া রণদুর্মদ ক্রূরকর্মা কাম্বোজ, বহুবাণ ধারণ করত প্রহারকুশল যবন, শক, কিরাত, দরদ, বর্বর, তাম্রলিপ্ত এবং হস্তে বিবিধ অস্ত্রসকল ধারণ করিয়া বহু ম্লেচ্ছ-সৈন্য—ইহারা সকলে যেখানে দুর্যোধনকে অগ্রণী করিয়া রথানা ধারণপূর্বক যুদ্ধের বাসনা করত আমার দিকে মুখ করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, সেখানে চল॥ ১৪-১৬

যুদ্ধস্থলে এই সব রথ, হাতী, অশ্ব ও পদাতিসৈন্যগণকে নিহত করিলে পর নিশ্চিন্তমনে আসিয়া লও যে, আমরা এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দুর্গম সঙ্কট পার হইয়া গিয়াছি॥ ১৭

সূত বলিল,—সত্যপরাক্রমী বৃষ্ণিনন্দন! আপনার সম্মুখে ক্রুদ্ধ অমরনিসূদন পরশুরামও যদি (যুদ্ধের জন্য) অবস্থান করেন, তথাপি আমার কোন ভয় থাকে না॥ ১৮

মহাবাহু! রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য অথবা মহারাজ শল্যও যদি আপনার সম্মুখে অবস্থান করেন, তথাপি আপনাকে আশ্রয় করিয়া থাকায় আমার কোনরূপ উদ্বেগ হয় না॥ ১৯

শত্রুসূদন! আপনি প্রথমেই যুদ্ধে বহু কবচধারী ক্রূরকর্মা দুর্ধর্ষ কম্বোজ-সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। বহুবাণধারী প্রহারকুশল বহু যবনসৈন্যদিগকে জয় করিয়াছেন। এইরূপ বহু শক, কিরাত, দরদ, বর্বর, তাম্রলিপ্ত এবং হস্তে নানাবিধ অস্ত্রধারী বহুসংখ্যক ম্লেচ্ছসৈন্যকে পরাজিত করিয়াছেন। এই সব যুদ্ধের সময়ে পূর্বে আমার কোন ভয় হয় নাই। পুনরায় এখন গোষ্পদতুল্য ক্ষুদ্র যুদ্ধস্থলে আসিয়া আমার কেন ভয় হইবে? আয়ুষ্মন্! বলুন এই দুই পথের মধ্যে কোন পথ দিয়া আপনাকে অর্জুনের নিকট লইয়া যাইব?॥ ২০-২৩

বৃষ্ণিবংশকুমার! আপনি কাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন? কাহাদের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে এবং কাহাদের মন আজ যমনগরীতে যাইবার জন্য উৎসাহিত হইতেছে?॥ ২৪

যুদ্ধে কাল, অন্তক এবং যমের ন্যায় পরাক্রমশালী আপনার ন্যায় বল-বিক্রমসম্পন্ন বীরকে দেখিয়া কাহারা আজ রণাঙ্গন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে? মহাবাহো! রাজা যম আজ কাহাকে স্মরণ করিতেছেন?

সাত্যকি বলিলেন,—সূত! যেরূপ ইন্দ্র দানবগণকে বধ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আজ আমি যুদ্ধোদ্যত কাম্বোজগণকেই বধ করিব এবং ইহা করিয়াই আমি নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব।

প্রতিজ্ঞাং পারয়িষ্যামি কাম্বোজানেব মাং বহ
অদ্যৈষাং কদনং কৃত্বা প্রিয়ং যাস্যামি পাণ্ডবম্ ॥ ২৭
অদ্য দ্রক্ষ্যন্তি মে বীর্য্যং কৌরবাঃ সমুযোধনাঃ।
মুণ্ডানীকে হতে সূত সর্বসৈন্যেষু চাসকৃৎ ॥ ২৮
অদ্য কৌরবসৈন্যস্য ক্রীড়মাণস্য সংযুগে
শ্রুত্বা বিরাবং বহুধা সন্তপ্স্যতি সুযোধনঃ ॥ ২৯
অদ্য পাণ্ডবমুখ্যস্য শ্বেতাশ্বস্য মহাত্মনঃ।
আচার্য্যস্য কৃতং মার্গং দর্শয়িষ্যামি সংযুগে ॥ ৩০
অদ্য মদ্বাণনিহতান্ যোধমুখ্যান্ সহস্রশঃ।
দৃষ্ট্বা দুর্যোধনো রাজা পশ্চাত্তাপং গমিষ্যতি ॥ ৩১
অদ্য মে ক্ষিপ্রহস্তস্য ক্ষিপতঃ সায়কোত্তমান্।
অলাতচক্রপ্রতিমং ধনুশ্চক্ষ্যন্তি কৌরবাঃ ॥ ৩২
মৎসায়কচ্ছিতাঙ্গানাং রুধিরং স্রবতাং মুহুঃ।
সৈনিকানাং বহুং দৃষ্ট্বা সন্তপ্স্যতি সুযোধনঃ ॥ ৩৩

অতএব তুমি ইহাদের দিকেই আমাকে লইয়া চল। ইহাদের সকলকে সংহার করিয়া আজ আমি নিজের প্রিয় সুহৃৎ পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের নিকট গমন করিব। ২৬-২৭

আজ দুর্যোধনের সহিত সমস্ত কৌরবগণ আমার পরাক্রম দেখিতে পাইবে। সূত! আজ মুণ্ডিতমস্তক এই কাম্বোজগণ নিহত হইলে এবং অন্যান্য সমস্ত সৈন্যরা বারংবার বিনাশ হইতে থাকিলে যুদ্ধস্থলে ছিন্ন-ভিন্ন এই কৌরব-সৈন্যগণের নানাপ্রকার আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া দুর্যোধনের অতিশয় সন্তাপ হইবে। ২৮-২৯

আজ রণাঙ্গনে আমি আমার আচার্যদেব পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ শ্বেতবাহন মহাত্মা অর্জুনের দ্বারা উদ্ঘাটিত এই মার্গকে দেখাইব। ৩০

আজ আমার বাণসমূহে সহস্র সহস্র প্রধান যোদ্ধাকে নিহত হইতে দেখিয়া রাজা দুর্যোধন অত্যন্ত অনুতাপ ভোগ করিবেন। ৩১

আজ অতিক্ষিপ্রতার সহিত হস্ত চালনাকারী ও উত্তম বাণসমূহনিক্ষেপকারী আমার এই ধনুটিকে কৌরবগণ অলাতচক্র তুল্য (অগ্নিযুক্ত ঘূর্ণিত কাষ্ঠ) বলিয়া দর্শন করিতে থাকিবে। ৩২

আমি নিজ বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত কৌরব-সৈন্যের শরীর ব্যাপ্ত করিয়া দিব এবং ইহাতে তাহারা তখন প্রাণ পরিত্যাগ করিতে থাকিবে! এই ভাবে সৈন্যদিগকে নিহত হইতে দেখিয়া দুর্যোধন সন্তপ্ত হইয়া উঠিবে। ৩৩

অদ্য মে ক্রুদ্ধরূপস্য নিঘ্নতশ্চ বরান্ বরান্।
ধিরর্জুনমিমং লোকং মংস্যতেঽদ্য সুযোধনঃ ॥ ৩৪
অদ্য রাজসহস্রাণি নিহতানি ময়া রণে।
দৃষ্ট্বা দুর্যোধনো রাজা সন্তপ্স্যতি মহামৃধে ॥ ৩৫
অদ্য স্নেহঞ্চ ভক্তিঞ্চ পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
হত্বা রাজসহস্রাণি দর্শয়িষ্যামি রাজসু ॥ ৩৬
বলং বীর্যং কৃতজ্ঞত্বং মম জ্ঞাস্যন্তি কৌরবাঃ।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বদা সূতঃ শিক্ষিতান্ সাধুবাহিনঃ ॥ ৩৭
শশাঙ্কসদৃশাকাশান্ বৈ বাজিনো বায়ুরংহসঃ।
তে পিবন্ত ইবাকাশং সুযুধানং হরোত্তমাঃ ॥ ৩৮
প্রাপয়ন্ যবনান্ শীঘ্রং মনঃ-পবনরংহসঃ।
সাত্যকিং তে সমাসাদ্য পুনরাস্থিনিবর্তিনম্ ॥ ৩৯

আজ আমি ক্রোধবৃত্তি ধারণ করিয়া কৌরব-সৈন্যদের প্রধান প্রধান বীরগণকে বধ করিতে থাকিলে দুর্যোধন ইহা মনে করিবেন যে, এজগতে দ্বিতীয় অর্জুন প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ৩৪

আজ এই মহাসংগ্রামে আমার দ্বারা সহস্র সহস্র রাজাকে নিহত হইতে দেখিয়া রাজা দুর্যোধনের অতিশয় সন্তাপ হইবে॥ ৩৫

আজ সহস্র রাজাকে সংহার করিয়া আপনি রাজগণের মধ্যে মহাত্মা পাণ্ডবদিগের প্রতি আমার স্নেহ ও ভক্তি প্রদর্শন করিব। আজ কৌরবগণ আমার বল, পরাক্রম ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় জানিতে পারিবে।

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সাত্যকি এই কথা বলিলে পর সারথি চন্দ্রতুল্য শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট অশ্বগণ—যাহারা সুশিক্ষিত ও উত্তমরূপে বহনকার্য করিতে পারে, তাহাদিগকে দ্রুতগতিতে চালনা করিল।

মন ও বায়ুতুল্য বেগগামী সেই সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বগণ আকাশকে যেন পান করিতে করিতেই গমন করত যুযুধানকে অবিলম্বে যবনসৈন্যদিগের নিকট উপস্থিত করিয়া দিল।

যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত সাত্যকিকে স্বীয় সৈন্যমধ্যে পাইয়া সত্বর রথচালনা করিতে নিপুণ বহুসংখ্যক যবন তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিল।

বহবো লঘুহস্তাস্ত শরবর্ষৈরবাকিরন্।
তেষামিষূনবাক্ষাণি বেগবান্ নতপর্বভিঃ। ৫০
অচ্ছিনৎ সাত্যকী রাজন্ নৈনং তে প্রাপ্নুবন্ শরাঃ।
কঙ্কপুঙ্খৈঃ সুনিশিতৈর্গোধ্রপত্রৈরজিহ্মগৈঃ। ৫১
উচ্চকর্ত্ত শিরাংস্যাশু যবনানাং ভুজানপি।
শৈক্যায়সানি বর্মাণি কায়াংশ্চ সমসৃজ্যত। ৫২
ছিত্বা দেহাংস্তথা তেষাং শরা জগ্মুর্মহীতলম্।
তে হন্যমানা বীরেণ শ্লেচ্ছাঃ সাত্যকিনা রণে। ৫৩
শতশোঽথ সহস্রশ্চ ব্যসবো বসুধাতলে।
সুপূর্ণায়তমুক্তৈস্তানবাবচ্ছিন্নপিণ্ডিতৈঃ। ৫৪
পঞ্চ ষট্ সপ্ত চাষ্টৌ চ বিভেদ যবনান্ শরৈঃ।
কাম্বোজানাং সহস্রেণ শকানাঞ্চ বিশাম্পতে। ৫৫
শবরাণাং কিরাতানাং বর্ষরাণাং তথৈব চ।
অগম্যরূপাং পৃথিবীং মাংসশোণিতকর্দ্দমাম্। ৫৬

কৃতবাংস্তত্র শৈনেয়ঃ ক্ষপয়ংস্তাবকং বলম্।
ধনুষাং সশিরস্ত্রাণৈঃ শিরোভির্ভূমমূর্দ্ধজৈঃ। ৫৭
দীর্ঘকূর্চৈর্মহী কীর্ণা বিবাহৈরতথৈরিব।
রুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গৈস্তৈস্তদাযোধনং বভৌ। ৫৮
কবন্ধৈঃ সংবৃতং সর্বং তাম্রাভৈঃ খমিবাবৃতম্।
বজ্রাশনিসমস্পর্শৈঃ সুপর্ণবাতরংহসৈঃ। ৫৯
তে সায়কেন নিহতাঃ সমাবক্রুষমুত্তরান্
অন্যাবশিষ্টাঃ সম্ভগ্নাঃ কৃচ্ছ্রপ্রাণা বিচেতসঃ। ৬০
জিতাঃ সংখ্যে মহারাজ যুযুধানেন ধংসিতাঃ।
পাক্ষিভিশ্চ কশাভিশ্চ তাড়য়ন্তস্তুরঙ্গমান্। ৬১
জবমুত্তমমাস্থায় সর্বতঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ।
কাম্বোজৈস্তৈস্তু বিদ্রাব্য দুর্জয়ং যুধি ভারত। ৬২
যবনানাঞ্চ তৎ সৈন্যং শকানাঞ্চ মহদ্ বলম্।
ততঃ স পুরুষব্যাঘ্রঃ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ। ৬৩

রাজন্! বেগগামী সাত্যকি আনতপর্বযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাহাদের সকলের বাণ ও অন্যান্য অস্ত্রসমূহকে ছেদন করত কৃপান্বিত করিলেন। এই সব বাণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিল না।

সেই সময় বীর সাত্যকি সর্বদিকেই ঘুরিতে থাকিয়া কর্ণী-নালীক ও গৃধ্রপক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা যবনসৈন্যের মস্তক, বাহু ও রক্তবর্ণ লৌহ এবং কাংস্য নির্মিত কবচসকলকেও ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ৩৬-৪২

সেই সকল বাণ তাহাদের শরীরকে বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। বীর সাত্যকির দ্বারা রণাঙ্গনে আহত হইয়া শত শত ম্লেচ্ছ প্রাণত্যাগ করত ধরাশায়ী হইল॥

তিনি এই সময় কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত ও অবিচ্ছিন্ন গতিতে পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া পতিত বাণসমূহের দ্বারা পাঁচ, ছয়, সাত ও আটজন যবনকে একসঙ্গে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন।

প্রজানাথ! সাত্যকি এই ভাবে আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে থাকিয়া সেখানকার রণভূমি সহস্র সহস্র কাম্বোজ, শক, শবর, কিরাত ও বর্বরগণের মৃতদেহের দ্বারা অগম্য করিয়া দিলেন। সেখানে মাংস ও শোণিতের কর্দম উৎপন্ন হইল।

সেই সব রণাঙ্গণের লম্বা অঙ্গ (দাড়ি) যুক্ত ও শিরস্ত্রাণ-সমন্বিত মুণ্ডিত মস্তকসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া রণভূমি পক্ষহীন পক্ষিগণে ব্যাপ্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল॥

যাহাদের শরীর রক্তাপ্লুত হইয়া গিয়াছিল, তাদৃশ বহু কবন্ধের দ্বারা পরিপূর্ণ সেই সম্পূর্ণ রণাঙ্গন রক্তবর্ণ মেঘে আচ্ছাদিত আকাশের ন্যায় মনে হইতেছিল।

বজ্র ও বিদ্যুৎতুল্য কঠোর স্পর্শবিশিষ্ট সুন্দর পর্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা সাত্যকি কর্তৃক নিহত হইয়া সেই সব যবনগণ সেখানকার রণভূমি নিজেদের মৃতদেহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল।

মহারাজ! অল্প যবন-সৈন্যই তখন অবশিষ্ট ছিল, যাহারা অতিকষ্টে নিজেদের জীবন রক্ষা করিয়াছিল। তাহারা নিজেদের সৈন্যবল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যেন চৈতন্য হারাইয়া ফেলিয়া ছিল। এই সব অবশিষ্ট যবন সৈন্যদিগকে যুযুধান যুদ্ধ স্থলে জয় করিয়াছিলেন। তাহারা এই সময় পার্শ্বি (পায়ের গোড়ালি) ও কশার দ্বারা আঘাত করিতে থাকিয়া তীব্র বেগের আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক চারিদিকে সত্বরে পলায়ন করিতে লাগিল।

ভরতনন্দন! সেই রণাঙ্গনে দুর্জয় কাম্বোজ সৈন্যগণকে, যবনসৈন্যদিগকে ও শকদিগের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করিয়া সত্যপরাক্রমী পুরুষশ্রেষ্ঠ সাত্যকি আপনার সৈন্যদিগকে জয় করিয়া কৌরব-সৈন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং চারিদিকে আবেগ সহকারে বলিলেন—অগ্রসর হও।

প্রবিষ্টস্তাবকান্ জিত্বা সূতঃ যাহীত্যচোদয়ৎ।
তং তস্য সমরে কর্ম দৃষ্ট্বাস্ত্রৈরকৃতং পুরা।
চারণাঃ সহগন্ধর্বাঃ পূজয়াঞ্চক্রিরে ভৃশম্। ৫৭
তং যান্তং পৃষ্ঠগোপ্তারমর্জুনস্য বিশাম্পতে।
চারণাঃ প্রেক্ষ্য সংহৃষ্টাস্তবীয়াশ্চাভ্যপূজয়ন্। ৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি জয়দ্রথবধপর্ব্বণি সাত্যকিপ্রবেশে যবন-পরাজয়ে একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৯

পূর্ব্বে অন্য কেহই যাহা করিতে পারেন নাই, সমরাঙ্গনে সাত্যকির সেই পরাক্রম দেখিয়া চারণ ও গন্ধর্বগণ তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৫৩

প্রভানাথ! অর্জুনের পৃষ্ঠরক্ষক সাত্যকিকে যাইতে দেখিয়া চারণগণের অতিশয় আনন্দ হইল এবং আপনার সৈন্যগণও তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। ৫৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্ব্বে সাত্যকির প্রবেশ ও যবনগণের পরাজয়বিষয়ক একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাত্যকিনা দুর্যোধন-সৈন্যানাং সংহারঃ, ভ্রাতৃভিঃ সহ দুর্যোধনস্য পলায়নঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

জিত্বা যবন-কাম্বোজান্ যুযুধানস্ততোঽহনৎ।
জগাম তব সৈন্যস্য মধ্যেন রথিনাং বরঃ। ১
চারুদংষ্ট্রো নরব্যাঘ্রো বিচিত্রকবচধ্বজঃ।
মৃগং ব্যাঘ্র ইবাভিত্রংস্তব সৈন্যমভীষয়ৎ। ২
স রথেন চরন্ মার্গান্ ধনুরস্ত্রময়ং ভৃশম্।
রুক্মপৃষ্ঠং মহাবেগং রুক্মচন্দ্রকসঙ্কুলম্। ৩
রুক্মাঙ্গদশিরস্ত্রাণো রুক্মবর্মসমাবৃতঃ।
রুক্মধ্বজধনুঃ শূরো মেরুশৃঙ্গমিবাবভৌ। ৭
সবর্ণর্ষ্টিঃ সংখ্যে তেজোভাস্বররশ্মিবান্।
শরদীবোদিতঃ সূর্য্যো নৃসূর্য্যো বিররাজ হ। ৫
বৃষভস্কন্ধবিক্রান্তো বৃষভাক্ষো নরর্ষভঃ।
তাবকানাং বলৌ মধ্যে গবাং মধ্যে যথা বৃষঃ। ৬
মত্তদ্বিরদসঙ্কাশং মত্তদ্বিরদগামিনম্।
প্রতিরূপমিব মাতঙ্গং যূথমধ্যে ব্যবস্থিতম্। ৭

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[সাত্যকি কর্ত্তৃক দুর্যোধনের সৈন্যগণের সংহার এবং ভ্রাতৃগণের সহিত দুর্যোধনের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুযুধান যবন ও কাম্বোজ সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া আপনার সৈন্যের মধ্য দিয়া অর্জুনের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ১

পুরুষশ্রেষ্ঠ সাত্যকির দন্তসমূহ অতিশয় সুন্দর ছিল। তাঁহার কবচ ও ধ্বজও বিচিত্র ছিল। তিনি মৃগের গতিরোধকারী ব্যাঘ্রের ন্যায় আপনার সৈন্যদিগকে ভীত করিতেছিলেন। ২

যুযুধান রথের দ্বারা বিভিন্ন মার্গে বিচরণ করিতে করিতে সেই মহাবেগশালী ধনুটিকে অত্যন্ত ঘুরাইতে ছিলেন, যে ধনুর পৃষ্ঠভাগ স্বর্ণমণ্ডিত ও যে ধনু সুবর্ণময় চন্দ্রাকার চিহ্নে পরিব্যাপ্ত ছিল। ৩

সাত্যকির অঙ্গদ ও শিরস্ত্রাণ স্বর্ণনির্ম্মিত ছিল। তিনি স্বর্ণময় কবচে আচ্ছাদিত ছিলেন। স্বর্ণময় ধ্বজ ও ধনুতে সুশোভিত বীরবর সাত্যকি এই সময় মেরুপর্ব্বতের শিখরের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। ৪

যুদ্ধস্থলে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় গমনকারী সাত্যকি স্বীয় তেজোরূপ সূর্য্যরশ্মিতে প্রকাশিত ছিলেন। মানব-সূর্য্য সাত্যকি শরৎকালে উদিত সূর্য্যদেবের ন্যায় দেদীপ্যমান ছিলেন। ৫

তাঁহার স্কন্ধ বৃষের স্কন্ধের ন্যায় মাংসল ও বিক্রমও বৃষের ন্যায় ছিল। তিনি বৃষের নেত্রের ন্যায় নেত্রদ্বয়ে সুশোভিত ছিলেন। এই নরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি আপনার সৈন্যদের মধ্যে সেইরূপে শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ বৃষ গো-পালের মধ্যে শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬

ব্যাঘ্রা ইব জিঘাংসন্তস্তবীয়াঃ সমুপাদ্রবন্।
দ্রোণানীকমতিক্রান্তং ভোজানীকঞ্চ দুস্তরম্ ॥ ৮
জলসন্ধার্ণবং তীর্ত্বা কাম্বোজানাঞ্চ বাহিনীম্।
হার্দিক্যমকরাপুক্তং তীর্ণং বৈ সৈন্ধুসাগরম্ ॥ ৯
পরিবব্রুঃ সুসংক্রুদ্ধাস্তবীয়াঃ সাত্যকিং রথাঃ।
দুর্য্যোধনশ্চিত্রসেনো দুঃশাসন-বিবিংশতী ॥ ১০
শকুনির্দুঃসহশ্চৈব যুবা দুর্ম্মর্ষণঃ ক্রুধঃ।
অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ শস্ত্রবন্তো দুরাসদাঃ ॥ ১১
পৃষ্ঠতঃ সাত্যকিং যান্তমন্বধাবন্নমর্ষিণঃ।
অথ নদ্যো মহানাসীৎ তব সৈন্যস্য মারিষ ॥ ১২
মারুতোদ্ধূতবেগস্য সাগরস্যেব পর্ব্বণি।
তানভিদ্রবতঃ সর্ব্বান্ সমীক্ষ্য শিনিপুঙ্গবঃ ॥ ১৩
শনৈর্যাহীতি যন্তারমব্রবীৎ প্রহসন্নিব।
ইদমেতৎ সমুদ্ধূতং পার্ত্তরাষ্ট্রস্য যদ্ বলম্ ॥ ১৪

মামেবাভিমুখং তূর্ণং গজাশ্ব-রথ-পত্তিমৎ।
নাদয়ন্ বৈ দিশঃ সর্ব্বা রথঘোষেণ সারথে ॥ ১৫
পৃথিবীং চান্তরিক্ষঞ্চ কম্পয়ন্ সাগরানপি।
এতদ্ বলার্ণবং সূত বারয়িষ্যে মহারণে ॥ ১৬
পৌর্ণমাস্যামিবোদ্ধূতং বেলেব মকরালয়ম্।
পশ্য মে সূত বিক্রান্তমিন্দ্রস্যেব মহাসুরে ॥ ১৭
এষ সৈন্যানি শত্রূণাং বিশমামি শিতৈঃ শরৈঃ।
নিহতানাহবে পশ্য পদাতাশ্ব-রথ-দ্বিপান্ ॥ ১৮
যচ্ছরৈরর্পিতাস্তৈর্বিচ্ছন্নদেহান্ সহস্রশঃ।
ইত্যেবং ব্রুবতস্তস্য সাত্যকেরমিতৌজসঃ ॥ ১৯
সমীপে সৈনিকাস্তে তু শৈত্রমীষুর্যুযুৎসবঃ।
অস্মাদ্রথস্য তিষ্ঠেতি পশ্য পশ্যেতি বাদিনঃ ॥২০
তানেবং ব্রুবতো বীরান্ সাত্যকির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
জঘান ত্রিশতানশ্বান্ কুঞ্জরাংশ্চ চতুঃশতান্ ॥ ২১

মদমত্ত হস্তিতুল্য পরাক্রমশালী ও মনোমত গজরাজসদৃশ মন্থরগতিতে গমনকারী সাত্যকি যখন মত্তমাতঙ্গের ন্যায় কৌরবসৈন্যের মধ্যভাগে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় আপনার যোদ্ধারা তাঁহাকে বধ করিবার বাসনায় ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রসদৃশ তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন।

এই সাত্যকি যখন দ্রোণাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার দুস্তর সৈন্যবাহিনীকে অতিক্রম করত জলসন্ধরূপ সাগর পার হইয়া কাম্বোজ সৈন্যদিগকে সংহার পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মরূপী মকরের নিকট হইতে মুক্ত হইয়া আপনার সৈন্য-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইলেন, সেই সময় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার রথী বীর যোদ্ধারা তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন।

দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, দুঃশাসন, বিবিংশতি, শকুনি, দুঃসহ, তরুণ বীর দুর্ম্মর্ষণ ক্রুধ এবং অন্যান্য বহু দুর্জ্জয় বীর ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্র ধারণ করত অগ্রগমনকারী সাত্যকির পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

মাননীয় কৃপাল! পূর্ণিমার দিনে বায়ুর তাড়নায় সবেগে উপরে উত্থিত মহাসাগরের ন্যায় আপনার সৈন্যদের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে তর্জ্জন-গর্জ্জন ধ্বনি হইতে লাগিল।

ইহাদের সকলকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া শিনিপ্রবর সাত্যকি নিজের সারথিকে হাস্য করিতে করিতে বলিলেন—সূত! তুমি ধীরে ধীরে চল।

সূত! এই হাতী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যে পরিপূর্ণ দুর্য্যোধনের যে সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া আমার দিকে তীব্রবেগে আসিতেছে, এই সৈন্য-সমুদ্রকে আমি এই মহারণাঙ্গনে স্বীয় রথের ঘর্ঘর ধ্বনিতে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া এবং পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও সাগরসকলকে কম্পিত করিতে করিতে সেইভাবে প্রতিরোধ করিব, যেভাবে তীরভূমি পূর্ণিমার দিনের উদ্বেলিত মহাসাগরকে রুদ্ধ করিয়া থাকে।

সারথে! এই মহাযুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় আমার পরাক্রম তুমি দর্শন কর। আমি এখনই এই সমস্ত শত্রুসৈন্যদিগকে স্বীয় তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা সংহার করিয়া ফেলিব।

এই যুদ্ধস্থলে আমার দ্বারা নিহত সহস্র সহস্র পদাতি সৈন্য অশ্বারোহী, গজারোহী ও রথারোহী যোদ্ধাদিগকে নিরীক্ষণ কর, যাহাদের শরীর আমার অগ্নিসদৃশ তেজস্বী বাণসমূহের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

অমিততেজস্বী সাত্যকি যখন এই কথা বলিতেছিলেন, সেই সময় যুদ্ধের জন্য উৎসুক আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনী অতি সত্বর তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারা তখন "থামিয়া যাও, রথ কর, অপেক্ষা কর, দেখ, দেখ" ইত্যাদি বাক্য বলিতে লাগিল ॥ ১-২০

শিক্ষার সহিত অস্ত্র চালাইতে সমর্থ ও বিচিত্র যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ শিনিপ্রবর সাত্যকি হাস্য করিতে করিতে সেখানে পূর্ব্বোক্ত বাক্যবাদী তিন শত অশ্বারোহী বীর ও চারি শত গজারোহী বীর যোদ্ধাকে স্বীয় তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে বধ করিলেন ॥২১

(লঘুহস্তশ্চিত্রযোধী চ প্রহসন্ শিনিপুঙ্গবঃ)
স সম্প্রহারস্তুমুলস্তস্য তেষাঞ্চ ধন্বিনাম্ ।
দেবাসুররণপ্রখ্যঃ প্রাবর্তত জনক্ষয়ঃ ॥ ২২
মেঘজালনিভং সৈন্যং তব পুত্রস্য মারিষ ।
প্রত্যগৃহ্ণচ্ছিনেঃ পৌত্রঃ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ ॥ ২৩
প্রচ্ছাদ্যমানঃ সমরে শরজালৈঃ স বীর্য্যবান্ ।
অসম্ভ্রমন্ মহারাজ তাবকানবধীদ্ বহূন্ ॥ ২৪
আশ্চর্য্যং তত্র রাজেন্দ্র সুমহদ্ দৃষ্টবানহম্ ।
ন মোঘঃ সায়কঃ কশ্চিৎ সাত্যকেরভবৎ প্রভো ॥ ২৫
রথনাগাশ্বকলিলঃ পদাত্যম্বিসমাকুলঃ ।
শৈনেয়বেলামাসাদ্য স্থিতঃ সৈন্যমহার্ণবঃ ॥ ২৬
সম্ভ্রান্তনরনাগাশ্বমাবর্ত্তত মুহুর্মুহুঃ ।
তৎ সৈন্যমিষুভিস্তেন বধ্যমানং সমন্ততঃ ॥ ২৭
বভ্রাম তত্র তত্রৈব গাবঃ শীতার্দিতা ইব ।
পদাতিনং রথং নাগং সাদিনং তুরগং তথা ॥ ২৮
অবিদ্ধং তত্র নাদ্রাক্ষং যুযুধানস্য সায়কৈঃ ।
ন তাদৃক্ কদনং রাজন্ কৃতবাংস্তত্র ফাল্গুনঃ ॥ ২৯
যাদৃক্ ক্ষয়মনীকানামকরোৎ সাত্যকির্নৃপ ।
অত্যর্জুনং শিনেঃ পৌত্রো যুধ্যতে পুরুষর্ষভঃ ॥ ৩০
বীতভীর্লাঘবোপেতঃ কৃতিত্বং সম্প্রদর্শয়ন্ ।
ততো দুর্য্যোধনো রাজা সাত্বতস্য ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৩১
বিব্যাধ সূতং নিশিতৈশ্চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্ ।
সাত্যকিস্তু ত্রিভির্বিদ্ধা পুনরষ্টাভিরেব চ ॥ ৩২
দুঃশাসনং ষোড়শভির্বিব্যাধ শিনিপুঙ্গবম্ ।
শকুনিং পঞ্চবিংশত্যা চিত্রসেনঞ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ৩৩
দুঃসহং পঞ্চদশভির্বিব্যাধোরসি সাত্যকিম্ ।
উৎস্মযন্ যুযুধানস্তু তাবদ্ভিস্তত্র বাণৈঃ সমাহতঃ ॥ ৩৪
তানবিধ্যদ্রথারাজ সর্বানেব ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ।
পাঠচ্ছিদ্ধানরীন্ কৃত্বা ঘোরৈঃ সোঽভিতেজনৈঃ ॥ ৩৫

সাত্যকি ও আপনার ধনুর্দ্ধর সৈন্যদিগের এই নরসংহারকারী যুদ্ধ দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্করূপে চলিতে লাগিল॥ ২২

মাননীয় নরেশ! শিনিপৌত্র সাত্যকি স্বীয় বিক্রম সর্বতুল্য ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা মেঘজালের ন্যায় প্রতীয়মান আপনার পুত্রের সৈন্যদলের সহিত একাকীই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ২৩

মহারাজ! সেই সমরস্থলে পরাক্রমশালী সাত্যকি যদিও বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি তিনি অল্পও বিচলিত না হইয়া আপনার বহু সৈন্যকে সংহার করিলেন॥ ২৪

শক্তিশালী রাজেন্দ্র! এখানে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাই দেখিলাম যে, সাত্যকির কোন বাণই ব্যর্থ হয় নাই॥ ২৫

রথ, হস্তী ও অশ্বে পরিপূর্ণ এবং পদাতি সৈন্যরূপ তরঙ্গমালায় ব্যাপ্ত আপনার সাগরতুল্য সৈন্যবাহিনী সাত্যকিরূপ তীরভূমির নিকটে যাইয়া অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল॥ ২৬

সাত্যকির বাণসমূহের দ্বারা সর্ব্বদিকে আঘাতপ্রাপ্ত পদাতি, হাতী ও অশ্ব সকলেই বিচলিত হইয়া পড়িল এবং বারংবার নানা দিকে ঘুরিতে লাগিল॥ ২৭

শীতপীড়িত গো-সকলের ন্যায় আপনার সকল সৈন্যই সেখানে ঘুরিতে থাকিল। আমি সেখানে একটিও এরূপ পদাতি, রথী, হাতী ও আরোহীসহ অশ্ব সৈন্য দেখিতে পাই নাই, যে যুযুধানের বাণে বিদ্ধ হয় নাই।

রাজন্! দুঃখ! সাত্যকি আপনার সৈন্যদিগকে যেরূপে সংহার করিয়াছিলেন, সেরূপ অর্জুনও সংহার করেন নাই।

শিনিপৌত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ সাত্যকি নির্ভয় হইয়া অতিশয় নিপুণতার সহিত অস্ত্রচালনা করিতে করিতে নিজের দক্ষতা দেখাইতে থাকিয়া অর্জুন হইতেও অধিক পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তখন রাজা দুর্য্যোধন তিনটি বাণে সাত্যকির সারথিকে এবং চারিটি তীক্ষ্ণধার বাণে তাঁহার চারিটি অশ্বকে আহত করিয়া ফেলিলেন। তৎপশ্চাৎ সাত্যকিও প্রথমে তিনটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পরে আটটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন॥ ২৮–৩২

তৎপরে দুঃশাসন ষোল, শকুনি পঁচিশ এবং চিত্রসেন পাঁচটি বাণের দ্বারা শিনিপ্রবর সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন॥ ৩৩

ইহার পর দুঃসহ সাত্যকির বক্ষঃস্থলে পনেরটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! এইরূপে আহত হইয়া বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ঈষৎহাস্য সহকারে ইহাদের সকলকেই তিনটি তিনটি করিয়া বাণের দ্বারা আঘাত করিলেন।

সেই রণাঙ্গনে শীঘ্রতাসহকারে পরাক্রমকারী শিনিপৌত্র সাত্যকি নিজের অস্ত্রের তেজস্বী বাণসমূহের দ্বারা শত্রুদিগকে গুরুতর আহত করিয়া ফেলিলেন এবং বাজপাখীর ন্যায় চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

সৈনেয়ঃ স্তেনবৎ সংখ্যে বাচরল্লঘুবিক্রমঃ।
সৌবলশ্চ ধনুশ্ছিত্ত্বা হস্তাবাপং নিকৃত্য চ ॥ ৩৬
দুর্য্যোধনং ত্রিভির্বাণৈরভ্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে।
চিত্রসেনঃ শতেনৈব দশভির্দুঃসহঃ তথা ॥ ৩৭
দুঃশাসনস্তু বিংশত্যা বিব্যাধ শিনিপুঙ্গবঃ।
অথাস্যদ্ ধনুরাধায় জ্যালক্তব বিশাম্পতে ॥ ৩৮
অষ্টাভিঃ সাত্যকিং বিদ্ধ্বা পুনর্বিব্যাধ পঞ্চভিঃ।
দুঃশাসনশ্চ দশভির্দুঃসহশ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৩৯
দুর্মুখশ্চ দ্বাদশভী রাজন্ বিব্যাধ সাত্যকিম্।
দুর্য্যোধনস্ত্রিসপ্ততা বিদ্ধ্বা ভারত মাধবম্ ॥ ৪০
ততোঽস্য নিশিতৈর্বাণৈস্ত্রিভির্বিব্যাধ সারথিম্।
তান্ সর্বান্ সহিতান্ শূরান্ যতমানান্ মহারথান্ ॥ ৪১
পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্বাণৈঃ পুনর্বিব্যাধ সাত্যকিঃ।
ততঃ স রথিনাং শ্রেষ্ঠস্তব পুত্রস্য সারথিম্ ॥ ৪২
আজঘানাশু ভল্লেন স হতো ন্যপতদ্ ভুবি।
পতিতে সারথৌ তস্মিংস্তব পুত্ররথঃ প্রভো ॥ ৪৩
বাত্যয়মানৈস্তুরগৈরপানীয়ত সঙ্গরাৎ।
ততস্তব সুতা রাজন্ সৈনিকাশ্চ বিশাম্পতে ॥ ৪৪
রাজ্ঞো রথমভিপ্রেক্ষ্য বিদ্রুতাঃ শতশোঽভবন্।
বিদ্রুতং তত্র তৎ সৈন্যং দৃষ্ট্বা ভারত সাত্যকিঃ ॥ ৪৫
অবাকিরচ্ছরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কঙ্কপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ।
বিদ্রাবয্য সর্বসৈন্যানি তাবকানি সহস্রশঃ ॥ ৪৬
প্রযযৌ সাত্যকী রাজন্ শ্বেতাশ্বস্য রথং প্রতি।
(তং প্রযান্তং মহাবাহুং তাবকাঃ প্রেক্ষ্য মারিষ।
দৃষ্টং চাদৃষ্টবৎ কৃত্বা ক্রিয়ামন্যাং প্রয়োজয়ন্ ॥)
তং শরানাদদানঞ্চ রক্ষমাণঞ্চ সারথিম্।
আত্মানঃ পালয়ানঞ্চ তাবকাঃ সমপূজয়ন্ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি সাত্যকিপ্রবেশে দুর্য্যোধন-পলায়নে বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২০

তিনি দুর্বলপুত্র শত্রুনের ধনু ও হস্তাবাপ (দস্তানা) ছেদন করিয়া দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থলে তিনটি বাণ প্রহার করিলেন।

প্রজানাথ! তাহার পর আপনার ভ্রাতৃগণ শত্রুনি অপর ধনু গ্রহণ করিয়া সাত্যকিকে প্রথমে আটটি বাণ বিদ্ধ করিলেন এবং পুনরায় পাঁচটি বাণে তাঁহাকে আহত করিয়া ফেলিলেন। এই সময় দুঃশাসন দশ ও দুঃসহ তিনটি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ৩৬-৩৯

রাজন্! দুর্মুখ বারটি বাণের দ্বারা সাত্যকিকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। ভারত! তাহার পর দুর্য্যোধন তিয়াত্তরটি বাণে মধুসূদনকে বিদ্ধ করিয়া অপর তিনটি বাণের দ্বারা তাঁহার সারথিকেও বিদ্ধ করিলেন।

তখন সাত্যকি একত্রে সমবেত হইয়া অবস্থানের জন্য সচেষ্ট সেই সব বীরবর মহারথীদিগকে পুনরায় পাঁচটি পাঁচটি বাণের দ্বারা আঘাত করিলেন।

তাহার পর রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্যকি আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সারথির উপর একটি ভল্ল প্রহার করিলেন। সারথি ইহার আঘাতে নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

প্রভো! তাঁহার সারথি ধরাশায়ী হইলে পর আপনার পুত্র দুর্যোধন বায়ুতুল্য তীব্রবেগে পলায়মান অশ্বগণের দ্বারা যুদ্ধস্থল হইতে দূরে অপসারিত হইলেন।

রাজন্! প্রজানাথ! তদনন্তর আপনার পুত্র ও সৈন্যগণ রাজা দুর্য্যোধনের রথের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া শত শত সংখ্যায় পলায়ন করিতে লাগিলেন।

ভারত! আপনার সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সাত্যকি শিলাশানিত সুবর্ণ পঙ্খভূষিত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজন্! এইরূপে আপনার সহস্র সহস্র সৈন্যকে বিতাড়িত করিয়া সাত্যকি শ্বেতবাহন অর্জুনের রথের দিকে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০-৪৬

(আর্য্য মহাবাহু সাত্যকিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আপনার সৈন্যরা তাঁহাকে অবলোকন করিয়াও না দেখাই ভাল করিয়া অপর কার্য্যে নিরত হইয়া রহিল।)

সাত্যকি বাণসমূহ গ্রহণ করিতে করিতে নিজকে এবং সারথিকেও রক্ষা করিতে থাকিলেন। তাঁহার এই কার্য্যকে আপনার সৈন্যগণ ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ৪৭

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্ব্বে সাত্যকির প্রবেশ ও দুর্য্যোধনের পলায়নবিষয়ক বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সাত্যকিনা পাষাণযোধিনাং ম্লেচ্ছসৈন্যানাং সংহারঃ, সসৈন্য-দুঃশাসনস্য পলায়নঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

সম্ভ্রমদ্য মহৎ সৈন্যং যান্তং শৈনেয়মর্জুনম্।
নির্ভীকা মম তে পুত্রাঃ কিমকুর্বত সঞ্জয়॥ ১

কথং বৈষাং তদা যুদ্ধে বুদ্ধিরাসীন্মুমূর্ষতাম্।
শৈনেয়চরিতং দৃষ্ট্বা যাদৃশং সবাসাচিনঃ॥ ২

কিং নু বক্ষ্যন্তি তে ক্ষত্রং সৈন্যমধ্যে পরাজিতাঃ।
কথং নু সাত্যকির্যুদ্ধে ব্যতিক্রান্তো মহাবলাঃ॥ ৩

কথঞ্চ মম পুত্রাণাং জীবতাং তত্র সঞ্জয়।
শৈনেয়োঽভিযযৌ যুদ্ধে তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়॥ ৪

অত্যদ্ভুতমিদং তাত যৎসকাশাচ্ছ্রুণোম্যহম্।
একস্য বহুভিঃ সার্ধং শক্রভিস্তৈর্মহারথৈঃ॥ ৫

বিপরীতমহং মন্যে মন্দভাগ্যং সুতং প্রতি।
যত্রাববাস্ত সমরে সাত্বতেন মহারথাঃ॥ ৬

একস্তু ন পর্য্যাপ্তং যৎ সৈন্যং তস্য সঞ্জয়।
ক্রুদ্ধস্য যুযুধানস্য সর্বে তিষ্ঠন্তু পাণ্ডবাঃ॥ ৭

বিজিত্য সমরে দ্রোণং কৃতিনং চিত্রযোধিনম্।
যথা পশুগণান্ সিংহস্তদ্বদ্ধস্থা সুতান্ মম॥ ৮

কৃতবর্মাদিভিঃ শূরৈর্ধীরৈর্বহুভিরাহবে।
যুযুধানো ন শক্তিতো হন্তুং যং পুরুষর্ষভ॥ ৯

নৈতদীদৃশকং যুদ্ধং কৃতবাংস্তত্র ফাল্গুনঃ।
যাদৃশং কৃতবান্ যুদ্ধং শিনের্নপ্তা মহাবলাঃ॥ ১০

সঞ্জয় উবাচ।

তব দুর্মন্ত্রিতে রাজন্ দুর্যোধনকৃতেন চ।
পূপূজাবহিতো ভূত্বা যৎ তে বক্ষ্যামি ভারত॥ ১১

তে পূনঃ সংভ্রমন্তঞ্চ কৃত্বা স-পশুকান্ মিথঃ।
পরাং যুদ্ধে মতিং কৃত্বা তব পুত্রস্য শাসনাৎ॥ ১২

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[সাত্যকিকর্তৃক পাষাণযোধী ম্লেচ্ছ-সৈন্যের সংহার সসৈন্যে দুঃশাসনের পলায়ন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে মর্দিত করিতে করিতে পবনবৎ সাত্যকি ও অর্জুনকে দেখিয়া আমার সেই নির্লজ্জ পুত্রগণ কি করিল?॥ ১

ইহারা ত' সকলেই তখন মরিবার জন্য উৎসুক ছিল। যুদ্ধস্থলে অর্জুনেরও সদৃশ সাত্যকির চরিত্র অবলোকন করিয়া তাহাদের কিরূপ ধারণা হইয়াছিল?॥ ২

তাহারা সৈন্যদের মধ্যে পরাজিত হইয়া নিজেদের ক্ষাত্র-বলকে কিভাবে বর্ণনা করিবে? সমরাঙ্গণে মহাবলশালী সাত্যকি কিরূপে সমস্ত সৈন্যকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইল?॥ ৩

সঞ্জয়! যুদ্ধস্থলে আমার পুত্রগণ জীবিত থাকিতেই শিনিপৌত্র সাত্যকি কিভাবে অগ্রসর হইতে পারিল? সঞ্জয়! তুমি এই সমস্তই আমাকে বল॥ ৪

তাত! আমি তোমার মুখ হইতেই এই অত্যন্ত বিচিত্র বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে চাই যে, সঞ্জয়দের বহুসংখ্যক মহারথী বীর-যোদ্ধাদিগের সহিত একাকী সাত্যকির কিরূপ ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল॥ ৫

আমি আমার ভাগ্যহীন পুত্রগণের পক্ষে সব কিছুই বিপরীত মনে করিতেছি; কারণ, সমরাঙ্গণে একাকী সাত্যকি বহুসংখ্যক মহারথী বীর যোদ্ধাকে বধ করিল॥ ৬

সঞ্জয়! অন্যান্য পাণ্ডবেরা সকলে ত' যুদ্ধে ছিল, তথাপি ক্রুদ্ধ একাকী সাত্যকির নিকট আমার সমস্ত সৈন্য পর্যাপ্ত ছিল না॥ ৭

যেরূপ একাকী সিংহ বহু পশুকে বধ করিয়া থাকে, সেইরূপ সাত্যকি বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধকারী বিদ্বান্ দ্রোণাচার্যকেও যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আমার পুত্রগণকেও সংহার করিয়া ফেলিবে॥ ৮

কৃতবর্মাদি বহুসংখ্যক বীরবর যোদ্ধা সমরাঙ্গণে প্রবল করিয়াই যাইতেছে, তথাপি পুরুষশ্রেষ্ঠ সাত্যকি নিহত হইতেছে না॥ ৯

শিনির মহাবলশালী পৌত্র সাত্যকি সেখানে যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল, সেরূপ যুদ্ধ ত' অর্জুন করিতে পারে নাই॥ ১০

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনার দুর্মন্ত্রণা এবং দুর্যোধনের কৃত অপরাধেই এই সব কিছু হইতেছে। ভারত! আমি যাহা কিছু বলিতেছি, তাহা আপনি সাবধান হইয়া শ্রবণ করুন॥ ১১

আপনার পুত্র দুর্যোধনের আজ্ঞায় যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত ক্রূরতা-পূর্ণ সিদ্ধান্ত করিয়া শপথ গ্রহণ করত সেই সব পরাজিত যোদ্ধারা পুনরায় ফিরিয়া আসিবেন॥ ১২

ত্রীণি সাদিসহস্রাণি দুর্যোধনপুরোগমাঃ।
শক-কাম্বোজ-বাহ্লীকা যবনাঃ পারদাস্তথা ॥ ১৩
কুলিন্দাস্তঙ্গণাশ্চৈব পৈশাচাশ্চ সবর্বরাঃ।
পর্বতীয়াশ্চ রাজেন্দ্র ক্রুদ্ধাঃ পাষাণপাণয়ঃ ॥ ১৪
অভ্যদ্রবন্ত শৈনেয়ং শলভাঃ পাবকং যথা।
মুক্তাশ্চ পর্বতীয়ানাং রথাঃ পাষাণবোধিনাম্ ॥ ১৫
শূরাঃ পঞ্চশতা রাজন্ শৈনেয়ং সমুপাদ্রবন্।
ততো রথসহস্রেণ মহারথশতেন চ ॥ ১৬
দ্বিরাদানাং সহস্রেণ দ্বিগুণৈশ্চ বাজিভিঃ।
শরবর্ষাণি মুঞ্চন্তো বিবিধানি মহারথাঃ ॥ ১৭
অভ্যদ্রবন্ত শৈনেয়মসংখ্যেয়াশ্চ পত্তয়ঃ।
তাংশ্চ সর্বোদযন্ সর্বান্ শতৈনমিতি ভারত ॥ ১৮
দুঃশাসনো মহারাজ সাত্যকিং পর্যবারয়ৎ।
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম শৈনেয় চরিতং মহৎ ॥ ১৯
যদেকো বহুভিঃ সার্ধমস্ত্রাস্ত্রমমুঞ্চত।

অবধীচ্চ রথানীকং দ্বিরদানাঞ্চ তদ্ বলম্ ॥ ২০
সাদিনশ্চৈব তান্ সর্বান্ দস্যূনপি চ সর্বশঃ।
তত্র চক্রৈর্বিমথিতৈর্ভগ্নৈশ্চ পরমায়ুধৈঃ ॥ ২১
অক্ষৈশ্চ বহুধা ভগ্নৈরীষাদণ্ডকবন্ধুরৈঃ।
কুম্ভৈর্মথিতৈশ্চাপি ধ্বজৈশ্চ বিনিপাতিতৈঃ ॥ ২২
বর্মভিশ্চ তথানীকৈর্বাবকীর্ণা বসুন্ধরা।
প্রগ্ভিরাভরণৈর্বস্ত্রৈরঙ্গকৈশ্চ মারিষ ॥ ২৩
সঙ্কুলা বসুধা তত্র দ্যৌরিবার্দ্রৈর্হরৈরিব ভারত।
গিরিরূপধরাশ্চাপি পতিতাঃ কুঞ্জরোত্তমাঃ ॥ ২৪
অঞ্জনস্য কুলে জাতা বামনস্য চ ভারত।
সুপ্রতীককুলে জাতা মহাপদ্মকুলে তথা ॥ ২৫
ঐরাবতকুলে চৈব তথাঙ্গেষু কুলেষু চ।
জাতা দন্তিবরা রাজন্ শেরতে বহবো হতাঃ ॥ ২৬
বনায়ুজান্ পর্বতীয়ান্ কাম্বোজান্ বাহ্লিকানপি।
তথা হয়বরান্ রাজন্ নিজঘ্নে তত্র সাত্যকিঃ ॥ ২৭

তিন হাজার অশ্বারোহী ও গজারোহী যোদ্ধা দুর্যোধনকে অগ্রে লইয়া গমন করিতে লাগিল। ইহাদের সহিত শক, কাম্বোজ, বাহ্লীক, যবন, পারদ, কুলিন্দ, তঙ্গণ, অন্ধ্র, পৈশাচ, বর্বর এবং পর্বতীয় যোদ্ধারাও ছিল। রাজেন্দ্র! ইহারা সকলে ক্রুদ্ধ ছিল এবং হাতে পাথর লইয়া সাত্যকির দিকে সেই ভাবে দৌড়াইয়া আসিল, যেরূপ পতঙ্গদল প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পতিত হয়।

রাজন্! প্রস্তরযুদ্ধ দ্বারা যুদ্ধকারী পর্বতীয় পাঁচ শত বীর দ্বেষের বশ সুসজ্জিত হইয়া সাত্যকির উপর আক্রমণ করিলেন।

তাহার পশ্চাতে এক হাজার রথী, এক শত মহারথী, এক হাজার হাতী ও দুই হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধার সহিত বহুসংখ্যক মহারথী এবং অসংখ্য পদাতি সৈন্য সাত্যকির উপর নানাপ্রকার বাণ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন।

ভরতবংশী মহারাজ! 'এই সাত্যকিকে ধর ধর' এইভাবে সেই সব সৈন্যদিগকে প্রেরিত করিতে করিতে দুঃশাসন তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন।

সেখানে আমার সাত্যকির এই অত্যন্ত অদ্ভুত চরিত্র দেখিলাম যে, তিনি ইহাতে কোনরূপ বিভ্রান্ত না হইয়াই একাকী সেই বহুসংখ্যক যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তিনি এই সময় রথসেনা, গজসেনা ও সেই সমস্ত অশ্বারোহী যোদ্ধাগণকে এবং দস্যু ম্লেচ্ছ সৈন্যদিগকে সর্বপ্রকারে সংহার করিয়া ফেলিলেন।

খণ্ড বিখণ্ড চক্রসকল, ভগ্ন হইয়া পতিত উত্তম অস্ত্ররাশি, বহুভাবে খণ্ডিত অক্ষসমূহ, ভগ্ন ঈষাদণ্ড ও বন্ধুর সকল, মথিত হস্তিগণ, কৃপাতিত ধ্বজসমূহ, ছিন্ন-ভিন্ন বহু কবচ এবং নিহত সৈন্যগণের মৃত দেহে সেখানকার রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল।

মাননীয় ভরতবংশধর মহারাজ! যোদ্ধাগণের বহু হার, অলঙ্কার, বস্ত্র ও অঙ্গরাগসমূহের দ্বারা আবৃত হইয়া সেই রণভূমি নক্ষত্রমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত আকাশের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল।

ভারত! অঞ্জন ও বামননামক দিগ্‌গজের বংশে উৎপন্ন পর্বতাকার শ্রেষ্ঠ গজরাজগণও সেখানে ধরাশায়ী হইয়াছিল।

রাজন্! সুপ্রতীক, মহাপদ্ম, ঐরাবত এবং অন্য পুণ্ড্রীক, পুষ্পদন্ত ও সার্বভৌম—এই সব দিগ্‌গজগণের বংশে উৎপন্ন বহু শত্রুঘাতী হস্তীও ধরাতলে পতিত হইয়াছিল। ১৩-২৬

রাজন্! সেখানে সাত্যকি বনায়ু, কাম্বোজ (কাবুল) ও বাহ্লীক দেশে উৎপন্ন বহু শ্রেষ্ঠ অশ্ব ও পর্বতজাত অশ্বসমূহকেও নিহত করিয়াছিলেন॥ ২৭

আর্য্যশাস্ত্র

[১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রসমূহের রেজিষ্ট্রীকরণ (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮নং ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্য প্রকাশিত হইল। ফর্ম নং ৪]

প্রকাশন স্থান—	৭/১, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫
প্রকাশনের কালক্রম—	মাসিক
মুদ্রাপকের নাম—	শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা—	৭/১, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা- ৩৫
প্রকাশকের নাম—	শ্রীরামরঞ্জন কাব্য ব্যাকরণতীর্থ
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা—	৭/১, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫
মুদ্রণ-সম্পাদকের নাম—	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্তকালীপদ তর্কাচার্য্য
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা—	শান্তিনগর, পো: ভদ্রকালী, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ
	শ্রীশ্রীজীব ভট্টাচার্য্য স্মৃতীর্থ
	ভারতীয়
	পো: ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ
৬। স্বত্বাধিকারিগণের নাম ও ঠিকানা এবং মোট মূলধনের শতকরা এক বা তাহার অধিকসংখ্যক অংশের মালিকগণ—	শ্রীসত্যধর্ম্ম প্রচারসঙ্ঘ (জয়গুরু সম্প্রদায়) ৭/১, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫

আমি, শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিপ্রদত্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর—শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রকাশক

২৮।৩।৭২

কিরূপ সঙ্গত হয়—পরমাত্মার যখন একত্ব তখন অন্য আর কি আছে, যা অবলম্বনে আমি উত্তর দিব? বস্তুবিচারে অর্থাৎ দেব-মনুষ্যাদি শরীর পঞ্চভূতাত্মক, এহেতু সমান, এবং পরমকারণ পরমাত্মা ও জীবাত্মা অভিন্ন, এজন্য আপনাদের 'কে আপনি' এ প্রশ্ন অনর্থক বাগ্‌বিন্যাস মাত্র। মন-বাক্য-দৃষ্টি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণদ্বারা যা গৃহীত হয়, তা একমাত্র আমিই, আমা ভিন্ন আর কিছু নাই—তা নিঃসংশয়ে বুঝিবে। হে বৎসগণ! চিত্ত 'বিষয়ে' এবং বিষয় 'চিত্তে' আবিষ্ট হয়, সুতরাং চিত্ত ও বিষয় একত্র গ্রথিত। এই উভয় মদাত্মক জীবের উপাধি মাত্র পুনঃ পুনঃ বিষয়সেবার ফলে চিত্ত বিষয়ে আবিষ্ট হয়, এবং সংস্কার বশে বিষয়-বাসনা চিত্ত হ'তে উদ্ভূত হ'য়ে থাকে। জপ-ধ্যানাদির দ্বারা মদ্রূপ হ'য়ে (ব্রহ্মাময় হয়ে) চিত্ত ও বিষয় উভয়েই ত্যাগ ক'রবে। সত্ত্বাদিগুণসম্ভূত জাগরণ, নিদ্রা ও সুষুপ্তি বুদ্ধির বিশেষ বিশেষ অবস্থা মাত্র, তাদের সাক্ষিত্ব হেতু জীব সে অবস্থাত্রয়-রহিত যখন সংসার-বন্ধন আত্মার গুণবৃত্তি প্রধান করে, তখন চৈতন্যরূপ আমাতে স্থিত হ'য়ে সে সংসার বন্ধন ত্যাগ ক'রবে, বিষয়নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণের ওটাই প্রকৃত ত্যাগ। অহঙ্কারকৃত সংসার-বন্ধন আত্মার অনর্থসাধক। বিদ্বান্ ব্যক্তি তা দুঃখকরবোধে আনন্দরূপ তুরীয় ব্রহ্মা আমাতে অবস্থান ক'রে সংসারচিন্তা পরিত্যাগ ক'রবে। যে পর্য্যন্ত অজ্ঞব্যক্তির নানারূপ বিষয়গ্রহণের বুদ্ধি যুক্তির দ্বারা নিবর্ত্তিত না হয়, তৎকাল অবধি যেমন নিদ্রাবস্থায় অলীকস্বপ্ন-দর্শন তদ্রূপ জাগরণ অবস্থাও বন্ধন। আত্মাভিন্ন যখন দেহাদির অপর কোন সত্ত্বাই নাই, তখন তৎকৃত বর্ণাশ্রমাচাররূপভেদ স্বর্গাদি ফল এবং সেই ফলজনক কর্ম্মসকল আত্মার সম্বন্ধে স্বপ্নদর্শনের ন্যায়

MAGH-FALGUN
1378 B.S. :

Regd. No. C-67

Aryashastra

Mahabharata—44-45
Jan —Mar. 1972

15 MAY 1972

মিথ্যা। যিনি জাগরণ অবস্থায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা ক্ষণভঙ্গুর বিষয়সকলের উপভোগ, স্বপ্নকালে তদ্রূপ অস্থায়ী বাসনাময় পদার্থের সেবা করেন এবং সুষুপ্তিকালে ভোগশূন্য হন, তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় এবং অবস্থাত্রয়ের দ্রষ্টা। এইরূপ বিচার-বুদ্ধির দ্বারা মনের সত্ত্বাদি গুণগত যে অবস্থাত্রয় তা আমার সৃষ্ট মায়ার দ্বারা আমাতে কল্পিত—ইহা নিশ্চয় জেনে, অনুমান যুক্তি ও জ্ঞানরূপতীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা অহঙ্কার ছেদন ক'রে আমাকে ভজনা কর। দৃষ্ট ও বিনাশশীল অলাত-চক্রবৎ অতি চঞ্চল, মনের কৌতুক আস্পদ—এই জগৎ ভ্রমময় দর্শন ক'রবে। এইভাবে তাঁদের আমি উপদেশ ক'রেছিলাম। আমার দেহধারণ কেবল ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য।

মহেন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি.ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ তে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহানির্বান মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমার ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। আমার ধর্ম্মবেত্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা ও সনৎকুমার প্রভৃতিকে আরও বলি —দৃশ্য-স্থূলজগৎ হ'তে দৃষ্টি প্রতিনিবৃত্ত ক'রে বিতৃষ্ণ মনোবাগ্‌ব্যাপার-রহিত এবং আনন্দানুভূতি-সম্পন্ন ও নিরীহ নিশ্চেষ্ট হবে, যদি কখনও প্রাণধারণের জন্য নিতান্ত আবশ্যক আহারাদিব্যাপারে সচেষ্ট হও, তা অকিঞ্চিৎকর হ'লেও ভ্রম ব'লে গণ্য হবে না। দেহপাত পর্য্যন্ত সংস্কাররূপে স্মৃতি থাকাই স্বাভাবিক। মদ্যপানে অন্ধদৃষ্টিব্যক্তির যেমন স্বীয় পরিহিত বসন স্খলিত বা কটিলগ্ন আছে—এর কোনটাই অনুসন্ধানে আসে না, তদ্রূপ ব্রহ্মানুভবলব্ধ জ্ঞানসিদ্ধব্যক্তিও বিনাশ-শীল দেহকে আসনে অবস্থিত, আসন হ'তে উত্থিত দেখেন না, যে পর্য্যন্ত প্রারব্ধকর্ম্ম থাকে, দৈবাধীন দেহও প্রাণধারণ ক'রে জীবিত থাকে, কিন্তু সমাধিযোগে আরূঢ় হ'য়ে পরমার্থবোধ জন্মিলে, আর

মহাভারত—৪৬, ৪৭

১০ম বর্ষ, চৈত্র ও বৈশাখ, ১৩৭৮-৭৯]

দশম সংখ্যা মদনভঞ্জিকাযাত্রা
[একাদশ সংখ্যা চান্দরীযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে
সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

• •

যুগ্ম-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য ডি.লিট্. ✻ শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(ওঙ্কারনাথ সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মাধিকর্ত্তা :—
ডা: শ্রীত্রিলোচননাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ্,
ডি.টি.এম্, এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৫৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৮০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ব্ববঙ্গে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সকালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৬০৮

মনি-অর্ডার কূপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২২·৫০
২। বাল্মীকিরামায়ণ— ৩০·০০
৩। বিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৪৫·০০

নানাদেশসমুদ্ভবাংশ্চ নানাজাতীংশ্চ দন্তিনঃ।
নিজঘ্নে তত্র সৈনেয়ঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ২৮

তেষু প্রকাল্যমানেষু দন্তান্ দুঃশাসনোঽব্রবীৎ।
নিবর্তধ্বমধর্মজ্ঞা মূঢ়াঃ কিং ক্রতেন বঃ ॥ ২৯

তাংস্তাভিত্রস্তান্ সম্প্রেক্ষ্য পুত্রো দুঃশাসনস্তব।
পাষাণযোধিনঃ শূরান্ পর্বতীয়ানচোদয়ৎ ॥ ৩০

অস্মযুদ্ধেষু কুশলা নৈতজ্জানাতি সাত্যকিঃ।
অস্মযুদ্ধমজানন্তঃ ক্রতেনৈঃ যুদ্ধকাম্যকম্ ॥ ৩১

তথৈব কুরবঃ সর্বে নাস্মযুদ্ধবিশারদাঃ।
অভিদ্রবত মা ভৈষ্ট ন বঃ প্রাপ্নোতি সাত্যকিঃ ॥ ৩২

তে পর্বতীয়া রাজানঃ সর্বে পাষাণযোধিনঃ।
অভ্যদ্রবন্ত সৈনেয়ং রাজানমিব মন্ত্রিণঃ ॥ ৩৩

ততো গজশিরঃপ্রখ্যৈরুপলৈঃ শৈলবাসিনঃ।
উত্তস্থুর্যুধানস্য পুরতস্তুরাহবে ॥ ৩৪

ক্ষেপণীয়ৈস্তথাপ্যন্যে সাত্বতস্য রথৈর্বিনঃ।
চোদিতাস্তব পুত্রেণ সর্বতো ব্যকিরন্ দিশঃ ॥ ৩৫

তেষামাপততাং তেন শিলাযুদ্ধং চিকীর্ষতাম্।
সাত্যকিঃ প্রতিসঙ্কায় নিশিতান্ প্রাহিণোচ্ছরান্ ॥ ৩৬

তাময়বৃষ্টিং তুমুলাং পর্বতীয়ৈঃ সমীরিতাম্।
চিচ্ছেদোরসসঙ্কাশৈর্নারাচৈঃ শিনিপুঙ্গবঃ ॥ ৩৭

তৈরশ্মচূর্ণৈর্বিপাপ্মাঃ খদ্যোতানামিব ব্রজৈঃ।
প্রায়ঃ সৈন্যান্তরস্থস্য তাদৃগাভূতানি মারিষ ॥ ৩৮

ততঃ পঞ্চশতঃ শূরাঃ সমুদ্যতমহাশিলাঃ।
নিকৃত্ত বাহবো রাজন্ নিপেতুর্ধরণীতলে ॥ ৩৯

পুনর্দশশতাস্তস্য শতমাত্রিপ্রণশ্যথা।
সোপলৈর্বাহুভিশ্ছিন্নৈঃ পেতুরপ্রাপ্য সাত্যকিম্ ॥

(সাত্বতস্য চ ভল্লেন নিষ্পিষ্টৈস্তস্য বাহুভিঃ।
স্রুতান্ নিহতা ম্লেচ্ছাস্তত্র তত্র গতাসবঃ ॥
তে হন্যমানাঃ সমরে সাত্বতেন মহাত্মনা।
অস্মবৃষ্টিং মহাঘোরাং পাতয়ন্তি স্ম সাত্বতে ॥)

শিনির এই বীর পৌত্র সাত্যকি যত দেশ হইতে সমুদ্ভূত বিভিন্ন জাতির শত শত ও সহস্র সহস্র হস্তিগণকেও সংহার করিয়াছিলেন ॥ ২৮

এই সব হাতী যখন কালের গ্রাসে পতিত হইতে ছিল, সেই সময় দুঃশাসন ধন্বা শ্রেষ্ঠ সৈন্যদিগকে এই কথা বলিলেন, —ধর্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ যোদ্ধাগণ! এই ভাবে পলায়ন করিয়া কি লাভ হইবে? প্রত্যাবর্তন কর এবং যুদ্ধ কর ॥ ২৯

ইহাতেও তাহাদিগকে দ্রুতগতিতে পলায়ন করিতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুঃশাসন প্রস্তরদ্বারা যুদ্ধকারী বীরবর পর্বতীয় যোদ্ধাদিগকে আদেশ করিলেন ॥ ৩০

বীরগণ! তোমরা প্রস্তরের দ্বারা যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত। সাত্যকি এই বিদ্যা জানে না। প্রস্তর দ্বারা যুদ্ধ করিতে না জানিলেও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক এই শত্রুকে তোমরা বধ কর ॥ ৩১

এইরূপ এই সব কৌরব যোদ্ধারাও প্রস্তর যুদ্ধ করিতে অভিজ্ঞ নয়। অতএব তোমরা ভীত হইও না, আক্রমণ কর। সাত্যকি তোমাদের সকলকে নাশ করিতে সমর্থ হইবে না (সুতরাং তোমাদের মৃত্যু ভয় নাই) ॥ ৩২

যেরূপ মন্ত্রীরা রাজার নিকট গমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই পাষাণযোধী পর্বতীয় সমস্ত নরপতিগণ সাত্যকির দিকে অগ্রসর হইলেন ॥ ৩৩

এই সকল পর্বতনিবাসী যোদ্ধারা হাতীর মস্তকের ন্যায় বড় বড় প্রস্তর খণ্ড লইয়া সমরাঙ্গণে যুযুধানের সম্মুখে যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

আপনার পুত্র দুঃশাসন কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সাত্যকিকে বধ করিতে অভিলাষী অন্য বহুসংখ্যক সৈন্যও ক্ষেপণীয় অস্ত্র উত্তোলন করতে সর্বদিক্ দিয়া সাত্যকিকে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৫

শিলা-যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক সেই যোদ্ধাগণ আক্রমণ করিলেই সাত্যকি তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ সন্ধান করত তাহাদের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৬

পর্বতবাসী সৈন্যগণের দ্বারা কৃত সেই ভয়ঙ্কর শিলাবর্ষণকে শিনিপ্রবর সাত্যকি বীর বর্ণতুল্য নারাচসমূহের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ৩৭

মাননীয় রাজন্! জোনাকী পোকার দলের প্রভার ন্যায় উদ্ভাসিত সেই সব প্রস্তর চূর্ণের দ্বারা প্রায় সমস্ত সৈন্যই আহত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল ॥ ৩৮

রাজন্! তাহার পর পাঁচ শত বীর বিশাল শিলাখণ্ড উত্তোলিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই (সাত্যকির বাণে) ছিন্নবাহু হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৯

এই এক লক্ষ পাষাণযোধী সৈন্যের মধ্যে এক হাজার সৈন্যের শিলাযুক্ত বাহু ছিন্ন হওয়ায় সাত্যকিকে আঘাত করিবার পূর্বেই ভূপাতিত হইল ॥ ৪০

পাষাণযোধিনঃ শূরান্ যত্তমাননবস্থিতান্ ।
ক্ষয়ধীদ্ বহুসাহস্রাংস্তেষমস্তমিবাভবৎ ॥ ৩২
ততঃ পুনর্ব্যাত্তমুখাস্তেঽশ্মবৃষ্টীঃ সমন্ততঃ
অরোহন্তাঃ মূলহস্তাঃ পরমাস্ত্রজয়া যযাঃ ॥ ৩৩
লম্পাকাংশ্চ কুলিন্দাংশ্চ চিক্কিপুস্তাংশ্চ সাত্যকিঃ ।
নারাচৈঃ প্রতিচিক্ষেপ প্রতিপত্তিবিশারদঃ ॥ ৩৪
অক্ষৌণাঃ ভিদ্যমানানামন্তরিক্ষে শিতৈঃ শরৈঃ
শব্দেন প্রাত্রবন্ সংখ্যে রথাশ্ব-গজ-পত্তয়ঃ ॥ ৩৫
অশ্মচূর্ণৈরবাকীর্ণা হন্যন্ত-গজ-বাজিনঃ ।
নাসন্ বহুবস্ত্রাতুং শ্রমরৈরিব দংশিতাঃ ॥ ৩৬
হতশিষ্টাঃ সকৃধিরা ভিন্নমস্তকপিণ্ডিকাঃ ।
(বিভিন্নশিরসো রাজন্ পদ্ভিশ্ছিন্নৈশ্চ দন্তিনঃ
নিষূদিতৈশ্চ করৈর্নাগা ব্যক্তাশ্চ পততঃ কৃতাঃ ।
তথা পঞ্চশতান্ যোধাংস্তৎক্ষণেনৈব মারিষ
ব্যচরৎ পৃক্তনামধ্যে শৈনেয়ঃ কৃতহস্তবৎ ॥)
কৃতরা বর্ত্তয়ামাসুর্ঘূর্ঘূরানরথং তথা ॥ ৩৮
(অশ্মনাং ভিদ্যমানানাং সাদৈকৈঃ শ্রূয়তে স্বনিঃ
পঙ্কজন্রেষু ধারাণাং পততীনামিব স্বনিঃ ॥)
ততঃ শব্দঃ সমভবৎ তব সৈন্যস্য মারিষ ।
মাধবেনার্দ্যমানস্য সাগরস্যেব পর্ব্বণি ॥ ৩৯
তং শব্দং তুমুলং শ্রুত্বা দ্রোণো বচনমব্রবীৎ ।
এষ সূত রণে ক্রুদ্ধঃ সাত্বতানাং মহারথঃ ॥ ৪৮
দারয়ন্ বহুধা সৈন্যং রণে চরতি কালবৎ ।
যত্রৈষ শব্দস্তুমুলস্তত্র সূত রথং নয় ॥ ৪৯
পাষাণযোধিভির্ঘোরঃ ঘূর্ঘূরানঃ সমাগতঃ ।
তথা হি রথিনঃ সর্বে ছিন্নৈস্তৈস্তৈর্বিশাম্পতে ॥ ৫০
বিশস্ত্রকবচা রুদ্ধাস্তত্র তত্র পততি চ
ন শক্নুবন্তি যন্ত্রাণি সংযন্তুং তুমুলে হয়াঃ ॥ ৫১

(সাত্যকির শরের দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ শিলাখণ্ডসমূহের দ্বারা নিহত ফ্লেচ্ছসৈন্যগণ প্রাণহীন হইয়া যেখানে সেখানে পতিত হইতে লাগিল। মহাত্মা সাত্যকিকর্তৃক রথাঙ্গনে পুনঃপুনঃ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ফ্লেচ্ছসৈন্যগণ তাঁহার উপর তখন প্রস্তরবর্ষণ করিতে লাগিল।) এই সব প্রস্তর-যোধী বীরদের সৈন্যগণ তখনকার মত ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা বহুসহস্র ছিল কিন্তু সাত্যকি তাঁহাদের সকলকেই সংহার করিয়া ফেলিলেন। তাঁহা যেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইয়া গেল ॥ ৪১

তদনন্তর পুনরায় তপ্ত লৌহের গোলা ও ত্রিশূল তপ্ত ঘুর্ঘুরিস্তারধারী শর, তোমর, ঋষ্টি, লম্পাক ও কুলিন্দদেশীয় ফ্লেচ্ছগণ সাত্যকির উপর চারিদিক্ দিয়া প্রস্তরবর্ষণ আরম্ভ করিল, কিন্তু প্রতীকার করিতে নিপুণ সাত্যকি তীক্ষ্ণ নারাচসমূহের দ্বারা সেই প্রস্তরখণ্ডকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ৪২-৪৩

আকাশে তীক্ষ্ণধারসমূহের দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ সেই সব প্রস্তর-খণ্ডের শব্দে ভীত হইয়া রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি-সৈন্যরা যুদ্ধস্থলে এদিক্ ওদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৪৪

প্রস্তর চূর্ণসমূহে পরিব্যাপ্ত অশ্ব, হস্তী ও অশ্বগণ সেখানে থাকিতে পারিল না। তখন মনে হইতেছিল—তাহারিগকে প্রস্তরে সংপেষণ করিতেছে ॥ ৪৫

যাহারা মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, সেই সব হস্তী রক্তে আপ্লুত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজন্! রক্তসংস্পৃষ্ট দাতীর মস্তক ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল। সাত্যকি শত শত গজরাজের অঙ্গ ভাঙিয়া দিয়াছিলেন। মাননীয় নরেশ! সাত্যকি নিজস্থল পুরুষের ন্যায় ক্ষণকালের মধ্যেই পাঁচ শত যোদ্ধাকে সংহার করিয়া সৈন্যদের মধ্যভাগে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময় আহত হস্তিগণ ঘুর্ঘুরানের রথ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাইল ॥ ৪৬

(বাদসমূহে চূর্ণ-বিচূর্ণ প্রস্তরসমূহের এরূপ ধ্বনি শুনা যাইতেছিল যে, যেন পঙ্কজসমূহের মধ্যে পতিত জলধারার শব্দ হইতেছে।) আর্য! যেরূপ পূর্ণিমার দিনে সমুদ্রের গর্জন বড় তীব্র হইয়া থাকে, সেইরূপ সাত্যকিকর্তৃক পীড়িত আপনার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে মহাকোলাহল উদ্ভূত হইতে লাগিল ॥ ৪৭

সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া দ্রোণাচার্য্য স্বীয় সারথিকে বলিলেন,—সূত! এই সাত্বতকুলের বীর বহুরথী সাত্যকি রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ হইয়া কৌরব-সৈন্যদিগকে বারংবার বিদীর্ণ করিতে করিতে কালের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। সারথে! যেখানে এই তুমুলতম শব্দ হইতেছে, সেই স্থানে তুমি আমার রথ লইয়া চল ॥ ৪৮-৪৯

নিশ্চয়ই ঘুর্ঘুরান পাষাণযোধী যোদ্ধাদিগের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়াছে, তাই এই সব পলায়মান অশ্বগণ সমস্ত রথিদিগকে রণভূমির বাহিরে লইয়া যাইতেছে ॥ ৫০

এই সব রথী অস্ত্র ও কবচহীন হওয়ায় অস্ত্রসকলের আঘাতে ক্ষত হইয়া যেখানে সেখানে পতিত হইতেছে। এই তুমুল যুদ্ধে সারথি নিজ অশ্বগণকে বশীভূত রাখিতে পারিতেছে না ॥ ৫১

ইত্যেতদ্ বচনং শ্রুত্বা ভারদ্বাজস্য সারথিঃ।
প্রত্যুবাচ ততো দ্রোণং সর্বশস্ত্রভৃতাং বরম্ ॥ ৫১
সৈন্যং দ্রবতি চায়ুষ্মন্ কৌরবেয়ঃ সমন্ততঃ।
পশ্য যোধান্ রণে তস্মান্ ধাবতো বৈ ততস্ততঃ ॥ ৫২
ইমে চ সংহতাঃ শূরাঃ পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ
ত্বামেব হি জিঘাংসন্তু আদ্রবন্তি সমন্ততঃ ॥ ৫৩
অত্র কার্যাঃ সমাদেশ প্রাপ্তকালমরিন্দম।
স্থানে বা গমনে বাপি ত্বরং যাহ্যশ্চ সাত্যকিঃ ॥ ৫৪
তথেবং বদতস্তস্য ভারদ্বাজস্য সারথেঃ।
প্রত্যদৃশ্যত সৈনেয়ো নিঘ্নন্ বহুবিধান্ রথান্ ॥ ৫৫
তে বধ্যমানাঃ সমরে যুযুধানেন ভারত।
যুযুধানরথং ত্যক্ত্বা দ্রোণানীকায় চুক্রুধুঃ ॥ ৫৬
বৈন্য দুঃশাসনঃ সার্ধং রথৈঃ পূর্বং সুবর্চসঃ।
তে ভীতাস্ত্রস্তসংবিগ্না সর্বে দ্রোণবধং প্রতি ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি সাত্যকিপ্রবেশে একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২১ ॥

দ্রোণাচার্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া সারথি সমস্ত অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্যকে বলিল—আয়ুষ্মন্! কৌরব সৈন্যরা চারিদিকে পলায়ন করিতেছে। দেখুন—রণাঙ্গনে এই সব যোদ্ধারা ব্যূহ-ভঙ্গ করিয়া এদিক্ ওদিকে ধাবিত হইতেছে ॥ ৫২-৫৩

এই পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চাল বীরগণ সংগঠিত হইয়া আপনাকে বধ করিবার বাসনায় সর্বদিক্ দিয়া আপনার উপর আক্রমণ করিতেছেন ॥ ৫৪

শত্রুদমন! এই সময় যাহা কর্তব্য, তাহার দিকে আপনি মনোনিবেশ করুন; এস্থানে থাকিব না অন্যত্র যাইব। সাত্যকি ত' ৫৫ বুঝে চালনা দিয়াছেন ॥ ৫৫

দ্রোণাচার্যের সারথি যখন এই কথা বলিতেছিল, সেই সময় শিনিপৌত্র সাত্যকি বহুসংখ্যক রথী বীরকে সংহার করিতেছেন ইহা দেখা যাইল ॥ ৫৬

রণাঙ্গনে যুযুধানের প্রহার খাইয়া আপনার সৈন্যরা তাঁহার রথ পরিত্যাগ করত দ্রোণাচার্যের সৈন্যদের দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭

পূর্বে দুঃশাসন যে সব রথী সৈন্যের সহিত ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ভয় ভীত হইয়া দ্রোণাচার্যের রথের দিকে পলায়ন করিলেন ॥ ৫৮

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে সাত্যকির প্রবেশবিষয়ক একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য্যেণ দুঃশাসনস্য তিরস্কারঃ, দ্রোণাচার্য্যেণ বীরকেতু প্রভৃতি পাঞ্চালবীরাণাং সংহারঃ, ধৃষ্টদ্যুম্নেন সহ দ্রোণস্য ঘোরং যুদ্ধং, তস্য মূর্চ্ছা, ধৃষ্টদ্যুম্নস্য পলায়নম, আচার্য্যস্য জয়লাভশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

দুঃশাসনরথং দৃষ্ট্বা সমীপে পর্য্যবস্থিতম্।
ভারদ্বাজস্ততো বাক্যং দুঃশাসনমথাব্রবীৎ ॥ ১

দুঃশাসন রথাঃ সর্বে কস্মাচ্ছৈত্যে প্রবিদ্রুতাঃ।
কচ্চিৎ ক্ষেমং তু নৃপতেঃ কচ্চিজ্জীবতি সৈন্ধবঃ ॥ ২

রাজপুত্রো ভবানত্র রাজভ্রাতা মহারথঃ।
কিমর্থং দ্রবতে যুদ্ধে যৌবরাজ্যমবাপ্য হি ॥ ৩

দাসী জিতাসি দ্যূতে ত্বং যথা কামচরী ভব।
বাসসাং বাহিকা রাজ্ঞো ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য যে ভব ॥ ৪

ন সন্তি পতয়ঃ সর্বে তেঽস্য ষণ্ঢতিলৈঃ সমাঃ।
দুঃশাসনৈবং কস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বমুক্ত্বা পলায়সে ॥ ৫

বরং বৈরং মহৎ কৃত্বা পাঞ্চালৈঃ পাণ্ডবৈঃ সহ।
একং সাত্যকিমাসাদ্য কথং ভীতোঽসি সংযুগ ॥ ৬

ন জানীষে পুরা ত্বং তু পৃতনাসুখান্ হরোদরে।
শরা হ্যেতে ভবিষ্যন্তি দারুণাশীবিষোপমাঃ ॥ ৭

অপ্রিয়াণাং হি বচসাং পাণ্ডবস্য বিশেষতঃ।
দ্রৌপদ্যাশ্চ পরিক্লেশস্ত্বন্মূলো মুভবৎ পুরা ॥ ৮

ক তে মানশ্চ দর্পশ্চ ক তে বীর্য্যং ক গর্জিতম্।
আশীবিষসমান্ পার্থান্ কোপয়িত্বা ক যাস্যসি ॥ ৯

শোচ্যোঽয়ং ভারতী সেনা রাজা চৈব সুযোধনঃ।
যস্য ত্বং কর্কশো ভ্রাতা পলায়নপরায়ণঃ ॥ ১০

নন্বু নাম ত্বয়া বীর দীর্য্যমাণা ভয়ার্দিতা।
স্ববাহুবলমাস্থায় রক্ষিতব্যা চমূরিনী ॥ ১১

স ত্বমদ্য রণং হিত্বা ভীতো দুর্বচসে পরান্।
বিদ্রুতে ত্বয়ি সৈন্যস্য নাথকে শত্রুসূদন ॥ ১২

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[দুঃশাসনকে দ্রোণাচার্য্যের তিরস্কার, দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক বীরকেতু প্রভৃতি পাঞ্চাল-বীরগণের সংহার, ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত তাঁহার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, দ্রোণাচার্য্যের মূর্চ্ছা, ধৃষ্টদ্যুম্নের পলায়ন এবং দ্রোণাচার্য্যের জয়লাভ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দুঃশাসনের রথকে নিজের সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

দুঃশাসন! এই সমস্ত রথী-সৈন্য কোথা হইতে পলায়ন করিয়া আসিতেছে? রাজা দুর্য্যোধন কুশলে আছে ত? সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এখনও জীবিত আছে ত? ২

তুমি ত' রাজার পুত্র, রাজার ভ্রাতা এবং মহারথী বীর। যুদ্ধরাজের পদ লাভ করিয়া তুমি এই যুদ্ধস্থল হইতে কেন পলায়ন করিয়া আসিলে? ৩

দুঃশাসন! তুমি দ্রৌপদীকে বলিয়াছিলে যে, তুমি সভাক্ষেত্রে জিতা দাসী। অতএব তুমি আমাদের ইচ্ছানুসারে আচরণপরায়ণা হও এবং আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্য্যোধনের বস্ত্রবাহিকা হও ॥ ৪

এখন তোমার সকল পতিগণ ষণ্ঢতিলের (অঙ্কুর-উদ্গমনে অসমর্থ তিলের) সমান হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে তুমি এই কথা বলিয়া আজ কেন যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিতেছ? ৫

পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের সহিত বরং ঘোরতর শত্রুতা করিয়া যুদ্ধস্থলে একাকী সাত্যকির সম্মুখীন হইয়া কেন ভীত হইতেছ? ৬

তুমি কি পূর্ব্বে পাশাখেলার সময় ইহা বুঝিতে পার নাই যে, ইহারা একদিন ভয়ঙ্কর বিষধর সর্পতুল্য বিনাশকারী হইবে ॥ ৭

পূর্ব্বকালে বিশেষতঃ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে যে অপ্রিয় কথা শুনান হইয়াছিল এবং দ্রৌপদীদেবীকে যে কষ্ট দান করা হইয়াছিল, তাহার মূল কারণ তুমিই ছিলে ॥ ৮

কোথায় গেল তোমার সেই দর্প ও অভিমান? কোথায় তোমার পরাক্রম? এবং কোথায় গেল তোমার গর্জ্জন? বিষধর সর্পসদৃশ ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণকে কুপিত করিয়া কোথায় পলায়ন করিতেছ? ৯

এই কৌরব-সৈন্যগণ, এই রাজ্য ও ইহার রাজা দুর্য্যোধন এই সবই শোচনীয় হইয়া গিয়াছে; কারণ, তুমি রাজা দুর্য্যোধনের ক্রূরকর্ম্মা ভ্রাতা হইয়া আজ যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত পলায়ন করিতেছ ॥ ১০

বীর! তোমার ত' বীর বাহু বলের আশ্রয় করিয়া এই পলায়মান ভীত সৈন্যদিগকে রক্ষা করা উচিত ছিল ॥ ১১

কিন্তু তুমি আজ যুদ্ধ ত্যাগ করত ভীত হইয়াছ এবং শত্রুগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছ। শত্রুসূদন! তুমি ত' সেনাপতি, তুমি এরূপ অবস্থায় যদি পলায়ন কর, তবে অন্যে আর কে যুদ্ধস্থলে থাকিবে? যখন আশ্রয়দাতা বা রক্ষক ভীত হইয়া উঠে, তখন অন্যে আর কে না ভীত হইয়া থাকে?

কোঽন্যঃ স্থাস্যতি সংগ্রামে ভীতো ভীতে বাপাশ্রয়ে।
একেন সাত্যকেনাস্য যুদ্ধমানস্য তেন বৈ ॥ ১৩
পলায়নে তব মতিঃ সংগ্রামাদ্ধি প্রবর্ততে।
যদা পাণ্ডীবধন্বানং ভীমসেনঞ্চ কৌরব ॥ ১৪
যমৌ বা বৃষ্ণি প্রবরৌ তদা ত্বং কিং করিষ্যসি।
যুধি কাঞ্চনবাণানাং সূর্যাগ্নিসমবর্চসাম্ ॥ ১৫
ন তুল্যাঃ সাত্যকিশরা যেষাং ভীতঃ পলায়সে।
ব্রহিতো বীর গচ্ছ ত্বং পাঞ্চাল্যা দয়মাবিশ ॥ ১৬
পৃথিব্যাং যাবমানস্য নাস্তং পশ্যামি জীবনম্।
যদি তাবৎ কৃতা বুদ্ধিঃ পলায়নপরায়ণা ॥ ১৭
পৃথিবী ধর্মরাজায় শমেনৈব প্রদীয়তাম্।
যাবৎ ফাল্গুননারাচা নির্মুক্তোরগসন্নিভা ॥ ১৮
নাবিশন্তি শরীরং তে তাবৎ সংগম্য পাণ্ডবৈঃ।
যাবৎ তে পৃথিবীং পার্থা হত্বা ভ্রাতৃশতং রণে ॥ ১৯
নাক্ষিপন্তি মহাত্মানস্তাবৎ সংগম্য পাণ্ডবৈঃ।
যাবন্ন ক্রুধ্যতে রাজা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২০

কৌরব! একাকী সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিবার সময় যখন আজ তোমার বুদ্ধি পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন যে সময় তুমি গাণ্ডীবধারী অর্জুন, ভীমসেন অথবা নকুল-সহদেবকে যুদ্ধস্থলে দেখিবে, সেই সময় তুমি কি করিবে?

রণাঙ্গনে অর্জুনের বাণসমূহ সূর্য ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী, ইহাদের সমান সাত্যকির বাণসকল নহে, তথাপি ভীত হইয়া তুমি পলায়ন করিয়া আসিলে?

যদি তুমি পলায়ন করিবারই মনস্থ করিয়া থাক, তবে এই পৃথিবীর রাজ্য শান্তি সহকারে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যর্পণ করিয়া যাও।

যোদ্ধৃগণ কর্তৃক নির্মুক্ত অর্জুনের বাণসমূহ যে পর্যন্ত না তোমার শরীরে প্রবিষ্ট হয়, তাহার মধ্যেই পাণ্ডবগণের সহিত তুমি সন্ধি স্থাপন কর।

মহাত্মা কুন্তীকুমারগণ যে পর্যন্ত না তোমার সহ ভ্রাতাকে রণাঙ্গনে বধ করিয়া এই সমগ্র বসুন্ধরাকে কাড়িয়া লয়, তাহার মধ্যেই তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর।

যতক্ষণ না ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির এবং যুদ্ধের প্রশংসাকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধ করেন, সেই সময়ের মধ্যেই তুমি পাণ্ডবদের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া ফেল।

যতক্ষণ না মহাবাহু ভীমসেন বিশাল কৌরব-সৈন্যের মধ্যে

কৃষ্ণশ্চ সমরপ্রার্থী তাবৎ সংগম্য পাণ্ডবৈঃ।
যাবদ্ ভীমো মহাবাহুর্বিগাহ্য মহতীং চমূম্ ॥ ২১
সোদরাংস্তে ন গৃহ্ণাতি তাবৎ সংগম্য পাণ্ডবৈঃ।
পূর্বমুক্তশ্চ তে ভ্রাতা ভীষ্মেনাসৌ সুযোধনঃ ॥ ২২
অজেয়াঃ পাণ্ডবাঃ সংখ্যে সৌম্য সংগম্য তৈঃ সহ।
ন চ তৎ কৃতবান্ মন্দস্তব ভ্রাতা সুযোধনঃ ॥ ২৩
স যুদ্ধে ধৃতিমাস্থায় যত্তো যুধ্যস্ব পাণ্ডবৈঃ।
তবাপি শোণিতং ভীমঃ পাস্যতীতি ময়া শ্রুতম্ ॥ ২৪
উচ্চাপ্যবিত্তথং তস্য তৎ তথৈব ভবিষ্যতি।
কিং ভীমস্য ন জানাসি বিক্রমং তং সুবালিশ ॥ ২৫
যয়া বৈরমারব্ধং সংযুগে প্রাণহারিণা।
গচ্ছ তূর্ণং রথেনৈব যত্র তিষ্ঠতি সাত্যকিঃ ॥ ২৬
যয়া ভীমং বলং স্নেতম্ বিদ্রবিষ্যতি ভারত।
আত্মার্থং যোধয় রণে সাত্যকিং সত্যবিক্রমম্ ॥ ২৭
এবমুক্তস্তব সুতো নাব্রবীৎ কিঞ্চিদপ্যসৌ।
শ্রুতঞ্চ শ্রুতবৎ কৃত্বা প্রায়াদ্ যেন স সাত্যকিঃ ॥ ২৮

প্রবেশ করিয়া তোমার সমস্ত ভ্রাতাকে বধ করিয়া ফেলে, তৎপূর্বেই তুমি পাণ্ডবদের সহিত সন্ধি স্থাপন কর।

পূর্বে ভীষ্ম তোমার ভ্রাতা দুর্যোধনকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, সৌম্য! পাণ্ডবগণ যুদ্ধে অজেয়, তুমি তাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন কর। কিন্তু তোমার ভ্রাতা দুর্যোধন সেই কার্য সম্পন্ন করে নাই। ১৯-২৩

অতএব তুমি রণাঙ্গনে ধৈর্যাবলম্বন করত যত্নসহকারে পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ কর। আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, ভীমসেন তোমার রক্তপান করিবে উহা তাহার কথানুসারে সত্যই হইবে। ২৪

অরে মূর্খ! তুমি কি ভীমসেনের পরাক্রম জান নাই, তবে কেন তাহার সহিত শত্রুতা করিলে? আর এখন তুমি যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিতেছ? ২৫

ভারত! তুমি এখন অতি সত্বর এই রথের দ্বারাই যেখানে সাত্যকি অবস্থান করিতেছে, সেখানে গমন কর। তুমি না থাকায় এই সমস্ত সৈন্যগণ পলায়ন করিবে। তুমি নিজের লাভের জন্যই রণাঙ্গনে সত্যপরাক্রমী সাত্যকির সহিত যুদ্ধ কর। ২৬-২৭

দ্রোণাচার্য এই কথা বলিলে পর আপনার পুত্র দুঃশাসন কিছুই উত্তর করিলেন না। তিনি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়াও

সৈন্যেন মহতা যুক্তো ম্লেচ্ছানামনিবর্তিনাম্।
আসাদ্য চ রণে যত্তো যুযুধানমযোধয়ৎ ॥ ২৯
দ্রোণোঽপি রথিনাং শ্রেষ্ঠঃ পাঞ্চালান্ পাণ্ডবাংস্তথা।
অভ্যদ্রবত সংক্রুদ্ধো জবমাস্থায় মধ্যমম্ ॥ ৩০
প্রবিশ্য চ রণে দ্রোণঃ পাণ্ডবানাং বরূথিনীম্।
দ্রাবয়ামাস যোধান্ বৈ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৩১
ততো দ্রোণো মহারাজ নাম বিশ্রাব্য সংযুগে।
পাণ্ডু-পাঞ্চাল-মৎস্যানাং প্রচক্রে কদনং মহৎ ॥ ৩২
ওং জয়ন্তমনীকানি ভারদ্বাজং ততস্ততঃ।
পাঞ্চালপুত্রো দ্যুতিমান্ বীরকেতুঃ সমভ্যয়াৎ ॥ ৩৩
স দ্রোণং পঞ্চভির্বিদ্ধ্বা শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
ধ্বজমেকেন বিব্যাধ সারথিং চাস্য সপ্তভিঃ ॥ ৩৪
তত্রাদ্ভুতং মহারাজ দৃষ্টবানস্মি সংযুগে।
যদ্ দ্রোণো রভসঃ যুদ্ধে পাঞ্চাল্যং নাভ্যবর্তত ॥ ৩৫

না শুনাইয়া ভাল করত সেই পথ গমন করিলেন, যে পথে সাত্যকি অগ্রসর হইয়াছেন। ২৮

তিনি যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত ম্লেচ্ছদিগের বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত সমরাঙ্গণে সাত্যকির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত ঘোর সহকারে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ২৯

এদিকে রথিশ্রেষ্ঠের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্যও ক্রুদ্ধ হইয়া মধ্যম বেগের আশ্রয় গ্রহণ করত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগের উপর আক্রমণ করিলেন। ৩০

দ্রোণাচার্য রণাঙ্গনে পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করত তাঁহাদের শত শত ও সহস্র সহস্র সৈন্যকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। ৩১

মহারাজ! সেই সময় দ্রোণাচার্য যুদ্ধস্থলে নিজের নাম শুনাইতে শুনাইতে পাণ্ডব, পাঞ্চাল এবং মৎস্যদেশীয় সৈন্যদিগকে অতিশয় পীড়া দান করিতে থাকিলেন। ৩২

এদিকে ওদিকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া অবস্থিত দ্রোণাচার্যের সম্মুখীন হইবার জন্য সেই সময় পাঞ্চালরাজকুমার বীরকেতু আগমন করিলেন। ৩৩

তিনি আনত পর্বযুক্ত পাঁচটি বাণের দ্বারা দ্রোণাচার্যকে আহত করিয়া অপর একটি বাণে তাঁহার ধ্বজ ও আরও সাতটি বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। ৩৪

মহারাজ! সেই যুদ্ধে আমি একটি আশ্চর্যের বিষয় প্রত্যক্ষ করিলাম যে, দ্রোণাচার্য সেই বেগশালী পাঞ্চালরাজকুমার

সন্নিরুদ্ধং রণে দ্রোণং পাঞ্চালা বীক্ষ্য মারিষ।
আবব্রুঃ সর্বতো রাজন্ ধর্মপুত্রজয়ৈষিণঃ ॥ ৩৬
তে নরৈরস্ত্রসম্পন্নৈস্তোমরৈশ্চ মহাধনৈঃ।
শস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈ রাজন্ দ্রোণমেকমবাকিরন্ ॥ ৩৭
নিহত্য তান্ বাণগণৈর্দ্রোণো রাজন্ সমন্ততঃ।
মহাজলধরান্ ব্যোম্নি মারুতিশ্চেব চাবভৌ ॥ ৩৮
ততঃ শরং মহাঘোরং সূর্যাপাবকসন্নিভম্।
সন্দধে পরবীরঘ্নো বীরকেতো রথং প্রতি ॥ ৩৯
স ভিত্ত্বা তু শরো রাজন্ পাঞ্চালকুলনন্দনম্।
অভ্যগাদ্ ধরণীং তূর্ণং লোহিতার্দ্রো জলন্নিব ॥ ৪০
ততোঽপতদ্ রথাৎ তূর্ণং পাঞ্চালকুলনন্দনঃ।
পর্বতাগ্রাদিব মহাংশ্চম্পকো বায়ুপীড়িতঃ ॥ ৪১
তস্মিন্ হতে মহেষ্বাসে রাজপুত্রে মহাবলে।
পাঞ্চাল্যাবারিতা দ্রোণং সমন্তাৎ পর্যবারয়ন্ ॥ ৪২

বীরকেতুর দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ৩৫

মাননীয় রাজন্! দ্রোণাচার্যকে রণাঙ্গনে অবরুদ্ধ হইতে দেখিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের জয়াভিলাষী পাঞ্চাল-সৈন্যগণ তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল। ৩৬

রাজন্! তিনি অগ্নিসদৃশ তেজস্বী বাণসমূহে, বহুমূল্য তোমরসকল ও নানাপ্রকার বহু অস্ত্রবর্ষণ করিয়া একাকীই দ্রোণাচার্যকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ৩৭

রাজন্! এই সময় দ্রোণাচার্য স্বীয় বাণ-সমূহের দ্বারা চারিদিকের সেই সমস্ত অস্ত্রগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়া আকাশে মহামেঘকে ছিন্ন-ভিন্নকারী প্রবল বায়ুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩৮

তাহার পর শত্রুবীর সংহারকারী দ্রোণাচার্য সূর্য ও অগ্নি তুল্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি বাণ ধনুতে স্থাপন করিলেন এবং উহা বীরকেতুর রথের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ৩৯

রাজন্! সেই বাণ যেন প্রজ্বলিত হইতে থাকিয়া পাঞ্চালকুল-নন্দন বীরকেতুকে বিদীর্ণ করত রক্তাক্ত হইয়া ধরণীতে প্রবিষ্ট হইল। ৪০

তখন পাঞ্চালকুলের আনন্দপ্রদ সেই রাজকুমার বীরকেতু বায়ুকর্তৃক উৎপাটিত পর্বতের শিখর হইতে পতিত বিশাল চম্পক-বৃক্ষের ন্যায় অতিক্রান্ত রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। ৪১

সেই মহাধনুর্ধর মহাবল রাজকুমার বীরকেতু নিহত হইলে

চিত্রকেতুঃ সুবর্মা চ চিত্রবর্মা চ ভারত।
তথা চিত্ররথশ্চৈব ভ্রাতৃব্যসনকর্শিতাঃ ॥ ৫৩
অভ্যদ্রবন্ত সহিতা ভারদ্বাজং যুযুৎসবঃ।
মুঞ্চন্তঃ শরবর্ষাণি তপান্তে জলদা ইব ॥ ৫৪
স বধ্যমানো বহুধা রাজপুত্রৈর্মহারথৈঃ।
দ্রোণস্মাহারহং তেষামতীবার বিকর্ষতি ॥ ৫৫
ততঃ শরময়ং জালং দ্রোণস্তেষামবাসৃজৎ
তে হন্যমানা দ্রোণস্য শরৈরাকর্ণচোদিতৈঃ ॥ ৫৬
কর্তব্যং নাভ্যজানন্ত বৈ কুমারা রাজসত্তম
তান্ বিমূঢ়ান্ রণে দ্রোণঃ প্রহসন্নিব ভারত ॥ ৫৭
ব্যশ্ব-সূত-রথাংশ্চক্রে কুমারান্ কুপিতো রণে।
অথাপরৈঃ সুনিশিতৈর্ভল্লৈস্তেষাং মহাযশাঃ ॥ ৫৮
পুরাণীব বিচিন্বন্ হি স্নায়ুমাত্রাণ্যপাতয়ৎ।
তে রথেভ্যো হতাঃ পেতুঃ ক্ষিতৌ রাজন্ সুবর্চসঃ ॥ ৫৯
দেবাসুরে পুরা যুদ্ধে যথা দৈতেয়-দানবাঃ।
তান্ নিহতান্ রণে রাজন্ ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৬০
কার্মুকং গ্রাময়ামাস হেমপৃষ্ঠং দৃঢ়াগুণম্।
(ততস্তু ব্রাজতে রাজন্ মেঘমধ্যে যথা দ্যৌঃ ॥)
পাঞ্চালান্ নিহতান্ দৃষ্ট্বা দেবকল্পান্ মহারথান্ ॥ ৬১
দৃষ্টদ্যুম্নো দ্রুপদজো মেঘাভ্যাং পাতয়ন্ জলম্
অভ্যবর্তত সংগ্রামে ক্রুদ্ধো দ্রোণবধং প্রতি ॥ ৬২
ততো হাহেতি সহসা নাদঃ সমভবদ্রূপ।
পাঞ্চালান্ রণে দৃষ্ট্বা দ্রোণমাদায়িনঃ শরৈঃ ॥ ৬৩
স চ্ছাদ্যমানো বহুধা পার্ষতেন মহাত্মনা
ন বিব্যথে ততো দ্রোণঃ স্মরন্নেবায়ুধান্তকম্ ॥ ৬৪
ততো দ্রোণং মহারাজ পাঞ্চালঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো নবভিঃ কঙ্কপর্বভিঃ ॥ ৬৫
স গাঢ়বিদ্ধো বলিনা ভারদ্বাজো মহাযশাঃ
নিষসাদ রথোপস্থে ধ্বজযষ্টিমুপাগম্য হ ॥ ৬৬

পর পাঞ্চাল সৈন্যগণ অতি সত্বর আসিয়া দ্রোণাচার্যকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল ॥ ৫২

ভারত! চিত্রকেতু, সুবর্মা, চিত্রবর্মা ও চিত্ররথ—এই চার বীর ভ্রাতা বীরকেতুর মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়া ক্রোধের বশবর্তী হইয়া যুদ্ধে রত দ্রোণাচার্যকে আক্রমণ করিলেন এবং যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ দ্রোণাচার্যের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩-৫৪

সেই মহারথী রাজকুমারগণ কর্তৃক বহুপ্রকার আহত হইতে থাকিলে দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ৫৫

তখন দ্রোণাচার্য তাঁহাদের উপর যেন যমদণ্ড তুল্য বিষবাণ নিক্ষেপ করিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ! দ্রোণাচার্য কর্তৃক বর্ষা-বারিবৎ শরজাল বর্ষণ করিয়া বিনিষ্ট সেই সব বাণে আহত হইয়া এই রাজকুমারগণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহাদের এখন কি করণীয়?

ভারত! রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্য যেন ক্রীড়া করিতে করিতেই তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় রাজকুমারগণকে অশ্ব, সারথি ও রথহীন করিয়া দিলেন ॥

তাহার পর অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার অস্ত্র অস্ত্রসমূহের দ্বারা মহাযশস্বী দ্রোণাচার্য সেই রাজকুমারগণের মস্তক সৌজন্যভাবে ছেদন করিয়া পাতিত করিলেন, যেরূপ বৃক্ষসমূহ হইতে পুষ্পসকল পতিত হইয়া থাকে।

রাজন্! যেরূপ পুরাকালে দেবাসুর-সংগ্রামে দৈত্য ও দানবগণ বধপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সেইরূপ এই সব সুন্দর কান্তিযুক্ত রাজপুত্রগণ নিহত হইয়া সেই সময় ধরাতলে পতিত হইলেন।

মহারাজ! প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য যখন রণাঙ্গনে এই রাজকুমারগণকে বধ করিয়া সুবর্ণখচিত পৃষ্ঠভাগযুক্ত নিজের দৃঢ় ধনুকটিকে গুণারোপণ করিতে লাগিলেন রাজন্! সেই সময় এই ধনুকটি মেঘমধ্যস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল।

দেবতাদিগের ন্যায় তেজস্বী পাঞ্চাল-মহারথী বীরগণকে নিহত হইতে দেখিয়া দৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং মেঘ হইতে বারিধারা যেমন হয় সেইরূপ বাণ বর্ষণ করিতে করিতে ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রুতবেগে দ্রোণাচার্যের রথের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৫৬-৬২

রাজন্! পাঞ্চালের দৃষ্টদ্যুম্নের বাণবর্ষণে দ্রোণাচার্যের গতি অবরুদ্ধ হইতে দেখিয়া (কৌরব সৈন্যগণ) সহসা হাহাকার করিয়া উঠিল ॥ ৬৩

মহাত্মা! দৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক বাণসমূহে সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত হইয়া ক্রিয়াশীল হইলেও দ্রোণাচার্য আহত বা ব্যথিত হইলেন না। তিনি ঈষৎ হাস্যসহকারেই যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন ॥ ৬৪

মহারাজ! তখনকার দৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধে যেন মূর্ছিত হইয়া আশুতপর্বযুক্ত নব্বইটি বাণের দ্বারা দ্রোণাচার্যের বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন ॥ ৬৫

বলবান্ বীর দৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক গুরুতর বাণবিদ্ধ হইয়া মহাযশস্বী

তং বৈ তথাগতং দৃষ্ট্বা ধৃষ্টদ্যুম্নঃ পরাক্রমী।
চাপমুৎসৃজ্য শীঘ্রং তু অসিং জগ্রাহ বীর্য্যবান্ ॥ ৫৭
অবপ্লুত্য রথাচ্চাপি ত্বরিতঃ স মহারথঃ।
আরুরোহ রথং তূর্ণং ভারদ্বাজস্য মারিষ ॥ ৫৮
হর্ত্তুমিচ্ছন্ শিরঃ কায়াৎ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
প্রত্যাশ্বস্তস্ততো দ্রোণো ধনুর্গৃহ্য মহারবম্ ॥ ৫৯
আসন্নমাগতং দৃষ্ট্বা ধৃষ্টদ্যুম্নং জিঘাংসয়া।
শরৈর্বৈতস্তিকৈ রাজন্ বিব্যাধাসন্নবেধিভিঃ ॥ ৬০
যোধয়ামাস সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নং মহারথম্।
তে চি বৈতস্তিকা নাম শরা আসন্ন যোধিনঃ ॥ ৬১
দ্রোণস্য বিহিতা রাজন্ বৈর্ধৃষ্টদ্যুম্নমাকিরৎ।
স বধ্যমানো বহুভিঃ সায়কৈস্তৈর্মহাবলঃ ॥ ৬২
অবপ্লুত্য রথাৎ তূর্ণং ভরবেগঃ পরাক্রমী।
আরুহ্য স্বরথং বীরঃ প্রগৃহ্য চ মহদ্ ধনুঃ ॥ ৬৩

দ্রোণাচার্য্য রথের পশ্চাদ্ভাগে বসিয়া পড়িলেন এবং মূর্চ্ছিত হইলেন ॥ ৫৬

তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া বল ও পরাক্রমশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন বধ রাখিয়া দিলেন এবং অতিশয় তরবারি হাতে লইলেন ॥ ৫৭

মাননীয় নরেশ! মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন অতিশয় নিজ রথ হইতে লাফ দিয়া দ্রোণাচার্য্যের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ৫৮

রাজন্! তিনি ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। এই সময় দ্রোণাচার্য্যও চেতনালাভ করিলেন এবং তাঁহাকে বধ করিতে অভিলাষী ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিকটে আসিতে দেখিয়া মহাইস্ত্র-বিশারদ বীর ধনু হস্তে লইলেন। তাহার পর নিকট হইতে বেধযোগ্য বিতস্তিনামক বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৯-৬০

রাজন্! দ্রোণাচার্য্য রণাঙ্গনে মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত তখন যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। নিকট হইতে যুদ্ধকারী দ্রোণাচার্য্যের নিকট তাঁহারই দ্বারা নিক্ষিপ্ত বৈতস্তিকনামক বহু বাণ ছিল, তিনি এই সকল বাণের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন।

মহাবল ও মহাপরাক্রম ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই বহুসংখ্যক বাণের দ্বারা আহত হইয়া নিজের বেগ ভঙ্গ হইয়া যাইলে সেই রথ হইতে লাফ দিয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং পুনরায় নিজ রথে আরোহণ করিয়া সেই মহাবলী বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন বিশাল ধনু হাতে লইয়া

বিব্যাধ সমরে দ্রোণঃ ধৃষ্টদ্যুম্নং মহারথঃ।
দ্রোণশ্চাপি মহারাজ শরৈর্বিব্যাধ পার্ষতম্ ॥ ৬৪
তদদ্ভুতমভূদ্ যুদ্ধং দ্রোণ-পাঞ্চালয়োস্তদা।
ত্রৈলোক্যকাঙ্ক্ষিণোরাসীচ্ছক্র-প্রহ্লাদয়োরিব ॥ ৬৫
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি যমকানীতরাণি চ।
চরন্তৌ যুদ্ধমার্গজ্ঞৌ তত্তদ্ভুরথেষ্বপি ॥ ৬৬
মোহয়ন্তৌ মনাংস্যাজৌ যোধানাং দ্রোণ-পার্ষতৌ।
সৃজন্তৌ শরবর্ষাণি বর্ষাণীব বলাহকৌ ॥ ৬৭
ছাদয়ন্তৌ মহাত্মানৌ শরৈর্ব্যোম দিশো মহীম্।
তদদ্ভুতং তয়োর্যুদ্ধং ভূতসঙ্ঘা সুপূজয়ন্ ॥ ৬৮
ক্ষত্রিয়াশ্চ মহারাজ যে চাসন্ তব সৈনিকাঃ।
অবস্থঃ সমরে দ্রোণো ধৃষ্টদ্যুম্নেন সঙ্গতঃ ॥ ৬৯
বধ্যতেঽসৌতি নো রাজন্ পাঞ্চালা ইতি চুক্রুশুঃ।
দ্রোণস্তু ত্বরিতো যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সারথেঃ ॥ ৭০

সমরাঙ্গণে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! দ্রোণাচার্য্যও নীয় বাণসমূহের দ্বারা দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥ ৬১-৬৪

যেরূপ ত্রিলোকের রাজ্যাভিলাষী ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ তখন দ্রোণাচার্য্য ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে অত্যন্ত অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৬৫

ইঁহারা উভয়েই যুদ্ধের সকল মার্গই জানিতেন। অতএব বিচিত্র মণ্ডল, যমক ও অন্য প্রকার মার্গও দেখাইতে থাকিয়া পরস্পর পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬

বর্ষাকালীন দুই খণ্ড মেঘের ন্যায় বাণবর্ষণ করিতে করিতে দ্রোণাচার্য্য ও ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধস্থলে সমস্ত যোদ্ধাদিগের মনকে মোহিত করিয়া দিলেন ॥ ৬৭

এই দুই মহাত্মা বীর নিজ বাণসমূহের দ্বারা আকাশ, দশ দিক্ এবং পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়ের এই অদ্ভুত যুদ্ধকে সকল প্রাণীই ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮

মহারাজ! সকল ক্ষত্রিয়বৃন্দ এবং আপনার অন্যান্য সৈন্যগণও তাঁহাদের উভয়ের যুদ্ধের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজন্! পাঞ্চালযোদ্ধাগণ তখন এই বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল যে, দ্রোণাচার্য্য রণাঙ্গনে অবশ্যই ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইবেন এবং তিনি আমাদের বধীভূত হইয়া পড়িবেন।

শিরঃ প্রগাবয়ামাস ফলং পক্বং তরোরিব।
ততস্তু প্রদ্রুতা বাহা রাজংস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৭১
তেষু প্রদ্রবমাণেষু পাঞ্চালান্ সৃঞ্জয়াংস্তথা।
অযোধয়দ্ রণে দ্রোণস্তত্র পরাক্রমী ॥ ৭২
বিজিত্য পাণ্ডু-পাঞ্চালান্ ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্।

এই সময় দ্রোণাচার্য্য অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া বৃষ্টদ্যুম্নের সারথির মস্তক বৃক্ষের পক্ব ফলের ন্যায় দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়া দিলেন।

রাজন্! তখন বৃষ্টদ্যুম্নের অবশিষ্ট পলায়ন করিতে লাগিল। ইহারা পলায়ন করিলে পরাক্রমশালী দ্রোণাচার্য্য রণাঙ্গনে চারিদিকে পরিভ্রমণ করত পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭১-৭২

এইরূপ শত্রুহন্তা প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া পুনরায় স্বীয় ব্যূহমধ্যে আগমন করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রভো! সেই সময় পাণ্ডব-সৈন্যগণ যুদ্ধে তাঁহাকে জয় করিবার সাহস করিতে পারিল না ॥ ৭৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি জয়দ্রথবধপর্ব্বণি সাত্যকিপ্রবেশে দ্রোণপরাক্রমে ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত সাত্যকির প্রবেশ ও দ্রোণাচার্য্যের পরাক্রমবিষয়ক ত্র্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(সাত্যকেরদ্ভুতরং যুদ্ধম্, দুঃশাসনস্য পরাজয়শ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।

ততো দুঃশাসনো রাজন্ শৈনেয়ং সমুপাদ্রবৎ।
কিরন্ শতসহস্রাণি পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্ ॥ ১
স বিদ্ধ্বা সাত্যকিং ষষ্ট্যা তথা ষোড়শভিঃ শরৈঃ।
নাকম্পয়ৎ স্থিতং যুদ্ধে মৈনাকমিব পর্বতম্ ॥ ২
তং তু দুঃশাসনঃ শূরঃ সায়কৈরাবৃণোদ্ ভৃশম্।
রথব্রাতেন মহতা নানাদেশেভ্যাহবেন চ ॥ ৩
সর্বতো ভরতশ্রেষ্ঠ বিসৃজন্ সায়কান্ বহূন্।
পর্জন্য ইব ঘোষেণ নাদয়ন্ বৈ দিশো দশ ॥ ৪
তমাপতন্তমালোক্য সাত্যকিঃ কৌরবং রণে।
অভিদ্রুত্য মহাবাহুশ্ছাদয়ামাস সায়কৈঃ ॥ ৫
তে ছাদ্যমানা বাণৌঘৈর্দুঃশাসনপুরোগমাঃ।
প্রাদ্রবন্ সমরে ভীতাস্তব সৈন্যস্য পশ্যতঃ ॥ ৬
তেষু দ্রবৎসু রাজেন্দ্র পুত্রো দুঃশাসনস্তব।
তস্থৌ ব্যপেতভীঃ রাজন্ সাত্যকিং চার্দয়চ্ছরৈঃ ॥ ৭

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

(সাত্যকির অদ্ভুত যুদ্ধ এবং দুঃশাসনের পরাজয়।)

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! অনন্তর দুঃশাসন বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় লক্ষ লক্ষ বাণবর্ষণ করিতে করিতে সেখানে শিনিপৌত্র সাত্যকির উপর ধাবিত হইলেন ॥ ১

তিনি প্রথমে ষাট্ এবং পুনরায় ষোলটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়াও যুদ্ধে মৈনাকপর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে বিরাজমান সাত্যকিকে কম্পিত করিতে পারিলেন না ॥ ২

বীরবর দুঃশাসন নানাদেশ হইতে প্রাপ্ত বিশাল রথসমূহের দ্বারা এবং বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া সাত্যকিকে অতিশয় আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি মেঘসদৃশ স্বীয় গম্ভীর গর্জনের দ্বারা দশ দিক্ নিনাদিত করিতে করিতে চারিদিকেই বহু বাণবর্ষণ করিলেন ॥ ৪

কুরুবংশীয় দুঃশাসনকে রণাঙ্গনে আক্রমণ করিতে দেখিয়া মহাবাহু সাত্যকি তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন এবং স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫

এই দুঃশাসনাদি যোদ্ধারা সাত্যকির বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া সমরাঙ্গণে ভীত হইয়া পড়িলেন এবং আপনার সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই তাঁহারা (দুঃশাসনব্যতীত) পলায়ন করিলেন ॥ ৬

রাজেন্দ্র! তাঁহারা পলায়ন করিলেও আপনার পুত্র দুঃশাসন সেখানে নির্ভয় হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি সাত্যকিকে স্বীয় বাণসমূহে পীড়িত করিলেন ॥ ৭

চতুর্ভির্বাজিনস্তস্য সারথিঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ।
সাত্যকিঃ শত্রুনাশৌ বিদ্ধ্বা নাদং মুমোচ সঃ ॥ ৮
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ মাধবস্তস্য সংযুগে।
রথং সূতং ধ্বজং তস্য চক্রেঽদৃশ্যমজিহ্মগৈঃ ॥ ৯
স তু দুঃশাসনঃ শূরঃ সাদিভিরাবৃণোদ্ রথম্।
সশস্ত্রং সমলঙ্কারং নানাচিত্রিরিবার্ণবম্ ॥ ১০
স্বরন্ সমাবৃণোদ্ বাণৈর্দুঃশাসনমমিত্রজিৎ।
দৃষ্ট্বা দুঃশাসনং রাজা তথা শরশতাচিতম্ ॥ ১১
ত্রিগর্তাংশ্চোদয়ামাস যুযুধানরথং প্রতি।
তেঽভ্যগচ্ছন্ যুযুধানং সমীপং ক্রূরকর্মণঃ ॥ ১২
ত্রিগর্তানাং ত্রিসাহস্রা রথা যুদ্ধবিশারদাঃ।
তে তু তং রথবংশেন মহতা পর্যবারয়ন্ ॥ ১৩
স্থিরাং কৃত্বা মতিং যুদ্ধে ভূত্বা সংশপ্তকা নিধঃ
তেষাং প্রপততাং যুদ্ধে শরবর্ষাণি মুঞ্চতাম্ ॥ ১৪

যোধান্ পঞ্চশতান্ মুখ্যানগ্রানীকে ব্যপোথয়ৎ।
তেঽপতন্ নিহতাস্তূর্ণং গিরিপ্রবরসান্নিভাঃ ॥ ১৫
মহামারুতবেগেন ভগ্না ইব নগাদ্ দ্রুমাঃ।
নাগৈশ্চ রথিনো ছিন্নৈর্হয়ৈশ্চৈব বিশাম্পতে ॥ ১৬
হয়ৈশ্চ তনকাশ্চীড়ৈঃ পতিতৈস্তত্র মেদিনী।
শৈনেয়শরসংকৃত্তৈঃ শোণিতৌঘপরিপ্লুতৈঃ ॥ ১৭
অশোভত মহারাজ কিংশুকৈরিব পুষ্পিতৈঃ।
তে বধ্যমানাঃ সমরে যুযুধানেন ভারত।
ত্রাতারঃ নাধ্যগচ্ছন্ত পঙ্কমগ্না ইব দ্বিপাঃ।
ততস্তে পর্যবর্তন্ত সর্বে দ্রোণরথং প্রতি ॥ ১৯
ভয়াৎ পতগরাজস্য গর্তানীব মহোরগাঃ।
হত্বা পঞ্চশতান্ যোধান্ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ ॥ ২০
প্রায়াৎ স শনকৈর্বীরো ধনঞ্জয়রথং প্রতি।
তং প্রয়ান্তং নরশ্রেষ্ঠং পুত্রো দুঃশাসনস্তব ॥ ২১

তিনি চারটি বাণের দ্বারা তাঁহার চারিটি অশ্বকে, তিনটি বাণে সারথিকে এবং এক শত বাণে স্বয়ং সাত্যকিকে প্রত্যেকে আহত করিয়া তীব্রস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন। ৮

মহারাজ! তখন মধুবংশীয় সাত্যকি সমরাঙ্গনে ক্রুদ্ধ হইয়া দুঃশাসনের রথ, সারথি ও অশ্বকে তীক্ষ্ণ অদৃশ্যগামী বাণসমূহে অদৃশ্য করিয়া দিলেন। ৯

তারপর তিনি বীরবর দুঃশাসনকেও বহু বাণের দ্বারা অত্যন্ত আচ্ছাদিত করিলেন। যেরূপ মাতঙ্গিনী স্বীয় গাত্রে অন্য জীবকেও আবৃত করিয়া ফেলে, সেইরূপ পতিতভাবে নিকটে উপস্থিত দুঃশাসনকে শত্রুবিনাশী সাত্যকি বধ করিয়া নিজের বাণসমূহের দ্বারা আবৃত করিলেন।

এই ভাবে দুঃশাসনকে শত শত বাণে আবৃত দেখিয়া রাজা দুর্যোধন ত্রিগর্ত-সৈন্যদিগকে যুযুধানের রথের উপর আক্রমণ করিবার অনুমতি দিলেন।

তখন ত্রিগর্তদেশের যুদ্ধনিপুণ তিন হাজার রথী বীর কঠোর-কর্মকারী যুযুধানের নিকট গমন করিলেন।

ইহারা যুদ্ধ করিবার নিশ্চয় করিয়া পরস্পর শপথগ্রহণ পূর্বক বিশাল রথসৈন্যের দ্বারা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন।

তখন সাত্যকি যুদ্ধে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া অস্ত্রধারী পাঁচ শত প্রধান যোদ্ধাকে শ্রেষ্ঠ সৈন্যদের সম্মুখে বিনষ্ট করিয়া দিলেন।

যেরূপ প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতের বেগে উৎপাটিত বৃক্ষসকল পর্বত হইতে পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শিনিপ্রবর সাত্যকির বাণ-সমূহে নিহত হইয়া ত্রিগর্তযোদ্ধারা অতি সত্বর ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল।

মহারাজ! প্রকাশমান নয়ন! সেই সময় পতিত পক্ষরাজগণ অনেক স্থানে ছিন্ন অঙ্গসমূহ এবং ধরাতলে পতিত, বর্ষার আগমনে ফুল্লিত অশোকসকল, যাহারা সাত্যকির বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্তাপ্লুত হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের আচ্ছাদিত এই সমস্ত রণভূমি সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল, যেরূপ রক্তবর্ণ পুষ্পে পরিপূর্ণ পলাশবৃক্ষ শোভা পাইয়া থাকে।

যেরূপ পঙ্কে মগ্ন হস্তীদিগের কোনও রক্ষক পাওয়া যায় না, সেইরূপ যুযুধানের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত আপনার সৈন্যদেরও কোন রক্ষক সেই সময় ছিল না।

যেরূপ বড় বড় সর্পগণও গরুড়ের ভয়ে গর্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনারও সমস্ত সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া দ্রোণাচার্যের রথের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল।

বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা পাঁচ শত যোদ্ধাকে সংহার করিয়া বীর সাত্যকি ধীরে ধীরে ধনঞ্জয়ের রথের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বিব্যাধ নবভির্ভূর্ণৈঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
স তু তং প্রতিবিব্যাধ পঞ্চভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১১
কঙ্কপুঙ্খৈর্মহেষ্বাসো সার্দ্রপত্রৈরজিহ্মগৈঃ।
সাত্যকিং তু মহারাজ প্রহসন্নিব ভারত ॥ ১২
দুঃশাসনস্ত্রিভির্বিদ্ধ্বা পুনর্বিব্যাধ পঞ্চভিঃ
সৈনেয়স্তবপুত্রং তু হত্বা পঞ্চভিরাশুগৈঃ ॥ ১৩
ধনুশ্চাস্য রথে ছিত্ত্বা বিস্ফুরন্তমুদীক্ষ্য যযৌ।
ততো দুঃশাসনঃ ক্রুদ্ধো যুযুধানরথায় সঞ্জহে ॥ ১৪
সর্বপারশবীং শক্তিং বিসসর্জ জিঘাংসয়া।
তাং তু শক্তিং তথা ঘোরাং তব পুত্রস্য সাত্যকিঃ ॥ ১৫
চিচ্ছেদ শতধা রাজন্ নিশিতৈঃ কঙ্কপত্রিভিঃ।
অথাস্যদ্ ধনুরাদায় পুত্রস্তব অনেশ্বর ॥ ১৬
সাত্যকিং শরৈর্বিদ্ধ্বা সিংহনাদং ননর্দ হ।
সাত্যকিস্তু রণে ক্রুদ্ধো মোহয়িত্বা সুতং তব ॥ ১৭

শরৈরগ্নিশিখাকারৈরাজঘান স্তনান্তরে।
ত্রিভিরেব মহাভাগঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
সব্যসাচীস্ত্রীক্ষ্ণবক্ত্রৈঃ পুনর্বিব্যাধ চাষ্টভিঃ ॥ ১৯
দুঃশাসনস্তু বিংশত্যা সাত্যকিং প্রত্যবিধ্যত
সাত্যকোঽপি মহারাজ তং বিব্যাধ স্তনান্তরে ॥ ২০
ত্রিভিরেব মহাভাগঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
ততোঽস্য বাহান্ নিশিতৈঃ শরৈর্জত্রু মহারথঃ ॥ ২১
সারথিঞ্চ সুসংক্রুদ্ধঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
ধনুরেকেন ভল্লেন হস্তাদাবাপ্য পত্রিভিঃ ॥ ২২
অশ্বাংশ্চ রথশক্তিংশ্চ ভল্লাভ্যাং পরমাস্ত্রবিৎ।
চিচ্ছেদ বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈস্ততোঽসৌ পার্ষ্ণিসারথী ॥ ২৩
স ছিন্নবন্ধা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
ত্রিগর্তসেনাপতিনা স্বরথেনাপবাহিতঃ ॥ ২৪
অমর্ষিতশ্চ সৈনেয়ো মুমূর্ষুমিব ভারত।
ন জঘান মহাবাহুর্ভীমসেনবচঃ স্মরন্ ॥ ২৫

সেই সময় আপনার পুত্র দুঃশাসন সেখান হইতে সত্বরতর বেগে সাত্যকিকে আনতপর্বযুক্ত নয়টি বাণের দ্বারা অতি শীঘ্র বিদ্ধ করিলেন।

তখন মহাধনুর্ধর সাত্যকিও স্বর্ণপঙ্খযুক্ত ও সুশাণধৌত পাঁচটি তীক্ষ্ণ এবং সরলগামী বাণের দ্বারা দুঃশাসনকেও বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ লইলেন।

ভারতশ্রেষ্ঠ মহারাজ! ইহার পর দুঃশাসন যেন ত্বরা করিতে করিতেই সেখানে তিনটি বাণের দ্বারা সাত্যকিকে আঘাত করত পুনরায় পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিলেন।

তখন শিনিপৌত্র সাত্যকি পাঁচটি বাণের দ্বারা আপনার পুত্র দুঃশাসনকে রণাঙ্গনে আহত করত উহার বহু ছেদন পূর্বক ত্বরা সহকারে সেখান হইতে গমনরত যুযুধানের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় সম্পূর্ণভাবে লৌহনির্মিত একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন।

রাজন্! আপনার পুত্র দুঃশাসনের সেই ভয়ঙ্কর শক্তিকে সেই সময় সাত্যকি কঙ্কপত্রযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে শত শত খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনেশ্বর! তাহার পর আপনার পুত্র দুঃশাসন অপর ধনু লইয়া সাত্যকিকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আঘাত করত সিংহসদৃশ গর্জন করিতে লাগিলেন।

ইহাতে মহাভাগ সাত্যকি সমরাঙ্গণে ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার পুত্র দুঃশাসনকে মোহিত করিয়া আনতপর্বযুক্ত অগ্নিশিখাসদৃশ প্রজ্বলিত তিনটি বাণের দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন।

তাহার পর লৌহনির্মিত তীক্ষ্ণধার আটটি বাণে পুনরায় তাঁহাকে আঘাত করিলেন। তখন দুঃশাসনও বিংশটি বাণ প্রহার করিয়া সাত্যকিকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন।

মহারাজ! এদিকে মহাভাগ সাত্যকিও আনতপর্বযুক্ত তিনটি বাণের দ্বারা দুঃশাসনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন।

ইহার পর মহারথী যুযুধান অত্যন্ত কুপিত হইয়া তাঁহার বাণসমূহে তাঁহার চারটি অশ্বকে বধ করিলেন এবং আনতপর্বযুক্ত বাণসমূহে সারথিকেও সংহার করিলেন।

তদনন্তর উভয় অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ সাত্যকি একটি ভল্লের দ্বারা দুঃশাসনের ধনু, পাঁচটি বাণে তাঁহার দস্তানা এবং দুই বাণে তাঁহার ধ্বজ ও রথশক্তিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। তাহার পর তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তিনি দুই পার্শ্বরক্ষকেরও বধ করিলেন। ১৬-২৩

বহু ছিন্ন হইবার পর রথ, অশ্ব ও সারথিহীন দুঃশাসনকে ত্রিগর্ত-সেনাপতি নিজ রথের উপর তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া সেখান হইতে দূরে অপসারিত করিলেন। ২৪

ভারত! সেই সময় মহাবাহু সাত্যকি মুহূর্তকাল পর্যন্ত দুঃশাসনের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন; কিন্তু ভীমসেনের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে বধ করিলেন না ॥ ২৫

ভীমসেনেন তু বধঃ সুতানাং তব ভারত।
প্রতিজ্ঞাতঃ সভামধ্যে সর্ব্বেষামেব সংযুগে ॥ ৩৬
ততো দুঃশাসনং জিত্বা সাত্যকিঃ সংযুগে প্রভো।
জগাম যেন রাজেন্দ্র যেন যাতো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি জয়দ্রথবধপর্ব্বণি সাত্যকিপ্রবেশে দুঃশাসন-পরাজয়ে ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৩

ভরতনন্দন! ভীমসেন সভামধ্যে সকলের সম্মুখেই যুদ্ধস্থলে আপনার পুত্রদিগকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ॥ ৩৬

রাজন্! প্রভু! এইরূপে সমরাঙ্গণে দুঃশাসনকে জয় করিয়া তৎক্ষণাৎ সাত্যকি সেই পথ দিয়া গমন করিলেন, যে পথে অর্জুন গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্ব্বে সাত্যকির প্রবেশ ও দুঃশাসনের পরাজয়বিষয়ক ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরব-পাণ্ডবানাং তুমুলং যুদ্ধম্, পাণ্ডবৈঃ সহ দুর্য্যোধনস্য সংগ্রামঃ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কিং তত্রাসীন্ মম সেনায়াং নাসন্ কেচিন্মহারথাঃ।
যে তথা সাত্যকিং যান্তং নৈবাযন্তং ন্যবারয়ন্ ॥ ১
একো হি সমরে কর্ম্ম কৃতবান্ সত্যবিক্রমঃ।
শক্রতুল্যবলো যুদ্ধে মহেন্দ্রো দানবেষিব ॥ ২
অথবা শূন্যমাসীৎ তদ্ যেন যাতঃ স সাত্যকিঃ।
হতভূয়িষ্ঠমথবা যেন যাতঃ স সাত্যকিঃ ॥ ৩
যৎ কৃতং বৃষ্ণিবীরেণ কর্ম্ম শংসসি মে হরে।
নৈতদুৎসহতে কর্ত্তুং কর্ম্ম শক্রোঽপি সঞ্জয় ॥ ৪

অপ্রমেয়মচিন্ত্যঞ্চ কর্ম্ম তস্য মহাত্মনঃ।
বৃষ্ণ্যন্ধকপ্রবীরস্য শ্রুত্বা মে ব্যথিতং মনঃ ॥ ৫
ন সন্তি তস্যাং পুত্রা মে যথা সঞ্জয় ভাষসে।
একো বৈ বহবঃ সেনা গ্রাসয়দসৎ সত্যবিক্রমঃ ॥ ৬
কথঞ্চ যুধ্যমানানামপক্রান্তো মহাত্মনাম্।
একো বহূনাং শৈনেয়স্তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ৭

সঞ্জয় উবাচ।

রাজন্ সেনাসমুদ্যোগো রথ-নাগাশ্ব-পত্তিমান্।
তুমুলস্তব সৈন্যানাং যুগান্তসদৃশোঽভবৎ ॥ ৮

চতুর্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[কৌরব-পাণ্ডবদের তুমুল যুদ্ধ ও পাণ্ডবগণের সহিত দুর্য্যোধনের সংগ্রাম।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমার সৈন্যমধ্যে কি মহারথী বীরগণ ছিলেন না, যাঁহারা গমনরত সাত্যকিকে বধ করিতে পারেন নাই এবং নিবারণ করিতেও পারেন নাই? ১

যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণের সহিত যুদ্ধে পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন, সেইরূপ ইন্দ্রতুল্য বলশালী সত্যপরাক্রমী সাত্যকি সমরাঙ্গণে একাকীই মহৎ কর্ম্ম করিল। ২

অথবা যে মার্গ দিয়া সাত্যকি যাইতেছিল, সেই মার্গ ত' বীরশূন্য হইয়া যায় নাই এবং সেখানকার অধিকাংশ সৈন্য নিহত হয় নাই ত'? ৩

সঞ্জয়! তুমি রণাঙ্গনে বৃষ্ণিবংশীয় বীর সাত্যকিকর্ত্তৃক কৃত যে সকল কর্ম্মের প্রশংসা করিলে, এই সব কর্ম্ম দেবরাজ ইন্দ্রও করিতে পারেন না ॥ ৪

বৃষ্ণি ও অন্ধক-বংশের প্রধান বীর মহাত্মা সাত্যকির এই কর্ম্ম অচিন্তনীয়। ইহার উপর সহসা বিশ্বাসই করা যায় না। ইহা শ্রবণ করিয়া আমার মন ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৫

সঞ্জয়! যেরূপ তুমি বলিতেছ, যদি একাকী সত্যপরাক্রমী সাত্যকিই আমার বহুসংখ্যক সৈন্যকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া যাইতে পারে, তবে ত' আমার ইহাই মনে হয় যে আমার পুত্রগণ আর জীবিত নাই ॥ ৬

সঞ্জয়! যখন বহুসংখ্যক মহাত্মা বীর যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময় একাকী সাত্যকি তাহাদের পরাজিত করিয়া কিরূপে অগ্রসর হইতে পারিল? এ সমস্ত বৃত্তান্ত তুমি আমাকে বল ॥ ৭

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! রথ, হাতী, অশ্ব এবং পদাতি সৈন্যে পরিপূর্ণ আপনার সৈন্য-সমষ্টীর উদ্যোগ অতিশয় মহান্ ছিল। আপনার সৈন্যদের একত্রে সমাবেশ প্রলয়কালের ন্যায় ভয়ঙ্কর প্রতীত হইতেছিল ॥ ৮

আহুতেষু সমূহেষু তব সৈন্যস্য মানদ।
নাভূল্লোকে সমঃ কশ্চিৎ সমূহ ইতি যে মতিঃ। ৯
তত্র দেবাস্তথাবদ্ভ চারণাশ্চ সমাগতাঃ।
এতদন্তাঃ সমূহা বৈ ভবিষ্যন্তি মহীতলে। ১০
ন চ বৈ তাদৃশো ব্যূহ আসীৎ কশ্চিৎ বিশাম্পতে
যাদৃশং জয়দ্রথবধে দ্রোণেন বিহিতোঽভবৎ। ১১
চণ্ডবাতবিভিন্নানাং সমুদ্রাণামিব স্বনঃ।
রণেঽভবদ্ বলৌঘানামন্যোন্যমভিধাবতাম্। ১২
পার্থিবানাং সমেতানাং বহূনাসন্ নরোত্তম।
তদ্বলে পাণ্ডবানাঞ্চ সহস্রাণি শতানি চ। ১৩
সংরব্ধানাং প্রবীরাণাং সমরে দৃঢ়কর্মণাম্।
তত্রাসীৎ সুমহান্নাদস্তত্রাসন্ বৈ সহস্রশঃ। ১৪
(পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ গর্জতামিতরেতরম্।
ক্ষ্বেড়াঃ কিলকিলাশব্দাস্তত্রাসন্ বৈ সহস্রশঃ।
ভেরীশব্দাশ্চ তুমুলা বাণশব্দাশ্চ ভারত।
অন্যোন্যং নিঘ্নতাং চৈব নরাণাং শুশ্রুবে স্বনঃ।)
অথাক্রন্দদ্ ভীমসেনো ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ মানদ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ ধর্মরাজশ্চ পাণ্ডবঃ। ১৫
আপতন্ত প্রহরত ভ্রুতং বিপরিধাবত।
প্রবিষ্টাবরিসেনাং হি বীরৌ মাধব-পাণ্ডবৌ। ১৬
যথা সুখেন গচ্ছেতাং জয়দ্রথবধং প্রতি।
তথা প্রকুরুত কিপ্রমিতি সৈন্যান্যচোদয়ন্। ১৭
ততোরভাবে কুরবঃ কৃতার্থাঃ স্যুর্বয়ং জিতাঃ।
তে যূয়ং সহিতা ভূত্বা তূর্ণমেব বলার্ণবম্। ১৮
ক্ষোভয়ধ্বং মহাবেগাঃ পবনঃ সাগরং যথা।
ভীমসেনেন তে রাজন্ পাঞ্চালেন চ চোদিতাঃ। ১৯
আজঘ্নুঃ কৌরবান্ সংখ্যে ত্যক্ত্বাসূনাত্মনঃ প্রিয়ান্।
ইচ্ছন্তো নিধনং যুদ্ধে সর্বৈকস্তমতেজসঃ। ২০

মানদ! যখন আপনার সৈন্যবাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন সমূহ (দল) চারিদিক্ দিয়া আহ্বান করা হইয়াছিল, ইহাতে সেই সময় যে বিশাল সমূহদায় একত্র হইয়াছিল, এ জগতে তাহার সমান অপর কোন সমূহ ছিল না—ইহাই আমার ধারণা। ৯

সেখানে সমবেত দেবতা ও চারণগণ এ কথাই আলোচনা করিতেছিলেন যে, এ ভূতলে সমূহদায়ের অন্তিম সীমা ইহাই হইবে। ১০

প্রজানাথ! জয়দ্রথ-বধের সময় দ্রোণাচার্য যেরূপ ব্যূহ-নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্যূহ অপরে কেহই নির্মাণ করিতে সমর্থ হইবে না। ১১

প্রচণ্ড বায়ুর আঘাতে উদ্বেলিত সমুদ্রের জলের যেরূপ ভৈরব গর্জন শুনা যায়, সেই রণাঙ্গনে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবমান সৈন্য-সমূহের কোলাহলও সেইরূপই ভয়ঙ্কর ছিল। ১২

নরশ্রেষ্ঠ! আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের মধ্যে সর্বদিকে একত্রিত ভূপতিগণের শত শত ও সহস্র সহস্র বহু দল ছিল। ১৩

এই সমস্ত প্রধান বীরই অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া সমরাঙ্গনে সুদৃঢ় পরাক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ ছিলেন। সেখানে এই সব বীরগণের মহৎ ও তুমুল কোলাহল সকলেরই রোমাঞ্চ উৎপাদন করিতেছিল। ১৪

(পরস্পর পরস্পরের প্রতি গর্জনকারী পাণ্ডব ও কৌরবগণের সিংহনাদ এবং কিলকিলাশব্দ সেখানে সহস্র বার (অনন্ত বার) উদ্ভূত হইতেছিল।

ভেরীশব্দ, তুমুল বাণশব্দ, ভারত! অন্যোন্য নিঘ্নতাং চৈব নরাণাং শুশ্রুবে স্বনঃ।)

ভরতনন্দন! সেখানে ভেরীসমূহের ভয়ানক শব্দ, যা সকলের শব্দকে ছাপিয়া শব্দ এবং পরস্পর প্রহারকারী মনুষ্যগণের গর্জন শব্দ তীব্রস্বরে শুনা যাইতেছিল।)

মাননীয় নরেশ! তদনন্তর ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব এবং পাণ্ডুপুত্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নিজ সৈন্যদিগকে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন। ১৫

বীরগণ! যান, শত্রুদের উপর প্রহার কর। তীব্রবেগে ইহাদের উপর আক্রমণ কর; কারণ, বীর সাত্যকি ও অর্জুন শত্রুসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ১৬

ইহারা উভয়ে জয়দ্রথকে বধ করিবার জন্য যেরূপ সুখের সহিত অগ্রে গমন করিতে পারে, সেইরূপ শীঘ্রতাসহকারে যত্ন করিতে থাক। এইরূপে ইহারা তাঁহাদের সমস্ত সৈন্যকে আদেশ করিলেন॥ ১৭

(ইহার পর তাঁহারা বলিলেন,—) সাত্যকি ও অর্জুন না থাকিলে এই কৌরবগণ কৃতার্থ হইবে এবং আমরা পরাজিত হইব। অতএব তোমরা সকলে একত্রে মিলিত হইয়া তীব্র-বেগের আশ্রয় গ্রহণ করত অতিসত্বর এই সৈন্য-সমূহকে সেইভাবে উদ্বেলিত করিতে আরম্ভ কর, যেরূপ বায়ু মহাসাগরকে উদ্বেলিত করিয়া থাকে।

রাজন্! ভীমসেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক এইভাবে প্রেরিত হইয়া পাণ্ডব-সৈন্যরা নিজেদের প্রিয় প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করত বাহুবলে কৌরব-যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে লাগিল।

স্বর্গেপ্সবো মিত্রকার্যে নাত্মানমন্বপ্ত জীবিতম্।
তথৈব তাবকা রাজন্ প্রার্থয়ন্তো মহদ্ যশঃ ॥ ২১
আর্য্যাং বুদ্ধে মতিং কৃত্বা হুতাশৈরাবৃতস্থিতৈঃ।
তস্মিন্ মৃদুমুদে যুদ্ধে বর্ত্তমানে ভয়াবহে। ২২
জিত্বা সর্বাংশ সৈন্যানি প্রায়াৎ সাত্যকিরর্জুনম্।
কবচানাং প্রভাস্তত্র সূর্য্যরশ্মিবিরাজিতাঃ। ২৩
দৃষ্টীঃ সংখ্যে সৈনিকানাং প্রতিঘ্নন্তঃ সমন্ততঃ।
তথা প্রহরতাং নানাং পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ২৪
দুর্যোধনো মহারাজ বাসয়ন্নহৎ বলম্
স সন্নিপাতস্তুমুলস্তেষাং তস্য চ চারিত। ২৫
অতীব সর্বভূতানামভাবকরণো মহান্।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তথা যাতেষু সৈন্যেষু তথা কুরুপতেঃ পরম্ ॥ ২৬

এই সব উত্তম ক্ষেত্রবী নরপতিগণ স্বর্গলোক লাভ করিতে অভিলাষী ছিলেন। অতএব ইহারা যুদ্ধে অস্ত্রের দ্বারা মৃত্যুবরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। সেইজন্য মিত্রকার্য্য সম্পন্ন করিতে যাইয়া নিজেদের প্রাণেরও আমাকে আজনবিত্ত করেন নাই।

রাজন্! এইরূপ আপনার সৈন্যগণ মহাবেগ লাভ করিতে অভিলাষী ছিলেন। অতএব তাঁহারা যুদ্ধবিষয়ক উত্তম বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া সেখানে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিল।

যে সময় এই অত্যন্ত তুমুল ও ব্যাপক যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময় সাত্যকি আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে জয় করিয়া অর্জুনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সেখানে বীরগণের সুবর্ণময় কবচসমূহের প্রভা সূর্য্যের কিরণমালিতে উদ্ভাসিত হইয়া রণক্ষেত্রের চারিদিকে অবস্থিত সৈন্যের নেত্রসকলকে প্রতিহত করিতেছিল।

মহারাজ! এইরূপে মহাসমর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর মহাত্মা পাণ্ডবগণের সেই বিশাল সৈন্য বাহিনীমধ্যে দ্রোণ দুর্যোধন প্রবেশ করিলেন।

ভারত! পাণ্ডব-সৈন্যদের ও দুর্যোধনের সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম সমস্ত প্রাণীদিগের মধ্যে মহাসংহারকারী সিদ্ধ হইয়াছিল।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সূত! যখন এইরূপে সমস্ত সৈন্য পলায়ন করিতে লাগিল, সেই সময় যখন তাদৃশ সঙ্কট পতিত হইয়া দুর্যোধন কি সেই রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে নাই?

সেই মহাসংগ্রামে বহুসংখ্যক যোদ্ধার সহিত কোন এক

তস্মিন্ দুর্যোধনঃ সূত নাবাবৌৎ পৃষ্ঠতো রণম্।
একস্য চ বহূনাঞ্চ সন্নিপাতো মহাহবে। ২৭
বিশেষতো নরপতের্বিষমঃ প্রতিভাতি মে।
সোঽহমাস্তদ্বসংবৃত্তো লক্ষ্যো লোকস্য চেশ্বরঃ ॥ ২৮
একো বহূন্ সমাসাদ্য কচ্চিন্নাসীৎ পরাঙ্মুখঃ।
রাজন্ সংগ্রামমার্চ্ছর্যং তব পুত্রস্য ভারত। ২৯
একস্য বহুভিঃ সার্ধং শূরস্য গদতো মম
দুর্যোধনেন সমরে পুরুষা পাণ্ডবী রণে। ৩০
নদিনী হিরণ্বেন সমন্তাৎ প্রতিলোড়িতা।
তত্তস্যাং প্রথিতাঃ সেনাঃ দৃষ্ট্বা পুত্রেণ তে নৃপ ॥ ৩১
ভীমসেনপুরোগাস্তাঃ পাঞ্চালাঃ সমুপাদ্রবন্।
স ভীমসেনঃ বলিভিঃ শরৈর্বিব্যাধ পাণ্ডবম্ ॥ ৩২
ত্রিভিস্ত্রিভিরিষুমৌ বীরো ধর্মরাজঞ্চ সপ্তভিঃ।
বিরাট-দ্রুপদৌ ষড়্ভিঃ শতেন চ শিখণ্ডিনম্ ॥ ৩৩

বীরের বিশেষতঃ দুর্যোধনের যুদ্ধ করাকে আমি বিষম (অলৌকিক) বলিয়াই মনে করি।

অতীব যুদ্ধের সহিত পালিত, এই লোকে ও রাজলক্ষ্মীর অধিপতি একাকী দুর্যোধন বহুসংখ্যক যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়া রণভূমিতে বিমুখ হয় নাই ত'?

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতবংশীয় রাজন্! আপনার একমাত্র পুত্র দুর্যোধনের একাকীর বহুসংখ্যক যোদ্ধার সহিত যে আশ্চর্য্যজনক যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন।

দুর্যোধন সমরাঙ্গনে পাণ্ডবসৈন্যদিগকে সেইভাবে চারিদিক্ হইতে মথিত করিতে লাগিলেন, যেরূপ হাতী পদ্মে পরিপূর্ণ কোন পুষ্করিণীকে আলোড়িত করিয়া থাকে।

নরেশ্বর! আপনার পুত্র দুর্যোধন কর্তৃক আপনার সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইবার জন্য প্রেরিত হইতে দেখিয়া ভীমসেনকে অগ্রে স্থাপন করত পাঞ্চাল-যোদ্ধারা দুর্যোধনের উপর আক্রমণ করিলেন।

তখন দুর্যোধন পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনকে দশ বাণে, বীর নকুল ও সহদেবকে তিন তিন বাণে এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন।

তাহার পর তিনি রাজা বিরাট ও দ্রুপদকে ছয় ছয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর শিখণ্ডীকে এক শত, ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন।

দৃষ্ট্বাহরচ্চ বিংশত্যা দ্রৌপদেয়াস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
শতশস্তাপয়ান্ যোধান্ সধিপাংশ্চ রথান্ রণে ॥ ৩৪

শরৈরবচকর্তোগ্রৈঃ ক্রুদ্ধোঽন্তক ইব প্রজাঃ।
ন সন্দধন্ বিমুঞ্চন্ বা দৃশ্যতে স্ম কৃতাকৃতঃ ॥ ৩৫

অদৃশ্যত বিপুন্ নিঘ্নন্নিষুভিঃ শত্রুবারণান্ চ
তস্য তান্ নিঘ্নতঃ শত্রূন্ হেমপৃষ্ঠঃ মহদ্ ধনুঃ ॥ ৩৬

অজস্রং মণ্ডলীভূতং দদৃশুঃ সমরে জনাঃ
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ভল্লাভ্যামচ্ছিনদ্ ধনুঃ ॥ ৩৭

তস্য পুত্রস্য কৌরব্য যতমানস্য সংযুগে।
বিবাদে হৈমং দশভিঃ সমাগচ্ছৎ শরোত্তমৈঃ ॥ ৩৮

বর্ম চাস্য সমাসাদ্য তে ভিত্ত্বা ক্ষিতিমাবিশন্।
ততঃ প্রমুদিতাঃ পার্থাঃ পরিবব্রুর্যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৩৯

যথা ক্রুদ্ধবধে দেবাঃ পুরা শক্রং মহর্ষয়ঃ।
ততোঽস্যন্ত ধনুরাদায় তব পুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪০

তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি রাজানং ব্রুবন্ পাণ্ডবভাষিতাৎ।
তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য তব পুত্রং মহারথে ॥ ৪১

প্রত্যুদ্যযুঃ সমুদিতাঃ পাঞ্চালা জয়গৃদ্ধিনঃ।
তান্ দ্রোণঃ প্রতিজগ্রাহ পরীপ্সন্ যুধি পাণ্ডবম্ ॥ ৪২

চণ্ডবাতোদ্ধতান্ মেঘান্ গিরির্যদ্বদুরো যথা
তব রাজন্ মহানাসীৎ সংগ্রামো লোমহর্ষণঃ ॥ ৪৩

পাণ্ডবানাং মহাবাহো তাবকানাঞ্চ সংযুগে।
ক্রীড়ন্তাকীড়সদৃশঃ স তাসীৎ সর্বদেহিনাম্ ॥ ৪৪

ততঃ শব্দো মহানাসীৎ পুনরেব ধনঞ্জয়ঃ।
অতীব সর্বশব্দেভ্যো লোমহর্ষকরঃ প্রভো ॥ ৪৫

অর্জুনস্য মহাবাহো তাবকানাঞ্চ ধন্বিনাম্
যথা ভারতসৈন্যস্য মাধবস্য মহারণে ॥ ৪৬

তদনন্তর সেই রণাঙ্গনে তিনি তীক্ষ্ণ তল্লের দ্বারা যুদ্ধে অগ্রসর শত শত যোদ্ধা, হস্তী ও রথারোহী সৈন্যকে সেইভাবে ছেদন করিলেন, যেরূপ ক্রুদ্ধ যমরাজ সমস্ত প্রাণীকে সংহার করিয়া থাকে।

দুর্যোধন তীক্ষ্ণ ভল্লটিকে আকর্ষণ করিতে করিতে মণ্ডলাকারই করিয়া রাখিয়া দিলেন। তিনি নিজের শিক্ষানুসারে ও অস্ত্রাচলে এরূপ শীঘ্রতার সহিত বাণসমূহ ধনুতে স্থাপন, নিক্ষেপ ও শত্রুদিগকে বধ করিতেছিল যে, তাঁহার এই কার্য্যকে কেহই দেখিতে পাইতেছিল না।

শত্রুবিনাশ সংহারবাদ্যে নিরত দুর্যোধনের কর্মময় পূর্ণভাগদৃষ্টে বিশাল ধনুটিকে সকল ব্যক্তিই সমরাঙ্গণে কেবল মণ্ডলাকার হইয়া থাকিতেই দেখিতেছিল।

কুরুনন্দন! তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির দুইটি ভল্লের দ্বারা যুদ্ধে অগ্রসর হইবার জন্য সমুদ্যত আপনার পুত্র দুর্যোধনের ধনুটিকে ছেদন করিয়া দিলেন।

তাহার পর বিধি অনুসারে বিনির্মিত উত্তম দশটি বাণের দ্বারা গুরুতররূপে বিদ্ধ করিলেন। এই বাণগুলি অতি সত্বর তাঁহার কবচে লাগিয়া উহা ছেদন করত ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল।

ইহাতে যুধিষ্ঠিরগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। যেরূপ পুরাকালে বৃত্রাসুর নিহত হইলে পর সমস্ত দেবতাগণ ও মহর্ষিবর্গ ইন্দ্রকে চারিদিকে (আনন্দে) পরিবেষ্টিত করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাণ্ডবগণও যুধিষ্ঠিরকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তাহার পর আপনার প্রতাপশালী পুত্র দুর্যোধন অপর ধনু গ্রহণ করতঃ দাঁড়াও, দাঁড়াও এই কথা বলিয়া পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলেন।

সেই মহাসমরে আপনার পুত্র দুর্যোধনকে আসিতে দেখিয়া বিজয়াভিলাষী পাঞ্চাল-সৈন্যগণ সজ্ঘবদ্ধ হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইল।

সেই সময় যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিতে ইচ্ছুক দ্রোণাচার্য্য সেই সব যোদ্ধাকে সেইভাবে প্রতিরোধ করিলেন, যেরূপ প্রচণ্ড বায়ু দ্বারা উজ্জীয়মান জলবর্ষণরত মেঘমণ্ডলকে পর্ব্বত অবরুদ্ধ করিয়া থাকে।

রাজন্ মহাবাহো! সেইস্থলে পুনরায় পাণ্ডবগণ ও আপনার সৈন্যদের মধ্যে মহারোমাঞ্চকারী সংগ্রাম হইতে লাগিল। যাহা রুদ্রের ক্রীড়াভূমি (শ্মশানসদৃশ) সমস্ত দেহধারীদিগের সংহারের স্থান হইয়া গিয়াছিল ॥ ১৮-৪৪

প্রভো! তদনন্তর যেদিকে অর্জুন গমন করিয়াছিলেন, সেই দিকে ভীতস্বরে কোলাহল হইতে লাগিল; যে ভীষণ শব্দ অন্য সর্বপ্রকার শব্দকে অতিক্রান্ত করিয়া শ্রোতাদের রোমাঞ্চ জন্মাইতেছিল ॥ ৪৫

মহাবাহো! সেই মহাসমরে কৌরব-সৈন্যদের মধ্যে আপনার যোদ্ধৃগণ এবং অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের ভীষণ গর্জন শুনা যাইতেছিল ॥ ৪৬

দ্রোণস্যাপি পরৈঃ সার্ধং ব্যূহদ্বারে মহারণে।
এবমেষ ক্ষয়ো বৃত্তঃ পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে।
ক্রুদ্ধেঽর্জুনে তথা দ্রোণে সাত্বতে চ মহারথে ॥ ৭৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি জয়দ্রথবধপর্ব্বণি সাত্যকিপ্রবেশে সঙ্কুল-যুদ্ধে চতুশ্চত্বারিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

ভূপতে! সেই মহাযুদ্ধে যুদ্ধের দ্বারে শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধরত দ্রোণাচার্য্যেরও সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছিল।

এইরূপে অর্জুন, দ্রোণাচার্য্য এবং মহারথী সাত্যকি কুপিত হইলে যুদ্ধভূমিতে এই তিনের বিনাশের কার্য্য সম্পন্ন হইতেছিল ॥ ৭৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্ব্বে সাত্যকির প্রবেশ ও তুমুল যুদ্ধ-বিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য্যেণ বৃহৎক্ষত্রস্য, বৃষ্টকেতোঃ, জরাসন্ধপুত্র-সহদেবস্য, বৃহদ্বলপুত্র-ক্ষত্রধর্ম্মস্য চ বিনাশঃ, চেকিতানস্য পরাজয়শ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

অপরাহ্ণে মহারাজ সংগ্রামঃ সুমহানভূৎ।
পর্জ্জন্যসমনির্ঘোষঃ পুনস্তেষাং সোমকৈঃ ॥ ১
দ্রোণাশ্বং রথমাস্থায় নরবীরঃ সমাহিতঃ।
সমরেঽভ্যদ্রবৎ পাণ্ডূন্ জবমাস্থায় মধ্যমম্ ॥ ২
তব প্রিয়হিতে যুক্তো মহেষ্বাসো মহাবলঃ।
চিত্রপুঙ্খৈঃ সিতৈর্বাণৈঃ কলশোত্তমসম্ভবঃ ॥ ৩
(জঘান সোমকান্ রাজন্ সৃঞ্জয়ান্ কেকয়ানপি।)
বরান্ বরান্ হি যোধানাং বিচিত্রয়ন্নিব ভারত।
আক্রীড়ত রণে রাজন্ ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্য্যকর্ত্তৃক বৃহৎক্ষত্র, বৃষ্টকেতু, জরাসন্ধপুত্র সহদেব এবং বৃহদ্বলের পুত্র ক্ষত্রধর্ম্মের বিনাশ ও চেকিতানের পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! অপরাহ্ণকালে সোমকগণের সহিত দ্রোণাচার্য্যের পুনরায় মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইল, যে সংগ্রামে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর সিংহনাদ উত্থিত হইতেছিল ॥ ১

নরবীর দ্রোণাচার্য্য রক্তবর্ণ অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া চিত্তকে একাগ্র করত মধ্যমবেগের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সমরাঙ্গণে পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২

রাজন্! আপনার প্রিয় ও হিতসাধনে নিরত, মহাধনুর্দ্ধর, মহাবল এবং উত্তম কলস হইতে উৎপন্ন দ্রোণাচার্য্য স্বীয় বিচিত্র পঙ্খযুক্ত শ্বেতবর্ণ বাণসমূহের দ্বারা সোমক, সৃঞ্জয় ও কেকয়-গণকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩

ভরতবংশীয় নরেশ! প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য যেন এই যুদ্ধে প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে অন্বেষণ করিতে থাকিয়া তাঁহাদের সহিত রণক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪

ওমত্যথাৎ বৃহৎক্ষত্রঃ কেকয়ানাং মহারথঃ।
ভ্রাতৃণাং নৃপ পঞ্চানাং শ্রেষ্ঠঃ সমরকর্কশঃ ॥ ৫
বিমুঞ্চন্ বিশিখাংস্তীক্ষ্ণানাচার্য্যং ভৃশমার্দয়ৎ।
মহামেঘো যথা বর্ষং বিমুঞ্চন্ পঙ্কমাদনে ॥ ৬
তস্য দ্রোণো মহারাজ স্বর্ণপুঙ্খাঞ্ছিলাশিতান্।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ সায়কান্ দশ পঞ্চ চ ॥ ৭
তাংস্তু দ্রোণবিনির্ম্মুক্তান্ ক্রুদ্ধাশীবিষসন্নিভান্।
একৈকং পঞ্চভির্বাণৈর্বি চিচ্ছেদ সুতেঽর্ক ॥ ৮
তদস্য লাঘবং দৃষ্ট্বা প্রহস্য দ্বিজপুঙ্গবঃ।
প্রেষয়ামাস নিশিতানষ্টৌ সন্নতপর্ব্বণঃ ॥ ৯

হে নৃপ! রণকর্কশ কেকয়-মহারথী বৃহৎক্ষত্র, যিনি যাঁর পঞ্চ ভ্রাতা অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ছিলেন, দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন ॥ ৫

তিনি পঙ্কমাদন পর্ব্বতের উপর বারিবর্ষণকারী মহামেঘের ন্যায় তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে থাকিয়া আচার্য্য দ্রোণকে অত্যন্ত পীড়িত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৬

মহারাজ! তখন দ্রোণাচার্য্য অত্যন্ত কুপিত হইয়া শিলা-শানিত স্বর্ণময় পঙ্খযুক্ত পনেরটি বাণ কেকয়রাজ বৃহৎক্ষত্রের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৭

দ্রোণাচার্য্যকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত রোষাবিষ্ট বিষধর সর্পসদৃশ সেই তাঁহার বাণসমূহের মধ্যে প্রত্যেক বাণের উপর বৃহৎক্ষত্র যুদ্ধে পাঁচটি পাঁচটি বাণ প্রহার করিয়া হৃষ্টচিত্তে কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ৮

তাঁহার এই নৈপুণ্য অবলোকন করিয়া দ্বিজবর দ্রোণাচার্য্য হাস্য সহকারে আনতপর্ব্বযুক্ত আটটি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ৯

তান্ দৃষ্ট্বা পততস্তূর্ণং দ্রোণচাপচ্যুতান্ শরান্।
অবারয়চ্ছরৈরেব তাবদ্ভিন্নশিখৈর্মৃধে ॥ ১০
ততোঽভবন্মহারাজ তব সৈন্যস্য বিস্ময়ঃ।
বৃহৎক্ষত্রেণ তৎ কর্ম কৃতং দৃষ্ট্বা সুদুষ্করম্ ॥ ১১
ততো দ্রোণো মহারাজ বৃহৎক্ষত্রং বিশেষয়ন্।
প্রাহুণ্কক্রে রণে দিব্যং ব্রাহ্মমস্ত্রং সুদুর্জয়ম্ ॥ ১২
কৈকেয়োঽস্ত্রং সমালোক্য মুক্তং দ্রোণেন সংযুগে।
ব্রহ্মাস্ত্রেণৈব রাজেন্দ্র ব্রাহ্মমস্ত্রমশাতয়ৎ ॥ ১৩
ততোঽস্ত্রে নিহতে ব্রাহ্মে বৃহৎক্ষত্রস্য ভারত।
বিব্যাধ ব্রাহ্মণং ষষ্ট্যা স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ১৪
তং দ্রোণো দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠো নারাচেন সমার্পয়ৎ।
স তস্য কবচং ভিত্ত্বা প্রাবিশদ্ ধরণীতলম্ ॥ ১৫
কৃষ্ণসর্পো যথা মুক্তো বল্মীকং নৃপসত্তম।
তথাত্যসাস্মহীং বাণো ভিত্ত্বা কৈকেয়মাহবে ॥ ১৬
সোঽতিবিদ্ধো মহারাজ কৈকেয়ো দ্রোণসায়কৈঃ।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো ব্যাবৃতা নয়নে শুভে ॥ ১৭
দ্রোণং বিব্যাধ সপ্তত্যা স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ।
সারথিং চাস্য বাণেন তূর্ণং মর্মস্বতাড়য়ৎ ॥ ১৮
দ্রোণস্তু বহুভির্বিদ্ধো বৃহৎক্ষত্রেণ মারিষ।
অসৃজদ্ বিশিখাংস্তীক্ষ্ণান্ কৈকেয়স্য রথং প্রতি ॥ ১৯
ব্যাকুলীকৃত্য তং দ্রোণো বৃহৎক্ষত্রং মহারথম্।
সমাংশ্চতুর্ভির্বাজিমুখ্যাংস্তস্য পততস্ত্রিভিঃ ॥ ২০
সূতং চৈকেন বাণেন রথনীড়াদপাতয়ৎ।
ধ্বজাং ধনুশ্চ চিচ্ছত্রং ছিত্ত্বা ভূমাদপাতয়ৎ ॥ ২১
ততঃ সাধুবিসৃষ্টেন নারাচেন দ্বিজর্ষভঃ।
ক্ষত্রধর্মাণং বৃহৎক্ষত্রং স হিরণ্ময়োঽপতৎ ॥ ২২
বৃহৎক্ষত্রে হতে রাজন্ কেকয়ানাং মহারথে।
শৈশুপালিরভিক্রুদ্ধো যন্তারমিদমব্রবীৎ ॥ ২৩

দ্রোণাচার্যের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সেই বাণগুলিকে অতিক্রম নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া বৃহৎক্ষত্র তীক্ষ্ণধার বাণের দ্বারা সেগুলিকে ছেদন করত নিবারণ করিলেন ॥ ১০

মহারাজ! ইহাতে আপনার সৈন্যগণ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইল। বৃহৎক্ষত্রকর্তৃক কৃত সেই অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্য নিরীক্ষণ করত তদপেক্ষা নিজের বৈশিষ্ট্য দেখাইতে বাসিয়া দ্রোণাচার্য্য রণাঙ্গনে পরম দুর্জয় ব্রহ্মাস্ত্র প্রকটিত করিলেন ॥ ১১-১২

রাজেন্দ্র! রণাঙ্গনে দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই ব্রহ্মাস্ত্রকে দেখিয়া কেকয়রাজ বৃহৎক্ষত্র ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারাতেই তাহাকে শান্ত করিয়া দিলেন ॥ ১৩

হে ভারত! ব্রহ্মাস্ত্র নিবারিত হইলে পর বৃহৎক্ষত্র শিলা-শাণিত ও স্বর্ণপঙ্খভূষিত ষাটটি বাণের দ্বারা ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৪

তখন মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য তাঁহার উপর একটি নারাচ প্রহার করিলেন। সেই নারাচ বৃহৎক্ষত্রের কবচ বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১৫

নৃপশ্রেষ্ঠ! যেরূপ কালসর্প বল্মীকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ দ্রোণাচার্য্যের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সেই বাণ রণাঙ্গনে কেকয়-রাজকুমার বৃহৎক্ষত্রকে বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১৬

মহারাজ! দ্রোণাচার্য্যের বাণে অত্যন্ত আহত হইয়া পড়িলে কেকয়-রাজকুমার বৃহৎক্ষত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি স্বীয় সুন্দর নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া তখন দেখিতে লাগিলেন ॥ ১৭

তিনি শিলাশোধিত ও স্বর্ণপঙ্খযুক্ত সত্তরটি বাণে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন এবং অপর একটি বাণের দ্বারা তাঁহার সারথির মর্ম্মস্থানে ভীষণ আঘাত করিলেন ॥ ১৮

মাননীয় ভূপাল! যখন বৃহৎক্ষত্র বহুসংখ্যক বাণে দ্রোণাচার্য্যকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন, তখন তিনি কেকয়রাজ বৃহৎক্ষত্রের রথের উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

দ্রোণাচার্য্য স্বীয় বাণসমূহে মহারথী বৃহৎক্ষত্রকে ব্যাকুল করিয়া অপর চারিটি বাণের দ্বারা তাঁহার চারিটি অশ্বকে বধ করিলেন ॥ ২০

পুনরায় এক বাণে তাঁহার সারথিকে রথের আসন হইতে ভূতলে পাতিত করিলেন এবং দুই বাণে তাঁহার ধ্বজ ও ধনুকে ছেদন করত ভূপাতিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২১

তদনন্তর উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত একটি নারাচের দ্বারা দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য বৃহৎক্ষত্রের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। ইহাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়ায় বৃহৎক্ষত্র ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ২২

রাজন্! কেকয়-মহারথী বৃহৎক্ষত্র নিহত হইলে পর শিশুপালপুত্র ধৃষ্টকেতু অত্যন্ত কুপিত হইয়া স্বীয় সারথিকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৩

সারথে যাহি যত্রৈষ দ্রোণস্তিষ্ঠতি সংযুগে।
বিনিঘ্নন্ কেকয়ান্ সর্বান্ পাঞ্চালানাঞ্চ বাহিনীম্ ॥২৪
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সারথী রথিনাং বরম্।
দ্রোণায় প্রাপয়ামাস কাম্বোজৈর্বনৈর্হয়ৈঃ ॥ ২৫
দৃষ্টকেতুশ্চ চেদীনামৃষভোঽতিবলোদ্যতঃ।
ববর্ষাভ্যদ্রবদ্ দ্রোণং পতঙ্গ ইব পাবকম্ ॥ ২৬
সোঽবিধ্যত তদা দ্রোণং ষষ্ট্যা সাশ্ব-রথ-ধ্বজম্।
পুনশ্চাস্যৈঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সুপ্তং ব্যাঘ্রঃ ক্ষুদ্রমিব ॥ ২৭
তস্য দ্রোণো ধনুর্মধ্যে ক্ষুরপ্রেণ শিতেন চ।
চকর্ত পার্ষ্ণিপত্রেণ যতমানস্য তৎক্ষণাৎ ॥ ২৮
অথান্যদ্ ধনুরাদায় শৈশুপালির্মহারথঃ।
বিব্যাধ সায়কৈর্দ্রোণং কঙ্কবর্হিণবাজিতৈঃ ॥ ২৯
তস্য দ্রোণো হয়ান্ হত্বা চতুর্ভিশ্চতুরঃ শরৈঃ।
সারথেশ্চ শিরঃ কায়াচ্চকর্ত প্রহসন্নিব ॥ ৩০

অথৈনং পঞ্চবিংশত্যা সায়কানাং সমার্পয়ৎ।
অবপ্লুত্য রথাচ্ছৈঘ্র্যো গদামাদায় সত্বরঃ ॥ ৩১
ভারদ্বাজায় চিক্ষেপ রুষিতামিব পন্নগীম্।
তামাপতন্তীমালোক্য কালরাত্রিমিবোদ্যতাম্ ॥ ৩২
অয়সা রময়ীং গুর্বীং তপনীয়বিভূষিতাম্।
শরৈরনেকসাহস্রৈর্ভারদ্বাজোঽচ্ছিনদ্ভিষৈঃ ॥ ৩৩
সা ছিন্না বহুভির্বাণৈর্ভারদ্বাজেন মারিষ।
গদা পপাত কৌরব্য নাদয়ন্তী বসুন্ধরাম্ ॥ ৩৪
গদাং বিনিহতাং দৃষ্ট্বা দৃষ্টকেতুরমর্ষণঃ।
তোমরং ব্যসৃজদ্ বীরঃ শক্তিঞ্চ কনকোজ্জ্বলাম্ ॥ ৩৫
তোমরং পঞ্চভিশ্ছিত্ত্বা শক্তিং চিচ্ছেদ পঞ্চভিঃ।
তৌ ভল্লকুশলৈশ্ছিন্নৌ সর্পাবিব পরন্তপ ॥ ৩৬
ততোঽস্য বিশিখং তীক্ষ্ণং বধায় বধকাঙ্ক্ষিণঃ।
প্রেষয়ামাস সমরে ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩৭

সারথে! যেখানে দ্রোণাচার্য কবচধারণ করত অবস্থান করিতেছেন এবং সমস্ত কেকয় ও পঞ্চাল-সৈন্যদিগকে সংহার করিতেছেন, তুমি সেই স্থানে গমন কর ॥ ২৪

তাঁহার সেই কথা শ্রবণ করিয়া সারথি কাম্বোজ-দেশীয় বেগশালী অশ্বগণের দ্বারা রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দৃষ্টকেতুকে দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত করিল ॥ ২৫

অত্যন্ত বলশালী চেদিরাজ দৃষ্টকেতু দ্রোণাচার্যকে বধ করিবার জন্য তাঁহার দিকে সেইভাবে ধাবিত হইলেন, যেরূপ পতঙ্গ অগ্নিতে পতিত হইয়া থাকে ॥ ২৬

তিনি অশ্ব, রথ ও ধ্বজসহ দ্রোণাচার্যকে সেই সময় ষাটটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। পুনরায় নিদ্রিত ব্যাঘ্রকে পীড়িত করিবার ন্যায় তিনি অন্য বহু তীক্ষ্ণবাণেও আচার্যকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৭

তখন দ্রোণাচার্য কৃষ্ণপক্ষকৃষিত তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রবাণসমূহের দ্বারা অনায়াসে করতে ধনুপরায়ণ বলবান্ দৃষ্টকেতুর বেগটির যথাস্থানে কাটিয়া দিলেন ॥ ২৮

ইহা দেখিয়া বলবীর্য শিশুপালপুত্র দৃষ্টকেতু অন্য ধনু হাতে গ্রহণ করত কঙ্ক ও ময়ূরপক্ষকৃষিত বহু বাণের দ্বারা দ্রোণাচার্যকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৯

দ্রোণাচার্য চারিটি বাণের দ্বারা দৃষ্টকেতুর চারিটি অশ্বকে বধ করত হাস্য-সহকারে তাঁহার সারথিরও মস্তক ছেদনপূর্বক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ৩০

তাহার পর তিনি দৃষ্টকেতুকে পাঁচটি বাণে প্রহার করিলেন। সেই সময় দৃষ্টকেতু শীঘ্রতাসহকারে রথ হইতে লাফ দিয়া হস্তে গদা গ্রহণ করিলেন এবং রোষাবিষ্ট সর্পিণীর ন্যায় উহাকে দ্রোণাচার্যের উপর প্রহার করিলেন।

সেই গদা লৌহনির্মিত ও অতিশয় ভারবহ ছিল। উহাকে স্বর্ণ দিয়া সজ্জিত করা হইয়াছিল। কালরাত্রির ন্যায় উদ্যত সেই গদাকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য কয়েক হাজার বাণ নিক্ষেপ করিয়া উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩১-৩৩

মাননীয় কৌরবরাজ! দ্রোণাচার্যকর্তৃক বহু বাণে ছিন্ন-ভিন্ন সেই গদা ধরাতলকে নিনাদিত করিতে করিতে পতিত হইল ॥ ৩৪

স্বীয় গদাকে নষ্ট হইয়া যাইতে দেখিয়া অমর্ষপূর্ণ বীর দৃষ্টকেতু দ্রোণাচার্যের উপর তোমর ও স্বর্ণখচিতা তেজস্বিনী শক্তি প্রহার করিলেন ॥ ৩৫

দ্রোণাচার্য তখন সেই তোমরকে পাঁচবাণে ছিন্ন-ভিন্ন করত এবং অপর পাঁচ বাণের দ্বারা দৃষ্টকেতুর শক্তিকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে সেই উভয় অস্ত্রই পরন্তপ কর্তৃক খণ্ডিত দুইটি সর্পের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল ॥ ৩৬

তাহার পর তাঁহাকে বধ করিতে অভিলাষী দৃষ্টকেতুকে বধ করিবার জন্য প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য রণাঙ্গনে তাঁহার উপর একটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৭

স তস্য কবচং ভিত্ত্বা হৃদয়ং চামিতৌজসঃ।
অভ্যগাদ্ ধরণীং বাণো হংসঃ পদ্মবনং যথা ॥ ৩৮
পতঙ্গং হি ক্ষুধার্তশ্চাষো যথা ক্ষুদ্রং বুভুক্ষিতঃ।
তথা দ্রোণোঽগ্রসচ্ছূরো বৃষ্টকেতুং মহাহবে ॥ ৩৯
নিহতে চেদিরাজে তু তং খড়্গং পিত্র্যমাবিশৎ।
অমর্ষবশমাপন্নঃ পুত্রোঽস্য পরবাস্ত্রবিৎ ॥ ৪০
তমপি প্রহসন্ দ্রোণঃ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্।
মহাব্যাঘ্রো মহারণ্যে মৃগশাবং যথা বলী ॥ ৪১
তেষু প্রক্ষীয়মাণেষু পাণ্ডবেয়েষু ভারত।
জরাসন্ধসুতো বীরঃ স্বয়ং দ্রোণমুপাদ্রবৎ ॥ ৪২
স তু দ্রোণং মহাবাহুঃ শরধারাভিরাহবে।
অপূজয়করোৎ তূর্ণং জলদো ভাস্করং যথা ॥ ৪৩
তস্য তল্লাঘবং দৃষ্ট্বা দ্রোণঃ ক্ষত্রিয়মর্দনঃ।
ব্যসৃজৎ সায়কাংস্তূর্ণং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৪৪

যেরূপ হংস পদ্মবনে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই বাণ অমিততেজস্বী বৃষ্টকেতুর কবচ ও বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৩৮

যেরূপ ক্ষুধাপীড়িত নীলকণ্ঠ পক্ষী পতঙ্গকে ধরিয়া ভক্ষণ করে, সেইরূপ বীরবর দ্রোণাচার্য্য সেই মহাসমরে বৃষ্টকেতুকে ঘোর বাণের দ্বারা গ্রাস করিলেন ॥ ৩৯

চেদিরাজ বৃষ্টকেতু নিহত হইলে পর উহার অস্ত্রজ্ঞ পুত্র অমর্ষের বশীভূত হইয়া পিতার খড়্গে আগমন করত অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

কিন্তু হাস্য করিতে করিতে দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে ঘোর বাণসমূহের দ্বারা সেইরূপ যমলোকে প্রেরণ করিলেন, যেরূপ বলবান্ মহাব্যাঘ্র বিশাল বনে কোন মৃগশিশুকে যমলোকে পাঠাইয়া থাকে ॥ ৪১

হে ভারত! সেই পাণ্ডব-যোদ্ধারা এই ভাবে ক্ষয় হইয়া যাইলে জরাসন্ধের বীরপুত্র সহদেব স্বয়ংই দ্রোণাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৪২

যেরূপ মেঘ আকাশে সূর্য্যকে আবৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ মহাবাহু সহদেব ঘোর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে অতিশয় দ্রোণাচার্য্যকে আবৃত করিয়া দিলেন ॥ ৪৩

তাঁহার সেই নৈপুণ্য দেখিয়া ক্ষত্রিয়মর্দন দ্রোণাচার্য্য শীঘ্রই তাঁহার উপর শত শত ও সহস্র সহস্র বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৪৪

ছাদয়িত্বা রণে দ্রোণো রথস্থং রথিনাং বরম্।
জারাসন্ধির্ঘনানীক বিষক্তাং সর্বধন্বিনাম্ ॥ ৪৫
যো যঃ স্ম নীয়তে তত্র তং দ্রোণো হন্তুকোপমঃ।
আদত্ত সর্বভূতানি প্রাপ্তে কালে যথান্তকঃ ॥ ৪৬
ততো দ্রোণো মহারাজ নাম বিস্রাব্য সংযুগে।
শরৈরনেকসাহস্রৈঃ পাণ্ডবেয়ান্ সমার্দয়ৎ ॥ ৪৭
তে তু নামাঙ্কিতা বাণা দ্রোণেনাস্তাঃ শিলাশিতাঃ।
নরান্ নাগান্ হয়াংশ্চৈব নিজঘ্নুঃ শতশো মৃধে ॥ ৪৮
তে বধ্যমানা দ্রোণেন শক্রেণেব মহাসুরাঃ।
সমকম্পন্ত পাঞ্চালা গাবঃ শীতার্দিতা ইব ॥ ৪৯
ততো নিষ্ঠানকো ঘোরঃ পাণ্ডবানামজায়ত।
দ্রোণেন বধ্যমানেষু সৈন্যেষু ভরতর্ষভ ॥ ৫০
প্রতাপ্যমানাঃ সূর্য্যেণ হন্যমানাশ্চ সায়কৈঃ।
অন্বপদ্যন্ত পাঞ্চালাস্তব সন্ত্রস্তচেতসঃ ॥ ৫১

এইরূপে রণাঙ্গনে দ্রোণাচার্য্য সমস্ত যুদ্ধের বীরগণের সম্মুখেই রথে উপবিষ্ট রথিশ্রেষ্ঠ জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে নিজের বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া অতিশয় তাঁহাকে বধ করিলেন ॥ ৪৫

যেরূপ সময় আসিলে যমরাজ সমস্ত প্রাণীকে গ্রাস করিয়া লয়, সেইরূপ কালতুল্য দ্রোণাচার্য্য যে যে বীর তাঁহার সম্মুখে আসিতে ছিলেন, সেই সেই বীরকে তিনি মৃত্যুমুখে পাতিত করিয়া দিলেন ॥ ৪৬

মহারাজ! তদনন্তর দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধস্থলে নিজের নাম জানাইতে থাকিয়া অনেক সহস্র বাণ বর্ষণ করত পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে আকুল করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৭

দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত এই সব বাণ শিলাপাতিত ছিল এবং ইহাদের উপর আচার্য্যের নাম অঙ্কিত ছিল। ইহারা সমরাঙ্গণে শত শত মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বকে সংহার করিতে লাগিল ॥ ৪৮

যেরূপ শীতপীড়িত গো-সকল কাঁপিতে থাকে এবং যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্রের প্রহার খাইয়া মহাসুরগণও কাঁপিতে থাকে, সেইরূপ দ্রোণাচার্য্যের বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া পাঞ্চাল-সৈন্যগণ কাঁপিতে লাগিল ॥ ৪৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক আঘাতপ্রাপ্ত পাণ্ডবগণের সৈন্যদের মধ্যে ঘোর আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল ॥ ৫০

হে ভারত! সেই সময় উপরে সূর্য্য তাপদান করিতেছিলেন এবং রণাঙ্গনে দ্রোণাচার্য্যের বাণসমূহ তাহাদিগকে পীড়িত

মোহিতা বাণজালেন ভারদ্বাজেন সংযুগে।
উরুপ্রাহগৃহীতানাং পাঞ্চালানাং মহারথাঃ ॥ ৫২
চেদয়শ্চ মহারাজ সৃঞ্জয়াঃ কাশি-কোসলাঃ।
অভ্যদ্রবন্ত সংহৃষ্টা ভারদ্বাজং যুযুৎসয়া ॥ ৫৩
রুরবশ্চ রথেহস্তোজং চেদি-পাঞ্চাল-সৃঞ্জয়াঃ।
হত দ্রোণং হত দ্রোণমিতি তে দ্রোণমভ্যযুঃ ॥ ৫৪
ততস্তু পুরুষব্যাঘ্রাঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরাঃ।
নিনীষবো রণে দ্রোণং যমস্য সদনং প্রতি ॥ ৫৫
ঘতমানাংস্তু তান্ বীরান্ ভারদ্বাজঃ শিলীমুখৈঃ।
যমায় প্রেষয়ামাস চেদিমুখ্যান্ বিশেষতঃ ॥ ৫৬
তেষু প্রক্ষীয়মাণেষু চেদিমুখ্যেষু সর্বশঃ
পাঞ্চালাঃ সমকম্পন্ত দ্রোণসায়কপীড়িতাঃ ॥ ৫৭
প্রাক্রোশন্ ভীমসেনঃ তে দৃষ্টদ্যুম্নক ভারত।
দৃষ্ট্বা দ্রোণস্য কর্মাণি তথারূপাণি মানিষু ॥ ৫৮

ব্রাহ্মণেন তপো নূনং চরিতং দুষ্করং মহৎ।
তথা হি যুধি সংক্রুদ্ধো দহতি ক্ষত্রিয়বলম্ ॥ ৫৯
ধনো যুদ্ধং ক্ষত্রিয়স্য ব্রাহ্মণস্য পরং তপঃ।
তপস্বী কৃতবিদ্যশ্চ প্রেক্ষিতেনাপি নির্দহেৎ ॥ ৬০
দ্রোণাগ্নিমস্ত্রসংস্পর্শং প্রবিষ্টাঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
বহবো দুষ্করং ঘোরং যত্রাদহস্ত ভারত ॥ ৬১
যথাবলং যথোৎসাহং যথাসবং মহাদ্যুতিঃ।
মোহয়ন্ সর্বভূতানি দ্রোণো হরতি বলানি নঃ ॥ ৬২
তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা ক্ষত্রধর্মা ব্যবস্থিতঃ।
অর্ধচন্দ্রেণ চিচ্ছেদ ক্ষত্রধর্মা মহাবলঃ ॥ ৬৩
ক্রোধসংবিগ্নমনসো দ্রোণস্য সশরং ধনুঃ।
স সংরম্ভতরো ভূত্বা দ্রোণঃ ক্ষত্রিয়মর্দনঃ ॥ ৬৪
অন্যৎ কার্মুকমাদায় ভারসহং বেগবত্তরম্।
তত্রাধায় শরং তীক্ষ্ণং পরানীকবিশাতনম্ ॥ ৬৫

করিতেছিল, এরূপ অবস্থায় পাঞ্চাল-সৈন্যগণ মনে মনে অত্যন্ত ভীত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল ॥ ৫১

সেই যুদ্ধস্থলে ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্যের বাণসমূহে আহত হইয়া পাঞ্চাল-মহারথী বীরগণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের জন্মা জড়াইয়া পড়িতেছিল ॥ ৫২

মহারাজ! সেই সময় চেদি, সৃঞ্জয়, কাশী ও কোসলপ্রদেশের সৈন্যগণ হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া যুদ্ধাভিলাষী দ্রোণাচার্য্যের উপর আক্রমণ করিল ॥ ৫৩

"দ্রোণাচার্য্যকে সংহার কর, দ্রোণাচার্য্যকে সংহার কর" পরস্পর এই কথা বলিতে বলিতে চেদি, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় বীরগণ দ্রোণাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৫৪

এই সব পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরগণ রণাঙ্গনে মহাতেজস্বী আচার্য্য দ্রোণকে যমালয়ে প্রেরণ করিবার ইচ্ছায় নিজেদের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করিয়া যত্ন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫

এইভাবে যত্নপরায়ণ বীরগণ বিশেষতঃ চেদিদেশের প্রধান যোদ্ধাদিগকে দ্রোণাচার্য্য তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৫৬

চেদিদেশের প্রধান বীরগণ যখন এইভাবে বিনষ্ট হইলেন, তখন দ্রোণাচার্য্যের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া পাঞ্চাল-যোদ্ধারা হাঁপিতে লাগিলেন ॥ ৫৭

মাননীয় ভরতবংশধর! তাঁহারা দ্রোণাচার্য্যের এতাদৃশ পরাক্রম অবলোকন করিয়া ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮

এবং পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—এই ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই কোন দুষ্কর তপস্যা করিয়াছেন, তাই এই যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়দিগকে দগ্ধ করিতেছেন ॥ ৫৯

যুদ্ধ করা ত' ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, আর তপস্যা করা ব্রাহ্মণের ধর্ম। এই অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ ও তপস্বী ব্রাহ্মণ তাঁর দৃষ্টিমাত্রই সকলকে দগ্ধ করিতে পারেন ॥ ৬০

ভারত! সেই যুদ্ধে বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বীর অস্ত্রসহ দাহক-স্পর্শযুক্ত দ্রোণাচার্য্যরূপ তরঙ্গ ও তৃষ্ণার অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া ভস্ম হইয়া যাইলেন ॥ ৬১

পাঞ্চাল-সৈন্যগণ বলিতে লাগিলেন, -মহাতেজস্বী দ্রোণাচার্য্য স্বীয় বল, উৎসাহ ও ধৈর্য্য অনুসারে সমস্ত প্রাণীকে মোহিত করিতে করিতে আমাদের সৈন্যদিগকে সংহার করিতেছেন ॥৬২

তাঁহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষত্রধর্ম্মা যুদ্ধ করিবার জন্য দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই মহাবল বীর অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণপ্রহার করিয়া ক্রোধে অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত দ্রোণাচার্য্যের ধনু ও বাণ কাটিয়া ফেলিলেন।

ইহাতে ক্ষত্রিয়মর্দ্দনকারী দ্রোণাচার্য্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং অত্যন্ত বেগশালী ও ভারীসাধনে অপর একটি ধনু হাতে লইয়া তাহার উপর একটি তীক্ষ্ণ বাণ স্থাপনা করিলেন, যাহা শত্রুকে বিনাশ করিতে সমর্থ ছিল। বলবান্ দ্রোণাচার্য্য

আকর্ণপূর্ণমাচার্য্যো বলবানভ্যবাসৃজৎ।
স হত্বা ক্ষত্রধর্মাণং জগাম ধরণীতলম্ ॥ ৬৬
স ভিন্নহৃদয়ো বাহাত্রাপতদ্রথিনী তলে।
ততঃ সৈন্যান্তকল্পস্য ধৃষ্টদ্যুম্নসুতে হতে ॥ ৬৭
অথ দ্রোণং সমারোহচ্চেকিতানো মহাবলঃ।
স দ্রোণং দশভির্বিদ্ধ্বা প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে ॥ ৬৮
চতুর্ভিঃ সারথিং চাস্য চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্।
তমাচার্য্যস্ত্রিভির্বাণৈর্বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ ॥ ৬৯
ধ্বজং সপ্তভিরুদ্ধ্য ধনুশ্চারমবধীৎ ত্রিভিঃ।
তস্য শূন্যে হতে তেন রথমাদায় বিদ্রুতাঃ ॥ ৭০
সমরে শরসংবীতা ভারদ্বাজেন মারিষ।
চেকিতানরথং দৃষ্ট্বা হতাশ্বং হতসারথিম্ ॥ ৭১
তান্ সমেতান্ রণে শূরাংশ্ছেদি-পঞ্চাল-সৃঞ্জয়ান্।
সমন্তাদ্ দ্রাবয়ন্ দ্রোণো বহ্বশোভত মারিষ ॥ ৭২

আকর্ণপলিতঃ শ্যামো বয়সাশীতিপঞ্চকঃ।
রণে পর্য্যচরদ্ দ্রোণো বৃদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবৎ ॥ ৭৩
অথ দ্রোণং মহারাজ বিচরন্তমতীববৎ।
বজ্রহস্তমমন্যন্ত শত্রবঃ শত্রুসূদনম্ ॥ ৭৪
ততোঽব্রবীন্মহাবাহুর্ভ্রাতৄণাং বৃদ্ধিমান্ নৃপ।
পুরোঽয়ং ক্ষত্রিয়ান্ হন্তি ব্যাঘ্রঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব ॥ ৭৫
কৃন্তান্ দুর্য্যোধনো লোকান্ পাপঃ প্রাপ্নোতি দুর্মতিঃ।
যস্য লোভাদ্ বিনিহতাঃ সমরে ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ ॥ ৭৬
শতশঃ শেরতে ভূমৌ নিকৃত্তা গোবৃষা ইব।
কপিরেণ পরীতাঙ্গাঃ শ্ব-শৃগালাদনীকৃতাঃ ॥ ৭৭
এবমুক্ত্বা মহারাজ দ্রুপদোঽক্ষৌহিণীপতিঃ।
পুরস্কৃত্য রণে পার্থান্ দ্রোণমভ্যদ্রবদ্ দ্রুতম্ ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি দ্রোণপরাক্রমে
পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়: ॥ ১২৫

কর্ণ পর্য্যন্ত সেই ধনুষ্টকে আকর্ণ করিয়া সেই বাণটিকে নিক্ষিপ্ত করিলেন। সেই বাণ ক্ষত্রধর্মাকে বধ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৬৩-৬৬

ক্ষত্রধর্মার হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ায় তিনি রথ হইতে ধরাতলে পতিত হইলেন। এইভাবে (পাণ্ডব সেনাপতি) ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ক্ষত্রধর্মা নিহত হইলে পর সমস্ত সৈন্যগণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ॥৬৭

তদনন্তর মহাবল চেকিতান দ্রোণাচার্য্যের উপর আক্রমণ করিলেন। তিনি দশটি বাণে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে গভীরভাবে বিদ্ধ করিলেন। সেই সঙ্গে অপর চারিটি বাণে তাঁহার সারথিকে এবং অন্য চারিটি বাণে তাঁহার চারিটি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন।

তখন দ্রোণাচার্য্য তাঁহার দুই বাহুতে ও বক্ষস্থলে তিনটি বাণপ্রহার করিলেন। পুনরায় সাতটি বাণের দ্বারা তাঁহার ধ্বজকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তিনটি বাণে তাঁহার সারথিকে বধ করিলেন।

চেকিতানের সারথি নিহত হইলে পর তাঁহার অশ্বগণ তাঁহার রথ লইয়া পলায়ন করিল। আর্য্য! দ্রোণাচার্য্য সমরাঙ্গণে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বাণসমূহে পূর্ণ করিয়া দিলেন।

যাহার অশ্বগণ ও সারথি নিহত হইয়াছে, চেকিতানের সেই রথকে দেখিয়া এবং রণাঙ্গনে সমবেত চেদি, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় বীরগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দ্রোণাচার্য্য তাহাদের সকলকে চারিদিকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। আর্য্য! সেই সময় তাঁহার অতিশয় শোভা হইতেছিল ॥ ৬৮-৭২

যাঁহার কর্ণ পর্য্যন্ত সকল কেশই পাকিয়া গিয়াছে, যাঁহার শরীরের কান্তি শ্যামবর্ণ ছিল এবং যিনি পঁচাশী (অথবা চার শত) বৎসরের বৃদ্ধ ছিলেন, সেই দ্রোণাচার্য্য রণাঙ্গনে ষোল বৎসরের নবযুবকের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৩

মহারাজ! রণভূমিতে নির্ভয়ের ন্যায় বিচরণকারী শত্রুসূদন দ্রোণাচার্য্যকে শত্রুরা সকলে সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪

নরেশ্বর! সেই সময় মহাবাহু বুদ্ধিমান্ রাজা দ্রুপদ বলিলেন, —যেরূপ ব্যাঘ্র ক্ষুদ্র মৃগগণকে সংহার করিয়া থাকে, সেইরূপ এই ব্যাঘ্র-তুল্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করিতেছেন ॥ ৭৫

দুর্মতি পাপী দুর্য্যোধন অত্যন্ত কষ্টপ্রদ লোকসমূহ প্রাপ্ত হইবে, যাহার লোভের জন্য এই রণাঙ্গনে বহু ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বীর নিহত হইয়াছেন ॥ ৭৬

শত শত যোদ্ধা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গো-বৃষের ন্যায় এই ধরাতলে শয়ন করিয়া আছেন। ইঁহাদের সকলেরই সর্ব্বাঙ্গ রক্তে আবৃত হইয়া গিয়াছে এবং ইঁহারা কুক্কুর ও শৃগালদের ভোজনে পরিণত হইয়াছেন ॥ ৭৭

মহারাজ! এইরূপ পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়া এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি রাজা দ্রুপদ রণাঙ্গনে কুন্তীপুত্রদিগকে অগ্রে করিয়া অতিদ্রুত দ্রোণাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৭৮

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে দ্রোণাচার্য্যের পরাক্রমবিষয়ক
পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনসহ সাত্যকেশ্চান্বেষণায় চিন্তাধিত-যুধিষ্ঠিরেণ ভীমসেনস্য প্রেষণম্।]

সঞ্জয় উবাচ

ব্যূহেষ্বালোড্যমানেষু পাণ্ডবানাং ততস্ততঃ।
সুদূরমসরন্ পার্থাঃ পাঞ্চালাঃ সহ সোমকৈঃ॥
বর্ত্তমানে তথা রৌদ্রে সংগ্রামে লোমহর্ষণে।
সংক্ষয়ে জগতস্তীব্রে যুগান্ত ইব ভারত॥ ১
দ্রোণে যুধি পরাক্রান্তে নদমানে মুহুর্মুহুঃ।
পাঞ্চালেষু চ ক্ষীণেষু ব্যধ্যমানেষু পাণ্ডুষু॥ ২
নাপশ্যচ্ছরণং কিঞ্চিদ্ ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
চিন্তয়ামাস রাজেন্দ্র কথমেতদ্ ভবিষ্যতি॥ ৩
ততো বীক্ষ্য দিশঃ সর্বাঃ সব্যসাচিদিদৃক্ষয়া
যুধিষ্ঠিরো দদর্শাথ নৈব পার্থং ন বাহবম্॥ ৪
সোঽপশ্যন্ নরশার্দূলঃ বানরধ্বজলক্ষণম্
গাণ্ডীবস্য চ নির্ঘোষমশৃণ্বন্ ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৫
অপশ্যন্ সাত্যকিং চাপি বৃষ্ণীনাং প্রবরং রথম্।
চিন্তয়াভিপরীতাত্মা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ॥ ৬
নাধ্যগচ্ছৎ তথা শান্তিং ভাবপশ্যন্ নরোত্তমৌ।
লোকোপক্রোশভীরুত্বাদ্ ধর্মরাজো মহামনাঃ॥ ৮
অচিন্তয়দ্বহাবাহুঃ শৈনেয়স্য রথং প্রতি।
পদবীং প্রেষিতস্তৈশ্চ ফাল্গুনস্য ময়া রণে॥ ৯
শৈনেয়ঃ সাত্যকিঃ সত্যো নিত্রাণামভয়ঙ্করঃ।
তদিদং স্বৈকমেবাসীদ্ বিশ্বা ভ্রাতৃষু বৈ॥ ১০
সাত্যকিস্ত হি বিজ্ঞেয়ঃ পাণ্ডবস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সাত্যকিং প্রেষয়িত্বা তু পাণ্ডবস্য পদানুগম্॥ ১১
সাত্বতস্যাপি কং যুদ্ধে প্রেষয়িষ্যে পদানুগম্।
করিষ্যামি প্রযত্নেন ভ্রাতুরন্বেষণং যদি॥ ১২

ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

(অর্জুন ও সাত্যকির অন্বেষণের জন্য চিন্তাধিত যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভীমসেনকে প্রেরণ)

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবগণের ব্যূহকে যেখানে সেখানে এইরূপে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন, তখন পার্থ, পাঞ্চাল এবং সোমক-যোদ্ধারা তাঁহার নিকট হইতে বহু দূরে সরিয়া যাইলেন। ১

হে ভারত! এই রোমাঞ্চকর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম প্রলয়কালীন জগতের ভীষণ সংহারের ন্যায় উপস্থিত হইল। ২

যখন দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া বারংবার গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, পাঞ্চাল-বীরগণের বিনাশ হইতেছিল এবং পাণ্ডব-সৈন্যরা নিহত হইতেছিলেন, সেই সময় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কোনও রক্ষক বা আশ্রয় দেখা যাইল না। রাজেন্দ্র! সেই সময় চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহা কিরূপ হইবে? ৩-৪

অনন্তর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সব্যসাচী অর্জুনকে দেখিবার ইচ্ছায় চারিদিকেই দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু তিনি কোনক্রমেই অর্জুন ও সাত্যকিকে দেখিতে পাইলেন না॥ ৪

বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের চিহ্নযুক্ত ধ্বজবিশিষ্ট অর্জুনকে না দেখিয়া এবং তাঁহার সে ভীষণ-বহুর গভীর টঙ্কার ধ্বনি শুনিতে না পাইয়া তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়-গ্রাম ব্যথিত হইয়া উঠিল। ৫

বৃষ্ণিবংশের প্রধান বীর মহারথী সাত্যকিকেও না দেখিতে পাওয়ায় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রকৃতি অথই চিন্তারূপ আবর্ত্তে নিমগ্ন হইয়া উঠিল। ৬

মহামনা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির লোকনিন্দার ভয়ে অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলেন। সেই জন্য নরোত্তম অর্জুন এবং সাত্যকিকে না দেখিয়া সেই সময় তিনি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না॥ ৮

মহাবাহু যুধিষ্ঠির সাত্যকির রথ-বিষয়ে মনে মনেই এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আহা! আমি রণাঙ্গনে বিপক্ষগণের অভয়দাতা সত্যবাদী শিনিপৌত্র সাত্যকিকে অর্জুনের পথ দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছি। সেইজন্য আমার এই দুই পুত্রের যে একজনের জন্য চিন্তান্বিত ছিল, আজ তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ৯-১০

এই সময় সাত্যকিরও খবর জানা আবশ্যক এবং পাণ্ডুনন্দন অর্জুনেরও। আমি পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের পশ্চাতে পশ্চাতে সাত্যকিকে পাঠাইয়াছি। এখন সাত্যকির পশ্চাতে কাহাকে রণাঙ্গনে পাঠাইব?

যদি আমি যুদ্ধস্থানের কোন সংবাদ না লইয়া কেবল নিজ ভ্রাতা অর্জুনেরই সংবাদ জানিবার জন্য তাঁহার অন্বেষণ করি, তবে জগতের সমস্ত লোক আমার নিন্দা করিবে।

যুযুধানমনন্বিষ্য লোকো মাং গর্হয়িষ্যতি।
ভ্রাতুরন্বেষণং কৃত্বা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। ১৩
পরিত্যজতি বার্ষ্ণেয়ং সাত্যকিং সত্যবিক্রমম্।
লোকাপবাদভীরুত্বাৎ সোঽহং পার্থং বৃকোদরম্। ১৪
পদবীং প্রেষয়িষ্যামি মাধবস্য মহাত্মনঃ।
যথৈব চ মম প্রীতির্জুনে শত্রুসূদনে। ১৫
তথৈব বৃষ্ণিবীরেঽপি সাত্বতে বৃষ্ণ্যন্ধকে।
অভিভারো নিযুক্তশ্চ ময়া শৈনেয়নন্দনঃ। ১৬
স তু মিত্রোপরোধেন গৌরবাত্ত্ব মহাবলঃ।
প্রবিষ্টো ভারতীং সেনাং মকরঃ সাগরং যথা। ১৭
অসৌ হি শ্রূয়তে শব্দঃ শূরাণামনিবর্তিনাম্।
মিথঃ সংযুধ্যমানানাং বৃষ্ণিবীরেণ ধীমতা। ১৮
প্রাপ্তকালং সুবলবন্নিশ্চিতং বহুধা হি যে।
তত্রৈব পাণ্ডবেয়স্য ভীমসেনস্য ধন্বিনঃ। ১৯
গমনং রোচতে মহ্যং যত্র যাতৌ মহারথৌ।

ন চাপ্যনন্তঃ ভীমস্য বিদ্যতে ভুবি কিঞ্চন ॥২০
শক্তো হ্যেষ রণে যত্ত পৃথিব্যাং সর্বধন্বিনাম্।
স্ববাহুবলমাস্থায় প্রতিব্যূহিতুমঞ্জসা ॥ ২১
যস্য বাহুবলং সর্বে সমাশ্রিত্য মহাত্মনঃ।
বনবাসাদ্বিনির্মুক্তাঃ স্ম ন চ যুদ্ধেষু নির্জিতাঃ ॥ ২২
ইতো গতে ভীমসেনে সাত্বতং প্রতি পাণ্ডবে।
সনাথৌ ভবিতারৌ হি যুধি সাত্বত-ফাল্গুনৌ ॥ ২৩
তাবহং স্বশোচনীয়ৌ তৌ রণে সাত্বত-ফাল্গুনৌ।
রক্ষিতৌ বাসুদেবেন স্বয়ং শস্ত্রবিশারদৌ ॥ ২৪
অবশ্যন্তু ময়া কার্যামাত্মনঃ শোকনাশনম্।
তস্মাদ্ ভীমং নিযোক্ষ্যামি সাত্বতস্য পদানুগম্। ২৫
ততঃ প্রতিকৃতং মন্যে বিধানং সাত্যকেঃ প্রভো।
এবং নিশ্চিত্য মনসা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৬
তস্যারমনুব্রবীদ্ রাজা ভীমং প্রতি নরস্য মাম্।
ধর্মরাজবচঃ শ্রুত্বা সারথির্দারুকোবিদঃ। ২৭

সকলে ইহাই বলিবে যে, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির নিজ ভ্রাতার অন্বেষণ করিয়া বৃষ্ণিবংশের বীর সত্যপরাক্রমী সাত্যকিকে উপেক্ষা করিয়াছিল।

আমি লোকনিন্দার অতিশয় ভয় করি বলিয়া বৃষ্ণীনন্দন ভীমসেনকে মহাত্মা সাত্যকির সংবাদ জানিবার জন্য তৎপথে পাঠাইয়া দিব।

শত্রুসূদন অর্জুনের উপর আমার যেরূপ প্রীতি আছে, সেইরূপ প্রীতিই রণদুর্মদ বৃষ্ণিবংশীয় বীর সাত্যকির উপরও আছে। আমি শিনিবংশের আনন্দপ্রদ সাত্যকির উপর অতিশয় গুরুতর কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছি। ১১-১৬

সেই মহাবল সাত্যকি মিত্রের অনুরোধে ও নিজের পক্ষে গৌরবের কথা মনে করিয়া সমুদ্রমধ্যে মকরের প্রবেশের ন্যায় কৌরব-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে॥ ১৭

বুদ্ধিমান্ বৃষ্ণিবংশীয় বীর সাত্যকির সহিত পরস্পর যুদ্ধরত সেই বীরবর্গের এই মহাকোলাহল শ্রুতিগোচর হইতেছে, যাঁহারা কখনও যুদ্ধ হইতে পশ্চাদপসরণ করেন না। ১৮

এই সময় যাহা কর্তব্যরূপে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার উপর আমি বহুভাবে প্রবলরূপে চিন্তা করিয়াছি। যেখানে মহারথী অর্জুন ও সাত্যকি গমন করিয়াছে, সেখানে বহুগুণ বীর পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকেও পাঠাইতে হইবে—ইহাই আমার মনে হইতেছে।

এই ধরাতলে এরূপ কোন কাজই নাই, যাহা ভীমসেনের পক্ষে অসহ্য হইতে পারে। সে নিজ বাহুবলকে আশ্রয় করত রণাঙ্গনে বদ্ধপরিকর হইয়া ভূমণ্ডলের সমস্ত বহুসংখ্যক বীরগণের অনায়াসেই সম্মুখীন হইতে পারে। ১৯-২১

এই মহাত্মা বীরের বাহুবলের আশ্রয় লইয়া আমরা সকল ভ্রাতাই বনবাস হইতে মুক্তির সহিত প্রত্যাবর্তন করিয়াছি এবং যুদ্ধে কখনও কোথাও পরাজিত হই নাই। ২২

এখান হইতে সাত্যকির পথ দিয়া পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন গমন করিলে পর যুদ্ধস্থলে অবস্থিত সাত্যকি ও অর্জুন সনাথ হইবে। ২৩

নিশ্চয়ই সাত্যকি ও অর্জুন রণাঙ্গনে কোনরূপেই শোকযোগ্য নহে; কারণ, ইঁহারা উভয়েই অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সর্বতোভাবে সুরক্ষিত। ২৪

তথাপি আমার মানসিক দুঃখ নিবারণ করিবার জন্য এরূপ ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। সেই জন্য আমি ভীমসেনকে সাত্যকির পথের অনুগামী অবশ্যই করিব। ২৫

এরূপ ব্যবস্থা করিয়াই আমি বুঝিব যে, আমি সাত্যকির প্রতি সমুচিত কর্তব্য পালন করিয়াছি। মনে মনে এরূপ নিশ্চয় করিয়া ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির বীর সারথিকে বলিলেন—আমাকে ভীমসেনের নিকট লইয়া চল।

ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির সমুচিত

স্বয়ং হেমপরিষ্কারং ভীমান্তিকমুপানয়ৎ।
ভীমসেনমনুপ্রাপ্য প্রাপ্তকালমচিন্তয়ৎ ॥ ২৮
কন্দরং প্রাবিশদ্ রাজা যত্র তত্র সমাদিশৎ।
স কন্দরসমাবিষ্টো ভীমমাহুয় পার্থিবঃ ॥ ২৯
অব্রবীদ্ বচনং রাজন্ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
যঃ সদেবান্ সগন্ধর্বান্ দৈত্যাংশ্চৈকরথোঽজয়ৎ ॥ ৩০
তস্য লক্ষ্ম ন পশ্যামি ভীমসেনানুজস্য তে।
ততোঽব্রবীদ্ ধর্মরাজং ভীমসেনস্তথাগতম্ ॥ ৩১
নৈবাত্রাক্ষং ন চাশ্রৌষং তব কন্দরমীদৃশম্।
পুরাভিদুঃখদীর্ঘাণাং ভবান্ গতিরভূদ্ধি নঃ ॥ ৩২
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজেন্দ্র শাধি কিং করবাণি তে।
ন হ্যদ্যাকার্যং বা বিদ্যতে মম মানদ ॥ ৩৩
আশ্বাসয় কুরুশ্রেষ্ঠ মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ।
ভীমসেনমিদং বাক্যং প্রম্লানবদনো নৃপঃ।
যদা শঙ্খস্য নির্ঘোষঃ পাঞ্চজন্যস্য শ্রূয়তে ॥ ৩৫
পূরিতো বাসুদেবেন সংরব্ধেন যশস্বিনা।
নূনমদ্য হতঃ শেতে তব ভ্রাতা ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৩৬
তস্মিন্ বিনিহতে নূনং বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথৌ।
যস্য সত্ত্বমতো বীর্যাং হ্যুপজীবন্তি পাণ্ডবাঃ ॥ ৩৭
যং ভয়েষ্বভিগচ্ছন্তি সত্যপ্রাক্ষমিবামরাঃ।
স শূরঃ সৈন্ধবপ্রেপ্সুরন্বয়াদ্ ভারতীং চমূম্ ॥ ৩৮
তস্য বৈ গমনং বিদ্মো ভীম নাবর্তনং পুনঃ।
শ্যামো যুবা গুড়াকেশো দর্শনীয়ো মহারথঃ ॥ ৩৯
বৃঢ়োরস্কো মহাবাহুর্মত্তবারণবিক্রমঃ।
চকোরনেত্রস্তাম্রাক্ষো দ্বিষতাং ভয়বর্ধনঃ ॥ ৪০
(মম প্রিয়-হিতার্থঞ্চ শক্রলোকাদিহাগতঃ।
বৃদ্ধোপসেবী ধৃতিমান্ কৃতজ্ঞঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥

কর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং যত কিছু বলিতে বলিতে তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

রাজন্! এইরূপে মোহাবিষ্ট হইয়া কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন।

ভীমসেন! যে একমাত্র রথের সহায়তা লইয়া দেবগণের সহিত গন্ধর্ব ও দৈত্যদিগকে জয় করিয়াছে, সেই তোমার ছোট ভাই অর্জুনের আজ আমি কোন চিহ্নই দেখিতে পাইতেছি না।

তখন সেই ভাবে উপস্থিত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ভীমসেন বলিলেন,—রাজন্! আপনাকে এইভাবে মোহ-গ্রস্ত হইতে কখনও দেখি নাই, এমন কি উহা শ্রবণও করি নাই।

পূর্বে যখন আমরা অত্যন্ত দুঃখে অধীর হইয়া উঠিতাম, তখন আপনিই একমাত্র আমাদের আশ্রয়-স্থল ছিলেন। রাজেন্দ্র! আপনি উঠুন, উঠুন এবং আমাকে অনুমতি করুন, আমি আপনার কি সেবা করিব?

মানদ! এজগতে এরূপ কোন কার্যই নাই, যাহা আমার পক্ষে অসাধ্য এবং আপনি অনুমতি প্রদান করিলে আমি তাহা পালন করিতে না পারিব? কুরুশ্রেষ্ঠ! আশ্বাসন করুন এবং নিজের মনকে শোকগ্রস্ত করিবেন না।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির ম্রিয়মাণ হইয়া কুরুসর্প-সদৃশ দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ করত অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভীমসেনকে এই কথা বলিলেন।

ভ্রাতঃ! এই সময় যেরূপ পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি শুনা যাইতেছে এবং যশস্বী বাসুদেব ক্রোধে পূর্ণ হইয়া সেই শঙ্খ যেভাবে বাজাইতেছেন, উহাতে মনে হইতেছে—আজ তোমার ভ্রাতা অর্জুন নিশ্চয়ই নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়াছে। ২৬-৩৬

সে নিহত হইলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যুদ্ধ করিতেছেন। যে শক্তিশালী বীরের পরাক্রমে পাণ্ডবগণ সকলে জীবিত আছে। তার উপস্থিত হইলে আমরা সেইভাবে যাহার আশ্রয় লইয়া থাকি, যেরূপ দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেই বীরের অর্জুন আজ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে নিজের বশীভূত করিবার জন্য কৌরব-সৈন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ৩৭ ক

ভীমসেন! আমরা তাহার গমনের বৃত্তান্তই জানি, কিন্তু পুনরায় ফিরিয়া আসিবার কোন সংবাদই জানি না। সে নব-যুবক, নিদ্রাজয়ী, দেখিতে সুন্দর ও অস্ত্রধারী বীর। ৩৯

তাহার বক্ষঃস্থল বিশাল এবং বাহুদ্বয় দীর্ঘ। তাহার পরাক্রম মদমত্ত হস্তীর ন্যায়, নয়নযুগল চকোরের নয়নের ন্যায় সুন্দর এবং মুখ ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ। সে শত্রুগণের ভয় বর্ধন করিয়া থাকে। ৪০

(অর্জুন আমার প্রিয় ও হিত করিবার জন্য ইন্দ্রলোক হইতে এখানে আসিয়াছে। সে বৃদ্ধগণের সেবক, ধৈর্যবান্, কৃতজ্ঞ এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ। সেই সমস্ত শত্রুদিগের বিনাশ ও অপার

প্রবিষ্টো মহতীং সেনামপর্য্যন্তাং ধনঞ্জয়ঃ।
প্রবিষ্টে চ চমূং ঘোরামর্জুনে শত্রুনাশনে ॥
প্রেষিতঃ সাত্বতো বীরঃ ফাল্গুনস্য পদানুগঃ।
তস্যাভিগমনং জ্ঞানে ভীম নাবর্ত্তনং পুনঃ ॥)
তদিদং মম দুষ্টং তে শোকস্থানমরিন্দম।
অর্জুনার্থে মহাবাহো সাত্বতস্য চ কারণাৎ ॥ ৪১
বর্ত্ততে হৃদিবেবাগ্নিরিধ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ।
তস্য লব্ধ্বা ন পশ্যামি তেন বিন্দামি কশ্মলম্ ॥ ৪২
তং বিদ্ধি পুরুষব্যাঘ্রং সাত্বতঞ্চ মহারথম্।
স তং মহারথং পশ্চাদনুজাতস্তবানুজম্ ॥ ৪৩
তমপশ্যন্মহাবাহুমহং বিন্দামি কশ্মলম্।
পার্থে তস্মিন্ হতে চৈব যুধাতে নূনমগ্রণীঃ ॥ ৪৪
সহায়ো নাস্য বৈ কশ্চিৎ তেন বিন্দামি কশ্মলম্।
তস্মিন্ কৃতো হতে নূনং যুধ্যতে যুদ্ধকোবিদঃ ॥ ৪৫
ন হি মে শুধ্যতে ভাবস্তয়োরেব পরন্তপ।
স তত্র গচ্ছ কৌন্তেয় যত্র যাতো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৪৬
সাত্যকিশ্চ মহাবীর্য্যঃ কর্ত্তব্যং যদি রক্ষসে।
বচনং মম ধর্ম্মজ্ঞ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠো ভবামি তে ॥ ৪৭
ন তেঽর্জুনস্তথা জ্ঞেয়ো জ্ঞাতব্যঃ সাত্যকির্যথা।
চিকীর্ষুর্বংশ্রিয়ং পার্থ স যাতঃ সব্যসাচিনঃ।
পদবীং দুর্গমাং ঘোরামগম্যামকৃতাত্মভিঃ ॥ ৪৮
দৃষ্ট্বা কুশলিনৌ কৃষ্ণৌ সাত্বতং চৈব সাত্যকিম্।
সংবিদং চৈব কুর্য্যাস্তং সিংহনাদেন পাণ্ডবঃ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি জয়দ্রথবধপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরচিন্তায়াং
ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৬

সৈন্য মধ্যে প্রবেশ হইয়াছে। শত্রুনাশন অর্জুন সেই ভয়ঙ্কর সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিবার পর আমি সাত্বতবীর সাত্যকিকে তাঁহার পশ্চাতের অনুসরণ করিবার জন্য পাঠাইয়াছি। ভীমসেন! সাত্যকিরও গমন বৃত্তান্ত জানি, তাঁহার ফিরিয়া আসিবার সংবাদই আমি জানি না।)

শত্রুদমন মহাবাহু ভীম! তোমার কল্যাণ হউক। ইহাই আমার শোকের কারণ। অর্জুন ও সাত্যকির জন্য আমি শোকগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। যেরূপ বারংবার ঘৃতপ্রদানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াই উঠে, সেইরূপ আমার শোকাগ্নি বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমি অর্জুনের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইতেছি না, ইহাতে আমি মোহিত হইয়া পড়িতেছি ॥ ৪১-৪২

সেই সাত্বতবংশজাত পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারথী সাত্যকিরও সংবাদ জান। সে তোমার অনুজ ভ্রাতা মহারথী অর্জুনের অনুগমন করিয়াছে ॥ ৪৩

সেই মহাবাহু সাত্যকিকেও দেখিতে না পাওয়ায় আমি মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছি। পার্থ (অর্জুন) নিহত হইলে পর অবশ্যই সাত্যকিও অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকিবে ॥ ৪৪

তাহার কোন অপর সহায়ক নাই। ইহাতে আমি অতিশয় মোহিত হইতেছি। নিশ্চয়ই সে-ও নিহত হইয়া পড়ায় যুদ্ধ-বিদ্যাবিশারদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করিতেছেন ॥ ৪৫

পরন্তপ! অর্জুন ও সাত্যকির জীবন-বিষয়ে আমার মনে যে সংশয় উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা কোনক্রমেই অপসৃত হইতেছে না। কুন্তীনন্দন! অতএব তুমি সেখানে যাও, সে স্থানে অর্জুন ও মহাশরাক্ষেপী সাত্যকি গমন করিয়াছে। ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। যদি তুমি আমার আদেশ পালন করা উচিত মনে কর, তবে ইহাই কর। অর্জুনের সংবাদ সেরূপে জানিবে না, যেরূপে সাত্যকির সংবাদ জানিবে পার্থ। সাত্যকি আমার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সব্যসাচী অর্জুনের সেই দুর্গম এবং তাহার পথের অনুসরণ করিয়াছে, যাহা অবিতাত্মা পুরুষগণের পক্ষে সর্ব্বথা অগম্য ॥ ৪৬-৪৮

পাণ্ডুনন্দন! যখন তুমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও সাত্বত-বংশধর সাত্যকিকে কুশলের সহিত আলোকন করিবে, তখন উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া তাহা আমাকে জানাইয়া দিবে ॥ ৪৯

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের চিন্তাবিষয়ক ষড়্‌-বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনস্য কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবেশঃ, দ্রোণাচার্য্যস্য সারথিসহিতং রথং বিদার্য্য ভীমসেনেন ধৃতরাষ্ট্রস্যৈকাদশ-পুত্রাণাং বিনাশঃ, অবশিষ্ট-পুত্রৈঃ সহ সৈন্যানাং পলায়নঞ্চ।]

ভীমসেন উবাচ।

ব্রহ্মেশানেন্দ্র-বরুণানবহদ্ যঃ পুরা রথঃ।
তমাস্থায় পদৌ কৃত্বা স তরোর্বিদ্ধতে ভয়ম্॥ ১
আজ্ঞাং তু শিরসা বিভ্রদেষ গচ্ছামি মা শুচঃ।
নমেতা তান্ নরব্যাঘ্রাংস্তব দাস্যামি সংবিদম্॥ ২
এতাবদুক্ত্বা প্রযযৌ পরিদায় যুধিষ্ঠিরম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নায় বলবান্ সুহৃদ্ভ্যশ্চ পুনঃ পুনঃ॥ ৩
ধৃষ্টদ্যুম্নং চেদমাহ ভীমসেনো মহাবলঃ।
বিদিতং তে মহাবাহো যথা দ্রোণো মহারথঃ॥ ৪
গ্রহণে ধর্ম্মরাজস্য সর্ব্বোপায়েন বর্ত্ততে।
ন চ মে গমনে কৃত্যং তাদৃক্ পার্শ্বে বিদ্যতে॥ ৫
রাজ্ঞঃ রক্ষণে রাজ্ঞঃ কার্য্যমাত্যরিকং হি নঃ।
এবমুক্তোঽব্রবীৎ পার্থো প্রতিবক্তুং ন চোৎসহে॥ ৬
প্রযান্তে তত্র যত্রাসৌ মুমূর্ষুঃ সৈন্ধবঃ স্থিতঃ।
ধর্ম্মরাজস্য বচনে স্থাতব্যমবিশঙ্কয়া॥ ৭
যাস্যামি পদবীং ভ্রাতুঃ সাত্যকেশ্চ ধীমতঃ।
সোঽহন্ত ত্বতো রণে পার্থং পরিরক্ষ যুধিষ্ঠিরম্॥ ৮
এতদ্ধি সর্ব্বকার্য্যাণাং পরমং কৃত্যমাহবে।
তমব্রবীন্মহারাজ ধৃষ্টদ্যুম্নো বৃকোদরম্॥ ৯
ঈপ্সিতং তে করিষ্যামি গচ্ছ পার্থাবিচারয়ন্।
নাহত্বা সমরে দ্রোণো ধৃষ্টদ্যুম্নং কথঞ্চন। ১০
নিগ্রহে ধর্ম্মরাজস্য প্রকরিষ্যতি সংযুগে।
ততো নিক্ষিপ্য রাজানং ধৃষ্টদ্যুম্নে চ পাণ্ডবম্। ১১

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ভীমসেনের কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ, দ্রোণাচার্য্যের সারথিসহ রথকে চূর্ণ করিয়া দিয়া ভীমসেন কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের একাদশ জন পুত্রকে বিনাশ এবং অবশিষ্ট পুত্রগণসহ সৈন্যদের পলায়ন।]

ভীমসেন বলিলেন,—মহারাজ! যে রথ প্রথমে ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র ও বরুণকে বহন করিয়াছিল, সেই রথেই উপবেশন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যুদ্ধের জন্য গমন করিয়াছেন। অতএব ইহার জন্য আপনার অন্যথা ভয় নাই। ১

তথাপি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আমি যাইতেছি। আপনি কোনরূপ শোকগ্রস্ত হইবেন না। আমি সেই পুরুষশ্রেষ্ঠগণের সহিত মিলিত হইয়া আপনাকে সংবাদ জানাইব। ২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া বলবান্ ভীমসেন রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য সুহৃদ্বর্গের নিকট নিরাপত্তার জন্য সমর্পণ করিয়া সেখান হইতে গমন করিলেন। ৩

যাইবার সময় মহাবাহু ভীমসেন ধৃষ্টদ্যুম্নকে এইরূপ বলিলেন, মহাবাহো! তুমি ত' জান যে, মহারথী দ্রোণাচার্য্য সর্ব্ব প্রকার উপায়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া লইবার চেষ্টায় আছেন।

রাজন্! অতএব আমারও সেখানে যাইবার তাদৃশ আবশ্যকতা নাই, যেরূপ এখানে থাকিয়া সর্ব্বোপায়ে রাজাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ইহাই আমাদের সকলের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য।

কিন্তু যখন কুন্তীনন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির আমাকে সেখানে যাইবার আদেশ করিয়াছেন, তখন আমার পক্ষে তাঁহাকে কোনরূপ প্রতিকূল-ভাবে বিব্রত করা উচিত হইবে না অর্থাৎ তাঁহার আদেশ আমি লঙ্ঘন করিতে পারি না। সেইজন্য যেখানে মহারথগণ অবস্থান করিতেছে, সেখানেই আমি গমন করিব। কোনরূপ সংশয় প্রকাশ না করিয়াই আমার পক্ষে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশের অধীনে থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। ৪-৭

অতএব এখন আমি ভ্রাতা অর্জ্জুন ও বুদ্ধিমান্ সাত্যকির পথের অনুসরণ করিব। এখন তুমি সাবধান হইয়া যত্নের সহিত রণাঙ্গনে কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা কর। এই যুদ্ধস্থলে ইহাই আমাদের সকলের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য বলিয়া জানিবে।

মহারাজ! এই কথা শ্রবণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে বলিলেন,—কুন্তীনন্দন! তুমি কোনরূপ বিচার বিবেচনা না করিয়াই গমন কর। আমি তোমার ইচ্ছানুসারে সকল কার্য্য অবশ্যই পালন করিব।

দ্রোণাচার্য্য রণাঙ্গনে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ না করিয়া কোনরূপেই ধর্ম্মরাজকে বন্দী করিতে সমর্থ হইবেন না।

অভিবাদ্য গুরুং জ্যেষ্ঠং প্রযযৌ যেন ফাল্গুনঃ।
পরিষস্বজ্জ কৌন্তেয়ো ধনরাজেন ভারত ॥ ১২
আঘ্রাতশ্চ তথা মূর্ধ্নি প্রাবিভজ্জাশিষঃ শুভাঃ।
কৃত্বা প্রদক্ষিণান্ বিপ্রানর্চিতাংস্তুষ্টমানসান্ ॥ ১৩
আলভ্য মঙ্গলাগ্র্যৌ পীত্বা চৈরাতকং মধু।
দ্বিগুণত্রবিণো বীরো মদরক্তান্তলোচনঃ ॥ ১৪
বিপ্রৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নো বিজয়োৎপাদসূচিতঃ।
পঙ্ক্তয়েবাত্মনো বুদ্ধিং বিজয়ানন্দকারিণীম্ ॥ ১৫
অনুলোমানিলৈশ্চাশু প্রদক্ষিণজয়োদয়ঃ।
ভীমসেনো মহাবাহুঃ কবচী শুভকুণ্ডলী ॥ ১৬
সাঙ্গদঃ সতলত্রাণঃ সরথো রথিনাং বরঃ।
তস্য কার্ষ্ণায়সং বর্ম হেমচিত্রং মহদ্ধিমৎ ॥ ১৭
বিবৃতৌ সর্বতঃ শ্লিষ্টং সবিদ্যুদ্বিব তোয়দঃ।
পীতরক্তাসিতসিতৈর্বাসোভিশ্চ সুবেষ্টিতঃ ॥ ১৮

তখন ভীমসেন পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে ইষ্টলাভের হর্ষে সমর্পণ করিয়া যাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম করত যে পথ দিয়া অর্জুন গমন করিয়াছিল, সেই পথ দিয়া ইনিও গমন করিলেন।

ভারত! সেই সময় ধনরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং তাঁহাকে শুভাশীর্বাদ প্রদান করিলেন।

তদনন্তর পূজিত এবং সন্তুষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া অষ্টপ্রহার (*) মাঙ্গলিক বস্তুসমূহ স্পর্শ করত ভীমসেন চৈরাতক মধুপান করিলেন। তখন তাঁহার বল ও উৎসাহ দ্বিগুণ হইয়া যাইল এবং তাঁহার চক্ষু মদে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৮-১৪

সেই সময় ব্রাহ্মণগণ অস্তি বাচন করিলেন, যাহা দ্বারা জয় লাভ সূচিত হইয়া থাকে। তিনি বিজয়ের বুদ্ধিতে বিজয়ানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

অনুকূল বায়ু বহিতে থাকিয়া তাঁহাকে শীঘ্রই অবস্থানীয় জয়লাভের সূচনা দিতে লাগিল। রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবাহু ভীমসেন কবচ, সুন্দর কুণ্ডল, অঙ্গদ ও তলত্রাণ ধারণ করত রথের উপর আরোহণ করিলেন।

কণ্ঠত্রাণেন চ বভৌ মেঘস্থ ইব ভাস্করঃ।
প্রযাতে ভীমসেনে তু তব সৈন্যং যুযুৎসয়া ॥ ১৯
পাঞ্চজন্যরবো ঘোরঃ পুনরাসীদ্ বিশাম্পতে।
তং শ্রুত্বা নিনদং ঘোরং ত্রৈলোক্যত্রাসনং মহৎ ॥ ২০
পুনর্ভীমং মহাবাহুং ধর্মপুত্রোঽভ্যভাষত।
এষ শক্রিপ্রবীরেণ ধ্মাতঃ সলিলজো ভৃশম্ ॥ ২১
পৃথিবীং চান্তরিক্ষং চ বিনাদয়তি শঙ্খরাট্।
নূনং বাসবমাপন্নে সুমহৎ সবলাচিনি ॥ ২২
কুরুভির্যুধ্যতে সার্ধং সর্বৈশ্চক্রগদাধরৈঃ।
আহ কুন্তী নূনমার্য্যা পাপমস্য নিদর্শনম্ ॥ ২৩
দ্রৌপদী চ সুভদ্রা চ পঙ্ক্তয়োর্বৈ সহ বন্ধুভিঃ।
স ভীম ত্বরয়া যুক্তো যাহি যত্র ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২৪
মুহ্যন্তীব হি মে সর্বা ধনঞ্জয়দিদৃক্ষয়া।
নিশশ্চ প্রদিশঃ পার্থ সাম্বতঞ্চ চ কারণাৎ ॥ ২৫

রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও শুভবর্ণ বস্ত্রসমূহে নিজেদের শরীরকে সুসজ্জিত করিয়া কবচধারণ করত তিনি ইন্দ্রধনুসমন্বিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন।

প্রজানাথ! যখন ভীমসেন যুদ্ধের ইচ্ছায় আপনার সৈন্যদের দিকে প্রস্থিত হইলেন, সেই সময় পুনরায় পাঞ্চজন্য-শঙ্খের ভয়ঙ্কর ধ্বনি সমুত্থিত হইল।

ত্রিলোকের ত্রাসকর সেই ঘোর ও ভীষণ শঙ্খনিনাদ শ্রবণ করিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির (গমনরত) মহাবাহু ভীমসেনকে পুনরায় এই কথা বলিলেন।

ভীম! দেখ, বৃষ্ণিবংশের প্রধান বীর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খবাদ্য করিতেছেন। এই শঙ্খরাব বর্তমানে পৃথিবী ও আকাশ এই উভয়কেই ঘোর-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। নিশ্চয়ই সবাসাচী অর্জুন শত্রুর বিপক্ষে পতিত হওয়ায় চক্র ও গদাধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন।

আজ অবশ্যই মাতা কুন্তীদেবী কোন দুঃখকে দুর্নিমিত্ত-সমূহ অনুধাবন করিতেছেন। বন্ধুবর্গের সহিত দ্রৌপদী ও সুভদ্রাকেও কোন দুর্নিমিত্ত দেখিতে হইবে।

ভীম! অতএব তুমি অতিদ্রুত যেখানে অর্জুন আছে, সেখানে গমন কর। আজ অর্জুনকে দেখিবার জন্য আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়-গ্রাম যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। সাত্যকিকেও দেখিতে

* "অথবো সৌহিত্যশাক বৃদ্ধা-গোরোচনামৃতম্। ঋষি চেত্যষ্টৌ মঙ্গলানি প্রচক্ষতে ॥ অগ্নি, গৌ, সুবর্ণ, যুক্তা, গোরোচনা, অমৃত (ঘৃত), অক্ষত (আতপ চাল) এই আটটি বস্তুকে মাঙ্গলিক দ্রব্য বলে।

গচ্ছ গচ্ছেতি গুরুণা সোঽনুজ্ঞাতো বৃকোদরঃ।
ততঃ পাণ্ডুসুতো রাজন্ ভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৬
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণঃ প্রগৃহীতশরাসনঃ।
জ্যেষ্ঠেন প্রহিতো ভ্রাত্রা ভ্রাতা ভ্রাতুঃ প্রিয়ঙ্করঃ ॥ ২৭
আহত্য দুন্দুভিং ভীমঃ শঙ্খং প্রধ্মাপ্য চাসকৃৎ।
বিনদ্য সিংহনাদেন জ্যাং বিকর্ষন্ পুনঃ পুনঃ ॥ ২৮
তেন শব্দেন বীরাণাং পাতয়িত্বা মনাংস্যুত।
দর্শয়ন্ ঘোরমাত্মানমমিত্রান্ সহসাভ্যয়াৎ ॥ ২৯
তমুদ্যন্তমবেক্ষ্যাথ বিকুর্বন্তো হরোত্তমাঃ।
বিশোকেনাভিসম্পন্না মনোমারুতরংহসঃ ॥ ৩০
আরুজন্ বিরুজন্ পার্থো জ্যাং বিকর্ষংশ্চ পাণিনা।
সন্ত্রাসয়ন্ বিমর্দংশ্চ সেনাগ্রং সমলোড়য়ৎ ॥ ৩১
তং প্রয়ান্তং মহাবাহুং পাঞ্চালাঃ সহসোমকাঃ।
পৃষ্ঠতোঽনুযযুঃ শূরা মঘবন্তমিবামরাঃ ॥ ৩২
তং সমেত্য মহারাজ তাবকাঃ পর্যবারয়ন্।
দুঃশলশ্চিত্রসেনশ্চ কুণ্ডভেদী বিবিংশতিঃ ॥ ৩৩
দুর্মুখো দুঃসহশ্চৈব বিকর্ণশ্চ শলস্তথা।
বিন্দানুবিন্দৌ সুমুখো দীর্ঘবাহুঃ সুদর্শনঃ ॥ ৩৪
বৃন্দারকঃ সুহস্তশ্চ সুবেশো দীর্ঘলোচনঃ।
অভয়ো রৌদ্রকর্মা চ সুবর্মা দুর্বিমোচনঃ ॥ ৩৫
শোভন্তো রথিনাং শ্রেষ্ঠাঃ সহসৈন্যপদানুগাঃ।
সংবৃতাঃ সমরে বীরা ভীমসেনমুপাদ্রবন্ ॥ ৩৬
তৈঃ সমন্তাদ্ বৃতঃ শূরৈঃ সমরেষু মহারথঃ।
তান্ সমীক্ষ্য তু কৌন্তেয়ো ভীমসেনঃ পরাক্রমী।
অভ্যবর্তত বেগেন সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব ॥ ৩৭
তে মহাস্ত্রাণি দিব্যানি তত্র বীরা অদর্শয়ন্।
ছাদয়ন্তঃ শরৈর্ভীমং মেঘাঃ সূর্যমিবোদিতম্ ॥ ৩৮

না পাইয়া আমার বিপক্ষদলে যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে ॥ ১৮-২৫

রাজন্! 'যাও, যাও' এই কথা বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞালাভ করত উদরে বৃকনামক অগ্নিকে ধারণকারী প্রতাপশালী পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন সেখানে চর্ম দ্বারা নির্মিত অঙ্গুলিত্রাণ (দস্তানা) হস্তে ধারণ পূর্বক সেখান হইতে যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন। তিনি ভ্রাতার প্রিয়কারী ভ্রাতা ছিলেন এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই সেখান হইতে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন ॥ ২৬-২৭

ভীমসেন বারংবার দুন্দুভিবাদ্য ও অনেকবার শঙ্খধ্বনি করিয়া পুনঃ পুনঃ রথস্থ ধ্বজ আকর্ষণ করিতে থাকিয়া সিংহের গর্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

সেই তুমুল শব্দের দ্বারা বীরগণের হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া নিজের ভয়ঙ্কর রূপ দেখাইতে দেখাইতে তিনি সহসা শত্রুদিগের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ২৯

সেই সময় বিশোকনামক সারথিকর্তৃক সজ্জিত, মন ও বায়ুতুল্য বেগশালী, তীব্রসাধী ও সুশিক্ষিত সুন্দর অশ্বগণ হর্ষসূচক শব্দ করিতে করিতে তাঁহার ভার বহন করিতে লাগিল ॥ ৩০

তুণীরদ্বয় ভীমসেন নিজ হস্তে ধনুঃ গুণ আকর্ষণ করিয়া যোদ্ধা করিতে, উহাকে উত্তমরূপে কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করিতে, বাণসমূহ বর্ষণ করিতে এবং শত্রুদিগকে আহত করিতে থাকিয়া তাহাদের অশ্বসমূহ ভগ্ন করিতে করিতে সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগকে মথিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩১

এই ভাবে যাত্রা করিয়া পবনতুল্য ভীমসেনের পাশ্চাতে পঞ্চাল ও সোমক বীরগণও গমন করিতে লাগিলেন। ইহাতে মনে হইতেছিল—যেন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রের অনুগমন করিতেছেন ॥ ৩২

মহারাজ! সেই সময় আপনার পুত্র ভীমসেনের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে প্রতিরোধ করিলেন। দুঃশল, চিত্রসেন, দুষ্প্রধর্ষণী, বিবিংশতি, দুর্মুখ, দুঃসহ, বিকর্ণ, শল, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুমুখ, দীর্ঘবাহু, সুদর্শন, বৃন্দারক, সুহস্ত, সুবেশ, দীর্ঘলোচন, অভয়, রৌদ্রকর্মা, সুবর্মা ও দুর্বিমোচন—এই শোভাশালী রথিশ্রেষ্ঠ বীরগণ নিজ নিজ সৈন্য ও সেবকগণের সহিত সাবধান এবং বদ্ধপরিকর হইয়া সমরাঙ্গণে ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৩-৩৬

এই সব বীরগণের দ্বারা রণক্ষেত্রে মহারথী ভীমসেন চারিদিকে আবৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাদের সকলকে সম্মুখে দেখিয়া পরাক্রমশালী কুন্তীকুমার ভীমসেন সেইরূপ বেগে অগ্রসর হইলেন, যেরূপ সিংহ ক্ষুদ্র মৃগগণের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে ॥ ৩৭

যেরূপ মেঘ উদিত সূর্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ এই বীরগণও নিজ নিজ বাণসমূহের দ্বারা ভীমসেনকে

স তানতীত্য বেগেন দ্রোণানীকমুপাদ্রবৎ।
অগ্রতশ্চ গজানীকং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ৩৯
সোঽচিরেণৈব কালেন তদ্ গজানীকমাততৈঃ।
দিশঃ সর্বাঃ সমভ্যস্য ব্যধমৎ পবনাত্মজঃ ॥ ৪০
ত্রাসিতাঃ শরতপ্তেন গর্জিতেন বনে যথা।
প্রাদ্রবন্ বিরদাঃ সর্বে নদন্তো ভৈরবান রবান ॥ ৭
পুনশ্চাতীত্য বেগেন দ্রোণানীকমুপাদ্রবৎ।
তমবারয়দাচার্যো মেরোঃ পৃথুমিবার্ণবম্ ॥ ৭১
ললাটেঽতাড়য়চ্ছৈনং নারাচেন শিতেন সঃ।
ঊর্ধ্বরশ্মিরিবাদিত্যো বিবভৌ তেন পাণ্ডবঃ ॥ ৭২
স মন্যমানস্তাচার্যো যমান্তং ফাল্গুনো যথা।
ভীমঃ করিষ্যতে পূজামিত্যুবাচ বৃকোদরম্ ॥ ৭৩
ভীমসেন ন তে শক্যা প্রবেষ্টুমরিবাহিনী।

বামনির্জিত্য সমরে শক্রমন্যত দুর্বলম্ ॥ ৪৫
যদি তে সোঽনুজঃ কৃষ্ণঃ প্রবিষ্টোঽনুমতে মম।
অনীকং ন তু শক্যং মে প্রবেষ্টুমিতি বৈ ত্বয়া ॥ ৪৬
অথ ভীমস্তু তচ্ছ্রুত্বা গুরোর্বাক্যমপেতভীঃ।
ক্রুদ্ধঃ প্রোবাচ বৈ দ্রোণং রক্ততাম্রেক্ষণস্তদা ॥ ৪৭
তবার্জুনো নানুমতে ব্রহ্মবন্ধো রণাজিরম্।
প্রবিষ্টঃ স হি দুর্ধর্ষঃ শক্রস্যাপি বিশেষ বলম্ ॥ ৪৮
তেন বৈ পরমাং পূজাং কুর্বতা মানিতো হ্যসি।
নার্জুনোঽহং রণে দ্রোণ ভীমসেনোঽস্মি তে রিপুঃ ॥ ৪৯
পিতা নস্ত্বং গুরুর্বন্ধুস্তথা পুত্রাস্ত তে বয়ম্।
ইতি মত্বামহে সর্বে ভবন্তঃ প্রণতাঃ স্থিতাঃ ॥ ৫০
অদ্য তদ্বিপরীতং তে সদৃতোঽস্মাসু দৃশ্যতে।
যদি ত্বং শক্রমাত্মানং মন্যসে তত্তথাস্তিত ॥ ৫১

আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন এবং নানারূপ ক্রিয়াকৌশলও প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

কিন্তু ভীমসেন বীর বেগে ইঁহাদের সকলকেই লঙ্ঘন করিয়া দ্রোণাচার্যের সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন এবং সম্মুখে অবস্থিত গজ-সৈন্যদিগকে বীর বাণবর্ষণে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

পবননন্দন ভীমসেন সকল দিকেই বারংবার বাণবর্ষণ করিতে থাকিয়া তাহাদের দ্বারা অল্পসময়ের মধ্যেই সেই গজ-সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিলেন। ৪০

যেরূপ শরতের গর্জনে ভয়ভীত হইয়া বনের সমস্ত মৃগগণ পলাইয়া যায়, সেইরূপ ভীমসেনেরও ভয়ে সমস্ত গজরাজগণ ভৈরবস্বরে আর্তনাদ করিতে করিতে পলাইয়া গেল ॥ ৪১

তারপর পুনরায় তিনি ভীমবেগে দ্রোণাচার্যের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। সেই সময় উত্তাল তরঙ্গমালার সহিত উত্থিত মহাসাগরকে যেরূপ তাহার তীরভূমি রুদ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ দ্রোণাচার্য ভীমসেনকে প্রতিরোধ করিলেন ॥ ৪২

দ্রোণাচার্য ঈষৎ হাস্যসহকারে একটি নারাচ নিক্ষেপ করিয়া ভীমসেনের ললাটে আঘাত করিলেন। সেই নারাচের দ্বারা পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন উদয়ে উত্থিত কিরণমণ্ডিত সূর্যদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪৩

দ্রোণাচার্য তখন ইহা মনে করিয়াছিলেন যে, এই ভীমসেনও অর্জুনের ন্যায় আমাকে পূজা করিবে, তাই তিনি এইরূপ বলিলেন ॥ ৪৪

মহাবল ভীমসেন! তুমি আজ রণাঙ্গনে শত্রুরূপী আমাকে পরাজিত না করিয়া শত্রু-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৪৫

তোমার ছোটভাই অর্জুন আমার অনুমতিক্রমে এই সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। যদি ইচ্ছা হয়, তবে তুমিও সেই ভাবে যাইতে পার; অন্যথা তুমি আমার এই সৈন্যব্যূহে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ৪৬

গুরু দ্রোণাচার্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীমসেনের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সত্বরতার সহিত দ্রোণাচার্যকে নির্ভয় হইয়া বলিলেন ॥ ৪৭

ব্রহ্মবন্ধু! অর্জুন তোমার অনুমতিক্রমে এই সমরাঙ্গনে প্রবেশ করে নাই। সে ত' দুর্জয় বীর। সে দেবরাজ ইন্দ্রেরও সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে ॥ ৪৮

সে তোমার উত্তম পূজা করিয়া নিশ্চয়ই তোমার সম্মানরক্ষা করিয়াছে। দ্রোণাচার্য! কিন্তু আমি সেই অর্জুন নই। আমি ত' তোমার শত্রু ভীমসেন ॥ ৪৯

তুমি আমাদের পিতা, গুরু ও বন্ধু এবং আমরা তোমার পুত্রতুল্য। আমরা সকলেই ইহা মনে করি এবং তদনুসারে প্রণতভাবে তোমার সম্মুখে অবস্থান করি ॥ ৫০

কিন্তু আজ তোমার মুখ হইতে যে কথা বাহির হইল, ইহাতে আমাদের উপর তোমার বিপরীত ভাবই লক্ষিত হইতেছে। যদি তুমি নিজেকেই নিজে শত্রু মনে করিয়া থাক, তবে উহা

এষ তে সদৃশং শত্রোঃ কর্ম ভীমঃ করোমাহম্।
অথোদ্যম্য গদাং ভীমঃ কালদণ্ডমিবান্তকঃ ॥ ৫১
দ্রোণায় ব্যসৃজদ্ রাজন্ স রথাদবপুপ্লুবে।
সাশ্ব-সূত-ধ্বজং যানং দ্রোণস্যাপোথয়ৎ তদা ॥ ৫২
প্রাদ্রবচ্চ বহূন যোধান বায়ুর্ঘনিবৌজসা।
তং পুনঃ পরিবব্রুস্তে তব পুত্রা রথোত্তমম ॥ ৫৩
অস্তং তু রথমাস্থায় দ্রোণঃ প্রহরতাং বরঃ।
ব্যূহদ্বারং সমাসাদ্য যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ ॥ ৫৪
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ ভীমসেনঃ পরাক্রমী।
অগ্রতঃ সুমহানীকং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ৫৫
তে বধ্যমানাঃ সমরে তব পুত্রা মহারথাঃ
ভীমং ভীমবলা যুদ্ধে যোধয়ন্তি জয়ৈষিণঃ ॥ ৫৬
ততো দুঃশাসনঃ ক্রুদ্ধো বধশক্তিং সমাক্ষিপৎ।
সর্বপারসবীং তীক্ষ্ণাং জিঘাংসুঃ পাণ্ডুনন্দনম্ ॥ ৫৮
আশুতন্ত্রীং মহাশক্তিং তব পুত্রপ্রণোদিতাম্।
দ্বিধা চিচ্ছেদ তাং ভীমস্তথদৃষ্টমিবাভবৎ ॥ ৫৯
অথাষ্টৌবিংশতিশৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সংক্রুদ্ধঃ কুরুভেদিনম্।
সুষেণং দীর্ঘনেত্রঞ্চ ত্রিভিস্ত্রীনবধীদ্ বলী ॥ ৬০
ততো বৃন্দারকং বীরং কুরূণাং কীর্তিবর্ধনম্।
পুত্রাণাং তব বীরাণাং যুধ্যতামবধীৎ পুনঃ ॥ ৬১
অভয়ং সৌম্রকর্মাণং দুর্বিমোচনমেব চ।
ত্রিভিস্ত্রীনবধীৎ ভীমঃ পুনরেব সুতাংস্তব ॥ ৬২
বধ্যমানা মহারাজ পুত্রাস্তব বলীয়সা।
ভীমং প্রহরতাং শ্রেষ্ঠং সমন্তাৎ পর্যবারয়ন্ ॥ ৬৩
তে শরৈর্ভীমকর্মাণং বব্রুঃ পাণ্ডবং যুধি।
মেঘা ইবাতপাপায়ে ধারাভির্ধরণীধরম্ ॥ ৬৪

তাহাই হউক। এই আমি ভীমসেন তোমার শত্রুর অনুরূপ কার্য করিয়া যাইতেছি।

রাজন্! এই কথা বলিয়া ভীমসেন গদা উঠাইয়া লইলেন। ইহাতে মনে হইল—সাক্ষাৎ যমরাজ কালদণ্ড হাতে লইলেন। তিনি তখন সেই গদাকে ঘুরাইয়া দ্রোণাচার্যের উপর নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু দ্রোণাচার্য এই সময় অতিদ্রুত রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন।

যেরূপ বায়ু তীব্র বেগে বৃক্ষসকলকে উৎপাটিত করিয়া থাকে, সেইরূপ সেই গদাও তখন অশ্ব, সারথি এবং ধ্বজ সহ দ্রোণাচার্যের রথকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন এবং বহুসংখ্যক যোদ্ধাকেও ধূলিতে মিশাইয়া দিলেন।

এই সময় শ্রেষ্ঠ মহারথী বীর ভীমসেনকে আপনার পুত্রগণ আসিয়া পুনরায় চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য অপর রথে উপবেশন করত ব্যূহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিলেন ॥ ৫১-৫৫

মহারাজ! তখন ক্রুদ্ধ পরাক্রমী ভীমসেন সম্মুখে অবস্থিত রথসৈন্যের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫৬

যুদ্ধস্থলে তাঁহার বলশালী বিজয়াভিলাষী আপনার মহারথী বীর পুত্রগণ বাণপ্রহার পাইয়াও তথায়ই অবস্থান করত ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭

এই সময় দুর্মতি দুঃশাসন পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে সংহার করিবার ইচ্ছায় তাঁহার উপর একটি তীক্ষ্ণ বধশক্তি নিক্ষেপ করিলেন, যাহার সম্পূর্ণ ভাগ লৌহের দ্বারা নির্মাণ করা হইয়াছিল ॥ ৫৮

আপন পুত্র দুঃশাসনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই মহাশক্তিকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া ভীমসেন তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল ॥ ৫৯

তারপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বলবান্ ভীমসেন অপর তিনটি বাণের দ্বারা সুষেণ ও দীর্ঘলোচন (দীর্ঘরোষা)—এই তিন-জনকে বধ করিলেন ॥ ৬০

তাহার পর আপনার অন্য সব পুত্রগণ যুদ্ধ করিতে থাকিলেও তিনি পুনরায় কুরুকুলের কীর্তিবর্ধন বীর-বৃন্দকে বধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৬১

তাহার পর ভীমসেন পুনরায় তিনটি বাণের দ্বারা অভয়, সৌম্রকর্মা ও দুর্বিমোচন (দুর্বিরোচন)—আপনার এই তিন পুত্রকে সংহার করিলেন ॥ ৬২

মহারাজ! অত্যন্ত বলবান্ ভীমসেনের বাণে আহত হইয়াও আপনার পুত্রগণ যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীমসেনকে পুনরায় চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৬৩

যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ পর্বতের উপর জল বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সকল আপনার পুত্রগণ তাঁহার বর্ষণকারী পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৬৪

স তদ্ বাণময়ং বর্ষমস্ত্রবর্ষমিবাচলঃ।
প্রতীচ্ছন্ পাণ্ডবাগ্র্যো ন প্রাবাধত শত্রুহা ॥ ৬৫
বিন্দানুবিন্দৌ সহিতৌ সুবর্মাণঞ্চ তে সুতম্।
প্রহসন্নেব কৌন্তেয়ঃ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ৬৬
ততঃ সুদর্শনং বীর্য পুত্রং তে ভরতর্ষভ।
বিব্যাধ সমরে তূর্ণং স পপাত মমার চ ॥ ৬৭
সোঽচিরেণৈব কালেন তদ্রথানীকমাশুগৈঃ।
দিশঃ সর্বাঃ সমালোক্য বাধমৎ পাণ্ডুনন্দনঃ ॥ ৬৮
ততো সৈ রথসোধেন গর্জিতেন মৃগা ইব।
ত্রস্যমানাশ্চ সমরে তব পুত্রা বিশাম্পতে ॥ ৬৯
প্রাদ্রবন্ সহসা সর্বে ভীমসেনভয়ার্দিতাঃ।
অনুদ্বায়াচ্চ কৌন্তেয়ঃ পুত্রাণাং তে মহদ্ বলম্ ॥ ৭০

বিব্যাধ সমরে রাজন কৌরবেয়ান্ সমন্ততঃ।
বধ্যমানা মহারাজ ভীমসেনেন তাবকাঃ ॥ ৭১
তাংস্তু দৃষ্ট্বা ভীমঃ বধ্যমানান্ শরৌঘতঃ।
তাংস্তু নির্জিত্য সমরে ভীমসেনো মহাবলঃ। ৭২
সিংহনাদরবং চক্রে বাহুশব্দঞ্চ পাণ্ডবঃ।
তলশব্দঞ্চ সুমহৎ কৃত্বা ভীমো মহাবলঃ ॥ ৭৩
ভীষয়িত্বা রথানীকং হত্বা যোধান্ বরান্ বরান্।
বাহীত্বা রথিনশ্চাপি দ্রোণানীকমুপাদ্রবৎ ॥ ৭৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি ভীমসেনপ্রবেশে
ভীমপরাক্রমে সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

যেরূপ প্রস্তরখণ্ড গ্রহণ করিয়া পর্বতের কোন পীড়া হয় না, সেইরূপ শত্রুসূদন পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন এই বাণবর্ষণ সহ্য করিতে থাকিয়াও ব্যথিত হইলেন না। ৬৫

কৃষ্ণীনন্দন ভীমসেন যেন হাস্য করিতে করিতেই একত্রে উপস্থিত দুই ভ্রাতা বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং আপনার পুত্র সুবর্মাকেও যমলোকে উপস্থিত করিলেন। ৬৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর তিনি সমরাঙ্গণে আপনার বীরপুত্র সুদর্শন (উর্ণনাভ)-কে বাণবিদ্ধ করিলেন। ইহাতে তিনি অতিক্রুদ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং প্রাণত্যাগ করিলেন ॥৬৭

এইরূপ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই স্বীয় বাণসমূহে সেই রথী-সৈন্যদিগকে নষ্ট করিয়া দিলেন। ৬৮

প্রজানাথ! তদনন্তর ভীমসেনের রথের ঘর্ঘর শব্দ ও গর্জনে সমরাঙ্গণে মৃগ সকলের ন্যায় ভয়ত্রস্ত আপনার পুত্রগণের সমস্ত উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া গেল। ৬৯

তাঁহারা সকলেই তখন ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত হইয়া সহসা পলায়ন করিলেন। কৃষ্ণীনন্দন ভীমসেন আপনার পুত্রগণের বিনাশে সৈন্যবাহিনীকে বহু দূর পর্যন্ত সন্ত্রাসিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭০

রাজন্! তিনি রণাঙ্গনে চারিদিকেই কৌরব-যোদ্ধাদিগকে আহত করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! ভীমসেন কর্তৃক পীড়িত হইয়া আপনার সকল পুত্রই তখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ উত্তম অশ্বগণকে চালনা করত রণভূমি হইতে দূরে সরিয়া যাইলেন ॥

ইহাদের সকলকে দূরে পরাজিত করিয়া মহাবলী পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন স্বীয় বাহুর আস্ফালন করিতে লাগিলেন এবং সিংহনাদ গর্জন করিতে থাকিলেন ॥

তীব্র বেগে তলশব্দ করিয়া মহাবল ভীমসেন রথ-সৈন্যদিগকে ভীত করিয়া তুলিলেন এবং শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদিগকে বধ করত সমস্ত রথী সৈন্যদিগকে ভগ্ন করিয়া দ্রোণাচার্যের সৈন্যদের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ৭১-৭৪

শ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে ভীমসেনের প্রবেশ এবং ভীমসেনের পরাক্রমবিষয়ক সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

দ্রোণাচার্য্যমন্যান্ কৌরব-যোদ্ধৃংশ্চ পরাজিত্য ভীমসেনেন দ্রোণাচার্য্যস্য রথমুল্লোল্যাষ্টকৃত্বঃ নিক্ষেপঃ, শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনয়োঃ সমীপমুপগম্য ভয়ঙ্কর-গর্জ্জনম্, প্রসন্নচিত্তস্য যুধিষ্ঠিরস্য বহু-বিষয়েষু চিন্তা চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

সম্ভগ্নীর্ণং রথানীকং পাণ্ডবৈঃ বিসৃজন্ রণে।
বিবারয়িষুরাচার্য্যং শরবর্ষৈরবাকিরৎ॥ ১
পিবন্নিব শরৌঘাংস্তান্ দ্রোণচাপপরিচ্যুতান্।
সোঽভ্যদ্রবত সোদর্য্যান্ মোহয়ন্ বলমায়য়া॥ ২
তং দৃষ্ট্বা বেগমাস্থায় নৃপাঃ পরমধন্বিনঃ।
চোদিতাস্তব পুত্রৈশ্চ সর্ব্বতঃ পর্য্যবারয়ন্॥ ৩
স তৈস্তু সংবৃতো ভীমঃ প্রহসন্নিব ভারত।
উদ্বহন্ স গদাং তেভ্যঃ সুঘোরাং সিংহবন্নদন্।
অবাস্থজচ্চ বেগেন শত্রুপক্ষবিনাশিনীম্॥ ৪
ইন্দ্রাশনিরিবেন্দ্রেণ প্রবিদ্ধা সংহতাত্মনা।
প্রামথ্নাৎ সা মহারাজ সৈনিকাংস্তব সংযুগে॥ ৫
ঘোষেণ মহতা রাজন্ পূরয়ন্তীব মেদিনীম্।
অনয়ন্তী তেজসা ভীমা ত্রাসয়ামাস তে সুতান্॥ ৬
তাং পতন্তীং মহাবেগাং দৃষ্ট্বা তেজোঽভিসংবৃতাম্।
প্রাদ্রবংস্তাবকাঃ সর্ব্বে নদন্তো ভৈরবান্ রবান্॥ ৭
তত্র শব্দরসঙ্গং বৈ তস্যাঃ সংলক্ষ্য মারিষ।
প্রাপতন্মমুজাস্তত্র রথেভ্যো রথিনস্তদা॥ ৮
তে ভগ্নমানা ভীমেন গদাহস্তেন ভারত।
প্রাদ্রবন্ত রণে ভীতা ব্যাঘ্রত্রাতা মৃগা ইব॥ ৯
স তান্ বিত্রাস্য কৌন্তেয়ঃ সাংখ্যেঽমিত্রান্ দুরাসদান্।
সুপর্ণ ইব বেগেন পক্ষিরাড়ভ্যগাচ্চমূম্
তথা তু বিপ্রকুর্ব্বাণং রথযূথপযূথপম্।
ভারদ্বাজো মহারাজ ভীমসেনং সমভ্যয়াৎ॥ ১১
ভীমং তু সমরে দ্রোণো বারয়িত্বা শরোর্ম্মিভিঃ।
অকরোৎ সহসা নাদং পাণ্ডূনাং ভয়মাবহৎ॥ ১২

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্য্য ও অন্য কৌরবযোদ্ধাদিগকে পরাজিত করিয়া ভীমসেন কর্ত্তৃক দ্রোণাচার্য্যের রথকে তুলিয়া আট বার নিক্ষেপ, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন এবং প্রসন্নচিত্ত যুধিষ্ঠিরের বহু বিষয়ে চিন্তা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! রথসৈন্যদিগকে অতিক্রম করিয়া আগমনরত পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে নিবারণ করিবার মানসে আচার্য্য দ্রোণ হাস্য সহকারে তাঁহার বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন॥ ১

দ্রোণাচার্য্যের ধনু হইতে নির্ম্মুক্ত বাণসমূহ যেন পান করিতে করিতেই ভীমসেন নিজ বলের মায়ায় সমস্ত কৌরব-ভ্রাতৃগণকে মোহিত করিতে থাকিয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন॥ ২

সেই আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত বহু সংখ্যক রথারূঢ়দের রথপতি তীব্র বেগের সাহায্যে যুদ্ধস্থলে ভীমসেনকে সর্ব্বদিকে আবৃত করিলেন॥ ৩

হে ভারত! তাঁহাদের দ্বারা পরিবৃত ভীমসেন যেন হাস্য করিতে করিতেই ঘোর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর গদা উপরে উঠাইলেন এবং সিংহনাদ করিতে করিতে তিনি শত্রুপক্ষবিনাশকারী সেই গদাকে বেগে সেই সব রাজাদের উপর নিক্ষেপ করিলেন॥ ৪

মহারাজ! যুদ্ধিষ্ঠিত ইন্দ্র যেরূপ স্বীয় বজ্রের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভীমসেন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই গদা যুদ্ধস্থলে আপনার সৈন্যদিগকে মথিত করিয়া ফেলিল॥ ৫

রাজন্! ঘোরে প্রদর্শিত সেই ভয়ঙ্কর গদা নিজের তীব্র শব্দে দ্যুলোক এই পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া আপনার পুত্রদিগকে ভীত করিয়া তুলিল॥ ৬

সেই মহাবেগশালিনী তেজস্বিনী গদাকে পতিত হইতে দেখিয়া আপনার সমস্ত সৈন্যগণ ঘোরস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সেখান হইতে পলায়ন করিল। মাননীয় নরেশ! সেই গদার অসহ্য শব্দ শ্রবণ করিয়া সেই সময় বহু রথী মানুষ নিজ নিজ রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল॥ ৭-৮

রণভূমিতে গদাধারী ভীম কর্ত্তৃক নিহত আহত আপনার সৈন্যগণ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত মৃগগণের ন্যায় ভীত হইয়া পলায়ন করিল॥ ৯

কুন্তীকুমার ভীমসেন যুদ্ধস্থলে সেই দুর্জ্জয় শত্রুদিগকে বিতাড়িত করিয়া পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় বেগে সেই সৈন্যবাহিনীকে অতিক্রম করিয়া যাইলেন॥ ১০

রথযূথপতিদিগেরও যূথপতি ভীমসেনকে এই ভাবে সৈন্যদিগকে সংহার করিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য তাঁহার সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন॥ ১১

সেই সময়াবধি স্বীয় বাণবর্ষী ভরদ্বাজপুত্র ভীমসেনকে যুদ্ধ

তদ্ যুদ্ধমাসীৎ সুমহদ্ ঘোরং দেবাসুরোপমম্।
দ্রোণস্য চ মহারাজ ভীমস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ১৩
যদা তু বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈর্দ্রোণচাপবিনিঃসৃতৈঃ।
বধ্যন্তে সমরে বীরাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১৪
ততো রথাদবপ্লুত্য বেগমাস্থায় পাণ্ডবঃ।
নিমীল্য নয়নে রাজন্ পদাতির্দ্রোণমভ্যয়াৎ ॥ ১৫
অংসে শিরো ভীমসেনঃ করৌ কুম্ভোরসি স্থিরৌ।
বেগমাস্থায় বলবান্ মনোঽনিল-গরুত্মতাম্ ॥ ১৬
যথা হি পোরুষো বর্ষঃ প্রতিগৃহ্ণাতি লীলয়া।
তথা ভীমো নরব্যাঘ্রঃ শরবর্ষং সমগ্রহীৎ ॥ ১৭
স বধ্যমানঃ সমরে রথং দ্রোণস্য মারিষ।
ঈষাদ্বাং পাণিনা গৃহ্য প্রচিক্ষেপ মহাবলঃ ॥ ১৮
দ্রোণস্তু সম্ভ্রমো রাজন্ ক্ষিপ্তো ভীমেন সংযুগে
রথমন্যং সমারুহ্য ব্যূহদ্বারং যযৌ পুনঃ ॥ ১৯

তমায়ান্তং তথা দৃষ্ট্বা ভগ্নোৎসাহং গুরুং তথা।
পথা বেগাৎ পুনর্ভীমো ধুরঃ গৃহ্য রথস্য তু ॥ ২০
তমপ্যতিরথং ভীমশ্চিক্ষেপ ভৃশরোষিতঃ।
এবমষ্টৌ রথাঃ ক্ষিপ্তা ভীমসেনেন লীলয়া ॥ ২১
ব্যদৃশ্যত নিমেষেণ পুনঃ স্বরথমাস্থিতঃ।
দৃশ্যতে তাবকৈর্যোধৈর্বিস্ময়োৎফুল্ললোচনৈঃ ॥ ২২
তস্মিন্ ক্ষণে তস্য যদ্যা তূর্ণবন্ধানচোদয়ৎ
ভীমসেনস্য কৌরব্য তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ২৩
ততঃ স্বরথমাস্থায় ভীমসেনো মহাবলঃ।
অভ্যদ্রবত বেগেন তব পুত্রস্য বাহিনীম্ ॥ ২৪
স মৃদ্নন্ ক্ষত্রিয়ানীকো বাতো বৃক্ষানিবোদ্ধতঃ।
আপদ্যন্ দারয়ন্ সেনাং সিন্ধুবেগো নগানিব ॥ ২৫
ভোজানীকং সমাসাদ্য চারিত্র্যেণাভিরক্ষিতম্।
প্রমথ্য তরসা বীরস্তদপ্যতিবলোঽভ্যয়াৎ ॥ ২৬

করিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবগণের মনে ভয় উৎপাদন করত মহা সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১২

মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য ও মহাত্মা ভীমসেনের সেই মহাযুদ্ধ দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় ভয়ঙ্কর ছিল ॥ ১৩

রাজন্! যখন এইরূপে দ্রোণাচার্য্যের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা সমরাঙ্গণে শত শত ও সহস্র সহস্র বীর নিহত হইতে থাকিল; তখন বলবান্ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন সবেগে রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দুই চক্ষু নিমীলিত করত এবং মস্তকদ্বারা স্কন্ধ ও বক্ষকে উচ্চ করিয়া মন, বায়ু এবং গরুড়সদৃশ বেগের আশ্রয় গ্রহণ করত পদব্রজেই দ্রোণাচার্য্যের রথের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১৪-১৬

যেরূপ বৃষ লীলার সহিত (অনায়াসেই) বর্ষার বেগকে নিজের শরীরের উপর গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ পুরুষসিংহ ভীমসেন আচার্য্য দ্রোণের সেই বাণবর্ষণকে নিজের শরীরের উপর ধারণ করিলেন ॥ ১৭

আর্য্য! সমরাঙ্গণে বাণসমূহে আহত হইয়া মহাবল ভীমসেন দ্রোণাচার্য্যের রথের ঈষাদণ্ড ভাগে ধারণ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ রথকেই দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন ॥ ১৮

রাজন্! সেই যুদ্ধস্থলে ভীমসেন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত আচার্য্য দ্রোণ অতি সত্বর অন্য রথে আরোহণ করিয়া পুনরায় ব্যূহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৯

সেই সময় গুরু দ্রোণের উৎসাহ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাকে সেই অবস্থায় আসিতে দেখিয়া ভীমসেন পুনরায় সবেগে অগ্রসর হইয়া তাঁহার রথের ধ্বজকে ধারণ করিলেন এবং অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া সেই অতিরথী বীর দ্রোণকে পুনরায় রথের সহিত নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। এইভাবে ভীমসেন যেন ক্রীড়া করিতেই করিতেই আট বার রথকে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২০-২১

কিন্তু দ্রোণাচার্য্য পুনরায় নিমেষের মধ্যেই বীর রথে উপবিষ্ট আছেন—ইহা দেখা যাইল। সেই সময় আপনার যোদ্ধারা বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন ॥ ২২

কুরুনন্দন! এই সময় ভীমসেনের সারথি অতিদ্রুত অশ্বগণকে চালাইয়া লইয়া আসিলেন (ইহা যেন এক অদ্ভুত কথা বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ২৩

তাহার পর মহাবল ভীমসেন পুনরায় বীর রথে আরোহণ করিয়া আপনার পুত্রের সৈন্যবাহিনীর উপর সবেগে আক্রমণ করিলেন ॥ ২৪

যেরূপ উত্থিত ঝঞ্ঝাবায়ু বৃক্ষসকলকে উৎপাটিত করিয়া থাকে, সেইরূপ যুদ্ধস্থলে ক্ষত্রিয়দিগকে মর্দ্দিত করিতে করিতে এবং কৌরব-সৈন্যদিগকে বিদীর্ণ করিতে করিতে ভীমসেন অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ২৫

তারপর অত্যন্ত বলশালী বীর ভীমসেন কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক

সম্প্রাদয়ন্নীকানি তলশব্দেন পাণ্ডবঃ।
অভ্যরুৎ সর্বসৈন্যানি শার্দূল ইব গোবৃষান্ ॥ ২৭
ভোজানীকমতিক্রম্য দরদানীক বাহিনীম্।
তথা ম্লেচ্ছগণানন্যান্ বহূন্ যুদ্ধবিশারদান্ ॥ ২৮
সাত্যকিং চৈব সম্প্রেক্ষ্য যুধ্যমানং মহারথম্।
রথেন যত্তঃ কৌন্তেয়ো বেগেন প্রযযৌ তদা ॥ ২৯
ভীমসেনো মহারাজ দ্রষ্টুকামো ধনঞ্জয়ম্।
অতীত্য সমরে যোধাংস্তাবকান্ পাণ্ডুনন্দনঃ ॥ ৩০
সোঽপশ্যদর্জুনং তত্র যুধ্যমানং মহারথম্।
সৈন্ধবস্য বধার্থং হি পরাক্রান্তং পরাক্রমী ॥ ৩১
তং দৃষ্ট্বা পুরুষব্যাঘ্রশ্চুক্রোশ মহতো রবান্।
প্রাবৃট্কালে মহারাজ নদন্নিব বলাহকঃ ॥ ৩২
তং তস্য নিনদং ঘোরং পার্থঃ শুশ্রাব নর্দতঃ।
বাসুদেবশ্চ কৌরব্য ভীমসেনস্য সংযুগে ॥ ৩৩
তৌ শ্রুত্বা যুগপদ্ বীরৌ নিনদং তস্য তস্মিনঃ।
পুনঃ পুনঃ প্রণেদতুঃ সিংহস্তৌ বৃকোদরম্ ॥ ৩৪
ততঃ পার্থো মহানাদং মুঞ্চন্ বৈ নাদবচ্চ হ।
অভ্যযাতাং মহারাজ নদন্তৌ গোবৃষাবিব ॥ ৩৫
ভীমসেনরবং শ্রুত্বা ফাল্গুনস্য চ ধন্বিনঃ।
অপ্রীয়ত মহারাজ ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩৬
বিশোকশ্চাভবদ্ রাজা শ্রুত্বা তং নিনদং তয়োঃ।
ধনঞ্জয়স্য সমরে জয়মাশাস্তবান্ বিভুঃ ॥ ৩৭
তথা তু নদমানে বৈ ভীমসেনে মহোৎকটে।
স্মিতং কৃত্বা মহাবাহুর্ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩৮
হৃদয়স্থং মনসা প্রাহ ধ্যাত্বা ধর্মভৃতাং বরঃ।
হতা ভীম ত্বয়া সাধ্বি কৃতং গুরুবচস্তদা ॥ ৩৯
ন হি তেষাং জয়ো যুদ্ধে যেষাং ত্রেষ্টাসি পাণ্ডব।
দিষ্ট্যা জীবতি সংগ্রামে সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৪০

সুরক্ষিত ভোজবংশীয় সৈন্যদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে বেগ সহকারে মর্দিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ২৬

যেরূপ সিংহ গো-বৃষদিগকে ভয়ত্রাস করিয়া থাকে, সেইরূপ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন হস্তত্রাণ শব্দের দ্বারা শত্রুসৈন্যদিগকে সন্ত্রস্ত করিতে থাকিয়া তাহাদিগকে জয় করিলেন ॥ ২৭

সেই সময় কুন্তীকুমার ভীমসেন ভোজবংশীয় সৈন্যদিগকে লঙ্ঘন করিয়া দরদগণের বিশালবাহিনীকে অতিক্রম করত এবং বহুসংখ্যক যুদ্ধবিশারদ ম্লেচ্ছসৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া মহারথ সাত্যকিকে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে দর্শন করত সাবধান হইয়া রথের সাহায্যে সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ২৮-২৯

মহারাজ! অর্জুনকে দেখিবার বাসনায় পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন সমরাঙ্গণে আপনার যোদ্ধাদিগকে অতিক্রম করত সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩০

পরাক্রমশালী ভীমসেন সেখানে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিবার জন্য পরাক্রম করিতে থাকিয়া যুদ্ধতৎপর মহারথী অর্জুনকে দেখিলেন ॥ ৩১

মহারাজ! তাঁহাকে দেখিয়াই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন বর্ষাকালে গর্জনরত মেঘের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

কুরুনন্দন! গর্জনরত ভীমসেনের সেই ভয়ঙ্কর সিংহনাদ যুদ্ধস্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও কুন্তীনন্দন অর্জুন শ্রবণ করিলেন ॥ ৩৩

সেই মহাবল বীরের সিংহনাদ একসঙ্গে শ্রবণ করিয়া সেই দুই বীরও ভীমসেনকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

মহারাজ! গর্জনকারী দুইটি বৃষের ন্যায় অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ মহাসিংহনাদ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ৩৫

মহারাজ! ভীমসেন এবং ধনুর্ধর অর্জুনের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ৩৬

তাঁহাদের উভয়ের সিংহনাদ শ্রবণ করত রাজা যুধিষ্ঠিরের শোক দূরীকৃত হইল। এই শক্তিশালী নরপতি সমরাঙ্গণে অর্জুনের বিজয়লাভের জন্য শুভকামনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

মহোরস্ক ভীমসেন বারংবার গর্জন করিতে থাকিলে ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির ঈষৎ হাস্য করিয়া মনে মনেই চিন্তাপূর্বক মনোগত অভিপ্রায় এইভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ভীম! তুমি ভ্রাতৃব্যবিধ্বংস জানাইলে এবং গুরুজনের আজ্ঞা পালন করিয়াছ। পাণ্ডুনন্দন! যাহাদের শত্রু তুমি, তাহাদের যুদ্ধে জয়লাভ হইতেই পারে না। সৌভাগ্যের কথা এই যে, সংগ্রামভূমিতে সব্যসাচী অর্জুন জীবিত আছে ॥ ৩৮-৪০

দিষ্ট্যা চ কুশলী বীরঃ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
দিষ্ট্যা শৃণোমি গর্জন্তৌ বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ৪১

যেন শক্রং রণে জিত্বা তর্পিতো হব্যবাহনঃ।
স হন্তা দ্বিষতাং সাংখ্যো দিষ্ট্যা জীবতি ফাল্গুনঃ ॥ ৪২

যস্য বাহুবলং সর্বে বয়মাশ্রিত্য জীবিতাঃ।
স হন্তা রিপুসৈন্যানাং দিষ্ট্যা জীবতি ফাল্গুনঃ ॥ ৪৩

নিবাতকবচা যেন দেবৈরপি সুদুর্জয়াঃ।
নির্জিতা ধনুষৈকেন দিষ্ট্যা পার্থঃ স জীবতি ॥ ৪৪

কৌরবান্ সহিতান্ সর্বান্ গোগ্রহার্থে সমাগতান্।
যোঽজয়ন্মৎস্যনগরে দিষ্ট্যা পার্থঃ স জীবতি ॥ ৪৫

কালকেয়সহস্রাণি চতুর্দশ মহারণে।
যোঽবধীদ্ ভুজবীর্য্যেণ দিষ্ট্যা পার্থঃ স জীবতি ॥ ৪৬

গন্ধর্বরাজং বলিনং দুর্য্যোধনকৃতেন বৈ।
জিতবান্ যোঽস্ত্রবীর্য্যেণ দিষ্ট্যা পার্থঃ স জীবতি ॥৭৭

কিরীটমালী বলবান্ শ্বেতাশ্বঃ কৃষ্ণসারথিঃ।
মম প্রিয়শ্চ সততং দিষ্ট্যা পার্থঃ স জীবতি

পুত্রশোকাভিসন্তপ্তস্তীক্ষ্ণং কর্ম দুষ্করম্
কর্তুমভ্যবসায়েন প্রতিজ্ঞাং কুরুতে হি যঃ ॥৭৯

কচ্চিৎ স সৈন্ধবঃ সাংখ্যে দুরাত্মা সমরঞ্জয়ঃ
কচ্চিৎ তীর্ণপ্রতিজ্ঞং হি বাসুদেবেন রক্ষিতম্ ॥ ৫০

অনন্তমিব আশিষ্টো সর্বেষামেব মন্যুনম্।
কচ্চিৎ সৈন্ধবকো রাজা দুর্য্যোধনবশং গতঃ
নন্দয়িষ্যত্যমিত্রান্ হি ফাল্গুনেন নিপাতিতঃ।
কচ্চিদ্ দুর্য্যোধনো রাজা ফাল্গুনেন নিপাতিতম্ ॥ ৫১
দৃষ্ট্বা সৈন্ধবকং সাংখ্যে শমমস্মাসু যাস্যতি।
দৃষ্ট্বা বিনিহতান্ ভ্রাতৄন্ ভীমসেনেন সংযুগে ॥৫০
কচ্চিদ্ দুর্য্যোধনো মন্দঃ শমমস্মাসু যাস্যতি।
দৃষ্ট্বা চাস্মান্ মহাযোধান্ পাতিতান্ মহীতলে।
কচ্চিদ্ দুর্য্যোধনো মন্দঃ পশ্চাত্তাপং গমিষ্যতি ॥ ৫৭

ইহাও আনন্দের কথা এই যে, সত্যপরাক্রমী বীর সাত্যকিও কুশলে আছে। আমি সৌভাগ্যবশতই এই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের গর্জনধ্বনি শুনিতে পাইতেছি ॥ ৪১

যে রণাঙ্গনে ইন্দ্রকে জয় করিয়া অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন, সেই শত্রুহন্তা অর্জুন আমার ভাগ্যবশতই যুদ্ধভূমিতে জীবিত আছে ॥ ৪২

যাহার বাহুবলকে আশ্রয় করিয়া আমরা সকলে প্রাণধারণ করিয়া আছি, সেই শত্রুসৈন্যগণকে বধকারী অর্জুন আমাদের সৌভাগ্যবশতই জীবিত আছে ॥ ৭৩

যে দেবতাগণের পক্ষেও অত্যন্ত দুর্জয় নিবাতকবচনামক দানবদিগকে একমাত্র ধনুর সাহায্যে জয় করিয়াছিল, সেই কুন্তীনন্দন অর্জুন আমাদের ভাগ্যবশতই জীবিত আছে ॥ ৭৪

বিরাটের গো-ধন অপহরণের সময় একত্রে সমবেত হইয়া আগত সমস্ত কৌরবদিগকে যে মৎস্যদেশের রাজধানীর নিকটেই পরাজিত করিয়াছিল, সেই পার্থ জীবিত আছে—ইহা সৌভাগ্যের কথা ॥ ৭৫

যে সমরাঙ্গণে নিজ বাহুবলে চৌদ্দ হাজার কালকেয়-নামক দৈত্যদিগকে বধ করিয়াছিল, সেই অর্জুন যে জীবিত আছে—ইহা আমাদের ভাগ্যের বিষয় ॥ ৭৬

যে বীর অস্ত্রবলে দুর্যোধনের জন্য বলবান্ গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনকে পরাজিত করিয়াছিল, সেই পার্থ সৌভাগ্যবশতই জীবিত আছে ॥ ৭৭

যাহার মস্তকে (ইন্দ্রদত্ত) কিরীট শোভা পাইতেছে, যাহার রথে শ্বেত অশ্বগণ যোজিত আছে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহার সারথি এবং যে সকলেরই আমার প্রিয়, সেই বলবান্ অর্জুন এখনও জীবিত আছে, ইহা সৌভাগ্যের কথা ॥ ৭৮

যে পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া দুষ্কর কর্ম করিবার বাসনায় কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সেই অর্জুন কি আজ যুদ্ধে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিতে পারিবে? সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণকরত প্রত্যাবর্তনকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সুরক্ষিত অর্জুনের সহিত কি আমি মিলিত হইতে পারিব?

দুর্য্যোধনের হিতে নিরত রাজা জয়দ্রথ অর্জুনের হাতে নিহত হইয়া কি আজ শত্রুদিগকে আনন্দিত করিবে?

যুদ্ধে অর্জুনের হাতে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে নিহত হইতে দেখিয়া কি রাজা দুর্য্যোধন আমাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবে? মূর্খ দুর্য্যোধন রণাঙ্গনে ভীমসেনের হাতে নিজ ভ্রাতৃগণকে নিহত হইতে দেখিয়া কি আমার সহিত সন্ধি স্থাপনে অভিলাষী হইবে?

অন্যান্য মহাযোদ্ধাদিগকেও ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া কি মন্দমতি দুর্য্যোধন অনুতাপ ভোগ করিবে? ॥৪৯-৫৭

কচ্চিন্ ভীমেন নো বৈরং শমমেকেন যাস্যতি।
শেষস্য রক্ষণার্থঞ্চ সন্ধাস্যতি সুযোধনঃ ॥ ৫৫
এবং বহুবিধং তস্য রাজন্চিন্তয়তস্তদা।
কৃপয়াভিপরীতস্য ঘোরং যুদ্ধমবর্তত ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি ভীমসেনপ্রবেশে
যুধিষ্ঠিরহর্ষে অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

একমাত্র ভীমের মৃত্যুতেই কি আমাদের শত্রুতা শান্ত হইবে? অবশিষ্ট বীরগণকে রক্ষা করিবার জন্য কি দুর্যোধন আমাদের সহিত সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইবে? ॥ ৫৫

এইভাবে রাজা যুধিষ্ঠির যখন নানাবিধ বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় অন্য দিকে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল ॥ ৫৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে ভীমসেনের প্রবেশ ও যুধিষ্ঠিরের হর্ষবিষয়ক অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেন-কর্ণয়োর্যুদ্ধম্, তত কর্ণস্য পরাজয়শ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

নিনদন্তং তথা তং তু ভীমসেনং মহাবলম্।
মেঘস্বনিতনির্ঘোষং কে বীরাঃ পর্যবারয়ন্ ॥১
ন হি পশ্যামহং তং বৈ ত্রিষু লোকেষু কঞ্চন
ক্রুদ্ধস্য ভীমসেনস্য যস্তিষ্ঠেদগ্রতো রণে ॥২
গদাং যুযুৎসমানস্য কালদণ্ডোপমাং সঞ্জয়।
ন হি পশ্যামহং যুদ্ধে যস্তিষ্ঠেদগ্রতঃ পুমান্ ॥৩
রথং রথেন যো হন্যাৎ কুঞ্জরং কুঞ্জরেণ চ।
কস্তস্য সমরে স্থাতা সাক্ষাদপি পুরন্দরঃ ॥৪
ক্রুদ্ধস্য ভীমসেনস্য মম পুত্রান্ জিঘাংসতঃ।
দুর্যোধনহিতে যুক্তাঃ সমতিষ্ঠন্ত কেঽগ্রতঃ ॥৫
ভীমসেনদবাগ্নেস্তু মম পুত্রাঃ শুষ্কেন্ধোপমান্।
প্রবৃক্ষতো রণমুখে কেঽতিষ্ঠন্নগ্রতো নরাঃ ॥৬
কালাম্নানাংস্তু পুত্রান্ মে দৃষ্ট্বা ভীমেন সংযুগে।
কালেনেব প্রজাঃ সর্বাঃ কে ভীমং পর্যবারয়ন্ ॥৭
ন মেঽদ্যুনাদ্ ভয়ং তাদৃক্ কৃষ্ণাদপি চ সাত্বতাৎ।
হতভূয়স্ত্বনো নৈব যাদৃগ্ ভীমাদ্ ভয়ং মম ॥৮

একোনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[ভীমসেন ও কর্ণের যুদ্ধ এবং কর্ণের পরাজয়।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! এইরূপ মেঘের গর্জনের ন্যায় গম্ভীর গর্জনকারী মহাবল ভীমসেনকে কোন্ বীরগণ প্রতিরোধ করিলেন? ১

আমি ত' ত্রিলোকের মধ্যে এরূপ কাহাকেও বীর দেখিতে পাইতেছি না, যিনি ক্রুদ্ধ ভীমসেনের সম্মুখে যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে পারেন? ২

সঞ্জয়! আমি এরূপ কোন বীরপুরুষকে দেখিতে পাইতেছি না, যিনি সাক্ষাৎ কালের ন্যায় যুদ্ধ বাসনা করত গদা উত্তোলনকারী ভীমসেনের সম্মুখে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ৩

যে বীর রথের দ্বারা রথকে এবং হাতীর দ্বারা হাতীকে বধ করে, সেই ভীমসেনের সম্মুখে সাক্ষাৎ ইন্দ্রও মনে হয় অবস্থান করিতে পারিবেন না; অন্য পুরুষের কথা সেখানে বলিবার কি আছে? ॥ ৪

আমার পুত্রগণকে বধ করিবার বাসনায় ক্রুদ্ধ ভীমসেনের অগ্রে দুর্যোধনের হিতে নিযুক্ত কোন্ কোন্ যোদ্ধারা অবস্থান করিতেছিল? ॥ ৫

ভীমসেন দাবানলসদৃশ, আর আমার পুত্রগণ শুষ্কতৃণ। তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে অভিলাষী ভীমসেনের সম্মুখে যুদ্ধভূমিতে কোন্ কোন্ বীর নিযুক্ত ছিল? ॥ ৬

যেরূপ কাল বীর প্রজাদিগকে নিজের গ্রাসে পরিণত করিয়া থাকে, সেইরূপ যুদ্ধস্থলে ভীমসেনকর্তৃক আমার পুত্রগণকে কালের গ্রাসে পতিত হইতে দেখিয়া কোন্ বীরগণ তাহাতে প্রতিরোধ করিয়াছিল? ৭

ভীমসেনকে আমার যেরূপ ভয় হয়, সেরূপ না অর্জুন হইতে, না শ্রীকৃষ্ণ হইতে, না সাত্যকি হইতে এবং না দ্রৌপদীর হইতে ভয় হয় ॥ ৮

ভীমবজ্রঃ প্রতীপস্থ মম পুত্রান্ বিনিঘ্নতঃ।
কে শূরাঃ পর্যবর্তন্ত তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়। ৯

সঞ্জয় উবাচ।

তথা তু নর্দমানং তং ভীমসেনং মহাবলম্।
তুমুলেনৈব শব্দেন কর্ণোঽপ্যভ্যদ্রবদ্ বলী। ১০
ব্যাক্ষিপন্ সুমহচ্চাপমতিমাত্রমমর্ষণঃ।
কর্ণঃ সুযুদ্ধমাকাঙ্ক্ষন্ দর্শয়িষ্যন্ বলং যুধে। ১১
রুরোধ মার্গং ভীমস্য বাতস্যেব মহীরুহঃ।
ভীমোঽপি দৃষ্ট্বা সাবেগঃ পুরো বৈকর্তনং স্থিতম্। ১২
চুকোপ বলবদ্ধীরশ্চিক্ষেপাস্ত্র বিলালিতান্।
তান্ প্রত্যগৃহ্ণাৎ কর্ণোঽপি প্রতীপং প্রাপয়চ্ছরান্। ১৩
ততস্তু সর্ববোধানাং বভূবাঃ প্রেক্ষতাং তদা।
প্রাবেপন্নিব গাত্রাণি কর্ণ-ভীমসমাগমে। ১৪
রথিনাং সাদিনাং চৈব তয়োঃ শ্রুত্বা তলস্বনম্।
ভীমসেনস্য নিনদং শ্রুত্বা ঘোরং রণাজিরে। ১৫
সর্বে ভূমিঞ্চ সংরুদ্ধাঃ মেনিরে ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
পুনর্ঘোরেণ নাদেন পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ। ১৬
সমরে সর্ববোধানাং ধনুষ্যভ্যপতন্ ক্ষিতৌ।
শস্ত্রাণি স্রুপতন্ ভৌমাঃ কেষাঞ্চিচ্ছাসবোঽদ্রবন্। ১৭
বিত্রস্তানি চ সর্বাণি সকুলুত্রং প্রসুস্রুবুঃ।
বাহনানি চ সর্বাণি বহূবুর্বিমনাংসি চ। ১৮
প্রাদ্রবন্ নিনিত্তানি ঘোরাণি সুবহূন্যুত।
গৃধ্র কঙ্ক-বলৈশ্চাসীদ্বিক্ষঃ সমাবৃতম্। ১৯
তস্মিন্ সুতুমুলে রাজন্ কর্ণ-ভীমসমাগমে।
ততঃ কর্ণস্তু বিংশত্যা শরাণাং ভীমমার্দয়ৎ। ২০
বিব্যাধ চাস্য বহিতঃ সূতং পঞ্চভিরাশুগৈঃ।
প্রহসন্ ভীমসেনোঽপি কর্ণং প্রত্যাদ্রবদ্ রণে। ২১
সায়কানাং চতুঃষষ্ট্যা ক্ষিপ্রকারী মহাযশাঃ।
তস্য কর্ণো মহেষ্বাসঃ সায়কাংস্তুরোঽক্ষিপৎ। ২২
অসংপ্রাপ্তাংশ্চ তান্ ভীমঃ সায়কৈর্নতপর্বভিঃ।
চিচ্ছেদ সমরে রাজন্ দর্শনে পাণিলাঘবম্। ২৩

সঞ্জয়! আবার পুত্রগণকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রজ্বলিত ভীমরূপ অগ্নিদেবের সম্মুখে কোন্ কোন্ বীরগণ অবস্থান করিতে লাগিল, তাহা আমাকে বল। ৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপ গর্জনকারী মহাবল ভীমসেনের উপর বলবান্ কর্ণ ভয়ঙ্কর সিংহনাদের সহিত আক্রমণ করিলেন। ১০

অত্যন্ত অমর্ষশীল কর্ণ রণাঙ্গনে নিজের বল দেখাইবার জন্য ভীষণ বিশাল ধনু আকর্ষণ করিতে করিতে এবং যুদ্ধের বাসনা করিতে থাকিয়া যেরূপ বৃক্ষ বায়ুর পথ রোধ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভীমসেনের পথ অবরুদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ভীমসেনও নিজের সম্মুখে কর্ণকে অবস্থান করিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং অভিক্রুদ্ধ তাঁহার উপর শিলাশাণিত বাণসমূহ সবলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সময় কর্ণও সেই সব বাণকে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার বিপরীত বহু বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ১১-১৩

সেই সময় কর্ণ ও ভীমসেনের সম্মর্দে অবলোকের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া সেই যুদ্ধ দর্শনকারী সমস্ত যোদ্ধাদিগের শরীর কাঁপিতে লাগিল। ১৪

তাঁহাদের উভয়ের তলশব্দ এবং সমরাঙ্গনে ভীমসেনের ভয়ঙ্কর গর্জনধ্বনি শ্রবণ করিয়া রথারোহী ও অশ্বারোহী যোদ্ধাদেরও শরীরে কম্প উপস্থিত হইল। ১৫

সেখানে সমবেত ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের বারংবার কৃত ঘোর সিংহনাদের দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীকে ব্যাপ্ত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ১৬

সেই মহাসমরাঙ্গণে প্রায় সমস্ত যোদ্ধাদিগেরই ধনু ও অন্যান্য অস্ত্রসকল হাত হইতে ধরাতলে পতিত হইল। কত যোদ্ধার ত' প্রাণই বাহির হইয়া পড়িল। ১৭

সমস্ত সৈন্যদের বাহনসকল অত্যন্ত ভীত হইয়া মল-মূত্র ত্যাগ করিতে লাগিল। তাহাদের সকলেরই মন তখন বিষণ্ণ হইয়াছিল। এই সময় বহু দুর্নিমিত্তসমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল। রাজন্! কর্ণ ও ভীমসেনের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে আকাশ শকুনি, গৃধ্র ও কাকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তদনন্তর কর্ণ বিশটি বাণ প্রহার করিয়া ভীমসেনকে পীড়িত করিলেন। তারপর পুনরায় ক্রুদ্ধ উহার সারথিকেও পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিলেন।

তখন ক্ষিপ্রকারী মহাযশস্বী ভীমসেনও হাত করিতে থাকিয়া চৌষট্টিটি বাণে রণভূমিতে কর্ণকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন।

রাজন্! তখন মহাবাহু কর্ণও পুনরায় চারটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু ভীমসেন নিজের হস্তলঘুতা দেখাইয়া আনতপর্বযুক্ত বহুবাণের দ্বারা সেই বাণগুলিকে নিজের নিকট আসিবার পূর্বেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ১৮-২৩

তং কর্ণশ্ছাদয়ামাস শরব্রাতৈরনেকশঃ।
সঞ্ছাদ্যমানঃ কর্ণেন বহুধা পাণ্ডুনন্দনঃ। ২৪
চিচ্ছেদ চাপং কর্ণস্য মুষ্টিদেশে মহাবলঃ।
বিব্যাধ চৈনং ষষ্টিভিঃ সায়কৈরুপর্যুপরি। ২৫
অথাস্য ধনুরাদায় সজ্যং কৃত্বা চ সূতজঃ
বিব্যাধ সমরে ভীমং ভীমকর্মা মহারথঃ। ২৬
তস্য ভীমো ভৃশং ক্রুদ্ধস্তূণান্ শরান্ নতপর্বণঃ।
নিচখানোরসি ক্রুদ্ধঃ সূতপুত্রস্য বেগবঃ। ২৭
তৈঃ কর্ণোঽরাজত শরৈরুরোবাগতৈস্তদা।
মহীধর ইবোদগ্রশিখিভূতো ভরতর্ষভ। ২৮
সুস্রাব চাস্য ক্ষধিরং বিদ্ধস্য পরমেষুভিঃ।
ধাতুপ্রস্যন্দিনঃ শৈলাদ্ যথা গৈরিকধারবঃ। ২৯
কিঞ্চিদ্ বিচলিতঃ কর্ণঃ সুপ্রহারাভিপীড়িতঃ।
আকর্ণপূর্ণমাকৃষ্য ভীমং বিব্যাধ সায়কৈঃ। ৩০

চিক্ষেপ চ পুনর্বাণান্ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
স শরৈরর্দিতস্তেন কর্ণেন দৃঢ়ধন্বিনা।
ধনুর্ভ্যামচ্ছিনৎ তূর্ণং ভীমস্তস্য ক্ষুরেণ চ। ৩১
সারথিং চাস্য ভল্লেন রথনীড়াদপাতয়ৎ।
সহাংশ্চ চতুরস্তস্য ব্যসূংশ্চক্রে মহারথঃ। ৩২
হতাশ্বাৎ তু রথাৎ কর্ণঃ সমাপ্লুত্য বিশাম্পতে
স্যন্দনং বৃষসেনস্য তূর্ণমাপ্লুবে ভয়াৎ। ৩৩
নিহিত্য তু রণে কর্ণং ভীমসেনঃ প্রতাপবান্।
ননাদ বলবান্ নাদং পর্জন্যনিনদোপমম্। ৩৪
তস্য তং নিনদং শ্রুত্বা প্রহৃষ্টোঽভূদ্ যুধিষ্ঠিরঃ।
কর্ণং পরাজিতং মত্বা ভীমসেনেন সংযুগে। ৩৫
সমন্তাচ্ছঙ্খনিনদং পাণ্ডুসেনাকরোৎ তদা।
শত্রুসেনাধ্বনিং শ্রুত্বা তাবকা ননদন্ ভৃশম্। ৩৬
স শঙ্খবাদনিনদৈর্হর্ষয়ন্ বাহিনীং স্বকাম্।
চক্রে যুধিষ্ঠিরঃ সংখ্যে হর্ষনাদেন্দ্ সঙ্কুলাম্। ৩৭

তখন কর্ণ অনেক বার বহুসংখ্যক বাণ বর্ষণ করিয়া ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। কর্ণকর্তৃক বারংবার আচ্ছাদিত হইয়া পাণ্ডুনন্দন মহাবীর ভীম কর্ণের ধনুর মুষ্টিস্থানে (মুষ্টি দিয়া ধরিবার স্থানে) কাটিয়া দিলেন এবং আনতপর্বযুক্ত বহুসংখ্যক বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ২৪-২৫

তাহার পর ভরতর কর্মকারী মহারথী সূতপুত্র কর্ণ অপর ধনু লইয়া তাহাতে গুণ যোজনা করত রণাঙ্গনে ভীমসেনকে বারংবার বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

ইহাতে ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি তখন সবেগে সূতপুত্র কর্ণের বক্ষ আনতপর্বযুক্ত তিনটি বাণে বিদীর্ণ করিলেন ॥ ২৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! বক্ষের মর্মস্থানে বিদ্ধ সেই বাণগুলির দ্বারা কর্ণ তিনটি শিখরবিশিষ্ট উচ্চ পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ২৮

সেই উত্তম বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া কর্ণের বক্ষ হইতে প্রচুর রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকিল। ইহাতে মনে হইতেছিল—ধাতুর দ্বারা প্রস্রাবিতকারী পর্বত হইতে গৈরিক ধাতু প্রস্রাবিত হইতেছে। ২৯

সেই প্রচণ্ড প্রহারে পীড়িত হইয়া কর্ণ কিছু বিচলিত হইলেন। তারপর পুনরায় কর্ণসংহার ব্রত আচরণ করিয়া তিনি ভীমসেনকে বহু বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৩০

তাহার পর তাঁহার উপর পুনরায় শত শত ও সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সুদৃঢ় ধনুর্ধর কর্ণের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া ভীমসেন একটি ক্ষুর-বাণের দ্বারা অতিসত্বর তাঁহার ধনুর গুণ কাটিয়া দিলেন। ৩১

সেই সঙ্গে তাহার সারথিকে একটি ভল্লের দ্বারা নিহত করিয়া ভূপাতিত করিলেন। তাহার পর মহারথী ভীমসেন কর্ণের চারিটি অশ্বকেও প্রাণহীন করিয়া দিলেন। ৩২

প্রভাবাঢ্য সেই কর্ণ অত্যন্ত ভীত হইয়া সেই অশ্বহীন রথ হইতে লাফ দিয়া অতিদ্রুত বৃষসেনের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন। ৩৩

এইভাবে বলবান্ ও প্রতাপশালী ভীমসেন রণাঙ্গনে কর্ণকে পরাজিত করিয়া মেঘগর্জনসদৃশ গম্ভীর স্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

ভীমসেনের সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার দ্বারা কর্ণ পরাজিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ৩৫

সেই সময় পাণ্ডব-সৈন্যগণ সর্বদিকে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। শত্রুসৈন্যদের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া আপনার সৈন্যগণও ভীষণস্বরে সিংহনাদ করিতে থাকিলেন ॥ ৩৬

রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধস্থলে হর্ষবর্ধনকারী নিজ সৈন্যবাহিনীকে শঙ্খ ও বাদ্যযন্ত্রের শব্দে এবং হর্ষধ্বনিতে ব্যাপ্ত করিয়া দিলেন। ৩৭

গাণ্ডীবং ব্যাক্ষিপৎ পার্থঃ কৃষ্ণোঽপ্যাক্রমবাদয়ৎ।
তমন্বগর্জায় নিনদং ভীমস্য নদতো ধ্বনিঃ।
অশ্রূয়ত তদা রাজন্ সর্বসৈন্যেষু দারুণঃ ॥ ৮
ততো ব্যাবিধ্যতাময়ৈঃ পৃথক্ পৃথগজিহ্মগৈঃ।
মৃদুপূর্বং তু রাধেয়ো দৃঢ়পূর্বং তু পাণ্ডবঃ ॥ ৯
(দৃষ্ট্বা কর্ণক পার্থেন বাদিতং বহুভিঃ শরৈঃ
দুর্যোধনো মহারাজ দুঃশলং প্রত্যভাষত ॥
কর্ণং কৃচ্ছ্রগতং পশ্য শীঘ্রং যাহি রথং চ তস্য

এবমুক্তস্ততো রাজা দুঃশলঃ সমুপাদ্রবৎ।
দুঃশলস্য রথং কর্ণশ্চারুরোহ মহারথঃ ॥
তৌ পার্থঃ সহসা গত্বা বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ।
পুনশ্চ কর্ণং বিব্যাধ দুঃশলস্য শিরোঽহরৎ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি কর্ণপরাজয়ে
একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৯

এই সময় অর্জুন গাণ্ডীবধনুর টঙ্কারধ্বনি করিলেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এই সব ধ্বনিকে দাবাইয়া দিয়া গর্জনকারী ভীমসেনের ভয়ঙ্কর সিংহনাদ সমস্ত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৮৮

অনন্তর এই দুই বীর কর্ণ ও ভীমসেন পরস্পর পরস্পরের উপর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সরলগামী বাণসমূহ প্রহার করিতে লাগিলেন। রাধানন্দন কর্ণ মৃদুভাবসহকারে বাণক্ষেপ করিতেছিলেন, কিন্তু ভীমসেন কঠোরতার সহিত বাণনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৮৯

(মহারাজ! দুর্যোধনকর্তৃক কর্ণকে বহুসংখ্যক বাণসমূহে পীড়িত দেখিয়া দুর্যোধন দুঃশলকে বলিলেন,—দুঃশল! দেখ, কর্ণ সঙ্কটে পতিত হইয়াছে। তুমি শীঘ্র তাহার জন্য রথ প্রস্তুত কর।

রাজা দুর্যোধন এই কথা বলিলে পর দুঃশল কর্ণের নিকট ছুটিয়া যাইলেন; মহারথী কর্ণ দুঃশলের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন। এই সময় ভীমসেন সহসা যাইয়া দশ বাণে তাঁহাদের উভয়কে বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর কর্ণকে পুনরায় তিনি অস্ত্রাঘাত করিলেন এবং দুঃশলের শিরশ্ছেদ করিলেন।)

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে ভীমের প্রবেশ ও কর্ণের পরাজয় বিষয়ক একোনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্যস্য দুর্যোধনেন তিরস্কারঃ, তং অক্ষক্রীড়ায়াঃ পরিণামবিষয়মুক্ত্বা যুদ্ধায় দুর্যোধনস্য প্রেষণম্, তেন সহ যুধামন্যোরুত্তমৌজসো যুদ্ধম্ চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তস্মিন্ বিলুলিতে সৈন্যে সৈন্ধবায়ার্জুনে গতে।
সাত্যকে ভীমসেনে চ পুত্রস্তে দ্রোণমভ্যয়াৎ ॥ ১
স্বরন্নেকরথেনৈব বহুকৃত্বো বিচিন্তয়ন্।
স রথস্তব পুত্রস্য স্বরয়া পরয়া যুতঃ ॥ ২
ত্বর্ণমভ্যদ্রবদ্ দ্রোণং মনোমারুতবেগবান্।
উবাচ চৈনং পুত্রস্তে সংরম্ভাদ্ রক্তলোচনঃ ॥ ৩
সসম্ভ্রমমিদং বাক্যমব্রবীৎ কুরুনন্দনঃ।
অর্জুনো ভীমসেনশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ৪

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্যকে দুর্যোধনের তিরস্কার, তাঁহাকে পাশাখেলার পরিণামের কথা বলিয়া দ্রোণাচার্য কর্তৃক দুর্যোধনকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ এবং তাঁহার সহিত যুধামন্যু ও উত্তমৌজার যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! এইভাবে যখন সৈন্যরা বিচলিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, অর্জুন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহার পশ্চাতে ভীমসেন ও সাত্যকিও যাইতে লাগিলেন, তখন আপনার পুত্র দুর্যোধন অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া একমাত্র রথের দ্বারা বহুসংখ্যক আবশ্যক কার্য চিন্তা করিতে করিতে দ্রোণাচার্যের নিকট উপস্থিত হইলেন।

আপনার পুত্র দুর্যোধনের সেই রথ মন ও বায়ুতুল্য বেগশালী ছিল। অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া তিনি দ্রোণাচার্যের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সেই সময় আপনার পুত্র কুরুনন্দন দুর্যোধন ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত দ্রোণাচার্যকে এই কথা বলিলেন।

বিজিত্য সর্বসৈন্যানি সুমহান্তি মহারথাঃ।
সম্প্রাপ্তাঃ সিন্ধুরাজস্য সমীপমনিবারিতাঃ। ৫
ব্যাবস্থন্তি চ তত্রাপি সর্ব এবাপরাজিতাঃ।
যদি তাবদ্ রণে পার্থো ব্যতিক্রান্তো মহারথঃ। ৬
কথং সাত্যকি-ভীমাভ্যাং ব্যতিক্রান্তোঽসি মানদ।
আশ্চর্য্যভূতং লোকেঽস্মিন্ সমুদ্রস্যেব শোষণম্। ৭
নির্জ্জিত্যেব বিপ্রাগ্র্য সাত্বতেনার্জুনেন চ।
তথৈব ভীমসেনেন লোকঃ সংবর্ধতে ভৃশম্। ৮
কথং দ্রোণো জিতঃ সংখ্যে ধনুর্বেদস্য পারগঃ।
ইত্যেবং ব্রুবতে যোধা অস্ত্রজ্ঞেয়মিহ ভব। ৯
নাশ এব তু মে নূনং মন্দভাগ্যস্য সংযুগে।
যত্র ত্বাং পুরুষব্যাঘ্রং ব্যতিক্রান্তাস্ত্রয়ো রথাঃ। ১০
এবং গতে তু কৃত্যোঽস্মিন্ ব্রূহি যৎ তে বিবক্ষিতম্।
যদ্ গতং গতমেবেদং শেষঃ চিন্ত্যস্ত মানদ। ১১

যৎ কৃত্যং সিন্ধুরাজস্য প্রাপ্তকালমনন্তরম্।
তৎ সংবিধীয়তাং ক্ষিপ্রং সাধু সঞ্চিন্ত্য নো দ্বিজঃ। ১২

দ্রোণ উবাচ।

চিন্ত্যং বহুবিধং তাত যৎ কৃত্যং তৎ শৃণুষ্ব মে।
ত্রয়ো হি সমতিক্রান্তাঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ। ১৩

যাবৎ তেষাং ভয়ং পশ্চাৎ তাবদেষাং পুরঃসরম্।
তদ্ গরীয়স্তরং মন্যে যত্র কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়ৌ॥ ১৪

তা পুরস্তাচ্চ পশ্চাচ্চ গৃহীতা ভারতী চমূঃ।
তত্র কৃত্যমহং মন্যে সৈন্ধবস্যাভিরক্ষণম্। ১৫

স নো রক্ষ্যতমস্তাত ক্রুদ্ধাদ্ ভীতো ধনঞ্জয়াৎ।
গতৌ চ সৈন্ধবং ভীমৌ যুযুধান-বৃকোদরৌ॥ ১৬

সম্প্রাপ্তং তদিদং দ্যূতং যৎ তচ্চকুনিবুদ্ধিজম্।
ন সভায়াং জয়ো যুক্তো নাপি তত্র পরাজয়ঃ॥ ১৭

আচার্য্য। অর্জুন, ভীমসেন ও অপরাজিত বীর সাত্যকি—ইঁহারা তিন মহারথী আমার সমস্ত এবং বিশাল সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইঁহাদিগকে কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে না। ১-৪

সেখানেও ইঁহারা সকলে অপরাজিত থাকিয়া আমার সৈন্যদিগকে অস্ত্রপ্রহার করিতেছে। মানিয়া লইলাম যে, মহারথী অর্জুন রণাঙ্গনে (অধিক শক্তিশালী বলিয়া) আপনাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; মানদ! কিন্তু সাত্যকি ও ভীমসেন কিরূপে আপনাকে অতিক্রম করিয়া যাইল?

বিপ্রবর! সাত্যকি, ভীমসেন ও অর্জুনকর্তৃক আপনার পরাজয় সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া দেওয়ার ন্যায় জগতে এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা বলিয়াই আমি মনে করি। আজ সকল মানুষই এবিষয়ে পরস্পর অভিনব আলোচনা করিতেছে। ৬-৮

সমস্ত যোদ্ধারা ইহাই বলিতেছিল যে, ধনুর্বেদে পারদর্শী আচার্য্য দ্রোণ কিরূপে যুদ্ধে পরাজিত হইলেন? আপনার এই পরাজয় সকল লোকেরই নিকট অবিশ্বসনীয়। ৯

প্রকৃতপক্ষে আমারই ভাগ্য অতিশয় মন্দ। এই তিন মহারথী বীর যেখানে আপনার ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইল, তখন যুদ্ধে আমার বিনাশই অবশ্যম্ভাবী। ১০

এরূপ পরিস্থিতিতে যাহা কর্ত্তব্য, সেই বিষয়ে আপনার কি অভিমত, তাহা আপনি বলুন। মানদ! যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা ত' হইয়াছেই। এখন যাহা শেষ কর্ত্তব্য, তাহার বিচার করুন। ১১

ব্রহ্মন্! এই সময় সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার জন্য অতি সত্বর যাহা যোগ্য কার্য্যরূপে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা উত্তমরূপে বিচার-বিবেচনা করিয়া শীঘ্রই সমাধা করুন। ১২

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—তাত! বিচার-বিবেচনা করিবার ত' বহু কিছুই আছে, কিন্তু এ সময় যাহা অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। পাণ্ডব-পক্ষের তিন মহারথী আমার সৈন্যদের অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। ইহাদের পশ্চাতে যেরূপ ভয়, সেরূপ ভয় অগ্রভাগেও। কিন্তু যেখানে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ আছে, সেখানেই আমার মতে অধিক ভয়ের আশঙ্কা বর্তমান আছে। ১৩-১৪

এই সময় কৌরব-সৈন্যরা অগ্রভাগে ও পশ্চাদ্ভাগেও শত্রুগণের আক্রমণের মুখে পতিত হইয়াছে। এই পরিস্থিতিতে আমি সর্বাপেক্ষা অত্যাবশ্যক কার্য্য ইহাই মনে করি যে, অগ্রে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে রক্ষা করা। ১৫

তাত! জয়দ্রথ ক্রুদ্ধ অর্জুন হইতে ভীত হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তাহাকেই সর্বাগ্রে রক্ষা করা আবশ্যক। তদুপরি বীর সাত্যকি ও ভীমসেনও জয়দ্রথকেই লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। ১৬

শকুনির বুদ্ধিতে যে পাশাখেলা হইয়াছিল, উহাই প্রকৃত অবস্থায় আজকে এইরূপে সফল হইতেছে। সেই

ইহ নো গ্রহমানানামস্ত জানজ্বরাজয়ৌ।
যান্ স্ম তান্ গ্রহতে ঘোরাঞ্ছকুনিঃ কুরুসংসদি ॥ ১৮
অক্ষান্ স মন্যমানঃ প্রাক্ শরাস্তে হি দুরাসদাঃ
যত্র তে বহবস্তাত কৌরবেয়া ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১৯
সেনাং দুরোদরং বিদ্ধি শরানক্ষান্ বিশাম্পতে।
গ্রহশ্চ সৈন্ধবং রাজংস্তত্র দ্যূতশ্চ নিশ্চয়ঃ। ২০
সৈন্ধবে তু মহদ্ দ্যূতং সমাসক্তং পরৈঃ সহ।
অত্র সর্বে মহারাজ ত্যক্ত্বা জীবিতমাত্মনঃ ॥ ২১
সৈন্ধবস্য রণে রক্ষাং বিধিবৎ কর্তুমর্হথ।
তত্র নো গ্রহমানানাং ধ্রুবৌ জয়-পরাজয়ৌ ॥ ২২
যত্র তে পরমেষ্বাসা যত্তা রক্ষন্তি সৈন্ধবম্।
তত্র গচ্ছ স্বয়ং শীঘ্রং তাংশ্চ রক্ষস্ব রক্ষিণঃ ॥ ২৩
ইতৈব ত্বহমাসিষ্যে প্রেষয়িষ্যামি চাপরান্।

বিনা সভার মধ্যে কোন পক্ষের পরাজয় বা জয় হয় নাই। আজ এস্থলে আমরা যে প্রাণের পণ রাখিয়া পাশাখেলা করিতেছি, উহাতেই হইবে প্রকৃতপক্ষে জয় ও পরাজয়।

শকুনি কৌরব-সভায় পূর্বে যে ডমরু পাশাকে হাতে লইয়া খেলার জন্য স্থির করিয়াছিল, উহাকে ত' সে পাশা বলিয়াই মনে করিয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা পাশা ছিল না, উহা ছিল দুর্জয় বাণ।

তাত! (প্রকৃত পাশাখেলা ত' সেখানেই হইতেছে) যেখানে তোমার বহুসংখ্যক কৌরব-যোদ্ধা অবস্থান করিতেছে। এই সৈন্যদিগকে তুমি পাশাখেলাকারী বলিয়া জানিও। প্রজানাথ! আর বাণসমূহকেই পাশা বলিয়া মনে কর। রাজন্! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকেই এস্থলে পণরূপায় দ্রব্য বলিয়া অবগত হও। তাহারই উপর পাশাখেলার জয় পরাজয় নিষ্পত্তি হইবে। ১৭-২০

মহারাজ! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথেরই জীবন পণ রাখিয়া শত্রুদিগের সহিত আমাদের ভয়ঙ্কর অক্ষক্রীড়া (দ্যূতরূপ পাশাখেলা) আরম্ভ হইয়াছে। এখানে তোমরা সকলে জীবনের মমতা ত্যাগ করিয়া রণাঙ্গনে বিধি অনুসারে জয়দ্রথকে রক্ষা কর। নিশ্চয়ই ইহার উপরেই পাশাখেলার নিরত আমাদের প্রকৃত জয় পরাজয় নির্ভর করিতেছে। ২১-২২

রাজন্! যেখানে সেই মহাধনুর্ধর বীরগণ যত্নসহকারে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ রক্ষা করিতেছে, তুমি স্বয়ংও সেখানে শীঘ্র গমন কর এবং সিন্ধুরাজের সেই রক্ষকগণকে রক্ষা কর। ২৩

আমি এখানেই থাকিব এবং তোমার নিকট যথাসময়ে

নিরোৎস্যামি চ পাঞ্চালান্ সহিতান্ পাণ্ডু-সৃঞ্জয়ৈঃ ॥২৪
ততো দুর্যোধনোঽগচ্ছৎ তূর্ণমাচার্যাশাসনাৎ।
উদ্ধম্যাস্থানমুদ্দিশ্য কর্মণে সপদানুগঃ। ২৫
চক্ররক্ষৌ তু পাঞ্চালো যুধামন্যূত্তমৌজসৌ।
বাহ্যেন সেনামভ্যেত্য জগ্মতুঃ সব্যসাচিনম্। ২৬
যৌ তু পূর্বং মহারাজ বারিতৌ কৃতবর্মণা।
প্রবিষ্টে ফল্গুনে রাজংস্তব সৈন্যং মুমুৎসয়া ॥ ২৭
পার্শ্বে ত্বিত্বা চমূং বীরৌ প্রবিষ্টৌ তব বাহিনীম্।
পার্শ্বেন সৈন্যনাথস্তৌ কুরুরাজো ন্যবর্তয়ৎ ॥ ২৮
তাভ্যাং দুর্যোধনঃ সার্ধমকরোৎ সংব্যবস্থিতম্
ত্বরিতস্ত্বরমাণাভ্যাং ভ্রাতৃভ্যাং ভারতো বলী ॥ ২৯
তাবেনমভ্যুদ্রবতামুভাবুদ্যতকার্মুকৌ।
মহারথসমাখ্যাতৌ ক্ষত্রিয়প্রবরৌ যুধি ॥ ৩০

অন্যান্য রক্ষকগণকে পাঠাইতে থাকিব। সেই সঙ্গে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়দিগের সহিত উপস্থিত পাঞ্চাল-সৈন্যগণকে বূহের দ্বারেই রুদ্ধ করিয়া রাখিব। ২৪

তদনন্তর আচার্যের আজ্ঞানে দুর্যোধন নিজেকে দিয়া উহা রক্ষা করাইবার জন্য বীর অনুচরবর্গের সহিত সেখানে শীঘ্র চলিয়া যাইলেন। ২৫

অর্জুনের চক্ররক্ষক পাঞ্চালরাজকুমার যুধামন্যু ও উত্তমৌজা সৈন্যদের বহির্ভাগে হইয়া সব্যসাচী অর্জুনের নিকট যাইতেছিলেন। ২৬

মহারাজ! যখন অর্জুন যুদ্ধের ইচ্ছায় আপনার সৈন্যদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, সেইসময় (এই যুধামন্যু ও উত্তমৌজা দুইজনেই ভীমের সহিত ছিলেন, কিন্তু) কৃতবর্মা ইঁহাদের উভয়কে পূর্বেই প্রতিরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ২৭

এখন এই দুই বীর পার্শ্বভাগ দিয়া আপনার সৈন্যদিগকে ভেদ করত বূহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্বয়ং রাজা দুর্যোধন পার্শ্বভাগ দিয়া সৈন্যদের মধ্যে তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে অবলোকন করিলেন। ২৮

তখন সেই বলবান্ ভরতবংশীয় বীর দুর্যোধন অতি সত্বর অগ্রসর হইয়া সত্বরতাসহকারে গমনকারী সেই দুই ভ্রাতা যুধামন্যু ও উত্তমৌজার সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ২৯

এই দুই ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বিখ্যাত মহারথী বীর ছিলেন। ইঁহাদের উভয়ে ধনুর্বাণ খড়্গ উত্তোলিত করিয়া দুর্যোধনের দিকে ধাবিত হইলেন। ৩০

তমবিধ্যদ্ বৃধামন্যুস্ত্রিংশতা কঙ্কপত্রিভিঃ।
বিংশত্যা সারথিং চাস্য চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্ ॥ ৩১
দুর্যোধনো বৃধামন্যোর্ধ্বজমেকেষুণাচ্ছিনৎ।
একেন কার্মুকং চাস্য চকর্ত ভরতর্ষভ ॥ ৩২
সারথিং চাস্য ভল্লেন রথনীড়াদপাহরৎ।
ততোঽবিধচ্ছরৈস্তীক্ষ্ণৈশ্চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্ ॥ ৩৩
বৃধামন্যুশ্চ সংক্রুদ্ধঃ শরাণ্ত্রিংশতমাশুবে।
ব্যসৃজৎ তব পুত্রস্য বরমাণঃ ধনান্তরে ॥ ৩৪
তথোত্তমৌজাঃ সংক্রুদ্ধঃ শরৈর্হেমবিভূষিতৈঃ।
অবিধ্যৎ সারথিং চাস্য প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্ ॥ ৩৫
দুর্যোধনোঽপি রাজেন্দ্র পাঞ্চালাংস্তমৌজসঃ।
জঘান চতুরোঽস্যাশ্বানুভৌ তৌ পার্ষ্ণিসারথী ॥ ৩৬
উত্তমৌজা হতাশ্বস্তু হতসূতশ্চ সংযুগে।
আরুরোহ রথং ভ্রাতুর্বৃধামন্যোরতিত্বরন্ ॥ ৩৭
স রথং প্রাপ্য তং ভ্রাতুর্দুর্যোধনহয়ান্ শরৈঃ।
বহুভিস্তাড়য়ামাস তে হতাঃ প্রাপতন্ ভুবি ॥ ৩৮

হয়েষু পতিতেষ্বস্য চিচ্ছেদ পরমেষুণা।
বৃধামন্যোর্ধনুঃ শীঘ্রং শরাবাপশ্চ সংযুগে ॥ ৩৯
হতাশ্বসূতাৎ স রথাদবতীর্য্য নরাধিপঃ।
গদামাদায় তে পুত্রঃ পাঞ্চাল্যাবভ্যধাবত ॥ ৪০
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য ক্রুদ্ধং কুরুপতিং তদা।
অবপ্লুতৌ রথোপস্থাদ্ বৃধানন্যুত্তমৌজসৌ ॥ ৪১
ততঃ স হেমচিত্রং তং গদয়া স্যন্দনং গদী।
সংক্রুদ্ধঃ পোথয়ামাস সাশ্বসূতধ্বজং নৃপ ॥ ৪২
তদ্ভগ্নং রথং স পুত্রস্তে হতাশ্বো হতসারথিঃ।
মদ্ররাজরথং তূর্ণমারুরোহ পরন্তপঃ ॥ ৪৩
পাঞ্চালানাং ততো মুখ্যৌ রাজপুত্রৌ মহারথৌ।
রথাবস্থৌ সমাকৃষ্য বীভৎসুমভিজগ্মতুঃ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি দুর্যোধনযুদ্ধে
ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

এই সময় বৃধামন্যু কঙ্কপত্রযুক্ত ত্রিশটি বাণের দ্বারা দুর্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর বিশটি বাণে তাঁহার সারথিকে এবং চারিটি বাণে তাঁহার চারিটি অশ্বকে আঘাত করিলেন। ৩১

তখন আপনার পুত্র দুর্যোধন একটি বাণে বৃধামন্যুর ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং অপর একটি বাণে তাঁহার ধনুটিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিলেন। ৩২

তাহার পর একটি ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া তাহার দ্বারা বৃধামন্যুর সারথিকে রথের আসন হইতে ভূপাতিত করিলেন এবং অন্য চারিটি তীক্ষ্ণবাণে তাহার চারিটি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। ৩৩

ইহাতে বৃধামন্যুও ক্ষুব্ধিত হইয়া উঠিলেন। তিনি যুদ্ধস্থলে অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া আপনার পুত্র দুর্যোধনের বক্ষঃস্থলে ত্রিশটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ৩৪

এই ভাবে উত্তমৌজাও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় স্বর্ণভূষিত বাণসমূহের দ্বারা তাঁহার সারথিকে শমনসদনে পাঠাইয়া দিলেন। ৩৫

রাজেন্দ্র! তখন দুর্যোধনও পাঞ্চালরাজপুত্রদ্বয় উত্তমৌজার চারিটি অশ্ব ও দুই পার্শ্বরক্ষককে সারথিসহ বধ করিলেন। ৩৬

যুদ্ধে অশ্বগণ ও সারথি নিহত হইলে পর উত্তমৌজা অতি সত্বর নিজ ভ্রাতা বৃধামন্যুর রথে গিয়া আরোহণ করিলেন। ৩৭

ভ্রাতার রথে উপবেশন করত উত্তমৌজা নিজের বহুসংখ্যক বাণের দ্বারা দুর্যোধনের অশ্বগণকে এতাদৃশ প্রহার করিলেন যে, তাহারা তখন প্রাণশূন্য হইয়া ধরাতলে পতিত হইল ॥ ৩৮

অশ্বগণ ধরাশায়ী হইলে পর বৃধামন্যু সেই যুদ্ধস্থলে উত্তম বাণসকল প্রহার করিয়া দুর্যোধনের ধনু ও তূণীরকেও শীঘ্রতা-সহকারে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৩৯

অশ্বগণ ও সারথি নিহত হইলে পর আপনার পুত্র রাজা দুর্যোধন রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং হাতে গদা লইয়া পাঞ্চালদেশের সেই দুই বীরের দিকে দৌড়াইয়া যাইলেন ॥ ৪০

সেই সময় ক্রুদ্ধ নৃপরাজ দুর্যোধনকে নিজের দিকে দৌড়াইয়া আসিতে দেখিয়া দুই ভ্রাতা বৃধামন্যু ও উত্তমৌজা রথের পশ্চাদ্‌ভাগ দিয়া লাফাইয়া পড়িলেন ॥ ৪১

হে নৃপ! তাহার পর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ গদাধারী দুর্যোধন অশ্ব সারথি ও ধ্বজসহ সেই স্বর্ণভূষিত সুন্দর রথকে গদার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪২

এই ভাবে সেই রথকে ভাঙ্গিয়া দিয়া সারথিহীন ও অশ্বহীন শত্রুতাপন দুর্যোধন অতি সত্বর মদ্ররাজ শল্যের রথে যাইয়া আরোহণ করিলেন ॥ ৪৩

তাহার পর পাঞ্চাল-সৈন্যদের মধ্যে প্রধান সেই দুই মহারথী বীর রাজকুমার বৃধামন্যু ও উত্তমৌজা অপর দুইটি রথে আরোহণ করত অর্জুনের নিকট চলিয়া যাইলেন ॥ ৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে দুর্যোধনের যুদ্ধবিষয়ক ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনেন কর্ণস্য পরাজয়ঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

বর্ত্তমানে মহারাজ সংগ্রামে লোমহর্ষণে।
ব্যাকুলেষু চ সর্বেষু পীড্যমানেষু সর্বশঃ॥ ১
রাধেয়ো ভীমমাসাদ্য যুদ্ধায় সমরোদ্যতঃ।
যথা নাগো বনে নাগং মত্তো মত্তমভিদ্রবন্॥ ২

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যৌ তৌ কর্ণশ্চ ভীমশ্চ সম্প্রযুদ্ধৌ মহাবলৌ।
অর্জুনস্য রথোপান্তে কীদৃশঃ সোঽভবদ্ রণঃ॥ ৩
পূর্বং হি নির্জিতঃ কর্ণো ভীমসেনেন সংযুগে।
কথং ভূয়ঃ স রাধেয়ো ভীমমাগাদ্রথারুধঃ॥ ৪
ভীমো বা সূতপুত্রেণ প্রত্যুদ্যাতঃ কথং রণে।
মহারথঃ সমাখ্যাতঃ পৃথিব্যাঃ প্রবরো রথঃ॥ ৫
ভীষ্ম-দ্রোণাতিক্রমা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
নাস্যতো ভয়মাদত্ত বিনা কর্ণান্তকারথাৎ॥ ৬
ভয়াদ্ যস্য মহাবাহোর্ন শেতে বহুলা সমাঃ।
চিন্তয়ন্ নিত্যশো বীর্যং রাধেয়স্য মহাত্মনঃ॥ ৭
ওং কথং সূতপুত্রং তু ভীমোঽযোধয়তাহবে।
ব্রহ্মণ্যং বীর্যসম্পন্নং সমরেষ্বনিবর্তিনম্।
কথং কর্ণং যুধাং শ্রেষ্ঠং যোধয়ামাস পাণ্ডবঃ॥ ৮
যৌ তৌ সমীয়তুর্বীরৌ বৈকর্তন-বৃকোদরৌ।
কথং তাবত্র যুধ্যেতাং মহাবল-পরাক্রমৌ॥ ৯
ভ্রাতৃত্বং দর্শিতং পূর্বং ঘৃণী চাপি চ সূতজঃ।
কথং ভীমেন যুযুধে কুন্ত্যা বাক্যমনুস্মরন্॥ ১০
ভীমো বা সূতপুত্রেণ স্মরন্ বৈরং পুরা কৃতম্।
অযুধ্যত কথং শূরঃ কর্ণেন সহ সংযুগে॥ ১১
আশাস্তে চ সদা সূত পুত্রো দুর্যোধনো মম।
কর্ণো জেষ্যতি সংগ্রামে সমস্তান্ পাণ্ডবানিতি॥ ১২

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ভীমসেন কর্তৃক কর্ণের পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ! এইরূপ রোমাঞ্চকর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে পর যখন সমস্ত সৈন্য চারিদিকে বিদ্রাবিত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন রাধানন্দন কর্ণ যুদ্ধের জন্য পুনরায় ভীমসেনের নিকট সেইভাবে আসিলেন, যেরূপ কোন এক মদমত্ত হাতী বনমধ্যে অপর এক মদমত্ত হাতীর উপর আক্রমণ করিয়া থাকে॥ ১-২

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! মহাবল কর্ণ ও ভীমসেন অর্জুনের রথের নিকটে যাইয়া যে তীব্রবেগে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাদের এই সংগ্রাম কিরূপ হইয়াছিল?॥ ৩

ভীমসেন যুদ্ধে যখন রাধানন্দন মহারথী কর্ণকে প্রথমে জয় করিয়াছিল, তখন সেও পুনরায় তাহার সম্মুখীন হইবার জন্য কেন আসিল?॥ ৪

অথবা ভীমসেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিখ্যাত মহারথী সূতপুত্র কর্ণের সহিত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিবার জন্য কিরূপে অগ্রসর হইল?॥ ৫

ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যকে অতিক্রম করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি মহারথী কর্ণ ব্যতীত অন্য আর কাহার নিকট হইতে ভয় থাকিল না॥ ৬

পূর্বে যে মহাবাহু মহাত্মা রাধানন্দন কর্ণের বল-পরাক্রমের কথা নিত্য চিন্তা করিতে করিতে রাজা যুধিষ্ঠির ভয়ে নিদ্রিত হইতে পারিত না, সেই সূতপুত্র কর্ণের সহিত ভীমসেন রণাঙ্গনে কিরূপে যুদ্ধ করিয়াছিল?॥ ৭

যে ব্রাহ্মণ ভক্ত, পরাক্রমশালী এবং রণাঙ্গনে কখন পশ্চাৎপদ হয় না, সেই যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণের সহিত ভীমসেন কি ভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল?॥ ৮

যে দুই বীর পূর্বে একত্রে পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইয়াছিল, সেই মহাবল ও পরাক্রমশালী কর্ণ এবং ভীমসেন এ স্থানে পুনরায় কিরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল?॥ ৯

পূর্বে ত' সূতপুত্র কর্ণ অর্জুন ব্যতীত অন্য সব পাণ্ডবগণের প্রতি ভ্রাতৃত্ব দেখাইয়াছিল এবং সে দয়ালুও ছিল, তথাপি দুর্যোধনের বাক্য বারংবার স্মরণ করিতে থাকিয়া সে ভীমসেনের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিল?॥ ১০

অথবা বীরবর ভীমসেন পূর্বকৃত অপকারের কথা স্মরণ করিয়া সূতপুত্র কর্ণের সহিত সেই রণাঙ্গনে কিভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল?॥ ১১

সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্যোধন সর্বদাই এই আশা করিয়া থাকে যে, কর্ণ সংগ্রামে সমস্ত পাণ্ডবগণকে জয় করিতে সমর্থ হইবে॥ ১২

জয়াশা যস্য পুত্রস্য মম মন্দস্য সংযুগে।
স কথং ভীমকর্মাণং ভীমসেনমযোধয়ৎ ॥ ১৩
যং সমাসাদ্য পুত্রো মে কৃতং বৈরং মহারথৈঃ।
তং সূততনয়ঃ তাত কথং ভীমো ন্যযোধয়ৎ ॥ ১৪
অনেকান্ বিপ্রকারাংশ্চ সূতপুত্রসমুদ্ভবান্।
স্মরমাণঃ কথং ভীমো যুযুধে সূতসূনুনা ॥ ১৫
যোঽজয়ৎ পৃথিবীং সর্বাং রথেনৈকেন বীর্যবান্।
তং সূততনয়ং যুদ্ধে কথং ভীমো ন্যযোধয়ৎ ॥ ১৬
যো জাতঃ কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ কবচেন সহৈব চ।
তং সূতপুত্রং সমরে ভীমঃ কথমযোধয়ৎ ॥ ১৭
যথা তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ যচ্চাসীদ্ বিজয়ী তয়োঃ
তন্মমাচক্ষ্ব তত্ত্বেন কুশলো হ্যসি সঞ্জয়।

সঞ্জয় উবাচ

ভীমসেনস্তু রাধেয়মুৎসৃজ্য রথিনাং বরম্
ইত্যেব গন্তুং যত্রাস্তে বীরো কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ১৯
তং প্রয়ান্তমভিদ্রুত্য রাধেয়ঃ কঙ্কপত্রিভিঃ।
অভ্যবর্ষন্মহারাজ মেঘো বৃষ্ট্যেব পর্বতম্ ॥ ২০
ক্ষুণ্ণতা পঙ্কজেনেব বক্ত্রেণ বিহসন্ বলী।
আজুহাব রণে যান্তং ভীমসাধিরথিস্তদা ॥ ২১

কর্ণ উবাচ।

ভীমাহিতৈস্তব রণে শ্রমেণাপি ন বিভাবিতম্।
তদ্ দর্শয়সি কস্মাত্ত্বং পৃষ্ঠং পার্থদিদৃক্ষয়া ॥ ২২
কৃষ্ণায়াঃ পুত্রশত্রূণাং নেদং পাণ্ডবনন্দন।
তেন মামভিতঃ স্থিত্বা শরবর্ষৈরবাকির ॥ ২৩
ভীমসেনস্তদাহ্বানং কর্ণাল্লাঘবমুদ্ বুধি।
অর্ধমণ্ডলমাবৃত্য সূতপুত্রমযোধয়ৎ ॥ ২৪
অবক্রগামিভির্বাণৈরভ্যবর্ষন্মহাযশাঃ
দংশিতং দ্বৈরথে যত্তং সর্বশস্ত্রবিশারদম্ ॥ ২৫

যুদ্ধস্থলে যাহার উপর আমার দুষ্ট পুত্র দুর্যোধন জয়ের আশা করিয়া থাকে, সেই কর্ণ ভয়ঙ্কর কর্মকারী ভীমসেনের সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল ? ১৩

তাত ! যাহার আশ্রয় লইয়া আমার পুত্রগণ মহারথী পাণ্ডবদের সহিত শত্রুতা করিয়াছে, সেই সূতপুত্র কর্ণের সহিত ভীমসেন কিরূপে যুদ্ধ আরম্ভ করিল ? ১৪

সূতপুত্র কর্তৃকর্তৃক আচরিত অনেক প্রকারের অপকারের কথা স্মরণ করিয়া ভীমসেন তাহার সহিত কিরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল ? ১৫

যে পরাক্রমশালী বীর একমাত্র রথের সহায়তায় সম্পূর্ণ ভূমণ্ডলকে জয় করিয়াছে, সেই সূতপুত্র কর্ণের সহিত ভীমসেন কিরূপে যুদ্ধ করিতে থাকিল ? ১৬

যে কবচ ও কুণ্ডলদ্বয়ের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই সূতপুত্র কর্ণের সহিত সমরাঙ্গণে ভীমসেন কি প্রকারে যুদ্ধ করিয়াছিল ? ১৭

সঞ্জয় ! সেই দুই বীরের মধ্যে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে যে জয়লাভ করিয়াছিল, সেই সব বৃত্তান্ত তুমি আমাকে যথাযথভাবে বল ; কারণ, তুমি সংবাদ সংগ্রহ করিয়া উহা বর্ণনা করিতে অতিশয় নিপুণ ॥ ১৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! ভীমসেন রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাধাপুত্র কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া সেখানে যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন, যেখানে বীর শ্রীকৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় বিদ্যমান ছিলেন ॥ ১৯

মহারাজ ! সেখান হইতে প্রস্থিত ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিয়া রাধাপুত্র কর্ণ তাঁহার উপর কঙ্কপক্ষযুক্ত বাণসমূহ সেইভাবে বর্ষণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ মেঘ পর্বতের উপর জলবর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ২০

বলবান্ অধিরথপুত্র কর্ণ বিকসিত পদ্মপুষ্পের ন্যায় বদনে হাস্য করিতে করিতে ভীমসেনকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ২১

কর্ণ বলিলেন,—ভীমসেন ! তোমার শত্রুরাও এরূপ কখনও ভাবনা করে নাই যে, তুমি যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে ; কিন্তু এই সময় অর্জুনের সহিত মিলিত হইবার জন্য কেন আমাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া যাইতেছ ? ২২

পাণ্ডবগণের আনন্দপ্রদ ভীমসেন ! তোমার এই কার্য কুন্তীদেবীর পুত্রের যোগ্য কার্য নহে। অতএব আমার সম্মুখে থাকিয়া আমার উপর বাণসমূহ বর্ষণ কর ॥ ২৩

কর্ণের দিক্ হইতে এইভাবে যুদ্ধের আহ্বান ভীমসেন সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অর্ধমণ্ডলগতিতে ঘুরিয়া আসিয়া সূতপুত্র কর্ণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ২৪

মহাযশস্বী ভীমসেন সর্ববিধ অস্ত্রচালনায় নিপুণ ছিলেন। তিনি কবচধারী ও দ্বৈরথ যুদ্ধের জন্য সচেষ্ট কর্ণের উপর সরলগামী বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

বিবিৎসু কলহস্যান্তং জিঘাংসুঃ কর্ণমন্তিকাৎ।
হত্বা তস্যানুগাংস্তূর্ণং তস্থুকামো মহাবলঃ ॥ ২৬
তস্মৈ ব্যসৃজদুগ্রাণি বিবিধানি পরন্তপঃ।
অমর্ষাৎ পাণ্ডবঃ ক্রুদ্ধঃ শরবর্ষাণি মারিষ ॥ ২৭
তস্য তানীষুবর্ষাণি নস্তরিক্ষমপাময়ন্।
সূতপুত্রোঽস্ত্রমায়াভিরস্ত্রসং পরমাস্ত্রবিৎ ॥ ২৮
স যথাবন্মহাবাহুর্বিক্রিয়া বৈ সুপূজিতঃ।
আচার্য্যবন্মহেষ্বাসঃ কর্ণঃ পর্য্যচরদ্ বলী ॥ ২৯
ঘূর্ণ্যমানং তু সংরম্ভাদ্ ভীমসেনং হসন্নিব।
অভ্যাপদ্যত কৌন্তেয়ঃ কর্ণো রাজন্ বৃকোদরম্ ॥ ৩০
তয়োরাসীত্ততঃ কৌন্তেয়ঃ কর্ণস্য সহ সৈনিকৈঃ।
ঘূর্ণ্যমানেষু বীরেষু পক্ষতৎসু চ সমন্ততঃ ॥ ৩১
তং ভীমসেনঃ সম্প্রাপ্তং বৎসদন্তৈঃ সুনাশুগৈঃ।
বিব্যাধ বলবান্ ক্রুদ্ধস্তোত্রৈরিব মহাদ্বিপম্ ॥ ৩২

পুনশ্চ সূতপুত্রং তু ধর্ষপুষ্টৈরশিলাশিতৈঃ।
সুমুক্তৈশ্চিত্রবর্ষাণং নিবিভেদ ত্রিসপ্ততিঃ ॥ ৩৩
কর্ণো বাহুসমৈর্বাণৈঃ সপ্তভিঃ সপ্তভিঃ শরৈঃ।
হয়ান্ বিব্যাধ ভীমস্য পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ ॥ ৩৪
ততো বাণময়ং জালং ভীমসেনময়ং প্রতি।
কর্ণেন বিহিতং রাজন্ নিমেষার্ধাদদৃশ্যত ॥ ৩৫
সরথঃ সধ্বজস্তত্র সমূঢ়ঃ পাণ্ডবস্তদা
প্রাচ্ছাদ্যত মহারাজ কর্ণচাপচ্যুতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩৬
তস্য কর্ণশ্চতুঃষষ্ট্যা বাণময়ং কবচং দৃঢ়ম্।
ক্রুদ্ধশ্চাপাহনৎ পার্থং নারাচৈরন্তকোপমৈঃ ॥ ৩৭
ততোঽচিন্ত্য মহাবাহুঃ কর্ণকার্মুকনিঃসৃতান্
দদাশ্লিষ্যন্ত্রাস্ত্রঃ সূতপুত্রং বৃকোদরঃ।
স কর্ণচাপপ্রভবানিষূন্নাশীবিষোপমান্
ছিত্ত্বা ভীমো মহারাজ ন জজ্ঞাব ক্ষতাং বলে ॥ ৩৮

কলহের শেষ করিবার বাসনায় মহাবল ভীমসেন কর্ণকে বধ করিতে অভিলাষী ছিলেন, সেইজন্য তিনি তাঁহাকে বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছিলেন। তিনি কর্ণকে এইরূপে আহত করিয়া তাঁহার অনুগামী যোদ্ধাগণকেও বধ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন ॥ ২৬

মাননীয় নরেশ! শত্রুনিধনকারী পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া অমর্ষবশতঃ কর্ণের উপর নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

উভয় অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ সূতপুত্র কর্ণ তাঁহার অস্ত্রসমূহের মায়ায় সমস্ত যুক্তিসমূহ শক্তিবিশিষ্ট ভীমসেনের সেই সব নিক্ষিপ্ত অস্ত্র গ্রাস করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৮

মহারাজ মহাধনুর্দ্ধর বলবান্ কর্ণ তাঁহার বিদ্যাদ্বারা দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় যথাযথভাবে পূজিত হইয়া রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

রাজন্! ক্রোধের সহিত যুদ্ধকারী কুন্তীপুত্র বৃকোদর ভীমসেনের নিকটে কর্ণ যেন হাস্য করিতে করিতেই যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩০

কুন্তীকুমার ভীমসেন যুদ্ধস্থলে কর্ণের সেই সঙ্গ করিতে পারিলেন না। সকলদিকে যুদ্ধরত সকল বীর সৈন্যের সাক্ষাতেই বলবান্ ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া সম্মুখে উপস্থিত কর্ণের বক্ষে বৃশ্চিকনামক বাণের দ্বারা সেইরূপ আঘাত করিলেন, যেরূপ দারুণ অঙ্কুশের দ্বারা গজরাজকে পীড়িত করিয়া থাকে ॥ ৩১-৩২

তাহার পর বিচিত্র কবচধারী সূতপুত্র কর্ণকে শিলাশাণিত, স্বর্ণপঙ্খযুক্ত এবং উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত একুশটি বাণে পুনরায় ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন ॥ ৩৩

অনন্তরিকে কর্ণ ভীমসেনের বর্মবর ভালে আচ্ছাদিত ও বায়ু-তুল্য বেগগামী অশ্বগণকে পাঁচটি পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৪

রাজন্! তদনন্তর অর্দ্ধনিমেষের মধ্যেই ভীমসেনের রথের উপর কর্ণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ যেন জালের ন্যায় আস্তৃত হইতে দেখা যাইল ॥ ৩৫

মহারাজ! সেখানে কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা সেই সময় রথ, ধ্বজ ও সারথিসহ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন আচ্ছাদিত হইয়া যাইলেন ॥ ৩৬

কর্ণ চৌষট্টিটি বাণের দ্বারা ভীমসেনের সুদৃঢ় কবচকে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। তারপর ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি মৃত্যুতুল্য বহু নারাচের দ্বারা কুন্তীকুমার ভীমসেনকে আঘাত করিলেন ॥ ৩৭

মহারাজ ভীমসেন কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সেই বাণসকলকে কোনরূপে গ্রাহ্য না করিয়াই অবিচলিতচিত্তে সূতপুত্র কর্ণের অতি নিকটে যাইয়া পড়িলেন যে, মনে হইতেছিল—তাঁহারা যেন পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ৩৮

মহারাজ! কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সেই বিষসদৃশ ভয়ঙ্কর বাণসমূহ নিজের শরীরে ধারণ করত ভীমসেন রণাঙ্গনে ব্যথিত হইলেন না ॥ ৩৯

ততো দ্বাত্রিংশতা ভল্লৈর্নিশিতৈস্তিগ্মতেজনৈঃ।
বিব্যাধ সমরে কর্ণং ভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪০
অথৈনং ত্বরয়ন্ কর্ণঃ শরৈর্ভূশমবাকিরৎ।
ভীমসেনং মহাবাহুং সৈন্ধবস্য বধৈষিণম্ ॥ ৪১
মৃদুপূর্বং তু রাধেয়ো ভীমমাজাবযোধয়ৎ।
ক্রোধপূর্বং তথা ভীমঃ পূর্বং বৈরমনুস্মরন্ ॥ ৪২
তং ভীমসেনো নামৃষ্যদবমানমমর্ষণঃ।
স তস্মৈ ব্যসৃজৎ তূর্ণং শরবর্ষমমিত্রহা ॥ ৪৩
তে শরাঃ প্রেষিতাস্তেন ভীমসেনেন সংযুগে।
নিপেতুঃ সর্বতো বীরে কৃষ্ণস্য ইব পক্ষিণঃ ॥ ৪৪
হেমপুঙ্খাঃ প্রসন্নাগ্রা ভীমসেনধনুশ্চ্যুতাঃ।
প্রাচ্ছাদয়ংস্তে রাধেয়ং শলভা ইব পাবকম্ ॥ ৪৫
কর্ণস্তু রথিনাং শ্রেষ্ঠশ্ছাদ্যমানঃ সমন্ততঃ।
রাজন্ ব্যসৃজতাশ্বাশু শরবর্ষাণি ভারত ॥ ৪৬

তাহার পর অত্যন্ত তেজস্বী ও নিশিত বত্রিশটি ভল্লের দ্বারা প্রতাপশালী ভীমসেন সমরাঙ্গণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪০

এদিকে কর্ণ ভীমসেনকে বধ করিতে অভিলাষী মহাবীর ভীমসেনের উপর অনায়াসেই তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪১

রাধানন্দন কর্ণ ত' ভীমসেনের উপর কোমলভাবে প্রহার করিতে করিতে যুদ্ধ করিতেছিলেন, কিন্তু ভীমসেন পূর্ব শত্রুতার কথা বারংবার স্মরণ করিতে থাকিয়া ক্রোধসহকারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৪২

শত্রুনাশকারী অমর্ষশীল ভীমসেন কর্ণের দ্বারা এই কপটতা-পূর্ণ যুদ্ধকে নিজের পক্ষে অপমানকর মনে করিয়া উহা সহ্য করিতে পারিলেন না। অতএব তিনিও অতি সত্বর তাহার উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৪৩

যুদ্ধস্থলে ভীমসেনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই সব বাণ ভূষণকারী পক্ষিগণের ন্যায় বীর কর্ণের উপর চারিদিক্ দিয়া পতিত হইতে লাগিল ॥ ৪৪

ভীমসেনের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত নির্মল কলাযুক্ত ও সুবর্ণময় পক্ষভূষিত সেই বাণসকল রাধানন্দন কর্ণকে সেইভাবে আবৃত করিয়া ফেলিল, যেরূপ পতঙ্গসকল অগ্নিকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে ॥ ৪৫

ভারত! রাজন্! এইভাবে সর্বদিক্ দিয়া বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণও ভীমসেনের উপর

তস্য তানস্তনিপ্রখ্যানিষূন্ সমরশোভিনঃ।
চিচ্ছেদ বহুভির্ভল্লৈরসম্প্রাপ্তান্ বৃকোদরঃ ॥ ৪৭
পুনশ্চ শরবর্ষেণ চ্ছাদয়ামাস ভারত।
কর্ণো বৈকর্তনো যুদ্ধে ভীমসেনমরিন্দমঃ ॥ ৪৮
তত্র ভারত ভীমং তু দৃষ্টবন্তঃ স্ম মানবাঃ।
সমাচিতস্তনুং সংখ্যে স্বাবিধ্যং শললৈরিব ॥ ৪৯
হেমপুঙ্খাঞ্জিলাধৌতান্ কর্ণচাপচ্যুতাঞ্ছরান্।
দধার সমরে বীরঃ স্বরশ্মীনিব রশ্মিবান্ ॥ ৫০
রুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গো ভীমসেনো ব্যরাজত।
সমৃদ্ধকুসুমাপীড়ো বসন্তেঽশোকবৃক্ষবৎ ॥ ৫১
তত্র তু ভীমো মহাবাহোঃ কর্ণস্য চরিতং রণে।
নামৃষ্যত মহাবাহুঃ ক্রোধাদুদ্বৃত্তলোচনঃ ॥ ৫২
স কর্ণং পঞ্চবিংশত্যা নারাচানাং সমার্পয়ৎ।
মহীধরমিব স্বেন্দ্রঃ গুরুপাতৈর্দিবৌকসঃ ॥ ৫৩

কিন্তু সমরাঙ্গণে শোভাধারী কর্ণের সেই বজ্রতুল্য বাণসমূহ ভীমসেন নিজের নিকটে আসিবার পূর্বেই যথাসংখ্যক ভল্লের দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৭

হে ভারত! শত্রুদমন সূর্যপুত্র কর্ণ যুদ্ধে পুনরায় বাণবর্ষণ করিয়া ভীমসেনকে আবৃত করিয়া দিলেন ॥ ৪৮

ভারত! সেই সময় যুদ্ধস্থলে বাণসমূহে ছিন্ন-ভিন্ন দেহ ভীমসেনকে সকল লোকে কণ্টকাকীর্ণ শেজাযুক্ত ন্যায় দেখিতে লাগিলেন ॥ ৪৯

বীর ভীমসেন কর্ণের ধনু হইতে মুক্ত ও শিলাধৌত সুবর্ণ পঙ্খভূষিত বাণসমূহ রণাঙ্গনে নিজের শরীরে সেইভাবে ধারণ করিলেন, যেরূপ অংশুমালী সূর্য বীর কিরণাবলিকে ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৫০

ভীমসেনের সর্ব শরীর রক্তাপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি বসন্ত ঋতুতে বিকসিত অধিক পুষ্পে পরিপূর্ণ অশোক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫১

মহাবাহু ভীমসেন রণাঙ্গনে বিশালবাহু কর্ণের এই চরিত্র সহ্য করিতে পারিলেন না। সেই সময় ক্রোধে তাঁহার চক্ষু ঘুরিতে লাগিল ॥ ৫২

তিনি কর্ণের উপর পঁচিশটি নারাচ ক্ষেপণ করিলেন। তিনি উহার দ্বারা বিদ্ধ হইয়া গুরুপাত বিষয়ক দর্শনে পরিবৃত শৈল-পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫৩

পুনরেব চ বিব্যাধ ষড়্ভিরষ্টাভিরেব চ।
মর্মস্বমরবিক্রান্তঃ সূতপুত্রং তনুত্যজম্ ॥ ৫৭
পুনরন্যেন বাণেন ভীমসেনঃ প্রতাপবান্।
চিচ্ছেদ কার্ষ্মুকং তূর্ণং কর্ণস্য প্রহসন্নিব ॥ ৫৪
জঘান চতুরশ্চাশ্বান্ সূতঞ্চ ত্বরিতঃ শরৈঃ।
নারাচৈরর্করশ্মাভৈঃ কর্ণং বিব্যাধ চোরসি ॥ ৫৬
তে হন্যমানাঃ সমরে কর্ণং নিত্যস্য পত্রিণঃ।
যথা জলধরং ছিত্বা দিবাকরমরীচয়ঃ ॥ ৫৭
স বৈরথ্যং মহৎ প্রাপ্য ছিন্নধন্বা পরাহতঃ।
তথা পুরুষমানী স প্রত্যপায়াদ্ রথান্তরম্ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি জয়দ্রথবধপর্ব্বণি কর্ণপরাজয়ে
একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৩১

দেবোপম পরাক্রমশালী ভীমসেন পুনরায় নিজের শরীরের ক্ষোভরূপ মায়া না করিয়াই সূতপুত্র কর্ণের মর্মস্থানে ছাটি ও আটটি বাণপ্রহার করিয়া বিদ্ধ করিলেন। ৫৫

ইহার পর হাস্য করিতে করিতে প্রতাপশালী ভীমসেন দ্বিতীয় বাণপ্রহার করিয়া অতিক্রান্ত কর্ণের ধনু কাটিয়া ফেলিলেন। ৫৫

তারপর শত্রুসংহারকারে বাণসমূহ প্রহার করিয়া তাঁহার সারথি ও চারিটি অশ্বকে বধ করিলেন। সেই সঙ্গে সূর্য্যকিরণ-সদৃশ তেজস্বী নারাচসমূহের দ্বারা কর্ণের বক্ষে আঘাত করিলেন।

যেরূপ সূর্য্যকিরণাবলি মেঘকে ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিসৃত হইয়া পড়ে, সেইরূপ ভীমসেনের বাণসমূহ কর্ণের শরীর ভেদ করিয়া অতিক্রান্ত হইয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৫৬-৫৭

যদিও কর্ণের বীর পুরুষত্বের অভিমান ছিল, তথাপি ভীমসেনের বাণসমূহে আহত এবং ধনু ছিন্ন হইয়া যাইলে রথহীন কর্ণ অত্যন্ত বিব্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং অপর রথে আরোহণ করিবার জন্য সেখান হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ৫৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্ব্বে কর্ণের পরাজয়বিষয়ক একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনস্য কর্ণস্য চ তুমুলং যুদ্ধম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
স্বয়ং শিষ্যো মহেন্দ্রস্য ভৃগূত্তমমবস্থিতঃ।
শিষ্যত্বং প্রাপ্তবান্ কর্ণস্তস্য তুল্যোঽস্ত্রবিত্তয়া ॥ ১
তদ্বিশিষ্টোঽপি বা কর্ণঃ শিষ্যঃ শিষ্যগুণৈর্যুতঃ।
কুন্তিপুত্রেণ ভীমেন নির্জিতঃ স তু লীলয়া ॥ ২
যস্মিন্ জয়াশা মহতী পুত্রাণাং মম সঞ্জয়।
তং ভীমান্ বিমুখং দৃষ্ট্বা কিন্নু দুর্য্যোধনোঽব্রবীৎ ॥ ৩
কথঞ্চ যুযুধে ভীমো বীর্য্যশ্লাঘী মহাবলঃ
কর্ণো বা সমরে তাত কিমকার্ষীৎ ততঃ পরম্ ॥
ভীমসেনং রণে দৃষ্ট্বা জ্বলন্তমিব পাবকম্ ॥ ৪

সঞ্জয় উবাচ।
রথমন্যং সমাস্থায় বিধিবৎ কল্পিতং পুনঃ।
অ-াচার্য্যং পাণ্ডবং কর্ণো রাজন্নভ্যদ্রবত্ত ত্বরান্বিতঃ ॥ ৫

দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ভীমসেন ও কর্ণের তুমুল যুদ্ধ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! ভৃগুবংশশিরোমণি মহর্ষি পরশুরাম সাক্ষাৎ ভগবান্ শঙ্করের শিষ্য এবং কর্ণ তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অস্ত্রবিদ্যায় তাঁহারই সমান সুযোগ্য হইয়াছে ॥ ১

অথবা শিষ্যোচিত সদ্গুণসমূহে সম্পন্ন পরশুরামের এই শিষ্য তাঁহা অপেক্ষাও অধিক জ্ঞানবান্, তথাপি কুন্তীকুমার ভীমসেন ক্রীড়াচ্ছলে অনায়াসেই তাহাকে পরাজিত করিল ॥ ২

সঞ্জয়! যাহার উপর আমার পুত্রগণের জয়লাভের আশা ছিল, তাহাকে ভীমসেনের নিকট পরাজিত হইয়া যুদ্ধবিমুখ হইতে দেখিয়া দুর্য্যোধন কি বলিল? ৩

তাত! বীর্য্য পরাক্রম শ্লাঘোদ্বিত মহাবল ভীমসেন কিরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল? অথবা কর্ণ রণাঙ্গনে ভীমসেনকে অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়া তাহার পর কি করিল? ৪

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! বায়ুবেগে উপরে উত্থিত মেঘের ন্যায় কর্ণ বিধি অনুসারে সজ্জিত অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক পুনরায় পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৫

ক্রুদ্ধমাদিরধিং দৃষ্ট্বা পুত্রাস্তব বিশাম্পতে।
ভীমসেনমমন্যন্ত বৈশ্বানরমুখে হুতম্॥ ৬
চাপশব্দং ততঃ কৃত্বা তলশব্দঞ্চ ভৈরবম্।
অভ্যাদ্রবত রাধেয়ো ভীমসেনরথং প্রতি॥ ৭
পুনরেব ততো রাজন্ ঘোর আসীৎ সমাগমঃ।
বৈকর্তনস্য শূরস্য ভীমস্য চ মহাত্মনঃ॥ ৮
সংরব্ধৌ হি মহাবাহু পরস্পর-বধৈষিণৌ।
অন্যোন্যমীক্ষাংচক্রাতে দহন্তাবিব লোচনৈঃ॥ ৯
ক্রোধরক্তেক্ষণৌ তীব্রৌ নিঃশ্বসন্তাবিবোরগৌ।
শূরাবন্যোন্যমাসাদ্য ততক্ষতুরবিন্দমৌ॥ ১০
ব্যাঘ্রাবিব সুসংরব্ধৌ শ্যেনাবিব চ শীঘ্রগৌ।
শরভাবিব সংক্রুদ্ধৌ যুযুধাতে পরস্পরম্॥ ১১
ততো ভীমঃ স্মরন্ ক্লেশানক্ষদ্যূতে বনেঽপি চ।
বিরাটনগরে চৈব দুঃখং প্রাপ্তমরিন্দমঃ॥ ১২
রাষ্ট্রাণাং ক্ষীতরত্নানাং হরণঞ্চ তবাত্মজৈঃ।
সততঞ্চ পরিক্লেশান্ সপুত্রেণ ময়া কৃতান্॥ ১৩
দগ্ধুমৈচ্ছচ্চ যঃ কৃষ্ণাং সপুত্রাং শমনাগসাম্।
কৃষ্ণায়াশ্চ পরিক্লেশং সভামধ্যে দুরাত্মভিঃ॥ ১৪
কেশপক্ষগ্রহং চৈব দুঃশাসনকৃতং তথা।
পরুষাণি চ বাক্যানি কর্ণেনোক্তানি ভারত॥ ১৫
পতিমন্যং পরীপ্সস্ব ন সন্তি পতয়স্তব।
পতিতা নরকে পার্থাঃ সর্বে বৃষ্ণিবিলোপমাঃ॥ ১৬
সমক্ষং তব কৌরব্য যদূচুঃ কৌরবাস্তদা।
দাসীভাবেন কৃষ্ণাঞ্চ ভোক্তুকামাঃ সুতাস্তব॥ ১৭
যচ্চাপি তান্ প্রব্রজতঃ কৃষ্ণাজিননিবাসিনঃ।
পরুষাণ্যুক্তবান্ কর্ণঃ সভায়াং সন্নিধৌ তব॥ ১৮
তূষ্ণীকৃত্য যথা পার্থাংস্তব পুত্রো ববন্ধ হ।
বিষমস্থান্ সমস্তো হি সংরব্ধো গতচেতনঃ॥ ১৯

প্রজানাথ! সেই অধিরথ-পুত্র কর্ণকে ক্রুদ্ধ হইতে দেখিয়া আপনার পুত্রগণ ইহাই মনে করিতে লাগিলেন যে, ভীমসেন এখন অগ্নিমুখে প্রদত্ত আহুতির ন্যায় নষ্ট হইয়া যাইবে॥ ৬

তদনন্তর ধনুর টঙ্কার এবং তলত্রাণের ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে রাধানন্দন-কর্ণ ভীমসেনের রথের দিকে ধাবিত হইলেন॥ ৭

রাজন্! বীরবর কর্ণ ও মহাত্মা ভীমসেন—এই দুই বীরের মধ্যে পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া গেল॥ ৮

পরস্পর পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া এই দুই মহাবাহু যোদ্ধা অত্যন্ত ক্রোধপ্রকাশ পূর্বক নিজ নিজ নেত্রের দ্বারা পরস্পরকে যেন দগ্ধ করিতে করিতেই পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন॥ ৯

তখন এই দুই বীরের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। উভয়ে বাসত্যাগকারী সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন। এই দুই শত্রুদমন বীর উদ্যতভাব অবলম্বন করত পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইয়া বাণসমূহের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন॥ ১০

ইহারা উভয়ে ব্যাঘ্রতুল্য অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া দুইটি বাজপাখীর ন্যায় পরস্পর অভিক্রম করিয়া-করিয়া করিতে লাগিলেন এবং দুইটি শরভের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ১১

পাশাখেলার সময় বনবাসকালে এবং বিরাটনগরে যে দুঃখ-লাভ করিতে হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করত; আপনার পুত্রগণ পাণ্ডবদের যে রাজ্য ও সমৃদ্ধশালী রত্নসমূহ অপহরণ করিয়াছিলেন, উহা চিন্তা করত; পুত্রগণসহ আপনি পাণ্ডবদিগকে যে নিরন্তর ক্লেশদান করিয়াছিলেন; তাহার অনুধ্যান করত; নিরপরাধ কুন্তীদেবী ও তাঁহার পুত্রগণকে যে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, সভার মধ্যে আপনার দুরাত্মা পুত্র যে দ্রৌপদীকে মহাকষ্ট দিয়াছিলেন, দুঃশাসন যে তাঁহার কেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাও! কর্ণ যে তাঁহাকে অনেক কঠোর বাক্য শুনাইয়াছিলেন, স্মরণ কর! এবং আপনার সম্মুখেই কৌরবগণ যে দ্রৌপদীকে বলিয়াছিলেন—"কৃষ্ণে! তুমি অন্য পতি বরণ কর, ইহারা আর এখন তোমার পতি নহে, কুন্তীর সকল পুত্রই এখন বৃষ্ণিদিগের ন্যায় নির্বীর্য হইয়া নরকে (দুঃখে) পতিত হইয়াছে"; মহারাজ! আপনার পুত্র যে দ্রৌপদীকে দাসী করিয়া উহাকে উপভোগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল এবং কৃষ্ণ মৃগচর্ম ধারণ করত বনের দিকে গমন করিবার সময় পাণ্ডবদের প্রতি সভায় আপনার নিকটে কর্ণ যে সমস্ত কটুবাক্য শুনাইয়াছিলেন, পাণ্ডবদিগকে তৃণের ন্যায় মনে করিয়া যে আপনার পুত্র দুর্যোধন আনন্দে লাফালাফি করিয়াছিলেন, নিজে সুখকর অবস্থাতে থাকিয়াও যে সেই মূর্খ দুর্যোধন সঙ্কটে পতিত পাণ্ডবদের প্রতি ক্রোধভাব দেখাইয়াছিলেন, এসমস্ত বিষয় এবং বাল্যকাল হইতে আজ পর্যন্ত আপনার নিকট হইতে প্রাপ্ত

বাল্যাৎ প্রভৃতি চারিত্রঃ স্বানি দুঃখানি চিন্তয়ন্।
নিরবিদ্যত ধর্মাত্মা জীবিতেন বৃকোদরঃ ॥ ২০
ততো বিস্ফার্য্য সুমহদ্ধেমপৃষ্ঠং চরাসদম্।
চাপং ভরতশার্দূলস্ত্যক্ত্বাত্মা কর্ণমভ্যয়াৎ ॥ ২১
স সায়কময়ৈর্জালৈর্ভীমঃ কর্ণরথং প্রতি।
তাম্রমন্থিঃ শিলাধৌতৈর্ভানোঃ প্রাচ্ছাদয়ৎ প্রভাম্ ॥ ২২
ততঃ প্রহস্যাধিরথির্ভূর্ণমস্ত্র শিলাশিতৈঃ।
ব্যধমদ্ ভীমসেনস্য শরজালানি পত্রিভিঃ ॥ ২৩
মহারথো মহাবাহুর্মহাবাণৈর্মহাবলঃ।
বিব্যাধাধিরথির্ভীমং নবভির্নিশিতৈস্তদা ॥ ২৪
স তোত্রৈরিব মাতঙ্গো বার্য্যমাণঃ পতত্রিভিঃ।
অভ্যধাবদসম্ভ্রান্তঃ সূতপুত্রং বৃকোদরঃ ॥ ২৫
তমাপতন্তং বেগেন রভসং পাণ্ডবর্ষভম্।
কর্ণঃ প্রত্যুদ্যযৌ যুদ্ধে মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্ ॥ ২৬

ততঃ প্রধ্মাপ্য জলজং ভেরীশতসমস্বনম্।
সঙ্কুভ্যত বলং হর্ষাদ্ভূত ইব সাগরঃ ॥ ২৭
তদ্দৃষ্ট্বা তং বলং দৃষ্ট্বা নাগাশ্বরথসঙ্কুলম্।
ভীমঃ কর্ণং সমাসাদ্য চ্ছাদয়ামাস সায়কৈঃ ॥ ২৮
অশ্বানুক্ষসমর্বাংশ্চ তাংস্তৈর্হরিতৈর্নরৈঃ।
ব্যামিশ্রয়দ্ রথে কর্ণঃ পাণ্ডবঃ ছাদয়ন্নরৈঃ ॥ ২৯
স্বকল্পনান্ হয়ান্ কর্ণৈর্মিশ্রান্ মাকতরংহসঃ।
নিরীক্ষ্য তব পুত্রাণাং হাহাকৃতমভূদ্ বলম্ ॥ ৩০
তে হয়া বহুশোভন্ত মিশ্রিতা বাতরংহসঃ।
সিতাসিতা মহারাজ যথা দ্যৌস্মি বলাহকাঃ ॥ ৩১
সংরম্ভৌ ক্রোধতাম্রাক্ষৌ প্রেক্ষ্য কর্ণ-বৃকোদরৌ।
সম্ভ্রান্তাঃ সমকম্পন্ত স্বনীকানাং মহারথাঃ ॥ ৩২
যমরাষ্ট্রোপমং ঘোরমাসীদায়োধনং তয়োঃ।
দুর্দর্শং ভরতশ্রেষ্ঠ প্রেতরাজপুরং যথা ॥ ৩৩

নিজের দুঃখের কথা স্মরণ করত লক্ষ্মণমন ও লক্ষ্মণমাতৃ দ্রৌপদীর জীবনে বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ১৯-২০

সেই সময় ভরতবংশের সেই সিংহতুল্য পরাক্রমশালী নিজ জীবনের মোহ ত্যাগ করিয়া সুবর্ণময় পৃষ্ঠভাগ সুশোভিত, দৃঢ় এবং বিশাল ধনুর টঙ্কারধ্বনি করিতে করিতে সেখানে কর্ণের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২১

কর্ণের রথের উপর ভীমসেন শিলাশোধিত নির্মল তেজস্বী বাণসমূহের জাল পাতিত করিয়া সূর্য্যের প্রভাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২২

তখন অধিরথপুত্র কর্ণ হাস্যসহকারে শিলাশাণিত ও পঙ্খযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা সেই বাণগুলিকে অতি সত্বর ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ২৩

মহারথী মহাবাহু মহাবল অধিরথনন্দন কর্ণ সেই সময় নয়টি তীক্ষ্ণ মহাবাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৪

যেরূপ মদমত্ত হস্তী অঙ্কুশের দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পঙ্খযুক্ত বাণসমূহে নিবারিত ভীমসেন অল্পও বিচলিত না হইয়া সূতপুত্র কর্ণের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৫

যেরূপ মদমত্ত হাতী অন্য এক মদমত্তের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে, পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ বেগশালী ভীমসেনকে সবেগে আক্রমণ করিতে দেখিয়া কর্ণও যুদ্ধস্থলে তাঁহার সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন ॥ ২৬

তদনন্তর কর্ণ হর্ষসহকারে শত শত ভেরীসদৃশ গম্ভীরধ্বনিকারী শঙ্খ বাদ্য করত তাহার শব্দে চারিদিক্ পূর্ণ করিয়া দিলেন। ইহাতে পাণ্ডব-সৈন্যদের মধ্যে বিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল ॥ ২৭

হস্তী, অশ্ব ও পদাতিসৈন্যে সংযুক্ত সেই সৈন্যবাহিনীকে বিক্ষুব্ধ হইতে দেখিয়া ভীমসেন কর্ণের নিকট গমন করত তাঁহাকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৮

সেই রণাঙ্গনে পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে স্বীয় বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিতে করিতে কর্ণ ভল্লুকসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণের স্বীয় অশ্বগণকে ভীমসেনের হংসতুল্য শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট উত্তম অশ্বগণের সহিত মিলিত করিয়া দিলেন ॥ ২৯

ভল্লুকতুল্য বর্ণবিশিষ্ট এবং বায়ুসদৃশ বেগশালী অশ্বগণকে শ্বেতবর্ণের অশ্বগণের সহিত মিলিত হইতে দেখিয়া আপনার পুত্রের সৈন্যদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল ॥ ৩০

মহারাজ! বায়ুতুল্য বেগবান্ সেই শ্বেতাশ্বগণ এবং কৃষ্ণাশ্বগণ পরস্পর মিলিত হইয়া আকাশে উত্থিত শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণের মেঘের ন্যায় অধিক শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩১

রোষাবিষ্ট হইয়া রক্তচক্ষু কর্ণ ও ভীমসেনকে দর্শন করিয়া আপনার মহারথী যোদ্ধারা ভীত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ৩২

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহাদের উভয়ের সংগ্রাম যমরাজের রাজ্যের

সমাজমিব তচ্ছিত্রং প্রেক্ষমাণা মহারথাঃ।
নালক্ষয়ন্ জয়ং ব্যক্তমেকস্যৈব মহারণে ॥ ৩৪
তয়োঃ প্রৈক্ষন্ত সম্মর্দং সন্নিকৃষ্টং মহাত্মনোঃ।
তব দুর্মন্ত্রিতে রাজন্ সপুত্রস্য বিশাম্পতে ॥ ৩৫
ছাদয়ন্তৌ হি শক্রাভাবেতোভৌ সায়কৈঃ শিতৈঃ।
শরজালাবৃতঃ ব্যোম চক্রাতেঽদ্ভুতবিক্রমৌ ॥ ৩৬
তাবন্যোন্যং জিঘাংসন্তৌ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্মহারথৌ।
প্রেক্ষণীয়তরাবাস্তাং বৃষ্টিমন্তাবিবাম্বুদৌ ॥ ৩৭
সুবর্ণবিকৃতান্ বাণান্ বিমুঞ্চন্তাবরিন্দমৌ।
ভাস্বরং ব্যোম চক্রাতে মহোল্কাভিরিব প্রভো ॥ ৩৮
তাভ্যাং মুক্তাঃ শরা রাজন্ গার্ধ্রপত্রাঙ্ককাশিরে।
হংসাঃ শরদি মত্তানাং সারসানামিবাম্বরে ॥ ৩৯
সংপতন্তং সুতপুত্রেণ দৃষ্ট্বা ভীমমরিন্দমম্।
অতিতারমমন্যেতাং ভীমে কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ৪০
তত্রাধিরথি-ভীমাভ্যাং শরৈর্মুক্তৈর্মুহুঃ হতাঃ।
ইষুপাতমতিক্রম্য পেতুরশ্বনরদ্বিপাঃ ॥ ৪১
পতদ্ভিঃ পতিতৈশ্চাস্ত্রৈর্গতাসুভিরনেকশঃ।
কৃতো রাজন্ মহারাজ পুত্রাণাং তে জনক্ষয়ঃ ॥ ৪২
মনুষ্যাশ্বগজানাঞ্চ শরীরৈর্গতজীবিতৈঃ।
ক্ষণেন ভূমিঃ সঞ্ছন্না সংবৃতা ভরতর্ষভ ॥ ৪৩
(আক্রীড়মিব রুদ্রস্য দক্ষযজ্ঞনিবর্হণে।)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি ভীমকর্ণযুদ্ধে
দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

জন্য অত্যন্ত ভয়ের হেতু এবং শত্রুরাজের নগরীতুল্য ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করা অতিশয় কঠিন ছিল ॥ ৩৩

সেই বিচিত্র সমাজকে দেখিতে থাকিয়া মহারথী বীরগণ সেই মহাসময়ে নিশ্চয়ই ইহাদের উভয়ের মধ্যে কোন একজনের জয়লাভ হইতে দেখিলেন না ॥ ৩৪

রাজন্! প্রভানাথ! পুত্রগণ সহ আপনার দুষ্টমন্ত্রণার ফলস্বরূপ মহারথী ভীমসেন ও কর্ণের অত্যন্ত নিকট হইতে দূর সমস্ত সকলেই দেখিতে লাগিল ॥ ৩৫

এই দুই অদ্ভুত পরাক্রমী শত্রুহন্তা বীর পরস্পর পরস্পরকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিতে থাকিয়া আকাশকে বাণসমূহে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৬

তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বধ করিবার বাসনাকারী এই দুই মহারথী বীর বর্ষণরত মেঘযুগলের ন্যায় অত্যন্ত দর্শনীয় হইলেন ॥ ৩৭

প্রভো! এই দুই শত্রুহন্তা বীর সুবর্ণনির্মিত বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে আকাশকে সেইরূপে প্রকাশমান করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ বড় বড় উল্কাসমূহ পতিত হইতে থাকিলে আকাশ প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৩৮

রাজন্! এই উভয়ের নিক্ষিপ্ত সুবর্ণখচিত বাণসকল শরৎকালে আকাশে উড্ডীন মত্ত সারস পক্ষিগণের ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥ ৩৯

শত্রুদমন ভীমসেনকে সূতপুত্র কর্ণের সহিত রণে অতিশয় আসক্ত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ভীমসেনের উপর গুরুভার পড়িয়াছে বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

সেই রণাঙ্গনে কর্ণ ও ভীমসেনের নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া অশ্ব, মনুষ্য ও হস্তী-সৈন্যগণ বাণপাতের স্থান অতিক্রম করত তাহা হইতে দূর যাইয়া পতিত হইতে লাগিল ॥ ৪১

রাজন্! মহারাজ! কিছু সৈন্য পতিত হইতেছিল, কিছু পতিত হইয়াছিল এবং অপর বহু যোদ্ধা প্রাণমুক্ত হইয়াছিল; এই সব কারণবশতঃ আপনার পুত্রদের সৈন্যমধ্যে অত্যন্ত বেশী লোকক্ষয় হইল ॥ ৪২

ভরতশ্রেষ্ঠ! মনুষ্য, অশ্ব এবং হস্তীদিগকে নিষ্প্রাণ দেহসমূহে সেখানকার রণভূমি ক্ষণকালের মধ্যেই আবৃত হইয়া যাইল এবং দক্ষযজ্ঞের সংহারকালে রুদ্রের ক্রীড়াভূমির ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৪৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে ভীমসেন ও কর্ণের যুদ্ধবিষয়ক দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণেন সহ ভীমসেনস্য যুদ্ধম্, কর্ণস্য সারথিসহিতরথস্য বিনাশঃ, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রস্য দুর্মুখস্য বধশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অত্যদ্ভুতমহং মন্যে ভীমসেনস্য বিক্রমম্।
যং কর্ণং যোধয়ামাস সমরে লঘুবিক্রমম্॥ ১

ত্রিদশানপি বা যুদ্ধান্ সর্বশস্ত্রধরান্ যুধি।
বারয়েদ্ যো রণে কর্ণঃ সযক্ষাসুরমানুষান্॥ ২

স কথং পাণ্ডবং যুদ্ধে রাজমানমিব শ্রিয়া।
নাভরৎ সংযুগে পার্থং তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়॥ ৩

কথঞ্চ যুদ্ধং সম্ভূতং তয়োঃ প্রাণদুরোদরে।
অত্র মন্যে সমাবন্তো জয়ো বাজয় এব চ॥ ৪

কর্ণং প্রাপ্য রণে সূত মম পুত্রঃ সুযোধনঃ।
জেতুমুৎসহতে পার্থান্ সগোবিন্দান্ সসাত্যকীন্॥ ৫

শ্রুত্বা তু নিজিতং কর্ণমসকৃৎ ভীমকর্মণা।
ভীমসেনেন সমরে মোহ আবিশতীব মাম্॥ ৬

বিনষ্টান্ কৌরবান্ মন্যে মম পুত্রস্য দুর্নয়ৈঃ।
ন হি কর্ণো মহেষ্বাসান্ পার্থান্ হেস্যতি সঞ্জয়॥ ৭

কৃতবান্ যানি যুদ্ধানি কর্ণঃ পাণ্ডুসুতৈঃ সহ।
সর্বত্র পাণ্ডবাঃ কর্ণমজয়ন্ত রণাজিরে॥ ৮

অজেয়াঃ পাণ্ডবাস্তাত দেবৈরপি সবাসবৈঃ।
ন চ তদ্ বুধ্যতে মন্দঃ পুত্রো দুর্যোধনো মম॥ ৯

ধনং ধনেশ্বরস্যেব হৃত্বা পার্থস্য যে সুতঃ।
মধুপ্রলম্বুরিবাবুধ্যঃ প্রপাতং নাববুধ্যতে॥ ১০

নিকৃত্যা নিকৃতিপ্রজ্ঞো রাজ্যং হৃত্বা মহাত্মনাম্।
জিতমিত্যেব মন্যানঃ পাণ্ডবানবমন্যতে॥ ১১

পুত্রস্নেহাভিভূতেন ময়া চাপাকৃতাত্মনা।
ধর্মে স্থিত্বা মহাত্মানো নিকৃতাঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ॥ ১২

শমকামঃ সদোদর্যো দীর্ঘপ্রেক্ষী যুধিষ্ঠিরঃ।
অশক্ত ইতি মত্বা তু মম পুত্রৈর্নিরাকৃতঃ॥ ১৩

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[কর্ণের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ, কর্ণের সারথিসহ রথ বিনাশ এবং ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্মুখ বধ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, সঞ্জয়! আমি ভীমসেনের পরাক্রমকে অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়াই মনে করি যে, সে রণাঙ্গনে শীঘ্রতা সহকারে পরাক্রমপ্রকাশকারী কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। ১

সঞ্জয়! যে কর্ণ রণাঙ্গনে যুদ্ধের জন্য সমস্ত অস্ত্রধারিকে ধারণ করিয়া সুসজ্জিত দেবতা, যক্ষ, অসুর ও মনুষ্যগণকেও নিবারণ করিতে সমর্থ, সেই কর্ণ যুদ্ধে অস্ত্র-লক্ষ্মী সুশোভিত পাণ্ডুনন্দন কুন্তীকুমার ভীমসেনকে কেন সংহার করিতে পারিল না? ইহার কারণ আমাকে বল। ২-৩

ইহারা উভয়ে প্রাণের মায়া রাখিয়া কিরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল? আমি মনে করিতেছি যে, এখানেই উভয় পক্ষের জয় অথবা পরাজয় নির্দিষ্ট আছে। ৪

সূত! রণাঙ্গনে কর্ণকে পাইয়া আমার পুত্র দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি প্রভৃতি যাদবগণসহ সমস্ত কুন্তীকুমারদিগকে জয় করিবার উৎসাহ পোষণ করিয়া থাকে। ৫

সমরাঙ্গনে ভয়ঙ্কর কর্মকারী ভীমসেন কর্তৃক সমরে কর্ণের বারংবার পরাজিত হইবার সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমার মনে যেন মোহের আবেশ হইতেছে। ৬

আমার পুত্রগণের দুর্নীতির জন্য আমি সমস্ত কৌরবদিগকে নষ্ট বলিয়াই মনে করিতেছি। সঞ্জয়! কর্ণ কখনই মহাধনুর্ধর কুন্তীকুমারদিগকে বধ করিতে পারিবে না। ৭

কর্ণপাণ্ডুপুত্রগণের সহিত যত যুদ্ধ করিয়াছে, সেই সব যুদ্ধে পাণ্ডবগণই কর্ণকে প্রতিবার জয় করিয়াছে। ৮

তাত! ইন্দ্রাদি দেবগণের পক্ষেও পাণ্ডবদিগকে জয়লাভ করা অসম্ভব; কিন্তু আমার দুর্মতি পুত্র দুর্যোধন এই কথা বুঝিতে পারিতেছে না। ৯

আমার পুত্র ধনেশ্বরসদৃশ কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠিরের ধন অপহরণ করিয়া অন্যায় স্থান হইতে মধু লাভ করিতে অভিলাষী মূর্খ মানুষের ন্যায় পতনের ভয়কে বুঝিতে পারিতেছে না। ১০

সে ছল-কপটতা জানে, সেইজন্য ছলের দ্বারাই সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণের রাজ্য অপহরণ করিয়া তাহাকে জয় করিয়াছি মনে করত পাণ্ডবগণকে অপমান করিতেছে। ১১

অকৃতাত্মা আমিই পুত্রস্নেহের বশীভূত হইয়া ধর্মে অবস্থিত মহাত্মা পাণ্ডবদিগকে প্রতারণা করিয়াছি। ১২

ভ্রাতৃবৎসল যুধিষ্ঠির শীঘ্র ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত সন্ধির অভিলাষ

তানি দুঃখান্যনেকানি বিপ্রকারাংশ্চ সর্বশঃ।
স্মৃত্বা কৃষ্ণা মহাবাহুর্ভীমোঽযুধ্যত সূতজম্॥ ১৪

তন্মাস্মে সঞ্জয় ব্রূহি কর্ণ-ভীমৌ যথা রণে।
অযুধ্যেতাং যুধি শ্রেষ্ঠৌ পরস্পরবধৈষিণৌ॥ ১৫

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ যথাবৃত্তং সংগ্রামং কর্ণ-ভীময়োঃ।
পরস্পরবধপ্রেপ্সোর্ঘনয়ুদ্ধরয়োরিব॥ ১৬

রাজন্ বৈকর্তনো ভীমং ক্রুদ্ধঃ ক্রুদ্ধমরিন্দমম্।
পরাক্রান্তং পরাক্রম্য বিব্যাধ ত্রিংশতা শরৈঃ॥ ১৭

মহাবেগৈঃ প্রসন্নাগ্রৈঃ শাতকুম্ভৈঃ পরিষ্কৃতৈঃ।
অহনদ্ ভরতশ্রেষ্ঠ ভীমং বৈকর্তনঃ শরৈঃ॥ ১৮

তস্যান্তরো ধনুর্ভীমশ্চকর্ত নিশিতৈস্ত্রিভিঃ।
রথনীড়াচ্চ যন্ত্রারং ভল্লেনাপাতয়ৎ ক্ষিতৌ॥ ১৯

স কাঞ্চন্ ভীমসেনস্য বধং বৈকর্তনো ভৃশম্।
শক্তিং বসুবৈদূর্যচিত্রদণ্ডাং পরামৃশৎ॥ ২০

প্রগৃহ্য চ মহাশক্তিং কালশক্তিমিবাপরাম্।
সমুৎক্ষিপ্য চ রাধেয়ঃ সন্ধায় চ মহাবলঃ॥ ২১

চিক্ষেপ ভীমসেনায় জীবিতান্তকরীমিব।
শক্তিং বিসৃজ্য রাধেয়ঃ পুরন্দর ইবাশনিম্॥ ২২

ননাদ সুমহানাদং বলবান্ সূতনন্দনঃ।
তঞ্চ নাদং ততঃ শ্রুত্বা পুত্রাস্তে হৃষিতাভবন্॥ ২৩

তাং কর্ণভুজনির্মুক্তামর্কবৈশ্বানরপ্রভাম্।
শক্তিং বিয়তি চিচ্ছেদ ভীমঃ সপ্তভিরাশুগৈঃ॥ ২৪

ছিত্ত্বা শক্তিং ততো ভীমো নির্মুক্তোরগসন্নিভাম্।
মার্গমাণ ইব প্রাণান্ সূতপুত্রস্য মারিষ॥ ২৫

প্রাহিণোৎ কৃতসংরম্ভঃ শরান্ বহ্নিবাসসঃ।
কর্ণপুঙ্খান্ শিলাধৌতান্ যমদণ্ডোপমান্ যুধে॥ ২৬

কর্ণোঽপ্যাশু ধনুর্মুক্ত্বা হেমপৃষ্ঠং দুরাসদম্।
বিকৃষ্য তন্মহচ্চাপং ব্যসৃজৎ সায়কান্তদা॥ ২৭

করিতে ছিল, কিন্তু আবার পুত্রগণ তাহাকে অনবরত বলে করিয়া তাহার কথাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ১৩

সেই অনেক প্রকার দুঃখ ও সর্বপ্রকার অপকারের কথা মনে করিয়া মহাবাহু ভীমসেন সূতপুত্র কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে॥ ১৪

সঞ্জয়! অতএব পরস্পর পরস্পরকে বধ করিতে অভিলাষী যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বীর কর্ণ ও ভীমসেন সমরাঙ্গণে যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছে, তৎসমস্তই তুমি আমাকে বল॥ ১৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কর্ণ ও ভীমসেনের যুদ্ধের যথাযথ বৃত্তান্ত আপনি শ্রবণ করুন। ইহারা উভয়ে বনচারীর ন্যায় পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন॥ ১৬

রাজন্! ক্রুদ্ধ সূর্যপুত্র কর্ণ ক্রুদ্ধ শত্রুদমন ভীমসেনকে তীব্র বল-পরাক্রমের পরিচয় দিতে থাকিয়া ত্রিশটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন॥ ১৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! কর্ণ নির্মল অগ্রভাগযুক্ত ও সুবর্ণখচিত মহাবলশালী বাণসমূহের দ্বারা ভীমসেনকে আহত করিয়া ফেলিলেন॥ ১৮

এইরূপে বাণ নিক্ষেপকারী কর্ণের ধনুটিকে ভীমসেন তিনটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা কাটিয়া দিলেন এবং একটি ভল্লের প্রহার করিয়া তাঁহার সারথিকে রথের আসন হইতে ভূতলে পাতিত করিলেন॥ ১৯

তখন ভীমসেনকে বধ করিতে অভিলাষী হইয়া কর্ণ সত্বর হাতে একটি শক্তি গ্রহণ করিলেন, যাহার দণ্ড সুবর্ণময় ও বৈদূর্যমণি মণ্ডিত থাকায় যাহাতে বিচিত্র রূপে দেখা যাইতে ছিল॥ ২০

এই মহাশক্তি সেই সময় দ্বিতীয় কালশক্তির ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল। মহাবল রাধাপুত্র কর্ণ প্রাণান্তকর সেই শক্তিকে লইয়া উপরে উত্তোলিত করিলেন এবং উহা ঘুরাইয়া রাখিয়া ভীমসেনের উপর নিক্ষেপ করিলেন॥

ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় সেই শক্তিকে নিক্ষেপ করিয়া বলবান্ সূতনন্দন কর্ণ ভীষণস্বরে গর্জন করিয়া উঠিলেন। সেই সময় এই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া আপনার পুত্রগণ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন॥ ২১-২৩

কর্ণের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া আকাশে সূর্য ও অগ্নিসদৃশ প্রভাযুক্তা সেই শক্তিকে ভীমসেন আকাশেই সাত বাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন॥ ২৪

মাননীয় মহাশয়! মোক্ষণমুক্ত সর্পীসদৃশ সেই শক্তিকে খণ্ড খণ্ড করত ভীমসেন পুনরায় রোষাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধস্থলে সূতপুত্র কর্ণের প্রাণকে অন্বেষণ করিতে করিতে শিলাধৌত, যমদণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর, বহুসংখ্য ও সুবর্ণপঙ্খবিভূষিত বহু বাণ তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন॥ ২৫-২৬

তখন কর্ণও সুবর্ণময় পৃষ্ঠভাগযুক্ত দৃঢ় ও বিশাল অপর একটি

তান্ পাণ্ডুপুত্রশ্ছিত্ত্বেষু নবভির্নতপর্বভিঃ।
বসুষেণেন নির্মুক্তান্ নব রাজন্ মহাশরান্ ॥ ২৮
ছিত্ত্বা ভীমো মহারাজ নাদং সিংহ ইবানদৎ।
তৌ বৃষাবিব নর্দন্তৌ বলিনৌ বাসিতান্তরে ॥ ২৯
শার্দূলাবিব চান্যোন্যমামিষার্থেষভ্যগর্জতাম্।
অন্যোন্যং প্রতিহীর্ষন্তাবন্যোন্যস্যান্তরৈষিণৌ ॥ ৩০
অন্যোন্যমভিবীক্ষন্তৌ গোষ্ঠেষিব মহর্ষভৌ।
মহাগজাবিবাসাদ্য বিষাণাগ্রৈঃ পরস্পরম্ ॥ ৩১
শরৈঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈরন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ।
নির্দহন্তৌ মহারাজ শস্ত্রবৃষ্ট্যা পরস্পরম্ ॥ ৩২
অন্যোন্যমভিবীক্ষন্তৌ কোপাদ্ বিবৃতলোচনৌ।
প্রহসন্তৌ তথান্যোন্যং তর্জয়ন্তৌ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩৩
শঙ্খশব্দঞ্চ কুর্বাণৌ যুযুধাতে পরস্পরম্।
তত্র ভীমঃ পুনশ্চাপং মুষ্টৌ চিচ্ছেদ মারিষ ॥ ৩৪

শঙ্খবর্ণাংশ্চ তানশ্বান্ বাণৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্।
সারথিঞ্চ তথাপাস্য রথনীড়াদপাহরৎ ॥ ৩৫
ততো বৈকর্তনঃ কর্ণশ্চিন্তয়াং প্রাপ দুরত্যয়াম্।
স চ্ছাদ্যমানঃ সমরে ভ্রাতৃভো ভৃতসারথিঃ ॥ ৩৬
মোহিতঃ শরজালেন কর্তব্যং নাভ্যপদ্যত।
তথা কৃচ্ছ্রগতং দৃষ্ট্বা কর্ণং দুর্যোধনো নৃপঃ ॥ ৩৭
প্রেষয়ন্ ইব ক্রোধাদ্ ব্যাদিদেশাথ দুর্মুখম্।
গচ্ছ দুর্মুখ রাধেয়ং পুরো গ্রসতি পাণ্ডবঃ ॥ ৩৮
জহি ত্বমরকং ক্ষিপ্রং কর্ণস্য বলনাশনম্।
এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা তস্য পুত্রঃ ত্বরান্বিতঃ ॥ ৩৯
অভ্যদ্রবদ্ ভীমসেনং ব্যাসৃজৎ বিবিধাঃ শরৈঃ।
স ভীমং নবভির্বাণৈরপ্যবিধ্যদ্ বিরার্পণে ॥ ৪০
ষড়্ভিঃ সূতং ত্রিভিঃ কেতুং পুনস্তং চাপি সপ্তভিঃ।
ভীমসেনোঽপি সাক্রুদ্ধঃ সাশ্ববন্ধারমাশুগৈঃ ॥ ৪১

বন্ধু হাতে লইয়া আকর্ণন করত বাণসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

রাজন্! বসুষেণকর্তৃক (কর্ণকর্তৃক) নিক্ষিপ্ত নয়টি বিশাল বাণকে পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন আনতপর্বযুক্ত নয়টি বাণে ছেদন করিলেন ॥ ২৮

মহারাজ! ভীমসেন কর্ণের বাণসমূহকে ছেদন করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। এই দুই বলবান্ বীর কখনও ভোজ্য বস্তু যুদ্ধপরায়ণ দুইটি বৃষের ন্যায় গর্জন করিতে ও কখনও মাংসের জন্য পরস্পর সংগ্রামরত দুইটি সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন।

গো-শালায় তৃণনিমগ্ন দুইটি বৃহৎ বৃষের ন্যায় ইহারা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে করিতে পরস্পরের দিকে বক্রদৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন।

যেরূপ দুইটি বিশাল গজরাজ নিজ দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হয়, সেইরূপ কর্ণ ও ভীমসেন নিজ নিজ ধনুকে পূর্ণরূপে আকর্ণন করিয়া নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! ইহারা অনুরূপ বধ করিয়া পরস্পরকে বধ করিতে, ক্রোধে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে, কখনও বারংবার পরস্পরকে তর্জনা করিতে থাকিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে যুদ্ধ করিতেছিলেন।

আর্য! ভীমসেন পুনরায় কর্ণের ধনুর মুষ্টিস্থান কাটিয়া দিলেন, শঙ্খতুল্য শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট তাঁহার অশ্বগুলিকেও বাণসমূহের দ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহার সারথিকে বধ করিয়া রথের আসন হইতে ভূপাতিত করিলেন। ২৯-৩৫

অশ্ব ও সারথি নিহত হইলে পর শরজালে মোহিত হইয়া আচ্ছাদিত সূর্যপুত্র কর্ণ দুস্তর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন ॥ ৩৬

বাণসমূহে মোহিত হইয়া পড়ায় তাঁহার এই বোধ ছিল না যে, তিনি এখন কি করিবেন। কর্ণকে এইরূপে সঙ্কটে পতিত হইতে দেখিয়া রাজা দুর্যোধন যেন ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন এবং দুর্মুখকে আদেশ দিয়া বলিলেন,—দুর্মুখ! যাও। রাধানন্দন কর্ণকে পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন আমাদের সম্মুখেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছে। তুমি কর্ণের বলবৃদ্ধি করিয়া শত্রুহীন মনুষ্যকের ন্যায় ভীমসেনকে বধ কর।

এরূপ আদেশ পাইয়া আপনার পুত্র দুর্মুখ দুর্যোধনকে 'তাহাই হউক' বলিয়া আপনার অপর পুত্র দুর্জয় যুদ্ধে আসক্ত ভীমসেনের উপর বাণবর্ষণ করিতে করিতে আক্রমণ করিলেন।

এই সময় তিনি নয়টি বাণে ভীমসেনকে, আটটি বাণে তাঁহার অশ্বদিগকে এবং ছয় বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। পুনরায় তিনটি বাণের দ্বারা তাঁহার ধ্বজের উপর আঘাত করিয়া তাঁহাদেরও পুনরায় সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন।

দুর্জয়ং ভিন্নমর্মাণমনয়দ্ যমসাদনম্।
স্বলঙ্কৃতঃ ক্ষিতৌ ক্ষুণ্ণঃ চেষ্টমানং ঘথোরগম্ ॥ ৪২
কৃপস্তার্ষ্টিষেণশ্চ সুতং কর্ণস্যচক্রে প্রদক্ষিণম্।
স তু তং বিরথং কৃত্বা শস্ত্রৈস্তাভ্যাং বৈরিণম্ ॥ ৪৩
সমাচিনোদ্ বাণগণৈঃ শতশ্চীভিশ্চ শত্রুভিঃ।

তথাপ্যতিরথঃ কর্ণো ভিদ্যমানোঽস্য সায়কৈঃ ॥ ৪৪
ন জহৌ সমরে ভীমং ক্রুদ্ধরূপং পরন্তপঃ ॥ ৪৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি কর্ণভীম-যুদ্ধে
ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৩

তখন ভীমসেন অত্যন্ত কুপিত হইয়া তীব্র শীঘ্রগামী বাণসমূহের দ্বারা দুর্জয়ের মর্মস্থল বিদীর্ণ করত তাঁহার সারথি ও অশ্বগণ সহ তাঁহাকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন।

উত্তমরূপে অলঙ্কারে অলঙ্কৃত দুর্জয় তীব্র ক্ষত-বিক্ষত দেহে ধরাতলে পতিত হইয়া আঘাতপ্রাপ্ত সর্পের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। সেই সময় কৃপ ও কর্ণ শোকার্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে আপনার পুত্রকে প্রদক্ষিণ করিলেন।

এই ভাবে নিজের ঘোর শত্রু কর্ণকে রথহীন করিয়া বিরথ হাস্ত করিতে করিতে ভীমসেন তাঁহাকে বাণসমূহ, শতঘ্নীসকল এবং বহু শত্রুদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।

ভীমসেনের বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইতে থাকিলেও শত্রু-তাপন অতিরথী বীর কর্ণ সমরাঙ্গণে কুপিত ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন না ॥ ৪১-৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে কর্ণ ও ভীমসেনের যুদ্ধবিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণ-ভীমসেনয়োর্যুদ্ধম্, ধৃতরাষ্ট্রপুত্র-দুর্মুখস্য সংহারঃ, কর্ণস্য পলায়নঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

এবমা বিরথঃ কর্ণঃ পুনর্ভীমেন নির্জিতঃ।
রথমন্যং সমাস্থায় পুনর্বিব্যাধ পাণ্ডবম্ ॥ ১
মহাগজাবিবাসাদ্য বিষাণাগ্রৈঃ পরস্পরম্।
শরৈঃ পূর্ণায়তোঽস্যন্তৌ রন্ধ্রান্বেষণতৎপরৌ ॥ ২
অথ কর্ণঃ শরব্রাতৈর্ভীমসেনং সমার্পয়ৎ।
ননাদ চ মহানাদং পুনর্বিব্যাধ চোরসি ॥ ৩

তং ভীমো দশভির্বাণৈঃ প্রত্যবিধ্যদজিহ্মগৈঃ।
পুনর্বিব্যাধ সপ্তত্যা শরাণাং নতপর্বণাম্ ॥ ৪
কর্ণঃ তু নবভির্ভীমো ভিত্ত্বা রাজন্ ভুজান্তরে।
ধ্বজমেকেন বিব্যাধ সায়কেন শিতেন হ ॥ ৫
সায়কানাং ততঃ পার্থস্ত্রিষষ্ট্যা প্রত্যবিধ্যত।
তোত্রৈরিব মহানাগং কশাভিরিব বাজিনম্ ॥ ৬

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ভীমসেন ও কর্ণের যুদ্ধ, ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্মুখের মৃত্যু এবং কর্ণের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সর্বপ্রকারে রথহীন এবং ভীমসেন কর্তৃক পুনরায় পরাজিত হইয়া কর্ণ অপর রথে আরোহণ করিয়া পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে আবার বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১

যেরূপ দুইটি বিশাল গজরাজ নিজ নিজ দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা পরস্পর যুদ্ধে নিরত হইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ণ ও ভীমসেন নিজ নিজ ধনু পূর্ণরূপে আকর্ণন করিয়া বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ২

তদনন্তর কর্ণ নিজ বাণসমূহে ভীমসেনকে আহত করিয়া ফেলিলেন। এই সময় তিনি ভীষণরূপ গর্জন করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় ভীমসেনের বক্ষস্থলে বাণবিদ্ধ করিলেন ॥ ৩

তখন ভীমসেন নতপর্বযুক্ত দশটি বাণে কর্ণকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া পুনরায় আনতপর্বযুক্ত সত্তরটি বাণের দ্বারা পুনরায় কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪

রাজন্! ভীমসেন কর্ণের বক্ষ নব্বইটি বাণের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া একটি তীক্ষ্ণবাণে তাঁহার ধ্বজটিকে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৫

তদনন্তর যেরূপ বিশাল গজরাজকে অঙ্কুশের এবং অশ্বকে কশার দ্বারা তাড়না করা হয়, সেইরূপ কুদ্ধ ভীমসেন তেষট্টিটি বাণের দ্বারা কর্ণকে আঘাত করিলেন ॥ ৬

সোঽতিবিদ্ধো মহারাজ পাণ্ডবেন যশস্বিনা।
স্রুক্কিণী লেলিহন্ বীরঃ ক্রোধরক্তান্তলোচনঃ ॥৭
ততঃ শরং মহারাজ সর্বকায়াবদারণম্।
প্রাহিণোদ্ ভীমসেনায় বলায়েন্দ্র ইবাশনিম্ ॥ ৮
স নির্ভিন্ন রণে পার্থং সূতপুত্রধনুশ্চ্যুতঃ।
অগচ্ছদ্ ধারয়ন্ ভূমিং চিত্রপুঙ্খঃ শিলীমুখঃ ॥ ৯
ততো ভীমো মহাবাহুঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
বজ্রকল্পাং চতুর্ভিক্ষুং গুর্বীং কর্ণায় চাসগাম্ ॥ ১০
প্রাহিণোৎ সূতপুত্রায় বড়্গ্রাবনিচারয়ন্।
তয়া জঘানাধিরথেঃ সদশ্বান্ সাধুবাহিনঃ ॥ ১১
গদয়া ভারতঃ ক্রুদ্ধো বজ্রেণেন্দ্র ইবাসুরান্।
ততো ভীমো মহাবাহুঃ ক্ষুরাভ্যাং ভরতর্ষভ ॥ ১২
ধ্বজমাধিরথেশ্ছিত্ত্বা সূতমশ্বাংশ্চ সায়কৈঃ।
হতাশ্বস্য সমুৎসৃজ্য সরথং পতিতধ্বজম্ ॥ ১৩
বিস্ফারয়ন্ ধনুঃ কর্ণস্তস্থৌ ভারত দুর্মনাঃ।
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম রাধেয়স্য পরাক্রমম্ ॥ ১৪
বিরথো রথিনাং শ্রেষ্ঠো ব্যরুজামাস বৈ রিপূন্।
বিরথং তং নরশ্রেষ্ঠং দৃষ্ট্বাসিরথিমাহবে ॥ ১৫
দুর্যোধনস্ততো রাজন্নভ্যধাবত দুর্মুখম্।
এষ দুর্মুখ রাধেয়ো ভীমেন বিরথীকৃতঃ ॥ ১৬
তং রথেন নরশ্রেষ্ঠং সম্পাদয় মহারথম্।
ততো দুর্যোধনবচঃ শ্রুত্বা ভারত দুর্মুখঃ ॥
ত্বরমাণোঽভ্যযাৎ কর্ণং ভীমং চাবারয়চ্ছরৈঃ।
দুর্মুখং প্রেক্ষ্য সংগ্রামে সূতপুত্রপরাজয়ম্ ॥ ১৮
বায়ুপুত্রঃ প্রহৃষ্টোঽভূৎ স্রুক্কিণী পরিসংলিহন্।
ততঃ কর্ণং মহারাজ বারয়িত্বা শিলীমুখৈঃ ॥ ১৯
দুর্মুখায় রথং তূর্ণং প্রেষয়ামাস পাণ্ডবঃ।
তস্মিন্ ক্ষণে মহারাজ নবভির্নতপর্বভিঃ ॥ ২০

মহারাজ! যশস্বী পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন কর্তৃক আহত হইয়া বীর-কর্ণ ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত বীর দুই ওষ্ঠপ্রান্ত চাটিতে লাগিলেন ॥ ৭

অনন্তর যেরূপ ইন্দ্র বলাসুরের উপর বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি ভীমসেনের উপর সমস্ত শরীরকে বিদীর্ণকারী বাণপ্রহার করিলেন ॥ ৮

রণাঙ্গনে সূতপুত্র কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া এই বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট বাণ ভীমসেনকে বিদীর্ণ করিয়া পৃথিবীকে বিদারিত করত তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৯

তখন ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া মহাবাহু ভীমসেন চারি হস্ত-পরিমিত বজ্রতুল্য অনন্তর এবং সুবর্ণময় বাহুরূপ অঙ্গদে ভূষিত দুইটি কোষমুক্ত ভারী গদা উত্তোলিত করিয়া উহা বিনা বিচারে সূতপুত্র কর্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন।

যেরূপ ক্রুদ্ধ ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা অসুরগণকে বধ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ক্রুদ্ধ ভরতবংশজাত ভীমসেন স্বীয় গদার আঘাতে অধিরথপুত্র কর্ণের সেই উত্তম অশ্বগণকে বধ করিলেন, যাহারা উত্তমরূপে বহনকার্য্য করিতেছিল।

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর মহাবাহু ভীমসেন দুইটি ক্ষুরবাণের দ্বারা কর্ণের ধ্বজ ছেদন করিয়া স্বীয় বাণে তাঁহার সারথিকেও সংহার করিলেন।

ভারত! অশ্ব ও সারথি নিহত এবং ধ্বজ বিদীর্ণ হইলে পর কর্ণসেই রথ পরিহার করিয়া ধনুর টঙ্কারধ্বনি করিতে করিতে দুঃখিত মনে সেখানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সেখানে আমরা রাধানন্দন কর্ণের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম। রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই বীর রথহীন হইয়াও নিজের শত্রুকে অগ্রসর হইতে দিলেন না।

রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ কর্ণকে ভূতলে রথহীন হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া দুর্যোধন স্বীয় ভ্রাতা দুর্মুখকে বলিলেন,—এই রাধানন্দন কর্ণকে ভীম রথ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। তুমি এই নরশ্রেষ্ঠ বীর কর্ণকে রথসম্পন্ন কর।

ভরতনন্দন! দুর্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া দুর্মুখ অতি সত্বর কর্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভীমসেনকে স্বীয় বাণের দ্বারা প্রতিরোধ করিলেন। সংগ্রামে সূতপুত্র কর্ণের পরাজয় অনুসরণকারী দুর্মুখকে দেখিয়া বায়ুপুত্র ভীমসেন অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং তিনি তখন নিজ মুখের প্রান্তভাগ চাটিতে লাগিলেন।

মহারাজ! তদনন্তর কর্ণকে স্বীয় বাণসমূহে রুদ্ধ করিয়া পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন অতিক্রান্ত নিজ রথকে দুর্মুখের পার্শ্বে লইয়া যাইলেন।

রাজন্! তাহার পর আনতপর্বযুক্ত নয়টি সুন্দর অগ্রভাগ যুক্ত বাণের দ্বারা ভীমসেন দুর্মুখকে তৎক্ষণাৎ যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

সুমুখৈর্দুর্মুখং ভীমঃ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্।
ততস্তমেবাভিরথিঃ সুসন্নহ্য দুর্মুখে হতে ॥ ১১
আস্থিতঃ প্রবরৌ রাজন্ দীপ্যমান ইবাংশুমান্।
শরানং ভিন্নমর্মাণং দুর্মুখং শোণিতোক্ষিতম্। ১২
দৃষ্ট্বা কর্ণোঽভবৎপূর্ণাক্ষো মুহূর্তং নাভ্যবর্তত।
তং সভাসুমতিক্রম্য কৃত্বা কর্ণঃ প্রদক্ষিণম্ ॥ ১৩
দীর্ঘমুষ্ণং শ্বসন্ বীরো ন কিঞ্চিৎ প্রত্যপদ্যত।
তস্মিংস্তু বিবরে রাজন্ নারাচান্ পার্থিবাসনঃ ॥ ১৪
প্রাহিণোৎ সূতপুত্রায় ভীমসেনশ্চতুর্দশ।
তে তস্য কবচং ভিত্ত্বা স্বর্ণচিত্রং মহৌজসঃ।
হেমপুঙ্খা মহারাজ ব্যশোভন্ত দিশো দশ।
অপিবন্ সূতপুত্রস্য শোণিতং রক্তভোজনাঃ ॥ ১৬
ক্রুদ্ধা ইব মনুষ্যেন্দ্র ভুজগাঃ কালচোদিতাঃ।
প্রসর্পমাণা মেদিন্যাং তে বাহোশ্চ মহাগুণাঃ ॥ ১৭
অর্কপ্রবিষ্টাঃ সংরব্ধা বিলানীব মহোরগাঃ।
তং প্রত্যবিধ্যন্ রাধেয়ো ভাস্বদ্ধবিভূষিতৈঃ ॥১৮
চতুর্দশভিরত্যুগ্রৈর্নারাচৈরবিচারয়ন্।
তে ভীমসেনস্য ভুজং সব্যং নির্ভিদ্য পত্রিণঃ ॥ ১৯
প্রাবিশন্ মেদিনীং ভীমাঃ ক্রৌঞ্চং পন্নগা ইব।
তে ব্যরোচন্ত নারাচাঃ প্রাবিশন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ৩০
গচ্ছতাস্তে দিনকরে দীপ্যমানা ইবাংশবঃ।
স নির্ভিন্নো রথে ভীমো নারাচৈর্মর্মভেদিভিঃ ॥ ৩১
সুস্রাব রুধিরং ভূরি পর্বতঃ সলিলং যথা।
স ভীমস্ত্রিভিরায়স্তঃ সূতপুত্রং পতত্রিভিঃ ॥
সুবর্ণবেণৈর্বিব্যাধ সারথিং চাস্য সপ্তভিঃ।
স বিহ্বলো মহারাজ কর্ণো ভীমশরার্দিতঃ ॥ ৩৩
প্রাজবদ্ধবনৈরন্যৈ রণং হিত্বা মহাহবাৎ।
ভীমসেনস্তু বিস্ফার্য্য চাপং হেমপরিষ্কৃতম্ ॥৩৪

রাজন্! দুর্মুখ নিহত হইলে পর কর্ণ সেই রথে উপবেশন করত দেদীপ্যমান সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন।

দুর্মুখের মর্ম্মস্থানে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি রক্তে আপ্লুত হইয়া রণতলে পতিত ছিলেন। তাঁহাকে সেরূপ অবস্থায় দেখিয়া কর্ণের চক্ষুদ্বয় অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া যাইল। তখন তিনি মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত সমর সম্মুখীন হইতে পারেন নাই। যখন তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইল, তখন কর্ণ তাঁহার মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করিলেন। এই সময় বীর কর্ণ উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া বীর কর্ত্তব্যসম্বন্ধে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

রাজন্! এই অবসরে ভীমসেন সূতপুত্র কর্ণের উপর সুবর্ণপক্ষ বিভূষিত চৌদ্দটি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন॥

মহারাজ! এই মহাতেজস্বী কর্ণপক্ষভূষিত বাণগুলি তাঁহার কবচ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দশদিক্‌কে সুশোভিত করিতে লাগিল॥

নরেন্দ্র! রক্তভোজনকারী এই বাণসকল ক্রুদ্ধ কাল-প্রেরিত সর্পগণের ন্যায় সূতপুত্র কর্ণের রক্ত পান করিতে থাকিল।

অতিশয় ক্রুদ্ধ মহাসর্পগণ গর্ত্তে প্রবেশ করিবার সময় অর্দ্ধেক ভাগ প্রবিষ্ট হইয়া যেরূপ শোভা পাইয়া থাকে, সেইরূপ এই বাণগুলি ভূমিতে অর্দ্ধভাগ প্রবিষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিল॥

তখন কর্ণ কোনরূপ কিছু বিচার না করিয়াই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং সুবর্ণভূষিত চৌদ্দটি নারাচের দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন॥

পক্ষভূষিত সেই ভয়ানক বাণগুলি ভীমসেনের দক্ষিণবাহু ভেদ করিয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইল; ইহাতে মনে হইতে লাগিল যে, পক্ষীরা ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বতে গমন করিতেছে॥

এই নারাচগুলি পৃথিবীতে প্রবেশ করিবার সময় সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল, যেরূপ সূর্য্যদেব অস্তমিত হইবার সময় তাঁহার কিরণাবলির দ্বারা দেদীপ্যমান থাকেন।

সর্পভেদী নারাচসমূহে রণাঙ্গনে বিদীর্ণ ভীমসেন সেইরূপ প্রভূত রক্তনিঃসারণ করিতে লাগিল, যেরূপ পর্ব্বত ঝরণার জল নিঃসারণ করিয়া থাকে।

তখন ভীমসেনও বজ্রসঞ্চারে গরুড়তুল্য বেগগামী তিনটি বাণের দ্বারা সূতপুত্র কর্ণকে এবং সাত বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন॥

মহারাজ! ভীমসেনের বাণসমূহে আহত হইয়া কর্ণ বিহ্বল হইয়া উঠিলেন এবং গুরুতর ভয়বশতঃ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া বীরগামী অন্যগণের সহায়তায় পলায়ন করিলেন॥

আহবেষ্বভিরথোঽতিষ্ঠজ্জ্বলন্নিব হুতাশনঃ

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি কর্ণোপযানে
চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৪

কারণ। প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১০-৩৪

কিন্তু অভিরথী বীর ভীমসেন বীর সুবর্ণভূষিত বহু বিস্তারিত

শ্রীবসুহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে কর্ণের পলায়নবিষয়ক চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রেণ সখেদং ভীমসেন-বলস্য বর্ণনম্, স্ব-পুত্রাণাং নিন্দা, ভীমসেনেন ধৃতরাষ্ট্রস্য দুর্মর্ষণাদি-পঞ্চ-পুত্রাণাং বধশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

দৈবমেব পরং মন্যে ধিক্ পৌরুষমনর্থকম্।
যত্রাধিরথিরায়ত্তো নাতরৎ পাণ্ডবং রণে ॥ ১
কর্ণঃ পার্থান্ সগোবিন্দান্ জেতুমুৎসহতে রণে।
ন চ কর্ণসমং যোধং লোকে পশ্যামি কঞ্চন ॥ ২
ইতি দুর্যোধনস্যাহমশ্রৌষং জল্পতো মুহুঃ।
কর্ণো হি বলবান্ শূরো দৃঢ়ধন্বা জিতক্লমঃ ॥ ৩
ইতি মামব্রবীৎ সূত মন্দো দুর্যোধনঃ সুরা।
বজ্রেণেবসহায়ং মাং নালং দেবোঽপি সংযুগে ॥ ৪

কিং নু পাণ্ডুসুতা রাজন্ গতসত্ত্বা বিচেতসঃ।
তত্র তং নির্জিতং দৃষ্ট্বা ভুজঙ্গমিব নির্বিষম্ ॥ ৫
যুদ্ধাৎ কর্ণমপক্রান্তং কিংস্বিদ্ দুর্যোধনোঽব্রবীৎ।
অহো দুর্মর্ষমেবৈকং যুদ্ধান্নাপবিশারদম্ ॥ ৬
প্রাবেশয়দ্ভয়ং পত্তঙ্গমিব মোহিতঃ।
অশ্বত্থামা মদ্ররাজঃ কৃপঃ কর্ণশ্চ সঙ্গতাঃ ॥ ৭
ন শক্তাঃ প্রমুখে স্থাতুং নূনং ভীমস্য সঞ্জয়।
তেঽপি চাস্য মহাঘোরং বলং নাগায়ুতোপমম্ ॥ ৮

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক সখেদে ভীমসেনের বলবর্ণন এবং নিজের পুত্রগণের নিন্দা এবং ভীমসেনের দ্বারা দুর্মর্ষণাদি ধৃতরাষ্ট্রের পাঁচ পুত্র বধ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় আমি ত' দৈবকেই প্রধান বলিয়া মনে করি। পুরুষার্থ ত' অনর্থের কারণ, সুতরাং তাহাকে ধিক্, যেহেতু এই পুরুষার্থ অবলম্বন করিয়াই অধিরথপুত্র কর্ণ সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াও রণাঙ্গনে পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিল না। ১

কর্ণ রণক্ষেত্রে কৃষ্ণ সহ সকল বৃষ্ণীপুত্রগণকে জয় করিবার উৎসাহ পোষণ করে। আমি এ জগতে কর্ণের ন্যায় অপর একজন যোদ্ধাও দেখিতে পাইতেছি না॥ ২

এইরূপ দুর্যোধনের মুখ হইতে বারংবার শ্রবণ করিয়াছি। সূত! মূর্খ দুর্যোধন পূর্বে আমাকে এই কথা বলিয়াছিল যে, কর্ণ বলবান্, সৌর্যশালী বীর, সুদৃঢ় ধনুর্ধর এবং ক্লান্তি জয় করিয়াছে। রাজন্! কর্ণের সহিত থাকিলে পর রণাঙ্গনে আমাকে বজ্রধারীও পরাজিত করিতে পারিবেন না॥ ৩-৪

সে যুদ্ধে শক্তিহীন ও বিবেকশূন্য পাণ্ডবগণ আমার কি করিতে পারিবে? কিন্তু আজ রণাঙ্গনে বিষহীন সর্পের ন্যায় কর্ণকে পরাজিত হইতে ও যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিতে দেখিয়া দুর্যোধন কি বলিল?

অহো! দুর্যোধন মোহিত হইয়াই যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ দুর্মুখকে একাকী পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিতে প্রবেশ করাইল।

সঞ্জয়! অশ্বত্থামা, মদ্ররাজ শল্য, কৃপাচার্য এবং কর্ণ—ইঁহারা সকলে মিলিত হইয়াও নিশ্চয়ই ভীমের সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিবেন না।

ইঁহাদের সকলেই বায়ুতুল্য তেজস্বী ভীমসেনের দশ হাজার হাতীর ন্যায় বলকে এবং তাহার ক্রূরতাপূর্ণ সিদ্ধান্তকে নিশ্চয়ই জানেন, তাহার বল, পরাক্রম এবং ক্রোধের সহিত ইঁহাদের

জানন্তো ব্যবসায়ঞ্চ ক্রূরং মারুততেজসঃ।
কিমর্থং ক্রূরকর্মাণং যমকালান্তকোপমম্ ॥ ৯
বলসংরম্ভবীর্য্যজ্ঞাঃ কোঽভিযুঞ্জন্তি সংযুগে
কর্ণস্ত্বেকো মহাবাহুঃ স্ববাহুবলদর্পিতঃ ॥ ১০
ভীমসেনমনাদৃত্য রণেঽদ্যুষ্যত সূতজঃ।
যোঽজয়ৎ সমরে কর্ণং পুরন্দর ইবাসুরম্ ॥ ১১
ন স পাণ্ডুসুতো জেতুং শক্যঃ কেনচিদাহবে।
দ্রোণং যঃ সম্প্রমথ্যৈকঃ প্রবিষ্টো মম বাহিনীম্ ॥ ১২
ভীমো ধনঞ্জয়াগ্রেষী কস্তমার্চ্ছেজ্জিজীবিষুঃ।
কো হি সঞ্জয় ভীমস্য স্থাতুমুৎসহতেঽগ্রতঃ ॥ ১৩
উদ্যতাশনিহস্তস্য মহেন্দ্রস্যেব দানবঃ।
প্রেতরাজপুরং প্রাপ্য নিবর্ত্তেতাপি মানবঃ ॥ ১৪
ন ভীমসেনং সম্প্রাপ্য নিবর্ত্তেত কদাচন।
পতঙ্গ ইব বহ্নিং তে প্রাবিশন্নল্পচেতসঃ ॥ ১৫

যে ভীমসেনং সংক্রুদ্ধমবধাবন্ বিমোহিতাঃ।
যৎ তৎ সভায়াং ভীমেন মম পুত্রবধাত্মরম্ ॥ ১৬
উক্তং সংরম্ভিণোরগ্রে কৃষ্ণয়াং পৃথতাং তথা।
তদ্ধ্যমভিসঞ্চিন্ত্য দৃষ্ট্বা কর্ণঞ্চ নির্জ্জিতম্ ॥ ১৭
দুঃশাসনঃ সহ ভ্রাত্রা ভয়াদ্ ভীমাদুপারমৎ।
যচ্চ সঞ্জয় দুর্বুদ্ধিরব্রবীৎ সমিতৌ মুহুঃ ॥ ১৮
কর্ণো দুঃশাসনোঽহঞ্চ জেষ্যামো যুধি পাণ্ডবান্।
স নূনং বিরথং দৃষ্ট্বা কর্ণং ভীমেন নির্জ্জিতম্ ॥ ১৯
প্রত্যাখ্যানাচ্চ কৃষ্ণস্য দুঃখং তপ্যতি পুত্রকঃ।
দৃষ্ট্বা ভ্রাতৄন্ হতান্ সংখ্যে ভীমসেনেন সংযতান্ ॥ ২০
আত্মাপরাধে সুমহত্যনং তপ্যতি পুত্রকঃ।
কো হি জীবিতমন্বিচ্ছন্ প্রতীপং পাণ্ডবং ব্রজেৎ ॥ ২১
ভীমং ভীমায়ুধং ক্রুদ্ধং সাক্ষাৎ কালমিব স্থিতম্।
বড়বামুখমধ্যস্থো মুচ্যেতাপি হি মানবঃ ॥ ২২

পরিচয় আছে। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা যম, কাল ও অন্তকতুল্য ক্রূর কর্ম্মকারী ভীমসেনকে যুদ্ধে পুনরায় নিজেদের উপর কেন কুপিত করিবেন?

একাকী সূতপুত্র মহাবাহু কর্ণই নিজের বাহুবলের গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ভীমসেনকে অনাদর করত রণাঙ্গনে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছে।

যিনি সমরাঙ্গণে অসুরদিগের উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন, সেই দেবরাজ ইন্দ্রসদৃশ কর্ণকে যে পরাজিত করিয়াছে, সেই পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে কেহ যুদ্ধে জয় করিতে পারিবেন না।

যে ভীমসেন একাকীই দ্রোণাচার্য্যকে মথিত করিয়া ধনঞ্জয়ের সংবাদ জানিবার জন্য আমার সৈন্যবাহিনী মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, যুদ্ধে তাহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য জীবিত থাকিতে ইচ্ছুক কোন ব্যক্তি যাইতে পারে?

সঞ্জয়! যেরূপ বজ্র লইয়া হস্ত উত্তোলনকারী দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখে কোন দানবই অবস্থান করিতে পারে না, সেইরূপ ভীমসেনের সম্মুখেও কোন যোদ্ধাই অবস্থানে করিতে সমর্থ হয় না।

কেহ যমালয়ে যাইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসে, কিন্তু যুদ্ধে ভীমসেনের নিকট যাইয়া কখনও কেহ জীবন লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারে না।

আমার যে সকল দুর্বুদ্ধি পুত্র রোষান্বিত হইয়া ক্রুদ্ধ ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইতেছে, ইহারা পতঙ্গশ্রেণীর ন্যায় অগ্নিতেই লাফাইয়া পড়িতেছে।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভয়ঙ্কর ভীমসেন কৌরব-সভায় সেই দিন সমস্ত কৌরবগণকে শুনাইতে থাকিয়া আমার পুত্রদিগকে বধ করিবার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার কথা চিন্তা করিয়া এবং কর্ণকে পরাজিত হইতে দেখিয়া স্বীয় ভ্রাতা দুর্য্যোধন সহ দুঃশাসন নিশ্চয়ই ভয়বশতঃ ভীমসেনের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

সঞ্জয়! দুর্মতি দুর্য্যোধন কৌরব-সভায় বারংবার বলিয়াছিল যে, 'কর্ণ, দুঃশাসন ও আমি এই তিনজনে মিলিত হইয়া অবশ্যই পাণ্ডবগণকে জয় করিব।

কিন্তু এখন কর্ণকে ভীমসেনকর্ত্তৃক পরাজিত ও রথহীন হইতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের কথা না মানার জন্য এই পুত্র দুর্য্যোধনকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অনুতাপ করিতে হইবে।

স্বীয় কর্মচারী ভ্রাতৃগণকে যুদ্ধে ভীমসেনের গদার আঘাতে মৃত্যুবরণ করিতে দেখিয়া আমার পুত্র দুর্য্যোধনকে স্বীয় অপরাধের জন্য অবশ্যই অত্যন্ত অনুতাপ করিতে হইবে।

নিজের জীবনকামী কোন্ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ সাক্ষাৎ কালের ন্যায় অবস্থিত ভয়ঙ্কর অস্ত্রধারী পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের বিরোধে যুদ্ধে যাইতে পারে।

ন ভীমমুখসম্প্রাপ্তো মৃত্যোরিতি মতির্মম।
ন পার্থো ন চ পাঞ্চালো ন চ কেশব-সাত্যকী ।২৩
জানন্তে যুধি সংরব্ধা জীবিতং পরিরক্ষিতুম্।
অহো মম সুতানাং হি বিপন্নং সূত জীবিতম্ ॥ ২৭

সঞ্জয় উবাচ।

যস্ত্বং শোচসি কৌরব্য বর্তমানে মহাভয়ে।
স্বয়ন্ত জগতো মূলং বিনাশস্য ন সংশয়ঃ ॥ ২৪
স্বয়ং বৈরং মহৎ কৃত্বা পুত্রাণাং বচনে স্থিতঃ।
উচ্চমানো ন মুহ্যুস্ত্বে মর্ত্যঃ পথ্যমিবৌষধম্ ॥ ২৬
স্বয়ং পীত্বা মহারাজ কালকূটং সুদুর্জরম্।
তস্যেদানীং ফলং কৃৎস্নমবাপ্নুহি নরোত্তম ॥ ২৭
যৎ তু কুৎসয়সে যোধান্ যুধ্যমানান্ মহাবলান্।
তত্র তে বর্তয়িষ্যামি যথা যুদ্ধমবর্তত ॥ ২৮

দৃষ্ট্বা কর্ণং তু পুত্রাস্তে ভীমসেনপরাজিতম্।
নামৃষ্যন্ত মহেষ্বাসাঃ সোদর্য্যাঃ পঞ্চ ভারত ॥২৯
দুর্ধর্ষণো দুঃসহশ্চ দুর্মদো দুর্ধরো জয়ঃ।
পাণ্ডবং চিত্রকবচাস্তে প্রতীপমুপাদ্রবন্ ॥ ৩০
তে সমন্তান্মহাবাহুং পরিবার্য্য বৃকোদরম্।
দিশঃ শরৈঃ সমাবৃণ্বন্ শলভানামিব ব্রজৈঃ ॥ ৩১
আপতন্তস্তান্ সহসা কুমারান্ দেবরূপিণঃ।
প্রতিজগ্রাহ সমরে ভীমসেনো হসন্নিব ॥ ৩২
তব দৃষ্ট্বা তু তনয়ান্ ভীমসেনপুরোগতান্।
অভ্যবর্তত রাধেয়ো ভীমসেনং মহাবলম্ ॥ ৩৩
বিসৃজন্ বিশিখাংস্তীক্ষ্ণান্ স্বর্ণপুঙ্খাঞ্জিলাশিতান্।
তং তু ভীমোঽভ্যয়াৎ তূর্ণং বার্য্যমাণঃ সুতৈস্তব ॥ ৩৪
কুরবস্তু ততঃ কর্ণং পরিবার্য্য সমন্ততঃ।
অবাকিরন্ ভীমসেনং শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৩৫

আমার ত' ইহাই বিশ্বাস যে, যেরূপ বড়বানলের মুখে পাতিত কোন মানুষ জীবিত অবস্থায় মুক্তি পায় না, সেইরূপ ভীমসেনের সম্মুখে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত কোন যোদ্ধাই জীবিত থাকিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

সূত! যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইলে পাণ্ডব, পাঞ্চাল, শ্রীকৃষ্ণ এবং সাত্যকি—ইহারা কেহই কোন শত্রুর জীবন রক্ষা করিতে জানে না; অহো! আমার পুত্রগণের জীবন গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে ॥ ২৩-২৭

সঞ্জয় বলিলেন,—কুরুনন্দন! এই মহাভয় যখন উপস্থিত হইয়াছে, তখন আপনি শোক করিতেছেন, ইহা উচিত নহে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই জগতের বিনাশের মূল কারণ আপনি-ই ॥ ২৪

পুত্রগণের বাক্যে স্থির থাকিয়া আপনি নিজেই এই ভয়ঙ্কর শত্রুতা করিয়াছেন। এই শত্রুতার অবসানকল্পে কেহ আপনাকে পরামর্শ দিলেও, আপনি কিন্তু উহা সেইরূপে গ্রহণ করেন নি, যেরূপ মরণাপন্ন ব্যক্তি হিতকারক ঔষধ গ্রহণ করে না ॥ ২৬

নরশ্রেষ্ঠ! মহারাজ! যাহা পান করা অত্যন্ত কঠিন, সেই কালকূট বিষকে স্বয়ংই পান করিয়া আপনি তাহার সমস্ত পরিণাম নিজেই ভোগ করুন ॥ ২৭

যুদ্ধে নিরত মহাবল যোদ্ধাগণকে যে আপনি নিন্দা করিতেছেন, তাহা নিষ্ফল। এখন যেভাবে সেখানে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতেছি। আপনি শ্রবণ করুন ॥২৮

হে ভারত! ভীমসেন কর্তৃক কর্ণকে পরাজিত হইতে দেখিয়া আপনার পাঁচ মহা ধনুর্ধর পুত্র, যাহারা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা ছিলেন; উহা সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ২৯

সেই পাঁচ ভ্রাতার নাম,—দুর্ধর্ষণ, দুঃসহ, দুর্মদ, দুর্ধর (দুরাধার) ও জয়। ইহারা সকলেই বিচিত্র কবচ ধারণ করত বিদ্বেষের বিরোধী পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনকে আক্রমণ করিলেন ॥ ৩০

ইহারা মহাবাহু ভীমসেনকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া পতঙ্গকুলের ন্যায় নিজ নিজ বাণসমূহে সমস্ত দিক্ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩১

সেই দেবতুল্য রাজকুমারগণকে সহসা আক্রমণ করিয়া রণাঙ্গনে ভীমসেন হাস্য করিতে করিতে তাঁহাদের সেই আঘাত সহ্য করিলেন ॥ ৩২

আপনার পুত্রদিগকে ভীমসেনের সম্মুখে যাইতে দেখিয়া রাধানন্দন কর্ণ পুনরায় মহাবল ভীমসেনের নিকট যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৩

সেই সময় বিনাশোদ্যত ও দুর্ধর্ষময় পক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণ বহু বাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে আপনার পুত্রগণের দ্বারা নিবারিত হইতে থাকিলেও ভীমসেন অভিক্রুদ্ধ সেই কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন ॥ ৩৪

তখন সেই কৌরবগণ কর্ণকে চারিদিকে ঘিরিয়া থাকিয়া ভীমসেনের উপর আনতপর্বযুক্ত বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

তান্ বাণৈঃ পঞ্চবিংশত্যা সাশ্বান্ রাজন্ নরর্ষভান্।
সমুদ্যান্ ভীমধনুষো ভীমো নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ৩৬
প্রাপতন্ স্যন্দনেভ্যস্তে সার্ধং সূতৈর্গতাসবঃ।
চিত্রপুষ্পধরা ভগ্না বাতেনেব মহাদ্রুমাঃ ॥ ৩৭
তদ্রাদ্ভুতমপশ্যাম ভীমসেনস্য বিক্রমম্।
সংবার্য্যাধিরথিং বাণৈর্যদ্ধ্যান্ ভরতর্ষভান্ ॥ ৩৮
ন বার্য্যমাণা ভীমেন শিতৈর্বাণৈঃ সমন্ততঃ।

সূতপুত্রো মহারাজ ভীমসেনমবৈক্ষত ॥ ৩৯
তং ভীমসেনঃ সংরম্ভাৎ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
বিষ্ফার্য্য সুমহচ্চাপং মুহুঃ কর্ণমবৈক্ষত ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি ভীমপরাক্রমে
পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৫

রাজন্! ইহা দেখিয়া ভীমসেন পাঁচশটি বাণ প্রহার করত সারথি ও অশ্বগণ সহ তাহার ধনুর্দ্ধর সেই নরশ্রেষ্ঠ রাজকুমারগণকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৬

ইহারা তখন প্রাণশূন্য হইয়া সারথিগণের সহিত নিম্নে পতিত হইলেন। ইহাতে মনে হইতে লাগিল—প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত বিচিত্র পুষ্পশোভিত বৃক্ষসকলকে উৎপাটিত করিয়া ধরাশায়ী করিতেছে ॥ ৩৭

সেখানে আসিয়া ভীমসেনের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, তিনি সূতপুত্র কর্ণকে স্বীয় বাণসমূহে রুদ্ধ করিয়া আপনার পুত্রগণকে বধ করিয়াছেন ॥ ৩৮

মহারাজ! ভীমসেনের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে চারিদিক্ হইতেই রুদ্ধ হইয়া পড়িলেও সূতপুত্র কর্ণ ভীমসেনের উপর ক্রোধ সহকারে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

এদিকে ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ভীমসেনও স্বীয় বিশাল ধনুটিকে বিস্ফারিত করিয়া কর্ণের দিকেও সরোষে দেখিতে থাকিলেন ॥ ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্ব্বে ভীমসেনের পরাক্রমবিষয়ক পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীম-কর্ণয়োর্যুদ্ধম্, কর্ণস্য পলায়নম্, ধৃতরাষ্ট্রস্য সপ্ত-পুত্রাণাং বধঃ, ভীমস্য পরাক্রমশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তবাত্মজাংস্তু পতিতান্ দৃষ্ট্বা কর্ণঃ প্রতাপবান্।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো নির্বিশেষঞ্চুকোপ স জীবিতে ॥১
আপন্নকৃতমিবাত্মানং মেনে চাধিরথিস্তদা।
যং প্রত্যক্ষং তব সুতা ভীমেন নিহতা রণে ॥ ২

ভীমসেনস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ কর্ণস্য নিশিতান্ শরান্।
নিচখান স সম্ভ্রান্তঃ পূর্ববৈরমনুস্মরন্ ॥ ৩
স ভীমং পঞ্চভির্বিদ্ধ্বা রাধেয়ঃ প্রহসন্নিব।
পুনর্বিব্যাধ সপ্তত্যা স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ৪
অবিচিন্ত্যাথ তান্ বাণান্ কর্ণেনাস্তান্ বৃকোদরঃ।
রণে বিব্যাধ রাধেয়ং শতেনানতপর্বণাম্ ॥ ৫

ষট্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ভীমসেন ও কর্ণের যুদ্ধ, কর্ণের পলায়ন, ধৃতরাষ্ট্রের সাত পুত্র বধ এবং ভীমের পরাক্রম।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনার পুত্রদিগকে রণাঙ্গনে পতিত হইতে দেখিয়া প্রতাপশালী কর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের জীবনেই বিরক্ত হইলেন ॥ ১

সেই সময় অধিরথপুত্র কর্ণ নিজেকে নিজেই অপরাধী মনে করিতে লাগিলেন; কারণ, ভীমসেন তাঁহার সম্মুখেই রণাঙ্গনে আপনার পুত্রদিগকে নিহত করিয়াছিলেন ॥ ২

তদনন্তর পুরাকৃতাদি কথা বারংবার স্মরণ করিয়া ক্রুদ্ধ ভীমসেন কর্ণের দেহে তীব্র বেগে নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহ প্রবেশ করাইতে থাকিলেন ॥ ৩

তখন রাধানন্দন কর্ণ হাস্য করিতে করিতেই প্রথমে পাঁচটি বাণ ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া তাহার পর শিলাশানিত ও সুবর্ণখচিত পঙ্খযুক্ত সত্তরটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে পুনর্বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪

কর্ণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই সব বাণকে গ্রাহ্য না করিয়াই ভীমসেন রণাঙ্গনে আনতপর্বযুক্ত একশত বাণের দ্বারা রাধানন্দন কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫

পুনশ্চ সিন্ধিষৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিদ্ধ্বা মর্মসু পত্রিভিঃ।
ধনুশ্চিচ্ছেদ তান্নেন সূতপুত্রস্য মারিষ ॥ ৬
অথাস্যদ্ ধনুরাদায় কর্ণো ভারত দুর্মনাঃ।
ইষুভিশ্ছাদয়ামাস ভীমসেনং পরন্তপঃ ॥ ৭
তস্য ভীমো হয়ান্ হত্বা বিনিহত্য চ সারথিম্।
প্রজহাস মহাহাসং কৃতে প্রতিকৃতে পুনঃ ॥ ৮
ইষুভিঃ কার্মুকং চাস্য চকর্ত পুরুষর্ষভঃ।
তৎ পপাত মহারাজ স্বর্ণপৃষ্ঠং মহাস্বনম্ ॥ ৯
অবারোহদ্ রথাৎ তস্মাদথ কর্ণো মহারথঃ।
গদাং গৃহীত্বা সমরে ভীমায় প্রাহিণোদ্ রুষা ॥ ১০
তামাপতন্তীমালোক্য ভীমসেনো মহাগদাম্।
শরৈরবারয়দ্ রাজন্ সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ ॥ ১১
ততো বাণসহস্রাণি প্রেষয়ামাস পাণ্ডবঃ।
সূতপুত্রবধাকাঙ্ক্ষী ত্বরমাণঃ পরাক্রমী ॥ ১২

তানিষূন্নিষূদিঃ কর্ণো বারয়িত্বা মহামৃধে।
কবচং ভীমসেনস্য পাটয়ামাস সায়কৈঃ ॥ ১৩
অথৈনং পঞ্চবিংশত্যা নারাচানাং সমার্পয়ৎ।
পপ্রুস্তাঃ সর্বসৈন্যানাং তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১৪
ততো ভীমো মহাবাহুর্নবভির্নতপর্বভিঃ।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ সূতপুত্রস্য মারিষ ॥ ১৫
তে তস্য কবচং ছিত্ত্বা তথা বাহুঞ্চ দক্ষিণম্
অভ্যায়ুর্ধরণীং ভীক্ষ্ণা বল্মীকমিব পন্নগাঃ ॥ ১৬
স চ্ছাদ্যমানো বাণৌঘৈর্ভীমসেনধনুশ্চ্যুতৈঃ।
পুনরেবাভবৎ কর্ণো ভীমসেনাৎ পরাঙ্মুখঃ ॥ ১৭
তং পরাঙ্মুখমালোক্য পদাতিঃ সূতনন্দনম্।
কৌন্তেয়ঃশরসঙ্ঘাতৈঃ রাজা দুর্যোধনোঽব্রবীৎ ॥ ১৮
ত্বরধ্বং সর্বতো যত্তা রাধেয়স্য রথং প্রতি।
ততস্তব সুতা রাজন্ শ্রুত্বা ভ্রাতুর্বচো দ্রুতম্ ॥ ১৯

মাননীয় কৃপাল! তাহার পর পাঁচটি তীক্ষ্ণ বাণে সূতপুত্রের মর্মস্থানসমূহে আঘাত করিয়া ভীমসেন একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার ধনু কাটিয়া দিলেন ॥ ৬

ভারত! তখন শত্রুতাপন কর্ণ বিদ্ধ হইয়া অপর ধনু গ্রহণ করত ভীমসেনকে নিজ তীক্ষ্ণ বাণ সমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭

ইহাতে ভীমসেন কর্ণের অশ্বগণ ও সারথিকে বধ করিয়া তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করত পুনরায় উচ্চৈঃ স্বরে অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৮

মহারাজ! পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা কর্ণের ধনুটিকে পুনরায় ছেদন করিয়া দিলেন। কর্ণের পৃষ্ঠভাগযুক্ত ও গভীর টঙ্কারধ্বনিকারী তাঁহার সেই ধনু তখন ভূতলে পতিত হইল ॥ ৯

মহারথী কর্ণ এই সময় সেই রথ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং গদা ধারণ করত তাহা রণাঙ্গনে ভীমের উপর সরোষে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১০

রাজন্! সেই বিশাল গদাকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া ভীমসেন সকল সৈন্যগণের সাক্ষাতেই নিজ বাণসমূহের দ্বারা উহাকে নিবারণ করিলেন ॥ ১১

তখন সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিবার বাসনায় পরাক্রমী পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া বাণের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১২

কিন্তু কর্ণ সেই মহাসমরে নিজ বাণসমূহের দ্বারা সেইসব বাণকে নিবারণ করিয়া ভীমসেনের কবচকে বহু বাণের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ১৩

তদনন্তর তিনি সকল সৈন্যগণের সাক্ষাতেই ভীমসেনের উপর পাঁচশত নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ইহা তখন অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়াই মনে হইতেছিল ॥ ১৪

মাননীয় কৃপাল! তাহার পর অতিশয় ক্রুদ্ধ মহাবাহু ভীমসেন সূতপুত্র কর্ণের উপরে আনতপর্বযুক্ত নয়টি বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৫

এই সব তীক্ষ্ণ বাণ কর্ণের কবচ ও দক্ষিণ বাহু ভেদ করিয়া বল্মীকের মধ্যে সর্পগণের প্রবেশের ন্যায় ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১৬

ভীমসেনের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া কর্ণ পুনরায় ভীমসেনের দিক্ হইতে বিমুখ হইলেন (অর্থাৎ তাঁহাকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া পলায়ন করিলেন) ॥ ১৭

সূতপুত্র কর্ণকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ, পলায়নে গমনকারী এবং ভীমসেনের বাণসমূহে আচ্ছাদিত দেখিয়া রাজা দুর্যোধন নিজ সৈন্যদিগকে বলিলেন ॥ ১৮

বীরগণ! তোমরা সাবধান হও এবং রাধানন্দন কর্ণের রথের দিকে যাইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ত্বরা কর। রাজন্! তখন ভ্রাতা দুর্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া আপনার সেই পুত্রগণ অতিক্রুদ্ধ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের উপর বাণবর্ষণ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অভ্যায়ু: পাণ্ডবং যুদ্ধে বিসৃজন্তং শিলীমুখান্।
চিত্রোপচিত্রশ্চিত্রাক্ষশ্চারুচিত্রঃ শরাসনঃ ॥ ১০
চিত্রায়ুধশ্চিত্ররথী সমরে চিত্রযোধিনঃ।
তানাপতত এবাশু ভীমসেনো মহারথঃ ॥ ১১
একৈকেন শরেণাশু পাতয়ামাস তে সুতান্।
তে হতা ন্যপতন্ ভূমৌ বাতরুগ্না ইব দ্রুমাঃ ॥ ১২
দৃষ্ট্বা বিনিহতান্ পুত্রাংস্তব রাজন্ মহারথান্।
অশ্রুপূর্ণমুখঃ কর্ণঃ ক্ষত্তুঃ সস্মার তদ্ বচঃ ॥ ১৩
রথং চান্যং সমাস্থায় বিধিবৎ কল্পিতং পুনঃ।
অভ্যায়াৎ পাণ্ডবং যুদ্ধে ত্বরমাণঃ পরাক্রমী ॥ ১৪
তাবন্যোন্যং শরৈর্ভিত্ত্বা স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ।
ব্যরাজেতাং যথা মেঘৌ সংস্যূতৌ সূর্যরশ্মিভিঃ ॥ ১৫
ষট্ত্রিংশদ্ভিস্ততস্তূর্ণৈর্নিজঘ্নতুরমর্ষণৌ।
বাদশভিঃ কবচং ক্রুদ্ধঃ সূতপুত্রস্য পাণ্ডবঃ ॥ ১৬

সূতপুত্রোঽপি কৌন্তেয়ঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
পঞ্চাশতা মহাবাহুর্বিব্যাধ ভরতর্ষভ ॥ ১৭
রক্তচন্দনদিগ্ধাঙ্গৌ শরৈঃ কৃতমহাব্রণৌ।
শোণিতার্দ্রৌ ব্যরাজেতাং চন্দ্র-সূর্যাবিবোদিতৌ ॥ ১৮
তৌ শোণিতোক্ষিতৈর্গাত্রৈঃ শরৈশ্ছিন্নতনুচ্ছদৌ।
কর্ণ-ভীমৌ ব্যরাজেতাং নির্মুক্তাবিব পন্নগৌ ॥ ১৯
ব্যাঘ্রাবিব নরব্যাঘ্রৌ দংষ্ট্রাভিরিতরেতরম্।
শরধারাসৃজৌ বীরৌ মেঘাবিব ববর্ষতুঃ ॥ ৩০
বারণাবিব চাস্ফোট্য বিষাণাভ্যামরিন্দমৌ।
নিজিঘ্নতুঃ স্বগাত্রাণি সায়কৈশ্চাতি রেজতুঃ ॥ ৩১
নাদয়ন্তৌ প্রহর্ষন্তৌ বিক্রীড়ন্তৌ পরস্পরম্।
মণ্ডলানি বিকুর্বাণৌ রথাভ্যাং রথসত্তমৌ ॥ ৩২
বৃষাবিবার্ষ নর্দন্তৌ বলিনৌ বাশিতান্তরে।
সিংহাবিব পরাক্রান্তৌ নরসিংহৌ মহাবলৌ ॥ ৩৩

আপনার সেই পুত্রগণের নাম—চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, চিত্রায়ুধ এবং চিত্রযোধী। ইঁহারা সকলেই সমররাঙ্গণে বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিয়া থাকেন।

মহারথী ভীমসেন ইঁহাদের আসিতে দেখিয়া অতিক্রত প্রত্যেককে মাত্র একটি করিয়া বাণপ্রহার করত আপনার সকল পুত্রকেই ধরাশায়ী করিলেন। ইঁহারা নিহত হইয়া প্রবল বায়ুর দ্বারা উৎপাটিত বৃক্ষসকলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। ১৩-১২

রাজন্! আপনার মহারথী পুত্রগণকে এইভাবে নিহত হইতে দেখিয়া কর্ণের মুখ অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া গেল। সেই সময় তাঁহার বিদুরের কোন একটি কথা স্মরণ হইল। ১৩

তখন সেই পরাক্রমশালী বীর কর্ণ বিধি অনুসারে সজ্জিত অপর একটি রথে উপবেশন করত যুদ্ধে অতি সত্বর পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন। ১৪

এই দুই বীর সেই সময় পরস্পর শিলাশাণিত ও সুবর্ণপঙ্খ-ভূষিত বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করত সূর্য-কিরণমালিতে সংস্যূত (গ্রথিত) মেঘের ন্যায় উভয়ে সুশোভিত হইতে লাগিলেন। ১৫

তাহার পর ক্রুদ্ধ ভীমসেন অত্যন্ত তেজস্বী ছত্রিশটি তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ প্রহার করিয়া সূতপুত্র কর্ণের কবচকে উড়াইয়া দিলেন। ১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! পুনরায় মহাবাহু সূতপুত্র কর্ণও ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে আনতপর্ব পঞ্চাশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ১৭

ইঁহারা উভয়েই বীর শরীরে রক্তচন্দন লেপন করিয়াছিলেন। ইহার উপর তাঁহাদের শরীরে বাণসমূহের আঘাতে বড় বড় ক্ষতের (ঘায়ের) সৃষ্টি হইয়াছিল। এইরূপে রক্তে আপ্লুত হইয়া ঐ দুই যোদ্ধা উদয়কালীন সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৮

বাণসমূহের দ্বারা উভয়ের কবচ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং সর্বাঙ্গ রক্তে আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় সেই কর্ণ ও ভীমসেন বোদসমূক্ত দুই সর্পের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। যেরূপ দুইটি ব্যাঘ্র নিজ নিজ দন্তের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরও পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন এই দুই বীর দুই খণ্ড মেঘের জলধারা বর্ষণের ন্যায় বাণধারা বর্ষণ করিতে থাকিলেন। ২৯-৩০

যেরূপ দুইটি হাতী নিজ নিজ দন্তের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই শত্রুদমন বীর নিজ নিজ বাণের দ্বারা পরস্পরের শরীর বিদীর্ণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীম ও কর্ণ সিংহনাদ করিতে থাকিয়া অত্যন্ত হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া এবং পরস্পর যেন ক্রীড়া করিতে থাকিয়াই রথের দ্বারা মণ্ডল গতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৩১-৩২

যেরূপ যেদের মধ্যে দুইটি বলবান্ বৃষ গর্জন করিতে করিতে পরস্পর যুদ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সিংহতুল্য পরাক্রমশালী

পরস্পরং বীক্ষমাণৌ দ্রোণসংরক্তলোচনৌ।
যুযুধাতে মহাবীর্যৌ শক্র-বৈরোচনৌ যথা ॥ ৩৪
ততো ভীমো মহাবাহুর্গাণ্ডীব্যাং বিক্ষিপন্ ধনুঃ।
বারাজত রণে রাজন্ সবিদ্যুদিব তোয়দঃ ॥ ৩৫
স নেমিঘোষস্তনিতশ্চাপবিদ্যুচ্ছরাম্বুভিঃ।
ভীমসেনমহামেঘঃ কর্ণপর্বতমাবৃণোৎ ॥ ৩৬
ততঃ শরসহস্রেণ সমাপ্তস্তেন ভারত।
পাণ্ডবো ব্যকিরৎ কর্ণং ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ॥ ৩৭
তত্রাপশ্যন্তব সুতা ভীমসেনস্য বিক্রমম্।
সুপুঙ্খৈঃ কঙ্কবাসোভির্যং কর্ণং ছাদয়চ্ছরৈঃ ॥ ৩৮
স নন্দয়ন্ রণে পার্থং কেশবঞ্চ দশদ্বিনম্।
সাত্যকিং চক্ররক্ষৌ চ ভীমঃ কর্ণমবোধয়ৎ ॥ ৩৯
বিক্রমং ভুজয়োর্বীর্যং দৈর্ঘ্যঞ্চ বিদিতাত্মনঃ।
পুত্রাস্তব মহারাজ দৃষ্ট্বা বিমনসোঽভবন্ ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি ভীমযুদ্ধে ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

ও মহাবলবান দুই বীর কর্ণ ও ভীমসেন ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত পরস্পরের দিকে তাকাইতে থাকিয়া মহাপরাক্রমশালী ইন্দ্র ও বলির ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩-৩৪

রাজন্! সেই সময়ক্রমে মহাবাহু ভীমসেন বীর ধনুষের দ্বারা ধনুষ্টঙ্কার ধ্বনি করিতে থাকিয়া বিদ্যুৎশোভিত মেঘের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৫

রথের চক্রকাষ্ঠের ঘর্ঘরধ্বনি যাহার গম্ভীর গর্জন ছিল এবং ধনু বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশমান ছিল, ভীমসেনরূপ সেই মহামেঘ বাণরূপী জলধারা বর্ষণ করিয়া কর্ণরূপ পর্বতকে আবৃত করিয়া ফেলিল ॥ ৩৬

হে ভারত! তদনন্তর উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র বাণসমূহে তাহার পরাক্রমশালী পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন কর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ৩৭

আপনার পুত্রগণ সেখানে ভীমসেনের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলেন যে, তিনি কঙ্কপক্ষযুক্ত ও সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রসমন্বিত বহু বাণে কর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৮

ভীমসেন রণাঙ্গনে কৃষ্ণীসুতদ্বয় অর্জুন, মগধী শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি এবং দুই চক্ররক্ষক যুধামন্যু ও উত্তমৌজাকে আনন্দিত করিতে করিতে কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে ছিলেন ॥ ৩৯

মহারাজ! সুবিখ্যাত ভীমসেনের পরাক্রম, বাহুবল ও ধৈর্য্য দেখিয়া আপনার সকল পুত্রই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন ॥ ৪০

শ্রীমদ্ভগবান বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে ভীমসেনের যুদ্ধবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণেন সহ ভীমসেনস্য যুদ্ধম্, দুর্যোধনস্য সপ্ত-ভ্রাতৄণাং মৃত্যুবরণঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

ভীমসেনস্য রাধেয়ঃ শ্রুত্বা জ্যাতলনিঃস্বনম্।
নামৃষ্যত যথা মত্তো গজঃ প্রতিগজস্বনম্॥ ১

সোঽপক্রম্য মুহূর্তং তু ভীমসেনস্য গোচরাৎ।
পুত্রাংস্তব বধং শ্রুত্বা ভীমসেনেন পাতিতান্॥ ২

তানবেক্ষ্য নরশ্রেষ্ঠ বিমনা দুঃখিতস্তদা।
নিঃশ্বসন্ দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ পুনঃ পাণ্ডবমভ্যয়াৎ॥ ৩

স তাম্রনয়নঃ ক্রোধাচ্ছত্রুসৈন্যে মহোরগঃ।
বভৌ কর্ণঃ শরানর্চান্ রশ্মীনিব দিবাকরঃ॥ ৪

কিরণৈরিব সূর্যস্য মহীদ্রো ভরতর্ষভ।
কর্ণচাপচ্যুতৈর্বাণৈঃ প্রচ্ছাদ্যত বৃকোদরঃ॥ ৫

তে কর্ণচাপপ্রভবাঃ শরা বহ্নিবাসসঃ।
বিবিশুঃ সর্বতঃ পার্থং বাসায়েবাগুগা দ্রুমম্॥ ৬

কর্ণচাপচ্যুতা বাণাঃ সম্পতন্তস্তদন্তরাঃ।
কল্পপুঙ্খা বিরাজন্ত হংসাঃ শ্রেণীকৃতা ইব॥ ৭

চাপধ্বজেপস্করেভ্যশ্চ ত্রাণীষামুখাদ্ যুগাদ্।
প্রসৃতবন্তো ব্যদৃশ্যন্ত রাজন্নাধিরথেঃ শরাঃ॥ ৮

যং পূরয়ন্ মহাবেগান্ খগমান্ গৃধ্রবাসসঃ।
সুবর্ণবিকৃতাংশ্চিত্রান্ মুমোচাধিরথিঃ শরান্॥ ৯

তমন্তকমিবায়ন্তমাপতন্তং বৃকোদরঃ।
ত্যক্ত্বা প্রাণানতিক্রম্য বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ১০

তস্য বেগমসহ্যং স দৃষ্ট্বা কর্ণস্য পাণ্ডবঃ।
মহতশ্চ শরৌঘাংস্তান্ ব্যধমদ্বত বীর্যবান্॥ ১১

ততো বিধম্যাধিরথেঃ শরজালানি পাণ্ডবঃ।
বিব্যাধ কর্ণং বিংশত্যা পুনরন্যৈঃ শিলাশিতৈঃ॥ ১২

যথৈব হি স কর্ণেন পার্থঃ প্রচ্ছাদিতঃ শরৈঃ।
তথৈব স রণে কর্ণং ছাদয়ামাস পাণ্ডবঃ॥ ১৩

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ভীমসেনের কর্ণের সহিত যুদ্ধ এবং দুর্যোধনের সপ্ত ভ্রাতার মৃত্যু বরণ।]

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! ভীমসেনের ধনুর টঙ্কার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাধানন্দন কর্ণ উহা সেইরূপ সহ্য করিতে পারিলেন না, যেরূপ কোন এক মদমত্ত হস্তী নিজের প্রতিপক্ষ অপর এক গজরাজের গর্জন সহ্য করিতে পারে না। ১

তিনি মুহূর্তকাল ভীমসেনের দৃষ্টিপথ হইতে দূরে সরিয়া যাইলে সেই সময়ের মধ্যেই দেখিলেন যে, ভীমসেন আপনার পুত্রদিগকে বধ করিয়া কৃপান্বিত করিয়াছেন। ২

নরশ্রেষ্ঠ! তাঁহাদের সেই অবস্থায় দেখিয়া তখন কর্ণ অতিশয় দুঃখিত ও বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। তিনি উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকিয়া পুনরায় পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের সম্মুখে আসিলেন। ৩

তাঁহার চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং ঐসকল করিয়া মদত্যাগকারী মহাসর্পের ন্যায় শ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন। সেই সময় বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে কর্ণ স্বীয় কিরণসমূহ বিস্তারকারী সূর্যদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৪-৫

কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সেই মর্মভেদকারী বাণসমূহ চারি দিক্ হইতে আসিয়া ভীমসেনের শরীরে সেইরূপে প্রবেশ করিতে লাগিল, যেরূপ পক্ষীরা বাস করিবার জন্য চারিদিক্ হইতে বৃক্ষের উপরে আসিয়া থাকে। ৬

কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া এদিক্ ওদিকে পতিত সুবর্ণ পক্ষযুক্ত বাণসমূহ শ্রেণীবদ্ধ হংসকুলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৭

রাজন্! সেই সময় অধিরথপুত্র কর্ণের বাণসমূহ কেবল ধনু হইতেই নহে; তাঁহার অঙ্গত্রাণ অর্থাৎ বর্ম, ছত্র, ঈষাদণ্ড প্রভৃতি এবং রথের যুগ হইতেও আবির্ভূত হইতে লাগিল॥ ৮

অধিরথপুত্র কর্ণ অন্তরিক্ষকে ব্যাপ্ত করিতে থাকিয়া মহাবেগশালী, আকাশে বিচরণকারী গৃধ্রপক্ষযুক্ত ও সুবর্ণনির্মিত বিচিত্র বহু বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ৯

কর্ণকে যমরাজের ন্যায় আসিতে দেখিয়া ভীমসেন প্রাণের মোহ ত্যাগ করত পরাক্রম করিয়া তাঁহাকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১০

পরাক্রমশালী পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন কর্ণের বেগকে অসহ্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার মহাবাণসমূহকে নিবারণ করিলেন। ১১

পাণ্ডুকুমার ভীমসেন অধিরথপুত্র কর্ণের বাণসমূহকে নিবারণ করিয়া শিলাশানিত বিংশটি অন্য বাণের দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। ১২

যেরূপ কর্ণ স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা ভীমসেনকে আচ্ছাদিত

দৃষ্ট্বা তু ভীমসেনস্য বিক্রমং যুধি ভারত।
অভ্যনন্দংস্তবীরাংশ্চ সম্প্রহৃষ্টাশ্চ চারণাঃ ॥ ১৪
কৃপশ্চ দ্রৌণিমন্ত্ররাজো জয়দ্রথঃ।
উত্তমৌজা যুধামন্যুঃ সাত্যকিঃ কেশবার্জুনৌ ॥ ১৫
কুরু-পাণ্ডবপ্রবরা দশ রাজন্ মহারথাঃ।
সাধু সাধ্বিতি বেগেন সিংহনাদমথানদন্ ॥ ১৬
তস্মিন্ সমুত্থিতে শব্দে তুমুলে লোমহর্ষণে।
অভ্যাদ্রবত পুত্রস্তে রাজন্ দুর্যোধনস্তদা ॥ ১৭
রাজ্ঞঃ সরাজপুত্রাংশ্চ সোদর্য্যাংশ্চ বিশেষতঃ।
কর্ণং গচ্ছত ভদ্রং বঃ পরীপ্সন্তো বৃকোদরাৎ ॥ ১৮
পুরা নিঘ্নন্তি রাধেয়ং ভীমচাপচ্যুতাঃ শরাঃ।
তে যতধ্বং মহেষ্বাসাঃ সুতপুত্রস্য রক্ষণে ॥ ১৯
দুর্যোধনসমাদিষ্টাঃ সোদর্য্যাঃ সপ্ত ভারত।
ভীমসেনমভিদ্রুত্য সংরব্ধাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ২০

তে সমাদাস্ত কৌন্তেয়মাবৃণ্বন্ শরবৃষ্টিভিঃ।
পর্বতং বারিধারাভিঃ প্রাবৃষীব বলাহকাঃ ॥ ২১
তেঽপীড়য়ন্ ভীমসেনং ক্রুদ্ধাঃ সপ্ত মহারথাঃ।
প্রজাসংহরণে রাজন্ সোমং সপ্ত গ্রহা ইব ॥ ২২
ততো বেগেন কৌন্তেয়ঃ পীড়য়িত্বা শরাসনম্।
মুষ্টিনা পাণ্ডবো রাজন্ দৃঢ়েন সুপরিষ্কৃতম্ ॥ ২৩
মনুষ্যমনতাং জ্ঞাত্বা সপ্ত সত্ত্বান্ সাত্বতান্।
তেভ্যো ব্যসৃজদায়স্তঃ সূর্য্যরশ্মিনিভান্ শরান্ ॥ ২৪
নিরন্তরমিব দেহেষ্বন্তরাণামসূংস্তব।
ভীমসেনো মহারাজ পূর্ববৈরমনুস্মরন্ ॥ ২৫
তে ক্ষিপ্তা ভীমসেনেন শরা ভারত ভারতান্।
বিদার্য্য বঃ সমুৎপেতুঃ স্বর্ণপুঙ্খাঃ শিলাশিতাঃ ॥ ২৬
তেষাং বিদার্য্য চেতাংসি শরা হেমবিভূষিতাঃ।
বারাজন্ত মহারাজ সুপর্ণা ইব খেচরাঃ ॥ ২৭

করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনও রণাঙ্গনে কর্ণকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৩

হে ভারত! যুদ্ধে ভীমসেনের এতাদৃশ পরাক্রম দেখিয়া আপনার যোদ্ধাগণ এবং চারণগণ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন ॥ ১৪

রাজন্! কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, মদ্ররাজ শল্য, জয়দ্রথ, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, সাত্যকি, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন—এই কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের শ্রেষ্ঠ দশ মহারথী 'সাধু, সাধু' বলিয়া সবেগে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫-১৬

মহারাজ! সেই রোমাঞ্চকারী তুমুল শব্দ উত্থিত হইতে লাগিলে আপনার পুত্র রাজা দুর্যোধন অভিশয় ত্বরা করিয়া রাজা ও রাজকুমারগণ এবং বিশেষতঃ নিজের ভ্রাতৃবৃন্দকে বলিলেন—তোমাদের কল্যাণ হউক, তোমরা সকলে ভীমসেনের নিকট হইতে কর্ণকে রক্ষা করিবার জন্য গমন কর ॥ ১৭-১৮

কখনও এরূপ যেন না হয় যে, ভীমসেনের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ রাধেয়নন্দন কর্ণকে পূর্বেই নিহত করিয়া ফেলিয়াছে। মহাধনুর্দ্ধর বীরগণ! অতএব তোমরা সকলে সূতপুত্র কর্ণকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হও ॥ ১৯

ভারত! দুর্যোধনের আদেশ পাইয়া সাত ভ্রাতা ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের উপর আক্রমণ করত তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ২০

যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ পর্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই কৌরবগণ কুন্তীকুমার ভীমসেনের নিকট গমন করত তাঁহাকে নিজ নিজ বাণবর্ষণে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ২১

রাজন্! সেই সাত মহারথী বীর ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনকে সেইরূপে পীড়িত করিতে লাগিলেন, যেরূপ সপ্ত গ্রহ প্রজাসংহার-কালে সোমকে (চন্দ্রকে) পীড়িত করিয়া থাকেন ॥ ২২

মহারাজ! তখন কুন্তীকুমার পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন সুপরিষ্কৃত ধনুটিকে মুষ্টির দৃঢ়ভাবে মুষ্টির দ্বারা সবেগে ঘুরাইয়া সেই সপ্ত ভ্রাতাকে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞান করত তাঁহাদের বিনাশের জন্য যমদণ্ডতুল্য সাতটি বাণ যোজনা করিলেন। সূর্য্যকিরণাবলিসদৃশ প্রভাযুক্ত সেই বাণগুলিকে শক্তিশালী ভীমসেন যত্নসহকারে আপনার সেই পুত্রদের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৩-২৪

মহারাজ! পূর্ণশত্রুতার কথা বারংবার স্মরণ করত ভীমসেন আপনার পুত্রদের প্রাণকে দেহ হইতে বহির্গত করিতেই যেন সেই বাণসমূহ প্রহার করিলেন ॥ ২৫

ভারত! ভীমসেনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত এই বাণগুলি স্বর্ণখচিতপুঙ্খে সুশোভিত এবং শিলাশাণিত ছিল। ইহারা আপনার পুত্রদিগকে বিদীর্ণ করিয়া আকাশমার্গে উড়িতে লাগিল ॥ ২৬

মহারাজ! সেই স্বর্ণভূষিত বাণগুলি সেই সাত ভ্রাতার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া আকাশে বিচরণকারী গরুড়পক্ষীর ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইল ॥ ২৭

শোণিতাদিগ্ধবাজাস্ত্রাঃ সন্তু হেমপরিষ্কৃতাঃ।
পুত্রাণাং তব রাজেন্দ্র শীঘ্রা শোণিতমূষণতাঃ ॥ ২৮
তে শরৈর্ভীমবাণো রথেভ্যঃ প্রাপতন্ ক্ষিতৌ।
গিরিসানুরুহা ভগ্না দ্বিপেনেব মহাদ্রুমাঃ ॥ ২৯
শত্রুঞ্জয়ঃ শত্রুসহশ্চিত্রশ্চিত্রায়ুধো দৃঢ়ঃ।
চিত্রসেনো বিকর্ণশ্চ সপ্তৈতে বিনিপাতিতাঃ ॥ ৩০
পুত্রাণাং তব সর্বেষাং নিহন্তানাং বৃকোদরঃ।
শোচন্ত্যতিভৃশং দুঃখাদ্ বিকর্ণং পাণ্ডবঃ প্রিয়ম্ ॥ ৩১
প্রতিজ্ঞেয়ং ময়া পূর্বা নিহন্তব্যাস্তু সংযুগে
বিকর্ণ তেনাসি হতঃ প্রতিজ্ঞা রক্ষিতা ময়া ॥ ৩২
স্মরন্নাগঃ সমরং বীর ক্ষাত্রধর্মমনুস্মরন্
ততো বিনিহতঃ সংখ্যে যুদ্ধধর্মো হি নির্দয়ঃ ॥ ৩৩
বিশেষতো হি নৃপতের্ভবান্মাকং হিতে রতঃ।
স্বায়ত্তোঽস্মদ্ধিতো বাপি হতঃ শেতে মহাদ্যুতিঃ ॥ ৩৪

অগাধবুদ্ধির্গাঙ্গেয়ঃ ক্ষিতৌ সুরগুরোঃ সমঃ।
তাজিতঃ সমরে প্রাণাংস্তস্মাদ্ যুদ্ধং হি নির্দয়ম্ ॥ ৩৫

সঞ্জয় উবাচ।

তান্ নিহত্য মহাবাহু রাধেয়স্যৈব পশ্যতঃ।
সিংহনাদরবং ঘোরমসৃজৎ পাণ্ডুনন্দনঃ ॥ ৩৬
স রবস্তস্য শূরস্য ধর্মরাজস্য ভারত।
আচখ্যাবিব তদ্ যুদ্ধং বিজয়ং চাত্মনো মহৎ ॥ ৩৭
তং শ্রুত্বা তু মহানাদং ভীমসেনস্য ধন্বিনঃ।
বভূব পরমা প্রীতির্ধর্মরাজস্য ধীমতঃ ॥ ৩৮
ততো হৃষ্টমনা রাজন্ বাদিত্রাণাং মহাস্বনৈঃ।
সিংহনাদরবং ভ্রাতুঃ প্রতিজগ্রাহ পাণ্ডবঃ ॥ ৩৯
হর্ষেণ মহতা যুক্তঃ কৃতসংজ্ঞো বৃকোদরে।
অভ্যায়াৎ সমরে দ্রোণং সর্বসৈন্যস্য পশ্যতাম্ ॥ ৪০
একাদ্রিংশদ্মহারাজ পুত্রাংস্তব নিপাতিতান্।
হতান্ দৃষ্ট্বা সুযোধনো দৃষ্ট্বা কর্তৃঃ সমীপে তদ্ বচঃ ॥ ৪১

রাজেন্দ্র! এই যুদ্ধস্থলের সাতটি বীর আপনার পুত্রদের রক্তপান করত রক্তবর্ণ হইয়া আকাশে উড়িতেছিল। ইহাদের পক্ষ ও অগ্রভাগে অধিক রক্ত জমিয়া ছিল ॥ ২৮

সেই বাণসমূহে নষ্টমন হইয়া যাওয়ায় সেই সাত বীর রথ হইতে ধরাতলে পাতিত হইলেন। ইহাতে মনে হইতেছিল —কোন হাতী পর্বতের শিখরে বড় বড় বৃক্ষসকলকে উৎপাটিত করিয়া ভূতলে পাতিত করিতেছে ॥ ২৯

শত্রুঞ্জয়, শত্রুসহ, চিত্র, চিত্রায়ুধ, দৃঢ়, চিত্রসেন এবং বিকর্ণ— এই সাত ভ্রাতাকে ভীমসেন ভূপাতিত করিলেন ॥ ৩০

রাজন্! সেখানে নিহত হইয়া পতিত আপনার সকল পুত্রের মধ্যে বিকর্ণ পাণ্ডবগণের অধিক প্রিয় ছিলেন। পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন ইঁহার জন্য দুঃখিত হইয়া শোক করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

তিনি বলিলেন,—বিকর্ণ! আমি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যুদ্ধস্থলে ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রগণকে আমি বিনাশ করিব। সেইজন্যই তুমি আমার হস্তে নিহত হইয়াছ। ইহা করিয়াই আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছি ॥ ৩২

বীর! তুমি ক্ষত্রিয়-ধর্মের কথা চিন্তা করিয়া রণাঙ্গনে আসিয়াছিলে। সেইজন্যই তুমি নিহত হইয়াছ; কারণ, যুদ্ধ-কর্ম অতিশয় কঠোর ॥ ৩৩

বিশেষতঃ রাজা যুধিষ্ঠিরের ও আমাদের হিতে নিরত ছিলেন, সেই বৃহস্পতিসদৃশ অগাধ বুদ্ধিমান্ মহাতেজস্বী গঙ্গানন্দন ভীষ্মও ছাড়া অথবা অন্যায়ভাবেই নিহত হইয়া সমরাঙ্গণে পতন করিয়া রহিয়াছেন এবং প্রাণ পরিত্যাগের জন্য সমরে উদ্যোগী হইয়া আছেন। সেইজন্যই বলিতেছি যে, যুদ্ধ অত্যন্ত নিষ্ঠুর কার্য ॥ ৩৪-৩৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! রাধানন্দন কর্ণের সাক্ষাতেই সেই সাত ভ্রাতাকে বধ করিয়া পাণ্ডুনন্দন মহাবাহু ভীমসেন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

ভারত! সেই সিংহনাদ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বীরবর ভীমসেনের সেই যুদ্ধের এবং নিজের সম্পূর্ণ জয়লাভের কথা যেন জানাইয়া দিল ॥ ৩৭

মহান্ ভীমসেনের সেই মহানাদকে শুনিয়া বুদ্ধিমান্ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন ॥ ৩৮

রাজন্! তখন আনন্দিত মনে রাজা যুধিষ্ঠির বাদ্যসমূহের গম্ভীর স্বনের দ্বারা ভ্রাতা ভীমসেনের সেই সিংহনাদকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৯

এইরূপে ভীমসেনকে নিজের প্রসন্নতায় সন্তুষ্ট করিয়া সমস্ত অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় হর্ষের সহিত রণাঙ্গণে দ্রোণাচার্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪০

মহারাজ! আপনার একত্রিশ (দুঃশাসন সহিত বত্রিশ)

তদিদং সমনুপ্রাপ্তং ক্ষত্তর্নিঃশ্রেয়সং বচঃ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য তে পুত্রো নোত্তরং প্রত্যপদ্যত ॥ ৪৮
যদ্ দ্যূতকালে দুর্বুদ্ধির্ব্রবীৎ তনয়স্তব।
সভায়ামানয়া পাঞ্চালীং কর্ণেন সহিতোঽন্যধীঃ ॥ ৪৯
যচ্চ কর্ণোঽব্রবীৎ কৃষ্ণাং সভায়াং পরুষং বচঃ।
প্রমুখে পাণ্ডুপুত্রাণাং তব চৈব বিশাম্পতে ॥ ৫০
স্মৃতস্তব রাজেন্দ্র কৌরবাণাঞ্চ সর্বশঃ।
বিনষ্টাঃ পাণ্ডবাঃ কৃষ্ণে শাশ্বতং নরকং গতাঃ ॥ ৫১
পতিমন্যং বৃণীষেতি তস্যেদং ফলমাগতম্।
যচ্চ ষণ্ডতিলাদীনি পরুষাণি তবাব্রুবন্।
ত্রাবিতাস্তে মহাত্মানঃ পাণ্ডবাঃ কোপয়িষ্ণুভিঃ ॥ ৫৩
তং ভীমসেনঃ ক্রোধাগ্নিং ত্রয়োদশ সমাঃ ক্ষিতম্।
উদ্দিধক্ষংস্তব সুতানন্তং গচ্ছতি পাণ্ডবঃ ॥ ৫৪
বিলপংশ্চ বহু ক্ষত্তা শমং নালভত ক্বচিৎ।

সপুত্রো ভরতশ্রেষ্ঠ তস্য তুষ্ণীং ফলোদয়ম্ ॥ ৫৮
তয়া বৃদ্ধেন ধীরেণ কাব্যতত্ত্বার্থদর্শিনা।
ন কৃতং সুহৃদাং বাক্যং দৈবমত্র পরায়ণম্ ॥ ৫৯
তস্মা শুচো নরব্যাঘ্র তবৈবাপনয়ো মহান্।
বিনাশহেতুঃ পুত্রাণাং ভবানেব মতো মম ॥ ৬০
হতো বিকর্ণো রাজেন্দ্র চিত্রসেনশ্চ বীর্যবান্।
প্রবরাশ্চাবরজানাং তে সুতাশ্চাস্ত্রে মহারথাঃ ॥ ৬১
যানস্যান্ দদৃশে ভীমশ্চক্ষুর্বিষয়মাগতান্।
পুত্রাংস্তব মহারাজ স্মরন্ তান্ জঘান হ ॥ ৬২
ত্বৎকৃতে হ্যহমত্রাক্ষং স্থবিরাণাং বধ্রধিনীম্।
সহস্রশঃ শরৈর্মুক্তৈঃ পাণ্ডবেন বৃষেণ চ ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি ভীমযুদ্ধে
সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৭

জন পুত্রকে নিহত হইতে দেখিয়া দুর্যোধন বিদুরের সেই সূক্ষ্ম-কথিত বাক্য স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭

বিদুর সেই কল্যাণকর বাক্য বলিয়াছিলেন, তদনুসারে এই সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে,—এরূপ চিন্তা করিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন ইহার কোন উত্তরপ্রদান করিলেন না ॥ ৪৮

দ্যূতক্রীড়ার সময় কর্ণের সহিত আপনার অন্যমতি পুত্র দুরাত্মা দুর্যোধন পাঞ্চাল-রাজকুমারী দ্রৌপদীকে সভায় আনাইয়া তাঁহার প্রতি যে কটুবাক্য বলিয়াছিলেন এবং প্রজানাথ! মহারাজ! পাণ্ডবগণ ও আপনার সম্মুখে সমস্ত কৌরবদিগকে শুনাইতে শুনাইতে কর্ণ সেই সভাতেই দ্রৌপদীর প্রতি যে এই কঠোর-বাক্য বলিয়াছিলেন—দ্রৌপদি! পাণ্ডবগণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং সর্বদার জন্য তাহারা নরকে পতিত হইয়াছে, অতএব তুমি অন্য পতি বরণ কর। সেই অন্যায়ের আজ এই ফল উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৪৯-৫৪

আপনার পুত্রগণ পাণ্ডবদিগকে ক্লেশিত করিবার জন্য ষণ্ডতিল (অন্ধকূপনে অসমর্থ তিল অথবা নপুংসক) প্রভৃতি যে কঠোর বাক্য সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণকে শুনাইয়াছিলেন, সেই কারণে পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের হৃদয় তের বৎসরকাল যে ক্রোধাগ্নি জ্বলিতেছিল, তাহা উদ্গিরণ করিতে করিতে ভীমসেন আপনার পুত্রদিগকে বিনাশ করিতেছেন ॥ ৫৫-৫৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! বিদুর আপনার নিকটে বহু বিলাপ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শান্তির ভিক্ষা আপনার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন নাই। আপনার সেই অন্যায়ের ফল আজ উপস্থিত হইয়াছে, উহা আপনি পুত্রগণের সহিত ভোগ করুন ॥ ৫৮

আপনি বৃদ্ধ, ধীর, কার্যতত্ত্বার্থদর্শী এবং প্রয়োজন-দর্শী, তথাপি আপনি হিতৈষী সুহৃদ্গণের কথা মানেন নাই ইহাতে দৈবই প্রধান কারণ বলিয়া মনে করি ॥ ৫৯

নরেশ্বর! অতএব শোক করিবেন না। ইহাতে আপনারই দুষ্কৃতের অন্যায়ের কারণে বিদ্যমান আছে। আমি ত' আপনাকেই আপনার পুত্রগণের বিনাশের কারণ বলিয়া মনে করি ॥ ৬০

রাজেন্দ্র! বিকর্ণ নিহত হইয়াছে। পরাক্রমশালী চিত্রসেনকেও প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছে। আপনার পুত্রগণের মধ্যে যাঁহারা প্রধান এবং অন্য মহারথী বীরগণও কালবশে পতিত হইয়াছেন ॥ ৬১

মহারাজ! ভীমসেনের নিজের নয়নের সম্মুখে আগত আপনার যে যে পুত্রকে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে তৎক্ষণাৎই বধ করিতেছেন ॥ ৬২

আপনারই কারণে আমি ভীমসেন ও কর্ণের নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র বাণে রাজাদের বিনাশ সৈন্যবাহিনীকে বধ হইতে দেখিয়াছি ॥ ৬৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বকে ভীমসেনের যুদ্ধবিষয়ক সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনস্য কর্ণস্য চ তুমুলঃ সংগ্রামঃ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

মহানপনয়ঃ সূত মমৈবাত্র বিশেষতঃ।
স ইদানীমনুপ্রাপ্তো মন্যে সঞ্জয় শোচতঃ॥ ১

যদ্ গতং তদ্ গতমিতি মমাসীন্মনসি স্থিতম্।
ইদানীমত্র কিং কার্য্যং প্রব্রূহি ত্বং ব্রবীমি সঞ্জয়॥ ২

যথা স্বেষ ক্ষয়ো বৃত্তো মমাপনয়সম্ভবঃ।
বীরাণাং তন্মমাচক্ষ্ব স্থিরীকৃতোঽস্মি সঞ্জয়॥ ৩

সঞ্জয় উবাচ।

কর্ণ-ভীমৌ মহারাজ পরাক্রান্তৌ মহাবলৌ।
বাণবর্ষাণ্যসৃজতাং বৃষ্টিমন্তাবিবাম্বুদৌ॥ ৪

ভীমনামাঙ্কিতা বাণাঃ স্বর্ণপুঙ্খাঃ শিলাশিতাঃ।
বিবিশুঃ কর্ণমাসাদ্য ছিন্দন্ত ইব জীবিতম্॥ ৫

তথৈব কর্ণনির্মুক্তাঃ শরা বহ্নিশিখাসমাঃ।
ছাদয়ামাসুরে বীরং শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ৬

তয়োঃ শরৈর্মহারাজ সম্পতদ্ভিঃ সমন্ততঃ।
বভূব তত্র সৈন্যানাং সংক্ষোভঃ সাগরোত্তরঃ॥ ৭

ভীমচাপচ্যুতৈর্বাণৈস্তব সৈন্যমরিন্দম।
অবধ্যত চমূমধ্যে ঘোরৈরাশীবিষোপমৈঃ॥ ৮

বারণৈঃ পতিতৈঃ রাজন্ বাজিভিশ্চ নরৈঃ সহ।
অদৃশ্যত মহী কীর্ণা বাতভগ্নৈরিব দ্রুমৈঃ॥ ৯

তে বধ্যমানাঃ সমরে ভীমচাপচ্যুতৈঃ শরৈঃ।
প্রাদ্রবংস্তাবকা যোধাঃ কিমেতদিতি চাব্রুবন্॥ ১০

ততো দ্রাদ্রবৎ তৎ সৈন্যং সিন্ধু-সৌবীর-কৌরবম্।
প্রোৎসারিতং মহাবেগৈঃ কর্ণ-পাণ্ডবয়োঃ শরৈঃ॥ ১১

তে শূরা হতভূয়িষ্ঠা হতাশ্ব-রথ-বারণাঃ।
উৎসৃজ্য ভীম-কর্ণৌ চ সর্বতো ব্যদ্রবন্ দিশঃ॥ ১২

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ভীমসেন ও কর্ণের তুমুল সংগ্রাম।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সূত সঞ্জয়! ইহাতে আমারই বিশেষতঃ অন্যায় আছে—ইহা আমি স্বীকার করি। এই সময় শোকগ্রস্ত আমাকে আমার সেই অন্যায়েরই ফল ভোগ করিতে হইতেছে॥ ১

সঞ্জয়! এখন পর্য্যন্ত আমার মনে এই কথাই ছিল যে, যাহা চলিয়া গিয়াছে, তাহা গিয়াছে। তাহার জন্য চিন্তা করিয়া কোন লাভ নাই। কিন্তু এখন এ বিষয়ে আমার কি কর্ত্তব্য, তাহা বল। আমি তাহা পালন করিব॥ ২

সূত! আমার অন্যায়েই বীরগণের যে এই বিনাশ হইতেছে, তাহা তুমি আমাকে বলিয়া শুনাও। আমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া (শুনিবার জন্য) বসিয়া রহিলাম॥ ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! জলবর্ষণকারী দুই খণ্ড মেঘের ন্যায় মহাবল ও মহাপরাক্রমশালী কর্ণ এবং ভীমসেন পরস্পরের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ৪

যাহাদের উপর ভীমসেনের নাম অঙ্কিত ছিল সেই শিলা-শাণিত ও সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত বাণসকল কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার প্রাণকে যেন উচ্ছেদ করিতে করিতেই তাঁহার দেহে প্রবেশ করিতে লাগিল॥ ৫

এইরূপ কর্ণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত মধুপিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট শত শত ও সহস্র সহস্র বাণসমূহও বীর ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করিতে থাকিল॥ ৬

মহারাজ! চারিদিক্ হইতে পতিত এই উভয়ের বাণ-সমূহে সেখানকার সৈন্যদের মধ্যে সমুদ্র হইতেও অধিক ক্ষোভের সৃষ্টি হইল॥ ৭

শত্রুদমন! ভীমসেনের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বিষধর সর্প-সদৃশ ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা সৈন্যমধ্যভাগে আপনার সৈন্যরা নিহত হইতে লাগিল॥ ৮

রাজন্! সেখানে পতিত হস্তী, অশ্ব এবং পদাতি মনুষ্য-গণের দ্বারা আচ্ছাদিত সেই রণভূমি প্রবল বায়ুতে উৎপাটিত বৃক্ষসমূহে আচ্ছাদিত বলিয়া মনে হইতেছিল॥ ৯

ভীমসেনের ধনু হইতে মুক্ত বাণসকলের দ্বারা সমরাঙ্গণে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া আপনার সৈন্যরা পালন করিল এবং পরস্পর বলিতে লাগিল যে, ইহা কি?॥ ১০

এইরূপে কর্ণ ও ভীমসেনের মহাবেগশালী বাণসমূহদ্বারা সিন্ধু, সৌবীর ও কৌরব-দলের সকল সৈন্যরা পর্য্যুদস্ত হইল এবং দূরে পলাইয়া গিয়া অবস্থান করিতে লাগিল॥ ১১

যাহাদের মধ্যে অনেকেই নিহত হইয়াছিল এবং যাহাদের বহু হস্তী, অশ্ব ও রথ বিনষ্ট হইয়াছিল, সেই বীর সৈন্যগণ কর্ণ

নূনং পার্থার্থমেবাস্মান্ মোহয়ন্তি দিবৌকসঃ।
যৎ কর্ণ-ভীমসৃষ্টৈর্ব্যাপ্তে নো বলং শরৈঃ ॥ ১৩
এবং ব্রুবাণা যোধাস্তে ভারতা ভয়পীড়িতাঃ।
শরপাতং সমুৎসৃজ্য স্থিতা যুদ্ধদিদৃক্ষবঃ ॥ ১৪
ততঃ প্রাবর্ত্তত নদী ঘোররূপা রণাজিরে।
শূরাণাং হর্ষজননী ভীরূণাং ভয়বর্দ্ধিনী ॥ ১৫
বারণাশ্ব-মনুষ্যাণাং রুধিরৌঘসমুদ্ভবা।
সংবৃতা গতসত্ত্বৈশ্চ মনুষ্যগজবাজিভিঃ ॥ ১৬
সানুকর্ষ-পতাকৈশ্চ দ্বিপাশ্বরথকূবরৈঃ।
স্কন্দনৈরপবিদ্ধৈশ্চ ভগ্নচক্রাক্ষকূবরৈঃ ॥ ১৭
জাতরূপপরিষ্কারৈর্ম্মণিভিঃ সুমহাধনৈঃ।
সুবর্ণপুঙ্খৈরিষুভির্নারাচৈশ্চ সহস্রশঃ ॥ ১৮
কর্ণ-পাণ্ডবনির্ম্মুক্তৈর্নির্ম্মুক্তৈরিব পন্নগৈঃ।
প্রাস-তোমরসঙ্ঘাতৈঃ খড়্গৈশ্চ সপরশ্বধৈঃ ॥ ১৯
সুবর্ণবিকৃতৈশ্চাপি গদা-মুসল-পট্টিশৈঃ।
ঋষ্টিভিশ্চ বিবিধাকারৈঃ শক্তিভিঃ পরিঘৈরপি ॥ ২০
শতঘ্নীভিশ্চ চিত্রাভির্বভৌ ভারত মেদিনী।
কনকাঙ্গদকেয়ূরৈশ্চ কুণ্ডলৈর্মুকুটৈস্তথা ॥ ২১
বলয়ৈরপবিদ্ধৈশ্চ তত্রৈবাদৃশ্যবেষ্টকৈঃ।
চূড়ামণিভিরঙ্গীয়ৈঃ কর্ণসূত্রৈশ্চ মারিষ ॥ ২২
তনুত্রৈঃ সতলত্রৈশ্চ হারৈর্নিষ্কৈশ্চ ভারত।
বস্ত্রৈশ্ছত্রৈশ্চ বিধ্বস্তৈশ্চামর-ব্যজনৈরপি ॥ ২৩
গজাশ্বমনুজৌঘাস্তৈঃ শোণিতার্দ্রৈশ্চ পত্রিভিঃ।
ভৈষ্টৈশ্চ বিবিধৈস্তত্র তত্র বসুন্ধরা ॥ ২৪
পতিতৈরপবিদ্ধৈশ্চ বিবভৌ দ্যৌরিব গ্রহৈঃ।
অচিন্ত্যমদ্ভুতং চৈব তয়োঃ কর্ম্মাভিমানুষম্ ॥ ২৫
দৃষ্ট্বা চারণ-সিদ্ধানাং বিস্ময়ঃ সমজায়ত।
অল্পেষ্বায়ুসহায়স্য গতিঃ কক্ষ ইবাহবে ॥ ২৬
আসীদ্ ভীমসহায়স্য রৌদ্রমাধিরথের্গতম্।
নিপাতিতগজরথং হতবাজি-নর-দ্বিপম্ ॥ ২৭

ও ভীমসেনকে ত্যাগ করিয়া নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১২

অবশ্যই ক্ষুদ্রকুমারগণের হিতের জন্য দেবতাগণ আমাদের যুদ্ধ করিতেছেন; কারণ, কর্ণ ও ভীমসেনের বাণসমূহে আমাদের সৈন্যরাই নিহত হইতেছে ॥ ১৩

এই কথা বলিতে বলিতে আপনার যোদ্ধারা অত্যন্তীত হইয়া বাণ নিক্ষেপ করা বন্ধ করিয়া দিয়া যুদ্ধের দর্শক হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১৪

অনন্তর রণভূমিতে ভয়ঙ্কর নদী প্রবাহিত হইয়া চলিল, যে নদী বীর যোদ্ধাগণের হর্ষ এবং ভীরু পুরুষগণের ভয় বর্দ্ধন করিতেছিল ॥ ১৫

হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের রুধিরে ঐ নদী উৎপন্ন হইয়াছিল। সে প্রাণশূন্য মনুষ্য, হস্তী এবং অশ্বগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল ॥ ১৬

ভারত! সেই সময় অনুকর্ষ, পতাকা, হাতী, অশ্ব, রথ, অলঙ্কার, ভগ্ন হইয়া পতিত তখন (রথ), ভগ্ন হইয়া পতিত চক্র, অক্ষ ও কূবর, সুবর্ণভূষিত এবং মহাটঙ্কারধ্বনিকারী ধনু, স্বর্ণখচিত বাণ, ষোলসযুক্ত দর্পসদৃশ উজ্জ্বল, কর্ণ ও ভীমসেন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র নারাচ, প্রাস, তোমর, খড়্গ, পরশু, স্বর্ণনির্ম্মিত গদা, মুসল, পট্টিশ, নানাবিধ ঋষ্টি, শক্তি, পরিঘ এবং বিচিত্র শতঘ্নী প্রভৃতিতে সেই রণভূমির অদ্ভুত শোভা হইতেছিল ॥

মাননীয় ভরতবংশধর! এদিকে ওদিকে পতিত স্বর্ণময় অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল, মুকুট, বলয়, অঙ্গুলী, চূড়ামণি, উষ্ণীষ, সুবর্ণময় সূত্র, কবচ, তনুত্র, হার, নিষ্ক (গলক), বস্ত্র, ছত্র, পতিত চামর, ব্যজন, বিদীর্ণ হইয়া তৃপতিত হাতী, অশ্ব, মনুষ্য, রক্তাপ্লুত ও পঙ্কযুক্ত বাণ প্রভৃতি নানাবিধ ছিন্ন ভিন্ন, পতিত ও নিক্ষিপ্ত বস্তুসমূহে সেখানকার রণভূমি গ্রহগণে পরিব্যাপ্ত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥

ইহাদের উভয়ের (কর্ণ ও ভীমসেনের) অচিন্তনীয়, অলৌকিক এবং অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া চারণ ও সিদ্ধগণ মনে মনে অতিশয় বিস্মিত হইয়া পড়িলেন ॥

যেরূপ বায়ুর সহায়তা পাইয়া শুষ্ক বনে ও তৃণাদি নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহে অগ্নির গতি বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ মহাসমরে ভীমসেনের সহিত সূতপুত্র কর্ণেরও গতি ভয়ঙ্কর বর্দ্ধিত হইল ॥

হে নরাধিপ! যেরূপ হাতী কাহারও দ্বারা প্রেরিত হইয়া নলবনকে বিমর্দ্দিত করিয়া যায়, সেইরূপ যেমনগণের ন্যায় আপনার সৈন্যবাহিনী অতিশয় দুরবস্থায় পতিত হইল।

গজাভ্যাং সম্প্রযুক্তাভ্যামাসীল্লবনং যথা।
মেঘজালনিভং সৈন্যমাসীৎ তব নরাধিপ।
বিমর্দঃ কর্ণ-ভীমাভ্যামাসীচ্চ পরমো রণে ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি জয়দ্রথবধপর্ব্বণি ভীম-কর্ণযুদ্ধে
অষ্টত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৮

ইহাদের রথ ও অশ্ব পতিত হইয়াছিল। চক্রী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হইয়াছিল। কর্ণ ও ভীমসেন সেই রণাঙ্গনে শত্রুগণের শোককর হইয়াছিলেন ॥ ১১-২৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্ব্বে ভীমসেন ও কর্ণের যুদ্ধবিষয়ক অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীম-কর্ণয়োর্ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, পূর্ব্বতো ভীমস্য পরতঃ কর্ণস্য চ জয়লাভঃ, ততো ঘনান্ধকারেণ বাণসমূহেন ব্যতিষ্ঠয়োঃ কর্ণাশ্বত্থাম্নোঃ পলায়নঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ কর্ণো মহারাজ ভীমং বিদ্ধ্বা ত্রিভিঃ শরৈঃ।
মুমোচ শরবর্ষাণি বিচিত্রাণি বসূনি চ ॥ ১
বধ্যমানো মহাবাহুঃ সূতপুত্রেণ পাণ্ডবঃ।
ন বিব্যথে ভীমসেনো ভিদ্যমান ইবাচলঃ ॥ ২
স কর্ণং কর্ণিনা কর্ণে পীতেন নিশিতেন চ।
বিব্যাধ সুভৃশং সংখ্যে তৈলধৌতেন মারিষ ॥ ৩
স কুণ্ডলং মহচ্চারু কর্ণস্যাপাহরদ্ ভুবি।
তপনীয়ং মহারাজ দীপ্তং জ্যোতিরিবাম্বরাৎ ॥ ৪
অথাপরেণ ভল্লেন সূতপুত্রঃ স্তনান্তরে।
আজঘান ভৃশং ক্রুদ্ধো হসন্নিব বৃকোদরঃ ॥ ৫
পুনরন্যান্ শরান্ ভীমো নারাচান্ প্রহিণোদ্ ভৃশম্।
রণে শ্রৈষীমহাবাতনির্মুক্তানীবিষোপমান্ ॥ ৬
তে ললাটং বিনির্ভিদ্য সূতপুত্রস্য ভারত।
বিবিশুস্তোদিতাস্তেন বল্মীকমিব পন্নগাঃ ॥ ৭
ললাটস্থৈস্ততো বাণৈঃ সূতপুত্রো ব্যরোচত।
নীলোৎপলময়ীং মালাং ধারয়ন্ বৈ যথা পুরা ॥ ৮
সোঽভিসিক্তো ভৃশং কর্ণঃ পাণ্ডবেন তরস্বিনা।
রুধিরৌঘমালয়া স্রগ্বী নীলয়েব ন লোচনে ॥ ৯

একোনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ভীমসেন ও কর্ণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, প্রথমে ভীম ও পরে কর্ণের জয়লাভ, তাহার পর অর্জুনের বাণসমূহে ব্যথিত হইয়া কর্ণ ও অশ্বত্থামার পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর কর্ণ তিন বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর বহু বিচিত্র বাণবর্ষণ করিলেন ॥ ১

সূতপুত্র কর্ণকর্ত্তৃক বাণবিদ্ধ হইলেও মহাবাহু পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন বিদ্ধ পর্ব্বতের ন্যায় কোনরূপ ব্যথিত হইলেন না ॥ ২

মাননীয় কৃপাল! তিনিও এই সময় যুদ্ধস্থলে তৈলধৌত, শীঘ্র ও তীক্ষ্ণ কর্ণীনামক একটি বাণে কর্ণের কর্ণপ্রদেশে অতিশয় তীব্র আঘাত করিলেন ॥ ৩

মহারাজ! ভীমসেন কর্ণের কর্ণনিহিত বিশাল ও সুন্দর কুণ্ডলকে আকাশ হইতে প্রদীপ্ত তারার ন্যায় ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ৪

তদনন্তর ভীমসেন অত্যন্ত রুষিত হইয়া হাস্য করিতে করিতেই অপর একটি ভল্লের দ্বারা সূতপুত্র কর্ণের বক্ষঃস্থলে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ৫

হে ভারত! পুনরায় মহাবাহু ভীমসেন অতিশয় সত্বরতার সহিত ঘোরদর্শন বিষধর সর্পের ন্যায় দশটি নারাচ রণাঙ্গনে কর্ণের উপর নিক্ষিপ্ত করিলেন ॥ ৬

ভারত! তাঁহার দ্বারা চালিত সেই নারাচ গুলি সূতপুত্র কর্ণের ললাটে ভেদ করিয়া বল্মীকের মধ্যে সর্পগণের প্রবেশের ন্যায় তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৭

ললাটে অবস্থিত এই বাণসকলের দ্বারা সূতপুত্র কর্ণ সেইরূপ শোভাপ্রাপ্ত হইলেন, যেরূপ তিনি পূর্ব্বে মস্তকের উপর নীলকমলের মালা ধারণ করিয়া শোভমান হইতেন ॥ ৮

মেধাবান্ পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনকর্ত্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া পড়িলেও কর্ণ রথের কূবর দ্বারা মস্তক চক্ষু বন্ধ করিয়া রহিলেন ॥ ৯

স মুহূর্তাৎ পুনঃ সংজ্ঞাং লেভে কর্ণঃ পরন্তপঃ।
রুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গঃ ক্রোধমাহারয়ৎ পরম্ ॥ ১০
ততঃ ক্রুদ্ধো রণে কর্ণঃ পীড়িতো দৃঢ়ধন্বনা।
বেগং চক্রে মহাবেগো ভীমসেনবধং প্রতি ॥ ১১
তস্যৈ কর্ণঃ শতং রাজন্নিষূণাং গার্ধ্রবাসসাম্।
অমর্ষী বলবান্ ক্রুদ্ধঃ প্রেষয়ামাস ভারত ॥ ১২
ততঃ প্রাসৃজদুগ্রাণি শরবর্ষাণি পাণ্ডবঃ।
সমরে ভমনাদৃত্য তস্য বীর্যমচিন্তয়ন্ ॥ ১৩
কর্ণস্ততো মহারাজ পাণ্ডবং নবভিঃ শরৈঃ।
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধঃ ক্রুদ্ধরূপং পরন্তপ ॥ ১৪
তাবুভৌ নরশার্দূলৌ শার্দূলাবিব দংষ্ট্রিণৌ।
ভীমুতাবিব চান্যোন্যং প্রেক্ষমাণৌ তুরাহবে ॥ ১৫
তলশব্দরবৈশ্চৈব ত্রাসয়েতাং পরস্পরম্।
শরজালৈশ্চ বিবিধৈশ্ছাদয়ামাসতুর্মৃধে ॥ ১৬

অন্যোন্যং সমরে ক্রুদ্ধৌ কৃতপ্রতিকৃতৈষিণৌ।
ততো ভীমো মহাবাহুঃ সূতপুত্রস্য ভারত ॥ ১৭
কৃষ্ণপ্রেষণ বন্ধুস্থিত্বা ননাদ পরবীরহা।
তদনন্তর বন্ধুস্থিত্বা সূতপুত্রো মহারথঃ ॥ ১৮
অন্যৎ কার্মুকমাদত্ত ভারসহ্যং বেগবত্তরম্
তদপ্যস্য নিমেষার্ধাচ্ছিচ্ছেদাস্য বৃকোদরঃ ॥ ১৯
তৃতীয়ঞ্চ চতুর্থঞ্চ পঞ্চমং ষষ্ঠমেব হি।
সপ্তমং চাষ্টমং চৈব নবমং দশমং তথা ॥ ২০
একাদশং দ্বাদশঞ্চ ত্রয়োদশমথাপি চ
চতুর্দশং পঞ্চদশং ষোড়শঞ্চ বৃকোদরঃ ॥ ২১
তথা সপ্তদশং বেগাদষ্টাদশমথাপি বা।
বহূনি ভীমশ্চিচ্ছেদ কর্ণস্যৈবং ধনূংষি হি ॥২২
নিমেষার্ধাৎ ততঃ কর্ণো ধনুর্হস্তো ব্যতিষ্ঠত।
দৃষ্ট্বা স কুরু-সৌবীর-সিন্ধুবীরবলঙ্কয়ম্ ॥২৩

শত্রুতাপন কর্ণ মুহূর্তকাল পরে পুনরায় চেতনালাভ করিলেন। সেই সময় তাঁহার সর্বাঙ্গ রক্তে আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল। সেই অবস্থায় তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হইল ॥ ১০

মর্মচ্ছেদনকারী ভীমসেনকর্তৃক পীড়িত এবং মহাবেগশালী কর্ণ ধনুর্ধারণে কুপিত হইয়া ভীমসেনের রথের উপর তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন ॥ ১১

রাজন্! ভরতবংশভূষণ! অমর্ষশীল, ক্রুদ্ধ ও বলবান্ কর্ণ ভীমসেনের উপর মৃত্যুসদৃশ এক শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১২

তখন ধনুর্ধারণে কর্ণের পরাক্রমকে কোনরূপ কিছু গণ্য না করিয়াই তাঁহাকে অবহেলা করত পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন তাঁহার উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

শত্রুসন্তাপক মহারাজ! তখন কর্ণ কুপিত হইয়া ক্রুদ্ধ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের বক্ষস্থলে নব্বই বাণ প্রহার করিলেন ॥ ১৪

এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর দুইটি ব্যাঘ্রের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধ করিতে থাকিলেন এবং আকাশে দুই খণ্ড মেঘের তুল্য যুদ্ধস্থলে ইহারা উভয়ে পরস্পরের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

ইহারা নিজ নিজ হস্তত্রাণের শব্দের দ্বারা পরস্পরের ত্রাস উৎপন্ন করিতেছিলেন এবং নানাপ্রকার শরজাল বর্ষণ করিয়াও পরস্পরকে ভীত করিতেছিলেন। এই দুই বীর যুদ্ধে কুপিত হইয়া পরস্পর কৃত অস্ত্রপ্রহারের প্রতীকার করিতে উৎসুক ছিলেন।

হে ভারত! তাহার পর শত্রুবীরহন্তা মহাবাহু ভীমসেন সূতপুত্রপ্রেরক একটি বাণের দ্বারা সূতপুত্র কর্ণের ধনু ছেদন করিয়া দিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

তখন মহারথী সূতনন্দন কর্ণ সেই ছিন্ন ধনু নিক্ষেপ করত ভারনিবারণ করিতে সমর্থ ও অত্যন্ত বেগশালী অপর একটি ধনু গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু ভীমসেন অর্ধ নিমিষের মধ্যেই উহাকে ছেদন করিয়া দিলেন। এইভাবে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ ধনুগুলিকেও ভীমসেন ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৬-২১

কেবল ইহাই নহে, ভীমসেন সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং আরও বহু কর্ণের ধনু সবেগে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ২২

ইহার পরও কর্ণ অর্ধনিমিষের মধ্যেই অপর একটি ধনু হাতে লইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কুরু, সৌবীর এবং সিন্ধু-দেশের বীর সৈন্যগণের বিনাশ, চারিদিকে পতিত কবচ, ধ্বজ ও অস্ত্রশস্ত্রে আচ্ছাদিত রণভূমি, প্রাণশূন্য হস্তী, অশ্ব ও রথী বীরগণের শরীরসকল চারিদিকে পতিত দেখিয়া সূতপুত্র কর্ণের দেহ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

সবর্ম-ধ্বজ-শস্ত্রৈশ্চ পতিতৈঃ সংবৃতাং মহীম্।
হতাশ্ব-রথ-দেহাংশ্চ গতাসূন্ প্রেক্ষ্য সর্বশঃ ॥ ২৪
সূতপুত্রস্ত সংরম্ভাদ্ দীপ্তং বপুরজায়ত।
স বিস্ফার্য মহচ্চাপং কার্তস্বরবিভূষিতম্ ॥ ২৫
ভীমং ত্রৈপক্ষত রাধেয়ো ঘোরঃ ঘোরেণ চক্ষুষা।
ততঃ ক্রুদ্ধঃ শরানস্যন্ সূতপুত্রো ব্যরোচত ॥ ২৬
মধ্যাহ্নদিনগতোঽচিষ্মান্ শরদীব দিবাকরঃ।
মরীচিবিকচস্তেব রাজন্ ভানুমতো বপুঃ ॥ ২৭
আসীদ্ধনুরথেঘোরঃ বপুঃ শরশতাচিতম্।
করাভ্যামাদদানস্ত সন্ধধানস্ত চাশুগান্ ॥ ২৮
কর্ষতো মুঞ্চতো বাণান্ নান্তরং দদৃশে রণে।
অগ্নিচক্রোপমঃ ঘোরঃ মণ্ডলীকৃতমায়ুধম্ ॥ ২৯
কর্ণস্যাসীন্নরীপাল সব্য-দক্ষিণমন্ততঃ।
স্বর্ণপুঙ্খাঃ সুনিশিতাঃ কর্ণচাপচ্যুতাঃ শরাঃ ॥ ৩০
প্রাচ্ছাদয়ন্মহারাজ দিশঃ সূর্যাস্ত চ প্রভাঃ।
ততঃ কনকপুঙ্খানাং শরাণাং নতপর্বণাম্ ॥ ৩১
ধনুষ্টঙ্কারবিরুতি দদৃশে বসুধা ব্রজঃ।
বাণাসনাদাধিরথেঃ প্রচ্যবন্তি স্ম সায়কাঃ ॥ ৩২
শ্রেণীকৃতা বারোচন্ত রাজন্ ক্রৌঞ্চা ইবাম্বরে।
গার্ধ্রপত্রান্ শিলাধৌতান্ কার্তস্বরবিভূষিতান্ ॥ ৩৩
মহাবেগান্ প্রদীপ্তাগ্রান্ মুমোচাধিরথিঃ শরান্।
তে তু চাপবলোদ্ধূতাঃ শাতকুম্ভবিভূষিতাঃ ॥ ৩৪
অজস্রমপতন্ বাণা ভীমসেনরথং প্রতি।
তে ব্যোম্নি রুক্মবিকৃতা বাকাশস্ত সহস্রশঃ ॥ ৩৫
শলভানামিব ব্রাতাঃ শরাঃ কর্ণসমীরিতাঃ।
চাপাদাধিরথেবাণাঃ প্রপতন্তশ্চকাশিরে ॥ ৩৬
একো দীর্ঘ ইবাত্যর্থমাকাশে সংস্থিতঃ শরঃ।
পর্বতং বারিধারাভিশ্ছাদয়ন্নিব তোয়দঃ ॥ ৩৭
কর্ণঃ প্রাচ্ছাদয়ৎ ক্রুদ্ধো ভীমং সায়কবৃষ্টিভিঃ।
তত্র ভারত ভীমস্য বলং বীর্যং পরাক্রমম্ ॥ ৩৮
ব্যবসায়ঞ্চ পুত্রাস্তে দদৃশুঃ সহসৈনিকাঃ।
তাং সমুদ্রমিবোদ্ধূতাং শরবৃষ্টিং সুদুস্তরাম্ ॥ ৩৯

সেই সময় রাধানন্দন কর্ণ কুপিত হইয়া ভীম সুবর্ণভূষিত বিশাল ধনুর টঙ্কার ধ্বনি করিতে করিতে ভয়ানক ভীমসেনকে উদ্বীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

তাহার পর সূতনন্দন কর্ণ কুপিত হইয়া বাণবৃষ্টি বর্ষণ করিতে করিতে শরৎকালীন দ্বিপ্রহরের সূর্য্যের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন।

রাজন্! অধিরথপুত্র কর্ণের হাতের শরীর শত শত বাণে পরিব্যাপ্ত ছিল। ইহাতে তিনি কিরণাবলিতে দেদীপ্যমান সূর্য্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন।

সেই রণাঙ্গনে দুই হস্তে বাণসকল গ্রহণ, ধনুতে স্থাপন, আকর্ষণ এবং নিক্ষেপকারী কর্ণের এই সকল কার্য্যে কোনরূপ অবকাশ দেখা যাইতেছিল না।

ভূপাল! বামে দক্ষিণে বাণনিক্ষেপকারী মণ্ডলাকার ধনু এই সময় অগ্নি-চক্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর প্রতীত হইতেছিল।

মহারাজ! কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সুবর্ণময় পক্ষভূষিত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণসকল চারিদিক্ ও সূর্য্যপ্রভাকেও আবৃত করিয়া দিয়াছিল।

অনন্তর ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত স্বর্ণপর্বযুক্ত এবং সুবর্ণময় পক্ষভূষিত ঋজুসংস্থান বাণশ্রেণী আকাশে দেখা যাইতে লাগিল।

রাজন্! অধিরথপুত্র কর্ণের ধনু হইতে যে সকল বাণ নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, তাহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আকাশে ক্রৌঞ্চপক্ষীর দলের ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল।

সূতনন্দন কর্ণ গৃধ্রপক্ষযুক্ত, শিলাধৌত, সুবর্ণভূষিত, মহাবেগশালী ও প্রজ্বলিত অগ্রভাগবিশিষ্ট বহু বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

ধনুর বলে উপরে উত্থিত হইয়া সুবর্ণভূষিত বাণসকল ভীমসেনের রথের উপরে অনবরতভাবে পতিত হইতে লাগিল।

কর্ণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র সুবর্ণময় বাণ আকাশে পতঙ্গদলের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল।

সূতপুত্র কর্ণের ধনু হইতে পতিত হইবার সময় বাণসকল এরূপ শোভা পাইতে লাগিল যে, সেই সকল বাণ যেন এক দীর্ঘ বিশাল বাণ আকাশে অবস্থান করিতেছে।

ক্রুদ্ধ কর্ণ নিজের বাণবর্ষণের দ্বারা ভীমসেনকে সেইভাবে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া পর্বতকে আবৃত করিয়া থাকে।

ভারত! সেখানে সৈন্যসকলের সহিত আপনার পুত্রগণ ভীমসেনের বল, বীর্য্য, পরাক্রম ও উদ্যোগ দেখিতেছিলেন।

ক্রুদ্ধ ভীমসেন সমুদ্রসদৃশ উত্থিত সেই বাণ-বর্ষণকে অল্পও চিন্তা না করিয়া কর্ণের উপর ধাবিত হইলেন

অচিন্তয়িত্বা ভীষ্মস্তু ক্রুদ্ধঃ কর্ণমুপাদ্রবৎ।
কল্পয়ন্ধং মহচ্চাপং ভীষ্মস্যাসীদ্ বিশাম্পতে ॥৪০
আকর্ষায়ওলীভূতং শক্রচাপমিবাপরম্।
তস্মাচ্ছরাঃ প্রাদুরাসন্ পূরয়ন্তঃ খমাম্বরম্ ॥ ৪১
সুবর্ণপুঙ্খৈর্ভীমেন সায়কৈর্নতপর্বভিঃ।
গগনে রচিতা মালা কাঞ্চনীব ব্যরোচত ॥ ৪২
ততো ব্যোম্নি বিসক্তানি শরজালানি ভাগশঃ।
আহতানি ব্যশীর্যন্ত ভীমসেনস্য পত্রিভিঃ ॥ ৪৩
কর্ণস্য শরজালৌঘৈর্ভীমসেনস্য চোভয়োঃ।
অগ্নিস্ফুলিঙ্গসংস্পর্শৈরভোগতিভিরাহবে ॥ ৪৪
তৈস্তৈঃ কনকপুঙ্খানাং স্রোতসাং সংবৃতা ক্রতৈঃ।
ন স্ম সূর্যস্তদাভাতি ন স্ম বাতি সমীরণঃ ॥ ৪৫
শরজালাবৃতে ব্যোম্নি ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
স ভীমং ছাদয়ন্ বাণৈঃ সূতপুত্রঃ পৃথগ্বিধৈঃ ॥ ৪৬

উপারোহদনাদৃত্য তস্য বীর্যং মহাত্মনঃ।
তয়োর্বিসৃজতোস্তত্র শরজালানি মারিষ ॥৪৭
বায়ুভূতান্যদৃশ্যন্ত সংসক্তানীতরেতরম্।
অন্যোন্যশরসংস্পর্শাৎ তয়োর্ধনুজ-সিংহয়োঃ ॥ ৪৮
আকাশে ভরতশ্রেষ্ঠ পাবকঃ সমজায়ত।
তথা কর্ণঃ শিতান্ বাণান্ কর্মারপরিমার্জিতান্ ॥ ৪৯
সুবর্ণবিকৃতান্ ক্রুদ্ধঃ প্রাহিণোদ্ বধকাঙ্ক্ষয়া।
তানন্তরিক্ষে বিশিখৈস্ত্রিধৈকৈকমশাতয়ৎ ॥ ৫০
বিশেষয়ন্ সূতপুত্রঃ ভীমস্তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।
পুনশ্চাসৃজদুগ্রাণি শরবর্ষাণি পাণ্ডবঃ ॥ ৫১
অমর্ষী বলবান্ ক্রুদ্ধো দিধক্ষন্নিব পাবকঃ।
ততশ্চ চটচটাশব্দো গোধাঘাতাদভূৎ তয়োঃ ॥৫২
তলশব্দশ্চ সুমহান্ সিংহনাদশ্চ ভৈরবঃ।
রথনেমিনিনাদশ্চ জ্যাশব্দশ্চৈব দারুণঃ ॥৫৩

প্রজানাথ! সুবর্ণময় পৃষ্ঠভাগযুক্ত ভীমসেনের বিশাল ধনুর গুণ আকর্ষণ করিতে থাকিলে সেই ধনু মণ্ডলাকার হইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্রধনুর ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। উহা হইতে তখন যে সকল বাণ উৎপন্ন হইতেছিল, তাহারা যেন সম্পূর্ণ নভোমণ্ডলকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল ॥ ৩৯-৪১

ভীমসেন আনতপর্বযুক্ত বাণসমূহে ও সুবর্ণমালাঙ্কসমন্বিত বাণসমূহে আকাশে যেন স্বর্ণমালা রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। সেই মালা তখন অতিশয় শোভা পাইতেছিল ॥ ৪২

সেই সময় ভীমসেনের বাণসমূহে আহত হইয়া আকাশে (কর্ণকর্তৃক) বিসৃষ্ট বাণজাল খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত হইতেছিল ॥৪৩

কর্ণ ও ভীমসেন উভয়েরই বাণসমূহ স্পর্শ করিলেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় অনুভূত হইতেছিল। যুদ্ধে এই সকল বাণের অনায়াসেই সর্বত্র গতি ছিল। সুবর্ণপঙ্খবিভূষিত সেই সকল বাণসমূহে সম্পূর্ণ আকাশ আবৃত হইয়া গিয়াছিল।

সেই সময় সূর্যদেব প্রকাশিত হইতে পারেন নাই এবং বায়ুও প্রবাহিত হইতে পারেন নাই। বাণসকলের দ্বারা আবৃত আকাশে তখন কিছুই বুঝা যাইতেছিল না।

সূতপুত্র কর্ণ নানাপ্রকার বাণসমূহের দ্বারা ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে সেই মহাত্মা বীরের পরাক্রমকে প্রতিহত করিয়া তাঁহার উপর আসিয়া পতিত হইলেন।

মাননীয় রাজন্! ইঁহাদের উভয়ের নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ সেখানে পরস্পর গাঢ়বদ্ধ হইয়া অত্যন্ত বেগবত্তা: বায়ুস্বরূপ বলিয়া বোধ হইতেছিল।

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই দুই নরসিংহের বাণসমূহের পরস্পর আঘাতে আকাশে অগ্নি উত্থিত হইতে লাগিল।

কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনকে বধ করিবার বাসনায় কর্মকার কর্তৃক পরিমার্জিত সুবর্ণনির্মিত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ভীমসেন নিজেকে সূতপুত্র কর্ণ অপেক্ষা বিশিষ্ট প্রতিপন্ন করিতে করিতে স্বীয় বাণসমূহে কর্ণের বাণগুলির প্রত্যেক বাণকেই আকাশে তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া দিলেন এবং কর্ণকে বলিলেন—দাঁড়াও।

পুনরায় ক্রুদ্ধ ও অমর্ষপূর্ণ বলবান্ ভীমসেন দগ্ধ করিতে অভিলাষী অগ্নিদেবের ন্যায় তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সেই সময় উভয়েরই গোধাচর্মনির্মিত দস্তানার আঘাতে চট্‌চটাচট্ শব্দ হইতে লাগিল। সেই শব্দে তলত্রাণের শব্দ ও মহাভয়ঙ্কর সিংহনাদও হইতে লাগিল। রথচক্রসকলের ঘর্ঘর শব্দ এবং ধনুর গুণের ভয়ঙ্কর টঙ্কার-ধ্বনিও শ্রুতিগোচর হইতেছিল ॥ ৪৪-৫৩

যোধা ব্যাপারমন্ যুদ্ধাদ্ দিদৃক্ষন্তঃ পরাক্রমম্।
কর্ণ-পাণ্ডবয়ো রাজন্ পরস্পরবধৈষিণোঃ ॥ ৪৪
দেবর্ষি-সিদ্ধ-গন্ধর্বাঃ সাধু সাধ্বিত্যপূজয়ন্।
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষঞ্চ বিদ্যাধরগণাস্তথা ॥ ৪৫
ততো ভীমো মহাবাহুঃ সারথী দৃঢ়বিক্রমঃ।
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য্য শরৈর্বিব্যাধ সূতজম্ ॥ ৪৬
কর্ণোঽপি ভীমসেনস্য নিবার্য্যোষূন্ মহাবলঃ।
প্রাহিণোন্নব নারাচানাশীবিষসমান্ রণে ॥ ৪৭
তাবন্তিরথ তান্ ভীমো যোগ্নি চিচ্ছেদ পত্রিভিঃ।
নারাচান্ সূতপুত্রস্য তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ৪৮
ততো ভীমো মহাবাহুঃ শরং ক্রুদ্ধান্তকোপমম্।
যুযোজাধিরথের্বীরো যমদণ্ডনিবাপরম্ ॥ ৪৯
তমাপতন্তং চিচ্ছেদ রাধেয়ঃ প্রহসন্নিব।
ত্রিভিঃ শরৈঃ শরং রাজন্ পাণ্ডবস্য প্রতাপবান্ ॥ ৫০
পুনশ্চাসৃজদুগ্রাণি শরবর্ষাণি পাণ্ডবঃ।

রাজন্! পরস্পর পরস্পরকে বধ করিতে আকাঙ্ক্ষী কর্ণ ও ভীমসেনের পরাক্রম দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া সমস্ত যোদ্ধারা যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিলেন। ৪৪

দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও বিদ্যাধরগণ 'সাধু, সাধু' বলিয়া ইঁহাদের উভয়েরই প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। ৪৫

তদনন্তর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সুদৃঢ় পরাক্রমশালী মহাবাহু ভীমসেন স্বীয় অস্ত্রসকলের দ্বারা কর্ণের অস্ত্রসমূহ নিবারণ করিয়া তাঁহাকে বহু বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৪৬

মহাবল কর্ণও রণাঙ্গনে ভীমসেনের বাণসকল প্রতিহত করিয়া তাঁহার উপর বিষধর সর্পসদৃশ নবটি নারাচ ক্ষেপণ করিলেন। ৪৭

ভীমসেন তৎপ্রদত্ত নয়টি বাণের দ্বারাই আকাশে সূতপুত্র কর্ণের সমস্ত নারাচকে ছেদন করিয়া দিলেন এবং বলিলেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও। ৪৮

তৎপশ্চাৎ মহাবাহু বীর ভীমসেন কর্ণের উপর এরূপ একটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন, যাহা সাক্ষাৎ ক্রুদ্ধ যমরাজ ও দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর ছিল। ৪৯

রাজন্! নিজের দিকে ভীমসেনের সেই বাণকে আসিতে দেখিয়া প্রতাপশালী রাধানন্দন তিনটি বাণের দ্বারা তাহাকে হাসিতে হাসিতেই ছেদন করিয়া দিলেন। ৫০

তস্য তদ্ভাদদে কর্ণঃ সবাণং প্রাণ্যভীত্তবৎ ॥ ৫১
যুধ্যমানস্য ভীমস্য সূতপুত্রোঽস্ত্রমায়য়া।
তস্যেষুধী ধনুর্জ্যাঞ্চ বাণৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৫২
রশ্মীন্ যোক্ত্রাণি চাশ্বানাং ক্রুদ্ধঃ কর্ণোঽচ্ছিনদ্ভৃশম্।
তস্যাশ্বাংশ্চ পুনর্হত্বা সূতং বিব্যাধ পঞ্চভিঃ ॥ ৫৩
সোঽপসৃত্য দ্রুতং সূতো যুধামন্যো রথং যযৌ।
বিহসন্নিব ভীমস্তু ক্রুদ্ধঃ কালানলদ্যুতিঃ ॥ ৫৪
ধ্বজং চিচ্ছেদ রাধেয়ঃ পতাকাঞ্চ ব্যপাতয়ৎ।
স বিধ্বা মহাবাহুরথ শক্তিং পরামৃশৎ ॥ ৫৫
তাং ব্যবাসৃজদাবিধ্য ক্রুদ্ধঃ কর্ণরথং প্রতি।
তামাধিরথিরারন্তঃ শক্তিং কাঞ্চনভূষণাম্ ॥ ৫৬
আপতন্তীং মহোল্কাভাং চিচ্ছেদ দশভিঃ শরৈঃ।
সাপতদ্ দশধা ছিন্না কর্ণস্য নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৫৭
অথতঃ সূতপুত্রস্য মিত্রার্থে চিত্রযোধিনঃ।
স চর্মাদত্ত কৌন্তেয়ো জাতরূপপরিষ্কৃতম্ ॥ ৫৮

তখন পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন পুনরায় তাঁহাকে বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কর্ণ সেই সব বাণকে নির্ভয়তার সহিত আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। ৫১

ক্রুদ্ধ সূতপুত্র কর্ণ বীয় অস্ত্রমায়ায় এবং আনতপর্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা যুদ্ধরত ভীমসেনের তূণীর, ধনুর গুণ, অশ্বের লাগাম এবং অশ্বসকল যোজনা করিবার যোক্ত্রসকলও রণাঙ্গনে কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর অশ্বগণকে বধ করিয়া সারথিকেও পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৫২-৫৩

তখন সারথি সেই রথ হইতে সত্বর পলাইয়া গিয়া যুধামন্যুর রথে আরোহণ করিল। এদিকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও কালাগ্নিতুল্য তেজস্বী রাধানন্দন কর্ণ ভীমসেনকে উপহাস করিতে করিতেই তাঁহার ধ্বজ ও পতাকাকে ছেদন করিয়া দিলেন।

ধ্বজ ছিন্ন হইলে কুপিত মহাবাহু ভীমসেন শক্তিগ্রহণ করিলেন এবং উহা ঘুরাইয়া কর্ণের রথের উপর নিক্ষেপ করিলেন।

এই সময় কর্ণ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি তিনি মহোল্কাসদৃশ নিজের দিকে সেই সুবর্ণভূষিত শক্তিকে আসিতে দেখিয়া দশটি বাণে তাহাকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

মিত্র দুর্যোধনের জন্য বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধকারী ও বাণপ্রহারে নিপুণ সূতপুত্র কর্ণ তীক্ষ্ণ বাণসমূহে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়া সেই শক্তিকে ভূতলে পাতিত করিলেন।

তখন সুতীক্ষ্ণধার ভীমসেন যুদ্ধে সম্মুখ-মৃত্যু অথবা জয়লাভ

খড়্গং চাপ্রতিমং প্রেপ্সুর্ভোরগ্রে জয়ন্ বরী
তদসা তরসা ক্রুদ্ধো ব্যাধমচর্ম সুপ্রভম্ ॥ ৬৯
শরৈর্বহুভিরত্যুগ্রৈঃ প্রহসন্নিব ভারত।
স বিচর্মা মহারাজ বিরথঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৭০
অসিং প্রাস্যজ্জবাদ্বিদ্ধ্য বরন্ কর্ণরথং প্রতি।
স বদ্ধঃ সূতপুত্রস্য সজ্যং ছিত্ত্বা মহানসিঃ ॥ ৭১
পপাত ভুবি রাজেন্দ্র ক্রুদ্ধঃ সর্প ইবাম্বরাৎ।
ততঃ প্রহস্তাধিরথিরুদ্যম্যাদায় কার্মুকম্ ॥ ৭২
শক্রস্য সমরে ক্রুদ্ধো দৃঢ়জ্যং বেগবত্তরম্।
ব্যাধয়চ্ছং স পরান্ কর্ণঃ কুন্তীপুত্রজিঘাংসয়া ॥ ৭৩
সহস্রশো মহারাজ কঙ্কপুঙ্খান্ সুতেজনান্।
স বধ্যমানো বলবান্ কর্ণচাপচ্যুতৈঃ শরৈঃ ॥ ৭৪
বৈহায়সং প্রাক্রমদ্ বৈ কর্ণস্য ব্যথয়ন্মনঃ।
স তস্য চরিতং দৃষ্ট্বা সংগ্রামে বিজয়ৈষিণঃ ॥ ৭৫
পরমায়ান্ত রাধেয়ো ভীমসেনমরন্দমম্।
ততঃ দৃষ্ট্বা রথোপস্থে নিলীনং ব্যধিতেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৭৬
প্রজহস্তস্য সমাসাদ্য তদ্যৌ ভীমো মহীতলে।
তদস্য কুরবঃ সর্বে চারণাশ্চাভ্যপূজয়ন্ ॥ ৭৭
যদিয়েষ রথাৎ কর্ণং তং তু তাক্ষ্য ইবোরগম্।
স ছিন্নধন্বা বিরথঃ স্বধর্মমনুপালয়ন্ ॥ ৭৮
স্বরথং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা যুদ্ধায়ৈব ব্যবস্থিতঃ।
তম্ বিহস্যাব্রবীদ্ রাধেয়স্তত্র এনং সমভ্যয়াৎ ॥ ৭৯
সংরম্ভাৎ পাণ্ডবঃ সাধো যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্।
তৌ সমেতৌ মহারাজ স্পর্ধমানৌ মহাবলৌ ॥ ৮০
জীমূতাবিব ঘর্মান্তে গর্জমানৌ নরর্ষভৌ।
তয়োরাসীৎ সমরো হরিসিংহয়োরিব।
অমুহ্যমাণয়োঃ সংখ্যে দেব-দানবয়োরিব।
ক্ষীণশস্ত্রস্তু কৌন্তেয়ঃ কর্ণেন সমভিদ্রুতঃ ॥ ৮২

এই দুইয়ের মধ্যে একটিকে নিশ্চিতরূপে বরণ করিবার বাসনায় ঢাল ও সুবর্ণভূষিত তরবারি গ্রহণ করিলেন।

ভারত! সেই সময় ক্রুদ্ধ কর্ণ ত্রাস করিতে করিতেই সবেগে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বহুসংখ্যক বাণ প্রহার করিয়া ভীমসেনের সেই প্রভাযুক্ত ঢালটিকে নষ্ট করিয়া দিলেন।

মহারাজ! ঢাল ও রথহীন হইয়া ভীমসেন ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইলেন এবং ত্বরান্বিত হইয়া কর্ণের রথের উপর তরবারিটিকে ঘুরাইয়া নিক্ষেপ করিলেন।

রাজেন্দ্র! সেই বৃহৎ তরবারিটি আকাশ হইতে ভূমিতে সর্পের ন্যায় আসিয়া সূতপুত্র কর্ণের ধনুষ্য যষ্টিটিকে ছেদন করিয়া দিলে উহা ভূতলে পতিত হইল।

ইহা দেখিয়া অধিরথপুত্র কর্ণ ত্রাস করিয়া সমরাঙ্গণে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি শত্রুবিনাশকারী বৃহৎ ধনুক অত্যন্ত বেগশালী দ্বিতীয় যষ্টিগ্রহণ পূর্বক তাহার উপর কুন্তীকুমার ভীমসেনের বধ বাসনায় সুবর্ণময় পঙ্খযুক্ত সহস্র সহস্র বাণ যোজনা করিলেন।

কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সেই সব বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া বলবান্ ভীমসেন কর্ণের মনে ব্যথা উৎপন্ন করিতে করিতে তাঁহাকে ধরিবার জন্য আকাশে লাফ দিয়া উঠিলেন।

সংগ্রামে জয়াভিলাষী ভীমসেনের এই চরিত্র দেখিয়া রাধানন্দন কর্ণ নিজের শরীরকে সঙ্কুচিত করিয়া ভীমসেনের আক্রমণকে বিফল করিয়া দিলেন।

এই সময় কর্ণের সমস্ত ঘোড়াগুলি ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি রথের পশ্চাৎ ভাগে লুকাইয়া পড়িয়া ছিলেন। তাঁহাকে সেইরূপ অবস্থায় দেখিয়া ভীমসেন তাঁহার রথের ধ্বজকে আশ্রয় করত ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন।

যেরূপে গরুড় সর্পকে তুলিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ ভীমসেন কর্ণকে তাঁহার রথ হইতে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা করিলেন। তখন তাঁহার এই কার্যকে সমস্ত কৌরবগণ ও চারণগণ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ধনু ছিন্ন হইলে এবং রথ বিনষ্ট হইয়া যাইলেও স্বধর্মপালনকারী ভীমসেন নিজের রথকে পশ্চাতে করিয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তাঁহার রথাদি যুদ্ধের উপকরণ সামগ্রী নষ্ট করিয়া দিয়া রাধানন্দন কর্ণ পুনরায় ক্রোধ প্রকাশ করত রণাঙ্গনে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত সেই পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনকে আক্রমণ করিলেন।

মহারাজ! পরস্পরকে স্পর্দ্ধাকারী এই দুই নরশ্রেষ্ঠ মহাবল বীর পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইয়া বর্ষাকালে গর্জনকারী দুই বৃষ মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধস্থলে অমর্ষ ও ক্রোধে পূর্ণ এই দুই পুরুষ শ্রেষ্ঠের সংগ্রাম দেব-দানব সংগ্রামের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।

যখন কুন্তীকুমার ভীমসেনের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র নষ্ট হইয়া যাইল, তাঁহার নিকট একটিও অস্ত্র ছিল না এবং কর্ণের দ্বারা পুনর্বার তাঁহার উপর আক্রমণ চলিতে লাগিল, তখন তিনি রথ-মার্গ

দৃষ্ট্বাজ্ঞু নহস্তান্ নাগান্ পতিতান্ পর্বতোপমান্।
ব্যূহমার্গবিঘাতার্থং ব্যায়ুধঃ প্রবিবেশ হ। ৮৫
হস্তিনাং এজমাণাস্থ রথযূথঃ প্রবিদ্ধ চ।
পাণ্ডবো জীবিতাকাঙ্ক্ষী রাধেয়ং নাভ্যহারয়ৎ। ৮৬
ব্যবস্থানমথাকাঙ্ক্ষন্ ধনঞ্জয়শরৈর্হতম্।
উদ্যম্য কুঞ্জরং পার্শ্বস্থৌ পরপুরঞ্জয়ঃ। ৮৭
মহৌঘবিষমাযুক্তং হনুমানিব পর্বতম্।
তমস্য বিশিখৈঃ কর্ণো বাবধীৎ কুঞ্জরং পুনঃ। ৮৮
হস্ত্যারোহস্য কর্ণায় প্রাহিণোৎ পাণ্ডুনন্দনঃ।
চক্রাণাঘাংস্তথা চাস্যম্ ধনুশ্চ পপাত ভূতলে। ৮৯
তৎ তদাদায় চিক্ষেপ ক্রুদ্ধঃ কর্ণায় পাণ্ডবঃ।
তস্য সর্বং চিচ্ছেদ ক্ষিপ্তং ক্ষিপ্তং শিতৈঃ শরৈঃ। ৯০
ভীমোঽপি মুষ্টিমুদ্যম্য বজ্রপর্ভাং সুদারুণাম্।
হন্তুমৈচ্ছৎ সুতপুত্রং সংস্মরন্নর্জুনং ক্ষণাৎ। ৯১
শক্তোঽপি নাবধীৎ কর্ণং সমর্থঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।
রক্ষমাণঃ প্রতিজ্ঞাং তাং যা কৃতা সব্যসাচিনা। ৯২
তমেবং ব্যাকুলং ভীমং দৃষ্ট্বা দূরাৎ শিতৈঃ শরৈঃ।
মূর্চ্ছণাভিপরীতাঙ্গমকরোৎ সূতনন্দনঃ। ৯৩
ব্যায়ুধং নাবধীচ্চৈনং কর্ণঃ কুন্ত্যা বচঃ স্মরন্।
ধনুষোঽগ্রেণ তং কর্ণঃ সোঽভিদ্রুত্য পরামৃশৎ। ৯৪
ধনুষা স্পৃষ্টমাত্রেণ ক্রুদ্ধঃ সর্প ইব শ্বসন্।
আচ্ছিদ্য স ধনস্তস্য কর্ণং মূর্ধ্নি তাড়য়ৎ। ৯৫
তাড়িতো ভীমসেনেন ক্রোধাগারস্তলোচনঃ।
বিহসন্নিব রাধেয়ো বাক্যমেতদুবাচ হ। ৯৬
পুনঃ পুনস্ত্বয়ৈবাহং মূঢ় ঔদরিকেতি চ।
অকৃতাস্ত্রেক মা যোৎসীর্বাল সংগ্রামকাতর। ৯৭

যুদ্ধ করিয়া নিবার জন্য অর্জুন কর্তৃক নিহত পর্বতাকার হাতীদিগকে পতিত থাকিতে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ৮৩-৮৪

হাতীদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি যেন রথের আক্রমণে জীবন রক্ষার জন্য কোন দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এরূপ বলিতে করিতে পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন কেবল তখন নিজের প্রাণরক্ষাই করিতে লাগিলেন; তিনি সেই সময় রাধাপুত্র কর্ণের উপর কোনরূপ প্রহার করিলেন না। ৮৫

শত্রুনগরবিজয়ী বৃকোদরসম ভীমসেন ইহাই চাহিতেছিলেন যে, কর্ণের বাণসমূহ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কোন ব্যবধান আড়াল পাওয়া যায়, সেইজন্য তিনি অর্জুনের বাণে নিহত একটি হাতীর দেহ তুলিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই সময় তিনি সঞ্জীবনমন্ত্রসহ মহৌষধিপূর্ণ পর্বত উত্তোলিত হনুমানের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন।

কর্ণ নীয় বাণসমূহের দ্বারা সেই হাতীটিকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলেন। তখন পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন হাতীর ছিন্ন অঙ্গসমূহকেই কর্ণের উপর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। রথ-চক্ররক্ষক, মৃত অশ্বগণ এবং আরও অন্যান্য যে সমস্ত বস্তু রাস্তায় পতিত ছিল, তিনি সেই সবই উঠাইয়া সক্রোধে কর্ণের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তিনি যে যে বস্তু যখন নিক্ষেপ করিতেছিলেন, কর্ণ তৎক্ষণাৎই নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ছেদন করিতে লাগিলেন। ৮৫-৮৮

এই সময় ভীমসেন নিজ বজ্রতুল্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মুষ্টি উদ্যত করিয়া সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার অর্জুনের কথা স্মরণ হইল। পূর্বে সত্যবাচী অর্জুন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, উহা রক্ষা করিতে থাকিয়া পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন সমর্থ ও শক্তিশালী হইয়াও সেই সময় কর্ণকে বধ করিলেন না। ৮৯-৯০

এইরূপে সেখানে বাণপ্রহারের আঘাতে ব্যাকুল ভীমসেনকে সূতপুত্র কর্ণ বারংবার তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা মূর্ছিতপ্রায় করিয়া ফেলিলেন। ৯১

কিন্তু কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়া তিনি অস্ত্রহীন ভীমসেনকে বধ করিলেন না। কর্ণ তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁর ধনুর অগ্রভাগের দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। ৯২

ধনুর স্পর্শ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ক্রোধে ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় শ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং কর্ণের হাত হইতে ধনু কাড়িয়া লইয়া উহা তাঁহার মস্তকে প্রহার করিলেন। ৯৩

ভীমসেনের প্রহার খাইয়া রাধাপুত্র কর্ণের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তখন হাস্য করিতে করিতে ভীমকে এই কথা বলিলেন। ৯৪

অল্পজ্ঞান বৃকোদর! অরে মূর্খ! অরে পেটুক! তুমি ত' অস্ত্রসকলের জ্ঞান হইতে বঞ্চিত। মূঢ়তাই কাপুরুষ। তুমি জ্ঞানহীন বালকতুল্য। আর কখনও যুদ্ধ করিতে আসিও না। ৯৫

অত্র ভোজ্যং বহুবিধং ভক্ষ্যং পেয়ঞ্চ পাণ্ডব।
তত্র বা দুর্বসতে যোগ্যো ন যুদ্ধেষু কদাচন ॥ ৯৬
মূল-পুষ্প-ফলাহারো ব্রতেষু নিয়মেষু চ।
উচিতস্ত্বং বনে ভীম ন ত্বং যুদ্ধবিশারদঃ ॥ ৯৭
ক যুদ্ধং ক মুনিবৃত্তিঃ সমং গচ্ছ বৃকোদর।
ন ত্বং যুদ্ধোচিতস্তাত চিরবাসরতির্ভবান্ ॥ ৯৮
(সূদং ত্বামহমাজ্ঞানে মাংসস্য প্রেষ্যকারকম্।)
সূদান্ ভৃত্যজনান্ দাসাংস্ত্বং গৃহে স্থাপয়ন্ ভৃশম্।
যোগ্যস্তাড়য়িতুং ক্রোধাদ্ ভোজনার্থং বৃকোদরঃ ॥ ৯৯
মুনিবৃত্তির্বাথবা ভীম ফলাহারস্তথৈব চ।
বনায় ব্রজ কৌন্তেয় ন ত্বং যুদ্ধবিশারদঃ ॥ ১০০
ফলমূলাশনে শক্তস্ত্বং তথাতিথিপূজনে।
ন ত্বাং শস্ত্রসমুদ্যোগে যোগ্যং মন্যে বৃকোদর ॥ ১০১
কৌথারে যানি বস্ত্রাণি বিপ্রিয়াণি বিশাম্পতে।
তানি সর্বাণি চাপ্যেব কৃষ্ণায়াস্তাবয়ন্ ভৃশম্ ॥ ১০২
অথৈনং তত্র সংসীনমভ্যমৃশদ্ বহুধা পুনঃ।
প্রহসংশ্চ পুনর্বাক্যং ভীমমাহ বৃষধ্বজঃ ॥ ১০৩
যোদ্ধব্যং মারিষাস্তত্র ন সোদ্ধব্যঞ্চ মাদৃশৈঃ।
মাদৃশৈর্ঘ্যদ্যমানানামেতচ্চাপ্যতিরিচ্যতে ॥ ১০৪
গচ্ছ বা তত্র ভৌ কৃষ্ণৌ ভৌ ত্বাং রক্ষিষ্যতো রণে।
গৃহং বা গচ্ছ কৌন্তেয় কিং তে যুদ্ধেন বালক ॥ ১০৫
কর্ণস্য বচনং শ্রুত্বা ভীমসেনোঽভিদাক্ষণম্।
উবাচ কর্ণং প্রহসন সংরম্ভাৎ শুষ্করাং বচঃ ॥ ১০৬
জিতস্ত্বমসকৃদ্ দুষ্ট কথ্যসে কিং বৃথাত্মনা
জরাসন্ধো মহেষ্বাস লোকে দৃষ্টো পুরাত্তনৈঃ ॥ ১০৭
মল্লযুদ্ধং ময়া সার্ধং কুরু দুষ্কুলসম্ভব।
মহাবলো মহাভোগী কীচকো নিহতো যথা ॥ ১০৮

দুর্বসতি পাণ্ডব! যেখানে অনেক প্রকার খাদ্য পানীয় আছে, তুমি সেখানেই বাস করিবারই যোগ্য; সুতরাং যুদ্ধ করিতে আর কোনদিন আসিবে না ॥ ৯৬

ভীম! তুমি বনে বাস করিয়া ফল-মূল ও ফুল খাইয়া ব্রত এবং নিয়মাদি পালন করিবার যোগ্য। যুদ্ধকৌশল তোমার মধ্যে অল্পমাত্রও নাই ॥ ৯৭

বৃকোদর! কোথায় যুদ্ধ, আর কোথায় মুনিবৃত্তি। যাও, যাও, বনে চলিয়া যাও। ভাত! তোমার মধ্যে যুদ্ধের কোন যোগ্যতাই নাই। তুমি বনে বাস করিতেই ভালবাস ॥ ৯৮

আমি তোমাকে ভালভাবেই জানি যে, তুমি মৎস্যরাজ বিরাটের একজন ভৃত্য ও পাচক। বৃকোদর! তুমি স্ত্রী পুত্র পাচক, ভৃত্য ও দাসদাসীকে অতিসত্বর ভোজনার্থ প্রস্তুত করিবার জন্য প্রেরণা দান করিয়া সক্রোধে তাহাদিগকে প্রহার করিবারই যোগ্য ॥ ৯৯

দুর্মতি কুন্তীকুমার ভীমসেন! অথবা তুমি মুনি হইয়া বনে চলিয়া যাও। সেখানে এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া ফল সংগ্রহ কর, আর ভোজন কর। তুমি যুদ্ধ করিতে নিপুণ নও ॥ ১০০

বৃকোদর! তুমি ফল-মূল খাইতে এবং অতিথিগণের সৎকার করিতে সমর্থ। আমি তোমাকে অস্ত্রধারণ করিতে যোগ্য বলিয়া মনে করি না ॥ ১০১

প্রজাপালক রাজন্! যাজ্ঞসেনী যে সকল অপ্রিয় ঘটনা ঘটিয়াছিল, কর্ণ সেই সব উল্লেখ করিতে থাকিয়া এই রূঢ় বাক্য তাঁহাকে শুনাইলেন ॥ ১০২

তাহার পর সেখানে বসা ভীমসেনকে কর্ণ পুনরায় হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেন এবং সেই সময় তাঁহাকে উপহাস করিতে করিতে পুনরায় বলিলেন ॥ ১০৩

আর্য! তোমার অস্ত্র সাধারণ লোকের সহিত যুদ্ধ করা উচিত, আমার ন্যায় বীরপুরুষগণের সহিত নহে। আমার ন্যায় বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিলে এরূপ দশাই হইবে অথবা ইহা অপেক্ষা আরও শুরুতর শোচনীয় পরিণামও হইতে পারে ॥ ১০৪

অথবা যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন আছে, সেখানে চলিয়া যাও। তাহারা উভয়ে রণাঙ্গনে তোমাকে রক্ষা করিবে। কুন্তীকুমার! কিংবা তুমি গৃহে চলিয়া যাও। বালক! যুদ্ধে তোমার কি লাভ হইবে? ১০৫

কর্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীমসেন হাস্য করিতে করিতে সকলকেই শুনাইতে থাকিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১০৬

অরে দুষ্ট! আমি তোমাকে যুদ্ধে বার বার পরাজিত করিয়াছি; সুতরাং তুমি বৃথা কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছ? সংসারে পূর্বপুরুষগণ দেবরাজ ইন্দ্রেরও কখনও জয় এবং কখনও পরাজয় দেখিয়াছেন ॥ ১০৭

মাঁচকুলোৎপন্ন কর্ণ! এস, আমার সহিত মল্লযুদ্ধ কর। যেরূপ আমি মহাবলবান্ ও অতিশয় ভোগপরায়ণ কীচককে নিহত করিয়া

তথা ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি পশ্যৎসু সর্বরাজসু।
ভীমস্তু বচনাজ্জ্যায় কর্ণো বৃষ্ণিযতাং বরঃ॥ ১০৯
বিরথাম রণাৎ তস্মাৎ পশ্যতাং সর্বধন্বিনাম্।
এবং তং বিরথং কৃত্বা কর্ণো রাজন্ ব্যবর্ধয়ৎ॥ ১১০
প্রমুখে বৃষ্ণিসিংহস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
ততো রাজন্ শিলাধৌতান্ পরান্ শাখামৃগধ্বজঃ॥ ১১১
প্রাহিণোৎ সূতপুত্রায় কেশবেন প্রচোদিতঃ।
ততঃ পার্থভুজোৎসৃষ্টাঃ শরাঃ কনকভূষণাঃ॥ ১১২
গাণ্ডীবপ্রভবাঃ কর্ণং হংসাঃ ক্রৌঞ্চমিবাবিশন্।
স ভূজঙ্গৈরিবাবিষ্টৈর্গাণ্ডীবপ্রেষিতৈঃ শরৈঃ॥ ১১৩
ভীমসেনাদপাসেধৎ সূতপুত্রং ধনঞ্জয়ঃ।
স ছিন্নধন্বা ভীমেন ধনঞ্জয়শরাহতঃ॥ ১১৪
কর্ণো ভীমাদপায়াসীদ্ রথেন মহতা দ্রুতম্।
ভীমোঽপি সাত্যকেবাঃ সমারুহ্য মহারথঃ॥ ১১৫

অথরাদ্ ভ্রাতরং সংখ্যে পাণ্ডবং সব্যসাচিনম্।
ততঃ কর্ণং সমুদ্দিশ্য ত্বরমাণো ধনঞ্জয়ঃ॥ ১১৬
নারাচং ক্রোধতাম্রাক্ষঃ প্রৈষীন্মৃত্যুমিবান্তকঃ।
স গরুত্মানিবাকাশে প্রার্থয়ন্ ভুজগোত্তমম্॥ ১১৭
নারাচোঽভ্যপতৎ কর্ণঃ তূর্ণং গাণ্ডীবচোদিতঃ।
তমন্তরিক্ষে নারাচং দ্রৌণিশ্চিচ্ছেদ পত্রিণা॥ ১১৮
ধনঞ্জয়ভয়াৎ কর্ণমুজ্জিহীর্ষন্ মহারথঃ।
ততো দ্রৌণিঃ চতুঃষষ্ট্যা বিব্যাধ কুপিতোঽর্জুনম্॥ ১১৯
শিলীমুখৈর্মহারাজ মা ত্বান্তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।
স তু নত্তপজাকীর্ণমনীকং রথসঙ্কুলম্॥ ১২০
তূর্ণমভ্যাবিশদ্ দ্রৌণির্নিহত্য শরবাদিতঃ।
ততঃ সুবর্ণপৃষ্ঠানাং চাপানাং তৃণতাং রণে॥ ১২১
শব্দং গাণ্ডীবঘোষেণ কৌন্তেয়োঽভ্যভবদ্ বলী।
ধনঞ্জয়স্তথা যান্তং পৃষ্ঠতো দ্রৌণিমভ্যগাৎ॥ ১২২

বধ করিয়াছিলাম, সেইরূপ এই সমস্ত রাজাদিগের সম্মুখেই তোমাকে আমি এখনই মৃত্যুলোকে পাঠাইয়া দিব।

ভীমসেনের এই অভিপ্রায় জানিয়া বৃষ্ণিবীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ সমস্ত ধনুর্ধর যোদ্ধাদের সম্মুখে সেই সঙ্কট হইতে বিরত হইলেন।

রাজন্! এইরূপে কর্ণ ভীমসেনকে রথহীন করিয়া দিয়া যখন বৃষ্ণিকুলতিলক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাত্মা অর্জুনের সম্মুখেই নিজের এতাদৃশ প্রশংসা করিতে থাকিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় কপিধ্বজ অর্জুন শিলাশানিত নিশিত বহুসংখ্যক বাণ কর্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন।

তাহার পর অর্জুনের বাহুদ্বারা নিক্ষিপ্ত এবং গাণ্ডীবধনু হইতে মুক্ত সেই স্বর্ণভূষিত বাণসকল কর্ণের শরীরে সেইভাবে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, যেরূপ হংসগণ ক্রৌঞ্চ-পর্বতের গুহায় প্রবেশ করিয়া থাকে।

এইরূপে ধনঞ্জয় গাণ্ডীব-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত ভোগবিষী সর্পগণের ন্যায় বাণসকলের দ্বারা কর্ণকে ভীমসেনের নিকট হইতে বহু দূরে অপসারিত করিলেন।

ভীমসেন কর্ণের রথ পূর্বেই ভাঙিয়া ফেলিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি অর্জুনের বাণসমূহে আহত হইয়া ভীমসেনকে ত্যাগ করত বীর বিশাল রথের সাহায্যে অতিদ্রুত সেখান হইতে দূরে চলিয়া যাইলেন।

এদিকে নরশ্রেষ্ঠ ভীমসেনও সাত্যকির রথে আরোহণ করত মুহূর্তমধ্যে পাণ্ডুনন্দন সব্যসাচী ভ্রাতা অর্জুনের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

তাহার পর ক্রোধে রক্তচক্ষু অর্জুন অতি সত্বরতার সহিত কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া একটি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে মনে হইল স্বয়ং যমরাজ কাহারও জন্য যেন মৃত্যুকেই পাঠাইয়া দিয়াছেন।

গাণ্ডীব-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সেই নারাচ আকাশ পথে অতি দ্রুত কর্ণের দিকে যাইতে লাগিল। ইহাতে মনে হইতেছিল গরুড় কোন উত্তম সর্পকে ধরিবার জন্য গমন করিতেছে।

সেই সময় অর্জুনের ভয় হইতে কর্ণকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছা করিয়া মহারথী অশ্বত্থামা তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আকাশেই সেই নারাচকে কাটিয়া ফেলিলেন।

মহারাজ! তখন কুপিত হইয়া অর্জুন অশ্বত্থামার উপর চৌষট্টিটি বাণ ক্ষেপণ করিলেন এবং বলিলেন—দাঁড়াও, পলায়ন করিও না।

কিন্তু অর্জুনের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া অশ্বত্থামা অতিদ্রুত রথসমূহে ব্যাপ্ত এবং মদমত্ত হস্তিগণে পরিপূর্ণ ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তখন বলবান্ কুন্তীকুমার অর্জুন রণাঙ্গনে উচ্চার অধিকারী সুবর্ণময় পৃষ্ঠভাগযুক্ত সমস্ত ধনুর সম্মিলিত শব্দকে নিজের গাণ্ডীব-ধনুর গম্ভীর-নাদে অভিভূত করিয়া দিলেন।

নাভিনীর্ঘমিবাকাশং শরৈঃ সন্ন্যাসয়ন্ বলম্।
বিদার্য্য দেহান্ নারাচৈর্নর-বারণ-বাজিনাম্ ॥ ১২ ॥
রুধিরৌঘবহাং তীব্রাং যমসাদনকর্দ্দমাম্।
দুষ্করাং কাতরতরৈঃ সন্তরন্তি-রিপু-সাধনম্ ॥ ১৩ ॥

পাকশাসনিরাবৃত্তঃ পার্থঃ স নিজঘান হ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি জয়দ্রথবধপর্ব্বণি ভীম-কর্ণ-যুদ্ধে
চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৪ ॥

নারাচসমূহে অশ্ব, রথী ও গজসৈন্যের দেহ বিদীর্ণ করিয়া সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিয়া দিলেন।

তখনকার সেই সময় সংবাদ পাইয়া ইন্দ্রনন্দন, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি অর্জ্জুন রথী, অশ্ব ও মহাগজগণে পরিপূর্ণ সেই সৈন্য দলকে বধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৩-১৪ ॥

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথ-বধপর্ব্বে ভীষ্ম ও কর্ণের যুদ্ধবিষয়ক
একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাত্যকির দ্বারা রাজা অলম্বুষ এবং দুঃশাসনের অশ্বগণকে বিনাশ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

অহন্যহনি মে ধীমন্ যশঃ পততি সঞ্জয়।
হতা মে বহবো যোধা মন্যে কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥ ১ ॥
বলঞ্চয়ঃ সুসংক্রুদ্ধঃ প্রবিষ্টো মামকং বলম্।
রক্ষিতং দ্রৌণি-কর্ণাভ্যামপ্রবেশ্যং সুরৈরপি ॥ ২ ॥
তাভ্যামজিতবীর্য্যাভ্যামপ্যারিগণনাক্রমঃ।
সহিতঃ কৃষ্ণ-ভীমাভ্যাং শিনীনামৃষভেণ চ ॥ ৩ ॥
তদাপ্রভৃতি মাং শোকো দহত্যগ্নিরিবাপদম্।

প্রত্যানীব প্রপদ্যামি ভূমিপালান্ সসৈন্যবান্ ॥ ৪ ॥
অগ্রিং সুদহনং কৃত্বা সিন্ধুরাজঃ কিরীটিনঃ।
চক্ষুর্বিষয়মাপন্নঃ কথং জীবিতমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫ ॥
অনুমানাচ্চ পশ্যামি নাত্র সঞ্জয় সৈন্ধবঃ।
বৃদ্ধং তু তত্ত্ব যথাবৃত্তং তথমাচক্ষ্ব তত্ত্বতঃ ॥ ৬ ॥
যচ্চ বিস্ফোট্য মহতীং সেনামালোড্য চাসকৃৎ।
একঃ প্রবিষ্টঃ সংক্রুদ্ধো নলিনীমিব কুঞ্জরঃ ॥ ৭ ॥

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[সাত্যকি কর্ত্তৃক রাজা অলম্বুষ এবং দুঃশাসনের অশ্বগণকে বিনাশ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! প্রতিদিনই আমার উৎসাহ বল মন্দীভূত হইয়া যাইতেছে এবং বহুসংখ্যক যোদ্ধা নিহত হইতেছে। ইহাতে বুঝিতে পারিতেছি যে, বর্ত্তমানে কালেরই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে ॥ ১ ॥

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ও কর্ণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত আমার সৈন্যদলে প্রবেশ করা দেবগণের পক্ষেও অসম্ভব, সে স্থলে ক্রুদ্ধ অর্জ্জুন অনায়াসেই প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল ॥ ২ ॥

মহাপরাক্রমী শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমসেন এবং শিনিবংশজাত সাত্যকি সঙ্গে থাকায় অর্জ্জুনের বল ও পরাক্রম আরও বর্দ্ধিত হইল ॥ ৩ ॥

যখন হইতে ইহা আমার বোধ হইল, তখন হইতেই শোক আমাকে সেইভাবে দগ্ধ করিতেছে, যেরূপ কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন অগ্নি তীব্র আঘাতযুক্ত কাষ্ঠকেও দগ্ধ করিয়া থাকে। আমি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সহিত সমস্ত রাজাদিগকেই কালের বাধ্য বলিয়া দেখিতে পাইতেছি ॥ ৪ ॥

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ কিরীটধারী অর্জ্জুনের ক্রোধের অগ্নিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সে কিরূপে জীবিত থাকিবে ? ॥ ৫ ॥

সঞ্জয়! আমি অনুমানের দ্বারা ইহা বোধ করিতেছি যে, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ বর্ত্তমানে আর জীবিত নাই। এক্ষণে সেই যুদ্ধ কিভাবে হইয়াছিল, তাহা তুমি আমাকে যথাযথভাবে বল ॥ ৬ ॥

যেরূপ কোন একটি ভাঙা পুষ্করিণীতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ যে একাকীই ক্রুদ্ধ হইয়া আমার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে ক্ষুব্ধ করত বারংবার তাহাকে মথিত করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই বৃষ্ণিবংশীয় বীর সাত্যকি অর্জ্জুনের অত্যন্ত বন্ধু

তস্য মে বৃষ্ণিবীরস্য ব্রূহি যুদ্ধং যথাতথম্
ধনঞ্জয়ার্থে যত্তস্য কুর্বতো ন তৃপ্যসি সঞ্জয় ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ।

তথা তু বৈকর্তনপীড়িতং তং
ভীমঃ প্রয়ান্তং পুরুষপ্রবীরম্।
সমীক্ষ্য রাজন্ নরবীরমধ্যে
শিনিপ্রবীরোঽভ্যহনদ্রথেন ॥ ৯

নদন্ যথা মেঘবরস্তপান্তে
জ্বলন্ যথা জ্বলদাগ্নেয় ইব সূর্য্যঃ।
নিঘ্নন্নিত্রান্ ধনুষা দৃঢ়েন
স কম্পয়ংস্তব পুত্রস্য সেনাম্
তং বাসুদেবঃ রজতপ্রকাশৈ
র্বাহোদ্যমে বীরবরং নদন্তম্।
নাশক্নুবন্ বারয়িতুং ষদীয়াঃ
সর্বে যুধা ভারত মাধবাগ্র্যম্ ॥ ১১

অমর্ষপূর্ণস্তনিরুদ্ধযোধী
শরাসনী কাঞ্চনবর্মধারী।
অলম্বুষঃ সাত্যকিং মাধবাগ্র্য-
মবারয়দ্ রাজবরোঽভিপত্য ॥ ১২

তয়োরভূদ্ ভারত সম্প্রহারো
যথাবিধো নৈব বভূব কস্মিংশ্চিৎ।
প্রেক্ষন্ত এবাহবশোভিনৌ তৌ
যোধাস্তদীয়াশ্চ পরে চ সর্বে ॥ ১৩

আবিধ্যদেনং দশভিঃ পৃষৎকৈ-
রলম্বুষো রাজবরঃ প্রসহ্য।
অনাগতাংস্তু তু তাং পৃষৎকাং-
শ্চিচ্ছেদ বাণৈঃ শিনিপুঙ্গবোঽপি ॥ ১৪

পুনঃ স বাণৈস্ত্রিভিরত্নিকল্পৈ-
রাকর্ণপূর্ণৈর্নিশিতৈঃ সুপুঙ্খৈঃ।
বিব্যাধ দেহাবরণং বিদার্য্য
তে সাত্যকেরাবিবিশুঃ শরীরম্ ॥ ১৫

তৈঃ কায়মস্যাশ্বানিলপ্রতাপৈ—
র্বিদার্য্য বাণৈর্নিশিতৈর্জবদ্ভিঃ।
প্রাজগ্মিবাংস্তান্ রজতপ্রকাশা-
নস্থাংস্ত্রিভিশ্চত্তুরঃ প্রসহ্য ॥ ১৬

সহকারে যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল, উহা বর্ণনা কর; কারণ, তুমি এ সব বৃত্তান্ত বলিতে অতিশয় নিপুণ ॥ ৭-৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ভীমসেন অর্জুনের নিকট যাইবার সময় যখন কর্ণের বাণসমূহের দ্বারা পীড়িত হইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া শিনিবংশের প্রধান বীর সাত্যকিকে সেই নরবীরগণের মধ্যে স্বীয় রথের দ্বারা ভীমসেনের সহায়তার জন্য তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ৯

যেরূপ গম্ভীরধ্বনি মেঘ গ্রীষ্মের শেষে বর্ষাকালে যেরূপে গর্জন করিয়া থাকেন এবং যেরূপ সূর্য্যদেব শরৎকালে প্রজ্বলিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ গর্জন করিতে করিতে প্রজ্বলিত হইতে থাকিয়া সাত্যকি স্বীয় সুদৃঢ় ধনুর দ্বারা আপনার পুত্রের সৈন্যদিগকে কম্পিত করিতে করিতে শত্রুগণকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥১০

ভারত! সেই যুদ্ধস্থলে রজতবর্ণের অশ্বগণের দ্বারা অগ্রসরনকারী ও গর্জনকারী মধুবংশ-শিরোমণি বীরবর সাত্যকিকে আপনার সকল রথী বীরগণ মিলিত হইয়াও প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না ॥ ১১

সেই সময় বর্মধনুধারী ও বরূথধারী রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অলম্বুষ, যিনি যুদ্ধ হইতে কখনও নিবৃত্ত হন্ না, অমর্ষপূর্ণ ও বধূকুলের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকিকে সহসা আক্রমণ করিয়া রুদ্ধ করিলেন ॥ ১২

হে ভারত! এই দুই জনের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, সেরূপ অন্য কোন যুদ্ধই পূর্ব্বে হয় নি। আপনার ও শত্রুপক্ষের সমস্ত যোদ্ধারা সেই সময় সংগ্রামশোভী এই দুই বীরকে দর্শন করিতেই থাকিলেন ॥ ১৩

রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অলম্বুষ হঠাৎ দশটি বাণের দ্বারা সাত্যকিকে বিদ্ধ করিলেন। শিনিপ্রবর সাত্যকিও স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা সেই সব বাণকে নিজের নিকট আসিবার পূর্ব্বেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৪

তখন অলম্বুষ ধনুটিকে কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া অগ্নিতুল্য প্রজ্বলিত, সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট তিনটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা পুনরায় সাত্যকিকে প্রহার করিলেন। এই বাণগুলি সাত্যকির কবচকে বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১৫

অগ্নি ও বায়ুসদৃশ প্রতাপশালী সেই প্রজ্বলিত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের

তথা তু তেনাভিহতস্তরস্বী
নপ্তা শিনেশ্চক্ররথপ্রভাবঃ।
অলম্বুষস্যোত্তমবেগবদ্ভি-
র্বাণৈশ্চতুর্ভির্নিজঘান বাহৌ॥ ১৭
অথাস্য সূতস্য শিরো নিকৃত্য
ভল্লেন কালানলসন্নিভেন।
সকুণ্ডলং পূর্ণশশিপ্রকাশং
ভ্রাজিষ্ণুবক্ত্রং নিচকর্ত দেহাৎ॥ ১৮
নিহত্য তং পার্থিবপুত্রপৌত্রং
সংখ্যে যদূনামৃষভঃ প্রমাথী।
ততোঽবশিষ্টাঞ্জুগুনমেব বীরঃ
সৈন্যানি রাজংস্তব সন্নিবার্য্য॥ ১৯
অথাগতং বৃষ্ণিবীরং সমীক্ষ্য
তথারিমধ্যে পরিবর্ধমানম্।
হন্তুং কুরূণামিষুভির্বলানি
পুনঃ পুনর্বারয়ামাস যত্নান্॥ ২০
ততোঽব্রবীন্ সৈন্ধবঃ সাধুদান্তো
গো-ক্ষীর-কুন্দেন্দু-হিমপ্রকাশাঃ;
সুবর্ণজালাবততাঃ সদশ্বা
যত্রৈষ যাতঃ কামরতে নৃসিংহঃ॥ ২১
অথাস্যতাংস্তে সহিতাভিপেতু—
রন্যে চ যোধা রথিতাস্তরস্বীনঃ।
কৃত্বা মুখং ভারত যোধমুখ্যাঃ
দুঃশাসনং স্বৎসুতমাজমীঢ়॥ ২২
তে সর্বতঃ সম্পরিবার্য্য সংখ্যে
সৈনেয়মাজঘ্নুরনীকসাহাঃ।
ন চাপি তান্ প্রবরঃ সাত্বতানাং
ন্যবারয়দ্ বাণজালেন বীরঃ॥ ২৩
নিবার্য্য তাংকুর্ণমিবাম্বুবাহী
নপ্তা শিনেঃ পত্রিভিরগ্নিকল্পৈঃ।
দুঃশাসনস্যাভিজঘান বাহা-
বুত্তম্য বাণাসনমাজমীঢ়॥ ২৪
ততোঽঙ্কুশো হৃষ্টমবাপ সংখ্যে
কৃষ্ণশ্চ দৃষ্ট্বা পুরুষপ্রবীরম্॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি অলম্বুষবধে
॥ চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪০

দ্বারা সাত্যকির শরীর বিদীর্ণ করিয়া অলম্বুষ রক্ততুল্য তপ্ত বাণবিশিষ্ট তাঁহার চারিটি অশ্বকেও হঠাৎ চারিটি বাণে আহত করিয়া ফেলিলেন। ১৬

এইরূপে অলম্বুষকর্তৃক আহত হইয়া চক্রধারী বিষ্ণুসদৃশ প্রভাবশালী ও বেগবান্ বীর শিনিপৌত্র সাত্যকি বীর উত্তম বেগযুক্ত চারিটি বাণের দ্বারা রাজা অলম্বুষের চারিটি অশ্বকে বধ করিলেন॥ ১৭

তাহার পর তাঁহার সারথিরও মস্তক ছেদন করিয়া কালাগ্নি-তুল্য তেজস্বী একটি ভল্লের দ্বারা পূর্ণচন্দ্রসদৃশ কান্তিবিশিষ্ট তাঁহার কুণ্ডলমণ্ডিত মুখমণ্ডলকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। ১৮

রাজন্! শত্রুগণকে মথিত করিতে সমর্থ যদুকুলতিলক বীরবর সাত্যকি এইরূপে যুদ্ধস্থলে রাজার পুত্র ও পৌত্র অলম্বুষকে নিহত করিয়া আপনার সৈন্যদিগকে শুদ্ধ করত পুনরায় অর্জুনেরই অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ১৯

সেই সময় গোদুগ্ধ, কুন্দপুষ্প, চন্দ্র ও তুষারসদৃশ শুভ্রকান্তি-বিশিষ্ট সিন্ধুদেশীয় সুন্দর সুশিক্ষিত এবং বর্ণালঙ্কারে আবৃত অশ্বগণ, পুরুষশ্রেষ্ঠ সাত্যকি যেখানে যেখানে যাইতে চাহিতেন, সেই সেই স্থানে তাঁহাকে লইয়া যাইত। অজমীঢ়-বংশজাত

ভরতকুলসম্ভব! এই ভাবে যেরূপ বায়ু মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া থাকে, সেইরূপেই বারংবার বাণসমূহের দ্বারা কৌরব-সৈন্যদিগকে সংহারকারী, শত্রুগণ-মধ্যে বিচরণশীল এবং বৃষ্ণিবীর সাত্যকিকে সেখানে আসিতে দেখিয়া যোদ্ধাগণের প্রধান আপনার পুত্র দুঃশাসনকে অগ্রগামী নেতা করিয়া আপনার বহু পুত্র এবং আপনার পক্ষের অন্যান্য যোদ্ধারাও অতিদ্রুত একত্রে মিলিত হইয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। ২০-২২

এই সব যোদ্ধারা প্রধান প্রধান সৈন্যের আক্রমণ সহ্য করিতে সমর্থ ছিলেন। ইঁহারা সকলে তখন সাত্যকিকে চারিদিকে ঘেরিয়া ফেলিয়া তাঁহার উপর অস্ত্রপ্রহার আরম্ভ করিয়া দিলেন। শাত্বত-শিরোমণি বীর সাত্যকিও নিজ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাদের সকলেরই অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন॥ ২৩

অজমীঢ়-নন্দন! তাঁহাদের সকলকে রুদ্ধ করিয়া শত্রুঘাতী শিনিপৌত্র সাত্যকি অতিদ্রুত বহু উন্নত করিয়া অগ্নিসদৃশ তেজস্বী বহু বাণের দ্বারা দুঃশাসনের অশ্বগণকে সংহার করিলেন। ২৪

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন পুরুষগণের মধ্যে প্রধান বীর সাত্যকিকে সেই যুদ্ধস্থলে উপস্থিত দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ২৫

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে অলম্বুষ-বধবিষয়ক চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাত্যকেরদ্ভুতপরাক্রমঃ, শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনায় সাত্যকেরাগমনবৃত্তান্তস্য জ্ঞাপনম্, অর্জুনস্য চিন্তা চ]

সঞ্জয় উবাচ

তমুদ্যন্তং মহাবাহুং দুঃশাসনরথং প্রতি।
ত্বরিতং ত্বরণীয়েষু ধনঞ্জয়জয়ৈষিণম্ ॥ ১
ত্রিগর্তানাং মহেষ্বাসাঃ সুবর্ণবিকৃতধ্বজাঃ।
সেনাসমুদ্রমাবিধ্যন্তঃ পর্যাবারয়ন্ ॥ ২
অথৈনং রথবংশেন সর্বতঃ সাদিবাহিনা যে।
অবাকিরন্ শরব্রাতৈঃ ক্রুদ্ধাঃ পবনরংহিভিঃ ॥ ৩
অভ্যবর্ষন্ রাজপুত্রাংস্তান্ ভারতানল মহারথে।
একঃ পঞ্চাশতঃ শত্রুন সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ ॥ ৪
সম্প্রাপ্য ভারতীমেষাং তুমুলোদ্বেলসমাকুলাম্
অসি-শক্তি-গদাপূর্ণবল্গাং সলিলাং যথা ॥ ৫
তত্রাকুতভয়শ্চক্রে শৈনেয়স্ত্বরিতং রণে।
প্রতীচ্যাং দিশি তং দৃষ্ট্বা প্রাচ্যাঃ পঞ্চাপি সাদিবাৎ ॥ ৬

উদীচ্যঃ দক্ষিণাঃ প্রাচ্যাঃ প্রতীচ্যো বিদিশস্তথা।
নত্যারিবাচরচ্ছত্রো যথা রথবরং তথা ॥ ৭
তত্র দৃষ্ট্বা চরিতং তস্য সিংহবিক্রান্তগামিনঃ।
ত্রিগর্তাঃ সংকুলর্তুশ্চ সমন্তাৎ পর্যবারয়ন্ ॥ ৮
তমস্কে শূরসেনানাং শূরাঃ সংখ্যে জুবারুণম্।
নিবব্রুঃ শরব্রাতৈর্মত্তং দ্বিপমিবাদ্রিভিঃ ॥ ৯
তৈর্বাণবাহরদার্যাত্মা মুহূর্তাদেব সাত্যকিঃ।
ততঃ কলিঙ্গৈর্যুযুধে শোঽচিন্ত্যবলবিক্রমঃ ॥ ১০
তাঞ্চ সেনামতিক্রম্য কলিঙ্গানাং দুরত্যয়াম্।
অথ পার্শ্বং মহাবাহুর্জঘনস্যমুপাসদৎ ॥ ১১
তরন্তিব জলে গ্রাহো যথা স্থলমুপেরিবান্।
তং দৃষ্ট্বা পুরুষব্যাঘ্রং যুযুধানং সমাসদৎ ॥ ১২

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[সাত্যকির অদ্ভুত পরাক্রম, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে সাত্যকির আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন এবং অর্জুনের চিন্তা।]

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! মহাবাহু সাত্যকি সত্বরতা করিবার যোগ্য কার্যে অতিশয় ত্বরা করিতেছিলেন। তিনি অর্জুনের বিজয়কামী ছিলেন। সেই সময় অসংখ্য সৈন্য-সাগরে প্রবেশ করিয়া দুঃশাসনের রথের উপর আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহাকে উদ্যত দেখিয়া ত্বরিত গমনকারী ত্রিগর্তদেশীয় মহাধনুর্ধর যোদ্ধারা চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ১-২

চলন্মেঘের ন্যায় সর্ব দিক্ হইতে সাত্যকিকে আবরণ করিয়া সেই মহাধনুর্ধর যোদ্ধারা ক্রোধ সহকারে বাণসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩

কিন্তু সেই মহাসমরে দুর্যোধিত বীর শত্রুতাপন সেই পঞ্চাশ জন রাজকুমারকে সত্যপরাক্রমী সাত্যকি একাকীই পরাজিত করিলেন। ৪

কৌরব-সৈন্যের এই মহাত্রাস হস্তিসৈন্যের সঙ্গে পরিব্যাপ্ত ছিল, খড়্গ শক্তি ও গদা প্রভৃতি অস্ত্রজলে পূর্ণ এই মহাত্রাস নৌকাহীন অগাধ জলরাশির ন্যায় দুস্তর প্রতীত হইতেছিল। সেখানে উপস্থিত হইয়া আমরা রণাঙ্গনে সাত্যকির অদ্ভুত চরিত্র দেখিলাম। ৫

তিনি নিপুণতার সহিত কভু এই দিক্ কভু ঐদিক্ যাইতে ছিলেন যে, আমি তাঁহাকে পশ্চিম দিকে দেখিয়া অতি সত্বরই পূর্বদিকে উপস্থিত হইতে দেখিলাম। সত্য সত্য ইনি বীরের ন্যায় বীরবর সাত্যকি উত্তর, দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিম এবং কৌরব-সমূহের মধ্যবর্তী ভিন্নস্থানে নৃত্য করিতে করিতে বিচরণ করিতেছিলেন। ৬-৭

সিংহতুল্য পরাক্রমযুক্ত গতিতে গমনকারী সাত্যকির সেই চরিত্রকে দেখিয়া ত্রিগর্তদেশীয় যোদ্ধারা নিজ স্বজনগণের সহ ঘোর-সন্ত্রাস করিতে করিতে শত্রুসমরণ করিলেন। ৮

তদনন্তর তুমুলে অস্ত্র সূরসেনদেশীয় বীর সৈন্যগণ নিজ নিজ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে নিবারিত করিতে থাকিয়া সেই-ভাবে তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ৯

তখন অচিন্তনীয় বিক্রম ও পরাক্রমশালী মহাবাহু সাত্যকি তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিয়া মুহূর্তকালের মধ্যেই তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিলেন এবং কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১০

কলিঙ্গদেশের সেই দুস্তর সৈন্যদিগকে অতিক্রম করিয়া মহাবাহু সাত্যকি বৃষ্ণীবংশীয় অর্জুনের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ১১

যেরূপ জলে সন্তরণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত মানুষ স্থলে

তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য কৌরবঃ পার্থমব্রবীৎ।
অসাবায়াতি শৈনেয়স্তব পার্থ পদানুগঃ ॥ ১৩

এষ শিষ্যঃ সখা চৈব তব সত্যপরাক্রমঃ।
সর্বান্ যোধাংস্তথীকৃত্য বিজিগীষুঃ পুরুষর্ষভঃ ॥ ১৪

এষ কৌরবযোধানাং কৃত্বা ঘোরমুপপ্লবম্।
তব প্রাণৈঃ প্রিয়তমঃ কিরীটিন্নভ্যয়াতি সাত্যকিঃ ॥ ১৫

এষ দ্রোণং তথা ভোজং কৃতবর্মাণমেব চ।
কদর্থীকৃত্য বিশিখৈঃ ফাল্গুনাভ্যেতি সাত্যকিঃ ॥ ১৬

ধর্মরাজপ্রিয়ার্থেষী কৃত্বা যোধান্ বরান্ বরান্।
পূর্বশ্চৈব কৃতাস্ত্রশ্চ ফাল্গুনাভ্যেতি সাত্যকিঃ ॥ ১৭

কৃত্বা সুতুমুলং কর্ম সৈন্ধবস্য মহাবলঃ।
তব দর্শনমন্বিচ্ছন্ পাণ্ডবাভ্যেতি সাত্যকিঃ ॥ ১৮

বহূনেকরথেনাজৌ জিত্বা নিহত্য মহারথান্।
আচার্যপ্রমুখান্ পার্থ প্রত্যাহবে স সাত্যকিঃ ॥ ১৯

স্ববাহুবলমাশ্রিত্য বিশার্দা চ সুদারুণাম্।
দ্রোণাদ্যো ধর্মরাজস্য পার্শ্বেষোঢ়াভ্যেতি সাত্যকিঃ

যস্য নাস্তি সমো লোকে কৌরবেষু কথঞ্চন।
সোঽয়মায়াতি কৌন্তেয় সাত্যকিস্তূর্ণবিক্রমঃ ॥ ২১

কুরুসৈন্যান্যনির্ধূয় বৈ শিনেয়ো মহারথঃ।
নিহত্য সকলাঃ সেনাঃ পার্শ্বেষোঢ়াভ্যেতি সাত্যকিঃ

এষ রাজসহস্রাণি বহূনি পুরুষর্ষভৈঃ।
আক্রীড্য বসুধাং পার্থ ক্ষিপ্রমায়াতি সাত্যকিঃ ॥ ২৩

এষ দুর্যোধনং ছিত্বা প্রাতৃভিঃ সহিতং রণে।
নিহত্য সকলঙ্কঞ্চ ক্ষিপ্রমায়াতি সাত্যকিঃ ॥ ২৪

রুধিরৌঘবতীং কৃত্বা নদীং শোণিতকর্দমাম্।
তূর্ণবদ্ বাস্য কৌরব্যানেষ ক্রান্তাতি সাত্যকিঃ ॥ ২৫

বাইয়া উপস্থিত হন, সেইরূপ পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে দেখিয়া যুযুধান অভিমুখে আগত হইলেন ॥ ১২

সাত্যকিকে আসিতে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন,—পার্থ! দেখ, তোমার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া শিনিপৌত্র সাত্যকি এখানে আসিতেছে ॥ ১৩

এই সত্যপরাক্রমী বীর তোমার শিষ্য এবং সখা-ও। এই পুরুষশ্রেষ্ঠ সমস্ত কৌরব-যোদ্ধাদিগকে তৃণের ন্যায় গণ্য করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছে ॥ ১৪

কিরীটিধারী অর্জুন! যে তোমার প্রাণের ন্যায় অতিশয় প্রিয়, সেই এই সাত্যকি কৌরব-যোদ্ধাদিগের মধ্যে ভয়ঙ্কর উপদ্রব আরম্ভ করিয়া এখানে আসিতেছে ॥ ১৫

ফাল্গুন! এই সাত্যকি স্বীয় বাহুবলের দ্বারা দ্রোণাচার্য এবং ভোজবংশীয় কৃতবর্মাকেও পর্যুদস্ত করিয়া তোমার নিকট আসিতেছে ॥ ১৬

ফাল্গুন! এই শৌর্যশালী বীর ও উত্তম অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ সাত্যকি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রিয় তোমার সংবাদ জানিবার জন্য অবশিষ্ট প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে বধ করিয়া এখানে আসিতেছে ॥ ১৭

পাণ্ডুনন্দন! মহাবল সাত্যকি কৌরব-সৈন্যের মধ্যে অতিশয় দুষ্কর পরাক্রম করিয়া তোমাকে দর্শন করিবার জন্য এখানে আসিতেছে ॥ ১৮

পার্থ! যুদ্ধস্থলে দ্রোণাচার্য প্রভৃতি বহুসংখ্যক মহারথী বীরের সহিত একাকী একমাত্র রথের সাহায্যে যুদ্ধ করিয়া এই সাত্যকি এদিকে আগমন করিতেছে ॥ ১৯

কুন্তীকুমার অর্জুন! নিজের বাহু বলের আশ্রয় লইয়া কৌরবসৈন্যদিগকে বিশীর্ণ করত মহারথ দুর্যোধন কর্তৃক প্রেরিত হইয়া এই সাত্যকি এখানে আসিতেছে ॥ ২০

কুন্তীনন্দন! কৌরবসৈন্যদের মধ্যে যাহার সমান একজনও যোদ্ধা নাই, সেই রণদুর্মদ সাত্যকি এখানে আসিতেছে ॥ ২১

পার্থ! যেরূপ সিংহ অনায়াসেই ক্ষুদ্রমৃগের মধ্যেই বিশীর্ণ হইয়া থাকে, সেইরূপ কৌরব সৈন্যদের সেইসব ক্ষেত্র করিয়া বিশীর্ণ সাত্যকি বহুসংখ্যক শত্রুসৈন্য বধ করিয়া এদিকে আগমন করিতেছে ॥ ২২

কুন্তীনন্দন! এই সাত্যকি সহস্র সহস্র যোদ্ধাদিগের কবল হইতে মুক্তকলেবরে এই রণভূমি আক্রমণ করিয়া অতিদ্রুত এই দিকে আসিতেছে ॥ ২৩

এই সাত্যকি রণাঙ্গনে ভ্রাতৃগণের সহিত দুর্যোধনকে পরাজিত করিয়া এবং কলঙ্ককে বধ করত জয়শ্রীযুক্তে এই-দিকেই আগমন করিতেছে ॥ ২৪

শোণিত ও মাংসরূপ কর্দমযুক্ত রক্তধারাবাহী নদী উৎপন্ন করিয়া এবং তৃণবৎ কৌরবসৈন্যদিগকে উড়াইতে থাকিয়া এই সাত্যকি এ-দিকেই আসিতেছে ॥ ২৫

ততঃ প্রহৃষ্টঃ কৌন্তেয়ঃ কেশবং বাক্যমব্রবীৎ
ন মে প্রিয়ং মহাবাহো যদ্যানর্ত্তেতি সাত্যকিঃ। ২৫
ন হি জানামি বৃত্তান্তং ধর্মরাজস্য কেশব।
সাত্যকেন বিহীনঃ স যদি জীবতি বা ন বা। ২৭
এতেন হি মহাবাহো রক্ষিতব্যঃ স পার্থিবঃ।
তমেব কথমুৎসৃজ্য মম কৃষ্ণ পদানুগঃ। ২৮
রাজা দ্রোণায় চোৎসৃষ্টঃ সৈন্ধবশ্চানিপাতিতঃ।
প্রত্যাদ্রবতি চ সৈন্যেনৈব ভূরিশ্রবা রণে। ২৯
সোঽয়ং গুরুতরো ভারঃ সৈন্ধবার্থে সমাহিতঃ
জ্ঞাতব্যশ্চ হি মে রাজা রক্ষিতব্যশ্চ সাত্যকিঃ। ৩০
জয়দ্রথশ্চ হন্তব্যো লম্বতে চ দিবাকরঃ
শ্রান্তশ্চৈব মহাবাহুরন্নপ্রাণশ্চ সাম্প্রতম্। ৩১
পরিশ্রান্তা হয়াশ্চাস্য হয়হন্তা চ মাধব।
ন চ ভূরিশ্রবাঃ শ্রান্তঃ সসহায়শ্চ কেশব। ৩২
অপীদানীং ভবেদস্য ক্ষেমমস্মিন্ সমাগমে।
কচ্চিন্ন সাগরং তীর্ত্বা সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ। ৩৩
গোষ্পদং প্রাপ্য সীদেত মহৌজাঃ শিনিপুঙ্গবঃ।
অপি কৌরবমুখ্যেন কৃতাস্ত্রেণ মহাত্মনা। ৩৪
সমেত্য ভূরিশ্রবসা স্থাস্যমান্ সাত্যকির্যুধি।
ব্যতিক্রমমিমং মন্যে ধর্মরাজস্য কেশব। ৩৫
আচার্য্যাদ্ ভয়মুৎসৃজ্য যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং সাত্যকিম্।
প্রহিণৎ ধর্মরাজস্য সখা স্নেন ইবাত্মজম্। ৩৬
নিত্যমাশংসতে দ্রোণঃ কচ্চিৎ স্যাৎ কুশলী নৃপঃ। ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি সাত্যকের্জুনদর্শনে একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪১ ॥

তখন অভিমন্যু-হন্তা হৃষীকেশ অর্জুন কেশবকে বললেন,—মহাবাহো! সাত্যকি যে আমার নিকট আসিতেছে, তাহা আমার ভাল লাগিতেছে না। ২৬

কেশব! জানি না, ধর্মরাজের কি বৃত্তান্ত (সংবাদ)? সাত্যকি না থাকায় তিনি এখনও জীবিত আছেন কি না? ২৭

মহাবাহো! সাত্যকির ত' তাঁহাকে রক্ষা করাই উচিত ছিল। হে কৃষ্ণ! এই সাত্যকি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার পশ্চাতে আসিতেছে কেন? ২৮

সে রাজা যুধিষ্ঠিরকে দ্রোণাচার্য্যের জন্য ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এবং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এখনও নিহত হয় নাই। তাহা ছাড়া এই ভূরিশ্রবা রণাঙ্গনে শিনিপৌত্র সাত্যকির দিকে অগ্রসর হইতেছে। ২৯

এই সময় সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের জন্য আমার উপর এই গুরুতর ভার আসিয়া পড়িয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠিরের কুশলবার্ত্তা আমার জানা একান্ত আবশ্যক, তাহার উপর ভূরিশ্রবার হাত হইতে এই সাত্যকিকেও আমাকে রক্ষা করিতে হইবে। ৩০

এখন জয়দ্রথকেও বধ করিতে হইবে; কারণ, সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিতেছেন। এই মহাবাহু সাত্যকি রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিয়া এখন শ্রান্ত হইয়া অল্পপ্রাণ (দুর্ব্বল) হইয়া পড়িয়াছে। ইহার অশ্বগণ এবং সারথিও পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছে। কেশব! কিন্তু ভূরিশ্রবা ও তাহার সহায়কগণ শ্রান্ত হয় নাই। ৩১-৩২

ইহাদের উভয়ের যুদ্ধে কি সাত্যকি কুশলে থাকিয়া জয়লাভ করিতে পারিবে? এখন সেরূপ কোন বিপদ হইবে না ত' যে সমাগরাক্রধী শিনিপ্রবর মহাবল সাত্যকি সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া গোষ্পদের ন্যায় জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাইবে?

কৌরব-কুলের মুখ্য বীর অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী মহাত্মা ভূরিশ্রবার সহিত মিলিত হইয়া এই সাত্যকি কুশলে থাকিতে পারিবে ত'?

কেশব! আমি ত' ধর্মরাজের এই কার্য্যকে বিপরীত বলিয়াই মনে করিতেছি, যিনি দ্রোণাচার্য্যের ভয় ত্যাগ করিয়া সাত্যকিকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন?

যেরূপ বাজপাখী সহসা ঝাপটা দিয়া মাংস লইয়া পলায়ন করে, সেইরূপ দ্রোণাচার্য্য প্রতিদিনই যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিবার প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন। রাজা যুধিষ্ঠির এখন কুশলেই আছেন ত? ৩৪-৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্ব্বে সাত্যকি ও অর্জুনের পরস্পর সাক্ষাৎকারবিষয়ক একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ভূরিশ্রবসঃ সাত্যকেশ্চ রোষপূর্ণ আলাপো যুদ্ধঞ্চ, সাত্যকেঃ শিরশ্ছেদং কর্তুমুদ্যতস্য ভূরিশ্রবসো হস্তদ্যাজুর্নেন ছেদনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তমাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য সাত্বতং যুদ্ধদুর্মদম্।
ক্রোধাদ্ ভূরিশ্রবা রাজন্ সহসা সমুপাদ্রবৎ॥ ১

তমব্রবীন্মহারাজ কৌরবঃ শিনিপুঙ্গবম্।
অদ্য প্রাপ্তোঽসি দিষ্ট্যা মে চক্ষুর্বিষয়মিত্যুত॥ ২

চিরাভিলষিতং কামমহং প্রাপ্স্যামি সংযুগে।
ন হি মে মোক্ষ্যসে জীবন্ যদি নোৎসৃজসে রণম্॥ ৩

অদ্য ত্বাং সমরে হত্বা নিত্যং যুদ্ধাভিমানিনম্।
নন্দয়িষ্যামি দাশার্হ কুরুরাজং সুযোধনম্॥ ৪

অদ্য মদ্বাণনির্দগ্ধঃ পতিতঃ ধরণীতলে।
দ্রক্ষ্যত্যত্বাং রণে বীরো সহিতৌ কেশবার্জুনৌ॥ ৫

অদ্য ধর্মসুতো রাজা জ্ঞাত্বা ত্বাং নিহতং ময়া।
সব্রীড়ো ভবিতা সদ্যো যেনাসীত্ প্রবেশিতঃ॥ ৬

অদ্য মে বিক্রমং পার্থো বিজ্ঞাস্যতি ধনঞ্জয়ঃ।
ত্বয়ি ভূমৌ বিনিহতে শয়ানে রুধিরোক্ষিতে॥ ৭

চিরাভিলষিতো হ্যেষ ময়া সহ সমাগমঃ।
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে শক্রস্য বলিনা যথা॥ ৮

অদ্য যুদ্ধং মহাঘোরং তব দাস্যামি সাত্বত।
ততো জ্ঞাস্যসি তত্ত্বেন মদ্বীর্য-বল-পৌরুষম্॥ ৯

অদ্য সংযমনীং যাতা ময়া ত্বং নিহতো রণে।
যথা রামানুজেনাজৌ রাবণির্লক্ষ্মণেন হ॥ ১০

অদ্য কৃষ্ণশ্চ পার্থশ্চ ধর্মরাজশ্চ মাধব।
হতে ত্বয়ি নিরুৎসাহা বনং যাস্যন্ত্যসংশয়ম্॥ ১১

অদ্য তেঽপচিতিং কৃত্বা শিতৈর্বাণবরোত্তমৈঃ।
তৎস্থিয়ো নন্দয়িষ্যামি যে ত্বয়া নিহতা রণে॥

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ভূরিশ্রবা ও সাত্যকির রোষপূর্ণ আলাপ এবং যুদ্ধ ও সাত্যকির শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত ভূরিশ্রবার বাহুকে অর্জুনকর্তৃক ছেদন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! রণদুর্মদ সাত্যকিকে আসিতে দেখিয়া ভূরিশ্রবা ক্রোধের সহিত তাঁহার উপর সহসা আক্রমণ করিলেন। ১

মহারাজ! কুরুনন্দন ভূরিশ্রবা সেই সময় শিনিপ্রবর সাত্যকিকে এই কথা বলিলেন,—যদুবীর! সৌভাগ্যের কথা যে, আজ তুমি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছ। আজ যুদ্ধে আমি আমার বহু দিনের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিব। যদি তুমি যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া পলাইয়া না যাও, তবে আজ আমার হাতে জীবিত থাকিতে পারিবে না। ২-৩

দাশার্হ! তুমি গর্বভরে নিজেকে অতিশয় বীর বলিয়া মনে কর। আজ আমি রণাঙ্গনে তোমাকে বধ করিয়া দুরাত্মা দুর্যোধনকে আনন্দিত করিব। ৪

আজ যুদ্ধে বীর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়েই একসঙ্গে তোমাকে আমার বাণে বদ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত দর্শন করিবে। ৫

যিনি আজ এই সৈন্যদের মধ্যে তোমাকে প্রবেশ করাইয়াছেন, সেই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার দ্বারা তোমার নিধনবার্তা শ্রবণ করত তৎক্ষণাৎ লজ্জিত হইয়া পড়িবেন। ৬

আজ যখন তুমি নিহত হইয়া রক্তাপ্লুত অবস্থায় ধরাতলে শয়ন করিবে, সেই সময় কুন্তীপুত্র অর্জুন আমার পরাক্রমকে ভাল-ভাবেই জানিতে পারিবে। ৭

যেরূপ পুরাকালে দেবাসুর-সংগ্রামে রাজা বলির সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ তোমার সহিত আজ আমার যুদ্ধ হউক—ইহাই আমার বহু দিনের অভিলাষ। ৮

সাত্বত! আজ আমি তোমাকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সুযোগ প্রদান করিব। ইহাতে তুমি আমার বল, বীর্য ও পুরুষার্থের যথার্থ পরিচয় লাভ করিবে। ৯

যেরূপ পুরাকালে শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণকর্তৃক যুদ্ধে রাবণকুমার ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছিল, সেইরূপ এই রণাঙ্গনে আমার দ্বারা নিহত হইয়া তুমি আজই যমরাজের সংযমনীনাম্নী নগরীর দিকে গমন করিবে। ১০

মাধব! আজ তুমি নিহত হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির উৎসাহশূন্য হইয়া যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিবেন—ইহাতে কোনও সংশয় নাই॥ ১১

মধুকুলনন্দন! আজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তোমার পূজা করিয়া আমি সেই বীরগণের সমীপদেশে আনন্দিত করিব, যাহাদিগকে তুমি পূর্বে বধ করিয়াছ॥ ১২

মচ্ছকুবিষয়ঃ প্রাপ্তো ন হং মাধব মোক্ষ্যসে।
সিংহস্য বিষয়ঃ প্রাপ্তো যথা ক্ষুদ্রমৃগস্তথা ॥ ১৩
যুধিষ্ঠানস্তু তং রাজন্ প্রত্যুবাচ হসন্নিব :
কৌরবেয় ন সন্ত্রাসো বিদ্যতে মম সংযুগে ॥ ১৪
নাহং ভীষয়িতুং শক্যো বাগ্‌মাত্রেণ তু কেবলম্।
স মাং নিহন্তাৎ সংগ্রামে যো মাং কুর্যাদ্রিয়াযুধম্ ॥১৫
সমাপ্ত শাপতীর্ক্ষাদ্ যো মাং হন্তাদ্ধি সংযুগে।
কিং বৃথোক্তেন বহুনা কর্মণা তৎ সমাচর ॥ ১৬
শারদস্যেব মেঘস্য গর্জিতং নিষ্ফলং হি তে।
শ্রুত্বা বলাজিতং বীর হাস্যং হি মম জায়তে ॥ ১৭
চিরকালেপ্সিতং লোকে যুদ্ধমদ্যাস্ত কৌরব।
ভবতে মে মতিস্তাত তব বুদ্ধাভিকাঙ্ক্ষিণী ॥ ১৮
নাহত্বাহং নিবর্তিষ্যে ধ্রুবমস্ত পুরুষাধম।
অন্যোন্যং তৌ তথা বাণৈ ভিন্দন্তৌ নরপুঙ্গবৌ ॥ ১৯

জিঘাংসূ পরমক্রুদ্ধাবভিজগ্মতুরাহবে।
সমেতৌ তৌ মহেষ্বাসৌ তাম্রসৌ স্পর্ধিনৌ রণে ॥২০
স্থিরাবিব সংকুদ্ধৌ বালিতার্থে মহোৎকটৌ।
ভূরিশ্রবাঃ সাত্যকিশ্চ বর্ষবদ্ভূরিদক্ষিণৌ ॥ ২১
শরবর্ষাণি ঘোরাণি মেঘাবিব পরস্পরম্।
সৌমদত্তিস্তু শৈনেয়ং প্রচ্ছাদয়তু শিরাততৈঃ ॥ ২২
জিঘাংসুর্ভরতশ্রেষ্ঠ বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
দশভিঃ সাত্যকিং বিদ্ধ্বা সৌমদত্তিরথাপরান্ ॥ ২৩
মুমোচ নিশিতান্ বাণান্ জিঘাংসুঃ শিনিপুঙ্গবম্।
তানস্য বিশিখাংস্তীক্ষ্ণানন্তরিক্ষে বিশাম্পতে ॥ ২৪
অপ্রাপ্তানেব মায়াভিরচ্ছিনৎ সাত্যকিঃ প্রভো।
তৌ পৃথক্ শস্ত্রবর্ষাভ্যামবর্ষেতাং পরস্পরম্ ॥ ২৫
উত্তমাভিজনৌ বীরৌ কুরু-বার্ষ্ণেয়নন্দনৌ।
তৌ নখৈরিব দংষ্ট্রাভ্যাং ঘটোরিব মহাধিপৌ ॥ ২৬

মাধব! যেরূপ কোন ক্ষুদ্র মৃগ সিংহের দৃষ্টিপথে পড়িয়া জীবিত থাকে না সেইরূপ তুমিও আজ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে জীবিত থাকিতে পারিবে না ॥ ১৩

রাজন্! যুধিষ্ঠান ভূরিশ্রবার এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে করিতেই এই উত্তর দান করিলেন যে, কুরুনন্দন! যুদ্ধে আমার কোনদিন কাহাকেও ভয় হয় না ॥ ১৪

কেবল কথা বলিয়া তুমি আমাকে ভয় দেখাইতে সমর্থ হইবে না। সংগ্রামে যে ব্যক্তি আমাকে অস্ত্রহীন করিতে পারিবেন, সেই বীর আমাকে বধ করিতে পারিবেন ॥ ১৫

যে ব্যক্তি যুদ্ধে আমাকে বধ করিবেন, তিনি সকলে সমস্ত শত্রুর নিজের পক্ষপিগকেও বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন। এখন আর বৃথা কথা বলিয়া কি লাভ হইবে? তুমি যে কথা বলিলে, তাহা কার্যে পরিণত করিয়া দেখাও ॥ ১৬

শরৎকালের মেঘের ন্যায় তোমার এই বৃথা তর্জন-গর্জনে কোনই ফল হইবে না। বীর! তোমার এই গর্জন শ্রবণ করিয়া আমার হাস্য আসিতেছে ॥ ১৭

কৌরব! এ মনুষ্যলোকে তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনা আমার অনেকদিন হইতেই আছে। তাহা আজ পূর্ণ হইবে। তাত! তোমার সহিত যুদ্ধের বাসনাকারিণী আমার বুদ্ধি এখন আমাকে উত্তেজিত করিতেছে। পুরুষাধম! আজ তোমাকে আমি বধ না করিয়া কিছুতেই পশ্চাদপসরণ করিব না।

এইভাবে পরস্পর পরস্পরকে বধ করিতে অভিলাষী সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ বীর পরস্পর বাক্যবাণ-বাণ প্রহার করিতে থাকিয়া সেই সময় রণাঙ্গনে অত্যন্ত কুপিত হইয়া বাণসমূহের দ্বারা পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন।

সেই দুই মহারথীর ও পরাক্রমশালী বীর সেই রণাঙ্গনে পরস্পর পরস্পরকে স্পর্ধা করিতে হস্তিনীর জন্য অত্যন্ত কুপিত হইয়া পরস্পর যুদ্ধরত দুইটি মদোন্মত্ত হস্তীর ন্যায় পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইলেন।

ভূরিশ্রবা ও সাত্যকি এই দুই পরাক্রমশালী বীর দুই খণ্ড মেঘের ন্যায় পরস্পরের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ! সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা শিনিপ্রবর সাত্যকিকে বধ করিতে আকাঙ্ক্ষী হইয়া শত্রুনাশী বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া তীক্ষ্ণ বাণসকলে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

শিনিবংশের প্রধান বীর সাত্যকিকে বধ করিবার ইচ্ছায় ভূরিশ্রবা তাঁহাকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে আরও বহুসংখ্যক বাণে বিদ্ধ করিলেন।

প্রভানাথ! প্রভো! সাত্যকি ভূরিশ্রবার সেই সব তীক্ষ্ণ বাণ নিজের নিকট আসিবার পূর্বেই বীর অস্ত্র-বলে আকাশেই নষ্ট করিয়া দিলেন।

এই দুই বীর উত্তমকুলে জন্মলাভ করিয়াছেন। একজন কুরুকুলের কীর্তিবর্ধন করিতেছিলেন এবং অন্য জন বৃষ্ণিবংশের

রথশক্তিভিরস্তোগ্রৈঃ বিনিঘ্নৈশ্চাপ্যকৃন্ততাম্।
নির্ভিন্দন্তৌ হি গাত্রাণি বিক্ষরন্তৌ চ শোণিতম্ ॥ ১৭
ব্যষ্টম্বয়েতামন্যোন্যং প্রাণদ্যূতাভিদেবিনৌ।
এবমুক্তমকর্মাণৌ কৃত-রক্তিষশস্করৌ ॥ ১৮
পরস্পরমযুধ্যেতাং বারণাবিব যূথপৌ।
তাবধীর্ঘেণ কালেন ব্রহ্মলোকপুরস্কৃতৌ ॥ ১৯
বিষাসহৌ পরং স্থানমন্যোন্যং সংজগর্জতুঃ।
সাত্যকিঃ সৌমদত্তিশ্চ শরযষ্ট্যা পরস্পরম্ ॥ ৩০
দ্রুষ্টবদ্ ধার্তরাষ্ট্রাণাং পশ্যতামতিসংযুগে।
সংস্পৃধেতে জনান্তৌ তু যুধ্যমানৌ যুধাম্পতী ॥ ৩১
যূথপৌ বাসিতাহেতোঃ প্রযুদ্ধাবিব কুঞ্জরৌ।
অন্যোন্যস্য হয়ান্ হত্বা ধনুষী বিনিকৃত্য চ ॥ ৩২
বিরথাবসিযুদ্ধায় সমেয়াতাং মহাবলৌ।

মার্গন্তৌ চর্মণী চিত্রে প্রগৃহ্য বিপুলে শুভে ॥ ৩৩
বিকোশৌ চাপাদী কৃত্বা সমরে তৌ বিচেরতুঃ।
চরন্তৌ বিবিধান্ মার্গান্ মণ্ডলানি চ ভাগশঃ ॥ ৩৪
মুতরাষ্ট্রস্য কুদ্ধাবস্তোন্যমভিমর্দিনৌ।
সম্ভৌ চিত্রবর্মাণৌ সন্নিকাশদৃষণৌ ॥ ৩৫
প্রাস্যমুদ্যম্য সম্প্রাপ্তমাবিদ্ধমাপ্লুতং বিপ্লুতং সৃতম্।
সম্পাতং সমুদীর্ণঞ্চ দর্শয়ন্তৌ যশস্বিনৌ ॥ ৩৬
অসিভ্যাং সম্প্রজহ্রাতে পরস্পরমরিন্দমৌ।
উভৌ ছিদ্রৈষিণৌ বীরাবুভৌ চিত্রং ববল্গতুঃ ॥ ৩৭
দর্শয়ন্তাবুভৌ শিক্ষাং লাঘবং সৌষ্ঠবং তথা।
রণে রণকৃতাং শ্রেষ্ঠাবন্যোন্যং পর্যাকর্ষতাম্ ॥ ৩৮
মুহূর্তমিব রাজেন্দ্র সমাহতা পরস্পরম্।
পক্ষতাঃ সর্বসৈন্যানাং বীরাবাশ্বসতাং পুনঃ ॥ ৩৯

বধ বিস্তার করিতে ছিলেন। ইঁহারা উভয়ে পরস্পরের উপর পৃথক্ পৃথক্ অস্ত্রকৌশল রণ করিতে লাগিলেন।

যেরূপ দুইটি সিংহ নখদন্তের দ্বারা এবং দুইটি বৃহৎ গজরাজ দন্তসমূহের দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই বীর রথ-শক্তি এবং বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

প্রাণের পণ রাখিয়া দ্যূতরূপে পাশাখেলাকারী এই দুই বীর পরস্পরের অঙ্গসকল বিদীর্ণ করিতে করিতে এবং রক্তক্ষরণ করিতে থাকিয়া পরস্পরকে অবরুদ্ধ করিলেন।

কুরুকুল এবং বৃষ্ণিবংশের যশবিস্তারকারী উভয়-কর্ণা ভূরিশ্রবা ও সাত্যকি এইরূপে দুইটি যূথপতি গজরাজের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মলোককে সম্মুখে রাখিয়া পরম পদ লাভ করিবার ইচ্ছায় এই দুই বীর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তর্জন-গর্জন করিতে থাকিলেন।

সাত্যকি ও ভূরিশ্রবা উভয়েই পরস্পরের উপর বাণবর্ষণ করিতেছিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রগণই অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া এই যুদ্ধ দেখিতেছিলেন।

যেরূপ হাতিনীর জন্য দুই যূথপতি গজরাজ পরস্পর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ পরস্পর যুদ্ধরত সেই যোদ্ধাগণের অধিপতিত্বের জন্য লোক হর্ষক হইয়া দেখিতে লাগিল।

উভয়েই উভয়ের অশ্বগণকে বধ করিয়া রথ ছিন্ন করিয়া দিলেন এবং সেই মহাসমরে উভয়ে রথহীন হইয়া খড়্গ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। সুখের চর্মের দ্বারা নির্মিত দুইটি বিচিত্র, সুন্দর ও বিশাল ঢাল লইয়া কোষ হইতে তরবারি নিষ্কাশিত করত তাঁহারা উভয়ে রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ক্রুদ্ধ এই দুই শত্রুজনকারী-বীর পৃথক্ পৃথক্ নানাপ্রকার মার্গ ও মণ্ডল (তরবারি ঘুরাণ ও নিক্ষেপ) দেখাইতে থাকিয়া পরস্পরকে বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন ইঁহাদের উভয়ের হাতেই নির্মল চক্চকে তরবারি ছিল। ইঁহাদের উভয়েরই কবচ অতিশয় বিচিত্র ছিল এবং ইঁহারা নিষ্ক ও অঙ্গদাদি অলঙ্কার-সমূহে বিভূষিত ছিল। ১৮-৩৪

শত্রুজনকারী এই দুই রণশ্লাঘী বীর আপ্লুত, উদ্‌প্লুত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিপ্লুত, সৃত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ আদি গতি এবং চালনা-কৌশল দেখাইতে দেখাইতে পরস্পরকে তরবারির আঘাত করিতে লাগিলেন।

উভয় বীরই পরস্পরের ছিদ্র (প্রহার করিবার সুযোগ) পাইবার ইচ্ছায় বিচিত্র রীতিতে সাকাসাকি করিতে থাকিলেন। উভয়েরই নিজ শিক্ষা, নিপুণতা এবং যুদ্ধকৌশল দেখাইতে দেখাইতে রণাঙ্গনে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইঁহারা উভয়েই যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ৩৫-৩৮

রাজেন্দ্র! সেই সময় বিশ্রামরত সকল সৈন্যেরই সাক্ষাতে মুহূর্তকাল যাবৎ পরস্পরের তরবারির আঘাতে উভয়েই উভয়ের

অসিভ্যাং চর্মণী চিত্রে শতচন্দ্রে নরাধিপ।
নিকৃত্য পুরুষব্যাঘ্রৌ বাহুযুদ্ধং প্রচক্রতুঃ ॥ ৭০

ব্যূঢ়োরস্কৌ দীর্ঘভুজৌ নিযুদ্ধকুশলাবুভৌ।
বাহুভিঃ সমদক্ষেতামাবভৈঃ পরিঘৈরিব ॥ ৭১

তয়ো রাজন্ ভুজাঘাতনিগ্রহ-প্রগ্রহাস্তথা।
শিক্ষাবলসমুদ্ভূতাঃ সর্বযোধপ্রহর্ষণাঃ ॥ ৭২

তয়োর্নরবরৌ রাজন সমরে যুধ্যমানয়োঃ।
ভীমোঽভ্যহ্লাদয়ল্লোকান্ বজ্র-পর্বতয়োরিব ॥৭৩

দ্বিপাবিব বিষাণাগ্রৈঃ শৃঙ্গৈরিব মহর্ষভৌ।
ভুজযোক্ত্রবিষক্তৈশ্চ শিরোভ্যাং চাবঘাতনৈঃ ॥ ৭৪
পাদাবকর্ষ-সন্ধানৈস্তোমরাস্কুশলাঘনৈঃ।
পাদোদরবিবক্তৈশ্চ ভূমাবুদ্ভ্রমণৈস্তথা ॥ ৭৫

গত-প্রত্যাগতাক্ষেপৈঃ পাতনোত্থানসম্ভ্রমৈঃ।
যুযুধাতে মহাত্মানৌ কুরু-সাত্বতপুঙ্গবৌ ॥ ৭৬

দ্বাত্রিংশৎকরণানি স্বার্থানি বৃষ্ণ্যন্ধকানি ভারত।
তান্যদর্শয়তাং তত্র যুধ্যমানৌ মহাবলৌ ॥ ৭৭

কীর্যমাণে সাত্বতে যুধ্যমানে
প্রত্যেদ্রবীদর্জুনং বাসুদেবঃ।
পশ্যৈনং বিরথং যুধ্যমানং
রণে বরং সর্বধনুর্ধরাণাম্ ॥ ৭৮

(শৈনেয়ং সাত্যকিং পশ্য পার্শ্বেনং পরিরক্ষ চ !)

প্রবিষ্টো ভারতীং ভিত্ত্বা তব পাণ্ডব পৃষ্ঠতঃ।
যোধিতশ্চ মহাবীর্যৈঃ সর্বৈর্ভারত ভারতৈঃ ॥ ৪৯

(ধার্তরাষ্ট্রাশ্চ যে মুখ্যা যে চ মুখ্যা মহারথাঃ।
নিহতা বৃষ্ণিবীরেণ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥)

পরিশ্রান্তং যুধাং শ্রেষ্ঠং সম্প্রাপ্তো ভূরিদক্ষিণঃ।
যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী সমায়ান্তং নৈতৎ সমভিবাধতে ॥ ৫০

শত চন্দ্রাকারচিহ্নে সুশোভিত বিচিত্র ঢাল কাটিয়া ফেলিলেন। নরেশ্বর! তাহার পর সেই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ বাহুদ্বারা মল্লযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৯-৭০

উভয়েরই বক্ষঃস্থল বিশাল এবং বাহুযুগল দীর্ঘ ছিল। উভয়েই মল্লযুদ্ধে নিপুণ ছিলেন এবং লৌহনির্মিত পরিঘসদৃশ সুদৃঢ় বাহুযুগলের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৭১

রাজন্! ইঁহাদের উভয়ের বাহুদ্বারা আঘাত, নিগ্রহ (ধৃত ধারণ) ও প্রগ্রহ (বন্ধনাদান) প্রভৃতি রীতি ইঁহাদের উভয়ের বলেরই অনুরূপ অনুষ্ঠিত হইয়া সমস্ত যোদ্ধাদিগের হর্ষবর্দ্ধন করিতে লাগিল ॥ ৭২

রাজন্! রণাঙ্গনে যুদ্ধরত এই দুই নরশ্রেষ্ঠের পারস্পরিক আঘাত হইতে উদ্ভূত মহাশব্দ বজ্র ও পর্ব্বতের শব্দের ন্যায় ভয়ঙ্কর মনে হইতেছিল ॥ ৭৩

যেরূপ দুইটি চতুর্দন্ত মদমত্ত হস্তীর অগ্রভাগের দ্বারা এবং দুইটি বিশাল বৃষ শৃঙ্গের দ্বারা যুদ্ধ করিতে থাকে, সেইরূপ এই দুই বীর কখনও বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া, কখনও মস্তকের আঘাতের দ্বারা, কখনও পাদদ্বয় আকর্ষণ করিতে থাকিয়া, কখনও পদের দ্বারা পদ সংলগ্ন করিয়া, কখনও তোমর প্রহারের ন্যায় তাড়নদান করিতে করিতে, কখনও অঙ্কুশপাতনের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে দাবাইতে থাকিয়া, কখনও পাদবদ্ধ, উদরবদ্ধ, উল্লম্বন (ভূতলে ঘুরান), গত (প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে অগ্রসরণ), প্রত্যাগত (পশ্চাদপসরণ), আক্ষেপ (নিক্ষেপ), পাতন (ভূতলে ফেলিয়া দেওয়া), উত্থান (লাফাইয়া উঠা) এবং সম্ভ্রম (পৃষ্ঠপ্রদর্শন) প্রভৃতি যুদ্ধরীতি দেখাইতে থাকিয়া সেই দুই মহাত্মা কুরু ও সাত্বতবংশের প্রধান বীর পরস্পর যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৭৪-৭৬

ভারত! এইভাবে সেই দুই মহাবল বীর পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে মল্লযুদ্ধের যে বত্রিশ প্রকার পদ্ধতি আছে, তাহা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৭৭

তখনকার যখন শত্রু-পক্ষ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় সাত্যকি যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন,—পার্থ! রণাঙ্গনে সমস্ত অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই সাত্যকির দিকে দৃষ্টিপাত কর। সে বয়ঃহীন হইয়াও যুদ্ধ করিয়া যাইতেছে ॥ ৭৮

যুদ্ধদুর্মদ! দেখ, সাত্যকি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তুমি ইহাকে রক্ষা কর। ভারত! পাণ্ডুনন্দন! তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে সে কৌরব-সৈন্যের ব্যূহ-ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং ভরতবংশের প্রায় সকল পরাক্রমশালী যোদ্ধাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে ॥৭৯

(দুর্যোধনের সৈন্যের মধ্যে যাঁহারা মুখ্য যোদ্ধা ও প্রধান মহারথী ছিলেন, তাঁহারা শত শত ও সহস্র সহস্র সংখ্যায় এই বৃষ্ণিবংশজাত বীরের হাতে নিহত হইয়াছেন)।

অর্জুন! এখানে উপস্থিত যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্যকি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যজ্ঞসমূহে প্রভূত দক্ষিণাদানকারী ভূরিশ্রবা রণমুখে আসিয়াছে। এই যুদ্ধ সমান সমান হইতেছে না ॥ ৮০

ততো ভূরিশ্রবাঃ ক্রুদ্ধঃ সাত্যকিং যুদ্ধদুর্মদঃ।
উত্তমাস্ত্রাভিহনদ্ রাজন্ মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্ ॥ ৫১

রথস্থয়োর্ধার্তরাষ্ট্রে ক্রুদ্ধয়োর্বৌষমুখারোঃ।
কেশবার্জুনয়ো রাজন্ সমরে প্রেক্ষমাণয়োঃ ॥৫২

অথ কৃষ্ণো মহাবাহুরর্জুনং প্রত্যভাষত।
পশ্য বৃষ্ণ্যন্ধকব্যাঘ্রঃ সৌমদত্তিবশং গতম্ ॥ ৫৩

পরিশ্রান্তং সতং ভূমৌ কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্।
তবাদ্যৈবাসিনং বীরং পালয়ার্জুন সাত্যকিম্ ॥ ৫৪

ন বশং যজ্ঞশীলস্য গচ্ছেদেষ বরোঽর্জুন।
যৎকৃতে পুরুষব্যাঘ্র তদাস্ত তিগ্মতাং বিভো ॥ ৫৫

অথাব্রবীদ্ধৃষ্টমনা বাসুদেবং ধনঞ্জয়ঃ।
পশ্য বৃষ্ণিপ্রবীরেণ ক্রীড়ন্তং কুরুপুঙ্গবম্ ॥ ৫৬

মহাদ্বিপেনেব বনে মত্তেন হরিযূথপম্।

রাজন্! এই সময় ক্রুদ্ধ ও রণদুর্মদ ভূরিশ্রবা উত্তম অস্ত্র সাত্যকির উপর সেইভাবে আঘাত করিতেছে, যেরূপ কোন এক মদমত্ত হাতী অন্য এক মদোন্মত্ত হাতীর উপর আঘাত করিয়া থাকে ॥ ৫১

রাজন্! সমরাঙ্গনে রথের উপর উপবেশন করত ক্রুদ্ধ যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সেই যুদ্ধ দেখিতেছিলেন ॥ ৫২

তখন মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন,—পার্থ! দেখ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকি ভূরিশ্রবার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৫৩

সে অত্যন্ত দুষ্কর কর্মসকল করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং ক্লান্তিবশতঃ ভূতলে পতিত হইয়াছে। অর্জুন! বীর সাত্যকি তোমারই শিষ্য। তুমি ইহাকে রক্ষা কর ॥ ৫৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন! প্রভো! এই শ্রেষ্ঠ বীর তোমার অগ্রে আজ যজ্ঞপরায়ণ ভূরিশ্রবার অধীনস্থ হইয়া না পড়ে, তুমি এরূপ প্রযত্ন কর ॥ ৫৫

তখন অর্জুন প্রসন্নচিত্ত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—ভগবন্! দর্শন করুন, যেরূপ সিংহযূথপতি বনে মদমত্ত মহাগজরাজের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে, সেইরূপ কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবা বৃষ্ণিবংশের প্রধান বীর সাত্যকির সহিত রণ-ক্রীড়া করিতেছে ॥ ৫৬

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যেবং ভাষমাণে তু পাণ্ডবে বৈ ধনঞ্জয়ে ॥ ৫৭
হাহাকারো মহানাসীৎ সৈন্যানাং ভরতর্ষভ।
তদ্বদ্ধমা মহাবাহুঃ সাত্যকিং সমহনদ্ ভুবি ৫৮
স সিংহ ইব মাতঙ্গং বিকর্ষন্ ভূরিদক্ষিণঃ।
বারোচত কুরুশ্রেষ্ঠঃ সাত্বতপ্রবরং যুধি ॥ ৫৯
অথ কোশাদ্ বিনিষ্কৃষ্য খড়্গং ভূরিশ্রবা রণে।
মূর্ধ্নেষু নিজঘ্রাহ পদা চোরস্যতাড়য়ৎ ॥ ৬০
ততোঽস্য হেতুমাবধ্য শিরঃ কায়াৎ সকুণ্ডলম্।
তাবৎক্ষণাৎ সাত্বতোঽপি শিরঃ সম্ভ্রময়ংস্তদা ॥ ৬১
যথা চক্রং তু কৌলালো গতবিদ্ধং তু ভারত।
সহৈব ভূরিশ্রবসো বাহুনা কেশধারিণা ॥ ৬২
তং তথা পরিকৃষ্যন্তং দৃষ্ট্বা সাত্বতমাহবে।
বাসুদেবস্ততো রাজন্ ভূয়োঽর্জুনমভাষত ॥ ৬৩

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডুনন্দন অর্জুন যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখন সৈন্যগণের মধ্যে মহা হাহাকার স্থান উত্থিত হইতে লাগিল। এই সময় মহাবাহু ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে তুলিয়া (পুনরায়) ভূতলে ফেলিয়া দিলেন ॥ ৫৭-৫৮

যেরূপ কোন সিংহ মদমত্ত হাতীকে আকর্ষণ করিতে (টানিতে) থাকে, সেইরূপ প্রকৃত দক্ষিণাধারী কুরুশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবা যুদ্ধস্থলে সাত্বতবংশের প্রধান বীর সাত্যকিকে আকর্ষণ করিতে থাকিয়া তাদৃশ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫৯

তদনন্তর ভূরিশ্রবা রণাঙ্গনে খড়্গ তরবারিটিকে কোষ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া সাত্যকির কেশগুচ্ছ ধারণ করিলেন এবং তাঁহার বক্ষে পদাঘাত করিলেন ॥ ৬০

তারপর তাঁহার কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবার উপক্রম করিলেন। সেই সময় সাত্যকিও অতিসত্বর হইয়া নিজের মস্তক ঘুরাইতে লাগিলেন ॥ ৬১

ভারত! যেরূপ কুম্ভকার নিজ হস্ত লাগাইয়া চক্রকে ঘুরাইতে থাকে, সেইরূপ কেশধারী ভূরিশ্রবার বাহুর সাহায্যেই সাত্যকি নিজের মস্তক ঘুরাইতে লাগিলেন ॥ ৬২

মহারাজ! এইরূপে যুদ্ধভূমিতে কেশে ধৃত হইয়া সাত্যকিকে কষ্ট পাইতে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় অর্জুনকে বলিলেন ॥ ৬৩

পশ্য বৃষ্ণ্যন্ধকব্যাঘ্রঃ সৌমদত্তিবশং গতম্।
তব শিষ্যঃ মহাবাহো বহুস্থনবরঃ বরা ॥ ৬৪
অসহ্যো বিক্রমঃ পার্থ যত্র ভূরিশ্রবা রণে।
বিশেষয়তি বার্ষ্ণেয়ঃ সাত্যকিং সত্যবিক্রমম্ ॥ ৬৫
এবমুক্তো মহাবাহুর্বাসুদেবেন পাণ্ডবঃ।
মনসা পূজয়ামাস ভূরিশ্রবসমাহবে ॥ ৬৬
বিকর্ষন্ সাত্বতশ্রেষ্ঠং ক্রীড়মান ইবাহবে।
সংহর্ষয়তি মাং ভূয়ঃ কুরূণাং কীর্তিবর্ধনঃ ॥ ৬৭
প্রবরঃ বৃষ্ণিবীরাণাং যত্র যুদ্ধ্যতি সাত্যকিঃ।
মহাদ্বিপমিবারণ্যে মৃগেন্দ্র ইব কর্ষতি ॥ ৬৮
এবং তু মনসা রাজন্ পার্থঃ সম্পূজ্য কৌরবম্।
বাসুদেবং মহাবাহুরর্জুনঃ প্রত্যভাষত ॥ ৬৯
শৈক্ষবে সক্তদৃষ্টিস্তে নেত্রে পশ্যামি মাধবম্।
এতৎ ত্বদ্যকরং কর্ম যাদবার্থে করোম্যহম্ ॥ ৭০
ইত্যুক্ত্বা বচনং কুর্বন্ বাসুদেবস্য পাণ্ডবঃ।
ততঃ ক্ষুরপ্রং নিশিতং গাণ্ডীবে সমযোজয়ৎ ॥ ৭১
পার্থবাহুবিসৃষ্টঃ স মহোল্কেব নভশ্চ্যুতা।
সব্যঙ্গং বজ্রনীলস্য সাঙ্গদং বাহুমচ্ছিনৎ ॥ ৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি ভূরিশ্রবোবাহুচ্ছেদে দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪২

মহাবাহো! দেখ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের এই সিংহদুল্য পরাক্রমী বীর ভূরিশ্রবার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে। সে তোমার শিষ্য এবং বহুবিদ্যাতে সে তোমা অপেক্ষা ন্যূন (কম) নহে ॥৬৪

পার্থ! পরাক্রম মিথ্যা, যাহার আশ্রয় লইয়াও বৃষ্ণিবংশীয় সত্যপরাক্রমী বীর সাত্যকি হইতেও ভূরিশ্রবা অধিক বলশালী হইয়া গিয়াছে ॥ ৬৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর পাণ্ডুপুত্র মহাবাহু অর্জুন মনে মনেই যুদ্ধস্থলে ভূরিশ্রবার প্রশংসা করিলেন ॥ ৬৬

কুরুকুলের কীর্তিবর্দ্ধন ভূরিশ্রবা এই প্রাঙ্গণে সাত্বতকুলের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকিকে আকর্ষণ করিতে থাকিয়া যেন ক্রীড়া করিতেছে এবং বারংবার আমার হর্ষবর্দ্ধন করিতেছে ॥ ৬৭

যেরূপ সিংহ বনমধ্যে কোন এক মহাগজরাজকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই ভূরিশ্রবা বৃষ্ণিবংশের প্রধান বীর সাত্যকিকে আকর্ষণ করিতেছে—তাহাকে বধ করিতেছে না ॥৬৮

রাজন্! এইরূপ মনে মনেই সেই কুরুবংশীয় বীর ভূরিশ্রবার প্রশংসা করিয়া মহাবাহু কুন্তীকুমার অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ৬৯

প্রভো! আমার দৃষ্টিতে শিনিপ্রবর তাহার নিকট আছে; সেইজন্য সাত্যকিকে দেখিতে পাইতেছি না; কিন্তু এখন আমি এই যদুবংশের সাত্যকিকে রক্ষা করিবার জন্য এক সুন্দর কার্য করিব ॥ ৭০

এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালন করিতে করিতে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন গাণ্ডীব ধনুতে এক তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রবাণ যোজনা করিলেন ॥ ৭১

অর্জুনের বাহু হইতে নিক্ষিপ্ত সেই ক্ষুরপ্রবাণ আকাশ হইতে পতিত এক বিশাল উল্কার ন্যায় বজ্রনীল ভূরিশ্রবার অঙ্গদভূষিত দক্ষিণ বাহুকে বন্ধের সহিত ছেদন করিয়া দিল ॥ ৭২

শ্রীবরদর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছেদনবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভূরিশ্রবসাঽঽনস্য তিরস্কারঃ, অর্জুনস্যোত্তরদানম্, আমরণমনশনং কর্তৃবৃপবিষ্টস্য ভূরিশ্রবসো মস্তকস্য সাত্যকিনা ছেদনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

স বাহুর্ন্যপতদ্ ভূমৌ সখড়্গঃ সপ্তভাঙ্গদঃ।
আদদচ্ছোণিতোৎকৃত্তঃ ক্লেশমদ্ভুতমুত্তমম্॥ ১

প্রহরিষ্যন্ হতো বাহুরুদ্যতেন কিরীটিনা।
বেগেন মহতা ভূমৌ পঞ্চাস্য ইব পন্নগঃ॥ ২

স মোঘং কৃতমাত্মানং দৃষ্ট্বা পার্থেন কৌরবঃ।
উৎসৃজ্য সাত্যকিং ক্রোধাদ্ ভর্ৎসয়ামাস পাণ্ডবম্॥ ৩

(স বিবাহমহারাজ একপক্ষ ইবাণ্ডজঃ।
একচক্রো রথো যদ্বদ্ ধরণীমাস্থিতো নৃপঃ॥
উবাচ পাণ্ডবং চৈব সর্বক্ষত্রস্য শৃণ্বতঃ।)

ভূরিশ্রবা উবাচ।

নৃশংসং বত কৌন্তেয় কর্মেদং কৃতবানসি।
অপস্নতো বিরথস্য যশো বাহুমচিচ্ছিদঃ॥ ৪

কিং নু বক্ষ্যসি রাজানং ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
কিং কৃষ্যতো ময়া সাংযো হতো ভূরিশ্রবা রণে॥ ৫

ইদমিন্দ্রেণ তে সাক্ষাদুপদিষ্টং মহাত্মনা।
অস্ত্রং রুদ্রেণ বা পার্থ দ্রোণেনাথ কৃপেণ বা॥ ৬

নমু নামাস্ত্রধর্মজ্ঞাঃ লোকেঽস্মাভিঃ পরৈঃ।
সোঽয়ুধ্যমানস্য কথং রণে প্রহৃতবানসি॥ ৭

ন প্রমত্তায় ভীতায় বিরথায় প্রযাচতে।
ব্যসনে বর্তমানায় প্রহরন্তি মনস্বিনঃ॥ ৮

ইদং তু নীচচরিতমসৎপুরুষসেবিতম্।
কথমাচরিতঃ পার্থ পাপকর্ম সুদুষ্করম্॥ ৯

আর্যেণ সুকরঃ বাহুরার্যকর্ম ধনঞ্জয়
অনার্যকর্ম বাহ্বোর্ণ সুদুষ্করতমং ভুবি॥ ১০

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ভূরিশ্রবাকর্তৃক অর্জুনের তিরস্কার, অর্জুনের উত্তরদান এবং আমরণ অনশনের জন্য উপবিষ্ট ভূরিশ্রবার মস্তক সাত্যকির দ্বারা ছেদন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভূরিশ্রবার সুন্দর অঙ্গদভূষিত সেই বাহু সমস্ত প্রাণীর মনে অদ্ভুত দুঃখ সঞ্চার করিতে করিতে খড়্গ-সহ ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল॥ ১

প্রহার করিতে উদ্যত সেই বাহু অর্জুন-কর্তৃক বাণের দ্বারা ছিন্ন হইয়া পঞ্চমুখ সর্পের ন্যায় তীব্রবেগে ধরাতলে পতিত হইল॥ ২

কুন্তীকুমার অর্জুনের দ্বারা নিজেকে অনশন হইতে দেখিয়া কুরুবংশধর ভূরিশ্রবা ক্রোধবশতঃ সাত্যকিকে ত্যাগ করত পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের নিন্দা করিতে করিতে বলিলেন॥ ৩

(মহারাজ! এই রাজা ভূরিশ্রবা এক বাহুহীন হইয়া একটি পক্ষহীন পক্ষী ও একটি চক্রহীন রথের ন্যায় ভূতলে অবস্থান হইয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়বর্গকে শুনাইতে শুনাইতে পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে বলিলেন।)

ভূরিশ্রবা বলিলেন,—কুন্তীকুমার! তুমি অতিশয় কঠোর কার্য করিলে; কারণ, আমি তোমাকে দেখি নাই এবং অস্ত্রের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, এইরূপ অবস্থায় তুমি আমার বাহু ছেদন করিলে॥ ৪

তুমি ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে কি বলিবে? ভূরিশ্রবা অন্য কোন কার্যে নিরত ছিল, আমি তাহাকে সেই অবস্থায় বধ করিয়াছি—ইহাই কি না?॥ ৫

পার্থ! এই অস্ত্র-বিদ্যার উপদেশ সাক্ষাৎ মহাত্মা ইন্দ্র তোমাকে দিয়াছেন? অথবা রুদ্র, দ্রোণাচার্য কিংবা কৃপাচার্য?॥ ৬

তুমি ত' এজগতে অপর ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অধিক অস্ত্রকৌশলের তত্ত্বজ্ঞতা অভিজ্ঞ. কিন্তু যে তোমার সহিত যুদ্ধ করে নাই, সংগ্রামে তাহার উপর তুমি কিরূপে অস্ত্রপ্রহার করিলে?॥ ৭

মনস্বী পুরুষগণ অসাবধান, ভীত, রথহীন, প্রার্থনাকারী এবং সঙ্কটে পতিত কোন মানুষের উপর প্রহার করেন না॥ ৮

পার্থ! নীচ পুরুষগণের আচরিত এবং দুই পুরুষগণের দ্বারা সেবিত এই অত্যন্ত দুষ্কর পাপকর্ম তোমার ন্যায় ব্যক্তি কিরূপে করিল?॥ ৯

ধনঞ্জয়! শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ কর্মই সুকর বলিয়া কথিত হইয়াছে। নীচ কর্মের আচরণ তাঁহাদের পক্ষে ত' এ-জগতে অত্যন্ত দুষ্কর বলিয়াই গণ্য করা হয়॥ ১০

যেষু যেষু নরব্যাঘ্র যত্র যত্র চ বর্ততে।
আত্ত তচ্ছীলতামেতি তদিদং হরি দৃশ্যতে ॥ ১১

কথং হি রাজবংশস্থঃ কৌরবেয়ো বিশেষতঃ।
ক্ষত্রধর্মাদপক্রান্তঃ সুবৃত্তশ্চরিতব্রতঃ ॥ ১২

ইদং তু যদতিক্রূরং বাক্যে্যার্থে কৃতং ত্বয়া।
বাসুদেবমতং মুনং নৈতৎ ত্বয়্যুপপদ্যতে ॥ ১৩

কো হি নাম প্রমত্তায় পরেণ সহ যুধ্যতে।
ঈদৃশং ব্যসনং দৃষ্ট্বা যো ন কৃচ্ছ্রগতো ভবেৎ ॥ ১৪

ভ্রাতরঃ সংক্লিষ্টকর্মাণঃ প্রকৃত্যৈব চ পহিতাঃ।
বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ কথং পার্থ প্রমাণং ভবতা কৃতাঃ ॥ ১৫

এবমুক্তো রণে পার্থো ভূরিশ্রবসমব্রবীৎ।

অর্জুন উবাচ।

বাক্যং হি জীব্যমাণোঽপি বুধ্যতে নরঃ ॥ ১৬

অনর্থকমিদং সর্বং যৎ ত্বয়া ব্যাহৃতং প্রভো।
জানন্নেব হৃষীকেশং গর্হসে মাঞ্চ পাণ্ডবম্ ॥ ১৭
সংগ্রামাণাং হি ধর্মজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রার্থপারগঃ।
ন চাধর্মমহং কুর্যাং জানংস্ত্বৈব হি মুঞ্চসে ॥ ১৮
যুধ্যন্তি ক্ষত্রিয়াঃ শত্রূন্ স্বৈঃ স্বৈঃ পরিবৃতা নরাঃ।
ভ্রাতৃভিঃ পিতৃভিঃ পুত্রৈস্তথা সম্বন্ধি-বান্ধবৈঃ ॥ ১৯
বয়স্যৈরথ মিত্রৈশ্চ তে চ বাহুং সমাশ্রিতাঃ।
স কথং সাত্যকিঃ শিষ্যঃ সুখসম্বন্ধমেব চ ॥ ২০
অস্মদর্থে চ যুধ্যন্তঃ ত্যক্ত্বা প্রাণান্ সুদুস্ত্যজান্।
মম বাহুং রণে রাজন্ দক্ষিণং বৃষ্ণ্যন্ধকম্ ॥ ২১
(নিকৃন্তমাণং তং দৃষ্ট্বা কথং শত্রুবশং গতম্
ত্বয়া বিকৃন্তমাণঞ্চ দৃষ্টবানস্মি নিক্রিয়ম্ ॥)
ন চাত্মা রক্ষিতব্যো বৈ রাজন্ রণগতেন হি।
যো যস্য যুজ্যতেঽর্থেষু স বৈ রক্ষ্যো নরাধিপ ॥ ২২

নরশ্রেষ্ঠ! মানুষ যখন যখন যে যে পুরুষের নিকট বাস করে, তাহার মধ্যে অতি সত্বরই সেই পুরুষের শীল-স্বভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। এই কথা তোমার মধ্যেও দেখা যাইতেছে ॥ ১১

অন্যথা রাজবংশে জন্মলাভ করিয়া বিশেষতঃ কুরুকুলে উৎপন্ন হইয়াও তুমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম হইতে কিভাবে চ্যুত হইলে? তোমার শীল-স্বভাব অত্যুত্তম ছিল এবং তুমি শ্রেষ্ঠ ব্রতসমূহ পালন করিয়াছ ॥ ১২

তুমি সাত্যকিকে বাঁচাইবার জন্য আজ যে অত্যন্ত নীচকর্ম করিলে, ইহা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের অভিমত; কারণ তোমার মধ্যে এরূপ নীচ চিন্তা সম্ভব নয় ॥ ১৩

এরূপ কোন্ মানুষ আছে যে, যে অস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধরত অস্ত্রবিধান যোদ্ধাকে এতাদৃশ সঙ্কটাপন্ন করিতে পারে? যে শ্রীকৃষ্ণের মিত্র নয়, তাহার পক্ষে এরূপ কর্ম করা সম্ভব নহে ॥ ১৪

বৃষ্ণীনন্দন! বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের লোকেরা ত' সংস্কারহীন, হিংসাপ্রধান কর্মকারী এবং স্বভাবতই নিশ্চিত, সুতরাং (সেই বৃষ্ণিবংশে জাত) কৃষ্ণকে তুমি কিরূপে প্রমাণ বলিয়া মনে করিলে? ॥ ১৫

রণাঙ্গনে ভূরিশ্রবা এই কথা বলিলে পর অর্জুন তাঁহাকে বলিলেন,—একথা স্পষ্ট যে, মানুষ বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুদ্ধিও বৃদ্ধ (বিপরীতগামী) হইয়া যায় ॥ ১৬

প্রলাপবাদী বীর! তুমি এখন যে সমস্ত কথা বলিলে, তাহা বৃথা। তুমি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এবং পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকেও ভালভাবেই জান, তথাপি তুমি আমার নিন্দা করিতেছ? ॥ ১৭

আমি যুদ্ধের ধর্মসম্বন্ধে সব কিছুই জানি এবং সমস্ত বেদ-শাস্ত্রের অর্থবিশেষেও পারঙ্গম। আমি কোনরূপেই অধর্মচারণ করিতে পারি না—ইহা জানিয়াও তুমি আমার সম্বন্ধে মোহিত হইয়া পড়িয়াছ ॥ ১৮

ক্ষত্রিয়গণ নিজ নিজ ভ্রাতা, পিতা, পুত্র, সম্বন্ধী, বন্ধু-বান্ধব, বয়স্য এবং মিত্রগণে পরিবৃত হইয়াই যুদ্ধ করে, ইঁহারা সকলেই সেই প্রধান যোদ্ধার বাহুবলেরই আশ্রিত।

সাত্যকি আমার শিষ্য এবং সুখপ্রদ সম্বন্ধী! সে আমার জন্যই নিজের দুস্ত্যজ প্রাণের মায়া পরিহার করত যুদ্ধ করিতেছে। রাজন্! রণগতমনা সাত্যকি যুদ্ধস্থলে আমার দক্ষিণ বাহুস্বরূপ। তাহাকে তোমার দ্বারা কষ্ট পাইতে দেখিয়া আমি কিরূপে উহা উপেক্ষা করিতে পারি! আমি দেখিতে পাইলাম—তুমি তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছ এবং সে শত্রুর অধীন হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ১৯-২১

রাজন্! রণাঙ্গনে উপস্থিত বীরের পক্ষে কেবল নিজেকেই রক্ষা করা উচিত নয়। হে নরাধিপ! যে যাহার কার্যে নিযুক্ত আছে, সে অবশ্যই তাহার দ্বারা রক্ষণীয় ॥ ২২

তে রক্ষ্যমাণৈঃ স নৃপো রক্ষিতব্যো মহামৃধে।
যদ্যহং সাত্যকিং পশ্চে বধ্যমানং মহারণে ॥ ২৩
ততস্তস্য বিয়োগেন পাপং নেঽনর্থতো ভবেৎ।
রক্ষিতশ্চ ময়া যস্মাৎ তস্মাৎ ক্রুধ্যসি কিং ময়ি ॥ ২৪
যচ্চ মে গর্হসে রাজন্নস্মেতি সহ সঙ্গতম্।
অহং ত্বয়া বিনিকৃতস্তত্র মে বুদ্ধিবিভ্রমঃ ॥ ২৫
কবচং ধূম্রবর্ণাভ্যং রথং চারোহতঃ স্বয়ম্।
ধনুর্জ্যাং কর্ষতশ্চৈব যুগান্তঃ সহ শত্রুভিঃ ॥ ২৬
এবং রথ-সজাকীর্ণে হস্ত্যশ্বরথসমাকুলে।
সিংহনাদোদ্ধতরবে গম্ভীরে সৈন্যসাগরে ॥ ২৭
দ্বৈঃ পরৈশ্চ সমেতেভ্যঃ সাত্বতেন চ সঙ্গমে।
একস্যৈকেন হি কথং সংগ্রামঃ সম্ভবিষ্যতি ॥ ২৮
বহুভিঃ সহ সঙ্গম্য নির্জিত্য চ মহারথান্।
শ্রান্তশ্চ শ্রান্তবাহ্যশ্চ বিমনাঃ শস্ত্রপীড়িতঃ ॥ ২৯

ঈদৃশং সাত্যকিং সংখ্যে নির্জিত্য চ মহারথম্।
অধিকত্বং বিজানীষে স্বকীর্যাবেশমাগতম্ ॥ ৩০
যদিচ্ছসি শিরশ্ছেত্তুং অসিনা তন্নমাহবে।
তথা কুরুষ্ব তত্ত্বং চৈব সাত্যকিং কঃ ক্ষমিষ্যতি ॥ ৩১
ত্বং বৈ বিগর্হয়াত্মানমাত্মানং যো ন রক্ষসি।
কথং করিষ্যসে বীর যো বা ত্বাং সংশ্রয়েজ্জনঃ ॥ ৩২

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো মহাবাহুর্ধর্মপুত্রস্তরস্বিনাম্।
ধুন্ধুমানং সমুৎসৃজ্য রণে প্রায়মুপাবিশৎ ॥ ৩৩
শরানাস্তীর্য্য সর্বেষাং পাণিনা পুণ্যলক্ষণঃ।
বিধাস্যন্নঞ্জলীংস্তত্র প্রাণান্ প্রাণেষ্বজুহোৎ ॥ ৩৪
সূর্যে চক্ষুঃ সমাধায় প্রসন্নং সলিলে মনঃ।
যযৌ মহোপনিষদং যোগযুক্তোঽভবন্মুনিঃ ॥ ৩৫

এইভাবে সুরক্ষিত সুহৃদ্গণেরও কর্তব্য হইল এই যে, তাঁহারাও মহাসমরে রাজাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিবে। যদি আমি এই মহাসংগ্রামে সাত্যকিকে নিজের সম্মুখে মৃত্যুবরণ করিতে দেখিতাম, তাহা হইলে তাহার বিয়োগে আমাকে অনর্থকারী পাপ স্পর্শ করিত। সেইজন্য আমি তাহাকে রক্ষা করিয়াছি। অতএব তুমি আমার প্রতি ক্রোধ করিতেছ কেন? ২৩-২৪

রাজন্! তুমি এই কথা বলিয়া যে আমার নিন্দা করিতেছ "অর্জুন! আমি অন্যের সহিত যুদ্ধে রত ছিলাম, সেই অবস্থায় তুমি আমার সহিত চলনা করিয়াছ," তোমার এই কথায় আমার বুদ্ধিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে॥ ২৫

তুমি স্বয়ং কবচ আচ্ছাদিত করিতে করিতে রথে আরোহণ করিয়া রহিয়াছ, ধনুর গুণ আকর্ষণ করিতেছ এবং নিজের বহু সংখ্যক শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেছ! এইরূপ রথ, হস্তী, অশ্বারোহী ও পদাতি-সৈন্যগণে পূর্ণ সিংহনাদের ভৈরব-গর্জনে ব্যাপ্ত গম্ভীর সৈন্য-সমুদ্রে যেখানে নিজের ও শত্রুপক্ষের বহু লোক একত্র হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে, সেখানে সাত্যকির সহিত তোমার সম্মুখ-সমর হইতেছিল। এতাদৃশ এক তুমুল যুদ্ধে কেবল একজনের সহিত একজনের যুদ্ধ হইতেছে—ইহা কি করিয়া জানিতে পারি? ২৬-২৮

সাত্যকি বহুসংখ্যক যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়া বহু মহারথী বীরকে পরাজিত করিবার পর বর্তমানে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার অশ্বগণও পরিশ্রান্ত হইয়াছে এবং সে নিজে অস্ত্রাঘাতে পীড়িত হইয়া বিষণ্ণচিত্ত হইয়া গিয়াছে। ২৯

এরূপ অবস্থায় মহারথী সাত্যকিকে যুদ্ধে জয় করিয়া তুমি ইহা মনে করিতেছ যে, আমি সাত্যকি হইতে অধিক পরাক্রমশালী বীর এবং সে আমার পরাক্রমেই আমার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে॥ ৩০

সেই জন্য তুমি যুদ্ধস্থলে অসির দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে। সাত্যকিকে তাদৃশ সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া আমার ন্যায় কোন বীর তাহা সহ্য করিতে পারে? ৩১

তুমি এখন নিজেরই নিন্দা কর; কারণ, তুমি নিজেকেই রক্ষা করিতে পারিলে না। বীরবর! তুমি যখন নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলে না, তখন তুমি তোমার আশ্রয়ে যে সব যোদ্ধা আছে, তাহাদের কিরূপে রক্ষা করিবে? ৩২

সঞ্জয় বলিলেন,—অর্জুন এই কথা বলিলে পর ধূলিচিহ্নযুক্ত রথবিশিষ্ট মহাবাহু ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে ত্যাগ করত রথাসনেই আমরণ অনশন নিয়মগ্রহণ পূর্বক উপবেশন করিলেন॥ ৩৩

পবিত্র লক্ষণবিশিষ্ট ভূরিশ্রবা এই সময় বাম হস্তের দ্বারা বামসকল পীড়িত করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবার বাসনা করত প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণকে প্রাণেই হোম করিলেন॥ ৩৪

তিনি নেত্রদ্বয়কে সূর্যে এবং প্রসন্ন মনকে জলে সমাধিত

ততঃ স সর্বসেনায়াং জয়ঃ কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়ৌ।
পর্যহার্ষীৎ তং চাপি শশংস পুরুষর্ষভম্ ॥ ৩৬
নিন্দ্যমানৌ তথা কৃষ্ণৌ নোচতুঃ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্।
ততঃ প্রশস্যমানশ্চ মাধবস্তু বৃষকেতনঃ ॥ ৩৭
তাংস্তথাবাদিনো রাজন্ পুত্রাংস্তব ধনঞ্জয়ঃ।
অমৃষ্যমাণো মনসা তেষাং তস্য চ ভাষিতম্ ॥ ৩৮
অসংরুদ্ধমনা বাচঃ স্মারয়ন্নিব ভারত।
উবাচ পাণ্ডুতনয়ঃ সাক্ষেপমিব ফাল্গুনঃ ॥ ৩৯
মম সর্বেঽপি রাজানো জানন্ত্যেব মহাব্রতম্।
ন শক্যো মামকো হন্তুং যো যে স্যাদ্ বাগগোচরে ॥ ৪০
বৃষকেতো নিরীক্ষৈতত্ত্বং মামর্হসি গর্হিতুম্।
ন হি ধর্মমবিজ্ঞায় যুক্তং গর্হিতুং পরম্ ॥ ৪১
আত্তশস্ত্রস্য হি রণে বৃষ্ণিবীরং জিঘাংসতঃ।
যদহং বারয়চ্ছৈত্যং ন স ধর্মো বিগর্হিতঃ ॥ ৪২

ত্যক্তশস্ত্রস্য বালস্য বিরথস্য বিবর্মণঃ।
অভিমন্যোর্বধং তাত ধার্মিকঃ কো নু পূজয়েৎ ॥ ৪৩
(দুর্যোধনস্য ক্ষুদ্রস্য ন প্রমাণেঽবতিষ্ঠতঃ।
সৌমদত্তের্বধঃ সাধুঃ স বৈ সাহায্যকারিণঃ)
অস্মদীয়া ময়া রক্ষ্যাঃ প্রাণবাহ উপস্থিতে।
যে মে প্রত্যক্ষতো বীরা হন্তেরন্নিতি মে মতিঃ ॥
সাত্যকিশ্চ বশং নীতঃ কৌরবেণ মহাত্মনা।
ততো ময়ৈতচ্চরিতং প্রতিজ্ঞারক্ষণং প্রতি ॥

সঞ্জয় উবাচ।

পুনশ্চ কৃপয়াবিষ্টো বহু তত্তদ্ বিচিন্তয়ন্।
উবাচ চৈনং কৌরব্যমর্জুনঃ শোকপীড়িতঃ ॥

অর্জুন উবাচ।

বিগর্হ্য ক্ষত্রধর্মং তু যত্র ত্বং পুরুষেশ্বরঃ।
অবস্থামীদৃশীং প্রাপ্তঃ শরণ্যঃ শরণপ্রদঃ ॥

করিয়া মহোপায়বৎপ্রতিপাদিত পরমব্রহ্মকে চিন্তা করিতে করিতে যোগযুক্ত মুনি হইয়া যাইলেন ॥ ৩৫

তদনন্তর সমস্ত কৌরব-সৈন্যবাহিনী শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের নিন্দা এবং নরশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

তাঁহার দ্বারা নিন্দিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন কোন অপ্রিয় কথা বলিলেন না এবং প্রশংসিত হইলেও বৃষকেতু ভূরিশ্রবা হর্ষপ্রকাশ করিলেন না ॥ ৩৭

রাজন্! আপনার পুত্রগণ যখন ভূরিশ্রবারই স্তুতি নিন্দা করিতে থাকিলেন, তখন অর্জুন তাঁহাদের কথা এবং ভূরিশ্রবার পূর্বোক্ত কথাকে মনে মনে সহ্য করিতে পারিলেন না। ৩৮

হে ভারত! পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের মনে এই সময় অল্পও ক্রোধ হইল না। তিনি এই সব পুরাণ কাহিনী ইহা মনে করিয়া কৌরবদের উপর আক্ষেপসূচক এই কথা বলিলেন ॥ ৩৯

সকল রাজাই আমার এই মহাব্রতকে জানেন যে, যে কোন আত্মীয় যখন আমার বাণপথের মধ্যে থাকিবে, সে কোন শত্রুর দ্বারাই নিহত হইবে না ॥ ৪০

বৃষকেতো ভূরিশ্রবা! তুমি আমার এই বিষয় নিরীক্ষণ করিয়া আমার নিন্দা করা তোমার উচিত নয়। ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়া অপর তাহাকেও নিন্দা করিতে নাই ॥ ৪১

তুমি তরবারি হাতে লইয়া বৃষ্ণিবীর সাত্যকিকে বধ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলে। সেই অবস্থায় আমি যে তোমার বাহু ছেদন করিয়াছি, সেই আশ্রিত রক্ষারূপ ধর্ম নিন্দনীয় নহে ॥ ৪২

তাত! বালক অভিমন্যু অস্ত্র, কবচ এবং রথহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি সেই অবস্থায় তাহাকে যে বধ করা হইয়াছিল, ইহাকে কোন্ ধার্মিক পুরুষ প্রশংসা করিতে পারে? ৪৩

যে পাপীর নিয়মে অবস্থান করে না, সেই দুর্যোধনের সহায়তাকারী সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবার যে এভাবে মৃত্যু হইয়াছে, তাহা ঠিকই হইয়াছে ॥

আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, আত্মীয় যখন প্রাণসঙ্কটে পতিত হইলে আমার তাহাদের রক্ষা করা উচিত বিশেষতঃ সেই বীর, যে আমার সম্মুখেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে চলিয়াছে ॥

কৃষ্ণসখীর মহাত্মা ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে নিজের বশীভূত করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাতে আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য সব কার্য করিয়াছি ॥

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! পুনরায় বহু বিভিন্ন বিষয় চিন্তা করত অর্জুন কৃপাবিষ্ট ও শোকপীড়িত হইয়া উঠিলেন এবং কুরুবংশের ভূরিশ্রবাকে এই কথা বলিলেন ॥

অর্জুন বলিলেন,—সেই ক্ষত্রিয়-ধর্মকে ধিক্, যাহার জন্য তোমার ন্যায় শরণাগতবৎসল নরপতি আজ এরূপ দশা প্রাপ্ত হইল ॥

কো হি নাম পুমাল্লোকে মাদৃশঃ পুরুষোত্তম।
প্রহরেৎ ত্বদ্বিধং ভক্তং প্রতিজ্ঞা যদি নো ভবেৎ ॥
এবমুক্তঃ স পার্থেন শিরসা ভূমিমস্পৃশৎ।
পাণিনা চৈব সব্যেন প্রাহিণোদস্য দক্ষিণম্ ॥ ৪৪

এতৎ পার্থস্য তু বচস্ততঃ শ্রুত্বা মহাদ্যুতিঃ।
যূপকেতুর্মহারাজ ভূরীমাসীদবাঙ্‌মুখঃ ॥ ৪৫

অর্জুন উবাচ।

যা প্রীতির্ধর্মরাজে মে ভীমে চ বলিনাং বরে।
নকুলে সহদেবে চ সা মে যদি শলাগ্রজঃ ॥ ৪৬
নয়া ত্বং সমনুজ্ঞাতঃ কৃষ্ণেন চ মহাত্মনা।
গচ্ছ পুণ্যকৃতাঁল্লোকাঞ্ছিবিরৌশীনরো যথা ॥ ৪৭

বাসুদেব উবাচ।

যে লোকা মম বিমলাঃ সকৃদ্ বিতাতা
ব্রহ্মাদ্যৈঃ সুরবরপৈরভিষ্টুয়মানাঃ।
তান্ ক্ষিপ্রং ব্রজ সততাগ্নিহোত্রযাজিন্
মদ্‌লোকো ভব গরুড়োত্তমাঙ্গযানঃ ॥ ৪৮

সঞ্জয় উবাচ:

উত্থিতঃ স তু শৈনেয়ো বিমুক্তঃ সৌমদত্তিনা।
খড়্গমাদায় চিচ্ছিৎসুঃ শিরস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪৯
নিহতং পাণ্ডুপুত্রেণ প্রসক্তং ভূরিদক্ষিণম্।
ইত্যেষ সাত্যকির্হৃষ্টঃ শলাগ্রজবধক্ষমম্ ॥ ৫০
নিকৃত্তভুজমাসীনং ছিন্নচন্দনমিব দ্বিপম্।
ক্রোশতাং সর্বসৈন্যানাং নিন্দমানঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫১
বার্যমাণঃ স কৃষ্ণেন পার্থেন চ মহাত্মনা।
ভীমেন চক্ররক্ষাভ্যামথবাত্মা কৃপেণ চ ॥ ৫২
কর্ণেন বৃষসেনেন সৈন্ধবেন তথৈব চ।
বিক্রোশতাঞ্চ সৈন্যানামবধীৎ তং ধৃতব্রতম্ ॥ ৫৩
প্রায়োপবিষ্টায় রণে পার্থেন ছিন্নবাহবে।
সাত্যকিঃ কৌরবেয়ায় খড়্গেনাপচকর্ত্ত হ ॥ ৫৪

যদি আমার পূর্ব প্রতিজ্ঞা না থাকিত, তবে তোমার ন্যায় শ্রেষ্ঠ পুরুষের উপর কেন প্রহার করিতাম?

কুন্তীনন্দন অর্জুন এই কথা বলিলে পর ভূরিশ্রবা নিজ হস্তক দ্বারা ভূমিকে স্পর্শ করিলেন অর্থাৎ প্রণাম করিলেন। পরে বামহস্তদ্বারা নিজের দক্ষিণ বাহু উত্তোলিত করিয়া অর্জুনের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। ৪৪

মহারাজ! পার্থ অর্জুনের পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করত যূপচিহ্নযুক্ত ধ্বজবিশিষ্ট মহাতেজস্বী ভূরিশ্রবা নীচের দিকে মুখ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। ৪৫

সেই সময় অর্জুন বলিলেন,—শলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভূরিশ্রবা! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীমসেন, নকুল ও সহদেবে আমার যে প্রেম আছে, তাহা তোমার উপরেও আছে। ৪৬

আমি ও মহাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি যে, তুমি উশীনর-পুত্র শিবির ন্যায় পুণ্যাত্মাদিগের লোকে গমন কর। ৪৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—নিয়তকাল অগ্নিহোত্রের দ্বারা যজ্ঞকারী ভূরিশ্রবা! যথা প্রকাশিত ও নির্মল আমার যে লোক আছে, সেখানে যাইবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবেশ্বরগণও সর্বদা অভিলাষ করেন, সেই লোকে আপনি সত্বর গমন করুন এবং আমারই ন্যায় গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিচরণ করিতে থাকুন। ৪৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা নিনিসৌত্র সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিলে সাত্যকি সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তিনি তরবারি লইয়া পুনরায় মহাত্মা ভূরিশ্রবার মস্তক ছেদন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ৪৯

শলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রচুর দক্ষিণাদানকারী ভূরিশ্রবা সর্বথা নিষ্পাপ ছিলেন। পাণ্ডুপুত্র অর্জুন তাঁহার বাহু ছেদন করিয়া দিয়া তাঁহাকে মৃতবৎই করিয়া দিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই তিনি তখন আমরণ অনশন করিবার জন্য সিদ্ধান্ত করিয়া ধ্যানাদি অন্য কার্যে আসক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থায় সাত্যকি বাহু ছিন্ন হইয়া ধাতুগৈরিক হস্তীর ন্যায় উপবিষ্ট ভূরিশ্রবাকে নিধন করিবার ইচ্ছা করিলেন।

সেই সময় সমস্ত সৈন্যগণ চীৎকার করিয়া সাত্যকির নিন্দা করিতে লাগিল। কিন্তু সাত্যকির মনের অবস্থা স্থির ছিল না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনও তাঁহাকে নিবারণ করিতেছিলেন। ভীমসেন, চক্ররক্ষক যুধামন্যু ও উত্তমৌজা, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কর্ণ, বৃষসেন এবং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথও তাঁহাকে নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমস্ত সৈন্যগণ চীৎকার করিতে থাকিলেও সাত্যকি সেই ব্রতধারী ভূরিশ্রবাকে বধ করিয়াই ফেলিলেন। ৫০-৫৩

রণাঙ্গনে অর্জুন যাঁহার বাহু ছেদন করিয়াছিলেন এবং যিনি আমরণ ব্রতোপবাস লইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, সেই ভূরি-

নাত্যানন্দন্ত সৈন্যানি সাত্যকিং তেন কর্মণা।
অজুনেন হতং পূর্বং যজ্ঞযানং কুরূত্তমম্ ॥ ৫৫
সহস্রাক্ষসমং চৈব সিদ্ধ-চারণ-মানবাঃ।
ভূরিশ্রবাসমালোক্য যুদ্ধে প্রায়গতং হতম্ ॥ ৫৬
অপূজয়ন্ত তং দেবা বিস্মিতাস্তেঽস্য কর্মণি:।
পঞ্চবাদাংশ্চ সুবহূন্ প্রাবদংস্তব সৈনিকাঃ ॥ ৫৭
ন বাক্যৈরস্তাপরাধো ভবিতব্যং হি তৎ তথা।
তস্মান্মন্যুর্ন বঃ কার্য্যঃ ক্রোধো দুঃখতরো নৃণাম ॥ ৫৮
হন্তব্যশ্চৈব বীরেণ নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
বিহিতো হ্যস্য ধাত্রৈব মৃত্যুঃ সাত্যকিরাহবে ॥ ৫৯

সাত্যকিরুবাচ।

ন হন্তব্যো ন হন্তব্য ইতি যস্মাৎ প্রভাষত।
ধর্মবাদৈরধর্মিষ্ঠা ধর্মকঞ্চুকমাস্থিতাঃ ॥ ৬০

যদা বালঃ সুভদ্রায়াঃ সুতঃ শস্ত্রবিদা কৃতঃ।
যুদ্ধাভিনিহতো যুদ্ধে তদা ধর্মঃ ক বো গতঃ ॥ ৬১
যদা বেতৎ প্রতিজ্ঞাতং ক্ষেপে কস্মিংশ্চিদেব হি।
যো মাং নিষ্পিষ্য সংগ্রামে জীবন্ গৃহ্যাৎ পদা রুষা ॥ ৬২
স মে বধ্যো ভবেচ্ছক্রর্যদ্যপি স্যান্মুনিব্রতঃ।
চেষ্টমানং প্রতীঘাতে সভৃত্যং মাং সচক্ষুষঃ ॥ ৬৩
মন্যধ্বং মৃত ইত্যেবমেতদ্ বো বুদ্ধিলাঘবম্।
যুক্তো হ্যস্ত প্রতীঘাতঃ কৃতো মে কুরুপুঙ্গবাঃ ॥ ৬৪
যৎ তু পার্থেন মাং দৃষ্ট্বা প্রতিজ্ঞামভিরক্ষতা।
সবজ্রোঽপ্যস্ত হ্রতো বাহুরেতেনৈবাস্মি বঞ্চিতঃ ॥ ৬৫
ভবিতব্যং হি যদ্ ভাবি দৈবং চেষ্টয়তীব চ।
সোঽয়ং হতো বিবর্দেঽস্মিন্ কিমত্রাধর্মচেষ্টিতম্ ॥ ৬৬

প্রবার উপর সাত্যকি খড়্গ প্রহার করিলেন এবং তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৪৪

অর্জুন পূর্বেই যাহাকে হতপ্রায় করিয়া গিয়াছিলেন, সেই কুরুশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবাকে সাত্যকি যে বধ করিলেন, তাঁহার এই কার্য্যের জন্য সমর সৈন্যগণ তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইলেন না।৪৫

যুদ্ধে প্রায়োপবেশনে নিরত, ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রমশালী ভূরিশ্রবাকে নিহত হইতে দেখিয়া সিদ্ধ, চারণ, মনুষ্য ও দেবতাগণ তাঁহার গুণগান করিতে লাগিলেন; কারণ, ইঁহারা সকলেই ভূরিশ্রবার কার্য্যে বিস্মিত হইয়াছিলেন।

আপনার সৈন্যগণ এই সময় সাত্যকির পক্ষে ও বিপক্ষে বহু কথা বলিতে লাগিলেন। শেষে তাঁহারা এই কথা বলিলেন,—ইহাতে সাত্যকির কোন অপরাধ নাই। তাঁহার ভবিতব্যই এরূপ ছিল। সেইজন্য আপনাদের ক্রোধ করা উচিত নহে; কারণ, ক্রোধই মানুষের পক্ষে অধিক দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। ৪৬-৪৮

বীর সাত্যকির হাতেই ভূরিশ্রবার মৃত্যু ছিল। বিধাতা রণাঙ্গনে সাত্যকিকেই তাঁহার মৃত্যুর কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং এবিষয়ে আর কোন আলোচনা করা কর্ত্তব্য নহে। ৪৯

সাত্যকি বলিলেন,—ধর্ম্মের আবরণ পরিধান করিয়া অবস্থিত অধর্ম্মপরায়ণ পাপাত্মাগণ! এই সময় ধর্ম্মের কথা বলিতে বলিতে তোমরা যে আমাকে বারংবার বলিতেছ—বধ করিবেন না, বধ করিবেন না, ইহার উত্তর শ্রবণ কর। ৫০

যখন তোমরা সকলে সুভদ্রার বালক পুত্র অভিমন্যুকে রণাঙ্গনে অন্যায়ভাবে বধ করিয়াছিলে, তখন তোমাদের ধর্ম্ম কোথায় চলিয়া গিয়াছিল? ৫১

আমি ত' পূর্ব্বেই এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যাহার দ্বারা কখনও আমি লাঞ্ছিত হইব অথবা যে ব্যক্তি সংগ্রামে আমাকে নিষ্পেষণ করিয়া জীবিত অবস্থায় ক্রোধের সহিত আমাকে পদাঘাত করিবে, সেই শত্রু যদি পরে মুনিগণের ব্রতধারণপূর্ব্বক অবস্থানও করে, তবে সে-ও আমার অবশ্যই বধযোগ্য হইবে।

আমার হাত বর্ত্তমান ছিল এবং আমি আমার উপর কৃত আঘাতের প্রতিশোধ লইবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতেছিলাম, তথাপি তোমরা যদি তোমাদের চক্ষু থাকিতেও আমাকে মৃত বলিয়া মনে কর, তবে তাহা তোমাদের বুদ্ধির মন্দতারই পরিচায়ক হয়। কুরুশ্রেষ্ঠ বীরগণ! আমি ত' ভূরিশ্রবাকে বধ করিয়া প্রতিশোধ লইয়াছি। যাহা আমার পক্ষে সর্ব্বথা উচিতই ছিল। ৫২-৫৪

বুদ্ধিহীনতার অর্জুন নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে থাকিয়া আমাকে সঙ্কটাপন্ন দর্শন করত ভূরিশ্রবার তরবারি সহ হস্তকে ছেদন করিয়া দিয়াছেন, ইহাতেই আমি ভূরিশ্রবাকে বধ করিবার ফল হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। ৫৫

যাহা ভবিতব্য থাকে, তাহারই অনুকূলে দৈব চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহারই অনুসারে এই সংগ্রামে ভূরিশ্রবা নিহত হইয়াছে। ইহাতে অধর্ম্মপূর্ণ চেষ্টা কোথায় আছে? ৫৬

অপি চারুঃ পুরা গীতঃ শ্লোকো বাল্মীকিনা ভুবি।
নহন্তব্যাঃ স্ত্রিয় ইতি যদ্ ব্রবীষি প্রবঙ্গম ॥ ৬৭
সর্বকালং মনুষ্যেণ ব্যবসায়বতা সদা।
পীড়াকরমমিত্রাণাং যৎ স্যাৎ কর্তব্যমেব তৎ ॥ ৬৮

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তে মহারাজ সর্বে কৌরবপুঙ্গবাঃ।
ন স্ম কিঞ্চিদভাষন্ত মনসা সমপূজয়ন্ ॥ ৬৯
যজ্ঞাভিপূতস্য মহাধ্বরেষু
যশস্বিনো ভূরিদলস্য চ।
মুনেরিবারণ্যগতস্য তস্য
ন তত্র কশ্চিদ্ বধমভ্যনন্দত ॥ ৭০

সুনীলকেশং বরদস্য তস্য
সুরক্ত পারাবতলোহিতাক্ষম্।
অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরো নিকৃত্তং
ভ্রুবং হবির্ধানমিবাস্তরেণ ॥ ৭১
সতেজসা শস্ত্রকৃতেন পূতো
মহাহবে দেহবরং বিসৃজ্য।
বরদো বরার্হো
ব্যাবৃত্ত ধর্মেণ পরেণ রোদসী ॥ ৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি ভূরিশ্রবোবধে ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৩

যদিও বাল্মীকি পুরাকালেই এই জগতে একটি শ্লোক গান করিয়াছিলেন। যাহার ভাবার্থ এইরূপ—বানর! তুমি যে এই কথা বলিলে কি স্ত্রীগণকে বধ করা উচিত নয়, তাহার উত্তরে আমার এই বক্তব্য যে, উদ্যোগী মানুষের পক্ষে সর্বদা সকল সময়েই এই কার্য্যযোগ্য বলিয়া গণ্য করা হয়, যাহা শত্রুগণকে পীড়াদান করিয়া থাকে ॥ ৬৭-৬৮

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সাত্যকি এই কথা বলিলে পর সমস্ত শ্রেষ্ঠ কৌরবগণ তাহার উত্তরে কিছুই বলিলেন না। তাঁহারা মনে মনেই সাত্যকির প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৬৯

মহাযজ্ঞসমূহে মন্ত্রপূত অভিষেকের দ্বারা যিনি পবিত্র হইয়াছেন, যজ্ঞে যিনি বহু সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিয়াছেন, যাঁহার যশ চারিদিকেই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল এবং যিনি বনবাসী মুনির ন্যায় উপবিষ্ট ছিলেন, সেই ভূরিশ্রবার বধকে কেহই অভিনন্দিত করিলেন না ॥ ৭০

বরদাতা ভূরিশ্রবার নীল কেশসমূহে আবৃত এবং পারাবতের ন্যায় রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট ছিন্ন মস্তক এরূপ প্রতীত হইতেছিল যে, অশ্বমেধ-যজ্ঞের পবিত্র-অশ্বের ছিন্ন মস্তক যেন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে স্থাপিত আছে ॥ ৭১

বরদাতা ও বরলাভ করিবার যোগ্য ভূরিশ্রবা সেই মহাসমরে অস্ত্রের তেজে পবিত্র হইয়া স্বীয় উত্তম শরীরকে পরিত্যাগ করতঃ উৎকৃষ্ট যজ্ঞের দ্বারা পৃথিবী ও আকাশকে অতিক্রম করিয়া ঊর্ধ্বলোকে গমন করিলেন ॥ ৭২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের জয়দ্রথবধপর্বে ভূরিশ্রবার বধবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভূরিশ্রবসা সাত্যকেরপমানস্য কারণবর্ণনম্, বৃষ্ণিবীরাণাং প্রশংসা চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অজিতো দ্রোণ-রাধেয়-বিকর্ণ-কৃতবর্মভিঃ।
তীর্ণঃ সৈন্ধবকঃ বীরঃ প্রাংশুরুক্তা যুধিষ্ঠিরে॥ ১

স কথং কৌরবেয়েণ সমরেষ্বনিবারিতঃ।
নিগৃহ্য ভূরিশ্রবসা বলাদ্ ভূবি নিপাতিতঃ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু রাজন্নিহোৎপত্তিং শৈনেয়স্য যথা পুরা।
যথা চ ভূরিশ্রবসো যত্র তে সংশয়ো নৃপ॥ ৩

অত্রেঃ পুত্রোঽভবৎ সোমঃ সোমস্য তু বুধঃ সুতঃ
বুধস্যৈকো মহেষ্বাসঃ পুত্র আসীৎ পুরূরবাঃ॥ ৪

পুরূরবস আয়ুস্তু আয়ুষো নহুষঃ সুতঃ।
নহুষস্য যযাতিস্তু রাজা দেবর্ষিসম্মতঃ॥ ৫

যযাতের্দেবযান্যাং তু যদুর্জ্যেষ্ঠোঽভবৎ সুতঃ।
যদোরক্রমন্নবায়ে দেবমীঢ় ইতি স্মৃতঃ॥ ৬

যাদবস্তস্য তু সুতঃ শূরস্ত্রৈলোক্যসম্মতঃ।
শূরস্য সৌরির্বরো বসুদেবো মহাযশাঃ॥ ৭

যমুনানবরঃ শূরঃ কার্তবীর্যসমো যুধি।
তস্যৌর্যাশ্চাপি তস্যৈব কুলে শিনিরজায়ত॥ ৮

এতস্মিন্নেব কালে তু দেবকস্য মহাত্মনঃ।
দুহিতুঃ স্বয়ংবরে রাজন্ সর্বক্ষত্রসমাগমে॥ ৯

তত্র বৈ দেবকীং দেবীং বসুদেবার্থমাত্ত বৈ।
নির্জিত্য পার্থিবান্ সর্বান্ রথমারোপয়চ্ছিনিঃ॥ ১০

তাং দৃষ্ট্বা দেবকীং শূরো রথস্থাং পুরুষর্ষভ।
নামৃষ্যত মহাতেজাঃ সোমদত্তঃ শিনের্নৃপ॥ ১১

তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ রাজন্ দিনার্ধং চিত্রমদ্ভুতম্।
বাহুযুদ্ধং সুবলিনোঃ প্রসক্তং পুরুষর্ষভ॥ ১২

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ভূরিশ্রবা-কৃত সাত্যকির অপমানিত হইবার কারণ বর্ণন এবং বৃষ্ণিবীরগণের প্রশংসা।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! যে বীর সাত্যকি দ্রোণাচার্য, কর্ণ, বিকর্ণ ও কৃতবর্মা দ্বারাও পরাজিত না হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট কৃত প্রতিজ্ঞানুসারে কৌরব-সৈন্যরূপ সমুদ্র পার হইয়া গিয়াছিল, যাহাকে সমরাঙ্গণে কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে নাই, তাহাকে কুরুবংশধর ভূরিশ্রবা সবলে ধারণ করিয়া কিরূপ ভূতলে পাতিত করিল? ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যে বিষয়ে আপনার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিবার জন্য এবং সাত্যকি ও ভূরিশ্রবার উৎপত্তি যেভাবে হইয়াছিল, সেই প্রসঙ্গ শ্রবণ করুন। ৩

মহর্ষি অত্রির পুত্রের নাম সোম। সোমের পুত্র বুধ। এই বুধের এক পুত্র পুরূরবা, যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী ছিলেন। ৪

পুরূরবার পুত্র আয়ু এবং তাহার পুত্র হইলেন নহুষ। এই নহুষের পুত্র হইলেন রাজা যযাতি, যাঁহাকে দেবগণ ও ঋষিগণ সকলেই অতিশয় সমাদর করিতেন। ৫

যযাতির ঔরসে দেবযানির গর্ভে যে জ্যেষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন হয়, তাঁহার নাম যদু। এই যদুরই বংশে দেবমীঢ় নামে এক বিখ্যাত যাদব হন্। তাঁহার পুত্রের নাম ছিল শূর, যিনি তিন লোকেই সম্মানিত ছিলেন। শূরের পুত্র নরশ্রেষ্ঠ শৌরি, যিনি মহাযশস্বী বসুদেব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ৬-৭

শূর যমুনাবিজয়ে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হে নৃপ! যে কুলে শূরের জন্ম হইয়াছিল, সেই কুলেই তাঁহারই সমান বলশালী শিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৮

রাজন্! এই সময় মহাত্মা দেবকীর স্বয়ংবর-সভায় সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ একত্রে সমবেত হইয়াছিলেন। ৯

সেই স্বয়ংবরে শিনি অতিসত্বর সমস্ত রাজাদিগকে জয় করিয়া বসুদেবের জন্য দেবকীকে রথে আরোহণ করাইলেন। ১০

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজন্! সেই সময় মহাতেজস্বী বীরবর সোমদত্ত দেবকীদেবীকে রথের উপর উপবিষ্টা দেখিয়া শিনির পরাক্রম সহ্য করিতে পারিলেন না। ১১

পুরুষপ্রবর রাজন্! সেই দিনে মহাবল শিনি এবং সোমদত্তের মধ্যে অর্ধেক দিন পর্যন্ত বিচিত্র ও অদ্ভুত বাহুযুদ্ধ হইয়াছিল। ১২

শিনিনা সোমদত্তস্য প্রণম্য ভুবি পাতিতঃ।
অসিমুদ্যম্য কেশেষু প্রগৃহ্য চ পদা হতঃ ॥ ১৩

মধ্যে রাজসহস্রাণাং প্রেক্ষকাণাং সমন্ততঃ।
কৃপয়া চ পুনস্তেন স জীবেতি বিসর্জিতঃ ॥ ১৪

তদবস্থঃ কৃতস্তেন সোমদত্তোঽথ মারিষ।
প্রাসাদয়ন্মহাদেবমমর্ষবশমাস্থিতঃ ॥ ১৫

তস্য তুষ্টো মহাদেবো বরাণাং বরদঃ প্রভুঃ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস স তু বব্রে বরং নৃপঃ ॥ ১৬

পুত্রমিচ্ছামি ভগবন্ যো নিপাত্য শিনেঃ সুতম্।
মধ্যে রাজসহস্রাণাং পদা হন্যাচ্চ সংযুগে ॥ ১৭

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সোমদত্তস্য পার্থিব।
(সশিরঃকম্পমাহেদং নৈতদেবং ভবেন্নৃপ।
স পূর্বমেব তপসা মামারাধ্য জগৎপ্রভুম্ ॥

কস্যাপ্যবধ্যতাং বরঃ প্রাপ্তবান্ বরমুত্তমম্।
তথাপ্যয়ং প্রয়াসস্তু নিষ্ফলো ন ভবিষ্যতি ॥
তস্য পৌত্রস্তু সমরে ত্বৎপুত্রো মোচয়িষ্যতি।
ন তু মারয়িতুং শক্যঃ কৃষ্ণসংরক্ষিতো হ্যসৌ।
অহমেব তু কৃষ্ণোঽস্মি নাবয়োরন্তরং ক্বচিৎ।)
এবমস্ত্বিতি তত্রোক্ত্বা স দেবোঽন্তরধীয়ত ॥ ১৮

স তেন বরদানেন লব্ধবান্ ভূরিদক্ষিণম্।
অপাতয়চ্চ সমরে সৌমদত্তিঃ শিনেঃ সুতম্ ॥ ১৯
পশ্যতাং সর্বসৈন্যানাং পদা চৈনমবাক্ষিপৎ।
এতৎ তে কথিতং রাজন্ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ২০

নহি শক্যো রণে জেতুং সাত্বতো মধুবৃষ্ণিভিঃ।
লক্ষলক্ষ্যাশ্চ সংগ্রামে বহুশস্ত্রবিচিত্রযোধিনঃ ॥ ২১
দেব-দানব-গন্ধর্বান্ নিজেতারো হ্যবিস্মিতাঃ।
যদীয়্যবিদয়ে যুক্তা নৈতে পরপরিগ্রহাঃ ॥ ২২

এই যুদ্ধে শিনি সোমদত্তকে বলপূর্বক ভূতলে পাতিত করিলেন এবং তরবারি উত্তোলিত করিয়া তাঁহার কেশধারণ পূর্বক তাঁহাকে পদাঘাত করিলেন ॥ ১৩

চারিদিকেই সহস্র সহস্র নরপতি দর্শক হইয়া এই যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন। ইহারই মধ্যে পুনরায় কৃপা করিয়া 'যাও, জীবিত যাও' এই কথা বলিয়া শিনি সোমদত্তকে ছাড়িয়া দিলেন ॥ ১৪

মাননীয় ভূপাল! যখন শিনি সোমদত্তের এরূপ দুরবস্থা করিয়াছিলেন, তখন সোমদত্ত অমর্ষের বশীভূত হইয়া আরাধনার দ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করিলেন ॥ ১৫

শ্রেষ্ঠ দেবতাগণেরও বরপ্রদ ও প্রভাবশালী মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ইচ্ছানুসারে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন রাজা সোমদত্ত এরূপ বর প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৬

ভগবন্! আমি এরূপ পুত্র প্রার্থনা করিতেছি যে, যে পুত্র শিনির পুত্রকে সহস্র সহস্র রাজগণের মধ্যে যুদ্ধে ভূতলে পাতিত করিয়া তাহাকে পদাঘাত করিতে সমর্থ হইবে ॥ ১৭

রাজন্! সোমদত্তের এই কথা শ্রবণ করত মহাদেব মস্তক আন্দোলিত করিয়া বলিলেন,—না, এরূপ হইবে না। হে নৃপ! শিনির পুত্র সত্যক ও পুত্রেই তপস্যা দ্বারা আমার আরাধনা করত তিন লোকে কাহারও দ্বারা নিহত না হইবার বর আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু তোমারও এই প্রয়াস নিষ্ফল হইবে না। তোমার পুত্র ভূরিশ্রবা সমরাঙ্গণে শিনির পৌত্র যুযুধানকে (সত্যকপুত্র সাত্যকিকে) তোমার ইচ্ছানুসারেই মূর্চ্ছিত করিয়া দিবে, কিন্তু ইহার হাতে সে মৃত্যুমুখে পতিত করিবে না; কারণ, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সে সর্বদা সুরক্ষিত। আমিই শ্রীকৃষ্ণ। আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। যাও, ইহাই হইবে।" এই কথা বলিয়া মহাদেব সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ১৮

সেই বরদানের প্রভাবেই সোমদত্ত প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত ভূরিশ্রবাকে পুনরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই পুত্র ভূরিশ্রবাই সমরাঙ্গণে শিনিবংশজাত সাত্যকিকে ভূপাতিত করিয়াছিল ॥ ১৯

তারপর সকল সৈন্যেরই সাক্ষাতে তিনি সাত্যকিকে পদাঘাতও করিলেন। রাজন্! আপনি, আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তাহারই উত্তর দানরূপে এই প্রসঙ্গ শুনাইলাম ॥ ২০

সাত্যকিকে রণাঙ্গনে শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ পুরুষগণও জয় করিতে সমর্থ হন না। বৃষ্ণিবংশের এই যোদ্ধা সফলতার সহিত নিজের লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিতে পারেন এবং সংগ্রামে তিনি বহুবিধি বিচিত্র শস্ত্রাস্ত্রে যুদ্ধ করিতেও জানেন ॥ ২১

এই বৃষ্ণিবংশের বীরগণ দেব, দানব ও গন্ধর্বদিগকেও জয় করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের মনে ইহার জন্য কোনরূপ গর্ব বা বিস্ময় বোধ হয় না। তাঁহারা নিজ নিজ বলের দ্বারাই

ন তুল্যং বৃষ্ণিবিরিহ দৃশ্যতে কিঞ্চন প্রভো।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ বলেন ভরতর্ষভ ॥ ২৩
ন জ্ঞাতিমবমন্যন্তে বৃদ্ধানাং শাসনে রতাঃ।
ন দেবাসুর-গন্ধর্বা ন যক্ষোরগ-রাক্ষসাঃ ॥ ২৪
জেতারো বৃষ্ণিবীরাণাং কিং পুনর্মানবা রণে।
ব্রহ্মণ্যেভ্যো গুরুভ্যো জ্ঞাতিভ্যে চাপ্যহিংসকাঃ ॥ ২৫
এতেষাং রক্ষিতারশ্চ যে স্যুঃ কস্মাদ্বিপদ্যপি।
অর্থবন্তো ন চোৎসিক্তা ব্রহ্মণ্যাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ২৬
সমর্থান্ নাবমন্যন্তে দীনানভ্যুদ্ধরন্তি চ।
নিত্যং দেবপরা দান্তাস্তারস্কাবিকত্থনাঃ ॥ ২৭
তেন বৃষ্ণিপ্রবীরাণাং চক্রং ন প্রতিহন্যতে।
অপি মেরুং বহেৎ কশ্চিৎ তরেদ্ বা মকরালয়ম্ ॥
ন তু বৃষ্ণিপ্রবীরাণাং সমেত্যাগুং ব্রজেন্নৃপ ॥২৮
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যত্র তে সংশয়ঃ প্রভো।
কুরুরাজ নরশ্রেষ্ঠ তব ব্যপনয়ো মহান্ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি সাত্যকিপ্রশংসায়াং চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৪

জয়লাভ করিতে উদ্যোগী থাকেন এবং এই বৃষ্ণিবংশধরগণ কখন পরাধীন হন না ॥ ২২

শক্তিশালী ভরতশ্রেষ্ঠ! ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কোন সময়েই ত জগতে বলে বৃষ্ণিবংশধরগণের ন্যায় কাহাকেও দেখা যায় না ॥ ২৩

ইঁহারা নিজ নিজ কুটুম্বদিগকে কখনও অবহেলা করেন না। সজ্ঞান বয়োবৃদ্ধগণের আজ্ঞার অধীনে থাকেন। দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ এবং রাক্ষসগণও যুদ্ধে বৃষ্ণিবীরদিগকে ভয় করিতে সমর্থ হন্ না, সে স্থলে মনুষ্যগণের কথা আর কি বলিবার আছে?

ইঁহারা ব্রাহ্মণ, গুরু ও কুটুম্বজনগণের ধন গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় তাঁহাদের কখনও হিংসা করেন না। এই ব্রাহ্মণ ও গুরু প্রভৃতির মধ্যে যদি কেহ কোন বিপদে পতিত হন্, তবে তাঁহাকে এই বৃষ্ণিবংশীয়গণ রক্ষা করিয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই ধনবান্ অতিমানী-যুক্ত, ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যবাদী ॥ ২৪-২৬

ইঁহারা সামর্থ্যশালী পুরুষদিগকে কখনও অবমাননা করেন না এবং দীন-দুঃখী জনকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। ইঁহারা সর্বদা দেবভক্ত, জিতেন্দ্রিয়, অপরের সংরক্ষক এবং আত্মপ্রশংসা হইতে দূরে থাকেন ॥ ২৭

ইহাতে এই বৃষ্ণিবীরগণের এই চক্র কাহারও দ্বারা প্রতিহত হন্ না। হে নৃপ! কোন ব্যক্তি মেরুপর্বতকে স্কন্ধে বহন করিতে এবং সমুদ্রকে হস্তের দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারেন, কিন্তু এই বৃষ্ণিবীরগণের সহিত মিলিত হইয়া কেহ ইঁহাদের অন্ত পাইবেন না ॥ ২৮

প্রভো! যে সব বিষয়ে আপনার সন্দেহ ছিল, সমস্তই আমি আপনাকে বলিলাম। কুরুরাজ নরশ্রেষ্ঠ! এই যুদ্ধ আরম্ভ করা আপনারই গুরুতর অন্যায় হইয়াছে ॥ ২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে সাত্যকির প্রশংসাবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[জয়দ্রথোপরি ধনঞ্জয়স্যাক্রমণম্, কর্ণ-দুর্যোধনয়োরালাপঃ, কর্ণেন সহার্জুনস্য যুদ্ধম্, কর্ণস্য পরাজয়ঃ, সর্ব্বৈঃ যোদ্ধভিঃ সহার্জুনস্য ভয়ঙ্করঃ সংগ্রামশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তদবস্থে হতে তস্মিন্ ভূরিশ্রবসি কৌরবে।
যথা দুরোঽভবদ্ যুদ্ধং তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।

ভূরিশ্রবসি সংক্রান্তে পরলোকায় ভারত।
বাসুদেবং মহাবাহুরর্জুনঃ সমচূচুদৎ॥ ২
চোদয়াশ্বান্ দৃঢ়ং কৃষ্ণ যতো রাজা জয়দ্রথঃ।
ভ্রায়তে পুণ্ডরীকাক্ষ ত্রিষু ধর্ম্মেষু বর্ত্ততে॥ ৩
প্রতিজ্ঞাং সকলাং চাপি কর্ত্তুমর্হসি মেঽনঘ।
অস্তমেতি মহাবাহো ত্বরমাণো দিবাকরঃ॥ ৪
এতদ্ধি পুরুষব্যাঘ্র মহদস্ত্রাস্তরং ময়া।
কার্য্যং সংরক্ষ্যতে চৈষ কুরুসৈন্যমহারথৈঃ॥ ৫
তথা নাভ্যেতি সূর্য্যোঽস্তং যথা সত্যাং ভবেদ্ বচঃ
চোদয়াশ্বাংস্তথা কৃষ্ণ যথা হন্যাং জয়দ্রথম্॥ ৬

তত্তঃ কৃষ্ণো মহাবাহু রজতপ্রতিমান্ হয়ান্
হরন্তশ্চোদয়ামাস জয়দ্রথবধং প্রতি॥ ৭
তং প্রয়ান্তমবোধেষুমুৎপতন্তমিবাণ্ডজৈঃ।
ত্বরমাণা মহারাজ সেনামুখ্যাঃ সমাদ্রবন্॥ ৮
দুর্য্যোধনশ্চ কর্ণশ্চ বৃষসেনোঽথ মদ্ররাট্।
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব স্বয়মেব চ সৈন্ধবঃ॥ ৯
সমাসাদ্য চ বীভৎসুঃ সৈন্ধবং সমুপস্থিতম্।
নেত্রাভ্যাং ক্রোধদীপ্তাভ্যাং সম্প্রৈক্ষদ্বিদহন্নিব॥ ১০
ততো দুর্য্যোধনো রাজা রাধেয়ং বাক্যমব্রবীৎ।
অর্জ্জুনং প্রেক্ষ্য সংযান্তং জয়দ্রথবধং প্রতি॥ ১১
অয়ং স বৈকর্ত্তন যুদ্ধকালো
বিদর্শয়ত্বাত্মবলং মহাস্ত্রম্।
যথা ন বধ্যেত রণেঽদ্য সৈন্ধব
স্তথা কুরুষ্ব ত্বমমিত্রকর্ষণ॥ ১২

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[জয়দ্রথের উপর অর্জুনের আক্রমণ, কর্ণ ও দুর্যোধনের আলাপ, কর্ণের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ, কর্ণের পরাজয় এবং সকল যোদ্ধার সহিত অর্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! সেই অবস্থায় কুরুবংশীয় ভূরিশ্রবা নিহত হওয়ায় পুনরায় যেভাবে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমাকে বল॥ ১

সঞ্জয় বলিলেন,—হে ভারত! ভূরিশ্রবা পরলোকগামী হইলে পর মহাবাহু অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রেরণাদান করিতে করিতে বলিলেন॥ ২

হে কৃষ্ণ! যেদিকে রাজা জয়দ্রথ রহিয়াছেন, সেই দিকে এখন অশ্বগণকে অতিদ্রুত চালনা করুন। কমললোচন! শুনিতেছি যে, সে এই সময় তিন ধর্ম্মে বিদ্যমান আছে। নিষ্পাপ কেশব! আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা সফল করুন। মহাবাহু! সূর্য্যদেব ত্বরা করিয়া অস্তাচলের দিকে গমন করিতেছেন॥ ৩-৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি এই অতিমহৎকার্য্য করিবার জন্য উদ্যুক্ত হইয়াছি। কৌরব-সৈন্যের সকল মহারথী যোদ্ধারা জয়দ্রথকে রক্ষা করিতেছেন॥ ৫

অতএব সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন না করেন, তাহাক্ষণের মধ্যেই যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা সত্য হয় এবং যাহাতে জয়দ্রথকে আমি বধ করিতে পারি, সেইভাবে অতি সত্বর অশ্বগণকে চালনা করুন॥ ৬

তখন অশ্বশিক্ষায় অভিজ্ঞ মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ জয়দ্রথকে বধ করিবার উদ্দেশে তাঁহারই দিকে রজততুল্য শুভ্রবর্ণবিশিষ্ট অশ্বগণকে প্রেরিত করিলেন॥ ৭

মহারাজ! যাঁহার কোন বাণই ব্যর্থ হয় না, সেই অর্জুনকে ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের ন্যায় উড়িতে উড়িতে দ্রুতগমনকারী অশ্বগণের দ্বারা জয়দ্রথের দিকে যাইতে দেখিয়া কৌরব-সৈন্যের প্রধান প্রধান বীরগণ ত্বরিতবেগে ছুটিয়া আসিলেন॥ ৮

দুর্য্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, মদ্ররাজ শল্য, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও স্বয়ং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ—ইহারা সকলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন॥ ৯

সেখানে উপস্থিত সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে সম্মুখে পাইয়া অর্জুন ক্রোধোদীপ্ত নয়নে তাঁহাকে সেইভাবে দেখিতে লাগিলেন, যেন তিনি তখন তাঁহাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন॥ ১০

তখন রাজা দুর্য্যোধন জয়দ্রথকে বধ করিবার জন্য তাঁহার দিকে অর্জুনকে যাইতে দেখিয়া অতিসত্বর রাধানন্দন কর্ণকে বলিলেন॥

সূর্য্যপুত্র! এখন সেই যুদ্ধের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

অল্পাবশেষো দিবসো নৃবীর
দিষ্টান্তমাদ্য রিপুং শরৌঘৈঃ।
দিনক্ষয়ং প্রাপ্য নরপ্রবীর
ধ্রুবো হি নঃ কর্ণ জয়ো ভবিষ্যতি ॥ ১৩
সৈন্ধবে রক্ষ্যমাণে তু সূর্যাস্তাস্তমনং প্রতি।
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞঃ কৌন্তেয়ঃ প্রবেক্ষ্যতি হুতাশনম্ ॥ ১৪
অনর্জুনায়াঞ্চ ভুবি মুহূর্তমপি মানদ।
জীবিতুং নোৎসহেতেন ভ্রাতৃভিরুত্ত সহানুগাঃ ॥ ১৫
বিনষ্টৈঃ পাণ্ডবেয়ৈশ্চ সশৈল-বন-কাননাম্।
বসুন্ধরামিমাং কর্ণ ভোক্ষ্যামো হতকণ্টকাম্ ॥ ১৬
দৈবেনোপহৃতঃ পার্থো বিপরীতশ্চ মানদ।
কার্যাকার্যমজানানঃ প্রতিজ্ঞাঃ কৃতবান্ রণে ॥ ১৭
নূনমাত্মবিনাশায় পাণ্ডবেন কিরীটিনা।
প্রতিজ্ঞেয়ং কৃতা কর্ণ জয়দ্রথবধং প্রতি ॥ ১৮
কথং জীবতি দুর্ধর্ষে ত্বয়ি রাধেয় সংযুগে।
অনস্তংগত আদিত্যে হন্যাৎ সৈন্ধবকং নৃপম্ ॥ ১৯
রক্ষিতং মন্ত্ররাজেন কৃপেণ চ মহাত্মনা।
জয়দ্রথং রণমুখে কথং হন্যাদ্ ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২০
দ্রৌণিনা রক্ষ্যমাণঞ্চ ময়া দুঃশাসনেন চ।
কথং প্রাপ্নোতি বীভৎসুঃ সৈন্ধবং কালচোদিতঃ ॥ ২১
বহ্বস্ত্রে বহবঃ শূরা লগতে চ দিবাকরঃ।
শস্ত্রে জয়দ্রথং পার্থো নৈব প্রাপ্নোতি মানদ ॥ ২২
স ত্বং কর্ণ ময়া সার্ধং শূরৈশ্চাস্ত্রৈর্মহারথৈঃ।
দ্রৌণিনা চ হি সহিতো যত্নেনেশ কৃপেণ চ ॥ ২৩
যুধ্যস্ব যত্নমাস্থায় পরং পার্থেন সংযুগে।
এবমুক্তস্তু রাধেয়স্তব পুত্রেণ মারিষ ॥ ২৪
হৃষ্টো বচনমিদং বাক্যং প্রত্যুবাচ কুরূত্তমম্।
দৃঢ়লক্ষ্যেণ বীরেণ ভীমসেনেন ধীমতা ॥ ২৫
ভগ্নং ভিন্নতনুঃ সংখ্যে শরজালৈরনেকশঃ।
স্থাতব্যমিতি তিষ্ঠামি রণে সম্প্রতি মানদ ॥ ২৬

মহাত্মন্! তুমি এখন তোমার সেই বলপ্রদর্শন কর। কর্ণ! রণভূমিতে অর্জুনের দ্বারা যাহাতে জয়দ্রথ নিহত না হয়, সেইরূপ প্রযত্ন তুমি কর ॥১১-১২

নরবীর! এখন দিনের আর অল্পই অবশিষ্ট আছে। তুমি বর্তমানে ঘোর বাণবর্ষণের দ্বারা শত্রুকে আহত করিয়া তাহার কার্যে বাধাপ্রদান কর। মনুষ্যলোকের প্রধান বীর কর্ণ! দিন কোনরূপে শেষ হইয়া যাইলেই আমাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত ॥ ১৩

সূর্যাস্ত পর্যন্ত যদি জয়দ্রথ সুরক্ষিত থাকে, তবে স্বীয় প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হওয়ার ভয়ে অর্জুন অবশ্যই অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইবে ॥ ১৪

মানদ! তাহার পর অর্জুনহীন এই ভূতলে তাহার ভ্রাতৃবৃন্দ ও অনুগামী সৈন্যগণ মুহূর্তকালও জীবিত থাকিতে পারিবে না ॥১৫

কর্ণ! এইভাবে পাণ্ডবগণ নষ্ট হইয়া যাইলে আমরা পর্বত বন ও কাননসকলের সহিত এই নিষ্কণ্টক বসুধার রাজ্য ভোগ করিতে থাকিব ॥ ১৬

মানদ! দৈবেরই দ্বারা উপহৃত হইয়া অর্জুনের বুদ্ধি বিপরীত হইয়া গিয়াছে। সেই কারণেই সে কর্তব্য এবং অকর্তব্য সম্বন্ধে কোনকিছু বিচার না করিয়াই জয়দ্রথকে বধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছে ॥ ১৭

কর্ণ! নিশ্চয়ই কিরীটধারী পাণ্ডুপুত্র অর্জুন নিজেরই বিনাশের জন্য এই জয়দ্রথ-বধের প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছে ॥ ১৮

রাধানন্দন! তোমার ন্যায় দুর্ধর্ষ বীর জীবিত থাকিতে অর্জুন সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে কিরূপে বধ করিতে সমর্থ হইবে? ১৯

মন্ত্ররাজ শল্য এবং মহাত্মা কৃপাচার্যকর্তৃক সুরক্ষিত জয়দ্রথকে অর্জুন যুদ্ধের সম্মুখে কিভাবে বধ করিবে? ২০

আমি, দুঃশাসন ও অশ্বত্থামা যাহাকে রক্ষা করিতেছি, সেই সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে অর্জুন কিরূপে প্রাপ্ত হইবে? মনে হইতেছে, সে আজ কালকর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে ॥ ২১

মানদ! বহুসংখ্যক শৌর্যশালী বীর যুদ্ধ করিতেছে, ওদিকে সূর্যদেবও অস্তাচলের দিকে গমন করিতেছেন, অতএব আমার সন্দেহ হইতেছে যে, অর্জুন সূর্যাস্তের পূর্বেই জয়দ্রথের নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে না ॥ ২২

কর্ণ! তুমি আমার এবং অশ্বত্থামা, মন্ত্ররাজ শল্য, কৃপাচার্য ও অন্য বীরবর মহারথী যোদ্ধাদের সহিত পূর্ণ চেষ্টা করিয়া রণাঙ্গনে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

আর্য! আপনার পুত্র দুর্যোধন এই কথা বলিলে পর রাধানন্দন কর্ণ কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্যোধনকে এইরূপ বলিলেন।

মানদ! সুদৃঢ় লক্ষ্যভেদকারী বীর বৃকোদর ভীমসেন সংগ্রামে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বহুবার আমার দেহকে অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে। আমার অবস্থান করা উচিত (পলায়ন করা উচিত নহে)। এই চিন্তা করিয়াই এই সময়ে আমি রণাঙ্গনে অবস্থান করিতেছি ॥ ২৩-২৬

নাঙ্গমিঙ্গতি কিঞ্চিন্মে সত্যপুত্র মহেষুভিঃ।
যোৎস্যামি তু যথাশক্তি ত্বদর্থং জীবিতং মম ॥ ২৭
যথা পাণ্ডবমুখ্যোঽসৌ ন হনিষ্যতি সৈন্ধবম্।
ন হি মে যুধ্যমানস্য শারকানন্তরঃ শিতান্ ॥ ২৮
সৈন্ধবং প্রাপ্স্যতে বীরঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ
যত্তু ভক্তিমতা কার্যং সততং হিতকাঙ্ক্ষিণা ॥ ২৯
তৎ করিষ্যামি কৌরব্য জয়ো দৈবে প্রতিষ্ঠিতঃ।
সৈন্ধবার্থে পরং যত্নং করিষ্যামস্তু সংযুগে ॥ ৩০
ত্বৎপ্রিয়ার্থং মহারাজ জয়ো দৈবে প্রতিষ্ঠিতঃ।
অদ্য যোৎস্যেঽহমুন্নদ্ধঃ পৌরুষং স্বং সমাশ্রিতঃ ॥ ৩১
স্বদর্থে পুরুষব্যাঘ্র জয়ো দৈবে প্রতিষ্ঠিতঃ।
অদ্য যুদ্ধং কুরুশ্রেষ্ঠ মম পার্থস্য চোভয়োঃ ॥ ৩২
পশ্যন্তু সর্বসৈন্যানি দারুণং লোমহর্ষণম্।
কর্ণ-কৌরবয়োরেবং রণে সম্ভাষমাণয়োঃ ॥ ৩৩
অর্জুনো নিশিতৈর্বাণৈর্জঘান তব বাহিনীম্।
চিচ্ছেদ নিশিতৈর্বাণৈঃ শূরাণামনিবর্তিনাম্ ॥ ৩৪
দ্রুতান্ পরিঘসঙ্কাশান্ হস্তিহস্তোপমান্ রণে।
শিরাংসি চ মহারাজ চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩৫
হস্তিহস্তান্ হয়গ্রীবান্ রথাক্ষাংশ্চ সমন্ততঃ।
শোণিতাক্তান্ ভয়াবোহান্ গৃহীতপ্রাস-তোমরান্
ক্ষুরৈশ্চিচ্ছেদ বীভৎসুর্দ্বিধৈকং ত্রিধৈব চ।
হত্বা বাহনমুখ্যাংশ্চ প্রাপতন্ত স সন্ততঃ ॥ ৩৭
ধ্বজাংশ্চত্রাণি চাপানি চামরাণি শিরাংসি চ
কক্ষমগ্নিরিবোদ্ধূতঃ প্রদহংস্তব বাহিনীম্
অচিরেণ মহীং পার্থশ্চকার রুধিরোত্তরাম্।
চতুর্দিষ্টেষ্বযোঃ তং কৃত্বা তব বলং বলী
আসসাদ ত্বরাযুক্তঃ সৈন্ধবং সত্যবিক্রমঃ।
বীভৎসুর্ভীমসেনেন সাত্যকেন চ রক্ষিতঃ ॥৪০
প্রবভৌ ভরতশ্রেষ্ঠ জ্বলন্নিব হুতাশনঃ।
তং তথাবস্থিতং দৃষ্ট্বা বলীয়া বীর্যসম্পদা

বর্তমানে আমার কোনও অঙ্গ কোনরূপ বিশেষ চেষ্টাই করিতেছে না। আমি মহাবাণসকলের অগ্রিতে সন্তপ্ত আছি, তথাপি যথাশক্তি যুদ্ধ করিব; কারণ, আমার এই জীবন তোমার উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি ॥ ২৭

পাণ্ডবগণের মধ্যে প্রধান বীর অর্জুন যাহাতে কোনরূপেই সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিতে না পারে, সেইরূপ চেষ্টাই আমি করিয়া যাইব। যতক্ষণ আমি যুদ্ধে আসক্ত থাকিয়া তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে থাকিব, ততক্ষণ সব্যসাচী ধনঞ্জয় সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে লাভ করিতে পারিবে না।

কুরুনন্দন! সদা মিত্রের হিতকামী ভক্তিমান্ ব্যক্তির পক্ষে যে কার্য অবশ্য করণীয়, আমি তাহা করিব। তবে জয় দৈবের অধীন।

মহারাজ! আজ রণাঙ্গনে আপনার প্রিয় কার্য করিতে অভিলাষী আমি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করিয়া যাইব। জয়লাভ ত' দৈবের অধীন।

আজ সমস্ত সৈন্যগণ আমার ও অর্জুনের উভয়ের তুমুল এবং রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ দর্শন করিতে থাকিবে।

যখন রণাঙ্গনে দুর্যোধন ও কর্ণ এরূপ বার্তালাপ করিতেছিলেন, তখন অর্জুন তীব্র তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা রণভূমিতে যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত বীরগণের পরিঘসদৃশ সুদৃঢ় এবং হস্তিশুণ্ডতুল্য কর্মযুক্ত (মোটা) বাহুসকলকে ছেদন করিতে লাগিলেন ॥

মহারাজ! অর্জুন সর্বদিকেই নিজের তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা শত্রুগণের মস্তক, হস্তীদিগের শুণ্ড, অশ্বগণের কণ্ঠ এবং রথের যুবসকলকেও খণ্ড খণ্ড করিতে আরম্ভ করিলেন ॥

অর্জুন রণে প্রাণ ও তোমর ধারণকারী রক্ষসজ্জিত অশ্বারোহী যোদ্ধাদের প্রত্যেককেই তীব্র ক্ষুর-বাণসকলের দ্বারা দুই খণ্ড ও তিনখণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥

বড় বড় হাতী ও অশ্বগণও সর্বদিকেই ধরাশায়ী হইতে লাগিল। ধ্বজ, ছত্র, যষ্টি, চামর এবং যোদ্ধাদের মস্তকসকল খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল ॥

যেরূপ প্রচণ্ড অগ্নি তৃণাদি নির্মিত কক্ষকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুন আপনার সৈন্যদিগকে বধ করিতে করিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানকার রণভূমিকে রক্তে আপ্লাবিত করিয়া দিলেন ॥

সত্যপরাক্রমী বলবান্ এবং দৃঢ়ধৃক বীর অর্জুন আপনার সৈন্যদের অধিকাংশকেই নিহত করিয়া জয়দ্রথের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! সাত্যকি ও ভীমসেন কর্তৃক সুরক্ষিত অর্জুন সেই সময় প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন।

নাম্বুজস্ত মহেষ্বাসাঃ পাণ্ডবঃ পুরুষর্ষভঃ।
দুর্যোধনশ্চ কর্ণশ্চ বৃষসেনোঽথ মদ্ররাট্
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব স্বয়মেব চ সৈন্ধবঃ।
সন্নদ্ধাঃ সৈন্ধবস্যার্থে সমাবৃণ্বন্ কিরীটিনম্ ॥ ৩৩
নৃত্যন্তং রথমার্গেষু ধনুর্জ্যাতলনিঃস্বনৈঃ।
সংগ্রামকোবিদং পার্থং সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৩৪
অভীতাঃ পর্যবর্তন্ত ব্যাদিতাস্যমিবান্তকম্।
সৈন্ধবং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা জিঘাংসন্তোঽচ্যুতার্জুনৌ ॥ ৩৫
সূর্যাস্তমনমিচ্ছন্তো লোহিতায়তি ভাস্করে।
তে ভুজৈর্ভোগিভোগাভৈর্ধনুষ্কানম্য সায়কান্ ॥ ৩৬
মুমুচুঃ সূর্যরশ্ম্যাভান্ শতশঃ ফাল্গুনং প্রতি।
ততস্তানন্তমানাংশ্চ কিরীটী যুদ্ধদুর্মদঃ ॥ ৩৭
ছিত্বা ত্রিধাষ্টধৈকৈকং ছিত্বা বিব্যাধ তান্ রথান্।
সিংহ-লাঙ্গূলকেতুস্তু দর্শনে বীর্যমাত্মনঃ ॥ ৩৮

শারদ্বতীসুতো রাজন্নর্জুনং প্রত্যবারয়ৎ।
স বিদ্ধ্বা দশভিঃ পার্থং বাসুদেবঞ্চ সপ্তভিঃ ॥ ৩৯
অতিষ্ঠদ্ রথমার্গেষু সৈন্ধবং প্রতিপালয়ন্।
অথৈনং কৌরবশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৪০
মহতা রথবংশেন সর্বতঃ প্রত্যবারয়ন্।
বিস্ফারয়ন্তশ্চাপানি বিসৃজন্তশ্চ সায়কান্ ॥ ৪১
সৈন্ধবং পর্যরক্ষন্ত আসনাৎ তনয়স্য বৈ।
ততঃ পার্থস্য শূরস্য বাহ্বোর্বলমদৃশ্যত ॥ ৪২
ইষূণামক্ষয়ত্বঞ্চ ধনুষো গাণ্ডিবস্য চ।
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য দ্রোণৈঃ শারদ্বতস্য চ ॥ ৪৩
একৈকং দশভির্বাণৈঃ সর্বানেব সমার্পয়ৎ।
তং দ্রৌণিঃ পঞ্চবিংশত্যা বৃষসেনশ্চ সপ্তভিঃ ॥ ৪৪
দুর্যোধনস্তু বিংশত্যা কর্ণ-শল্যৌ ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
ত এনমভিগর্জন্তো বিব্যাধুশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৫

এইরূপ বল-পরাক্রমরূপ সম্পদে সম্পন্ন হইয়া অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য অবস্থিত দর্শন করত আপনার সৈন্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও মহাধনুর্ধর বীরগণ উহা সহ্য করিতে পারিলেন না।

দুর্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন, মদ্ররাজ শল্য, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য এবং স্বয়ং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ—ইঁহারা সকলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার জন্য সন্নদ্ধ হইয়া কিরীটধারী অর্জুনকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ২৮-৩৩

এই সময় যুদ্ধদুর্মদ কুন্তীকুমার অর্জুন স্বীয় গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কারধ্বনি করিতে করিতে যেন রথ-মার্গে নৃত্য করিতেছিলেন এবং যুদ্ধবিস্তারকারী যমরাজের ন্যায় ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীত হইতেছিলেন। ইঁহাকে যুদ্ধবিশারদ সমস্ত কৌরব-মহারথীরা নির্ভয় হইয়া চারিদিকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন।

ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বধ করিবার ইচ্ছায় সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে পশ্চাতে রাখিয়া সূর্যাস্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা করত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই সময় সূর্যদেব রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এই কৌরব-সৈন্যগণ সর্পদেহতুল্য প্রতীয়মান নিজেদের বাহু-সমূহের দ্বারা ধনুষ্কলকে নত করত অর্জুনের উপর সূর্যকিরণ-সদৃশ তেজস্বী শত শত বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর রণদুর্মদ কিরীটধারী অর্জুন নিক্ষিপ্ত এই সকল বাণের প্রতি বাণকেই দুই, তিন ও আট খণ্ডে ছেদন করত সেই রথী বীরগণকেও বাণবিদ্ধ করিলেন।

রাজন্! যাঁহার ধ্বজে সিংহপুচ্ছের চিহ্ন ছিল, সেই শারদ্বতীপুত্র কৃপাচার্য স্বীয় বল-পরাক্রম দেখাইতে দেখাইতে অর্জুনকে নিবারণ করিলেন।

তিনি এই সময় দশ বাণে অর্জুনকে এবং সাত বাণে শ্রীকৃষ্ণকে আহত করিয়া রথের মার্গে জয়দ্রথকে রক্ষা করিতে থাকিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তাহার পর কৌরব-সৈন্যের শ্রেষ্ঠ মহারথী বীরগণ বিশাল রথসমূহের দ্বারা কৃপাচার্যকে চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিলেন।

ইঁহারা সকলে আপনার পুত্র দুর্যোধনের আজ্ঞায় ধনু আকর্ষণ করিতে এবং বাণ নিক্ষেপ করিতে থাকিয়া সেখানে জয়দ্রথকে সর্বদিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

তাহার পর এস্থলে বীরবর কুন্তীকুমার অর্জুনের বাহুবল দেখা যাইল এবং তাঁহার গাণ্ডীব-ধনু ও বাণসমূহের অক্ষয়তারও পরিচয় পাওয়া যাইল।

তিনি অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্যের অস্ত্রসমূহকে স্বীয় অস্ত্রসকলের দ্বারা নিবারণ করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেককেই দশটি করিয়া বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।

এই সময় অশ্বত্থামা পাঁচ, বৃষসেন সাত, দুর্যোধন বিশ এবং কর্ণ ও শল্য তিনটি তিনটি করিয়া বাণে অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন।

ইঁহারা অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বারংবার গর্জন, তাঁহাকে

বিধূন্বতশ্চ চাপানি সর্বতঃ প্রত্যবারয়ন্।
স্নিগ্ধৈঃ সর্বতশ্চক্রু রথমণ্ডলমাত্ত তে ॥ ৫৬
সূর্যাস্তমনমিচ্ছন্তস্ত্বরমাণা মহারথাঃ।
ত এনমভিনর্দন্তো বিধূন্বানা ধনূংষি চ ॥ ৫৭
সিষিচুর্মার্গণৈস্তীক্ষ্ণৈর্গিরিং মেঘা ইবাম্বুভিঃ।
তে মহাস্ত্রাণি দিব্যানি তত্র রাজন্ ব্যদর্শয়ন্ ॥ ৫৮
ধনঞ্জয়স্ত পাত্রে তু শূরাঃ পরিঘবাহবঃ।
হতভূয়িষ্ঠবোধং তৎ কৃত্বা তব বলং বলী ॥ ৫৯
আসসাদ ত্বরাবদ্যঃ সৈন্ধবং সত্যবিক্রমঃ।
তং কর্ণঃ সংযুগে রাজন্ প্রত্যবারয়দাশুগৈঃ ॥ ৬০
দিবস্তো ভীমসেনস্ত সাত্বতস্ত চ ভারত।
তং পার্থো দশভির্বাণৈঃ প্রত্যবিধ্যদ্ রথাজিরে ॥ ৬১
সূতপুত্রং মহাবাহুঃ সর্বসৈন্যস্ত পশ্যতঃ।
সাত্বতশ্চ ত্রিভির্বাণৈঃ কর্ণং বিব্যাধ মারিষ ॥ ৬২

ভীমসেনস্ত্রিভিশ্চৈব পুনঃ পার্থশ্চ সপ্তভিঃ।
তান্ কর্ণঃ প্রতিবিব্যাধ ষষ্ঠ্যা ষষ্ঠ্যা মহারথঃ ॥ ৬৩
তদ্ যুদ্ধমভবদ্ রাজন্ কর্ণস্ত সহ পাণ্ডবৈঃ
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম সূতপুত্রস্ত মারিষ ॥ ৬৪
যদেকঃ সমরে ক্রুদ্ধস্ত্রীন্ রথান্ পর্যবারয়ৎ।
ফাল্গুনস্ত মহাবাহুঃ কর্ণং বৈকর্তনং রণে ॥ ৬৫
সায়কানাং শতেনৈব সর্বমর্মস্বতাড়য়ৎ।
ঋষিরোক্ষিতসর্বাঙ্গঃ সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৬৬
শরৈঃ পঞ্চশতা বীরঃ ফাল্গুনং প্রত্যবিধ্যত।
তস্ত তল্লাঘবং দৃষ্ট্বা নামৃষ্যত রণেঽর্জুনঃ ॥ ৬৭
ততঃ পার্থো ধনুশ্ছিত্ত্বা বিব্যাধৈনং স্তনান্তরে।
সায়কৈর্নবভির্বীরস্ত্বরমাণো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৬৮
অথাস্তদ্ ধনুরাদায় সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্
সপ্তত্যৈকেষুসাহস্রৈশ্ছাদয়ামাস পাণ্ডবম্ ॥ ৬৯

পুনঃ পুনঃ বাণবিদ্ধ এবং বহু আস্ফোলিত করিতে থাকিয়া সকল দিক্ দিয়াই অর্জুনের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন।

এই সকল মহারথী সূর্যাস্ত কামনা করিয়া অতিশয় ত্বরাবিত সহিত নিজেদের রথশ্রেষ্ঠকে পরস্পর মিলিত করত চারিদিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

যেরূপ মেঘ পর্বতসমূহের উপর তীব্র জলধারার আঘাত করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সব কৌরব-মহারথী ধনু আস্ফোলিত করিতে এবং অর্জুনের সম্মুখে গর্জন করিতে থাকিয়া তাঁহার উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

পরিঘতুল্য সুদৃঢ় বাহুবিশিষ্ট এই সব বীরগণ অর্জুনের শরীরের উপর দিয়া মহাস্ত্রসকল প্রদর্শন করিতে থাকিলেন।

তথাপি সত্যপরাক্রমী বলবান্ এবং দৃঢ় বীর অর্জুন আপনার সৈন্যদের অধিকাংশ যোদ্ধাকেই সংহার করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের উপর আক্রমণ করিলেন।

রাজন্! ভরতনন্দন! সেই যুদ্ধস্থলে কর্ণ ভীমসেন ও সাত্যকির সম্মুখেই নিজ শীঘ্রগামী বাণসমূহের দ্বারা অর্জুনের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন।

কিন্তু এই সময় মহাবাহু অর্জুন সমরাঙ্গণে সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই সূতপুত্র কর্ণকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন।

মাননীয় নরেশ! তদনন্তর সাত্যকি তিনবাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন, পুনরায় ভীমসেনও তাঁহাকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং অর্জুন সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন।

তখন মহারথী কর্ণ এই তিনজনকে দুইটি করিয়া বাণবিদ্ধ করত প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। রাজন্! কর্ণের এই যুদ্ধ অনেক বীরের সহিত হইতেছিল।

আর্য! সেখানে আমরা সূতপুত্র কর্ণের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, সমরাঙ্গণে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি একাকীই ভীমসেন, সাত্যকি ও অর্জুন এই তিন মহারথীর অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

এই সময় মহাবাহু অর্জুন ধনুকে একসঙ্গে বাণের দ্বারা সূতপুত্র কর্ণের সমস্ত মর্মস্থানে আঘাত করিলেন।

প্রতাপশালী সূতপুত্র কর্ণের তখন সর্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত হইয়া যাইল, তথাপি সেই বীর পঁচিশটি বাণপ্রহার করিয়া অর্জুনকে আহত করিয়া ফেলিলেন। ধনুকে তাঁহার এই নৈপুণ্য দেখিয়া অর্জুন সহ্য করিতে পারিলেন না। ৫৭-৬৭

তদনন্তর কুন্তীকুমার বীর ধনঞ্জয় কর্ণের ধনু ছেদন করিয়া অতিসত্বর তাঁহার বক্ষঃস্থলে নয়টি বাণের দ্বারা আঘাত করিলেন। ৬৮

তখন প্রতাপশালী সূতপুত্র কর্ণ অন্য ধনু গ্রহণ পূর্বক আট হাজার বাণের দ্বারা পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। ৬৯

তাং বাণবৃষ্টিমতুলাং কর্ণচাপসমুদ্ভিতাম্।
বাধমৎ সায়কৈঃ পার্থঃ পবনস্তামিব দ্রুতঃ ॥ ৭০
ছাদয়ামাস চ তদা সায়কৈরর্জুনো রণে।
পক্ষতাঃ সর্ব্বযোধানাং দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্ ॥ ৭১
বধার্থং চাস্য সমরে সায়কং সূর্য্যবর্চসম্।
চিক্ষেপ ত্বরয়া যুক্তস্তরাকালে ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৭২
তমাপতন্তং বেগেন দ্বৌণিশ্চিচ্ছেদ সায়কম্।
অর্দ্ধচন্দ্রেণ তীক্ষ্ণেন স ছিন্নঃ প্রাপতদ্ ভুবি ॥ ৭৩
কর্ণোঽপি ত্বিতয়া যুক্তো ছাদয়ামাস ফাল্গুনম্।
সায়কৈর্বহুসাহস্রৈঃ কৃতপ্রতিকৃতেপ্সয়া ॥ ৭৪
তৌ বৃষাবিব নদন্তৌ নরসিংহৌ মহারথৌ।
সায়কৈস্তু প্রতিচ্ছন্নঃ চক্রতুঃ খমজিহ্মগৈঃ ॥ ৭৫
অদৃশ্যৌ চ শরৌঘৈস্তৌ নিঘ্নন্তাবিতরেতরম্।
কর্ণ পার্থোঽস্মি তিষ্ঠ ত্বং কর্ণোঽহং তিষ্ঠ ফাল্গুন ॥ ৭৬

ইত্যেবং তর্জয়ন্তৌ তৌ বাক্‌শল্যৈস্তদতাং তদা।
যুযুধাতে সমরে বীরৌ চিত্রং লঘু চ সুষ্ঠু চ ॥ ৭৭
প্রেক্ষন্বীরৌ চাত্তবতাং সর্ব্বযোধসমাগমে।
প্রশস্যমানৌ সমরে সিদ্ধ-চারণ-পন্নগৈঃ ॥ ৭৮
অযুধ্যেতাং মহারাজ পরস্পরবধৈষিণৌ।
ততো দুর্য্যোধনো রাজংস্তাবকানব্রবীত্তদা ॥ ৭৯
যত্তাদ্ রক্ষত রাধেয়ং নাহত্বা সমরেঽর্জুনম্।
নিবর্ত্তিষ্যতি রাধেয় ইতি মামুক্তবান্ বৃষঃ ॥ ৮০
এতস্মিন্নন্তরে রাজন্ দৃষ্ট্বা কর্ণস্য বিক্রমম্।
আকর্ণমুক্তৈরিষুভিঃ কর্ণস্য চতুরো হয়ান্ ॥ ৮১
অনয়ৎ প্রেতলোকায় চতুর্ভিঃ শ্বেতবাহনঃ।
সারথিং চাস্য ভল্লেন রথনীড়াদপাতয়ৎ ॥ ৮২
ছাদয়ামাস স শরৈস্তব পুত্রস্য পশ্যতঃ।
সঙ্ক্রাম্যমানঃ সমরে হতাশ্বো হতসারথিঃ ॥ ৮৩

কর্ণের ধনু হইতে উদ্ভূত এই সকল অস্ত্রতম বাণকে অর্জুন স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা সেইভাবে নষ্ট করিয়া দিলেন, যেরূপ বায়ু পবনের (ফড়িংয়ের) দলকে উড়াইয়া লইয়া যায় ॥ ৭০

তাহার পর অর্জুনও রণাঙ্গনে সর্বত্রূপে অবস্থিত সমস্ত যোদ্ধাগণকে স্বীয় হস্তলৈপুণ্য দেখাইতে থাকিয়া সেই সময় কর্ণকেও আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭১

সেই সময়ে ত্বরান্বিত হইবার সময়েই অন্তিম ত্বরা করিয়া অর্জুন সমরাঙ্গনে মৃতপুত্র কর্ণকে বধ করিবার জন্য তাঁহার উপর সূর্য্যতুল্য তেজস্বী একটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৭২

সেই বাণকে বেগে আসিতে দেখিয়া অশ্বত্থামা তীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্র বাণের দ্বারা উহাকে মধ্যপথেই কাটিয়া দিলেন। ইহাতে সেই বাণ ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৭৩

তখন শত্রুহন্তা কর্ণও তাঁহার এই কৃত অস্ত্রপ্রহারের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় বহু সহস্র বাণের দ্বারা পুনরায় অর্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭৪

এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারথী দুইটি বৃষের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে নিজ নিজ সরলগামী বাণসমূহের দ্বারা আকাশকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ৭৫

ইহারা উভয়ে সেই সময় পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকিয়া বহু বাণসমূহের দ্বারা অদৃশ্য হইয়া যাইলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে চীৎকার করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—কর্ণ! তুমি অবস্থান কর, আমি অর্জুন, (আর) অর্জুন! তুমি অবস্থান কর, আমি কর্ণ ॥ ৭৬

এইভাবে পরস্পরকে আহ্বান করিতে করিতে পরস্পরকে তর্জন করিতে থাকিয়া এই দুই বীর কর্ণ ও অর্জুন বাক্যরূপ বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে সত্বরতার সহিত আরও সুন্দর বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৭৭

সমস্ত যোদ্ধাগণের সেই সম্মেলনের মধ্যে ইহারা উভয়েই দর্শনীয় হইয়া উঠিলেন। মহারাজ! সমরাঙ্গনে সিদ্ধ, চারণ ও নাগগণের দ্বারা প্রশংসিত হইতে হইতে কর্ণ ও অর্জুন পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

রাজন্! তদনন্তর দুর্য্যোধন আপনার সৈন্যদিগকে বলিলেন,—বীরগণ! তোমরা যত্নসহকারে রাধাপুত্র কর্ণকে রক্ষা কর। সে রণাঙ্গনে অর্জুনকে বধ না করিয়া ফিরিয়া আসিবে না; কারণ, সে আমাকে এই কথাই বলিয়াছে ॥ ৭৮-৮০

রাজন্! এই সময় কর্ণের তাদৃশ পরাক্রম দেখিয়া শ্বেতবাহন অর্জুন কর্ণপর্য্যন্ত স্বীয় ধনু আকর্ণ করিয়া চারিটি নিক্ষিপ্ত বাণের দ্বারা কর্ণের চারিটি অশ্বকে প্রেতলোকে প্রেরণ করিলেন এবং একটি ভল্ল প্রহার করিয়া তাঁহার সারথিকে সংহার করত রথের আসন হইতে ভূপাতিত করিলেন ॥ ৮১-৮২

তাহার পর আপনার পুত্রগণের সাক্ষাতেই তিনি কর্ণকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। অশ্ব ও সারথি নিহত হইয়া যাইলে পর সমরাঙ্গনে বাণসমূহে আবৃত কর্ণ বাণ-

মোহিতঃ শরজালেন কর্তব্যং নাভ্যপদ্যত।
তা তথা বিরথং দৃষ্ট্বা রথমারোপ্য তং তদা ॥ ৮৭
অশ্বত্থামা মহারাজ পুনর্যোদ্ধুমযোজয়ৎ।
মন্ত্ররাজশ্চ কৌন্তেয়মবিধ্যৎ ত্রিংশতা শরৈঃ ॥ ৮৫
শারদ্বতস্তু বিংশত্যা বাসুদেবং সমার্পয়ৎ।
ধনঞ্জয়ঃ ষোড়শভিরাজঘান শিলীমুখৈঃ ॥ ৮৬
চতুর্ভিঃ সিন্ধুরাজশ্চ বৃষসেনশ্চ সপ্তভিঃ।
পৃথক্ পৃথক্ মহারাজ বিব্যধুঃ কৃষ্ণ-পাণ্ডবৌ ॥ ৮৭
তথৈব তান্ প্রত্যবিধ্যৎ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
দ্রোণপুত্রং চতুঃষষ্ট্যা মন্ত্ররাজং শতেন চ ॥ ৮৮
সৈন্ধবং দশভির্বাণৈর্বৃষসেনং ত্রিভিঃ শরৈঃ।
শারদ্বতঞ্চ বিংশত্যা বিদ্ধ্বা পার্থো ননাদ চ ॥ ৮৯
তে প্রতিজ্ঞাপ্রতীঘাতমিচ্ছন্তঃ সব্যসাচিনঃ।
সহিতাস্তাবকাস্তূর্ণমভিপেতুর্ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৯০

অপার্জুনঃ সর্বতো বাক্যপাশৈঃ
প্রাচ্ছন্দয়ন্ দ্রাগথ তে ধার্তরাষ্ট্রান্।
তং প্রত্যুদীয়ুঃ কুরবঃ পাণ্ডুপুত্রাঃ
রথৈর্মহাদ্রৈঃ শরবর্ষাণ্যবর্ষন্ ॥ ৯১
ততস্তু তস্মিংস্তমুলে সমুদ্যতে
সুদারুণে ভারত মোহনীয়ে।
মোহমুপেত্য প্রাপ্য স রাজপুত্রঃ
কিরীটমালী বাক্যজ্বরৌঘান্ ॥ ৯২
: সব্যসাচী কুরুবীরঃ
স্মরন্ ক্লেশান্ দ্বাদশবর্ষাণ্যুষিত্বান্।
গাণ্ডীবমুক্তৈরিষুভির্মহাত্মা
সর্বা দিশো
প্রদীপ্তোল্কনভশ্চাস্তরিক্ষং
মৃতেষু লেহেষ্বপতন্ বয়াংসি।
যং পিঙ্গলজ্যেন কিরীটমালী
ক্রুদ্ধো রিপূনাজঘনে হস্তি ॥ ৯৪

আলে মোহিত হইয়া কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইলেন না যে, এখন তাঁহার পক্ষে কি করণীয়।

মহারাজ! কর্ণকে এইরূপে রথহীন হইতে দেখিয়া অশ্বত্থামা সেই সময় তাঁহাকে স্বরথে তুলিয়া লইলেন এবং তিনি পুনরায় অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই সময় মন্ত্ররাজ শল্য কুন্তীপুত্র অর্জুনকে ত্রিশটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ৮৩-৮৫

তাহার পর কৃপাচার্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বিশটি বাণে প্রহার করিলেন এবং অর্জুনকে বাহাত্তর বাণের দ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ৮৬

মহারাজ! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ চার ও বৃষসেন সাতটি বাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৮৭

এইরূপ কুন্তীপুত্র অর্জুনও ইঁহাদিগকে বাণ বিদ্ধ করিয়া উহার প্রতিশোধ লইলেন। অর্জুন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে চৌষট্টি, শল্যকে একশত, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে দশ, বৃষসেনকে তিন এবং কৃপাচার্যকে বিশটি বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৮৮-৮৯

ইহা দেখিয়া সব্যসাচী অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবার বাসনা করিয়া আপনার এই সমস্ত সৈন্যগণ একত্রে সংগঠিত হইয়া অতিক্রত তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৯০

তদনন্তর অর্জুন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে ভয়ভীত করিতে করিতে সকলদিকে বাক্যপাশ প্রকটিত করিলেন। এদিকে কৌরব-সৈন্যরা রথসমূহের দ্বারা অর্জুনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং তাঁহার উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন ॥ ৯১

ভারত! সকলকে মোহিতকারী সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পরও কিরীটধারী রাজকুমার অর্জুন অল্পও মোহিত হইলেন না। তিনি তখন বাণসমূহ বর্ষণ করিতেই থাকিলেন ॥ ৯২

অগ্রমেয় শক্তিশালী মহাত্মা সব্যসাচী অর্জুন স্বীয় রাজ্য লাভ করিতে উৎসুক ছিলেন। তিনি কৌরব-গণ প্রদত্ত ক্লেশসমূহ এবং বার বর্ষ পর্যন্ত উপভুক্ত বনবাসের সকল কষ্ট স্মরণ করিতে করিতে গাণ্ডীব-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণরাশির দ্বারা সমস্ত দিক্‌কে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ৯৩

আকাশ প্রজ্বলিত উল্কাসমূহে আলোকিত হইয়া উঠিল এবং যোদ্ধাগণের মৃত দেহসমূহে মাংসভক্ষী পক্ষীরা পতিত হইতে লাগিল; কারণ, সেই সময় ক্রুদ্ধ কিরীটধারী অর্জুন পিঙ্গলবর্ণ গুণযুক্ত গাণ্ডীব ধনুর দ্বারা শত্রুদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৯৪

ততঃ কিরীটি মহতা মহাধনাঃ
শরাসনেনাস্য শরাননৌকসঃ।
হয়প্রবেকোত্তমনাগপৃষ্ঠগান্
কুরুপ্রবীরানিষুভির্ব্যপাতয়ৎ ॥ ২৫
রথাংশ্চ তূণীঃ পরিধানরজ্জবঃ-
নসীংশ্চ শক্তীশ্চ রণে নরাধিপাঃ।
মহাস্তি শস্ত্রাণি চ ভীমদর্শনাঃ
প্রগৃহ্য পার্শ্বে সহসাভিদুদ্রুবুঃ ॥ ২৬
ততো যুগান্তাগ্নিসমস্বনং মহ-
ন্মহেন্দ্রচাপপ্রতিমঞ্চ পাণ্ডবম্।
চকর্ষ দোর্ভ্যাং বিধনুস্ তলং যযৌ
মহাস্ত্রবীরান্ যমরাষ্ট্রবর্ধনঃ ॥ ২৭
স তান্ধনুষ্মান্ সরথান্ সবারণান্
পদাতিসঙ্ঘাংশ্চ মহাধনুর্ধরঃ।
বিপন্নসর্বায়ুধজীবিতান্ রণে
চকার বীরো যমরাষ্ট্রবর্ধনান্ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধ-পর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৫

তাহার পর সজ্জসৈন্যকারী মহাধনুর্ধর কিরীটধারী অর্জুন বিশাল ধনুর দ্বারা বাণসমূহ প্রহার করিয়া উত্তম অশ্ব ও শ্রেষ্ঠ হস্তিসকলের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট প্রধান প্রধান কৌরব-বীরগণকে সংহার করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥ ২৫

সেই রণাঙ্গনে দেখিতে ভয়ঙ্কর যে নরপতি ভারী গদা, লৌহনির্মিত পরিঘ, তরবারি, শক্তি এবং অন্য বড় বড় অস্ত্রসমূহ হস্তে ধারণ করিয়া যুদ্ধাভিলাষী অর্জুনের উপর সহসা আক্রমণ করিলেন ॥ ২৬

তখন যমরাজের রাজ্যবৃদ্ধিকারী অর্জুন প্রলয়কালের মেঘের ন্যায় গম্ভীর ধ্বনিকারী এবং ইন্দ্রধনুতুল্য প্রতীয়মান বিশাল গাণ্ডীবধনুটিকে হাতসহকারে দুই হাতে আকর্ষণ করিলেন ও আপনার সৈন্যদিগকে হৃষ্ট করিতে থাকিয়া তিনি তীব্রবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ২৭

মহাধনুর্দ্ধর বীর অর্জুন রথ, হাতী ও পদাতি সৈন্যবাহিনী-সহ সেই কৌরব সৈন্যদিগকে প্রচণ্ড গতিতে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাঁহাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও জীবনকে নষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে যমরাজ্যের বৃদ্ধিকররূপে পরিণত করিয়া দিলেন ॥ ২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্যাদ্ভুতপরাক্রমঃ, সিন্ধুরাজজয়দ্রথবধশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

শ্রুত্বা নিনাদং ধনুষশ্চ তস্য
বিস্পষ্টমুৎক্রুষ্টমিবান্তকস্য।
শক্রাশনিস্ফোটনিভং সুঘোরং
বিকৃষ্যমাণস্য ধনঞ্জয়েন॥ ১

ত্রাসোদ্বিগ্নং তথোদ্ধ্রান্তং ধন্বীয়ং তদ্ বলং নৃপ।
যুগান্তবাতসংক্ষুব্ধঃ চলদ্বীচিতরঙ্গিতম্॥ ২

প্রলীনমীনমকরং সাগরাম্ভ ইবাভবৎ।
স রথে ব্যচরৎ পার্থঃ প্রেক্ষমাণো ধনঞ্জয়ঃ॥ ৩

যুগপদ্ দিক্ষু সর্বাসু সর্বাণ্যস্ত্রাণি দর্শয়ন্।
আদদানং মহারাজ সন্দধানঞ্চ পাণ্ডবম্॥ ৪

উৎকর্ষন্তং সৃজন্তঞ্চ ন স্ম পশ্যাম লাঘবাৎ।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাবাহুরৈন্দ্রমস্ত্রং দুরাসদম্॥ ৫

প্রাদুশ্চক্রে মহারাজ ত্রাসনং সর্ব ভারত।
ততঃ শরাঃ প্রাদুরাসন্ দিব্যাস্ত্রপ্রতিমন্বিতাঃ॥ ৬

প্রদীপ্তাশ্চ শিখিমুখাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
আকর্ণপূর্ণনির্মুক্তৈরার্কাংশুনিভৈঃ শরৈঃ॥ ৭

নভোঽভবৎ তদ্ দুষ্প্রেক্ষ্যমুল্কাভিরিব সংবৃতম্।
ততঃ শব্দান্ধকারং তৎ কৌরবৈঃ সমুদীরিতম্॥ ৮

অশক্যং মনসাপ্যন্যৈঃ পাণ্ডবঃ সমুবাহরৎ।
নাশয়ামাস বিক্রম্য শরৈর্দিব্যাস্ত্রমন্ত্রিতৈঃ॥ ৯

নৈশং তমোঽংশুভিঃ ক্ষিপ্রং দিনাদাবিব ভাস্করঃ।
ততস্তু তাবকং সৈন্যং দীপ্তৈঃ শরগভস্তিভিঃ॥ ১০

আক্ষিপৎ পবনাধূনি নিদাঘার্ক ইব প্রভুঃ।
ততো দিব্যাস্ত্রবিদুষা প্রহিতাঃ সায়কাঃশরৈঃ॥ ১১

সমাস্তরন্ দ্বিষৎসৈন্যং লোকং ভানোরিবাংশবঃ।
অন্যাপদে সমুৎসৃষ্টা বিশিখাস্তিগ্মতেজসঃ॥ ১২

ষট্‌চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[অর্জুনের অদ্ভুত পরাক্রম এবং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ-বধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সেই সময় অর্জুনকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া গাণ্ডীব-ধনুর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর টঙ্কার-ধ্বনি বজ্রাঘাতের সুস্পষ্ট গর্জন এবং ইন্দ্রের বজ্র-পতনের তুল্য মনে হইতেছিল। উহা শ্রবণ করত আপনার সৈন্য-বাহিনী ভয়ে উদ্বিগ্ন ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। সেই সময় উহাদের অবস্থা প্রলয়কালীন প্রচণ্ড বায়ুবিক্ষুব্ধ ও উদ্বেল তরঙ্গমালাপরিব্যাপ্ত মহাসাগরের জলের ন্যায় হইয়া ছিল, যে জলে মৎস্য ও মকরাদি জলজন্তুগণ লীন হইয়া অবস্থিত ছিল।

সেই রণাঙ্গনে কুন্তীকুমার অর্জুন এক লক্ষে চারিদিকেই দৃষ্ট হইতে থাকিয়া সর্বপ্রকার অস্ত্রসঞ্চালনের কৌশল দেখাইতে দেখাইতে বিচরণ করিতে ছিলেন।

মহারাজ! সেই সময় অর্জুনের অদ্ভুত নৈপুণ্যবশতঃ আমরা ইহা দেখিতেই পাইতেছিলাম না যে, তিনি কখন বাণগ্রহণ করিতেছেন, কখন উহা ধনুতে যোজনা করিতেছিলেন, কখন বাণ আকর্ষণ করিতেছিলেন এবং কখন বাণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন।

নরেশ্বর! তদনন্তর মহাবাহু অর্জুন ক্ষুব্ধ হইয়া কৌরব-সৈন্যের সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে ভীত করিতে করিতে দুর্ধর্ষ ঐন্দ্রাস্ত্র প্রকটিত করিলেন।

মহারাজ! সেই সময় অর্জুনের অদ্ভুত নৈপুণ্যবশতঃ আমরা ইহা দেখিতেই পাইতে ছিলাম না যে, তিনি কখন বাণ গ্রহণ করিতেছিলেন এবং কখন বাণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন।

নরেশ্বর! তদনন্তর মহাবাহু অর্জুন ক্ষুব্ধ হইয়া কৌরব-সৈন্যের সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে ভীত করিতে করিতে দুর্ধর্ষ ঐন্দ্রাস্ত্র প্রকটিত করিলেন।

ইহা হইতে তখন দিব্যাস্ত্রসম্বন্ধী মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত হওত শত শত ও সহস্র সহস্র প্রজ্বলিত অগ্নিমুখ বাণ আবির্ভূত হইতে লাগিল।

ধনুটিকে কর্ণ-পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত অগ্নিশিখা এবং সূর্যকিরণতুল্য তেজস্বী বাণসমূহে পূর্ণ আকাশ যেন উল্কা দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছিল। তখন তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করাই কঠিন ছিল।

তদনন্তর কৌরবগণও এত অন্ধকার সৃষ্টি করিলেন যে, তাহাতে চারিদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। অপর কোন যোদ্ধাই সেই অন্ধকারকে নষ্ট করিবার চিন্তাই মনে আনিতে পারিলেন না; কিন্তু পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অতিসত্বর দিব্যাস্ত্রসম্বন্ধযুক্ত মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত বাণসমূহে উহা সেইভাবে নষ্ট করিয়া

হৃদয়ান্যাত্ত বীরাণাং বিবিশুঃ প্রিয়বন্ধুবৎ।
য এনমীয়ুঃ সমরে যদ্‌যোধাঃ ত্বরমাণিনঃ ॥ ১৩
শলভা ইব তে দীপ্তমগ্নিং প্রাপ্য যযুঃ ক্ষয়ম্।
এবং স মুদ্গন্ শত্রূণাং জীবিতানি যশাংসি চ ॥ ১৪
পার্থশ্চচার সংগ্রামে মৃত্যুর্বিগ্রহবানিব।
সকিরীটানি বক্ত্রাণি সাঙ্গদান্ বিপুলান্ ভুজান্ ॥ ১৫
সকুণ্ডলযুগান্ কর্ণান্ কেযূরাঙ্গদহারজান্।
সত্রোমরান্ গজস্থানাং সপ্রাসান্ হতসাদিনাম্ ॥ ১৬
সচর্মণঃ পদাতীনাং রথিনাঞ্চ সমন্ততঃ।
সপ্রতোদান্ নিরস্যূণাঃ বাহূংশ্চিচ্ছেদ পাণ্ডবঃ ॥ ১৭
প্রদীপ্তোগ্রশরার্চিষ্মান্ ধনুষো ভস্ত্র ধনঞ্জয়ঃ।
স বিস্ফুলিঙ্গাগ্রশিখো জলন্নিব হুতাশনঃ ॥ ১৮

তং দেবরাজপ্রতিমং সর্বশস্ত্রভৃতাং বরম্।
যুগপদ্ দিক্ষু সর্বাসু রথস্থাঃ পুরুষর্ষভম্ ॥ ১৯
নিক্ষিপন্তঃ মহাস্ত্রাণি প্রেক্ষণীয়ং ধনঞ্জয়ম্।
নৃত্যন্তঃ রথমার্গেষু দদৃশুর্জাতলাঘিনম্ ॥ ২০
নিরীক্ষিতুং ন শেকুস্তে যত্নবন্তোঽপি পার্থিবাঃ।
মধ্যং দিনগতং সূর্যং প্রতপন্তমিবাম্বরে ॥ ২১
দীপ্তোগ্রসত্ত্বস্তপনঃ কিরীটী বিররাজ হ।
বর্ষাম্বিবোদীর্ণজলঃ সেন্দ্রচাপাম্বুদো মহান্ ॥ ২২
মহাস্ত্রসম্প্লবে তস্মিন্ জিষ্ণুনা সম্প্রবর্ষিতে।
সুদুস্তরে মহাঘোরে মমজ্জুর্যোধপুঙ্গবাঃ ॥ ২৩
উৎকৃত্তবদনৈর্দেহৈঃ শরীরৈঃ কৃত্তবাহুভিঃ।
ভূমৈশ্চ পাণিভির্মুক্তৈঃ পাণিভির্বাহুলীকৃতৈঃ ॥ ২৪

দিলেন, যেরূপ প্রাতঃকালে সূর্যদেব স্বীয় কিরণাবলির দ্বারা রাত্রির অন্ধকারকে শীঘ্রই নষ্ট করিয়া থাকেন।

তাহার পর যেরূপ গ্রীষ্মকালে শক্তিশালী সূর্যদেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণীগুলির জলকে সত্বর শুকাইয়া দিয়া থাকেন, সেইরূপ সামর্থ্যশালী অর্জুনও সূর্য স্বীয় বাণসমূহ প্রজ্বলিত কিরণাবলির দ্বারা আপনার শৈত্যগুণ জলকে সত্বর শুষ্ক করিয়া ফেলিলেন।

ইহার পর দিবামধ্যগত অভিজ্ঞ অর্জুনরূপ সূর্যের দ্বারা বিকীর্ণ বাণসমূহ কিরণাবলি শত্রুসিংহের সৈন্যগণকে সেইরূপে আক্রান্ত করিয়া দিলেন, যেরূপ সূর্যের রশ্মি সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে।

তদনন্তর অর্জুনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত অন্য প্রচণ্ড তেজস্বী বাণসকল বীর যোদ্ধাগণের হৃদয়ে প্রিয় বন্ধুর ন্যায় সত্বর প্রবেশ করিতে লাগিল।

সমরাঙ্গণে নিজেকে বীর বলিয়া মনে করেন, এরূপ আপনার যে যে যোদ্ধা অর্জুনের সম্মুখে গমন করিলেন, ইঁহারা সকলে অগ্নিতে পতিত পতঙ্গদলের ন্যায় নষ্ট হইয়া যাইলেন।

এইরূপ কুরীকুমার অর্জুন শত্রুগণের জীবন ও যশকে ধূলির সহিত মিশাইয়া দিয়া মূর্তিমান্ মৃত্যুর ন্যায় রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

এই সময় তিনি স্বীয় বাণসমূহে কোন কোন শত্রুদের মুকুট-শোভিত মস্তক, কোন কোন শত্রুগণের অঙ্গদভূষিত বিশাল বাহু এবং কোন কোন শত্রুবর্গের দুই কুণ্ডল-মণ্ডিত দুই কর্ণ ছেদন করত স্থানচ্যুত করিয়া দিলেন।

পাণ্ডুনন্দন অর্জুন হস্ত্যারোহী যোদ্ধাদের তোমরযুক্ত, অশ্বারোহী যোদ্ধাদের প্রাসযুক্ত, পদাতি যোদ্ধাদের চর্মযুক্ত, রথারোহী যোদ্ধাদের ধনুর্যুক্ত এবং সারথিগণের প্রতোদদণ্ড (চাবুক)-যুক্ত বাহুসকল ছেদন করিতে লাগিলেন ॥ ১-১৭

উজ্জ্বল ও উগ্রবাণরশ্মি শিখাসমূহে যুক্ত তেজস্বী অর্জুন সেখানে স্ফুলিঙ্গ ও শিখাযুক্ত প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ১৮

দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় রথে উপবিষ্ট সমস্ত অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন একসঙ্গে সমস্তদিকেই মহাস্ত্রসকল প্রহার করিতে থাকিয়া সকলের পক্ষেই দর্শনীয় হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বীয় ধনুর টঙ্কার-ধ্বনি করিতে করিতে রথের মার্গে বেগে নৃত্য করিতেছিলেন। যেরূপ আকাশে তাপদায়কারী দিবা দ্বিপ্রহরের সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত সম্ভব হয় না, সেইরূপ অর্জুনের দিকেও সমস্ত রাজারা চেষ্টা করিয়াও দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১৯-২১

প্রজ্বলিত ও ভয়ঙ্কর বাণধারী এবং কিরীটশোভিত অর্জুন বর্ষাকালে অধিক জলে পূর্ণ ইন্দ্রধনুযুক্ত মহামেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২২

সেই যুদ্ধস্থলে অর্জুন মহাস্ত্রসকলকে এরূপে বর্ষিত করিতেছিলেন, যাহারা অতিশয় দুস্তর ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল। উহাতে কৌরব-দলের বহুসংখ্যক যোদ্ধা নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিলেন ॥ ২৩

তাৎপর্য। অর্জুনের এই মহাযুদ্ধ মৃত্যুর ক্রীড়াস্থলরূপে পরিণত হইয়াছিল, যাহা অল্পসকলের আঘাতেই সূচনা দেখাইতেছিল। সেখানে এরূপ বহু মৃতদেহ পড়িয়াছিল, যাহাদের মস্তক ছিন্ন এবং বাহুও খণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল। বহুসংখ্যক এরূপ বাহু দৃষ্টিগোচর

কৃত্তাগ্রহস্তৈঃ করিভিঃ কৃত্তদন্তৈর্মদোৎকটৈঃ।
হয়ৈশ্চ বিধুরশ্রীবৈ রথৈশ্চ শকলীকৃতৈঃ ॥ ২৫
নিকৃত্তাগ্রৈঃ কৃত্তপাদৈস্তথাঽন্যৈঃ কৃত্তসন্ধিভিঃ।
নিশ্চেষ্টৈর্বিক্ষুরদ্ভিশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ২৬
মৃত্যোরাঘাতললিতঃ তৎপার্থায়োধনং মহৎ।
অপশ্যাম মহীপাল ভীরূণাং ভয়বর্ধনম্ ॥ ২৭
আক্রীড়মিব রুদ্রস্য পুরাভ্যর্দয়তঃ পশূন্।
গজানাং ক্ষুরনির্ঘুষ্টৈঃ রবৈঃ সন্তুজগেব ভূঃ ॥ ২৮
ক্বচিদ্ বহ্বী প্রমথিনীব বক্ত পদ্মৈঃ সমাচিতা।
বিচিত্রোষ্ণীষমুকুটৈঃ কেয়ূরাঙ্গদকুণ্ডলৈঃ ॥ ২৯
স্বর্ণচিত্রতনুত্রৈশ্চ ভাণ্ডৈশ্চ গজবাজিনাম্।
কিরীটশতসঙ্কীর্ণা তত্র তত্র সমাচিতা ॥ ৩০
বিররাজ ভৃশং চিত্রা মহী নববধূরিব।
মজ্জামেদঃ কর্দমিনীঃ শোণিতৌঘতরঙ্গিণীম্ ॥ ৩১
মর্মাস্থিভিরপাবাকৈ কেশশৈবলশাদ্বলাম্।
শিরোবাহুপলঘটাং কবন্ধোড়ুপসঙ্কটাম্ ॥ ৩২
চিত্রধ্বজপতাকাঢ্যাং গৃধ্রচাপোর্মিমালিনীম্
বিপতাকাং মহাকায়াং গজদেহাভিসঙ্কুলাম্ ॥ ৩৩
রথোড়ুপশতাকীর্ণাং হয়সজ্ঘাতরোধসম্।
রথচক্রযুগেষাক্ষকূবরৈরতিদুর্গমাম্ ॥ ৩৪
প্রাসাসিশক্তিপরশুবিশিখাভিদুরাসদাম্।
বলকক্ষমহানক্রাং গোমায়ুবকরোৎকটাম্ ॥ ৩৫
গৃধ্রোদগ্রবহাগ্রাহ্যাং শিবাভিরুতভৈরবাম্।
নৃত্যদ্ভেতপিশাচাঙ্গৈর্কৃতাকীর্ণাং সহস্রশঃ ॥ ৩৬
গতাসুযোধনিশ্চেষ্টশরীরশতবাহিনীম্।
মহাপ্রতিভয়াং রৌদ্রাং ঘোরাং বৈতরণীমিব ॥ ৩৭
নদীং প্রবর্তয়ামাস ভীরূণাং ভয়বর্ধিনীম্।
তাং দৃষ্ট্বা তত্র বিক্রান্তমস্তকস্থেন রূপিণঃ ॥ ৩৮

হইতেছিল, যাহাদের চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং যে হাতও অঙ্গুলিহীন ছিল। বহু মদোন্মত্ত হাতী ধরাশায়ী হইয়াছিল, যাহাদের শুণ্ডের অগ্রভাগ ও দন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, বহু ঘোড়ার মস্তক উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং রথ সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়াছিল। কাহারও অঙ্গ কাটিয়া গিয়াছিল। কাহারও পা ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বহু লোক নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং বহু যোদ্ধা ধরাশায়ী হইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল। ইহাদের সংখ্যা শত শত ও সহস্র সহস্র ছিল। আমরা দেখিলাম—সেই রণভূমি কাপুরুষগণের পক্ষে ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিল। ইহাতে মনে হইতেছিল—এই রণাঙ্গন যেন পুরা (প্রলয়) কালে পশুগণকে (জীবগণকে) পীড়িতকারী রুদ্রদেবের ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

কুরবাণসমূহে ছিন্ন হস্তিগণের শুণ্ড-শতকলে এই যুদ্ধভূমি সর্পপরিবেষ্টিত বলিয়া মনে হইতেছিল। কোন কোন স্থল যোদ্ধাগণের মুখকমলদলে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকায় রণভূমি কমল-পুষ্পের মালায় সুশোভিত বলিয়া মনে হইতেছিল।

বিচিত্র উষ্ণীষ (পাগ্‌ড়ী), মুকুট, কেয়ূর, অঙ্গদ, কুণ্ডল, স্বর্ণখচিত কবচ, হস্তি-অশ্বগণের আস্তরণ এবং শত শত কিরীট-সমূহে যেখানে সেখানে আচ্ছাদিত হইয়া সেই যুদ্ধভূমি নব-বধূর তুল্য অত্যন্ত অদ্ভুত শোভায় সুশোভিত হইতেছিল।

অর্জুন এই সময় কাপুরুষগণের ভয়জনক বৈতরণী নদী তুল্য এক অত্যন্ত অদ্ভুত ভয়ঙ্কর এবং ঘোর রক্তনদী প্রবাহিত করিয়াছিলেন, যে নদী প্রাণশূন্য শত শত নিশ্চেষ্ট যোদ্ধাগণের শরীরসকলকে বহন করিতেছিল। মজ্জা ও মেদ এই নদীর কর্দমরূপে পরিণত হইয়াছিল। ইহাতে রক্তেরই তরঙ্গ উঠিতেছিল। বীরগণের বস্ত্রস্থান ও অস্থিসমূহে ব্যাপ্ত এই নদী অপার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। কেশরাশি এই নদীর শেওলা ও ঘাস ছিল। যোদ্ধাগণের ছিন্ন বস্তুশ্রেণী ও বাহনকুলই ভীরুবর্গী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় মনে হইতেছিল। পতিত বক্ষঃস্থলের অস্থিসকলে উহা দুর্গম হইয়া উঠিয়াছিল। ছত্র ও ধনুকশ্রী তরঙ্গমালাসমূহে এই নদী সুশোভিত ছিল। প্রাণহীন প্রাণিগণই ইহার বিশাল শরীরের অবয়ব ছিল। বিচিত্র ধ্বজ ও পতাকাশ্রেণী ইহার মধ্যে পতিত ছিল, চক্রিগণের বহুদেহে উহা পূর্ণ ছিল, রথরূপ শত শত নৌকা উহার উপর দিয়া উত্তীর্ণ হইতেছিল, অশ্বগণের দল উহার তীর ছিল, রথসকলের চক্র, যুগ, ঈষাদণ্ড, অক্ষ, কূবরাদির জন্য এই নদী অতিশয় দুর্গম হইয়াছিল। প্রাস, ঋষ্টি, শক্তি, পরশু ও বাণরূপ সর্পগণে পরিপূর্ণ থাকায় এই নদীর মধ্যে প্রবেশ করা কঠিন ছিল। কাক ও কঙ্কাদি অন্যান্য উহার মধ্যে বাসকারী বড় বড় নক্র ছিল। গোমায়ুগণ বকগণের বাসভূমি ইহার উপরও আবদ্ধ বাড়িয়া গিয়াছিল। গৃধ্রগণই ইহার মধ্যে বড় বড় ও প্রচণ্ড গ্রাহ (হিংস্রজলজন্তু) ছিল। শৃগালগণের চীৎকারে এই নদী অতিশয় ভয়ানক প্রতীত হইতেছিল। নৃত্যপরায়ণ প্রেত

অভূতপূর্বং কুরুষু ভয়মাপাদ্য রণাজিরে।
তত আদায় বীরাণামস্ত্রৈরস্ত্রাণি পাণ্ডবঃ ॥ ৩৯
আত্মানং রৌদ্রমাচষ্ট রৌদ্রকর্মণ্যবস্থিতঃ।
ততো রথবরান্ রাজন্নতিক্রামদর্জুনঃ ॥ ৪০
মধ্যাহ্নগতঃ সূর্য্যঃ প্রতপন্নিবাম্বরে।
ন শেকুঃ সর্বভূতানি পাণ্ডবং প্রতিবীক্ষিতুম্ ॥ ৪১
প্রস্থতাংস্তস্য পাণ্ডীবাচ্ছরব্রাতান্ মহাত্মনঃ।
সংগ্রামে সম্প্রপশ্যামো হংসপঙ্‌ক্তিমিবাম্বরে ॥ ৪২
বিনিবার্য্য স বীরাণামস্ত্রৈরস্ত্রাণি সর্বতঃ।
দর্শয়ন্ রৌদ্রমাত্মানমুদ্রে কর্মণি স্থিতঃ ॥ ৪৩
স তান্ রথবরান্ রাজন্নতিক্রামৎ তথার্জুনঃ।
মোহয়ন্নিব নারাচৈস্তস্যরথবরেপ্সয়া।
বিসৃজন্ দিক্ষু সর্বাসু শরানসিতসারথিঃ ॥ ৪৪
সরথো বাচরৎ তূর্ণং প্রেক্ষণীয়ো ধনঞ্জয়ঃ।
ভ্রমন্ত ইব সূর্যস্য রশ্ময়ো মহাত্মনঃ ॥ ৪৫
অদৃশ্যন্তান্তরিক্ষস্থাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
আদদানং মহেষ্বাসং সন্দধানঞ্চ সায়কম্ ॥ ৪৬
বিসৃজন্তঞ্চ কৌন্তেয়ং নাদ্রাক্ষাম বৈ তদা।
তথা সর্বা দিশো রাজন্ সর্বাংশ্চ রথিনো রণে ॥ ৪৭
কবন্ধীকৃতা কৌন্তেয়ো জঘন্যথমুপাদ্রবৎ।
বিব্যাধ চ চতুঃষষ্ট্যা শরাণাং নতপর্বণাম্ ॥ ৪৮
সৈন্ধবাভিমুখং যান্তং যোধাঃ সম্প্রেক্ষ্য পাণ্ডবম্।
ত্যক্তবর্তন্ত রথাদ্ বীরা নিরাশাস্তস্য জীবিতে ॥ ৪৯
যো যোঽভ্যধাবদাক্রন্দে তাবকঃ পাণ্ডবং রণে।
তস্য তস্যাশুগা বাণাঃ শরীরে সুপতন্ প্রভো ॥ ৫০
কবন্ধসঙ্কুলং চক্রে তব সৈন্যং মহারথঃ।
অর্জুনো জয়তাং শ্রেষ্ঠঃ শরৈরগ্ন্যর্কসন্নিভৈঃ ॥ ৫১
এবং তৎ তব রাজেন্দ্র চতুরঙ্গবলং তদা।
ব্যাকুলীকৃতা কৌন্তেয়ো জঘন্যথমুপাদ্রবৎ ॥ ৫২

পিশাচাদি সহস্র সহস্র ভূতসমূহে উহা ব্যাপ্ত ছিল। সমরক্ষেত্রে মূর্তিমান্ যমরাজের ন্যায় অর্জুনের সেই অদ্ভুতপূর্ব পরাক্রম দেখিয়া কৌরবদের মধ্যে ভয় উৎপন্ন হইয়াছিল।

তদনন্তর পাণ্ডুনন্দন অর্জুন স্বীয় অস্ত্রসমূহের দ্বারা বিপক্ষ বীরগণের অস্ত্রসকল গ্রহণ পূর্বক রৌদ্রকর্মে নিরত থাকিয়া নিজেকে রৌদ্ররূপে সূচিত করিতেছিলেন।

রাজন্! তাহার পর অর্জুন বড় বড় রথিগণকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই সময় আকাশে তাপদানকারী দ্বিপ্রহরের সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের দিকে সমস্ত প্রাণিগণ দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেছিলেন না ॥ ৩৯-৪১

সেই মহাত্মা অর্জুনের গাণ্ডীব-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া সংগ্রামে পরিত্যক্ত বাণসমূহকে আমরা আকাশে হংসশ্রেণীর ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলাম ॥ ৪২

বীরগণের সকল অস্ত্রকে নিজের অস্ত্রসমূহের দ্বারা নিবারণ করিয়া স্বীয় রৌদ্রভাব দেখাইতে দেখাইতে তিনি উগ্রকর্মে নিরত হইলেন ॥ ৪৩

রাজন্! এই সময় রথশ্রেষ্ঠ-বধের ইচ্ছায় অর্জুন নারাচসমূহের দ্বারা সেই মহারথী বীরগণকে মোহিত করিতে করিতেই যেন তাঁহাদিগকে নিধন করিয়া যাইলেন। শ্বেতাশ্ব যাঁহার সারথি, সেই ধনঞ্জয় সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইতে হইতে রথ সহ অতি দ্রুতগতিতে সেখানে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

বীরবর মহাত্মা অর্জুন কর্তৃক চালিত শত শত ও সহস্র সহস্র বাণসমূহ আকাশপথেই যেন ঘুরিতেছে—ইহা দেখা যাইতে লাগিল।

সেই সময় আমরা কুরুবীরগণ মহাবলশালী অর্জুনকে বাণ গ্রহণ করিতে, স্থাপনা করিতে ও নিক্ষেপ করিতে দেখিতে পাইতে ছিলাম না ॥

রাজন্! এইরূপে অর্জুন রণাঙ্গনে সমস্ত দিক্‌মণ্ডল ও সকল রথী বীরগণকে কবন্ধপুষ্পতুল্য রোমাঞ্চিত করিতে করিতে জয়দ্রথের দিকে ধাবিত হইলেন ॥

সেই সময় তিনি জয়দ্রথকে চৌষট্টি আনত পর্বযুক্ত বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সম্মুখে যাইতে দেখিয়া আমাদের পক্ষের বীর যোদ্ধারা তাঁহার জীবন হইতে নিরাশ হইয়া যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিলেন ॥ ৪৪-৪৯

প্রভো! সেই তুমুল সংগ্রামে আপনার পক্ষের যে যে যোদ্ধা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই সেই যোদ্ধার শরীরে প্রাণান্তকর বাণসমূহ পতিত হইতে লাগিল ॥ ৫০

বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারথী অর্জুন অগ্নিশিখাসদৃশ তেজস্বী বাণসমূহের দ্বারা আপনার সৈন্যদিগকে কবন্ধসমূহে পূর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ৫১

রাজেন্দ্র! সেই সময় এই ভাবে আপনার সেই চতুরঙ্গিণী

দ্রৌণিঃ পঞ্চাশতাবিধ্যদ্ বৃষসেনং ত্রিভিঃ শরৈঃ।
কৃপায়মাণঃ কৌন্তেয়ঃ কৃপঃ নবভিরার্দয়ৎ ॥ ৫৩
শলাং ষোড়শভির্বাণৈঃ কর্ণং দ্বাত্রিংশতা শরৈঃ।
সৈন্ধবং তু চতুঃষষ্ট্যা বিদ্ধ্বা সিংহ ইবানদৎ ॥ ৫৪
সৈন্ধবস্তু তথা বিদ্ধঃ শরৈর্গাণ্ডীবধন্বনা।
ন চক্ষমে মুহুঃক্রুদ্ধস্তোত্রার্দিত ইব দ্বিপঃ ॥ ৫৫
স বরাহধ্বজসূর্দ্ধং স্বং পত্রানজিহ্মগান্।
ক্রুদ্ধাশীবিষসঙ্কাশান্ কর্মারপরিমার্জিতান্ ॥ ৫৬
আকর্ণপূর্ণমুৎক্ষিপ্য ফাল্গুনস্য রথং প্রতি।
ত্রিভিস্তু বিদ্ধ্বা গোবিন্দং নারাচৈঃ ষড়্ভিরর্জুনম্ ॥ ৫৭
অষ্টভির্বাজিনোঽবিধ্যদ্ ধ্বজং চৈকেন পত্রিণা।
স বিক্ষিপ্যার্জুনস্তূর্ণং সৈন্ধবপ্রহিতান্ শরান্ ॥ ৫৮
যুগপৎ তস্য চিচ্ছেদ শরাভ্যাং সৈন্ধবস্য চ।
সারথেশ্চ শিরঃ কায়াদ্ ধ্বজঞ্চ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ৫৯

স ছিন্নবর্ষ্টিঃ সুমহান্ পনস্য ইব শাখতঃ।
বরাহঃ সিন্ধুরাজস্য পপাতাগ্নিশিখোপমঃ ॥ ৬০
এতস্মিন্নেব কালে তু ত্বরিতং গচ্ছতি ভাস্করে।
অব্রবীৎ পাণ্ডবং রাজংস্তবমাণো জনার্দনঃ ॥ ৬১
এষ মধ্যে কৃতঃ ষড়্ভিঃ পার্থ বীরৈরমর্ষণৈঃ।
জীবিতেপ্সুর্মহাবাহো ভীতস্তিষ্ঠতি সৈন্ধবঃ ॥ ৬২
এতাননিজিত্য রণে ষড় রথান পুরুষর্ষভ।
ন শক্যঃ সৈন্ধবো হন্তুং যতো নির্যাস্যমর্জুন ॥ ৬৩
যোগমত্র বিধাস্যামি সূর্যস্যাবরণং প্রতি।
অস্তংগত ইতি ব্যক্তং প্রক্ষ্যতোকঃ স সিন্ধুরাট্ ॥ ৬৪
হর্ষেণ জীবিতাকাঙ্ক্ষী বিনাশার্থং তব প্রভো।
ন গোপ্স্যতি দুরাচারঃ স আত্মানং কথঞ্চন ॥ ৬৫
তত্র ছিদ্রে প্রহর্তব্যং ত্বয়াদ্য কুরুসত্তম।
ব্যপেক্ষা নৈব কর্তব্যা গতোঽস্তমিতি ভাস্করঃ ॥ ৬৬

সৈন্ধবকে ব্যাকুল করিয়া বৃষ্ণীকুমার অর্জুন কৃতব্রথের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৫৩

তিনি তখন অশ্বত্থামাকে পঞ্চাশ ও বৃষসেনকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং কৃপাচার্যকে কৃপাপুরুষ কেবল নয়টি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৩

শল্যকে ষোল, কর্ণকে বত্রিশ এবং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে চৌষট্টি বাণে বিদ্ধ করিয়া অর্জুন সিংহসদৃশ গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪

গাণ্ডীবধারী অর্জুন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে সেই রূপে বিদ্ধ হওয়াকে জয়দ্রথ সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অঙ্কুশপীড়িত হস্তীর ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ৫৫

জয়দ্রথের ধ্বজাতে বরাহের চিহ্ন ছিল। তিনি এই সময় সুবর্ণপুঙ্খযুক্ত, সরলগামী, কর্মকার কর্তৃক পরিমার্জিত এবং বিষধরতুল্য বহু বাণ কর্ণ পর্যন্ত ধনু আকর্ষণ করিয়া অতিদ্রুত গতিতে অর্জুনের রথের দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥

তিন বাণে শ্রীকৃষ্ণকে, ছয়টি বাণে অর্জুনকে এবং আটটি বাণে অশ্বগণকে আহত করিয়া জয়দ্রথ অপর একটি বাণের দ্বারা অর্জুনের ধ্বজকে বিদ্ধ করিলেন।

কিন্তু অর্জুন সত্বর জয়দ্রথ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহকে ছেদন করত তূণীরস্থিত বহুসংখ্যক তীক্ষ্ণ ও শাণিত বাণের দ্বারা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সারথির মস্তক ও নানা অলঙ্কারে সুশোভিত তাঁহার ধ্বজও কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৬-৫৯

জয়দ্রথের বাণসমূহে আহত হইয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অগ্নিশিখাতুল্য তেজস্বী সেই বিশাল বরাহধ্বজকে ছেদন করিয়া দিলে উহা ভূতলে পতিত হইল ॥ ৬০

রাজন্! এই সময় যখন সূর্যদেব দ্রুতগতিতে অস্তাচলের দিকে গমন করিতেছিলেন, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ত্বরান্বিত হইয়া পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে বলিলেন ॥ ৬১

মহাবাহো পার্থ! এই সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ প্রাণরক্ষা করিবার ইচ্ছায় ভীত হইয়া অবস্থান করিতেছে এবং তোমাকে ছয় জন মহারথী বীর রথাভাগে রাখিয়া দিয়াছে ॥ ৬২

নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন! এখনে এই ছয় মহারথী বীরকে পরাজিত করিতে না পারিলে কিছু তাহার সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিতে পারিবে না ॥ ৬৩

অতএব আমি এখানে সূর্যদেবকে আবৃত করিবার জন্য কোন এক যুক্তি (উপায়) অবলম্বন করিব, যাহাতে একাকী সিন্ধুরাজই সূর্যদেবকে অস্তগত অস্ত যাইতে দেখিতে পায় ॥ ৬৪

প্রভাবশালী অর্জুন! এই দুরাচারী তখন নিজের জীবনের অভিলাষী হইয়া হর্ষ সহকারে তোমার বিনাশের জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে কোনরূপে আর নিজেকে লুকাইয়া রাখিবে না ॥ ৬৫

কুরুশ্রেষ্ঠ! এরূপ এক সুযোগ আসিলে পর তোমাকে অবশ্যই তাহার উপর প্রহার করিতে হইবে। এই বিষয়ে অপেক্ষা করিবে না যে, সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করিয়াছেন ॥ ৬৬

এবমস্ত্বিতি বীভৎসুঃ কেশবং প্রত্যভাষত।
ততোঽসৃজৎ তমঃ কৃষ্ণঃ সূর্য্যস্যাবরণং প্রতি ॥ ৬৭
যোগী যোগেন সংযুক্তো যোগীনামীশ্বরো হরিঃ।
সর্ব্বে তমসি কৃষ্ণেন গতোঽস্তমিতি ভাস্করঃ ॥ ৬৮
ত্বরীয়া জবসূর্যোগাঃ পার্থনাশায়রাধিপ।
তে প্রহৃষ্টা রণে রাজন্ নাপশ্যন্ সৈনিকা রবিম্ ॥৬৯
উদাস্য বক্ত্রাণি তদা স চ রাজা জয়দ্রথঃ।
বীক্ষ্যমাণে ততস্তস্মিন্ সিন্ধুরাজে দিবাকরম্ ॥ ৭০
পুনরেবাব্রবীৎ কৃষ্ণো ধনঞ্জয়মিদং বচঃ।
পশ্য সিন্ধুপতিং বীরং প্রেক্ষ্যমাণং দিবাকরম্ ॥ ৭১
ভয়ং হি বিপ্রমুচ্যোঽদ্য ত্বত্তো ভরতসত্তম।
অয়ং কালো মহাবাহো বধায়াস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৭২
ছিন্ধি মূর্দ্ধানমস্যাশু কুরু সাফল্যমাত্মনঃ।
ইত্যুক্তবং কেশবেনোক্তঃ পাণ্ডুপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৭৩

ক্ষপয়ন্নং তাবকং সৈন্যং শরৈরর্কাগ্নিসন্নিভৈঃ।
কৃপং বিব্যাধ বিংশত্যা কর্ণং পঞ্চাশতা শরৈঃ ॥৭৪
শল্যং দুর্য্যোধনং চৈব ষড়্ভিঃ ষড়্ভিরতাড়য়ৎ।
বৃষসেনং তথাষ্টাভিঃ ষষ্ট্যা সৈন্ধবমেব চ ॥ ৭৫
ত্রয়ৈব চ মহাবাহুস্ত্বরীয়ান্ পাণ্ডুনন্দনঃ।
পাচং বিধ্যা শরৈ রাজন্ জয়দ্রথমুপাদ্রবৎ ॥ ৭৬
তং সমীপস্থিতং দৃষ্ট্বা লেলিহানমিবানলম্।
জয়দ্রথস্য গোপ্তারঃ সংশয়ং পরমং গতাঃ ॥ ৭৭
ততঃ সর্ব্বে মহারাজ তব যোধা জয়ৈষিণঃ।
সিষিচুঃ শরধারাভিঃ পাকশাসনিমাহবে ॥ ৭৮
সন্ত্রাস্যমানঃ কৌন্তেয়ঃ শরজালৈরনেকশঃ।
জহ্রুষাণং স মহাবাহুরজিতঃ কুরুনন্দনঃ ॥ ৭৯
ততঃ শরময়ং জালং ভূমৌ পাকশাসনিঃ।
ব্যসৃজৎ পুরুষব্যাঘ্রস্তব সৈন্যজিঘাংসয়া ॥ ৮০

ইহা শুনিয়া অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—প্রভো! তাহাই হইবে। তখন যোগী, যোগযুক্ত এবং যোগীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যদেবকে গোপন করিবার জন্য অন্ধকারের সৃষ্টি করিলেন ॥

হে নরাধিপ! শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অন্ধকার সৃষ্টি হইলে পর সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন, ইহা মনে করিয়া আপনার যোদ্ধারা অর্জুনের বিনাশ আসন্নপ্রায় মনে করত হর্ষমগ্ন হইয়া উঠিলেন ॥

রাজন্! সেই রণাঙ্গনে অতিশয় হৃষ্ট আপনার সৈন্যগণ সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাতও করেন নাই। কেবল রাজা জয়দ্রথই সেই সময় বারংবার মুখ তুলিয়া সূর্য্যের দিকে তাকাইতে ছিলেন ॥

যখন এইভাবে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় অর্জুনকে এই কথা বলিলেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ! দেখ, এই বীর সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এখন তোমার ভয় পরিহার করিয়া সূর্য্যদেবের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

মহাবাহো! এই দুরাত্মাকে বধ করিবার ইহাই পূর্ণ সুযোগ, তুমি শীঘ্র ইহার মস্তক ছেদন কর এবং বীর প্রতিজ্ঞা সফল কর।

শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর প্রতাপশালী পাণ্ডুপুত্র অর্জুন সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী বাণসমূহের দ্বারা আপনার সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

তিনি কৃপাচার্য্যকে বিশ, কর্ণকে পঞ্চাশ এবং শল্য ও দুর্য্যোধনকে ছয়টি করিয়া বাণে বিদ্ধ করিলেন। সেই সঙ্গে বৃষসেন আট এবং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে ষাট বাণে আঘাত করিলেন ॥ ৭৪-৭৫

রাজন্! এইরূপে মহাবাহু পাণ্ডুনন্দন অর্জুন আপনার অন্য সৈন্যদিগকেও বাণসকলের দ্বারা গুরুতর বিদ্ধ করিয়া জয়দ্রথের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৭৬

বীর বিপক্ষবীর সকলকে লেহনকারী অগ্নিতুল্য অর্জুনকে নিকটে অবস্থান করিতে দেখিয়া জয়দ্রথের রক্ষকগণ অতিশয় সংশয়াপন্ন হইলেন ॥ ৭৭

মহারাজ! সেই সময় জয়াভিলাষী আপনার সমস্ত যোদ্ধারা যুদ্ধস্থলে ইন্দ্রনন্দন অর্জুনকে বাণসমূহের ধারায় অভিষিক্ত করিতে থাকিলেন ॥ ৭৮

এই ভাবে বারংবার বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইতে থাকায় কুরুকুলের আনন্দপ্রদ অপরাজিত বীর কুন্তীকুমার মহাবাহু অর্জুন অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৭৯

তাহার পর এই পুরুষশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রনন্দন অর্জুন আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিবার বাসনায় বাণসমূহের ভয়ঙ্কর জাল সৃষ্টি করিলেন ॥ ৮০

তে হন্যমানা বীরেণ যোধা রাজন্ রণে তব।
প্রজহুঃ সৈন্ধবং ভীতা যৌ সমং নাপ্যধাবতাম্ ॥ ৮১
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম কুন্তীপুত্রস্য বিক্রমম্।
তাদৃঙ্ ন ভাবী ভূতো বা যচ্চকার মহাযশাঃ ॥ ৮২
দ্বিপান্ দ্বিপগতাংশ্চৈব হয়ান্ হয়গতানপি।
তথা স রথিনশ্চৈব জঘ্নে ক্রুদ্ধঃ পশূনিব ॥ ৮৩
ন তত্র সময়ে কশ্চিন্নরা দৃষ্টা নরাধিপ।
গজো বাজী নরো বাপি যো ন পার্থশরাহতঃ ॥ ৮৪
রজসা তমসা চৈব মোহিতাঃ সংহতেক্ষণাঃ।
কশ্মলং প্রাবিশন্ ঘোরং নাবজানন্ পরস্পরম্ ॥ ৮৫
তে শরৈর্ভিন্নমর্মাণঃ সৈনিকাঃ পার্থচোদিতৈঃ।
বজ্রমুক্তখলুঃ পেতুঃ সেদুর্মম্লুশ্চ ভারত ॥ ৮৬
তস্মিন্ মহাভীষণকে প্রজানামিব সংক্ষয়ে।
রথে মহতি দুষ্পারে বর্তমানে সুদারুণে ॥ ৮৭

রাজন্! এই সময় রণাঙ্গনে বীর অর্জুনের অস্ত্রপ্রহারে জর্জরিত যোদ্ধারা ভীত হইয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা এমন ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, দুইজন একত্রে পলায়ন করিতেছিলেন না ॥ ৮১

সেখানে আমরা কুন্তীকুমার অর্জুনের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম। সেই মহাবলশালী বীর এই সময় যে পুরুষার্থ প্রকাশ করিলেন, তাহা পূর্বে কেহ করেন নাই এবং পরে কেহ করিতে সমর্থ হইবেন না ॥ ৮২

যেরূপ সংহারকারী রুদ্রদেব সমস্ত প্রাণিগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ তিনি হাতী ও হাতারোহী, ঘোড়া ও ঘোড়ারোহী এবং রথ ও রথারোহী যোদ্ধাদিগকে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৮৩

হে নরাধিপ! সেই সমরাঙ্গণে আমি এরূপ কোন হাতী, ঘোড়া বা মানুষ দেখিতে পাই নাই, যাহারা অর্জুনের বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হয় নাই ॥ ৮৪

সেই সময় ধূলি ও অন্ধকারে সমস্ত যোদ্ধাগণের নেত্র আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা ভয়ঙ্কর মোহে পতিত হইয়াছিল। তাহাদের পক্ষে পরস্পরকে জানাই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ৮৫

ভারত! অর্জুনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে যাহাদের মর্মস্থল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সেই সব সৈন্যগণ ভ্রমণ করিতে, স্খলিত হইতে, পতিত হইতে, বাধিত হইতে এবং প্রাণশূন্য হইয়া মলিন হইতে লাগিল ॥ ৮৬

শোণিতস্য প্রসেকেন শীতয়ামনিলস্য চ।
অশাম্যৎ তদ্ রজো ভৌমমল্পকালং নরাতলে ॥ ৮৮
আনাভি নিমগ্নাংশ্চ রথচক্রাণি শোণিতে।
মত্তা বেগবতো রাজংস্তাপকানাং রণাজিরে ॥ ৮৯
হস্তিনশ্চ হতারোহা দারিতাস্ত্রাঃ সহস্রশঃ।
স্বানীকানি মৃদ্নন্তঃ আর্তনাদাঃ প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৯০
হয়াশ্চ পতিতারোহাঃ পতন্তশ্চ নরাধিপ।
প্রদুদ্রুবুর্ভয়াদ্ রাজন্ ধনঞ্জয়শরাহতাঃ ॥ ৯১
মুক্তকেশা বিকবচাঃ স্রবন্তঃ ক্ষতজং ক্ষতৈঃ
প্রাপলায়ন্ত সম্ভ্রান্তাস্ত্যক্ত্বা রণশিরো জনাঃ ॥ ৯২
ঊরুপ্রাহগৃহীতাশ্চ কেচিৎ তত্রাভবন্ ভুবি।
হতানাং চাপরে মধ্যে স্থিরমানা নিলিলিরে ॥ ৯৩
এবং তব বলং রাজন্ দ্রাবয়িত্বা ধনঞ্জয়ঃ
অবধীৎ সায়কৈর্ঘোরৈঃ সিন্ধুরাজস্য রক্ষিণঃ ॥ ৯৪

সমস্ত প্রাণিগণের প্রলয়কালের ন্যায় যখন এই মহাভীষণ অত্যন্ত ঘোর, ভয়ঙ্কর ও দুর্লঙ্ঘ্য সংগ্রাম চলিতেছিল, সেই সময় রক্তের বর্ষণে এবং বায়ুর বেগে চালিত হইয়া ক্ষিতিতে আর্দ্র ধরাতলের ধূলি শান্ত হইয়া যাইল। রথের চক্রনাভি পর্যন্ত রক্তে নিমজ্জিত হইয়াছিল।

রাজন্! যাহাদের আরোহী নিহত হইয়াছিল এবং যাহাদের সমস্ত অঙ্গ বাণসমূহে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সেই আপনার যোদ্ধাদের বেগবান্ ও মদমত্ত হাতীরা রণাঙ্গনে নিজেদেরই সৈন্যদিগকে মর্দিত করিতে করিতে আর্তনাদ সহকারে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৮৭-৯০

নরেশ্বর! রাজন্! অশ্বারোহীরা পতিত হইলে পর অশ্ব ও পদাতি সৈন্যরা ধনঞ্জয়ের বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া ভীতচিত্তে পলায়ন করিতে থাকিল ॥ ৯১

সকল সৈন্যেরই কেশ মুক্ত হইয়া গিয়াছিল, কবচ ছিন্ন হইয়া ক্ষুণ্ণাভিত হইয়াছিল এবং তাহারা অত্যন্ত ভীত হইয়া যুদ্ধের সম্মুখভাগ ত্যাগ করত নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র হইতে রক্তধারা প্রবাহিত করিতে করিতে জীবনরক্ষার জন্য পলাইয়া যাইল ॥ ৯২

কিছু যোদ্ধা হেলিতে দুলিতে এইভাবে ভূমিতে অবস্থান করিতেছিল, যেন তাহারা নিজ নিজ লজ্জা ধরিয়া রাখিয়াছিল। অন্য বহু যোদ্ধা মৃত হস্তীদের মধ্যে লুকাইয়া পড়িল ॥ ৯৩

রাজন্! এইরূপে অর্জুন আপনার সৈন্যদিগকে বিতাড়িত

দ্রৌণিং কৃপং কর্ণ-শলৌ বৃষসেনং সুযোধনম্।
ছাদয়ামাস তীব্রেণ শরজালেন পাণ্ডবঃ ॥ ৯৫
ন সূতৃন্ ন ক্ষিপন্ রাজন্ মুক্তাপি চ সন্দধৎ।
অদৃশ্যতাজুনঃ সংখ্যে শীঘ্রাস্ত্রত্বাৎ কথঞ্চন ॥ ৯৬
ধনুর্মণ্ডলমেবাস্য দৃশ্যতে স্মাততং সদা।
সায়কাশ্চ ব্যদৃশ্যন্ত নিশ্চরন্তঃ সমন্ততঃ ॥ ৯৭
কর্ণস্য তু ধনুশ্ছিত্বা বৃষসেনস্য চৈব হ।
শল্যস্য সূতং ভল্লেন রথনীড়াদপাতয়ৎ ॥ ৯৮
পাঠবিদ্ধাবুভৌ কৃত্বা শরৈঃ স্বশ্রীরমাতুলৌ।
অর্জুনো জয়তাং শ্রেষ্ঠো দ্রৌণি-শারদ্বতৌ রণে ॥ ৯৯
এবং তান্ ব্যাকুলীকৃত্য তদীয়ানাং মহারথান্।
উজ্জহার শরং ঘোরং পাণ্ডবোঽনলসন্নিভম্ ॥ ১০০
ইন্দ্রাশনিসমপ্রখ্যং দিব্যমস্ত্রাভিমন্ত্রিতম্।
সর্বতারসহং শশ্বদ্ গন্ধমাল্যার্চিতং মহৎ ॥ ১০১
বজ্রেণাস্ত্রেণ সংযোজ্য বিধিবৎ কুরুনন্দনঃ।
সমাদধদ্ধনুষ্যস্ত্রং ক্ষিপ্রমর্জুনঃ ॥ ১০২
তস্মিন্ সন্ধীয়মানে তু শরে জ্বলনতেজসি।
অন্তরিক্ষে মহানাদো ভূতানামভবন্নৃপ ॥ ১০৩
অব্রবীচ্চ পুনস্তত্র স্বয়মাগো জনার্দনঃ।
ধনঞ্জয় শিরশ্ছিন্দি সৈন্ধবস্য দুরাত্মনঃ ॥ ১০৪
অস্তং মহীধরশ্রেষ্ঠং বিবাসতি দিবাকরঃ।
শৃণুষ্বৈতচ্চ বাক্যং মে জয়দ্রথবধং প্রতি ॥ ১০৫
বৃদ্ধক্ষত্রঃ সৈন্ধবস্য পিতা জগতি বিশ্রুতঃ।
স কালেনেহ মহতা সৈন্ধবং প্রাপ্তবান্ সুতম্ ॥ ১০৬
জয়দ্রথমভিপ্রেত্য বাগুবাচাশরীরিণী।
নৃপমন্তর্হিতা বাণী মেঘদুন্দুভিনিঃস্বনা ॥ ১০৭
তবারাজ্ঞো মনুষ্যেন্দ্র কুলশীলদমাদিভিঃ।
গুণৈরবিদ্যুতি বিভো সদৃশো বংশরোচয়োঃ ॥ ১০৮

করিয়া তাহার বাণসমূহের দ্বারা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের রক্ষকগণকে বধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯৫

পাণ্ডুনন্দন অর্জুন তীব্র তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, শল্য, বৃষসেন এবং দুর্য্যোধনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৯৫

রাজন্! সেই সময় যুদ্ধস্থলে অর্জুন এত দ্রুত নৈপুণ্য-সহকারে বাণনিক্ষেপ করিতেছিলেন যে, কোন ব্যক্তিই কোনরূপে ইহা দেখিতে পাইতেছিল না, তিনি কখন বাণ গ্রহণ, কখন ধনুর উপর স্থাপন, কখন আকর্ষণ এবং কখন সেই বাণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন ॥ ৯৬

নিরন্তর বাণনিক্ষেপকারী অর্জুনের কেবল মণ্ডলাকার ধনুই সকল মানুষের দৃষ্টিপথে আসিতেছিল এবং চারিদিকে বিস্তৃত তাঁহার বাণসকলই সকল ব্যক্তি দেখিতে পাইতেছিল ॥ ৯৭

অর্জুন কর্ণ ও বৃষসেনের ধনু ছেদন করিয়া একটি ভল্লের দ্বারা শল্যের সারথিকে রথের আসন হইতে কৃপাতিত করিলেন ॥ ৯৮

বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর অর্জুন রণাঙ্গনে মাতুল-ভাগিনেয় কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা উভয়কেই বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া গুরুতর আহত করিয়া দিলেন ॥ ৯৯

এইভাবে আপনার সেই মহারথী বীরগণকে ব্যাকুল করিয়া পাণ্ডুনন্দন অর্জুন একটি অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও ভয়ঙ্কর বাণ গ্রহণ করিলেন ॥ ১০০

এই দিব্য বাণ বিধানে অভিমন্ত্রিত হইয়া ইন্দ্রের বজ্রতুল্য প্রকাশিত হইতেছিল। এই বিশাল বাণ সর্ব্বপ্রকার ভার সহ্য করিতে সমর্থ ছিল। গন্ধ ও মাল্যাদির দ্বারা ইহার সর্ব্বদা পূজা করা হইত ॥ ১০১

কুরুনন্দন মহাবাহু অর্জুন এই বাণকে বিধি অনুসারে বজ্রাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া শীঘ্রই গাণ্ডীব-ধনুতে স্থাপন করিলেন ॥ ১০২

হে নৃপ! যখন অর্জুন অগ্নিসদৃশ তেজস্বী সেই বাণ সন্ধান করিতে লাগিলেন, তখন আকাশচারী প্রাণিগণের মধ্যে মহা-কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ১০৩

সেই সময় সেখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় ত্বরান্বিত হইয়া বলিলেন,—ধনঞ্জয়! তুমি দুরাত্মা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের মস্তক ছেদন কর ॥ ১০৪

কারণ, এখন সূর্য্যদেব পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ অস্তাচল আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। জয়দ্রথ-বধবিষয়ে তুমি আমার এইকথা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের পিতা বৃদ্ধক্ষত্র এই জগতে বিখ্যাত আছেন। তিনি দীর্ঘকালের পর এই সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে নিজ পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন ॥ ১০৫-১০৬

ইহার জন্মকালে মেঘদুন্দুভি সদৃশী গম্ভীর অশরীরিণী অদৃশ্য আকাশ-বাণী পক্ষদ্বয়ন জয়দ্রথসম্বন্ধে রাজা বৃদ্ধক্ষত্রকে সম্বোধিত করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১০৭

শক্তিশালী নরেন্দ্র! তোমার দুই পুত্র কুল, শীল ও সংযমাদি সদ্গুণসমূহের দ্বারা উভয় বংশেরই অনুরূপ ॥ ১০৮

ক্ষত্রিয়প্রবরো লোকে নিত্যং শূরাভিসৎকৃতঃ
কিং বস্ত যুধ্যমানস্ত সংগ্রামে ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ॥ ১০৯
শিরশ্ছেৎস্যতি সংক্রুদ্ধঃ শত্রুরাজক্ষিতৌ তুবি।
এতচ্ছ্রুত্বা সিন্ধুরাজো ন্যাস্য চিত্তমরিন্দম: ॥ ১১০
জ্ঞাতীন্ সর্বানুবাচেদং পুত্রপ্রেষাভিচোদিতঃ।
সংগ্রামে যুধ্যমানস্ত মদ্ভর্তুঃ মতভীঃ ধ্রুবম্ ॥ ১১১
অরণ্যাং মম পুত্রস্য পাতয়িষ্যতি যঃ শিরঃ
তস্যাপি শতধা মূর্ধা ফলিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১১২
এবমুক্ত্বা ততো রাজ্যে স্থাপয়িত্বা জয়দ্রথম্।
বৃদ্ধক্ষত্রো বনং যাতস্তপশ্চোগ্রং সমাস্থিতঃ ॥ ১১৩
সোঽহং তপ্যামি তেজস্বী তপো ঘোরং দুরাসদম্।
সমন্তপঞ্চকাদস্মাদ্ বহির্বৈ নরকেতন ॥ ১১৪
তস্মাজ্জয়দ্রথবধো যঃ শিরশ্ছিত্বা মহামৃধে।
দিব্যেনাস্ত্রেণ রিপুহন্ ঘোরেণাদ্ভুতকর্মণা ॥ ১১৫
সকুণ্ডলং সিন্ধুপতেঃ প্রতপ্তজনুভাসুজ।
উৎসঙ্গে পাতয়িষ্যাসি বৃদ্ধক্ষত্রস্য ভারত ॥ ১১৬
অথ বস্যস্য মূর্ধানং পাতয়িষ্যসি ভূতলে।
তবাপি শতধা মূর্ধা ফলিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১১৭
যথা চেদং ন জানীয়াং স রাজা তপসি স্থিতঃ।
তথা কুরু কুরুশ্রেষ্ঠ দিব্যমস্ত্রমুপাস্থিতঃ ॥ ১১৮
ন হ্যসাধ্যমকার্য্যং বা বিদ্যতে তব কিঞ্চন।
সমস্তেষ্বপি লোকেষু ত্রিষু বাসবনন্দন ॥ ১১৯
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং কৃষ্ণায়া পরিসান্ত্বিতম্।
ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শং দিব্যমস্ত্রমভিমন্ত্রিতম্ ॥ ১২০
সর্বভারসহং শশ্বদ্ গন্ধমাল্যার্চিতং শরম্।
বিসসর্জাজুনিঃ ক্রুদ্ধঃ সৈন্ধবস্ত বধে ধৃতম্ ॥ ১২১
স তু পাণ্ডবনির্মুক্তঃ শরঃ স্বেন ইবাত্মজঃ।
ছিত্ত্বা শিরঃ সিন্ধুপতেরুৎপপাত বিহায়সম্ ॥ ১২২
তচ্ছিরঃ সিন্ধুরাজস্য শরৈরুর্ধ্বমবাহরৎ।
পূর্ত্তধামপ্রহরণাস্ সুহৃদ্বাং ভয়দায় চ ॥ ১২৩

এই জগতে যে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে। বীরগণ সর্ব্বদা ইহার সৎকার করিবে। কিন্তু অদ্যিসকালে সংগ্রামভূমিতে যুদ্ধ করিবার সময় কোন ক্ষত্রিয়শিরোমণি বীর ইহার শত্রু হইয়া ইহার সম্মুখে অবস্থান করত ক্রোধসহকারে ইহার মস্তক ছেদন করিবে।

ইহা শুনিয়া শত্রুদমনকারী সিন্ধুরাজ বৃদ্ধক্ষত্র কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহার পুত্রস্নেহে প্রেরিত হইয়া তিনি সমস্ত জ্ঞাতি-প্রাতৃবৃন্দকে এই কথা বলিলেন।

সংগ্রামে যুদ্ধতৎপর হইয়া শত্রুগণ ভারবহনরত আমার এই পুত্রের মস্তক যে ধরাতলে পাতিত করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহারও মস্তক শত শত খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া যাইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১০৯-১১২

এই কথা বলিয়া তাহার পর যথাসময়ে বৃদ্ধক্ষত্র জয়দ্রথকে রাজ্যে স্থাপিত করিয়া স্বয়ং বনে গমন করত উগ্র তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন ॥ ১১৩

কপিধ্বজ অর্জুন! সেই তেজস্বী রাজা বৃদ্ধক্ষত্র বর্ত্তমানে এই সমন্তপঞ্চক-ক্ষেত্রের বাহিরে ঘোর ও দুর্দ্ধর্ষ তপস্যা করিতেছেন ॥

শত্রুসূদন! অতএব তুমি অদ্ভুত কর্ম্মকারী কোন ভয়ঙ্কর দিব্যাস্ত্রের দ্বারা এই যথাসময়ে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের কুণ্ডলসহ মস্তক ছেদন করিয়া উহা সেই বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড়ে পাতিত কর। ভারত! তুমি ভীমসেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (অতএব সর্ব্বশিল্পই করিতে পার) ॥ ১১৪-১১৬

যদি তুমি ইহার মস্তক ভূতলে পাতিত কর, তবে তোমারও মস্তক শত শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১১৭

কুরুশ্রেষ্ঠ! যাহা যাহাতে তপস্যায় নিরত আছেন। তুমি দিব্যাস্ত্রের আশ্রয় লইয়া এরূপ প্রযত্ন কর, যাহাতে তিনি ইহা জানিতে না পারেন ॥ ১১৮

ইন্দ্রকুমার! এই সমস্ত ত্রিভুবনে এরূপ কোন কার্য্য নাই, যাহা তোমার অসাধ্য কিংবা যাহা তুমি করিতে না পার ॥ ১১৯

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া নিজের দুই ওষ্ঠ প্রান্তভাগ চাটিতে চাটিতে অর্জুন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিবার জন্য ধনুতে স্থাপিত সেই বাণ অতি সত্বর ক্ষেপণ করিলেন, যাহার পশ্চাৎ ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় কঠোর ছিল, যাহাকে দিব্য মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করা হইয়াছিল, যাহা সমস্ত ভার বহন করিতে সমর্থ ছিল এবং প্রতিদিন চন্দন ও পুষ্পমালাদ্বারা যাহার পূজা করা হইত ॥ ১২০-১২১

গাণ্ডীব ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সেই ঐন্দ্রাস্ত্রী বাণ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের মস্তক ছেদন করিয়া বাজপাখীর ন্যায় উহাকে লইয়া আকাশে উড়িতে লাগিল ॥ ১২২

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সেই মস্তককে বাণসমূহের দ্বারাই উর্দ্ধে

শরৈঃ কবন্ধকীকৃত্য কালে তস্মিংশ্চ পাণ্ডবঃ।
ঘোষয়ামাস তাংশ্চৈব পাণ্ডবঃ স্বমহারথান্ ॥ ১২৪
ততঃ সুমহদাশ্চর্য্যং তত্রাপশ্যাম ভারত।
সমন্তপঞ্চকাদ্ বাহুঃ শিরো যদ্ বাহরৎ ততঃ ॥ ১২৫
এতস্মিন্নেব কালে তু বৃদ্ধক্ষত্রো মহীপতিঃ।
সন্ধ্যামুপাস্তে তেজস্বী সমন্তাৎ তব মারিষ ॥ ১২৬
উপাসীনস্য তস্যাথ কৃষ্ণকেশং সকুণ্ডলম্।
সিন্ধুরাজস্য মূর্ধানমুৎসঙ্গে সমপাতয়ৎ ॥ ১২৭
তস্যোৎসঙ্গে নিপতিতং শিরস্তচ্চারুকুণ্ডলম্।
বৃদ্ধক্ষত্রস্য নৃপতেরলক্ষিতমরিন্দম ॥ ১২৮
কৃতজপ্যস্য তস্যাথ বৃদ্ধক্ষত্রস্য ভারত।
প্রোত্তিষ্ঠত্তত্তৎ সহসা শিরোঽঞ্চদ্ ধরাতলম্ ॥ ১২৯
ততস্তস্য নরেন্দ্রস্য পুত্রমূর্ধনি ভূতলে।
ততস্তস্যাপি সহসা মূর্ধাপিচ্ছন্নরিন্দম ॥ ১৩০

তত্তঃ সর্বাণি সৈন্যানি বিস্ময়ং জগ্মুরুত্তমম্।
বাসুদেবঞ্চ বীভৎসুং প্রশশংসুর্মহারথম্ ॥ ১৩১
ততো বিনিহতে রাজন্ সিন্ধুরাজে কিরীটিনা।
তমস্তদ্ বাসুদেবেন সংবৃতং ভরতর্ষভ ॥ ১৩২
পশ্চাজ্জ্ঞাতং মহীপাল তব পুত্রৈঃ সহানুগৈঃ।
বাসুদেবপ্রযুক্তেন মায়েতি নৃপসত্তম ॥ ১৩৩
এবং স নিহতো রাজন্ পার্থেনামিততেজসা।
অক্ষৌহিণীরষ্ট হত্বা জামাতা তব সৈন্ধবঃ ॥ ১৩৪
হতং জয়দ্রথং দৃষ্ট্বা তব পুত্রা নরাধিপ।
দুঃখার্ণবাপ্লুতা মুমুচুর্নিরাশাশ্চাভবন্ জয়ে ॥ ১৩৫
ততো জয়দ্রথে রাজন্ হতে পার্থেন কেশবঃ।
দধ্মৌ শঙ্খং মহাবাহুরর্জুনশ্চ পরন্তপঃ ॥ ১৩৬
ভীমশ্চ বৃকসিংহশ্চ যুধামন্যুশ্চ ভারত।
উত্তমৌজাশ্চ বিক্রান্তঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৩৭

বধ করিয়া নাচিতে লাগিলেন। ইহাতে অর্জুনের শত্রুদের অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল এবং তাঁহার মিত্রগণের আনন্দ হইতে লাগিল ॥ ১২৩

সেই সময় পাণ্ডুপুত্র অর্জুন একের পর একটি এরূপ বহু বাণ প্রহার করিয়া সেই মস্তককে কবন্ধ-পুঞ্জের ন্যায় পরিণত করিয়া দিলেন। সেই সঙ্গে তিনি পূর্বোক্ত তব মহারথীর সহিতও যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১২৪

ভারত! সেই সময় আমরা সমন্তপঞ্চকের বাহিরে যেখানে সেই সব বাণ জয়দ্রথের মস্তক লইয়া গিয়াছিল, সেখানে এক অতিশয় আশ্চর্যকর ঘটনা দেখিলাম ॥ ১২৫

আর্য! এই সময় আপনার তেজস্বী শ্বশুর রাজা বৃদ্ধক্ষত্র সন্ধ্যা-উপাসনা করিতেছিলেন ॥ ১২৬

সন্ধ্যোপাসনায় উপবিষ্ট বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড়ে সেই বাণ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের কৃষ্ণবর্ণকেশযুক্ত ও কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক পাতিত করিল ॥ ১২৭

শত্রুদমন নরেশ! জয়দ্রথের সেই সুন্দর কুণ্ডল-সুশোভিত মস্তক রাজা বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড়ে তাঁহার অলক্ষিতভাবে পতিত হইল ॥ ১২৮

শত্রুতাপন! জপ সমাপন করিয়া যখন বৃদ্ধক্ষত্র সহসা উত্থিত হইলেন, তখন তাঁহার ক্রোড় হইতে সেই মস্তক ধরাতলে পতিত হইল ॥ ১২৯

শত্রুদমন মহারাজ! পুত্রের মস্তক ধরাতলে পতিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা বৃদ্ধক্ষত্রেরও মস্তক শত শত খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইল ॥ ১৩০

তাহার পর সমস্ত সৈন্যই অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং সকলেই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩১

রাজন্! ভরতশ্রেষ্ঠ! কিরীটধারী অর্জুনকর্তৃক সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হইলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের রচিত অন্ধকারকে তুলিয়া লইলেন ॥ ১৩২

মহীপাল! নৃপশ্রেষ্ঠ! পরে অনুচরবৃন্দের সহিত আপনার পুত্রগণ জানিতে পারিলেন যে, সেই অন্ধকাররূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা প্রযুক্ত মায়া ছিল ॥ ১৩৩

রাজন্! এইরূপে অমিততেজস্বী অর্জুন আপনার আট অক্ষৌহিণী সৈন্যকে সংহার করিয়া আপনার জামাতা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিলেন ॥ ১৩৪

নরেশ্বর! জয়দ্রথকে নিহত হইতে দেখিয়া আপনার পুত্রগণ দুঃখে অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং জয়লাভ হইতে নিরাশ হইয়া পড়িলেন ॥ ১৩৫

রাজন্! কুন্তীনন্দন অর্জুনকর্তৃক জয়দ্রথ নিহত হইলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শত্রুতাপন মহাবাহু অর্জুন নিজ নিজ শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন ॥ ১৩৬

ভারত! তাহার পর ভীমসেন, বৃকিবংশশ্রেষ্ঠ সাত্যকি, যুধামন্যু ও পরাক্রমশালী উত্তমৌজা পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজ করিলেন ॥ ১৩৭

শ্রুত্বা মহান্তং তং শব্দং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
সৈন্ধবং নিহতং মেনে ফাল্গুনেন মহাত্মনা ॥ ১৩৮
ততো বাদিত্রনির্ঘোষৈঃ স্বান্ যোধান পর্যহর্ষয়ৎ।
অভ্যবর্তত সংগ্রামে ভারদ্বাজঃ যুযুৎসয়া ॥ ১৩৯
ততঃ প্রবৃত্তে রাজেন্দ্র গচ্ছতি ভাস্করে।
দ্রোণস্য সোমকৈঃ সার্ধং সংগ্রামো লোমহর্ষণঃ ॥ ১৪০
তে তু সর্বে প্রযত্নেন ভারদ্বাজং জিঘাংসবঃ।
সৈন্ধবে নিহতে রাজন্নযুধ্যন্ত মহারথাঃ ॥ ১৪১
পাণ্ডবাস্তু জয়ং লব্ধ্বা সৈন্ধবং বিনিহত্য চ।
অযোধয়ংস্তু তে দ্রোণং জয়োন্মত্তাস্ততস্ততঃ ॥ ১৪২

সেই প্রচণ্ড শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ইহা নিশ্চয় করিলেন যে, মহাত্মা অর্জুন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিয়াছেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠিরও বিজয়সূচক বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে নিজের যোদ্ধাদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। তিনি যুদ্ধ কামনা করিয়া তখন দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে অবস্থান করিলেন ॥ ১৩৮-১৩৯

রাজন্! অনন্তর সূর্য্যাস্ত হইবার সময় দ্রোণাচার্য্যের সোমকগণের সহিত রোমাঞ্চকর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল ॥ ১৪০

রাজন্! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হইলে পর সমস্ত সোমক-মহারথিগণ দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিবার ইচ্ছায় যত্নসহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪১

পাণ্ডবগণ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিয়া জয়লাভে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা অযোধ্যাপে উদ্যত হইয়া যেখানে সেখানে আসিয়া দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥

মহারাজ অর্জুনও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে নিহত করিয়া আপনার শ্রেষ্ঠ রথী যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪২-১৪৩

যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র দেবশত্রুদিগকে সংহার করিয়া থাকেন এবং যেরূপ অন্ধকারনাশী সূর্য্য উদিত হইয়া অন্ধকারকে নাশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ কিরীটধারী অর্জুন নিজ পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া সন্ধ্যা কাল হইতে আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪৪

কিরীটমালী বাণবৎ সমন্তাৎ।
যথা তমাংস্যুদ্যতভাস্করোষ্ণঃ
পূর্বপ্রতিজ্ঞাং সমবাপ্য বীরঃ ॥ ১৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি জয়দ্রথবধে
ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে ষট্‌চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্য শরৈঃ কৃপস্য মূর্চ্ছার্জুনস্য বিষাদঃ, কর্ণ-সাত্যকোর্যুদ্ধং কর্ণস্য পরাজয়শ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তস্মিন্ বিনিহতে বীরে সৈন্ধবে সব্যসাচিনা।
মামকা যদ্ধ্যকুর্বন্ত তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।

সৈন্ধবং নিহতং দৃষ্ট্বা রণে পার্থেন ভারত।
অমর্ষবশমাপন্নঃ কৃপঃ শারদ্বতস্তদা ॥২
মন্যতা অর্জুনেনৈব পাণ্ডবং সমরাকিরৎ।
দ্রৌপদ্যাস্তাত্রবদ্ রাজন্ রথমাস্থায় ফাল্গুনম্ ॥ ৩
তাবেতৌ রথিনাং শ্রেষ্ঠৌ রথাভ্যাং রথসত্তমৌ।
উভাবুভয়তস্তীক্ষ্ণৈর্বিশিখৈরভ্যবর্ষতাম্ ॥ ৭
স তথা শরবর্ষাভ্যাং শুশ্রুবদ্ভ্যাং মহাভুজঃ।
পীড্যমানঃ পরামার্তিমগমদ্ রথিনাং বরঃ ॥ ৫
সোঽস্ত্রিণাংশুবরঃ সংখ্যে গুরোঃ পুত্রস্য চৈব হ।
চক্রাতে চার্যয়োঃ তত্র কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥৬
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য্য দ্রৌণেঃ শারদ্বতস্য চ।
মন্ত্রবেগানিব স্তোত্যামভিঘাংশুবরাসৃজৎ ॥ ৭
তে চাপি ভৃশমভ্যঘ্নন্ বিশিখাঃ পার্থচোদিতাঃ।
বহুত্বাৎ তু পরামার্তিঃ শরাণাং তাবগচ্ছতাম্ ॥ ৮
অথ শারদ্বতো রাজন্ কৌন্তেয়শরপীড়িতঃ।
অবাসীদদ্ রথোপস্থে মূর্চ্ছামভিজগাম চ ॥ ৯
বিহ্বলং তমভিজ্ঞায় ভর্তারং শরপীড়িতম্।
হৃতোঽয়মিতি চ জ্ঞাত্বা সারথিস্তমপাবহৎ ॥১০
তস্মিন্ ভগ্নে মহারাজ কৃপে শারদ্বতে যুধি।
অশ্বত্থামাপ্যপাক্রাসীৎ পাণ্ডবেয়াদ্ রথান্তরম্ ॥ ১১
দৃষ্ট্বা শারদ্বতং পার্থো মূর্চ্ছিতং শরপীড়িতম্।
রথ এব মহেষ্বাসঃ সকৃপং পর্য্যদেবয়ৎ ॥ ১২

সপ্তচত্বারি শদধিক শততম অধ্যায়।

[অর্জুনের বাণসমূহের আঘাতে কৃপাচার্য্যের মূর্চ্ছা, ইহাতে অর্জুনের খেদ, কর্ণ ও সাত্যকির যুদ্ধ এবং কর্ণের পরাজয়।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! সব্যসাচী অর্জুন কর্ত্তৃক বীর সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হইবার পর আমার পুত্রগণ কি করিল? তাহা তুমি আমাকে বল ॥ ১

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে অর্জুন কর্ত্তৃক রণাঙ্গনে নিহত হইতে দেখিয়া মহর্ষির পুত্র কৃপাচার্য্য অমর্ষের বশীভূত হইয়া প্রকৃত বাণবর্ষণ করত পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। রাজন্! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাও রথে আরোহণ করত অর্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২-৩

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই দুই মহারথী বীর দুই দিক্ হইতে আসিয়া অর্জুনের উপর তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪

এইরূপে দুই দিক্ হইতে সেই প্রকৃষ্ট বাণবর্ষণে পীড়িত হইয়া রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবাহু অর্জুন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৫

তিনি যুদ্ধস্থলে গুরু কৃপাচার্য্য ও গুরু দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামাকে বধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। অতএব কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় সেখানে স্বীয় আচার্য্যকে সম্মান করিতে লাগিলেন ॥ ৬

তিনি নিজ অস্ত্রসকলের দ্বারা অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যের অস্ত্রসমূহকে নিবারণ করত তাঁহাদিগকে বধ করিবার বাসনা না করিয়া তাঁহাদের উপর মন্ত্রবেগপায়ী বাণসকলই নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৭

অর্জুনকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের সংখ্যা অধিক হওয়ায় তাহারা ইঁহাদের গুরুতর আঘাত করিতে লাগিল। তখন তাঁহারা অতিশয় বেদনা অনুভব করিতে থাকিলেন ॥ ৮

রাজন্! কৃপাচার্য্য অর্জুনের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন এবং রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া বসিয়া পড়িলেন ॥ ৯

নিজের প্রভুকে বাণসমূহে পীড়িত ও বিহ্বল জানিয়া এবং তাঁহাকে নিহত মনে করিয়া সারথি রণাঙ্গন হইতে দূরে লইয়া গেল ॥ ১০

মহারাজ! যুদ্ধস্থলে শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য অচেতন অবস্থায় দূরে অপসৃত হইলে অশ্বত্থামাও অর্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন রথী বীরের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য চলিয়া যাইলেন ॥ ১১

কৃপাচার্য্যকে বাণসমূহে পীড়িত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া মহাধনুর্দ্ধর কুন্তীনন্দন অর্জুন ভয়াবহভাবে রথে বসিয়া থাকিয়াই বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১২

অশ্রুপূর্ণমুখো দীনো বচনং চেদমব্রবীৎ।
পঞ্চত্রিংশ মহাপ্রাজ্ঞ কৃত্বা রাজানমুক্তবান্ ॥ ১৩
কুলান্তকরণে পাপে জাতমাত্রে সুযোধনে।
নীয়তাং পরলোকায় দাস্যন্তং কুলপাংসনঃ ॥ ১৪
অস্মাদ্ধি কুরুমুখ্যানাং মহদুৎপৎস্যতে ভয়ম্।
তদিদং সমনুপ্রাপ্তং বচনং সত্যবাদিনঃ ॥ ১৫
উৎকৃত্তে শুভ্র পশ্যামি শরতল্পগতং গুরুম্।
ধিগস্তু ক্ষাত্রমাচারং ধিগস্তু বলপৌরুষম্ ॥ ১৬
কো হি ব্রাহ্মণমাচার্যমভিদ্রুহ্যেত মাদৃশঃ।
ঋষিপুত্রো মমাচার্যো দ্রোণস্য পরমঃ সখা ॥ ১৭
এষ শেতে রথোপস্থে কৃপো মদ্বাণপীড়িতঃ।
অকামযানেন ময়া বিশিখৈরদিতো ভৃশম্। ১৮
অবসীদন্ রথোপস্থে প্রাণান্ পীড়য়তীব মে।
পুত্রশোকাভিতপ্তেন শরৈরাদিত্যসন্নিভৈঃ ॥ ১৯

তিনি তখন অশ্রুপূর্ণ মুখে দীনভাবে এই কথা বলিলেন,—যে সময় কুলান্তকারী পাপী সুযোধনের জন্ম হইয়াছিল, সেই সময় মহাজ্ঞানী বিদুর এই সব বিনাশকর পরিণাম দর্শন করত রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন, এই কুলাঙ্গার বালককে যদি পরলোকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তবে মঙ্গল হইবে। ১৩-১৪

কারণ, উহার দ্বারা প্রধান প্রধান কুরুবংশীয়গণের মহাভয় উপস্থিত হইবে। সত্যবাদী বিদুরের সেই কথা আজ সত্য হইতেছে। সুযোধনের জন্মই আজ আমি নিজ গুরুকে শর-শয্যায় শায়িত দেখিতেছি। ক্ষত্রিয়গণের আচার, বল ও পুরুষার্থকে ধিক্, ধিক্। ১৫-১৬

আমার ন্যায় কোন্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ও আচার্যকে দ্রোহ করিয়া থাকে? এই ঋষিনন্দন, আমার আচার্য এবং গুরুর দ্রোণাচার্যের পরম সখা কৃপাচার্য আমার বাণসমূহে পীড়িত হইয়া রথের আসনে শায়িত হইয়াছেন।

আমার ইচ্ছা না থাকিলেও তিনি বাণসমূহের দ্বারা অধিক পীড়িত হইয়াছেন। তিনি রথের আসনে শয়িত থাকিয়া কষ্টভোগ করিতেছেন এবং তাহা যেন আমাকে অত্যন্ত পীড়িত করিতেছে।

আমি পুত্রশোকে সন্তপ্ত, বাণসমূহের দ্বারা পীড়িত এবং গুরুতর দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বহুসংখ্যক বাণসমূহের দ্বারা অনেক বার তাঁহাকে আঘাত করিয়াছি ॥

অভ্যস্তো বহুভিবাণৈশ্শরবর্ষসমৈর্ময়া
শোচয়ত্যেষ নিয়তং ভূয়ঃ পুত্রবধাদ্ধি মাম্ ॥ ২০
কৃপণং শরতল্পে সন্নং পশ্য কৃষ্ণ যথাগতম্
উপাকৃত্য তু বৈ বিদ্যামাচার্যোভ্যো নরর্ষভাঃ ॥ ২১
প্রযচ্ছন্তীহ যে কামান্ দেবত্বমুপযান্তি তে।
যে চ বিদ্যামুপাদায় গুরুভ্যঃ পুরুষাধমাঃ ॥ ২২
দ্রুহ্যন্তি তানেব দুর্বাত্মানো বৈ নিরনুপোশিনঃ।
তদিদং নরকায়াস্য কৃতং কর্ম ময়া ধ্রুবম্ ॥ ২৩
আচার্যং শরবর্ষেণ রথে সাদয়তা কৃপম্।
যং তং সুখমুপাকুর্বন্নঃ মামব্রবীৎ কৃপঃ ॥ ২৪
ন কথঞ্চন কৌরব্য প্রহর্তব্যাঃ গুরাবিতি
তদিদং বচনং সাধোরাচার্যস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৫
মানুষ্টিতং ভূমেবাজৌ বিশিখৈরভিবর্ষতা।
নমস্তস্মৈ সুপূজ্যায় গৌতমায়াপলায়িনে ॥ ২৬

নিশ্চয়ই এই কৃপাচার্য আহত হইয়া আমাকে পুত্রবধ অপেক্ষাও অধিক শোকমগ্ন করিতেছেন। হে কৃষ্ণ! দেখুন, এই কৃপাচার্য বাণ রথের উপরে কিরূপ অবসন্ন ও দীন হইয়া পতিত আছেন ॥

আচার্যগণের নিকট হইতে বিদ্যাগ্রহণ করত যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ তাঁহাদিগকে অন্যান্য বস্তু প্রদান করেন, তিনি দেবত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ২১

গুরুগণের নিকট হইতে বিদ্যাগ্রহণ করিয়া যে নরাধম ব্যক্তি তাঁহাদের উপর আঘাত করে, সেই দুরাচারী পুরুষ নিশ্চয়ই নরকগামী হইয়া থাকে ॥

আমি আচার্য কৃপকে বাণ বাণসমূহের দ্বারা রথের উপর অবসন্নভাবে শায়িত করিয়াছি। নিশ্চয়ই এই কর্ম আমি নরকে গমন করিবার জন্যই করিয়াছি।

পূর্বে আমাকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষাদান করিয়া কৃপাচার্য এই কথা বলিয়াছিলেন, কুরুনন্দন! তুমি কখনও গুরুর উপর কোনরূপ অস্ত্রপ্রয়োগ করিও না ॥

এই মহাত্মা আচার্যের এই বাক্য স্মরণে তাঁহারই উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া আমি মরি করিলাম না।

বৃষ্ণিবংশধুরন্ধর কৃষ্ণ! যুদ্ধ হইতে যিনি কখনও পলায়ন করেন না, সেই পরম পূজনীয় গৌতমবংশজাত কৃপাচার্যকে আমি প্রণাম করি। আমি যে তাঁহার উপর প্রহার করিলাম, সেইজন্য আমাকে ধিক্।

বিলপন্ত মম বাক্যের যদর্থে প্রহরাম্যহম্।
তথা বিলপমানে তু সব্যসাচিনি তং প্রতি ॥ ২৭
সৈন্ধবং নিহতং দৃষ্ট্বা রাধেয়ঃ সমুপাদ্রবৎ।
তমাপতন্তং রাধেয়মভূনন্দা রথং প্রতি ॥ ২৮
পাঞ্চালৌ সাত্যকিশ্চৈব সহসা সমুপাদ্রবন্।
উপায়ান্তং তু রাধেয়ং দৃষ্ট্বা পার্থো মহারথঃ ॥ ২৯
প্রহসন্ দেবকীপুত্রমিদং বচনমব্রবীৎ।
এষ প্রযাত্যধিরথিঃ সাত্যকেঃ সান্দনং প্রতি ॥ ৩০
ন মৃষ্যতি হতং নূনং ভূরিশ্রবসমাহবে।
যত্র যাত্যেষ তত্র ত্বং চোদয়াশ্বান্ জনার্দন ॥ ৩১
ন সৌমদত্তিপদবীং গময়েৎ সাত্যকির্বৃষঃ
এবমুক্তো মহাবাহুঃ কেশবঃ সব্যসাচিনা ॥ ৩২
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ কালযুক্তমিদং বচঃ।
অলমেষ মহাবাহুঃ কর্ণাদ্যৈরেকোঽপি পাণ্ডবঃ ॥ ৩৩

সব্যসাচী অর্জুন কৃপাচার্য্যের জন্য এরূপে বিলাপ করিতে থাকিলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে নিহত দেখিয়া রাধানন্দন কর্ণ তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন।

রাধাপুত্র কর্ণকে অর্জুনের রথের দিকে যাইতে দেখিয়া দুই ভ্রাতা পাঞ্চালরাজকুমার যুধামন্যু ও উত্তমৌজা এবং সাত্বতবংশ-ভূষণ সাত্যকি সহসা তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন।

রাধানন্দন কর্ণকে নিকটে আসিতে দেখিয়া মহারথী কুন্তীকুমার অর্জুন হাস্য করিতে করিতে দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন।

এই অধিরথ-পুত্র কর্ণ সাত্যকির রথের দিকে গমন করিতেছেন। যুদ্ধস্থলে ভূরিশ্রবার মৃত্যু ইনি নিশ্চয়ই সহ্য করিতে পারিতেছেন না।

জনার্দন! ইনি যেখানে যাইতেছেন, আপনিও সেই অশ্ব-দিগকে চালনা করুন। এরূপ যেন না হয় যে, কর্ণ সাত্যকিকে ভূরিশ্রবার পথে প্রেরণ করেন।

সব্যসাচী অর্জুন এই কথা বলিলে পর মহাতেজস্বী মহাবাহু কেশব তাঁহাকে সময়োচিত এই কথা বলিলেন।

পাণ্ডুনন্দন! এই মহাবীর সাত্বতশ্রেষ্ঠ সাত্যকি একাকীই কর্ণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। তাহাতে আবার যখন এসময় দ্রুপদের দুই পুত্র যুধামন্যু ও উত্তমৌজা উঁহার সহিত আছে, তখন আর কি বলিবার আছে। ৩৪

কিং পুনর্দ্রৌপদেয়াভ্যাং সহিতঃ সাত্বতর্ষভঃ।
ন চ তাবৎ ক্ষয়ঃ পার্থ তব কর্ণেন সঙ্গরঃ ॥ ৩৫
প্রজ্বলন্ত্যা মহোল্কেব তিষ্ঠত্যাস্য হি বাসবী।
স্বধর্মং পূজয়ানৈষা রক্ষতে পরবীরহন্ ॥ ৩৬
অয়ং কর্ণঃ প্রযাত্যত্র সাবহেলা যথাতথা।
অহং ত্রাসয়ামি কৌন্তেয় কালযুক্তা তুরাত্মনঃ।
যত্নেন বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পাতয়িষ্যামি ভূতলে ॥ ৩৮

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যোঽসৌ কর্ণেন বীরেণ বাক্যৈর্যুদ্ধায় সঙ্গমঃ।
হতে তু ভূরিশ্রবসি সৈন্ধবে চ নিপাতিতে ॥ ৩৭
সাত্যকিশ্চাপি বিরথঃ কং সমাকৃতবান্ রথম্।
চক্ররক্ষৌ চ পাঞ্চালৌ তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ৩৮

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু তে বর্তয়িষ্যামি যথা বৃত্তং মহারণে।
তদ্ভয়ঞ্চ স্থিরো ভূত্বা দুরাচরিতমাত্মনঃ ॥ ৩৯

কুন্তীকুমার! বর্ত্তমানে কর্ণের সাহস তোমার যুদ্ধ হওয়া ঠিক নহে; কারণ, তাঁহার নিকট ইন্দ্রপ্রদত্ত প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় একটি শক্তি আছে।

শত্রুবীর-সংহারকারী অর্জুন! তোমার বধের জন্য কর্ণ প্রতিদিন এই অস্ত্রকে পূজা করিতে থাকিয়া উহাকে সদা রক্ষা করিতেছে। অতএব কর্ণ সাত্যকির দিকে যেভাবে হউক গমন করুক এবং যুদ্ধ করুক। ৩৫

কুন্তীনন্দন! আমি এই দুরাত্মার অন্তকাল জানি, যখন তুমি স্বীয় ভীষণবার বাণসমূহের দ্বারা ইহাকে ভূতলে পাতিত করিবে ॥ ১৭-৩৯

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! ভূরিশ্রবা নিহত হইলে এবং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ভূপাতিত হইলে কর্ণের সহিত বীরবর সাত্যকির যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা কিরূপ? ৩৭

সঞ্জয়! সাত্যকিও ত' রথহীন হইয়াছিল। সে তখন কাহার রথে আরোহণ করিয়াছিল এবং চক্ররক্ষক যুধামন্যু ও উত্তমৌজা এই দুই পাঞ্চাল বীর কাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছিল? তুমি এসমস্তই আমাকে বল ॥ ৩৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আমি অতিশয় ধৈর্য্যের সহিত সেই মহাসমরে সংঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত আপনার নিকট বর্ণন করিব। আপনি স্থির হইয়া আপনার দুরাচারের পরিণাম শ্রবণ করুন ॥ ৩৯

পূর্বমেব হি কৃষ্ণস্য মনোগতমিদং প্রভো ।
বিজেতব্যো যথা বীরঃ সাত্যকির্ যৌযুধিনা
অতীতানাগতে রাজন্ স হি বেত্তি জনার্দনঃ ।
ততঃ সূতং সমাহূয় দারুকং সংদিদেশ হ ॥ ৪১
রথো মে যুজ্যতাং কল্যমিতি রাজন্ মহাবলঃ ।
ন হি দেবা ন গন্ধর্বা ন যক্ষোরগরাক্ষসাঃ ॥ ৪২
মানবা বাপি জেতারঃ কৃষ্ণয়োঃ সন্তি কেচন ।
পিতামহপুরোগাশ্চ দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ তং বিদুঃ ॥ ৪৩
তয়োঃ প্রভাবমতুলং শৃণু যুদ্ধং তু তং তথা ।
সাত্যকিং বিরথং দৃষ্ট্বা কর্ণং চাভ্যুদ্যতং রণে ৪৪
দধ্মৌ শঙ্খং মহানাদমথাবজ্ঞেপাথ মাধবঃ ।
দারুকোঽবেত্য সন্দেশং শ্রুত্বা শঙ্খস্য চ স্বনম্ ॥ ৪৫
রথমস্মৈ তদা প্রাদাৎ সুপর্ণোচ্ছ্রিতকেতনম্ ।
স কেশবস্যানুমতে রথং দারুকসংযুতম্ ॥ ৪৬
আরুরোহ শিনেঃ পৌত্রো অলনাদিত্যসন্নিভম্ ।
কাম্বোজৈঃ শৈব্যসুগ্রীবমেঘপুষ্পবলাহকৈঃ ॥ ৪৭
ত্রয়োদশৈর্মহাবেগৈর্হেমভাণ্ডবিভূষিতৈঃ ।
যুক্তং সমাকৃত্য চ তং বিমানপ্রতিমং রথম্ ॥ ৪৮
অভ্যদ্রবত রাধেয়ং প্রবপন্ সায়কান্ বহূন্
চক্রুরক্ষাবপি তদা যুধামন্যুত্তমৌজসৌ ॥ ৪৯
ধনঞ্জয়রথং হিত্বা রাধেয়ং প্রত্যুপায়তুঃ
রাধেয়োঽপি মহারাজ শরবর্ষং সমুৎসৃজন্ ॥ ৫০
অভ্যদ্রবৎ সুসংক্রুদ্ধো রণে শৈনেয়মচ্যুতম্ ।
নৈব দৈবং ন গান্ধর্বং নাসুরং ন চ রাক্ষসম্ ॥ ৫১
তাদৃশং ভুবি নো যুদ্ধং দিবি বা শ্রুতমিত্যুত ।
উপারমত তৎ সৈন্যং সরথাশ্বনরদ্বিপম্ ॥ ৫২
তয়োর্দৃষ্ট্বা মহারাজ কর্ম সম্মূঢ়চেতসঃ ।
সর্বে চ সমপদ্যন্ত তদ্ যুদ্ধমতিমানুষম্ ॥ ৫৩
তয়োর্ বিবরয়ো রাজন্ সারথ্যং দারুকস্য চ ।
গত-প্রত্যাগতাবৃত্তৈর্মণ্ডলৈঃ সংনিবর্তনৈঃ ॥ ৫৪

প্রভো! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মনে পূর্বেই এই কথা উদিত হইয়াছিল যে, আজ বীর সাত্যকিকে সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা পরাজিত করিবে ॥ ৪০

রাজন্! এই জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ ভূত ও ভবিষ্যৎ উভয়কালেরই সব কিছু অবগত আছেন। সেইজন্য তিনি নিজ সারথি দারুককে আহ্বান করিয়া আনিয়া পূর্বেই আজ্ঞাপ্রদান করিয়াছিলেন যে, কাল প্রভাতে আমার রথ যোজনা করিয়া প্রস্তুত রাখিবে। মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণের বল মহান্। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে পরাজিত করিতে পারেন, এমন কোন যোদ্ধা, না দেবতা, না যক্ষ, না গন্ধর্ব, না নাগ, না রাক্ষস এবং না মনুষ্যগণ মধ্যে আছে?

ইহাকে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ এবং সিদ্ধগণও যথার্থরূপে জানেন ইহাদের উভয়ের প্রভাবের কোন তুলনাই নাই। আচ্ছা, এখন যুদ্ধের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।

সাত্যকিকে রথহীন এবং কর্ণকে যুদ্ধের জন্য উদ্যত দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভীতিপ্রদ ধ্বনিকারী দীপ্ত শঙ্খকে অতিশয় বাজাইতে লাগিলেন।

দারুক সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করত ভগবানের আদেশ স্মরণ করিয়া অতিদ্রুত তাঁহার জন্য সেই রথ লইয়া আসিলেন, যে রথে গরুড়চিহ্নযুক্ত উচ্চ ধ্বজ বিদ্যমান ছিল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি পাইয়া শিনিপৌত্র সাত্যকি দারুক কর্তৃক যোজিত মাদ্র ও সুগ্রীবতুল্য তেজস্বী সেই রথে আরোহণ করিলেন। এই রথে ইচ্ছানুসারে গমনকারী, মহাবেগশালী ও সুবর্ণময় অলঙ্কারসমূহে বিভূষিত সৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে শ্রেষ্ঠ অশ্বগণ যোজিত ছিল। এই রথ বিমানের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ইহার উপর আরোহণ করিয়া বহু-সংখ্যক বাণবর্ষণ করিতে করিতে সাত্যকি রাধানন্দন কর্ণের দিকে ধাবিত হইলেন।

সেই সময় চক্ররক্ষক যুধামন্যু ও উত্তমৌজা অর্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের উপর আক্রমণ করিলেন।

মহারাজ! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কর্ণও সেই যুদ্ধস্থলে অন্যান্য হইতে অধিচ্ছাত সাত্যকির উপর বাণবর্ষণ করিতে করিতে ধাবিত হইলেন।

মহারাজ! তাঁহাদের উভয়ের এই সংগ্রাম দেখিয়া সকলেরই চিত্ত মোহাচ্ছন্ন হইয়া যাইল। রাজন্! তখন সকলেই কর্ণকের ন্যায় এই দুই নরশ্রেষ্ঠ বীরের সেই অতিমানুষ যুদ্ধ এবং দারুকের সারথ্যকার্য দেখিতে লাগিলেন। হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্যগণে পরিপূর্ণ চতুরঙ্গিণী সৈন্যবাহিনীও এই সময় যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছিল।

রথে উপবিষ্ট কাঞ্চনপোতীয় সারথি দারুকের রথসঞ্চালনের গমন, প্রত্যাগমন, আবর্তন, মণ্ডল এবং পরিবর্তনাদি বিবিধ রীতি-

সাধুবেস্তু রথস্থস্তু কাম্বোজস্য বিশাম্পতেঃ।
নভস্তলগতাশ্চৈব দেবগন্ধর্বদানবাঃ ॥ ৫৫
অক্ষৌণাবহিতা দ্রষ্টুং কর্ণ-শৈনেয়য়োর্ধনম্।
মিত্রার্থে তৌ পরাক্রান্তৌ তস্মিংৌ স্পর্ধিনৌ রণে ॥ ৫৬
কর্ণস্যামরসঙ্কাশো যুযুধানস্য সাত্যকেঃ।
অন্যোন্যং তৌ মহারাজ শরবর্ষৈরবর্ষতাম্ ॥ ৫৭
প্রমমাথ শিনেঃ পৌত্রঃ কর্ণঃ সায়কবৃষ্টিভিঃ।
অমৃষ্যমাণো নিধনং কৌরব্যজলসন্ধয়োঃ ॥ ৫৮
কর্ণঃ শোকসমাবিষ্টো মহোরগ ইব শ্বসন্।
স শৈনেয়ং রণে ক্রুদ্ধঃ প্রদহন্নিব চক্ষুষা ॥ ৫৯
অভ্যধাবত বেগেন পুনঃ পুনররিন্দম।
তং তু সক্রোধমালোক্য সাত্যকিঃ প্রত্যযুধ্যত ॥ ৬০
মহদ্ভ্যাং শরবর্ষেণ গজং প্রতি গজো যথা।
তৌ সমেতৌ নরব্যাঘ্রৌ ব্যাঘ্রাবিব তরস্বিনৌ ॥ ৬১

অন্যোন্যং সংতত্ক্ষাতে রণেঽদ্ভুতপরাক্রমৌ।
ততঃ কর্ণঃ শিনেঃ পৌত্রঃ সর্বপারসবৈঃ শরৈঃ ॥ ৬২
বিভেদ সর্বগাত্রেষু পুনঃ পুনররিন্দম।
সারথিং চাস্য ভল্লেন রথনীড়াদপাতয়ৎ ॥ ৬৩
অশ্বাংশ্চ চতুরঃ শ্বেতান্ নিজঘান শিতৈঃ শরৈঃ।
ছিত্ত্বা ধ্বজং রথং চৈব শতধা পুরুষর্ষভ ॥ ৬৪
চকার বিরথং কর্ণং তব পুত্রস্য পশ্যতঃ।
ততো বিমনসো রাজংস্তাবকাস্তে মহারথাঃ ॥ ৬৫
বৃষসেনঃ কর্ণসুতঃ শল্যো মদ্রাধিপস্তথা।
দ্রোণপুত্রশ্চ শৈনেয়ং সর্বতঃ পর্যবারয়ন্ ॥ ৬৬
ততঃ পর্যাকুলং সর্বং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
তথা সাত্যকিনা বীরে বীরঘ্নে সূতজে কৃতে ॥ ৬৭
হাহাকারস্ততো রাজন্ সর্বসৈন্যেষ্বজায়ত।
কর্ণোঽপি বিরথো রাজন্ সাত্বতেন কৃতঃ শরৈঃ ॥ ৬৮

সমূহে আকাশে বিরাজমান দেবতা, গন্ধর্ব ও দানবগণও বিস্মিত হইলেন এবং কর্ণ ও সাত্যকির যুদ্ধ দেখিবার জন্য অত্যন্ত সাবধান হইয়া রহিলেন। এই দুই বীর বলবান্ যোদ্ধা রণাঙ্গনে পরস্পরকে স্পর্ধা করিতে করিতে নিজ নিজ মিত্রগণের জন্য পরাক্রম করিতে লাগিলেন ॥ ৫১-৫৬

মহারাজ! দেবতুল্য তেজস্বী কর্ণ এবং সত্যকপুত্র যুযুধান পরস্পর পরস্পরের উপর শরবর্ষণ করিয়া একে অপরকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৭

কর্ণ তুলিলেও ও জলসন্ধ-বধ সহ্য করিতে না পারিয়া তীব্র বাণবর্ষণের দ্বারা শিনিপৌত্র সাত্যকিকে মথিত করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮

শত্রুদমন নরেশ! কর্ণ তাঁহাদের উভয়ের মৃত্যুতে শোকাবিষ্ট হইয়া বাসত্যাগী মহাসর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া চক্ষুর দ্বারা সাত্যকির দিকে যেভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, যেন তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। তিনি পুনঃ পুনঃ সবেগে সাত্যকির দিকে ধাবিত হইলেন।

কর্ণকে ক্রুদ্ধিত দেখিয়া সাত্যকি তাঁহার উপর প্রচুর শরবর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ইহাতে মনে হইল কোন হাতী অপর এক হাতীর সহিত যুদ্ধ করিতেছে।

বেগবান্ ব্যাঘ্রের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইয়া দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ রণাঙ্গনে অদ্ভুতনীয় পরাক্রম দেখাইতে দেখাইতে পরস্পর পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

শত্রুদমন মহারাজ! তদনন্তর শিনিপৌত্র সাত্যকি সম্পূর্ণ ভাগ লৌহনির্মিত বাণসমূহের দ্বারা কর্ণের বক্ষঃস্থলে বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন এবং একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথের আসন হইতে ভূপাতিত করিলেন ॥ ৫৯-৬৩

নরশ্রেষ্ঠ! তাহার পর সাত্যকি তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা কর্ণের শ্বেতবর্ণ চারিটি অশ্বকে সংহার করিলেন এবং তাঁহার ধ্বজ ছেদন করত রথকে শত শত খণ্ডে বিদীর্ণ করিয়া আপনার পুত্রগণের সাক্ষাতেই তাঁহাকে রথহীন করিয়া দিলেন। রাজন্! ইহাতে বিচলিত হইয়া আপনার মহারথী কর্ণপুত্র বৃষসেন, মদ্ররাজ শল্য এবং দ্রোণকুমার অশ্বত্থামা সাত্যকিকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৬৪-৬৬

সাত্যকিকর্তৃক বীরবর সূতপুত্র কর্ণ রথহীন হইয়া পড়িলে সমস্ত সৈন্যবাহিনী সর্বতোভাবে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন কাহারও কিছুই বোধ ছিল না ॥ ৬৭

রাজন্! সেই সময় সমস্ত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। মহারাজ! সাত্যকির বাণসমূহে রথহীন হইয়া পড়িলে কর্ণও দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অতি-দ্রুত দুর্যোধনের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন।

দুর্যোধনস্যথং তূর্ণমাকারোক্ত বিনিঃস্বনম্
মানয়ংস্তব পুত্রস্য বাল্যাৎ প্রভৃতি সৌহৃদম্ । ৬৯
কৃতাং রাজ্যপ্রদানেন প্রতিজ্ঞাং পরিপালয়ন্ ।
তথা তু বিরথং কর্ণং পুত্রাংশ্চ তব পার্থিব । ৭০
দুঃশাসনমুখান্ বীরান্ বাসয়ীৎ সাত্যকির্বশী ।
রক্ষন্ প্রতিজ্ঞাং ভীমেন পার্থেন চ পুরাকৃতাম্ । ৭১
বিরথান্ বিহ্বলাংশ্চক্রে ন তু প্রাণৈর্ব্যযোজয়ৎ ।
ভীমসেনেন তু বধঃ পুত্রাণাং তে প্রতিশ্রুতঃ । ৭২
অন্যদ্যুতে চ পার্থেন বধঃ কর্ণস্য সংশ্রুতঃ ।
বধে যত্নবন্ত বয়ং তে তস্য কর্ণমুখাস্তদা । ৭৩
নাশক্নুবংস্ততো হন্তুং সাত্যকিং প্রবরা বয়াঃ ।
দ্রৌণিশ্চ কৃতবর্মা চ তবৈবাস্তে মহারথাঃ । ৭৪
নির্জিতা ধনুষৈকেন সততঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ ।
কাঙ্ক্ষতা পরলোকঞ্চ ধর্মরাজস্য চ প্রিয়ম্ । ৭৫
কৃষ্ণাত্মাঃ সদৃশো বীর্য্যে সাত্যকিঃ শত্রুতাপনঃ ।

বাল্যকাল হইতেই সখা কৃত আপনার পুত্র দুর্যোধনের সৌহার্দ্দকে তিনি সম্মান করিতেন এবং দুর্যোধনকে রাজ্যপ্রদান করিবার জন্য তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার পালনে কর্ণ অতিশয় তৎপর ছিলেন।

রাজন্! তিতেন্দ্রিয় সাত্যকি রথহীন কর্ণ ও দুঃশাসনাদি আপনার বীর পুত্রগণকে তখন এই জন্য বধ করেন নাই যে, ভীমসেন ও অর্জুন পূর্ব্বেই ইহাদের সংহার করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার রক্ষার জন্য। ৬৮-৭১

তিনি এই সময় সকলকে রথহীন করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রাণ গ্রহণ করেন নাই। যখন দ্বিতীয় বার পাশাখেলা আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময় ভীমসেন আপনার পুত্রদিগকে বধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এবং অর্জুন কর্ণকে সংহার করিবার কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

কর্ণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মহারথী বীরগণ সাত্যকিকে বধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ইঁহাকে বধ করিতে সমর্থ হন নাই।

অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, অন্যান্য মহারথী বীরগণ এবং শত শত ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সাত্যকির দ্বারা একমাত্র ধনুর সাহায্যে পরাজিত হইয়াছেন। সাত্যকি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রিয় করিতে এবং পরলোকে তাঁহাকে লাভ করিতে অভিলাষী ছিলেন। ৭২-৭৪

ক্ষিতৌ নাস্য সমং সৈন্যানি তাবন্তানি হসন্নিব । ৭৬
কৃষ্ণো বাপি তথৈবোক্তে পার্থো বাপি ধনুর্ধরঃ ।
শৈনেয়ো বা নরব্যাঘ্র চতুর্থস্তু ন বিদ্যতে । ৭৭

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

অশ্বেভ্যঃ বাসুদেবস্য রথমাস্থায় সাত্যকিঃ ।
বিরথং কৃতবান্ কর্ণং বাসুদেবসমো যুধি
দারুকেণ সমাযুক্তঃ স্ববাহুবলদর্পিতঃ ।
কচ্চিদস্ত্রং সমাস্থায় সাত্যকিঃ শত্রুতাপনঃ । ৭৯
এতদিচ্ছামাহং শ্রোতুং কুশলো হ্যসি ভাষিতুম্ ।
অসক্তং তন্নতং মন্যে তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়

সঞ্জয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্ যথাবৃত্তং যেনস্থঃ সাত্যকির্মতিঃ ।
দারুকস্যানুজঃ কর্ণং কল্পনাবিধিকল্পিতম্ । ৮১
অশ্বৈঃ কাঞ্চনসংস্থানৈঃ পট্টৈঃ সংবন্ধকূবরম্ ।
তারাসহস্রখচিতং সিংহধ্বজপতাকিনম্

শত্রুতাপন সাত্যকি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন-তুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে ত্রাস করিতে করিতেই জয় করিয়া লইলেন। ৭৬

নরশ্রেষ্ঠ! জগতে শ্রীকৃষ্ণ, কুরুকুমার অর্জ্জুন এবং শিনিপৌত্র সাত্যকি—এই তিন জনই বাস্তবিক ধনুর্দ্ধর বীর। ইঁহাদের তুল্য চতুর্থ কোন ব্যক্তিই আর নাই। ৭৭

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! সাত্যকি যুদ্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তুল্য। তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই অশ্বেত-রথে আরোহণ করিয়া কর্ণকে রথহীন করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার সারথি দারুকের ন্যায় সারথি এবং তাঁহার বীর বাহুবলের অভিমানও ছিল। কিন্তু শত্রুতাপন সাত্যকি কি এই সময় অন্য কোন্ রথে আরোহণ করিয়াছিল? ৭৮-৭৯

আমি ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি; কারণ, তুমি ভালভাবে কথা বলিতে নিপুণ। আমি ত' সাত্যকিকে সকলের পক্ষে অসহ্য বলিয়াই মনে করি। তুমি আমাকে এ সমস্ত কথা স্পষ্ট করিয়া বল। ৮০

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সমস্ত বৃত্তান্ত আপনি যথারূপে শ্রবণ করুন। দারুকের একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা, যে অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিল, সে বিধি অনুসারে অন্য এক রথকে শস্ত্র সজ্জিত করিয়া সেখানে আনিল। ৮১

লৌহ ও স্বর্ণনির্ম্মিত পাট্টের দ্বারা রথের কূবর উত্তমরূপে বদ্ধ

অশৈর্যাতজবৈর্যুক্তং হেমভাণ্ডপরিচ্ছদৈঃ
নৈঋতৈরিন্দুসঙ্কাশৈঃ সর্বশস্ত্রাভিপূজিতৈঃ ॥ ৮৩
চিত্রকাঞ্চনসন্নাহৈর্বাজিমুখৈর্বিশাম্পতে
ঘণ্টাজালাকুলরবৈঃ শক্তিতোমরবিদ্যুতম্ ॥ ৮৪
যুক্তং সাগ্রামিকৈর্মুখ্যৈর্বহুশস্ত্রপরিচ্ছদৈঃ।
রথং সম্পাদয়ামাস মেঘপঙ্ক্তীরনিঃস্বনম্ ॥ ৮৫
তং সমাকস্য বৈনেয়স্তব সৈন্যমুপাদ্রবৎ।
দারুকোঽপি যথাকামং প্রযযৌ কেশবান্তিকম্ ॥ ৮৬
কর্ণস্যাপি রথং রাজন্ শঙ্খগোক্ষীরপাণ্ডুরৈঃ।
চিত্রকাঞ্চনসন্নাহৈঃ শলৈর্বেগবত্তরৈঃ ॥ ৮৭
হেমকক্ষ্যাধ্বজোপেতং কৃপবস্ত্রপতাকিনম্।
অস্ত্রং রথং সুষেণস্য বহুশস্ত্রপরিচ্ছদম্ ॥ ৮৮

উপাজহ্রুস্তমাস্থায় কর্ণোঽপাদ্রবদ্ রিপূন্।
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৮৯
দুষ্করাপি নিবোধেমং তবাপনয়জং ক্ষয়ম্।
একত্রিংশৎ তব সুতা ভীমসেনেন পাতিতাঃ ॥ ৯০
দুর্মুখং প্রমুখে কৃত্বা সততং চিত্রযোধিনম্।
শতশো নিহতাঃ শূরাঃ সাত্বতেনার্জুনেন চ ॥ ৯১
ভীষ্মঃ প্রমুখতঃ কৃত্বা ভগদত্তঞ্চ ভারত।
এবমেষ ক্ষয়ো বৃত্তো রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব ॥ ৯২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি কর্ণ-সাত্যকিযুদ্ধে সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৭

ছিল। ইহার মধ্যে সহস্র সহস্র ভাষা খচিত ছিল। এই রথের ধ্বজ-পতাকাতে সিংহের চিহ্ন অঙ্কিত ছিল ॥ ৮৫

এই রথে সুবর্ণময় আভরণ-সমূহে বিভূষিত বায়ুসদৃশ বেগশালী, সমস্ত যোদ্ধাকে অতিক্রমকারী, মুগ ও চন্দ্রসদৃশ শ্বেতবর্ণ সিন্ধুদেশজাত চারিটি অশ্ব যোজিত ছিল ॥ ৮৩

প্রজানাথ! এই সব অশ্বকে বিচিত্র বর্মময় কবচে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। এ সব অশ্বই উত্তম শ্রেণীর ছিল। সারথি কর্তৃক যোজিত রথে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সমূহ হইতে নিঃসৃত মধুর ধ্বনি ব্যাপ্ত ছিল। সেখানে রক্ষিত শক্তি ও তোমরাদি অস্ত্রসকল বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ৮৪

এই রথে বহু সংখ্যক অস্ত্রাদি যুদ্ধোপযোগী আবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রী যথাস্থানে স্থাপিত ছিল। এই রথ চলিতে থাকিলে তাহা হইতে মেঘগর্জন তুল্য গম্ভীর শব্দ হইয়া থাকে। দারুকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই রথকে সাত্যকির নিকট লইয়া আসিল ॥ ৮৫

সাত্যকি এই রথেই আরোহণ করিয়া আপনার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন। দারুকও ইচ্ছানুসারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট চলিয়া যাইলেন ॥ ৮৬

রাজন্! কর্ণের জন্যও একটি সুন্দর রথ আনা হইয়াছিল। এই রথে শঙ্খ ও গোদুগ্ধ-সদৃশ শ্বেত বর্ণবিশিষ্ট, বিচিত্র সুবর্ণময় কবচে সুসজ্জিত এবং অত্যন্ত বেগগামী শ্রেষ্ঠ অশ্ব যোজিত ছিল ॥ ৮৭

উহাতে সুবর্ণময় রজ্জুতে বদ্ধ ধ্বজ উড়িতেছিল। এই রথ ধ্বজ এবং পতাকাসমূহে সুশোভিত ছিল। ইহার মধ্যে বহু অস্ত্রাদি আবশ্যক দ্রব্য রক্ষিত ছিল এবং এই রথের সারথিও সুযোগ্য ছিল ॥ ৮৮

দুর্যোধনের সেবক এই রথ লইয়া আসিয়াছিল এবং কর্ণ ইহাতে আরোহণ করিয়া শত্রুদিগের উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন। রাজন্! আপনি আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই আমি আপনাকে বলিলাম ॥ ৮৯

এখন পুনরায় আপনারই অন্যায়ের ফলে যে জন-সংহার হইয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন! ভীমসেন এ পর্যন্ত নানা বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতে সমর্থ দুর্মুখ প্রভৃতি আপনার একত্রিশ জন পুত্রকে নিহত করিয়া ধূলাতিত করিয়াছেন ॥

ভারত! এইরূপ সাত্যকি ও অর্জুন, ভীষ্ম এবং ভগদত্ত প্রভৃতি শত শত বীর যোদ্ধাকে সংহার করিয়াছেন। রাজন্! এইভাবে আপনার দুষ্মন্ত্রণার ফলস্বরূপ এই বিনাশ কার্য সম্পন্ন হইয়াছে ॥ ৯০-৯২

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথ-বধপর্বে কর্ণ ও সাত্যকির যুদ্ধবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনের কর্ণবধ-প্রতিজ্ঞা, বৃষসেনবধায় প্রতিজ্ঞাকরণক শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে প্রশংসন; বৃষসেনের যুদ্ধ; ভীমের যুদ্ধ দেখাইতে দেখাইতে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরসমীপে নয়ন।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তথা পক্ষেষু শূরেষু তেষাং মম চ সঞ্জয়।
কিং বৈ ভীমস্তদাকার্ষীৎ তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।

বিরথো ভীমসেনো বৈ কর্ণবাক্‌শল্যপীড়িতঃ।
অমর্ষবশমাপন্নঃ ফাল্গুনং বাক্যমব্রবীৎ॥ ২
পুনঃ পুনস্ত্বয়ৈবাহং মূঢ় ঔলূপিকেতি চ।
অকৃতাস্ত্রক মা যোৎসীরিতি সংগ্রামকাতর॥ ৩
ইতি মামব্রবীৎ কর্ণঃ পশ্যতস্তে ধনঞ্জয়।
এষ বক্তা চ মে বধ্যস্তেন চোক্তোঽস্মি ভারত॥ ৪
এতদ্ ব্রতং মহাবাহো ময়া সত্য কৃতং পুরা।
তথৈতন্মম কৌন্তেয় যথা তব ন সংশয়ঃ॥ ৫
তদ্ব্যবায় নরশ্রেষ্ঠ স্মারৈতদ্ বচনং মম।
যথা ভবতি তৎসত্যং তথা কুরু ধনঞ্জয়॥ ৬
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ভীমস্যামিতবিক্রমঃ
ততোঽর্জুনোঽব্রবীৎ কর্ণং কিঞ্চিদভ্যেত্য সংযুগে॥ ৭
কর্ণ কর্ণ বৃথাদৃষ্টে সূতপুত্রাত্মসম্ভব
অমর্ষমুদ্ধে শৃণু মে যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্॥ ৮
দ্বিবিধঃ কর্ম শূরাণাং যুদ্ধে জয়-পরাজয়ৌ
তৌ চাপ্যনিত্যৌ বাধেয় বাদবস্যাপি যুধ্যতঃ॥ ৯
(বদন্যংস্ত্বং নির্লজ্জ গচ্ছসে বৈ পুনঃ পুনঃ।
মাতাস্যাঃ পশ্য ভীমস্য কর্ণ ত্বয় কুলে তথা।
মোক্ষয়ন্ বৈ পকৃষ্য যৎ ত্বাং পলায়মপরাধেনম
দুষ্কৃত্বমপি সক্ষম্য সকৃদেব যদৃচ্ছয়া॥
বিরথং কৃতবান বীরং পাণ্ডবং সূতজাহুত।
কুলস্য সদৃশং চাপি রাধেয় কৃতবানসি।

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়

(কর্ণকে অর্জুনের স্থিরপ্রতিজ্ঞা এবং বৃষসেনকে বধ করিবার জন্য অর্জুনের প্রতিজ্ঞা, অর্জুনকে সাধুবাদ করিয়া তাঁহাকে রণ-ভূমির ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বে লইয়া গমন।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! যখন পাণ্ডব-পক্ষের ও আমার বীর সৈন্যগণ পূর্বোক্ত রূপে যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইল, তখন ভীমসেন কি করিল? তাহা আমাকে বল। ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! রথহীন ভীমসেন কর্ণের বাণ-ব্যাঘাতে পীড়িত হইয়া অমর্ষের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি অর্জুনকে এই কথা বলিলেন। ২

ধনঞ্জয়! কর্ণ তোমার সম্মুখেই আমাকে বারংবার বলিল যে, তুমি নপুংসক, মূর্খ, ঔলূপিক (শৌণ্ডিক), অস্ত্রবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, বালক ও সংগ্রামভীরু; অতএব যুদ্ধ করিও না। ভারত! যে এরূপ আমাকে বলিয়াছে, সে আমার বধ্য। অতএব সে আমাকে এই কথাই বলিয়াছে। ৩-৪

মহাবাহো ধনঞ্জয়! এরূপ বাক্যভাষী ব্যক্তিকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা আমি তোমার সহিতই করিয়াছি। এই কর্ণকে বধ করা যেরূপ আমার কার্য, সেইরূপ তোমারও; ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৫

নরশ্রেষ্ঠ! কর্ণকে বধ করিবার জন্য তুমি আমার এই কথা স্মরণ কর। ধনঞ্জয়! যাহাতে আমার এই প্রতিজ্ঞা সত্য হয়, তাহার জন্য তুমি তাদৃশ যত্ন-পরায়ণ হও। ৬

ভীমসেনের এই কথা শ্রবণ করিয়া অমিত পরাক্রমশালী অর্জুন যুদ্ধস্থলে কর্ণের কিছু নিকটে যাইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ৭

কর্ণ! কর্ণ! তোমার দৃষ্টি মিথ্যা। সূতপুত্র! তুমি স্বয়ংই নিজের প্রশংসা করিয়া থাক। অধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন! আমি এই সময় তোমাকে যাহা কিছু বলিব, উহা শ্রবণ কর। ৮

রাধানন্দন! যুদ্ধে বীর যোদ্ধাগণের দুই প্রকার কার্য (পরিণাম) দেখা যায়—জয় ও পরাজয়। বাসুদেবের ন্যায় যুদ্ধ করেন, তবে তাঁহারও এই দুই বিষয়ের অনিশ্চিত (অর্থাৎ ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, তখন তাহার কিরূপে জয় অথবা পরাজয় হইবে)। ৯

রে নির্লজ্জ কর্ণ! তুমি বারংবার যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছ, তথাপি পলায়ন কর বলিয়া তোমাকে ভীমসেন কোন কটূক্তি বলেন নাই। ভীমসেনের এই রাধাস্থা ও তাঁহার উত্তর কুলে জন্ম হইবার কারণ এই উভয় জন-সমাজে তুমি প্রত্যক্ষ কর।

সূতপুত্র! তুমি পুনরায় যুদ্ধ করিয়া কোন একবার দৈবের ইচ্ছায় পাণ্ডুপুত্র বীরবর ভীমসেনকে রথহীন করিয়া দিয়াছ।

যমিদানীং নরশ্রেষ্ঠ প্রস্তুতং নাববুধ্যসে।
শৃগাল ইব বন্যান্ বৈ ক্ষয়ং যমবমন্যসে॥
পিত্র্যং কর্মাস্য সংগ্রামস্তব তস্য কুলোচিতম্।
অহং ত্বামপি রাধের ব্রবীমি রণমূর্ধনি।
সর্বশস্ত্রভৃতাং মধ্যে কুরু কার্য্যাণি সর্বশঃ।
নৈকান্তসিদ্ধিঃ সংগ্রামে বাসবস্যাপি বিদ্যতে॥)
মুমূর্ষুর্মুষ্যমানেন বিরথো বিকলেন্দ্রিয়ঃ।
মধ্যস্থমিতি জ্ঞাত্বা জিত্বা জীবন্ বিসর্জিতঃ॥ ১০
যত্তুক্তবা রণে ভীমং যুধ্যমানং মহাবলম্
কথঞ্চিদ্ বিরথং কৃত্বা যৎ ত্বং ব্রহ্মমতাষথাঃ। ১১
অধর্মস্থেব সুমহাননার্যাচরিতঞ্চ তৎ
নারিং জিত্বাতিকথনে ন চ জল্পন্তি দুর্বচঃ॥ ১২
ন চ কঞ্চন নিন্দন্তি সন্তঃ শূরা নরর্ষভাঃ।
ত্বং তু প্রাকৃতবিজ্ঞানস্তৎ তদ্ বদসি সূতজ। ১৩

রাধাপুত্র! তুমি ভীমসেনকে কটুবাক্য বলিয়া তোমার নিজের কুলের অনুরূপ কার্যই করিয়াছ।

নরশ্রেষ্ঠ! এই সময়ে যে সঙ্কট তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তুমি জান। যেরূপ শৃগাল বনজন্তু ব্যাঘ্রাদি পশুগণকে অবহেলা করিয়া থাকে, সেইরূপ তুমিও ক্ষত্রিয়সমাজকে অপমান করিতেছ। সংগ্রাম করা ত' ভীমসেনের পৈতৃক-কার্য আর তোমার কার্য তোমার কুলের অনুরূপ রথচালনা করা।

রাধাপুত্র! আমি এই যুদ্ধের সম্মুখভাগে সমস্ত অস্ত্রধারী যোদ্ধাগণের মধ্যে তোমাকে বলিয়া দিতেছি যে তুমি তোমার সমস্ত কার্য সর্বপ্রকারে শেষ করিয়া ফেল। সংগ্রামে স্বয়ং ইন্দ্রেরও একান্তভাবে সিদ্ধিলাভ হয় না।)

সাত্যকি তোমাকে রথহীন করিয়া দিয়া মৃত্যুর নিকট উপস্থিত করিয়া দিয়াছে। তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি 'তুমি আমার রথ' ইহা জানিয়া সাত্যকি তোমাকে জীবন ছাড়িয়া দিয়াছে। ১০

কিন্তু তুমি রণাঙ্গনে বৃকপরাক্রম বলবান ভীমসেনকে দৈবেচ্ছায় কোনরূপে রথহীন করিয়া দিয়া তাঁহার প্রতি যে কঠোর বাক্য বলিয়াছ, ইহা তোমার মহা-অধর্ম হইয়াছে। নীচ মানুষ এরূপ কার্যই করিয়া থাকে।

নরশ্রেষ্ঠ বীরবর সজ্জন পুরুষগণ শত্রুকে জয় করিয়া আত্ম-প্রশংসাসূচক কোন কথা বলেন না, কাহাকেও কোন কটু বচন বলেন না এবং কাহারও নিন্দাও করেন না।

বহ্বস্ত্রমকর্ণাঞ্চ চাপলাদপরীক্ষিতম্।
যুধ্যমানং পরাক্রান্তং শূরমার্যব্রতে রতম্॥১৪
যদবোচোঽপ্রিয়ং ভীমং নৈতৎ সত্যং বচস্তব।
পশ্যতাং সর্বসৈন্যানাং কেশবস্য মমৈব চ। ১৫
বিরথো ভীমসেনেন কৃতোঽসি বহুশো রণে।
ন চ ত্বাং পরুষং কিঞ্চিদুক্তবান্ পাণ্ডুনন্দনঃ। ১৬
যস্মাৎ তু বহু তদ্ধক্ষ শ্রাবিতস্তেন বৃকোদরঃ।
পরোক্ষং যচ্চ সৌভদ্রো যুধাভিনিহতো মম। ১৭
তস্মাদস্তাবলেপস্য সদ্যঃ ফলমবাপ্নুহি।
ত্বয়া তস্য বহূন্ছিত্ত্বা মার্গণান্ বিসৃজে দুর্মতে। ১৮
তস্মাদ্ বধ্যোঽসি মে মূঢ় সদৃতাসুতবান্ধবঃ।
কুরু ত্বং সর্বকৃত্যানি মহৎ তে ভয়মাগতম্। ১৯
হন্তাস্মি বৃষসেনং তে প্রেক্ষমাণস্য সংযুগে।
যে চান্যেঽপ্যাপতিষ্যন্তি বুদ্ধিমোহেন মাং নৃপাঃ। ২০

সূতপুত্র! তোমার বুদ্ধি অতিশয় নীচ, সেইজন্য তুমি কোনরূপ পর্যালোচনা না করিয়া চপলতাবশতঃ বহুভাবে না শুনিবার যোগ্য অসম্বদ্ধ বাক্য বলিয়া চলিতেছ।

তুমি যুদ্ধে নিপুণ, শ্রেষ্ঠ ব্রত-পালনে তৎপর, পরাক্রমশালী ও বীরবর ভীমসেনের প্রতি যে অপ্রিয় বাক্য বলিয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে ঠিক হয় নি।

সমস্ত সৈন্যগণের সাক্ষাতে এবং আমার ও শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে যুদ্ধস্থলে ভীমসেন তোমাকে অনেক বার রথহীন করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু এই পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন তোমাকে কোন কটুবাক্য বলেন নাই। তুমি যে ভীমকে বহু কর্কশবাক্য শুনাইয়াছ এবং আমার অসাক্ষাতে তোমরা যে আমার পুত্র অভিমন্যুকে অন্যায়পূর্বক বধ করিয়াছ, নিজেদের সেই গর্হিত কার্যের উপযোগিত ফল তোমরা লাভ করিবে। ১১-১৭

দুর্মতে মূঢ়! তুমি নিজের বিনাশের জন্যই অভিমন্যুর বধ স্থির করিয়াছিলে; অতএব তুমি আমার দ্বারা ভৃত্য, পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণসহ শ্রাদ্ধসত্ত পাইবার যোগ্য।

তুমি নিজে সকল কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া লও। তোমার ভয়ও উপস্থিত হইয়াছে। আমি যুদ্ধস্থলে তোমার সাক্ষাতেই তোমার পুত্র বৃষসেনকে বধ করিব। ১৯

অদ্য যে সমস্ত নরপতি বুদ্ধির মোহবশতঃ আমার নিকটে উপস্থিত হইবে, তাহাদিগকেও আমি সংহার করিব। এই

তাংশ্চ সর্বান্ হনিষ্যামি সত্যেনায়ুধমালভে।
তাঞ্চ মূঢ়াকৃতপ্রজ্ঞমতিমানিনমাহবে। ১১
দৃষ্ট্বা দুর্যোধনো মন্দো ভৃশং তপ্স্যতি পাপিতম্।
অর্জুনেন প্রতিজ্ঞাতে বধে কর্ণসুতস্য তু। ১২
মহান্ সুতুমুলঃ শব্দো বভূব রথিনাং তদা।
তস্মিন্নাকুলসংগ্রামে বর্তমানে মহাভয়ে। ১৩
মধ্যরশ্মিঃ সহস্রাংশুরস্তং গিরিমুপাব্রবৎ।
ততো রাজন্ হৃষীকেশঃ সংগ্রামশিরসি স্থিতম্। ১৪
তীর্ণপ্রতিজ্ঞং বীভৎসুং পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ।
দিষ্ট্যা সম্পাদিতা জিষ্ণো প্রতিজ্ঞা মহতী ত্বয়া। ১৫
দিষ্ট্যা বিনিহতঃ পাপো বৃদ্ধক্ষত্রঃ সহাত্মজঃ।
ধার্তরাষ্ট্রবলং প্রাপ্য দেবসেনাপি ভারত। ১৬
সীদেত সমরে জিষ্ণো নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
ন ত্বং পশ্যামি লোকেষু ত্রিষ্বপ্যন্ পুরুষঃ ক্বচিৎ। ১৭
যুদ্ধ্যেত পুরুষব্যাঘ্র য এতব যোধয়েন্ বলম্।
মহাপ্রভাবা বহবস্তব্য তুল্যাধিকাঽপি বা। ১৮
সমেতাঃ পৃথিবীপালা ধার্তরাষ্ট্রস্য কারণাৎ।
তে ত্বাং প্রাপ্য রণে ক্রুদ্ধা নাভাবর্তন্ত দর্শিতাঃ। ১৯
তব বীর্য্যং বলঞ্চৈব ক্ষত্রশক্রাক্রকোপনম্।
নেদৃশং শত্রুঘাং কস্মিন্ রণে কর্তুং পরাক্রমম্। ২০
যাদৃশং কৃতবানদ্য রণেঽরিঃ শত্রুতাপন:
এবমেব হতে কর্ণে সানুবন্ধে দুরাত্মনি। ২১
বধিষ্যামি ভুজস্থাং বিদ্ধিতারিং হতদ্বিষম্।
তমর্জুনঃ প্রত্যুবাচ প্রসাদাৎ তব মাধব। ২২
প্রতিজ্ঞেয়ং ময়া তীর্ণা বিবুধৈরপি দুস্তরা।
অনাশ্চর্য্যো জয়স্তেষাং যেষাং নাথোঽসি কেশব। ২৩

সত্যের শপথ করিয়া বলিতেছি, আজ আমি আমার এই বাহু স্পর্শ করিতেছি (শপথ করিতেছি)।

যে মূঢ়! অপরিমিত বুদ্ধিসম্পন্ন অত্যন্ত গর্বিত তোমার মত সহায়গণকে যুদ্ধস্থলে ধরাশায়ী হইতে দেখিয়া মূর্খ দুর্যোধন অতিশয় অনুতাপ ভোগ করিবে।

এইরূপে অর্জুন কর্ণপুত্র বৃষসেনকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলে পর সেই সময় রথিগণের মধ্যে গুরুতর ও ভয়ঙ্কর কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল।

সেই মহাভয়ানক তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া যাইলে রশ্মি-বিশিষ্ট সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন।

রাজন্! তাহার পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করিয়া যুদ্ধের সম্মুখভাগে অবস্থিত অর্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া এই কথা বলিলেন।

বিজয়শীল অর্জুন! অতিশয় সৌভাগ্যের কথা যে, তুমি বীর ভীষণ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারিয়াছ। সৌভাগ্যবশতই পাপী বৃদ্ধক্ষত্র পুত্রসহ নিহত হইয়াছে।

ভারত! দুর্যোধনের সৈন্যমধ্যে উপস্থিত হইয়া দেবতাগণের সৈন্যরাও নিশ্চিল হইয়া পড়েন। জিষ্ণো! এ বিষয়ে আর কিছু বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।

পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি বহু চিন্তা করিয়াও ত্রিলোক-মধ্যে তুমি ছাড়া অন্য কোন পুরুষকে এরূপ দেখিতে পাই নাই, যে ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে।

ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনের জন্য যে সংখ্যক মহাপ্রভাবশালী রাজা এখানে একত্রে সমবেত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে যে রাজাই তোমার ন্যায় পরাক্রমী এবং যে যোদ্ধা আবার তোমা অপেক্ষাও অধিক বলশালী।

ইহারাও রণাঙ্গনে কতই যত্ন করিয়া ক্রোধের সহিত তোমার সম্মুখীন হইতে উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহারা কেহই রণাঙ্গনে তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিতেছে না। তোমার বল ও পরাক্রম কত, উগ্র ও ভয়ঙ্করের তুল্য।

যুদ্ধে কেহই এরূপ পরাক্রম করিতে পারে না, যেরূপ তুমি একাকী আজ পরাক্রম করিয়া দেখাইলে। প্রকৃতপক্ষে তুমিই হইলে শত্রুতাপন।

এইভাবে অশুভস্বরূপের সহিত দুরাত্মা কর্ণ নিহত হইলে পর শত্রুদিগকে ভয় করিলে এবং দেবী বিশ্বকীর্য বীরগণকে সংহার করিলে পর আমি বিজয়ী বীর তোমাকে সম্বর্ধনা জানাইব।

তখন অর্জুন তাঁহার এই কথার উত্তরদান করিতে করিতে বলিলেন,—মাধব! আপনারই কৃপায় আমি এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারিয়াছি, অন্যথা ইহার পূর্ণ করা দেবতাগণের পক্ষেও দুঃসাধ্য।

কেশব! আপনি যাহাদের রক্ষক, তাহাদের বিজয়লাভ হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? আপনার কৃপা-প্রসাদে রাজা যুধিষ্ঠির সমগ্র ভূমণ্ডলের রাজ্য লাভ করিতে পারিবেন। বৃষ্ণিনন্দন! প্রভো! ইহা আপনারই প্রভাব এবং

ৎপ্রসাদাদ্বয়ং কৃৎস্নাং সম্প্রাপ্স্যতি যুধিষ্ঠিরঃ।
তব প্রভাবো বার্ষ্ণেয় তবৈব বিজয়ঃ প্রভো।
বর্ধনীয়াস্তব বয়ং সদৈব মধুসূদন ॥ ৩৭
এবমুক্তস্ততঃ কৃষ্ণঃ শনকৈরাহরন্ হয়ান্।
দর্শয়ামাস পার্থায় দুরমাযোধনং মহৎ ॥ ৩৪

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

প্রার্থয়ন্তো জয়ং যুদ্ধে প্রবিষ্টক মহদ্ বলং।
পৃথিব্যাং শেরতে শূরাঃ পার্থিবাস্তচ্ছরৈর্হতাঃ ॥ ৩৬
বিকীর্ণশস্ত্রাভরণা বিপন্নাশ্বরথদ্বিপাঃ।
সাহ্নিকৈস্তিমমাণো বৈরূপ্যং পরমং গতাঃ ॥ ৩৭
সসত্ত্বা গতসত্ত্বাশ্চ প্রভয়া পরয়া যুতাঃ।
সজীবা ইব লক্ষ্যন্তে গতসত্ত্বা নরাধিপাঃ ॥ ৩৮
তেষাং শরৈঃ স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈঃ শিতৈঃ।
বাহনৈরায়ুধৈশ্চৈব সম্পূর্ণাং পশ্য মেদিনীম্ ॥ ৩৯

বর্মভিশ্চমভির্হারৈঃ শিরোভিশ্চ সকুণ্ডলৈঃ।
উষ্ণীষৈর্মুকুটৈঃ স্রগ্ভিশ্চূড়াভিশ্চিত্রবর্ণৈঃ ॥ ৪০
কণ্ঠসূত্রৈরঙ্গদৈশ্চ নিষ্কৈরাপীড়কৈশ্চ সপ্রভৈঃ।
অনৌপম্যতরৈশ্চিত্রৈর্ভাতি ভারত মেদিনী ॥ ৪১
অনুকর্ষৈরুপাসঙ্গৈঃ পতাকাভির্ধ্বজৈস্তথা।
উপস্করৈরবিচ্ছানৈরীষাদণ্ডকবন্ধুরৈঃ ॥ ৪২
চক্রৈঃ প্রমথিতৈশ্ছিন্নৈরক্ষৈশ্চ বহুধা রণে।
যুগযোক্ত্রৈঃ কলাপৈশ্চ বহুভিঃ সায়কৈস্তথা ॥ ৪৩
পরিস্তোমৈঃ কুথাভিশ্চ পরিষৈরঙ্কুশৈস্তথা।
শক্তিভিস্তিন্দিপালৈশ্চ ভূষৈঃ শূলৈঃ পরশ্বধৈঃ ॥ ৪৪
প্রাসৈশ্চ তোমরৈশ্চৈব কুন্তৈষ্টিভিরেব চ।
শতঘ্নীভির্ভুশুণ্ডীভিঃ খড়্গৈঃ পরশুভিস্তথা ॥ ৪৫
মুসলৈর্মুদ্গরৈশ্চৈব গদাভিঃ কুণপৈস্তথা।
সুবর্ণবিকৃতাভিশ্চ কক্ষাভির্ভরতর্ষভ ॥ ৪৬

আপনারই জয়। মধুসূদন! আপনি সর্বদাই আমাদিগকে সংবর্ধিত করিবেন ॥ ৩৩-৩৫

অর্জুন এই কথা বলিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে অর্জুনকে চালনা করিতে করিতে সেই বিশাল ও ভয়ঙ্কর সংগ্রামের ভূমি অর্জুনকে দেখাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৬

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—অর্জুন! যুদ্ধে জয়লাভে ও সমৃদ্ধিতে বিস্তৃত বহু সুবর্ণ লাভ করিতে অভিলাষী এই সব বীরবর ভূপতিগণ তোমার বাণে প্রাণ হারাইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন ॥ ৩৭

ইহাদের অস্ত্র ও আভরণসকল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। বহু অশ্ব, রথ এবং হস্তীও বিনষ্ট হইয়াছে। বর্মযুক্ত ছিন্ন-ভিন্ন হওয়ায় এই সব নরপতি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন ॥ ৩৮

বহু রাজার প্রাণ চলিয়া গিয়াছে এবং বহু রাজার প্রাণ আবার এখনও বহির্গত হয় নাই। যাঁহাদের প্রাণ বহির্গত হইয়াছে, সেই সব নরপতিগণ অত্যন্ত কান্তিযুক্ত থাকায় যেন জীবিত আছেন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিলেন ॥ ৩৯

দেখ, এই রণভূমি সেই রাজাদিগের সুবর্ণমণ্ডিত বাণসকল, ঢাল, বিবিধ অস্ত্র, বাহন ও অন্যান্য নানাপ্রকার অস্ত্রে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে ॥ ৩৯

ভারত! চারিদিকে পতিত কবচ, ঢাল, হার, কুণ্ডলযুক্ত মস্তক, উষ্ণীষ (পাগড়ী), মুকুট, মালা, চূড়ামণি, বস্ত্র, কণ্ঠসূত্র, অঙ্গদ, চক্ষুষ্কে স্নিগ্ধ এবং অন্যান্য বিচিত্র আভরণসকলে এই রণভূমির অতিশয় শোভা হইতেছে ॥ ৪০-৪১

বহু সংখ্যক অনুকর্ষ, উপাসঙ্গ, পতাকা, ধ্বজ, সাজসজ্জার সামগ্রী, বসিবার আসন, ঈষাদণ্ড, বন্ধনরজ্জু, খণ্ড খণ্ড চক্র, বিচিত্র যুগ, নানাপ্রকার যুগ, যোক্ত্র, লাগাম, ধনুর্বাণ, হাতীদিগের রক্ষার কবচ, হাতীর পৃষ্ঠে পাতিবার গালিচা, পরিষ, অঙ্কুশ, শক্তি, তিন্দিপাল, ভুষ, শূল, পরশু, প্রাস, তোমর, কুন্ত, ষষ্টি, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডী, খড়্গ, পরশু, মুসল, মুদ্গর, গদা, কুণপ, বর্মযুক্ত কক্ষা, গজারোহগণের যষ্টি, বিবিধ ভাণ্ড, মালা, নানাপ্রকার আভরণ এবং বহুমূল্য বস্ত্রসমূহ রণাঙ্গনের চারিদিকে পড়িয়া আছে। ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সকলের দ্বারা এই রণভূমি নক্ষত্রমণ্ডলের দ্বারা পরৎকালের আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

এই পৃথিবীর রাজ্যের জন্য নিহত এই সব ভূপতি নিজের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমা প্রাণবল্লভার ন্যায় এই ভূমিতে আলিঙ্গন করিয়া ইহাতে শয়ন করিয়া আছেন।

বীর! দেখ, এই সব পর্বতশিখরসদৃশ প্রতীয়মান ঐরাবত-তুল্য হস্তীরা অঙ্গসকলের দ্বারা উপর হইতে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে, যেরূপ পর্বত নিজ কন্দরসমূহের অগ্রভাগ হইতে গেরুমাটিমিশ্রিত জলপূর্ণ ঝরনা

ষষ্টাভিশ্চ সহস্রাণাং ভাতৈশ্চ বিবিধৈরপি।
প্রমথিভিশ্চ নানাতরৈর্বৈস্তৈশ্চৈব মহাবনৈঃ॥ ৮৭
অপবিদ্ধৈশ্চতো ভূমিঃ প্রহৈস্তৌ রিব শারদী।
পৃথিব্যাঃ পৃথিবীহেতোঃ পৃথিবীপতয়ো হতাঃ॥ ৮৮
পৃথিবীমুপগুহ্যাঙ্গৈঃ সুপ্তাঃ কান্তামিব প্রিয়াম্।
ইমাংশ্চ গিরিকূটাভান্ বাগানেরাবতোপমান্॥ ৮৯
ক্ষরতঃ শোণিতং ভূরি শস্ত্রচ্ছেদদরীমুখৈঃ।
দরীমুখৈরিব গিরীন্ পৈরিকানুপরিস্রবান্॥ ৯০
তাংশ্চ বাণহতান্ বীর পশ্য নিষ্টনতঃ ক্ষিতৌ।
হয়াংশ্চ পতিতান্ পশ্য স্বর্ণভাণ্ডবিভূষিতান্॥ ৯১
সঙ্কবনগরাকারান্ রথাংশ্চ নিহতেশ্বরান্।
ছিন্নধ্বজপতাকাক্ষান্ বিচক্রান্ হতসারথীন্॥ ৯২
নিকৃত্তকূবরযুগান্ ভগ্নেষাধুরান্ প্রভো
পশ্য পার্থ হয়ান্ ক্ষুব্ধো বিমানোপমদর্শনান্॥ ৯৩
পত্তীংশ্চ নিহতান্ বীর শতশোঽথ সহস্রশঃ।
ধনুর্ভূতশ্চমভূতঃ শয়ানান্ রুধিরোক্ষিতান্॥ ৯৪
মহীমালিঙ্গ্য সর্বাঙ্গৈঃ পাংশুগুণ্ঠিতশিরোরুহান্।
পশ্য যোধান্ মহাবাহো বজ্রৈরিন্দ্রবিনির্দ্দলান্॥ ৯৫
নিপাতিতদ্বিপরথবাজিসঙ্কুল-
মস্মদ্যশাংসি শিতসমুদ্ধতক্ষয়ম্।
নিশাচরস্বরুচিপিশাচযোধনং
মহাতলং নরবর পশ্য দুর্দ্দমম্॥ ৯৬
ইমং মহৎ ক্ষয়মুপপদ্যতে প্রভো
রণাজিরে কলয়তোঽভিবর্দ্ধনম্।
শতক্রতো চাপি চ দেবদণ্ডয়ে
মহাহবে জয়মি দৈত্যদানবান্॥ ৯৭
সঞ্জয় উবাচ।
এবং সংদর্শয়ন্ কৃষ্ণো দেবভূমিং কিরীটিনে।
রথৈঃ সমেতঃ সমুদিতৈঃ পাঞ্চজন্যং ব্যনাদয়ৎ॥ ৯৮
স দর্শয়ন্নেব কিরীটিনেঽরিষু
জনার্দ্দনস্তামরিভূমিমঞ্জসা।
সমুপেত্য পাণ্ডবং
নিবেদয়ামাস হতং জয়দ্রথম্॥ ৯৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি জয়দ্রথবধ-পর্ব্বণি অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪৮

প্রধাবিত করিয়া থাকে। ইহারাও বাণসমূহে নিহত হইয়া ধরাতলে পতিত আছে।

স্বর্ণের ভাণ্ড ও সাজসজ্জায় বিভূষিত এই সব অশ্বসমূহকে দেখ, ইহারাও প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়া আছে। এই সকল রথ, যাহাদের প্রভু নিহত হইয়াছে, ইহারা সঙ্কর্ষণনগরের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহাদের অক্ষ, পতাকা ও যুগসকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহাদের চক্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং সারথিও নিহত হইয়াছে। ৯২-৯৪

প্রভাবশালী অর্জুন! এই সকল রথের কূবর ও যুগ খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে, ইষাদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং বন্ধনরজ্জু ও জুয়া উড়িয়া গিয়াছে। পার্থ! ভূমিতে পতিত এই সব অশ্বকে তুমি দেখ, ইহারা যেন বিমানের মত মনে হইতেছে। ৯৫

বীর! তোমার দ্বারা নিহত এই শত শত ও সহস্র সহস্র পদাতিসৈন্যগণকেও দর্শন কর। যাহারা বহু ও ভাল বহু রক্তাক্ত হইয়া ধরাতলে পতিত আছে। ৯৬

মহাবাহো! তোমার বাণসমূহের দ্বারা যাহাদের শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেই সব যোদ্ধাদের অবস্থা একবার প্রত্যক্ষ কর। ইহাদের কেশ ধূলির সহিত মিশিয়া গিয়াছে এবং ইহারা নিজদের সন্ধাদের দ্বারা এই পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়া আছে। ৯৭

নরশ্রেষ্ঠ! এই কুরুসেনা-ধ্বংস দেখ। ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করাই যেন কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এই সব নিহত হস্তী, বিধ্বস্ত রথ এবং মৃত অশ্বগণের দ্বারা এই স্থান পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। রক্ত, চর্বী ও মাংসের দ্বারা এই ভূমি উৎপন্ন হইয়াছে। এই রণভূমি নিশাচর, কুকুর, বৃক ও পিশাচগণের আনন্দদায়িনী হইয়াছে। ৯৮

প্রভো! সমরাঙ্গনে এই-রূপোৎকট মহৎ ক্ষয় করিবার শক্তি তোমার পক্ষে এবং মহাযুদ্ধে দৈত্য ও দানবগণের সংহারকারী দেবরাজ ইন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব। ৯৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইভাবে কিরীটধারী অর্জুনকে রণভূমির দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে সমবেত রথী বীরগণের সামনে পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। ১০০

শত্রুসূদন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এইরূপে রণভূমির দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে অনায়াসে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই নিবেদন করিলেন যে, জয়দ্রথ নিহত হইয়াছে। ১০১

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্ব্বে অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম-অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণস্য যুধিষ্ঠিরং প্রতি বিজয়বৃত্তান্তকথনম্, যুধিষ্ঠিরেণ শ্রীকৃষ্ণস্য স্তবনমর্জুনভীমসাত্যকীনামভিনন্দনঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ

ততো রাজানমাসাদ্য ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
ববন্দে চ প্রহৃষ্টাত্মা হতে পার্থেন সৈন্ধবে। ১
দিষ্ট্যা বর্ধসি রাজেন্দ্র হতশত্রুর্নরোত্তম
দিষ্ট্যা নিস্তীর্ণবাংশ্চৈব প্রতিজ্ঞামনুজস্তব। ২
স বেবমুক্তঃ কৃষ্ণেন হৃষ্টঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা বভাষাদ্ভুতা ভারত। ৩
পর্যাষজত তদা কৃষ্ণাবানন্দাশ্রুপরিপ্লুতঃ।
প্রমৃজ্য বদনং শুভ্রং পুণ্ডরীকসমপ্রভম্। ৪
অব্রবীদ্ বাসুদেবঞ্চ পাণ্ডবঞ্চ ধনঞ্জয়ম্।
প্রিয়মেতদুপশ্রুত্য হতঃ পুষ্করলোচনঃ। ৫
নাদ্য পশ্যামি চর্মস্থ ত্রিতীর্ষুর্নদমার্ণবম্।
অত্যদ্ভুতমিদং কৃষ্ণ কৃতং পার্থেন ধীমতা। ৬
দিষ্ট্যা পশ্যামি সংগ্রামে তীর্ণপ্রতিজ্ঞৌ মহারথৌ।
দিষ্ট্যা বিনিহতঃ পাপঃ সৈন্ধবঃ পুরুষাধমঃ। ৭
কৃষ্ণ দিষ্ট্যা মম প্রীতির্মহতী প্রতিপাদিতা
ত্বয়া গুপ্তেন গোবিন্দ হতা পাপাঃ সুরব্রতম। ৮
কিং তু নাত্যাদৃতঃ তেষাং যেষাং নস্ত্বং সমাশ্রয়ঃ।
ন তেষাং দুষ্করং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে। ৯
সর্বলোকগুরুর্যেষাং ত্বং নাথো মধুসূদন।
ত্বৎপ্রসাদাদ্ধি গোবিন্দ বয়ং জেষ্যামহে রিপূন্। ১০
স্নিগ্ধঃ সর্বাত্মনা নিত্যং প্রিয়েষু চ হিতেষু চ
ত্বাং চৈবাশ্রিত্য গোবিন্দ কৃতঃ পক্ষসমুদ্যমঃ। ১১
সুরৈরিবাসুরবধে শক্রঃ শক্রাত্মজাদৃতে।
অসহ্যাবামিমং কর্ম দেবৈরপি জনার্দন। ১২

একোনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে বিজয়বার্তা কথন, যুধিষ্ঠিরের শ্রীকৃষ্ণস্তুতি এবং অর্জুন, ভীমসেন ও সাত্যকিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর অর্জুনকর্তৃক জয়দ্রথ নিহত হইলে পর ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হর্ষপূর্ণহৃদয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন। ১

রাজেন্দ্র! সৌভাগ্যবশতঃ আপনার অরাতি হইতেছে। নরশ্রেষ্ঠ! আপনার শত্রু নিহত হইয়াছে। আপনার অনুজ ভ্রাতা অর্জুন নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছে, ইহাও সৌভাগ্যের বিষয়। ২

ভারত! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর শত্রুনগর-বিজয়ী রাজা যুধিষ্ঠির হৃষ্টপূর্ণ চিত্তে রথ হইতে লাফাইয়া ভূতলে নামিলেন এবং আনন্দাশ্রুমোচন করিতে করিতে তিনি সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন।

তাহার পর কমলসদৃশ সুন্দর মুখমণ্ডলকে হাত দিয়া মার্জনা করিয়া বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে এই কথা বলিলেন।

কমলনয়ন কৃষ্ণ! যেরূপ পাত্র হইতে উচ্ছলিত পুরুষ সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ আপনার মুখে এই প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার হর্ষের কোন সীমা পাইতেছি না। বুদ্ধিমান্ অর্জুন এই অত্যন্ত অদ্ভুত পরাক্রম করিয়াছে। ৩-৬

আজ সৌভাগ্যবশতঃ রণাঙ্গনে আমি মহারথী তোমাদের দুই জনকে প্রতিজ্ঞা-তীর হইতে মুক্তরূপে দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছি। ইহা অতিশয় আনন্দের কথা যে, পাপী নরাধম জয়দ্রথ নিহত হইয়াছে। ৭

শ্রীকৃষ্ণ! গোবিন্দ! সৌভাগ্যবশতঃ আপনার দ্বারা সুরক্ষিত অর্জুন পাপী জয়দ্রথকে বধ করিয়া আমাকে হর্ষপ্লাবিত করিতেছে। ৮

কিন্তু যাহাদের আপনি আশ্রয়, সেই আমাদের পক্ষে জয়লাভ ও সৌভাগ্যপ্রাপ্তি অত্যন্ত অদ্ভুত কথা নহে। মধুসূদন! সমস্ত জগতের গুরু আপনি যাহাদের রক্ষক, তাহাদের পক্ষে এই ত্রিভুবনে কোন কিছুই দুষ্কর নহে। গোবিন্দ! আপনার কৃপায় আমরা শত্রুগণকে অবশ্যই জয় করিতে পারিব। ৯-১০

উপেন্দ্র! আপনি সর্বদা সর্বপ্রকারে আমাদের প্রিয় ও হিত-সাধনে নিরত আছেন। আমরা আপনারই আশ্রয় লইয়া অন্য সকলের সহিত যুদ্ধের জন্য সেইভাবে প্রস্তুত হইয়াছি, যেরূপ দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধে অসুরসকলকে বধ করিবার উদ্যোগ করিয়া থাকেন।

জনার্দন! আপনারই বুদ্ধি, বল ও পরাক্রমের দ্বারা অর্জুন এই দেবতাগণের পক্ষেও অসম্ভব কার্য করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ত্বদ্ভিবলবীর্যৌঘ কৃতবানেষ কাঙ্ক্ষিতম্।
বাল্যাৎ প্রভৃতি তে কৃষ্ণ কর্মাণি শ্রুতবানহম্। ১৩
অমানুষাণি দিব্যানি মহান্তি চ বহূনি চ।
তত্তৈবাজ্ঞাসিষং শত্রূন্ হতান্ প্রাপ্তান্ চ মেদিনীম্। ১৪
ত্বৎপ্রসাদসমুত্থেন বিক্রমেণারিসূদন
সুরেশত্বং গতঃ শক্রো হত্বা দৈত্যান্ সহস্রশঃ। ১৫
ত্বৎপ্রসাদাদ্ধৃষীকেশ জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
স্ববর্ত্মনি স্থিতঃ বীর জগদ্যোনেষু বর্ত্ততে। ১৬
একার্ণবমিদং পূর্ণং সর্বমাসীৎ তমোময়ম্।
ত্বৎপ্রসাদান্মহাবাহো জগৎপ্রাপ্তঃ নরোত্তম। ১৭
স্রষ্টারং সর্বলোকানাং পরমাত্মানমব্যয়ম্।
যে পশ্যন্তি হৃষীকেশং ন তে মুহ্যন্তি কর্হিচিৎ। ১৮
পুরাণং পরমং দেবং দেবদেবং সনাতনম্।
যে প্রপন্নাঃ সুরশ্রেষ্ঠং ন তে মুহ্যন্তি কর্হিচিৎ। ১৯
অনাদিনিধনং দেবং লোককর্তারমব্যয়ম্।
যে ভক্তাস্ত্বাং হৃষীকেশ দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে। ২০
পরং পুরাণং পুরুষং পরাণাং পরমঞ্চ যৎ।
প্রপদ্যন্তত্ত্বং পরমং পরা ভূতিবিধীয়তে। ২১
পাহান্তু চতুরো বেদা যস্ত বেদেষু গীয়তে।
তং প্রপদ্যে মহাত্মানং ভূতিমগ্র্যামনুত্তমাম্। ২২
পরমেশ পরেশেশ ভীর্থানাঞ্চ নরেশ্বর।
সর্বেশ্বরেশ্বরেশেশ নমস্তে পুরুষোত্তম। ২৩
ধর্মীশেশেশ্বরেশান প্রভো বর্ষ্ম মাধব
প্রভবাপ্যায় সর্বস্য সর্বাত্মন্ পৃথুলোচন। ২৪
ধনঞ্জয়সখা যস্ত ধনঞ্জয়হিতশ্চ যঃ।
ধনঞ্জয়স্য গোপ্তা ত্বং প্রপদ্য সুখমেধতে। ২৫
মার্কণ্ডেয়ঃ পুরাণর্ষিস্ত্বাং স্তুত্বাস্তবানঘ।
মাহাত্ম্যমনুভাবঞ্চ পূর্বা কীর্তিস্তবান্ মুনিঃ॥ ২৬

হে কৃষ্ণ! বাল্যাবস্থাতেই আপনি যে সমস্ত অলৌকিক, দিব্য ও মহৎকর্ম করিয়াছেন, তৎসমস্ত আমি যখন হইতে শুনিয়াছি, তখন হইতেই আমি নিশ্চিতরূপে ইহা জানিতে পারিয়াছি যে, আমার শত্রুগণ নিহত হইয়াছে এবং আমি পৃথিবীর রাজ্য লাভ করিয়াছি। ১১-১৪

শত্রুসূদন! আপনার কৃপায় প্রাপ্ত পরাক্রম দ্বারা ইন্দ্র সহস্র সহস্র দানবগণকে সংহার করিয়া দেবরাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ১৫

বীর হৃষীকেশ! আপনার প্রসাদে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ স্বীয় মর্য্যাদায় স্থিত থাকিয়া জল ও হোমাদি সৎকর্মসমূহে সংলগ্ন রহিয়াছে। ১৬

মহাবাহো! নরশ্রেষ্ঠ! পূর্বে এই সম্পূর্ণ জগৎ একার্ণব-জলে নিমগ্ন হইয়া অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। পুনরায় আপনারই কৃপায় ইহা বর্ত্তমানরূপে উপলব্ধ হইতেছে। ১৭

যিনি সম্পূর্ণ জগতের সৃষ্টিকারী অবিনাশী পরমাত্মা হৃষীকেশ আপনার দর্শনলাভ করেন, তিনি কখনও মোহের বশীভূত হন না। ১৮

আপনি পুরাণ-পুরুষ, পরমদেব, দেবগণেরও দেব, দেবগুরু ও সনাতন পরমাত্মা। যাঁহারা আপনার শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারা কখনও মোহগ্রস্ত হন্ না। ১৯

হৃষীকেশ! আপনার আদিও নাই এবং অন্তও নাই। আপনি বিশ্ববিধাতা ও অবিনাশী দেবতা। যাঁহারা আপনার ভক্ত, তাঁহারা সমস্ত সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। ২০

আপনি শ্রেষ্ঠ পুরাণপুরুষ। আপনি পরাৎপর পরমেশ্বর। যে ব্যক্তি আপনার শরণগ্রহণ করেন, তাঁহার পরমৈশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। ২১

চার বেদ যাঁহার গুণগান করেন, যিনি সকল বেদে গীত হইয়াছেন, সেই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিয়া আমি সর্বোত্তম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইব। ২২

হে পুরুষোত্তম! আপনি পরমেশ্বর। পশু, পক্ষী এবং মনুষ্যগণেরও ঈশ্বর। 'পরমেশ্বর' বলিয়া কথিত ইন্দ্রাদি লোকপালগণেরও ঈশ্বর। হে পরেশ্বর! যাঁহারা সকলের ঈশ্বর বলিয়া কথিত, আপনি তাঁহাদেরও ঈশ্বর, আপনাকে নমস্কার। ২৩

হে বিশাললোচন মাধব! আপনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর এবং পালক। প্রভো! আপনার জয় হউক। হে সর্বাত্মন্! আপনিই সকলের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ॥ ২৪

যিনি অর্জুনের মিত্র, অর্জুনের হিতৈষী ও অর্জুনের রক্ষক, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিয়া মানব সুখী হইয়া থাকে॥ ২৫

হে অনঘ কৃষ্ণচন্দ্র! প্রাচীনকালের মহর্ষি মার্কণ্ডেয় আপনার চরিত্র অবগত আছেন। সেই মুনিশ্রেষ্ঠ পূর্বে বদরিকা-

অসিতো দেবলশ্চৈব নারদশ্চ মহাতপাঃ ।
পিতামহশ্চ মে ব্যাসস্ত্বামাহুর্বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥ ২৭
ত্বং তেজস্ত্বং পরং ব্রহ্ম ত্বং সত্যং ত্বং মহৎ তপঃ ।
ত্বং শ্রেষ্ঠস্ত্বং যশশ্চাগ্র্যং কারণং জগতস্তথা ॥ ২৮
ত্বয়া সৃষ্টমিদং সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।
প্রলয়ে সমনুপ্রাপ্তে ত্বাং যৈ বিশতি পুনঃ ॥ ২৯
অনাদিনিধনং দেবং বিশ্বস্রষ্টারমীশ্বরম্ ।
ধাতারমজমব্যক্তমাহুর্যেঽবিদো জনাঃ ॥ ৩০
ভূতাত্মানং মহাত্মানমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ।
অপি দেবা ন জানন্তি গুহ্যমাদ্যং জগৎপতিম্ ॥ ৩১
নারায়ণং পরং দেবং পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।
জ্ঞানযোনিং হরিং বিষ্ণুং মুমুক্ষূণাং পরায়ণম্ ।
পরং পুরাণং পুরুষং পুরাণানাং পরঞ্চ যৎ ॥ ৩২
এবমাদিগুণানাং ত্বে কর্মণাং দিবি চেহ চ ।
অতীতানাগতানাং ত্বামখ্যাতাত্র ন বিদ্যতে ॥ ৩৩
সংস্তুতো ব্রহ্মণীশৈশ্চ ঋষিভিশ্চৈব দিব্যৈঃ সনাঃ ।

বৈশ্বৈঃ সর্বগুণোপেতৈঃ সুস্থৈশ্চ উপপাদিতৈঃ ॥ ৩৪
ইত্যেবং ধর্মরাজেন হৃষিকেশো মহাযশাঃ ।
অব্যগ্রমনসং রাজ্ঞং প্রত্যুবাচ জনার্দনঃ ॥ ৩৫
ভবতা তপসোগ্রেণ দমেন পরমেণ চ ।
সাধুতানার্জবাচ্চৈব হতঃ পাপো জয়দ্রথঃ ॥ ৩৬
অরক্ষ পুরুষব্যাঘ্র ধনঞ্জয়ানিসংবৃতঃ ।
হত্বা যোধসহস্রাণি স্তুয়ন্ জিষ্ণুর্জয়দ্রথম্ ॥ ৩৭
কৃতিনে বাহুবীর্যো চ ক্ষৈব্যাদস্ত্রমেঽপি চ ।
ক্ষীয়তামেষবুদ্ধিত্বে নাস্তি পার্থসমঃ ক্বচিৎ ॥ ৩৮
তমহং ভরতশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা তেঽদ্য ধনঞ্জয়ঃ ।
সৈন্ধবস্য রথে কৃত্বা সিন্ধুরাজশিরোঽহরৎ ॥ ৩৯
ততো ধর্মসুতো জিষ্ণুং পরিষজ্য বিশাম্পতে ।
প্রমুজ্য বদনং তস্য পর্যাশ্বাসয়ত প্রভুঃ ॥ ৪০
অহীব দুষ্করং কর্ম কৃতবানসি ফাল্গুন ।
অসঙ্গং চাতিসঙ্গঞ্চ দেবৈরপি সমাসতৈঃ ॥ ৪১

কালে আপনার প্রভাব ও মাহাত্ম্য আমার নিকট কীর্তন করিয়াছেন ॥ ২৬

আসিত, দেবল, মহাতপস্বী নারদ, আমার পিতামহ ব্যাসদেব আপনাকেই সর্বোত্তম বিধি বলিয়াছেন ॥ ২৭

আপনি তেজ, আপনি পরম ব্রহ্ম, আপনি সত্য, আপনি মহাতপ, আপনি শ্রেষ্ঠ, আপনি উত্তম যশ এবং আপনিই জগতের কারণ। আপনিই এই সম্পূর্ণ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রলয়কাল আসিলে ইহা পুনরায় আপনার মধ্যেই লীন হইয়া যায় ॥ ২৮-২৯

হে জগৎপতে! যাঁহারা আপনাকে আদি-অন্তশূন্য, বিশ্বরূপ, বিশ্বেশ্বর, ধাতা, অজন্মা, অব্যক্ত, ভূতাত্মা, মহাত্মা অনন্ত ও বিশ্বতোমুখ প্রভৃতি নামে কীর্তন করিয়া থাকেন।

আপনার স্বরূপ গূঢ়। আপনি সকলের আদিকারণ ও এই জগতের গতি। আপনিই পরমদেব, নারায়ণ, পরমাত্মা এবং ঈশ্বর। আপনিই জ্ঞানস্বরূপ শ্রীহরি ও মুমুক্ষুগণের পরম আশ্রয় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু। আপনার যথার্থ স্বরূপকে দেবগণও জানেন না। আপনিই পরম পুরাণপুরুষ এবং পুরাণপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৩০-৩২

আপনার এবম্বিধ গুণাবলি ও ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কর্মসমূহকে গণনা করিতে পারেন, এরূপ ব্যক্তি ভূলোকে ও স্বর্গলোকেও নাই। যেরূপ ইন্দ্র দেবগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমরা সকলেই আপনার দ্বারা সর্বতোভাবে রক্ষণীয়। আমরা আপনাকে সর্বগুণসম্পন্ন সুহৃদ্রূপে লাভ করিয়াছি ॥ ৩৩-৩৪

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর মহাযশস্বী ভগবান্ জনার্দন তাঁহার কথানুসারে এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেন ॥ ৩৫

ধর্মরাজ! আপনার উগ্রতপস্যা, পরম ধর্ম, সাধুতা ও সরলতার দ্বারা এই পাপী জয়দ্রথ নিহত হইয়াছে ॥ ৩৬

পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি যে সর্বপ্রকারে রক্ষাচিন্তা করিয়াছেন, তাহার দ্বারাই সুরক্ষিত হইয়া অর্জুন সহস্র সহস্র যোদ্ধাদিগকে সংহার করিয়া জয়দ্রথকে বধ করিয়াছে ॥ ৩৭

অস্ত্রজ্ঞান, বাহুবল, নিপুণতা, ক্ষিপ্রতা ও অমোঘ (অব্যর্থ) বুদ্ধিতা প্রভৃতি গুণ সকলের মধ্যে কোথাও কোন ব্যক্তি অর্জুনের সমান নাই ॥ ৩৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেইজন্যই আজ আপনার এই অদ্ভুত ভ্রাতা অর্জুন সংগ্রামে সিন্ধু-সৈন্যদিগকে সংহার করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের মস্তক ছেদন করিয়াছে ॥ ৩৯

প্রজানাথ! তখন ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অর্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার বদন মার্জনা করিয়া তাঁহাকে আশ্বাসপ্রদান করিতে করিতে বলিলেন ॥ ৪০

ফাল্গুন! আজ তুমি অতিশয় দুষ্কর কার্য সম্পাদন করিয়াছ। এই কার্য সম্পাদন করা এবং ইহার ভার বহন করা ইন্দ্রসহ দেবগণের পক্ষেও অসম্ভব ছিল ॥ ৪১

দিষ্ট্যা নির্ত্তীর্ণভারোঽসি হত্বারিন্ত্বাসি শত্রুহন্।
দিষ্ট্যা সত্যা প্রতিজ্ঞেয়ং কৃতা তৎ জয়দ্রথম্ ॥ ৪২
এবমুক্ত্বা গুড়াকেশং ধর্মরাজো মহাযশাঃ।
পস্পর্শ পুণ্যগন্ধেন পৃষ্ঠে হস্তেন পাণিবঃ ৪৩
এবমুক্তৌ মহাত্মানাবুভৌ কেশব-পাণ্ডবৌ।
তাবব্রূতাং তদা কৃষ্ণৌ রাজানং পৃথিবীপতিম্ ॥ ৪৪
তব কোপাগ্নিনা দগ্ধঃ পাপো রাজা জয়দ্রথম্।
উত্তীর্ণং চাপি সুমহদ্ দার্তরাষ্ট্রবলং রণে ॥ ৪৫
হতঞ্চৈব নিহন্তাশ্চৈব বিনষ্টাশ্চ তথা ভারত।
তব ক্রোধহতা হ্যেতে কৌরবাঃ শত্রুসূদন ॥ ৪৬
যাং হি চক্ষুর্ভিরং বীরঃ কোপয়িত্বা সুযোধনঃ।
সমিত্রবন্ধুঃ সমরে প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যতি দুর্মতিঃ ॥ ৪৭
তব ক্রোধহতঃ পূর্বং দেবৈরপি সুদুর্জয়ঃ।
শরতল্পগতঃ শেতে ভীষ্মঃ কুরুপিতামহঃ ॥ ৪৮

দুর্জয়ো বিজয়স্ত্বেষাং সংগ্রামে রিপুসূদন।
যাতা মৃত্যুবশং তে বৈ যেষাং ক্রুদ্ধোঽসি পাণ্ডব ॥ ৪৯
রাজ্যং প্রাণাঃ শ্রিয়ঃ পুত্রাঃ সৌখ্যানি বিবিধানি চ।
অচিরাৎ তস্য নশ্যন্তি যেষাং ক্রুদ্ধোঽসি মানদ ॥ ৫০
বিনষ্টান্ কৌরবান্ মন্যে সপুত্রপশুবান্ধবান্।
রাজধর্মপরে নিত্যং ত্বয়ি ক্রুদ্ধে পরন্তপ ॥ ৫১
ততো ভীমো মহাবাহুঃ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
অভিবাদ্য গুরুং জ্যেষ্ঠং মার্গণৈঃ ক্ষতবিক্ষতৌ ॥ ৫২
ক্ষিতাবাস্তাং মহেষ্বাসৌ পাঞ্চাল্যৈঃ পরিবারিতৌ।
তৌ দৃষ্ট্বা মুদিতৌ বীরৌ প্রাঞ্জলী চাগ্রতঃ স্থিতৌ ॥ ৫৩
অভ্যনন্দত কৌন্তেয়স্তাবুভৌ ভীম-সাত্যকী।
দিষ্ট্যা পশ্যামি বাং শূরৌ বিমুক্তৌ সৈন্যসাগরাৎ ॥ ৫৪
দ্রোণপ্রাহতুরাবর্ষাদ্ভাস্কিক্যমকরালয়াৎ।
দিষ্ট্যা বিনির্জিতাঃ সংখ্যে পৃথিব্যাং সর্বপার্থিবাঃ ॥ ৫৫

শত্রুসূদন! আজ তুমি নিজ শত্রুকে বধ করিয়া প্রতিজ্ঞার ভার হইতে মুক্ত হইয়াছ—ইহা সৌভাগ্যের কথা! আনন্দের কথা এই যে, তুমি জয়দ্রথকে বধ করিয়া তোমার নিজের প্রতিজ্ঞাকে সত্য করিয়াছ ॥ ৪২

মহাযশস্বী ধর্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির নিদ্রাবিজয়ী অর্জুনকে এই কথা বলিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে পবিত্র সুগন্ধযুক্ত বীর হস্ত দ্বারা (স্নেহভরে) স্পর্শ করিলেন ॥ ৪৩

তিনি এই কথা বলিলে পর মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সেই সময় ভূপতি রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৪

মহারাজ! পাপী রাজা জয়দ্রথ আপনারই ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং রণাঙ্গনে দুর্যোধন বিশাল সৈন্যকে অতিক্রম করাও আপনার কৃপাতেই সম্ভব হইয়াছে ॥ ৪৫

ভারত! শত্রুসূদন! এই সমস্ত কৌরবগণ আপনার ক্রোধেই হত হইয়া নষ্ট হইয়াছে। এইভাবে ইহারা নষ্ট হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও নষ্ট হইবে ॥ ৪৬

ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিপাতমাত্রেই বিদ্রোহীকে সংহারকারী আপনার ন্যায় বীরকে কুপিত করিয়া দুর্মতি দুর্যোধন স্বীয় মিত্র ও বান্ধবগণের সহিত রণাঙ্গনে প্রাণত্যাগ করিবে ॥ ৪৭

যাঁহাকে জয় করা পূর্বে দেবগণের পক্ষেও অত্যন্ত কঠিন ছিল, সেই কুরুকুলের পিতামহ ভীষ্ম আপনারই ক্রোধে হত হইয়া এই সময় শরশয্যায় শায়িত আছেন ॥ ৪৮

শত্রুসূদন পাণ্ডুনন্দন! আপনি যাহাদের উপর কুপিত, তাহাদের পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ করা দুর্লভ। তাহারা নিশ্চয়ই মৃত্যুর বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৪৯

মানদ কৃপালে! যাহার উপর আপনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহার রাজ্য, প্রাণ, সম্পত্তি, পুত্র ও নানাপ্রকার সুখ শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৫০

শত্রুগণের সন্তাপদাতা রাজন্! সদা রাজধর্মপালনে নিরত আপনি ক্রুদ্ধ হইলে পর আমি কৌরবসমূহকে পুত্র, পশু এবং বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত বিনষ্ট বলিয়াই মনে করি ॥ ৫১

তদনন্তর বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত মহাবাহু ভীমসেন ও মহাবাহু সাত্যকি জ্যেষ্ঠ গুরু যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিয়া ভূতলে দণ্ডায়মান রহিলেন। পাঞ্চালগণকর্তৃক পরিবৃত হইয়া দুই মহারথীর বীরকে প্রসন্নতার সহিত সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান দর্শন করত কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও সাত্যকিকে অভিনন্দিত করিলেন।

তিনি বলিলেন ইহা সৌভাগ্যের কথা যে, আমি বীরবর তোমাদের দুইজনকে শত্রুসৈন্যরূপে সমুদ্রকে পার হইয়া আসিতে দেখিতেছি। এই সৈন্য-সাগরে দ্রোণাচার্যরূপী প্রাহ থাকায় উহা দুর্জয় এবং কৃতবর্মারূপ মকরের বাসস্থান।

যুদ্ধে সমস্ত ভূপতিগণ পরাজিত হইয়াছে এবং রণাঙ্গনে আমি তোমাদের দুইজনকে বিজয়িরূপে দর্শন করিতেছি—ইহা অতিশয় সৌভাগ্যের কথা।

যুবাং বিজয়িনৌ চাপি দিষ্ট্যা পশ্যামি সংযুগে।
দিষ্ট্যা দ্রোণো জিতঃ সংখ্যে হ্যদিকাশ্চ মহাবলঃ ॥ ৫৬
দিষ্ট্যা বিকর্ণিভিঃ কর্ণো রণে নীতঃ পরাভবম্।
বিমুখশ্চ কৃতঃ শল্যো যুধাতাং পুরুষর্ষভৌ ॥ ৫৭
দিষ্ট্যা যুবাং কুশলিনৌ সংগ্রামাৎ পুনরাগতৌ।
পশ্যামি রথিনাং শ্রেষ্ঠাবুভৌ যুদ্ধবিশারদৌ ॥ ৫৮
মম বাক্যকরৌ বীরৌ মম গৌরবযন্ত্রিতৌ।
সৈন্ধার্থং সমুদ্যুক্তৌ দিষ্ট্যা পশ্যামি বামহম্ ॥ ৫৯
সমরশ্লাঘিনৌ বীরৌ সমরেষ্বপরাজিতৌ।
মমপ্রাণসমৌ চৈব দিষ্ট্যা পশ্যামি বামহম্ ॥ ৬০
ইত্যুক্ত্বা পাণ্ডবো রাজন্ যুযুধান-বৃকোদরৌ।
সম্বন্ধে পুরুষব্যাঘ্রৌ হর্ষাদ্ বাষ্পং মুমোচ হ ॥ ৬১
ততঃ প্রমুদিতং সর্বং বলমাসীদ্ বিশাম্পতে।
পাণ্ডবানাং রণে দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় তু মনো দধে ॥ ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি যুধিষ্ঠিরহর্ষে
একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৯

আমাদের ভাগ্যবশতই আচার্য দ্রোণ ও মহাবল কৃতবর্মা যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে। সৌভাগ্যবলেই কর্ণও তোমাদের বাণসমূহে রণাঙ্গনে পরাজয় প্রাপ্ত হইয়াছে। নরশ্রেষ্ঠ বীরদ্বয়! তোমরা দুইজনে রাজা শল্যকেও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ করিয়া দিয়াছ ॥ ৫৫-৫৭

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং যুদ্ধে নিপুণ বীর তোমাদের দুইজনকে পুনরায় রণাঙ্গন হইতে কুশলের সহিত ফিরিয়া আসিতে দেখিতে পাইতেছি, ইহা আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা ॥ ৫৮

আমার প্রতি গুরুত্ব বুদ্ধি রাখিয়া আমার আজ্ঞাপালনকারী বীর তোমাদের দুইজনকে আমি সৈন্ধব-সমূহ পার হইয়া আসিতে দেখিলাম—ইহা সৌভাগ্যের বিষয় ॥ ৫৯

তোমরা দুই বীরই আমার প্রাণতুল্য, রণশ্লাঘী এবং যুদ্ধে কখনও পরাজিত হও না। আজ সৌভাগ্যবশতই আমি তোমাদের দুইজনকে এখানে কুশলের সহিত দেখিতে পাইতেছি ॥ ৬০

রাজন্! পুরুষশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ও ভীমসেনকে এই কথা বলিয়া পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির ইহাদের উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন এবং আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন ॥ ৬১

প্রভানাথ! তদনন্তর পাণ্ডবদিগের সমস্ত সৈন্যগণ যুদ্ধস্থলে প্রসন্ন ও উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধের জন্যই মনঃসংযোগ করিলেন ॥ ৬২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে যুধিষ্ঠিরের হর্ষবিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(ব্যাকুলচিত্ত-দুর্যোধনস্য খেদপ্রকাশঃ, দ্রোণাচার্যস্য তিরস্কারশ্চ)

সঞ্জয় উবাচ।

সৈন্ধবে নিহতে রাজন্ পুত্রস্তব সুযোধনঃ।
অশ্রুপূর্ণমুখো দীনো নিরুৎসাহো দ্বিষজ্জয়ে। ১
দুর্মনা নিঃশ্বসন্ দুষ্টো ভগ্নদংষ্ট্র ইবোরগঃ।
আগচ্ছৎ সর্বলোকস্য পুত্রস্তেঽহিতং পরামৃশন্। ২
দৃষ্ট্বা তৎ কদনং ঘোরং স্ববলস্য কৃতং মহৎ।
জিষ্ণুনা ভীমসেনেন সাত্যকেন চ সংযুগে। ৩
স বিবর্ণঃ কৃশো দীনো বাষ্পবিপ্লুতলোচনঃ।
অমন্যতার্জুনসমো ন যোদ্ধা ভুবি বিদ্যতে। ৪
ন দ্রোণো ন চ রাধেয়ো নাশ্বত্থামা কৃপো ন চ।
ক্রুদ্ধস্য সমরে স্থাতুং পর্যাপ্তা ইতি মারিষ। ৫
নির্জিত্য হি রণে পার্থঃ সর্বান্ মম মহারথান্।
অবধীৎ সৈন্ধবং সংখ্যে ন চ কশ্চিদবারয়ৎ। ৬
সর্বথা হতমেবেদং কৌরবাণাং মহদ্ বলম্।
ন হ্যস্য বিদ্যতে ত্রাতা সাক্ষাদপি পুরন্দরঃ। ৭
যমুপাশ্রিত্য সংগ্রামে কৃতঃ শস্ত্রসমুদ্যমঃ
স কর্ণো নির্জিতঃ সংখ্যে হতশ্চৈব ভয়ত্রয়ঃ। ৮
যস্য বীর্যং সমাশ্রিত্য সমং যাচন্তমচ্যুতম্।
তৃণবৎ তমহং মন্যে স কর্ণো নিজিতো যুধি। ৯
এবং ক্লান্তমনা রাজন্ পাঞ্চাল্যং দ্রোণমীক্ষিতুম্
আগচ্ছৎ সর্বলোকায় পুত্রস্তে ভরতর্ষভ। ১০
ততস্তৎ সর্বমাচখ্যৌ কুরূণাং বৈশসং মহৎ।
পরান্ বিজয়তশ্চাপি ধার্তরাষ্ট্রান্ নিমজ্জতঃ। ১১

দুর্যোধন উবাচ

পশ্য মূর্খাভিষিক্তানামাচার্য কদনং মহৎ।
কৃত্বা প্রমুখতঃ শূরং ভীষ্মং মম পিতামহম্। ১২

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

[ব্যাকুলচিত্ত দুর্যোধনের খেদ-প্রকাশ এবং দ্রোণাচার্যের তিরস্কার।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হইলে পর আপনার পুত্র দুর্যোধন অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তখন তাঁহার বদন শোকে অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া যাইল এবং শত্রুকে জয় করিবার সকল উৎসাহ নষ্ট হইয়া গেল। ১

তিনি এই সময় ভগ্নদন্ত সর্পের ন্যায় মনে মনেই দুঃখ করিতে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। সকল লোকের অপরাধকারী আপনার পুত্র দুর্যোধন অতিশয় পীড়িত হইলেন। ২

দুষ্টমতি অর্জুন, ভীমসেন এবং সাত্যকিকর্তৃক নিজের সৈন্যদের অতিশয় ভয়ঙ্কর সংহার দর্শন করত দুর্যোধন দীন, দুর্বল ও কান্তিহীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় তখন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

মাননীয় নরেশ! এসময় তাঁহার এরূপ নিশ্চয় হইয়া যাইল যে, এ জগতে অর্জুনের তুল্য অন্য কোন যোদ্ধা নাই। সমরাঙ্গণে ক্রুদ্ধ অর্জুনের সম্মুখে না দ্রোণ, না কর্ণ, না অশ্বত্থামা এবং না কৃপাচার্য অবস্থান করিতে পারেন। ৩-৫

তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আজকের যুদ্ধে অর্জুন আমার সকল মহারথী বীরগণকে জয় করিয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিয়াছে। কিন্তু হায়, আমার পক্ষের কেহই তাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। ৬

কৌরবদের এই বিশাল সৈন্য আজ সর্বথা নষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছে। সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও ইহাদের রক্ষা করিতে সমর্থ নন। ৭

যাহার উপর আস্থা রাখিয়া আমি যুদ্ধের জন্য অস্ত্রসকল সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, সেই কর্ণও যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে এবং জয়দ্রথও নিহত হইয়াছে॥ ৮

যাহার পরাক্রমের আশ্রয় লইয়া আমি সন্নিপ্রার্থী শ্রীকৃষ্ণকে তৃণের ন্যায় মনে করিয়াছিলাম, সেই কর্ণও আজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে॥ ৯

রাজন্! ভরতশ্রেষ্ঠ! সমস্ত জগতের অপরাধকারী আপনার পুত্র দুর্যোধন এখন এরূপ চিন্তা করিতে করিতে মনে মনেই অতিশয় খিন্ন হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি আচার্য দ্রোণকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার নিকট গমন করিলেন। ১০

তাহার পর সেখানে তিনি কৌরবদিগের সেই গুরুতর ক্ষয়ের সমস্ত কথা বলিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, শত্রুরা জয়লাভ করিতেছে ও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ বিপৎসাগরে নিমজ্জিত হইতেছে। ১১

দুর্যোধন বলিলেন,—আচার্য! যাহাদের মস্তকে তিনি অনুমানে রাজাভিষেক করা হইয়াছে, সেই রাজাদের এই

তং নিহত্য প্রমুক্তোঽয়ং শিখণ্ডী পূর্ণমানসঃ।
পাঞ্চালৈঃ সহিতঃ সর্বৈঃ সেনাগ্রমভিযাতি তে ॥ ১৩
অপরস্ত্বপি দুর্ধর্ষঃ সিন্ধুরাজে সব্যসাচিনা।
অক্ষৌহিণীঃ সপ্ত হত্বা হতো রাজা জয়দ্রথঃ ॥ ১৪
অস্মদ্বিজয়কামানাং সুহৃদামুপকারিণাম্।
গন্তাস্মি কথমাচার্য গতানাং যমসাদনম্ ॥ ১৫
যে মদর্থং পরীপ্সন্তে বসুধাং বসুধাধিপাঃ।
তে হিত্বা বসুসৈন্যার্থং বসুধামধিশেরতে ॥ ১৬
সোঽহং কাপুরুষঃ কৃত্বা মিত্রাণাং ক্ষয়মীদৃশম্।
অশ্বমেধসহস্রেণ পাবিতুং ন সমুৎসহে ॥ ১৭
মম লুব্ধস্য পাপস্য তথা ধর্মাপচারিণঃ।
ব্যায়ামেন জিগীষন্তঃ প্রাপ্তা বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ১৮
কথং পতিতবৃত্তস্য পৃথিবী সুহৃদাং দ্রুহঃ।
বিবরং নাশকদ্ দাতুং মম পার্থিবসংসদি ॥ ১৯

যোঽহং রুধিরনিক্তাঙ্গং রাজ্ঞাং মধ্যে পিতামহম্।
শয়ানং নাশকং ত্রাতুং ভীষ্মমাযোধনে হতম্ ॥ ২০
তং মামনার্যপুরুষং মিত্রদ্রুহমধার্মিকম্।
কিং বক্ষ্যতি হি দুর্ধর্ষঃ সমেত্য পরলোকজিৎ ॥ ২১
জলসন্ধ, মহেষ্বাসং পদ্ম সাত্যকিনা হতম্।
মদর্থমুদ্যতং শূরং প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা মহারথম্ ॥ ২২
কাম্বোজং নিহতং দৃষ্ট্বা তথা শল্যসুবমেব চ।
অন্যান্ বহূংশ্চ সুহৃদো জীবিতার্থেঽস্য কো মম ॥ ২৩
ব্যাঘস্যেন্দ্রো হতাঃ শূরা মদর্থে যোঽপরাজ্মুখাঃ।
যতমানাঃ পরং শক্ত্যা বিজেতুনহিতান্ মম ॥ ২৪
তেষাং গন্তাহমানৃণ্যমদ্য শক্ত্যা পরন্তপ।
তর্পয়িষ্যামি তানেব জলেন যমুনামনু ॥ ২৫
সত্যং তে প্রতিজানামি সর্বশস্ত্রভৃতাং বর।
ইষ্টাপূর্তেন চ শপে বীর্যেণ চ সুতৈরপি ॥ ২৬

গুরুতর কর্ম করা করুন। আমার বীরবর পিতামহ ভীষ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত বহু নৃপতি নিহত হইয়াছেন। ১২

ব্যাঘতুল্য ব্যাঘরাজপরাক্রম শিখণ্ডী ভীষ্মকে বধ করিয়া মনের সকল কামনা পূর্ণ করিয়াছে এবং পাঞ্চাল-সৈন্যাগ্রভাগে অবস্থান করিতেছে ॥১৩

সব্যসাচী অর্জুন আমার দ্বারা অক্ষৌহিণী সৈন্যকে সংহার করিয়া আপনার অপর দুষ্কর শিষ্য রাজা জয়দ্রথকে বধ করিয়াছে। আমাদের জয়াভিলাষী এবং আমাদের উপকারকারী যে সকল সুহৃদ্ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া যমালয়ে গমন করিয়াছে, আমি তাহাদের ঋণ কি ভাবে পরিশোধ করিব ? ১৪-১৫

যে সকল নৃপতি আমার জন্য এই পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাঁহারাও আজ এই ভূমণ্ডলের ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছেন ॥ ১৬

আমি কাপুরুষ, আমি ঘোর মিত্রদ্রোহীকে এভাবে সংহার করাইয়া রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারাও নিজেকে পবিত্র করিতে পারিব না ॥ ১৭

হায়! ধর্মনাশক, পাপী ও লোভী আমার জন্য যুদ্ধের দ্বারা জয় লাভ করিতে ইচ্ছুক আমার বিজয়ী যমলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ১৮

আচার্যঘ্নী ও মিত্রদ্রোহী আমার জন্য এই সকল রাজগণের সভায় এই ভূমেদী কেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছেন না, যাহার কোলে আমি তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারি ? ১৯

আমার পিতামহ ভীষ্ম রাজগণের মধ্যে যুদ্ধস্থলে হতপ্রায় হইয়াছেন এবং রক্তাপ্লুত অবস্থায় শরশয্যায় শয়ান আছেন ; কিন্তু আমি তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না ॥ ২০

এই পরলোকবিজয়ী দুষ্কর বীর ভীষ্মের নিকট যদি আমি গমন করি, তবে নীচ, মিত্রদ্রোহী ও পাপাত্মা পুরুষ আমাকে তিনি কি বলিবেন ? ২১

আচার্য ! ইহা দেখুন যে, আমার জন্য প্রাণের মোহ ত্যাগ করিয়া রাজা দান করিবার ইচ্ছায় উদ্যুক্ত মহাধনুর্ধর বীরবর মহারথী জলসন্ধকে সাত্যকি নিহত করিয়াছে ॥ ২২

কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, রাক্ষস অলম্বুষ এবং অন্যান্য বহু সুহৃদ্বর্গকে নিহত হইতে দেখিয়াও আজ আর আমার জীবিত থাকিবার প্রয়োজন কি কিছু আছে ? ২৩

শত্রুতাপন আচার্য ! যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ না হইয়া যে সমস্ত বীরবর সুহৃদ্গণ আমার জন্য যুদ্ধ করিতে এবং আমার শত্রুদিগকে জয় করিবার জন্য শক্তি অনুসারে পূর্ণ চেষ্টা করিতে থাকিয়া নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদের এই ঋণ হইতে নিজের শক্তি দ্বারা মুক্তি পাইয়া আজ আমি যমুনার জলে তাঁহাদের সকলের তর্পণ করিব ॥ ২৪-২৫

সমস্ত অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুরুদেব ! আজ আমি আমার যাগ-যজ্ঞাদি ইষ্ট-কর্ম ও কূপ-পুষ্করিণী প্রভৃতি পূর্তকর্ম

নিহত্য তান্ রণে সর্বান্ পাঞ্চালান্ পাণ্ডবৈঃ সহ।
শান্তিং লব্ধাস্মি তেষাং বা রণে গত্বা সলোকতাম্ ॥ ২৭
সোঽহং তত্র গমিষ্যামি যত্র তে পুরুষর্ষভাঃ।
হতা মদর্থে সংগ্রামে যুধ্যমানাঃ কিরীটিনা ॥ ২৮
ন হীদানীং সহায়া মে পরীপ্সন্ত্যাত্মপক্ষতাঃ।
জ্ঞেয়ো হি পাণ্ডুঃ মন্তন্তে ন ভবান্মান্ মহাভুজ ॥ ২৯
স্বয়ং হি মৃত্যুবিহিতঃ সত্যসন্ধেন সংযুগে।
ভবানুপেক্ষাং কুরুতে শিষ্যত্বাদর্জুনস্য হি ॥ ৩০
অতো বিনিহতাঃ সর্বে যোঽস্মদ্রুচিকীর্ষবঃ।
কর্ণমেব তু পশ্যামি সম্প্রতাস্মদ্ধিতৈষিণম্ ॥ ৩১
যো হি মিত্রমবিজ্ঞায় যাতায়ামেন দুর্ধীঃ।
মিত্রার্থে যোজয়ত্যেনং সোঽর্থোঽনর্থায় কল্পতে ॥ ৩২

তাদৃগ্ রূপং কৃতমিদং মম কার্যং সুদুষ্করম্।
মোহাদুদ্যম্য পাপস্য ত্রিশঙ্কস্য যথা মতঃ ॥ ৩৩
হতো জয়দ্রথশ্চৈব সৌমদত্তিশ্চ বীর্যবান্।
অভীষাহাঃ শূরসেনাঃ শিবয়োঽথ বসাতয়ঃ ॥ ৩৪
সোঽহমদ্য গমিষ্যামি যত্র তে পুরুষর্ষভাঃ।
হতা মদর্থে সংগ্রামে যুধ্যমানাঃ কিরীটিনা ॥ ৩৫
ন হি মে জীবিতেনার্থস্তানৃতে পুরুষর্ষভান্।
আচার্যাঃ পাণ্ডুপুত্রাণামনুজানাতু নো ভবান্ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি দুর্যোধনানুতাপে
পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫০

সকল, পরাক্রম এবং পুত্রগণের শপথ লইয়া আপনার সম্মুখে সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এখন আমি পাণ্ডবগণের সহিত সমস্ত পাঞ্চালদিগকে বধ করিয়াই শান্তি লাভ করিতে পারিব অথবা আমার সুহৃদ্বর্গ যুদ্ধে নিহত হইয়া যে লোকে গমন করিয়াছে, সেই লোকেই চলিয়া যাইব ॥ ২৬-২৭

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ সুহৃদ্গণ রণাঙ্গনে আমার জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জুনের হস্তে নিহত হইয়া যে লোকে গমন করিয়াছে, আমিও সেই লোকে গমন করিব ॥ ২৮

মহারাজ! এখন যাঁহারা আমার সহায়ক আছেন, তাঁহারা অন্যচিত্ত হইয়া পক্ষের সহায়তা করিতে চাহিতেছেন না। তাঁহারা যেরূপ পাণ্ডবগণের কল্যাণকামী হইয়াছেন, সেইরূপ আমাদের কল্যাণ কামনা করিতেছেন না ॥ ২৯

যুদ্ধস্থলে সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম স্বয়ংই নিজের মৃত্যু স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং আপনি ত' আমাদিগকে সেইজন্যই উপেক্ষা করিতেছেন যে, অর্জুন আপনার প্রিয় শিষ্য ॥ ৩০

সেইহেতু আমাদের জয়াকাঙ্ক্ষী সকল যোদ্ধাই নিহত হইয়াছে। এই সময় শুধু আমি একমাত্র কর্ণকেই দেখিতেছি, যে আমার জন্য সত্যই কল্যাণকামী আছে ॥ ৩১

যে দুর্মতি মনুষ্য মিত্রকে বলাবলরূপে না জানিয়া তাহাকে মিত্র-কার্যে নিযুক্ত করে, তাহার সেই কার্য নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ৩২

আমার পরম সুহৃদ্গণরূপে কল্পিত সেই পুরুষেরা মোহবশতঃ ইন (রাজা) প্রার্থী, লোভী, পাপী ও কৃপণ আমার এই কার্যকে সেইরূপে নষ্ট করিয়া দিতেছে ॥ ৩৩

জয়দ্রথ ও সোমদত্তকুমার ভূরিশ্রবা নিহত হইয়াছে। অভীষাহ, শূরসেন, শিবি ও বসাতিগণও পরাস্ত হইয়াছে ॥ ৩৪

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ সুহৃদ্গণ যেখানে আমার জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জুনের হাতে নিহত হইয়া যে লোকে গমন করিয়াছে, সেখানে আমিও গমন করিব ॥ ৩৫

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ মিত্রগণ ব্যতীত আমারও জীবিত থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি পাণ্ডুপুত্রগণের আচার্য, অতএব আমাকে যাইবার অনুমতি করুন ॥ ৩৬

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথ-বধপর্বে দুর্যোধনের অনুতাপবিষয়ক
পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদসমাপ্ত।

একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(দুর্যোধনায় দ্রোণাচার্য্যসোত্তরদানম্, যুদ্ধায় প্রস্থানঞ্চ।)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

সিন্ধুরাজে হতে তাত সমরে সব্যসাচিনা।
তথৈব ভূরিশ্রবসি কিমাসীদ্ বো মনস্তদা॥ ১
দুর্যোধনেন চ দ্রোণস্তথোক্তঃ কুরুসংসদি।
কিমুক্তবান্ পরং তস্মৈ তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়॥ ২

সঞ্জয় উবাচ

নিষ্টানকো মহানাসীৎ সৈন্যানাং তব ভারত।
সৈন্ধবং নিহতং দৃষ্ট্বা ভূরিশ্রবসমেব চ॥ ৩
মন্ত্রিতং তব পুত্রস্য তে সর্ব্বমবমেনিরে।
যেন মন্ত্রেণ নিহতাঃ শতশঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ॥ ৪
দ্রোণস্তু তদ্ বচঃ শ্রুত্বা পুত্রস্য তব দুর্ম্মনাঃ।
মুহূর্ত্তমিব তদ্ ধ্যাত্বা কৃপমার্ত্তোঽভ্যভাষত॥ ৫

দ্রোণ উবাচ।

দুর্য্যোধন কিমেবং মাং বাক্‌শরৈরপি কুন্তসি।
অজয্যং সততং সংখ্যে ক্রুদ্ধং সব্যসাচিনম্॥ ৬
একেনৈবার্জ্জুনং জাতুমলং কৌরব সংযুগে।
যদ্ধিখণ্ডাবধীদ্ ভীষ্মং পাঞ্চালানাং কিরীটিনা॥ ৭
অবধ্যং নিহতং দৃষ্ট্বা সংযুগে দেব-দানবৈঃ।
তদৈবাজ্ঞাসিষমহং নেয়মস্তীতি ভারতী॥ ৮
যং পুংসাং ত্রিষু লোকেষু সর্ব্বশূরমমংস্মহি।
তস্মিন্ নিপতিতে শূরে কিং মেয়ঃ পর্য্যুপাস্মহে॥ ৯
যান্ স ত্বান্ গ্রহতে তাত শকুনিঃ কুরুসংসদি।
অক্ষান্ তেঽক্ষা নিশিতা বাণাস্তে শত্রুতাপনাঃ॥ ১০
ত এতে হন্তি নস্তাত বিশিখাঃ পার্থচোদিতাঃ।
তাংস্তদাখ্যায়মানস্ত বিদুরেণ ন বুদ্ধবান্॥ ১১
যাজ্ঞা বিলপতশ্চাপি বিদুরস্য মহাত্মনঃ।
বীরস্য বাচো নাশ্রৌষীঃ ক্ষেমায় বদতঃ শিবাঃ॥ ১২

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

[দুর্যোধনকে দ্রোণাচার্য্যের উত্তরদান এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্থান।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—তাত! সমরাঙ্গণে সব্যসাচী অর্জ্জুনকর্ত্তৃক সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এবং ভূরিশ্রবা নিহত হইলে পর সেই সময় তোমাদের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল?। ১

সঞ্জয়! দুর্যোধন যখন কৌরব-সভায় তোমাচার্য্যকে এরূপ কথা বলিল, তখন তিনি দুর্য্যোধনকে কি উত্তরদান করিলেন? তাহা আমাকে বল। ২

সঞ্জয় বলিলেন,—তাত! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এবং ভূরিশ্রবাকে হত হইতে দেখিয়া আপনার সৈন্যদের মধ্যে ভয়ানক আতঙ্ক উপস্থিত হইতে লাগিল। ৩

উহারা সকলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সমক্ষে মন্ত্রণাকে সমর করিতে থাকিল; কারণ, যে মন্ত্রণার দ্বারা শত শত ক্ষত্রিয়-শিরোমণি নিহত হইয়াছে। ৪

আপনার পুত্রের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করত দ্রোণাচার্য্য মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি মুহূর্ত্তকাল কিছু চিন্তা করিয়া অত্যন্ত আর্ত্তভাবে এই কথা বলিলেন। ৫

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—দুর্য্যোধন! তুমি কেন এইরূপ বাক্যবাণে আমাকে ছেদন করিতেছ? আমি ত' সর্ব্বদাই তোমাকে বলিয়া আসিতেছি যে, সব্যসাচী অর্জ্জুন যুদ্ধে অজেয়। ৬

কুরুনন্দন! অর্জ্জুনকে ত' কেবল ইহার দ্বারাই বুঝা যায় যে, অর্জ্জুনকর্ত্তৃক সুরক্ষিত শিখণ্ডীও যুদ্ধে ভীষ্মকে বধ করিয়াছে। ৭

যিনি দেবতা ও দানবগণের পক্ষেও অবধ্য ছিলেন, তাঁহাকেও (ভীষ্মকেও) যুদ্ধে নিহত দেখিয়া আমি ইহাই জানিতে পারিয়াছি যে, এই কৌরববাহিনী আর থাকিবে না। ৮

আমরা যাঁহাকে তিন লোকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বীর বলিয়া মনে করি, সেই বীরবর ভীষ্ম নিহত হওয়ায় অবশিষ্ট আর কাহার উপর আস্থা করিব?। ৯

দ্যূতক্রীড়ার সময় বিদুর তোমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাত! কৌরব-সভামধ্যে শকুনি যে পাশা গুটিগুলি নিক্ষেপ করিতেছে, উহাকে পাশা বলিয়া মনে করিও না, উহা তোমার একদিন শত্রুসন্তাপক তীক্ষ্ণ বাণে পরিণত হইবে। ১০

বৎস! কিন্তু সেই সময় তুমি বিদুর কর্ত্তৃক কথিত সেই বাক্যকে কোনরূপেই বুঝিতে পার নাই। তাত! সেই পাশাই আজ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণ হইয়া আমাদিগকে বধ করিতেছে। ১১

দুর্য্যোধন! বিদুর বীর ও মহাত্মা পুরুষ। সে তোমার মঙ্গলের জন্যই তাদৃশ কল্যাণকর বাক্য বলিয়াছিল; কিন্তু তুমি

তস্মিংশ্চ বর্ত্তমে ঘোরমাপন্নঃ বৈশসং মহৎ।
তস্যাবমানাদ্ বাক্যস্য দুর্যোধন কৃতে তব ॥ ১৩
ঘোঽবমন্য বচঃ পথ্যং সুহৃদামাপ্তকারিণাম্।
স্বমতং কুরুতে মূঢ়ঃ স শোচ্যো নচিরাদিব ॥ ১৪
যচ্চ নঃ প্রেক্ষমাণানাং কৃষ্ণামানায়থা সভাম্।
অনর্হন্তীং কুলে জাতাং সর্বধর্মানুচারিণীম্ ॥ ১৫
তস্যাবমর্দস্য পাঞ্চালে ফলং প্রাপ্তমিদং মহৎ।
ন চেৎ পাপং পরে লোকে ঘমর্চ্ছেথাস্ততোঽধিকম্ ॥১৬
যচ্চ তান্ পাণ্ডবান্ দ্যূতে বিষমেণ বিজিত্য হ।
প্রাব্রাজয়স্তদারণ্যে রৌরবাজিনবাসসঃ ॥ ১৭
পুত্রাণামিব চৈতেষাং ধর্মমাচরতাং সদা।
ক্রুদ্ধেৎ কো নু নরো লোকো মদন্যো ব্রাহ্মণক্রবঃ ॥১৮
পাণ্ডবানামযং কোপস্ত্বয়া শকুনিনা সহ।

সেদিন বিজয়ের উল্লাসে তাহা যেন না শুনিবারই ভান করিয়াছিলে। তাহারই সেই বাক্যকে অনাদর করার ফলেই এই ঘোর মহাসংহার উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১২-১৩

যে মূঢ় বীর হিতৈষী সুহৃদগণের হিতকর বাক্যকে অবহেলা করিয়া নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে যায়, সেই ব্যক্তি অল্পদিনের মধ্যেই শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হয় ॥ ১৪

ইহা ছাড়া তুমি আমাদের সকলের সম্মুখেই দ্রৌপদীকে সভায় আনাইয়া যে অপমান করিয়াছিলে, তাদৃশ অপমান করার যোগ্য সে ছিল না। সে উত্তম কুলে জন্ম লাভ করিয়াছে এবং নিরন্তর ধর্মপালন করিয়া থাকে। গান্ধারীনন্দন! দ্রৌপদীকে অপমান করা রূপ অধর্মের এই মহাফল তুমি প্রাপ্ত হইতেছ যে, সর্বথা তোমার পক্ষেই বিনাশ হইতেছে। যদি এখানে তুমি এই ফল লাভ না করিতে, তবে পরলোকে তোমাকে এই পাপের আরও অধিক ঘোর ভোগ করিতে হইত ॥ ১৫-১৬

কেবল ইহাই নহে, তুমি পাণ্ডবগণকে পাশাখেলায় প্রতারণা করত জয়লাভ করিয়া এবং মৃগচর্ম পরিধান করাইয়া তাহাদিগকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছ (এই অধর্মের ফলও তোমাকে ভোগ করিতে হইতেছে) ॥ ১৭

পাণ্ডবগণ আমার পুত্রতুল্য এবং তাহারা সর্বদা ধর্মেরই আচরণ করিয়া থাকে। এ জগতে আমি ব্যতীত অপর আর কোন ব্যক্তি আছে, যে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দান করত তাহাদের সহিত দ্রোহ করে ॥ ১৮

আক্রন্তো বৃদ্ধরাষ্ট্রস্য সমক্ষে কুরুসংসদি ॥ ১৯
দুঃশাসনেন সংযুক্তঃ কর্ণেন পরিবর্হিতঃ।
ক্ষত্তুর্বাক্যমনাদৃত্য বরাভ্যস্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ২০
যস্তাঃ সর্বে পরাভূতাঃ পঞ্চধারমরিন্দম।
সিন্ধুরাজানমাশ্রিত্য স বো মধ্যে কথং হতঃ ॥ ২১
কথং ত্বয়ি চ কর্ণে চ কৃপে শল্যে চ জীবতি।
অশ্বত্থাম্নি চ কৌরব্য নিধনং সৈন্ধবোঽগমৎ ॥ ২২
যুধ্যন্তঃ সর্বরাজানস্তেজস্বিনমুপাসতে
সিন্ধুরাজং পরিত্রাতুং স বো মধ্যে কথং হতঃ ॥ ২৩
মধ্যেব হি বিশেষেণ তথা দুর্যোধনে ত্বয়ি।
আশংসন্ত পরিত্রাণমর্জুনাৎ স মহীপতিঃ ॥ ২৪
ততস্তস্মিন্ পরিত্রাণমলব্ধবতি ফাল্গুনাৎ
ন কিঞ্চিদনুপশ্যামি জীবিতস্যানমাত্মনঃ ॥ ২৫

তুমি রাজা বৃদ্ধরাষ্ট্রের সম্মুখে কুরুসভায় শকুনির সহিত উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবগণের এই ক্রোধ উৎপন্ন করিয়াছ ॥ ১৯

এই কার্যে দুঃশাসন তোমাকে সহায়তা করিয়াছে এবং কর্ণও এই ক্রোধকে আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। তুমি বিদুরের উপদেশ অবহেলা করিয়া বারংবার সেই ক্রোধকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছ ॥ ২০

তোমরা সকলে অতি সাবধানেই অর্জুনকে পরিবেষ্টিত করিয়াছিলে, তথাপি তোমরা সকলেই কিরূপে পরাজিত হইলে? তুমি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে আশ্রয় দিয়াছিলে, কিন্তু তোমাদের সকলের মধ্যে থাকিয়াও সে নিহত হইল কি করিয়া ॥ ২১

কুরুনন্দন! তুমি ও কর্ণ নিহত হও নাই, কৃপাচার্য, শল্য ও অশ্বত্থামাও জীবিত ছিলে, তথাপি তোমরা সকলে জীবিত থাকিতেও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের মৃত্যু কিভাবে হইল? ॥ ২২

যুদ্ধ করিবার সময় সকল রাজাই সিন্ধুরাজকে রক্ষা করিবার জন্য প্রচেষ্ট হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তথাপি সে তোমাদের সকলের মধ্যে থাকিয়া কিরূপে নিহত হইল? ॥ ২৩

দুর্যোধন! রাজা জয়দ্রথ বিশেষতঃ আমার উপর এবং তোমার উপর অর্জুন হইতে নিজের জীবন-রক্ষার আশা করিয়াছিল ॥ ২৪

তথাপি যখন অর্জুনের নিকট হইতে তাহাকে রক্ষা করা গেল না, তখন আমরাও নিজের জীবন-রক্ষার জন্য আর কোনও স্থান দেখিতে পাইতেছি না ॥ ২৫

মজ্জন্তমিব চাত্মানং ধৃষ্টদ্যুম্নস্য কিল্বিষে।
পশ্যাম্যহত্বা পঞ্চালান্ সহ তেন শিখণ্ডিনা ॥ ১৬
তস্মাৎ কিমর্থং পার্শ্বতঃ বাক্‌শরৈরেব কৃন্তসি।
অশক্তঃ সিন্ধুরাজস্য ভূত্বা ত্রাণায় ভারত ॥ ১৭
সৌবর্ণং সত্যসন্ধস্য ধ্বজমাক্রীড়কর্মণঃ।
অপশ্যন্ যুধি ভীষ্মস্য কথমাশংসসে জয়ম্ ॥ ১৮
মধ্যে মহারথানাঞ্চ যত্রাতস্থুষ্ট সৈন্ধবঃ।
হতো ভূরিশ্রবাস্তেন কিং শেষং তত্র মন্যসে ॥ ১৯
কৃপ এব চ দুর্ধর্ষো যদি জীবতি পার্থিব।
যো নাগাৎ সিন্ধুরাজস্য বর্ম তৎ পূজয়াম্যহম্ ॥ ২০
যত্রাপশ্যং হতং ভীষ্মং পক্ষতন্তেঽনুজস্য বৈ।
দুঃশাসনস্য কৌরব্য কুর্বাণং কর্ম দুষ্করম্ ॥ ২১
অবধ্যকল্পং সংগ্রামে দেবৈরপি সবাসবৈঃ।
ন তে বসুন্ধরাস্তীতি তদাহং চিন্তয়ে নৃপ ॥ ২২
ইমানি পাণ্ডবানাঞ্চ সৃঞ্জয়ানাঞ্চ ভারত।
অনীকান্যাদ্রবন্তে মাং সহিতান্যস্য ভারত ॥ ২৩
নাহত্বা সর্বপঞ্চালান্ কবচং বিমোক্ষ্যতে।
কর্তাস্মি সমরে কর্ম যদ্যদ্রাষ্ট্র হিতং তব ॥ ২৪
রাজন্ ব্রূয়াঃ সুতং যে ত্বমশ্বত্থামানমাহবে।
ন সোমকাঃ প্রমোক্তব্যা জীবিতং পরিরক্ষতা ॥ ২৫
যচ্চ পিত্রানুশিষ্টোঽসি তন্ন বচঃ পরিপালয়।
আনৃশংস্যে দমে সত্যে চার্জবে চ স্থিরো ভব ॥ ২৬
ধর্মার্থকামকুশলো ধর্মার্থাবন্যপীড়য়ন্।
ধর্মপ্রধানকার্য্যাণি কুর্য্যাস্তেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ২৭
চক্ষুর্মনোভ্যাং সন্তোষ্যা বিপ্রাঃ পূজ্যাশ্চ শক্তিতঃ।
ন চৈষাং বিপ্রিয়ং কার্য্যং তে হি বহ্নিশিখোপমাঃ ॥ ২৮
এষ ত্বহমনীকানি প্রবিশাম্যরিসূদন।
বধায় মহতে রাজংস্ত্বয়া বাক্‌শরপীড়িতঃ ॥ ২৯
যচ্চ দুর্যোধনে বলং যদি শক্তোঽসি পালয়।
বাহ্যাবপি চ যোৎস্যন্তে সংরব্ধাঃ কুরু-সৃঞ্জয়াঃ ॥ ৩০

আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীসহ সমস্ত পাঞ্চালগণকে বধ না করিয়াই নিজেকে নিজেই ধৃষ্টদ্যুম্নের পাপপূর্ণ সম্বন্ধে নিমজ্জিত হইতে দেখিতেছি ॥ ১৬

ভারত! এরূপ অবস্থায় তুমি স্বয়ং সিন্ধুরাজকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া আমাকে কেন নিজ বাক্যবাণে ছিন্ন করিতেছ? আমি ত' নিজেই এ জন্য অনুতাপ ভোগ করিতেছি ॥ ১৭

অনায়াসেই মহৎ কর্ম করিতে সমর্থ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্মের স্বর্ণময় ধ্বজকে এখন রণাঙ্গনে উড়িতে না দেখিয়াও তুমি জয়-লাভের আশা কিরূপে করিতেছ? ॥ ১৮

যেখানে বহু মহারথী বীরের মধ্যেই সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও ভ্রাতৃগণ নিহত হইয়াছে, তুমি সেখানে আর কাহার বাক্যের পর আশা করিতেছ? ॥ ১৯

হে কৃপাচার্য! দুর্জয় বীর কৃপাচার্য যদি জীবিত থাকে এবং যে সে জয়দ্রথের পথে গমন করিয়া না থাকে, তবে আমি তাহার বল ও সৌভাগ্যকে প্রশংসা করিতেছি ॥ ২০

কুরুনন্দন! নরেশ! যাঁহাকে ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবগণও যুদ্ধে করিতে সমর্থ হন্ না, দুষ্কর কর্মকারী সেই ভীষ্মকে যখন আমি তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুঃশাসনের সম্মুখেই নিহত হইতে দেখিলাম, তখন হইতেই আমি এই চিন্তা করিতেছি যে, এই পৃথিবী আর তোমার অধিকারে থাকিবে না ॥ ২১-২২

ভারত! এই দেখ, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় সৈন্যগণ একত্রে মিলিত হইয়া এই সময় আমার উপর আক্রমণ করিতেছে ॥ ২৩

দুর্যোধন! এখন আমি সমস্ত পাঞ্চালগণকে বধ না করিয়া আমার কবচ পরিত্যাগ করিব না। আমি সমরাঙ্গণে সেই কার্যই করিব, যাহাতে তোমার হিত হইবে ॥ ২৪

রাজন্! তুমি আমার পুত্র অশ্বত্থামার নিকট যাইয়া বল যে এই যুদ্ধে নিজের জীবন রক্ষা করিতে থাকিয়া যে কোনরূপেই হউক সোমকগণকে যেন জীবিত পরিত্যাগ না করে ॥ ২৫

তাহাকে আরও বলিও যে, তোমার পিতা তোমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তুমি তাহা পালন কর। দয়া, দম, সত্য ও সরলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহে স্থির থাক ॥ ২৬

তুমি ধর্ম, অর্থ ও কামের সাধন বিষয়ে কুশল, অতএব ধর্ম ও অর্থকে কোনরূপ পীড়া না দিয়া বারংবার ধর্মানুষ্ঠান কার্য করিয়া যাও ॥ ২৭

বিনয়পূর্ণ দৃষ্টি ও প্রশান্তচিত্ত হৃদয়ে ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট রাখিবে এবং যথাশক্তি তাঁহাদের সমাদর করিবে। কখনও তাঁহাদের অপ্রিয় করিবে না; কারণ, ইঁহারা অগ্নিশিখাসদৃশ তেজস্বী ॥ ২৮

রাজন্! মধুসূদন! এখন আমি তোমার বাক্যবাণে পীড়িত হইয়া মহাযুদ্ধের জন্য শত্রুদের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতেছি ॥ ২৯

দুর্যোধন! যদি তোমার মধ্যে শক্তি থাকে, তবে

সেই ইন্দ্রিয়বিষয়ভোগী স্বপ্ন-তুল্য দেহের ভজনা ক'রবে না, এই আমি আত্মানাত্মবিবেক ও অষ্টাঙ্গযোগ-বিষয়ক যে গুহ্যধর্ম্ম তা বললাম। হে বিপ্রগণ! তোমাদের জিজ্ঞাসিত ধর্ম্ম বলবার জন্যই আমি এসেছি, আমি বিষ্ণু। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি যোগ-সাংখ্য-সত্য-ব্রত-তেজ-শ্রী-কীর্ত্তি ও দমের-পরায়ণ পরম আশ্রয়। যে সকল গুণ পরিণামী নহে ও যাতে প্রাকৃত বস্তুসমূহে ঔদাসীন্য বশতঃ সমতা ও অপ্রাকৃত বস্তুতে আসক্তি থাকে, সে সব গুণই নির্গুণ। প্রিয়, সুহৃদ ও নিরপেক্ষ আমাকে ভজনা করে আমার কথা শুনে, তাঁরা আমার পূজা করেন! আমি স্বধামে গমন করি, সনৎকুমার প্রভৃতি আমার ধর্ম্ম বিশেষরূপে অবগত আছেন।

একবার নারদ সনৎকুমারের নিকটে গিয়ে বলেন—হে ভগবন্! আমি সাঙ্গবেদসকল ও অন্যান্য সমস্তশাস্ত্র অবগত আছি, শাস্ত্রপাঠে মন্ত্রবিদ্ হয়েছি বটে কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ ক'রতে পারিনি। আপনাদের মত জ্ঞানিগণের কাছে অবগত আছি যে আত্মজ্ঞ শোক অতিক্রম করেন। হে ভগবন্! আমি শোকার্ত্ত, আপনি আমাকে শোকের পরপারে নিয়ে চলুন। সনৎকুমার ব'ল্লেন—বেদসমূহ অন্যান্য শাস্ত্রসমূদয় 'নাম' মাত্র, তুমি নামের উপাসনা কর। নারদ বললেন—নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে? তিনি বললেন—হাঁ, আছে। নারদ বললেন—আপনি আমাকে তাই বলুন। সনৎকুমার বললেন—নাম অপেক্ষা বাক্ শ্রেষ্ঠা, এইভাবে মন, সঙ্কল্পচিত্ত, ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অন্ন, আবির্ভাব, তিরোভাব, জল, তেজ, আকাশ, স্মৃতি, আশা,

প্রাণ প্রভৃতি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলেন। তারপর ভূমার উপদেশ করেন, অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ। সেই ভূমা নিম্নে, তিনি ঊর্দ্ধে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে, তিনিই এই সমস্ত। আমি নিম্নে, আমি ঊর্দ্ধে, আমি পশ্চাতে, আমি সম্মুখে, আমি দক্ষিণে, আমি উত্তরে, আমি এই সমুদয়। আত্মা নিম্নে, আত্মা ঊর্দ্ধে, আত্মা পশ্চাতে, আত্মা সম্মুখে, আত্মা দক্ষিণে, আত্মা উত্তরে, এই সমস্তই আত্মা, এভাবে ভূমা অহং এবং আত্মা এক। নারদকে বলেন—আত্মা হতে প্রাণ, আত্মা হতে আশা, আত্মা হতে স্মৃতি, আত্মা হতে আবির্ভাব, তিরোভাব, অন্ন, বল, বিজ্ঞান, ধ্যান, চিত্ত, সঙ্কল্প, মন, বাক্ ও আত্মা হতে নাম, মন্ত্রসমূহ, কর্ম্মসমূহ এই যা কিছু সকলই হ'য়ে থাকে। এভাবে আত্মজ্ঞান দান ক'রে নারদকে তিনি অজ্ঞান-অন্ধকারের পরপার দেখালেন। সনৎকুমার আমার ধর্ম্মবেত্তা। যখন এ ধর্ম্মের গ্লানি হয় তখন আমি দেহ ধারণ করি।

—:•:—

শ্রীমন্মথরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি.ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভাস্কর প্রেস, মহাবিদন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই যুগে যুগে আত্মমায়ায় অবতীর্ণ হই। আমার ধর্ম্মের কথা প্রজাপতি-ব্রহ্মাকে একদিন সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করেন—নারায়ণের অষ্টাক্ষর কি প্রকার? তিনি বলেন যিনি নারায়ণ, তিনি পরব্রহ্ম আনন্দ, অষ্টাক্ষর, অষ্টমূর্ত্তি। প্রথম অকার পৃথিবী, দ্বিতীয় উকার আপ, তৃতীয় মকার তেজ, চতুর্থ নাদ বায়ু, পঞ্চম বিন্দু আকাশ, ষষ্ঠ কলা চন্দ্রমা, সপ্তম, অনুসন্ধান সূর্য্য। অষ্টম ধ্যান যজমান, অকার সদ্যোজাত, উকার রামদেব, অঘোর মকার, তৎপুরুষ নাদ, বিন্দু ঈশান, কলা ব্যাপক, অনুসন্ধান নিত্য ধ্যান স্বরূপ ব্রহ্ম এই অষ্টাক্ষর সর্ব্বব্যাপক। নারায়ণ পরব্রহ্ম, জ্ঞান পরম নারায়ণ, নারায়ণ মহাপুরুষ, নারায়ণ বিশ্বাত্মা অব্যয়, অন্তরে

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

• •

মুখ্য-সম্পাদক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য ডি.লিট্ * শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

মুখ্য-কর্ম্মাধিকর্ত্তা :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও, এম্, এস্, ডি.পি.এইচ্,
ডি.টি.এম্, এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১'০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহারপরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৬০৮

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা— ২২'৫০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৩০'০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ১'০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৪৫'০০

এবমুক্ত্বা ততঃ প্রায়াদ্ দ্রোণঃ পাণ্ডব-সৃঞ্জয়ান্।
মুঞ্চন্ ক্ষত্রিয়তেজাংসি নক্ষত্রাণামিবাংশুমান্ ॥ ৯১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি দ্রোণবাক্যে একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫১

সৈন্যদিগকে রক্ষা করিও, কারণ, এই সময়ে ক্রুদ্ধ কৌরবগণ ও সৃঞ্জয়গণ রাত্রিকালেও যুদ্ধ করিবে ॥ ৯০

যেরূপ সূর্যদেব নক্ষত্রগণের তেজ হরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ক্ষত্রিয়গণের তেজ হরণ করিতে থাকিয়া আচার্য দ্রোণ দুর্যোধনকে পূর্বোক্ত বাক্য বলিয়া পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্থিত হইলেন ॥ ৯১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথ-বধপর্বে দ্রোণাচার্যের বাক্যবিষয়ক একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(কর্ণেন সহ দুর্যোধনস্যালাপঃ, পুনর্যুদ্ধারম্ভশ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।

ততো দুর্যোধনো রাজা দ্রোণেনৈবং প্রচোদিতঃ।
অমর্ষবশমাপন্নো যুদ্ধায়ৈব মনো দধে ॥ ১
অব্রবীচ্চ তদা কর্ণং পুত্রো দুর্যোধনস্তব।
পশ্য কৃষ্ণ সহায়েন পাণ্ডবেন কিরীটিনা ॥ ২
আচার্যাবিহিতং ব্যূহং ভিত্ত্বা দেবৈঃ সুদুর্ভিদম্।
তব ব্যায়চ্ছমানস্য দ্রোণস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ৩
বিবক্ষোর্যোধমুখ্যানাং সৈন্ধবো বিনিপাতিতঃ।
পশ্য রাধের সৃঞ্জয়াঃ পৃথিব্যাং প্রবরা যুধি ॥ ৪
পার্শ্বে মৈত্রেণ নিহতাঃ সিংহেনেবেতরে মৃগাঃ।
মম ব্যায়চ্ছমানস্য দ্রোণস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ৫
অল্পাবশেষং সৈন্যং মে কৃতং শক্রাত্মজেন হ।
কথং নিয়চ্ছমানস্য দ্রোণস্য যুধি ফাল্গুনঃ ॥ ৬
ভিন্দ্যাৎ সুদুর্ভিদং ব্যূহং যতমানোঽপি সংযুগে।
প্রতিজ্ঞাতো গতঃ পারং হত্বা সৈন্ধবমর্জুনঃ ॥ ৭
পশ্য রাধেয় পৃথ্বীশান্ পৃথিব্যাং পাতিতান্ বহূন্।
পার্থেন নিহতান্ সংখ্যে মহেন্দ্রেণেব দানবান্ ॥ ৮
অনিচ্ছতঃ কথং বীর দ্রোণস্য যুধি পাণ্ডবঃ।
ভিন্দ্যাৎ সুদুর্ভিদং ব্যূহং যতমানস্য ধীমতঃ ॥ ৯

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

[দুর্যোধনের কর্ণের সহিত আলাপ এবং পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর দ্রোণাচার্য কর্তৃকএইরূপে প্রেরিত হইয়া অমর্ষের বশীভূত দুর্যোধন মনে মনে যুদ্ধ করিবার স্থির করিলেন ॥ ১

সেই সময় আপনার পুত্র দুর্যোধন কর্ণকে এই কথা বলিলেন,—কর্ণ! দেখ, শ্রীকৃষ্ণ সহ অর্জুন দ্রোণাচার্যকর্তৃক নির্মিত দেবগণের পক্ষেও ভেদ করা দুঃসাধ্য ব্যূহকে ভেদ করিয়া তুমি ও মহাত্মা দ্রোণাচার্য যুদ্ধোদ্যত থাকিলেও মুখ্য মুখ্য যোদ্ধাগণের সাক্ষাতেই সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিয়া কৃতান্তিত করিয়াছে।

রাধানন্দন! দেখ, যেরূপ সিংহ অন্য পশুগণকে সংহার করিয়া থাকে, সেইরূপ একমাত্র কুন্তীকুমার অর্জুন কর্তৃক এই সব ভূমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণ নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছেন।

আমি এবং মহাত্মা দ্রোণাচার্য উভয়ে পরিশ্রম সহকারে যুদ্ধ করিতে থাকিলেও ইন্দ্রপুত্র অর্জুন আমার সৈন্যের অল্পমাত্রই অবশিষ্ট রাখিয়াছে (অধিকাংশ সৈন্যকেই ত' বধ করিয়াছে

যদি এই যুদ্ধে আচার্য দ্রোণ অর্জুনকে প্রতিরোধ করিবার পূর্ণ চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে চেষ্টা করিলেও সে সময়াবধে এই দুর্ভেদ্য ব্যূহকে কিভাবে ভেদ করিতে সমর্থ হইত? সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিয়া অর্জুন নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া লইয়াছে ॥ ২-৭

রাধানন্দন! যুদ্ধে পার্থকর্তৃক নিহত হইয়া ভূতলে পতিত বহুসংখ্যক ভূপতিগণকে নিরীক্ষণ কর, ইহারা সকলেই দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন ॥ ৮

বীর! যদি বলবান্ দ্রোণাচার্য পূর্ণ প্রচেষ্টা করিয়া অর্জুনকে ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিতে না দিতেন, তবে সেই ব্যূহকে কিভাবে অর্জুন ভেদ করিতে সমর্থ হইত ॥ ৯

হরিতঃ কাঞ্চনো নিত্যমাচার্যাস্য মহাত্মনঃ।
ততোঽস্য দত্তবান্ দ্বারমযুদ্ধেনৈব শত্রুহন্। ১০
অতঃ সিন্ধুরাজায় দত্ত্বা দ্রোণঃ পরন্তপঃ।
প্রাদাৎ কিরীটিনে দ্বারং পশ্য নির্ভর্ৎসতাং ময়ি। ১১
যদাদাস্তদযুদ্ধ্যন্ বৈ পূর্বমেব সুহৃদ্ প্রতি।
প্রস্থাতাং সিন্ধুরাজস্য নাভিবিস্মজনক্ষয়ঃ। ১২
জয়দ্রথো জীবিতার্থী গচ্ছমানো গৃহান্ প্রতি।
ময়ানাত্যেন সংরুদ্ধো দ্রোণাৎ প্রাপ্যাভয়ং সখে। ১৩
(রক্ষ্যমি সৈন্ধবং যুদ্ধে নৈনং প্রাপ্স্যতি ফাল্গুনঃ।
মম সৈন্যবিনাশায় রুদ্ধো বিপ্রেণ সৈন্ধবঃ॥
তস্য মে মন্দভাগ্যস্য বর্তমানস্য সংযুগে
হতানি সর্বসৈন্যানি হতো রাজা জয়দ্রথঃ॥
পশ্য যোধবরান্ কর্ণ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
পার্থনামাঙ্কিতৈর্বাণৈঃ সর্বে নীতা যমক্ষয়ম্॥
কথমেকরথেনোগ্রো বহূনাং নঃ প্রপদ্যতাম্।
বিপক্ষ্যঃ সৈন্ধবো রাজা যোধাশ্চৈব সহস্রশঃ॥)
অদ্য মে ভ্রাতরঃ ক্ষীণাশ্চিত্রসেনাদয়ো রণে।
ভীমসেনঃ সমাসাদ্য পঞ্চত্বাং নো দুরাত্মনাম্॥ ১৪

কর্ণ উবাচ

আচার্যং মা বিগর্হিথ শক্ত্যালৌ যুধ্যতে দ্বিজঃ।
যথাবলং যথোৎসাহং ত্যক্ত্বা জীবিতমাত্মনঃ॥ ১৫
যদ্যেনং সমতিক্রম্য প্রবিষ্টঃ শ্বেতবাহনঃ।
নাত্র সূক্ষ্মোঽপি দোষঃ স্যাদাচার্যস্য কথঞ্চন॥ ১৬
কৃতী দক্ষো যুবা শূরঃ কৃতাস্ত্রো লঘুবিক্রমঃ।
দিব্যাস্ত্রযুক্তমাস্থায় রথং বানরলক্ষণম্॥ ১৭
কৃষ্ণেন চ গৃহীতাস্যমভেদ্যকবচাবৃতঃ
গাণ্ডীবমক্ষয়ং দিব্যং ধনুরাদায় বীর্যবান্॥ ১৮
প্রহরন্ নিশিতান্ বাণান্ বাহুবীর্যদর্পিতঃ।
যযৌ নোঽভ্যায়াদ্ দ্রোণমুপপন্নঃ হি তস্য তৎ॥ ১৯

শত্রুসূদন! কিন্তু অর্জুন ত' মহাত্মা দ্রোণাচার্যের সর্বাপেক্ষা পরম প্রিয়, সেইজন্য তিনি যুদ্ধ না করিয়াই তাহাকে যুদ্ধমধ্যে প্রবেশ করিবার পথ দিয়াছেন॥ ১০

শত্রুতাপন দ্রোণাচার্য সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে অন্তর্ধান করিয়াও কিরীটধারী অর্জুনকে যুদ্ধমধ্যে প্রবেশ করিবার পথ প্রদান করিয়াছেন। দেখ, আমার মধ্যে কিরূপ ন্যূনতা আছে॥ ১১

যদি তিনি পূর্বেই সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে গৃহে যাইবার অনুমতি প্রদান করিতেন, তাহা হইলে এরূপ জনসংহার হইত না॥ ১২

সখে! জয়দ্রথ যখন জীবনরক্ষার জন্য গৃহের দিকে গমন করিতেছিল, কিন্তু অধম আমি দ্রোণাচার্যের অনুমতি পাইয়া তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলাম॥ ১৩

(আমি যুদ্ধে জয়দ্রথকে রক্ষা করিব, অর্জুন তাহাকে নাশ করিতে সমর্থ হইবেন না' এই কথা বলিয়াও এই ব্রাহ্মণ আমার সৈন্যদিগকে সংহার করাইবার জন্য সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে গৃহগমন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন।

যুদ্ধে আমি যত্ন করিতে থাকিলেও তাহাতীত আমার সমস্ত সৈন্যবাহিনী নষ্ট হইয়া গেল এবং রাজা জয়দ্রথও নিহত হইল।

কর্ণ! এই পশ্য পশ্য ও সহস্র সহস্র যোদ্ধাদিগকে দর্শন কর, ইহারা সকলেই অর্জুনের নামাঙ্কিত বাণসমূহের দ্বারা যমলোকে উপনীত হইয়াছে।

বহুসংখ্যক যোদ্ধা আমরা দেখিতে লাগিলাম এবং যুদ্ধস্থলে একমাত্র রথের সহায়তায় অর্জুন আমার এই সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিল। ইহা কিরূপে সম্ভব হইল?)

আজ যুদ্ধে ভ্রাতৃঘাতী আমাদের দুষ্টাশয়ের মধ্যেই আমার চিত্রসেনাদি ভ্রাতৃকুল ভীমসেনের সহিত বিলিন হইয়া নষ্ট হইয়া যাইল॥ ১৪

কর্ণ বলিলেন,—ভ্রাতঃ! তুমি আচার্যের নিন্দা করিও না। এই ব্রাহ্মণ ত' নিজের বল, শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে প্রাণের মায়া পরিহার করত যুদ্ধ করিতেই ছিলেন॥ ১৫

যদি শ্বেতবাহন অর্জুন দ্রোণাচার্যকে অতিক্রম করিয়া সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াও থাকে, তবে ইহাতে আচার্যের কোনরূপ অল্প দোষও নাই॥ ১৬

অর্জুন অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, দক্ষ, যুবক, বহু দিব্যাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং শীঘ্রতার সহিত পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে। সে দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন এবং বানরধ্বজ-চিহ্নিত রথে উপবিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ তাহার অশ্বগণের লাগাম ধারণ করিয়াছিলেন। সে অভেদ্য কবচে সুশোভিত ছিল। তাহার বীর বাহুবলের অভিমানও আছে। এরূপ অবস্থায় পরাক্রমশালী অর্জুন কখনও ধৈর্য রক্ষা না, এতাদৃশ গাণ্ডীব-ধনু ধারণ করত ভীষণবার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে যদি সেখানে দ্রোণাচার্যকে লঙ্ঘন করিয়া যায়, তবে সে তাহার যোগ্য কার্যই করিয়াছে॥ ১৭-১৯

আচার্য্যঃ স্থবিরো রাজন্ শীঘ্রযানে তথাক্ষমঃ।
বাহুব্যায়ামচেষ্টায়ামশক্তস্তু নরাধিপ ॥ ১০
তেনৈবমভিক্রান্তঃ শ্বেতাশ্বঃ কৃষ্ণসারথিঃ।
তস্য দোষং ন পশ্যামি দ্রোণস্যানেন হেতুনা ॥ ১১
অজয্যান্ পাণ্ডবান্ মত্বা দ্রোণেনাস্ত্রবিদা মৃধে
তথা হ্যেনমতিক্রম্য প্রবিষ্টঃ শ্বেতবাহনঃ ॥ ১২
দৈবাদিষ্টৈস্তথাভাবো ন মন্যে বিদ্যতে ক্বচিৎ
যতো নো যুধ্যমানানাং পরং শক্ত্যা সুযোধন ॥ ১৩
সৈন্ধবো নিহতো যুদ্ধে দৈবমত্র পরং স্মৃতম্
পরং যত্নং কুর্বতাঞ্চ ত্বয়া সার্ধং রণাজিরে ॥ ১৪
হত্বাস্মাকং পৌরুষং বৈ দৈবং পশ্চাৎ করোতি নঃ।
সততং চেষ্টমানানাং নিকৃত্যা বিক্রমেণ চ ॥ ১৫
দৈবোপসৃষ্টঃ পুরুষো যৎ কর্ম কুরুতে ক্বচিৎ।
কৃতং কৃতং হি তৎ কর্ম দৈবেন বিনিপাত্যতে ॥ ১৬
যৎ কর্তব্যং মনুষ্যেণ ব্যবসায়বতা সদা
তৎ কার্যমবিশঙ্কেন সিদ্ধিদৈবে প্রতিষ্ঠিতা ॥ ১৭
নিকৃত্যা বঞ্চিতাঃ পার্থা বিষযোগৈশ্চ ভারত
দগ্ধা জতুগৃহে চাপি দ্যূতেন চ পরাজিতাঃ ॥ ১৮
রাজনীতিং ব্যপাশ্রিত্য প্রহিতাশ্চৈব কাননম্।
যত্নেন চ কৃতং তত্তদ্ দৈবেন বিনিপাতিতম্ ॥ ১৯
যুধ্যস্ব যত্নমাস্থায় দৈবং কৃত্বা নিরর্থকম্।
ততস্তত্তব ভোক্ষ্যন্তে দৈবং মার্গেণ যান্তি ॥ ২০
ন তেষাং মতিপূর্বং হি সুকৃতং দৃশ্যতে ক্বচিৎ
দুষ্কৃতং তব বা বীর বুদ্ধ্যা হীনং কুরূদ্বহ ॥ ২১
দৈবং প্রমাণং সর্বস্য সুকৃতস্যেতরস্য বা
অনন্তকর্ম দৈবং হি জাগর্তি স্বপতামপি ॥ ২২

রাজন্! নরেশ্বর! আচার্য্য দ্রোণ এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি শীঘ্রতা সহকারে চলিতেও অসমর্থ। নিজ বাহুবল দ্বারা পরিশ্রমপূর্বক কৃত প্রত্যেক চেষ্টায় এখন তাঁহার শক্তি সেরূপ ফলপ্রদ হইতেছে না ॥ ১০

সেই কারণেই শ্বেতকৃষ্ণ ঘোড়ার সারথি, সেই শ্বেতবাহন অর্জুন দ্রোণাচার্য্যকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিয়াছে। ইহাই প্রকৃত কারণ; সুতরাং এ বিষয়ে আমি দ্রোণাচার্য্যের কোন দোষ দেখিতে পাইতেছি না ॥ ১১

আমি ত' ইহা মনে করিতেছি যে, অরক্ষিত হইলেও যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না। আর সেই কারণেই তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া শ্বেতবাহন অর্জুন যুদ্ধমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে ॥ ১২

সুযোধন! দৈবের বিধানকে কেহই কখনও পরিবর্তন করিতে সমর্থ হয় না, আমি ইহা মনে করিতেছি; কারণ আমরা সকলে পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ করিতেছি, তথাপি রণাঙ্গনে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হইলেন। এই বিষয়ে আমি দৈবকেই (প্রারব্ধকেই) প্রধান করিয়া মনে করিতেছি।

সমরাঙ্গনে তোমার সহিত আমরা সকলেও জয় লাভের জন্য চেষ্টা করিয়া যাইতেছি, ছল-কপটতা এবং পরাক্রমের দ্বারাও সদা জয়লাভের চেষ্টায় আছি; তথাপি দৈব আমাদের সকল পুরুষার্থকে নষ্ট করিয়া দিয়া আমাদিগকে পশ্চাৎভাগে ঠেলিয়া দিতেছে ॥ ১৩-১৪

দৈব বা দুর্ভাগ্য কর্তৃক পরিত্যক্ত (নিহত) পুরুষ যে কোন স্থানে যাহা কিছু কার্য্য করে, তাহার প্রত্যেক কার্যই দৈব নষ্ট করিয়া দেয় ॥ ১৫

সজাগ উদ্যোগ সহকারে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে মানুষের কর্তব্য কার্য্য করিয়া যাইতে হয়; কিন্তু সেই কার্য্যের সিদ্ধিলাভ দৈবের অধীন ॥ ১৭

ভারত! আমরা কপটতা করিয়া কুন্তীকুমারগণকে প্রতারিত করিয়াছি, তাঁহাদিগকে বধ করিবার জন্য বিষপ্রয়োগ করিয়াছি, জতুগৃহে দগ্ধ করিয়াছি, পাশাখেলায় হারাইয়াছি এবং রাজনীতির আশ্রয় লইয়া তাঁহাদিগকে বনে পাঠাইয়াছি। এইরূপে যত্নসহকারে কৃত সকল চেষ্টাকেই দৈব নষ্ট করিয়া দিয়াছে ॥ ১৮-১৯

ইহাতেও তুমি দৈবকে ব্যর্থ মনে করিয়া যত্নসহকারে যুদ্ধ কর। তুমি ও পাণ্ডবগণ পরস্পর নিজ নিজ জয়লাভের চেষ্টা করিতে থাকিলে দৈব যাঁর সততা পথে গমন করিতে থাকিবে ॥ ২০

বীর কুরুশ্রেষ্ঠ! আমি ত' পাণ্ডবদের বুদ্ধিপূর্বক কৃত কোন সুকৃত কর্ম দেখিতে পাইতেছি না কিংবা তোমারও বুদ্ধিহীনতা-বশতঃ কৃত কোন দুষ্কৃতও দেখিতে পাইতেছি না ॥ ২১

সুকৃতই হউক কিংবা দুষ্কৃতই হউক, সব কিছুর উপরে দৈবেরই অধিকার আছে। এই দৈবই সেই সুকৃত বা দুষ্কৃতের ফলদান করিয়া থাকে। নিজেরই পূর্বকৃত কর্মকেই দৈব বলা হয়, যাহা মানুষ নিদ্রিত থাকিলেও সেই দৈব সর্বদা জাগরিতই থাকে ॥ ২২

বহূনি তব সৈন্যানি যোধাশ্চ বহবস্তব।
ন তথা পাণ্ডুপুত্রাণামেবং যুদ্ধমবর্ত্তত ॥ ৩৩
তৈরল্পৈর্বহবো বয়ং ক্ষয়ং নীতাঃ প্রহারিণঃ।
অস্মে দৈবমা তৎ কর্ম পৌরুষং যেন নাশিতম্ ॥ ৩৪

সঞ্জয় উবাচ

এবং সম্ভাষমাণানাং বহু তৎ তত্ত্বদর্শিনাম্।
পাণ্ডবানামনীকানি সমদৃশ্যন্ত সংযুগে ॥
ততঃ প্রবর্ত্ততে যুদ্ধং বাতিষক্তরথদ্বিপম্।
তাবকানাং পরৈঃ সার্দ্ধং রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি জয়দ্রথবধপর্বণি পুনর্যুদ্ধারম্ভে দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫২

পূর্বে তোমার নিকট বহু সৈন্য এবং বহুসংখ্যক যোদ্ধা ছিল। পাণ্ডবদের নিকট এত সৈন্য ছিল না। এইরূপ অবস্থায় যুদ্ধ আরম্ভ হয় ॥ ৩৩

তথাপি সেই অল্পসংখ্যক সৈন্য তোমার বহুসংখ্যক যোদ্ধাদিগকে ক্ষয় করিয়া দিয়াছে। ইহাতে আমি এই আন্দাজ করিতেছি যে, ইহা দৈবেরই কার্য। এই দৈবই তোমার সকল পুরুষার্থ নষ্ট করিয়া দিয়াছে ॥ ৩৪

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে যখন কর্ণ ও দুর্যোধন পরস্পর আলাপ-আলোচনা করিতে ছিলেন, সেই সময় রণাঙ্গনে পাণ্ডবদের সৈন্যদিগকে দেখা যাইল ॥ ৩৫

রাজন্! তদনন্তর আপনার মন্ত্রণা অনুসারেই আপনার পুত্রদের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে রথী যোদ্ধাদের সহিত রথী যোদ্ধারা এবং হস্তীদিগের সহিত হস্তীরা পরস্পর মিলিত হইল ॥ ৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত জয়দ্রথবধপর্বে পুনরায় যুদ্ধারম্ভবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(ঘটোৎকচবধপর্বণি)

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যানাং যুদ্ধম্, দুর্যোধন-যুধিষ্ঠিরয়োঃ সংগ্রামঃ, দুর্যোধনস্য পরাজয়শ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তদ্বুদীর্ণং গজানীকং বলং তব জনাধিপ।
পাণ্ডুসেনামভিক্রম্য যোধয়ামাস সর্বতঃ ॥ ১
পাঞ্চালাঃ কুরবশ্চৈব যোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
যমরাষ্ট্রায় মহতে পরলোকায় দীক্ষিতাঃ ॥ ২
শূরাঃ শূরৈঃ সমাগম্য শর-তোমর-শক্তিভিঃ।
বিব্যধুঃ সমরেঽন্যোন্যং নিঘ্নন্তশ্চৈব যশ্চকম ॥ ৩
রথিনাং রথিভিঃ সার্দ্ধং রুধিরস্রাবণাকুলম্।
প্রাবর্ত্তত মহদ্ যুদ্ধং নিঘ্নতামিতরেতরম্ ॥ ৪
বারণাশ্চ মহারাজ সমাদাস্য পরস্পরম্।
বিষাণৈর্দারয়ামাসুঃ সুসংক্রুদ্ধা মদোৎকটাঃ ॥ ৫
হয়ারোহান্ হয়ারোহাঃ প্রাস-শক্তি-পরশ্বধৈঃ।
বিচিন্বন্তমুলে যুদ্ধে প্রার্থয়ন্তো যশো মহৎ যশঃ ॥ ৬

(ঘটোৎকচ-বধপর্ব)

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

[কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যদের যুদ্ধ, দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের সংগ্রাম এবং দুর্যোধনের পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—জনেশ্বর! আপনার প্রচণ্ড গজসৈন্যরা পাণ্ডবসৈন্যদের উল্লঙ্ঘন করিয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১

পাঞ্চাল এবং কৌরব যোদ্ধারা বিশাল যমরাজ্য এবং পরলোকে গমন করিবার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করত পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২

এক পক্ষের বীর যোদ্ধারা অপর পক্ষের বীর যোদ্ধাদের সহিত মিলিত হইয়া যায়, তোমর ও শক্তিসকলের দ্বারা রণাঙ্গনে পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে যমলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩

পরস্পর প্রহারকারী রথী বীরগণের শত্রুপক্ষের রথী বীরগণের সহিত মহাযুদ্ধ হইতে থাকিল। এই যুদ্ধে রুধির স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ৪

মহারাজ! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ মদমত্ত হস্তীরা পরস্পর মিলিত হইয়া দন্তের প্রহারে পরস্পরকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল ॥ ৫

সেই তুমুল যুদ্ধে মহাযশের অভিলাষী হইয়া অশ্বারোহী

পত্তয়শ্চ মহাবাহো শতশঃ শস্ত্রপাণয়ঃ
অন্যোন্যমার্দয়ন্ রাজন্ নিঘ্নন্তঃ পরাক্রমে ॥ ৭
গোত্রাণাং নামধেয়ানাং কুলানাং চৈব মারিষ।
শ্রবণাদ্ধি বিজানীমঃ পাঞ্চালান কুরুভিঃ সহ ॥ ৮
তেঽন্যোন্যং সমরে যোধাঃ শর-শক্তি-পরশ্বধৈঃ
প্রৈষয়ন্ পরলোকায় বিচরন্তো যথেতরৎ ॥ ৯
সহা দশ দিশো রাজংস্তেষাং মুক্তাঃ সহস্রশঃ।
ন ভ্রাজন্তে যথাতত্ত্বং ভাস্করেঽস্তং গতেঽপি চ ॥ ১০
তথা প্রযুধ্যমানেষু পাণ্ডবেয়েষু ভারত।
দুর্যোধনো মহারাজ ব্যবগাহত তদ্ বলম্ ॥ ১১
সৈন্ধবস্তু বয়েনৈব তূর্ণং দুঃখসমন্বিতঃ।
মর্তব্যমিতি সঞ্চিন্ত্য প্রাবিশচ্চ দ্বিষদ্বলম্ ॥ ১২
নাদয়ন্ রথঘোষেণ কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্।
অভ্যবর্তত পুত্রস্তে পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ॥ ১৩

স সন্নিপাতস্তুমুলস্তস্য তেষাঞ্চ ভারত
অভবৎ সর্বসৈন্যানামত্যন্তকরণো মহান্ ॥ ১

(ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

দ্রোণঃ কর্ণঃ কৃপশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ।
নাবারয়ন কথং যুদ্ধে রাজানং রাজকাঙ্ক্ষিণম্ ॥
সর্বোপায়ৈরিহ যুদ্ধেষু রক্ষিতব্যো মহীপতিঃ।
এষা নীতিঃ পরা যুদ্ধে দৃষ্টা তত্র মনীষিভিঃ ॥
প্রবিষ্টে বা মম সুতে পরেষাং বৈ বলং বলম।
মামকা রথিনাং শ্রেষ্ঠাঃ কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥

সঞ্জয় উবাচ।

রাজন্ সংগ্রামনাস্থায়াঃ পুত্রস্তব ভারত।
একস্য চ বহূনাঞ্চ শৃণু মে ক্রমতোঽদ্ভুতম্ ॥
দ্রোণেন ব্যূহমানোঽসৌ কর্ণেন চ কৃপেণ চ।
প্রাবিশৎ পাণ্ডবীং সেনাং মকরঃ সাগরং যথা ॥

যোদ্ধারা অন্যান্য যোদ্ধাদের সহিত প্রাস, শক্তি এবং পরশুর দ্বারা পরস্পরকে আহত করিতে থাকিল ॥ ৬

রাজন্! তখন অস্ত্র লইয়া শত শত পদাতি যোদ্ধারা সবে পরাক্রম দেখাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া পরস্পরকে পীড়িত করিতে লাগিল ॥ ৭

আর্য! নাম, গোত্র ও কুলের পরিচয় শ্রবণ করিয়াই আমরা সেই সময় কৌরবগণের সহিত যুদ্ধরত পাঞ্চাল-যোদ্ধাদিগকে জানিতে পারিতেছিলাম ॥ ৮

সেই সময়াঙ্গণে এই সমস্ত যোদ্ধারা যেন নির্ভয় হইয়াই বিচরণ করিতে করিতে বাণ, শক্তি ও পরশুর দ্বারা আঘাত করত অপরকে পরলোকে প্রেরণ করিতেছিল ॥ ৯

রাজন্! সূর্যাস্ত হওয়ায় সেই যোদ্ধাগণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র বাণ দশ দিকে বিস্তৃত হইয়াও ভালভাবে প্রকাশিত হইতে দেখা যাইতে ছিল না ॥ ১০

ভরতবংশী মহারাজ! যখন এইরূপে পাণ্ডবসৈন্যরা যুদ্ধ করিতেছিল, সেই সময় দুর্যোধন ঐ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥

তিনি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হওয়ায় অতিশয় দুঃখিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেইহেতু মরিবার জন্য নিশ্চয় করিয়াই তিনি সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১১-১২

নিজ রথের ঘর্ঘর শব্দে দিক্‌সকলকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে এবং পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতেই যেন আপনার পুত্র দুর্যোধন পাণ্ডব-সৈন্যের সম্মুখে আসিলেন ॥ ১৩

(ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ এবং সাত্বতবংশী কৃতবর্মা—ইঁহারা সকলেই রাজা দুর্যোধনকে রক্ষা করিতে অভিলাষী ছিলেন, তবে ইঁহারা কেন এই সময় দুর্যোধনকে নিবারণ করেন নাই?

যুদ্ধে সর্ববিধ উপায়ে রাজাকেই রক্ষা করা উচিত। মহর্ষিগণ যুদ্ধবিষয়ক এই সর্বোত্তম নীতিই পূর্বে সাক্ষাৎকার করিয়া ছিলেন।

সঞ্জয়! যখন আমার পুত্র দুর্যোধন শত্রুসৈন্যের বিশাল সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিল, সেই সময় আমার পক্ষের শ্রেষ্ঠ রথীরা কি করিলেন?

সঞ্জয় বলিলেন,—হে ভারত! আপনার পুত্র দুর্যোধনের সেই আশ্চর্যজনক ও অদ্ভুত সংগ্রাম আমি বর্ণনা করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। এই যুদ্ধ একমাত্র দুর্যোধনের সহিত বহু যোদ্ধার হইতেছিল।

দ্রোণাচার্য, কর্ণ ও কৃপাচার্য নিষেধ করিলেও যেরূপ মকর (তিমি) সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ দুর্যোধনও পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তিরশ্চিদ্বসহস্রাণি তত্র তত্র তদা তদা।
পাঞ্চালান পাণ্ডবাংশ্চৈব বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥
যথোষ্ণম্ বিততঃ সূর্য্যো রশ্মিভির্নাশয়েৎ তমঃ।
তথা পুত্রস্তব বলং নাশয়ৎ তন্মহাবলঃ ॥
যথা মধ্যে দিনে সূর্য্যঃ প্রতপন্তং গভস্তিভিঃ।
তথা তব সুতং মধ্যে প্রতপন্তং শরার্চিভিঃ ॥ ১৫
ন শেকুস্তাঁস্তবঃ যুদ্ধে পাণ্ডবাঃ সমুদীক্ষিতুম্।
পলায়নকৃতোৎসাহা নিরুৎসাহা বিষজ্জয়ে ॥ ১৬
পরাবাবস্থ পাঞ্চালা বধ্যমানা মহাত্মনা।
রক্তপুষ্পৈঃ প্রবল্গাগ্রৈস্তব পুত্রেণ ধন্বিনা ॥ ১৭
অন্যমানাঃ শরৈর্ঘ্নন্তঃ পতন্ত পাণ্ডুসৈনিকাঃ।
ন তাদৃশং রণে কর্ম কৃতবন্তস্ত তাবকাঃ ॥ ১৮
যাদৃশং কৃতবান্ রাজা পুত্রস্তব বিশাম্পতে।
পুত্রেণ তব সা সেনা পাণ্ডবী মথিতা রণে ॥ ১৯

নলিনী দ্বিরদেনেব সমন্তাৎ ফুল্লপঙ্কজা।
শীততোয়ানিলার্কাভ্যাং হতশ্রীর্ভবতি পল্বিনী ॥ ২০
বভূব পাণ্ডবী সেনা তব পুত্রস্য তেজসা।
পাণ্ডুসেনাং হতাং দৃষ্ট্বা তব পুত্রেণ ভারত ॥ ২১
ভীমসেনপুরোগাস্তু পাঞ্চালাঃ সমুপাদ্রবন্।
স ভীমসেনঃ দশভির্মাদ্রীপুত্রৌ ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ২২
বিরাট-দ্রুপদৌ ষড়্ভিঃ শল্যেন চ শিখণ্ডিনম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ সপ্তত্যা ধর্মপুত্রঞ্চ সপ্তভিঃ ॥ ২৩
কেকয়াংশ্চৈব চেদীংশ্চ নবভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
সাত্বতং পঞ্চভির্বিদ্ধ্বা দ্রৌপদেয়াংস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ২৪
ঘটোৎকচঞ্চ সমরে বিদ্ধ্বা সিংহ ইবানদৎ।
শতশশ্চাপবান্ যোধান্ সধিপাংশ্চ মহারণে ॥ ২৫
শরৈরবচকর্তোগ্রৈঃ ক্রুদ্ধোঽন্তক ইব প্রজাঃ।
সা তেন পাণ্ডবী সেনা বধ্যমানা শিলীমুখৈঃ ॥ ২৬

যেখানে সেখানে সঞ্জীবকেই শত্রু সংহার বা বধ করিতে করিতে তিনি তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা পাঞ্চাল ও পাণ্ডব সৈন্যদিগকে আহত করিতে লাগিলেন।

উষ্ণকালে সূর্য্যদেব যেরূপ নিজ কিরণাবলির দ্বারা তাপদায়কারী বিপ্রকৃষ্টস্থিত সূর্য্যের দিকে কেহ দৃষ্টিপাত করিতে পারে না, সেইরূপ তীব্র বাণরূপ অগ্নিশিখার দ্বারা শত্রুগণকে সন্তাপদানকারী সৈন্যবর্ত্তিত দুর্য্যোধনের দিকে কেহই সেই রণাঙ্গনে দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইল না।

মহাত্মা দুর্য্যোধনের প্রহার খাইয়া পাঞ্চাল-সৈন্যগণ এদিকে ওদিকে পলাইতে লাগিল। এসময় তাহারা পলায়ন করিতেই উৎসাহ দেখাইতেছিল। তাহাদের মধ্যে শত্রুগণকে জয় করার কোনও উৎসাহ ছিল না।

আপনার মহাত্মার পুত্র দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সুবর্ণপঙ্খযুক্ত ও তীক্ষ্ণধারাগ্রভাগবিশিষ্ট বাণসমূহে পীড়িত হইয়া বহুসংখ্যক পাণ্ডবসৈন্য অতিশয় ব্যথাকারী হইল।

প্রজানাথ! আপনার সৈন্যদের মধ্যে কেহই রণাঙ্গনে এরূপ পরাক্রম করেন নাই, যেরূপ আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন করিলেন।

যেরূপ রাজা চারিদিকে বিকসিত পদ্ম পুষ্পসমূহে সুশোভিত পুষ্করিণীকে মথিত করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনার পুত্র রণাঙ্গনে পাণ্ডবসৈন্যদিগকে মথিত করিয়া ফেলিলেন।

যেরূপ বায়ু ও সূর্য্যের দ্বারা শুষ্ক হইয়া থাকায় পুষ্করিণী হতপ্রভ হইয়া যায়, সেইরূপ আপনার পুত্রের তেজে তপ্ত হইয়া পাণ্ডবসৈন্যগণ হতশ্রী হইয়া যাইল।

ভারত! আপনার পুত্রের দ্বারা পাণ্ডব সৈন্যদিগকে বিদ্রুত হইতে দেখিয়া পাঞ্চালগণ ভীমসেনকে অগ্রণী করিয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন।

সেই সময় দুর্য্যোধন ভীমসেনকে দশ, দুই মাদ্রীপুত্রকে তিন-তিন, বিরাট ও দ্রুপদকে ছয়-ছয়, শিখণ্ডীকে এক শত, ধৃষ্টদ্যুম্নকে সত্তর, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে সাত এবং কেকয় ও চেদিদেশীয় সৈন্যদিগকে নয় সংখ্যক তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ করিলেন।

তারপর সাত্যকিকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীর পুত্রগণকে তিনটি তিনটি বাণে প্রহার করিলেন। তাহার পর ঘটোৎকচকে সমরাঙ্গণে আহত করত দুর্য্যোধন সিংহসদৃশ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

সেই মহাসমরে হস্তীদিগের সহিত শত শত অশ্ব যোদ্ধাগণকে ক্রুদ্ধ দুর্য্যোধন তীব্র বাণসমূহের দ্বারা সেইভাবে ছেদন করিতে লাগিলেন, যেরূপ যমরাজ প্রজাগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন।

হে নরাধিপ! সেই সংগ্রামে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক বিশিষ্ট বাণসমূহের প্রহার খাইয়া পাণ্ডব-সৈন্যগণ এদিকে ওদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

তব পুত্রেণ সংগ্রামে বিদ্রুতান নরাধিপ
তং তপন্তমিবাদিত্যং কুরুরাজং মহাহবে ॥ ২৭
নাশকন্ বীক্ষিতুং রাজন্ পাণ্ডুপুত্রস্য সৈনিকাঃ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা কুপিতো রাজসত্তম ॥ ২৮
অভ্যধাবৎ কুরুপতিং তব পুত্রং জিঘাংসয়া।
তাবুভৌ যুধি কৌরব্যৌ সমীয়তুররিন্দমৌ ॥ ২৯
স্বার্থহেতোঃ পরাক্রান্তৌ দুর্যোধন-যুধিষ্ঠিরৌ।
ততো দুর্যোধনঃ ক্রুদ্ধঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৩০
বিব্যাধ ধনভির্ভূর্ণং ধ্বজং চিচ্ছেদ চেষুণা।
ইন্দ্রসেনং ত্রিভিশ্চৈব ললাটে জঘ্নিবান্ নৃপ ॥ ৩১
সারথিং হরিতং রাজ্ঞঃ পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ।
বহুংশ্চ পুনরন্যেন চকর্তাস্য মহারথঃ ॥ ৩২
চতুর্ভিশ্চতুরশ্চৈব বাণৈর্বিব্যাধ বাজিনঃ।
ততো যুধিষ্ঠিরঃ ক্রুদ্ধো নিমেষাদিব কার্মুকম্ ॥ ৩৩
অন্যদাদায় বেগেন কৌরবং প্রত্যপারয়ৎ।
তস্য তান্ নিঘ্নতঃ শত্রূন রুক্মপৃষ্ঠং মহদ্ ধনুঃ ॥ ৩৪
চিচ্ছেদাস্যাঃ পাণ্ডবো জ্যেষ্ঠস্ত্রিধা চিচ্ছেদ বাণিব।
বিব্যাধ চৈনং দশভিঃ সন্ধায়াস্তৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩৫
মর্ম ভিত্ত্বা তু তে সর্বে সংলগ্নাঃ কিতিমাবিশন্।
ততঃ পরিবৃতা যোধাঃ পরিবব্রুর্যুধিষ্ঠিরম ॥ ৩৬
কুরুরাজো যথা দেবাঃ পরিবজ্রঃ পুরন্দরম্।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা তব পুত্রস্য মার্গিব ॥
শরক সূর্যাংশ্যাভমস্ত্রাগ্রনিবারণম্ ॥ ৩৭
হা হতোঽস্মীতি রাজানমুক্ত্বামুঞ্চদ্ যুধিষ্ঠিরঃ।
স তেনাকর্ণমুক্তেন বিদ্ধো বাণেন কৌরবঃ ॥ ৩৮
নিষসাদ রথোপস্থে ভৃশং সম্মূঢ়চেতনঃ।
ততঃ পাঞ্চাল্যসেনানাং তুমুলমাসীদ্ রবো মহান্ ॥৩৯

রাজন্! এই সময় সেই মহাসমরে তাপদানকারী সূর্যের ন্যায় কুরুরাজ দুর্যোধনের দিকে পাণ্ডব-সৈন্যগণ দৃষ্টিপাত করিতেও পারিল না।

নৃপশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কুপিত হইয়া আপনার পুত্র কুরুরাজ দুর্যোধনকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন।

পরস্পরকারী দুই কুরুবংশীয় বীর দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠির নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরাক্রম প্রকাশ করিতে করিতে পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইলেন।

তখন দুর্যোধন কুপিত হইয়া স্বর্ণপঙ্খযুক্ত দশটি বাণের দ্বারা অভিসত্বর যুধিষ্ঠিরকে আহত করিয়া ফেলিলেন এবং একটি বাণের দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিলেন।

হে নৃপ! তিনি তিনটি বাণের দ্বারা মহাত্মা পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রিয় সারথি ইন্দ্রসেনের ললাট-প্রদেশে বিদ্ধ করিলেন।

পুনরায় অপর একটি বাণে মহারথী দুর্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরের বহুও কাটিয়া ফেলিলেন এবং চারিটি বাণের দ্বারা তাঁহার চারিটি অশ্বকেও বিদ্ধ করিলেন।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া নিমেষকালমধ্যেই অপর বহু হাতে লইয়া সবেগে কুরুবংশীয় দুর্যোধনকে প্রতিরোধ করিলেন।

মাননীয় নরেশ! জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির শত্রুদিগকে সংহার করিতে থাকিয়া দুইটি ভল্লের দ্বারা মুহূর্তে দুর্যোধনের সুবর্ণময় পৃষ্ঠভাগবিশিষ্ট বিশাল ধনুটিকে তিন ভাগে ছেদন করিলেন।

সেই সঙ্গে উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত দশটি তীক্ষ্ণবাণে দুর্যোধনকেও আহত করিয়া ফেলিলেন। সেই সমস্ত বাণ দুর্যোধনের মর্মস্থান-সমূহে লাগিয়া তাঁহাদিগকে বিদীর্ণ করত ক্ষিতিতলে প্রবিষ্ট হইল।

তাহার পর পলায়মান পাণ্ডব-সৈন্যরাও ফিরিয়া আসিয়া কুরুবরকে বধ করিবার জন্য দেবগণ যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্রকে পরিবৃত করিয়াছিলেন, সেইরূপ যুধিষ্ঠিরকে সেই স্থানেই পরিবৃত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

আর্য! তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির আপনার পুত্র রাজা দুর্যোধনের উপর সূর্যকিরণসদৃশ তেজস্বী, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং অনিবারণীয় বাণসমূহ এই বলিয়া নিক্ষেপ করিলেন যে, যাও। তুমি বিনষ্ট হইলে।

কর্ণপর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত সেই বাণসমূহে আহত হইয়া কুরুবংশীয় রাজা দুর্যোধন অত্যন্ত মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং রথের পশ্চাদ্ভাগে সবেগে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন।

আয়ুষ্মান রাজেন্দ্র! সেই সময় প্রবল পাঞ্চালসৈন্যরা 'রাজা দুর্যোধন নিহত হইয়াছেন' এই কথা বলিয়া চারিদিকেই মহাকোলাহল করিতে লাগিল। তখন সেখানে বাদ্যসকলেরও তুমুল শব্দ শুনা যাইতেছিল ॥ ১৫-৪০

হতো রাজেতি রাজেন্দ্র মুদিতানাং সমন্ততঃ।
বাণশব্দরবস্তোত্রৈঃ স্তুয়তে তত্র ভারিষ ॥ ৪০
অথ দ্রোণো দ্রুতং তত্র প্রত্যাদৃশ্যত সংযুগে।
স্থিতো দুর্যোধনস্চাপি দৃঢ়মাদায় কার্মুকম্ ॥ ৪১
ছিন্ধি ভিন্ধীতি রাজানং ব্রুবন্ পাণ্ডবসত্তমাঃ।
প্রত্যুদ্যযুস্ততঃ ত্বরিতাঃ পাঞ্চালা জয়গৃদ্ধিনঃ ॥ ৪২
তান দ্রোণঃ প্রতিজগ্রাহ পরীপ্সন কুরুসত্তমম্।
চণ্ডবাতোদ্ধতান্ মেঘান্ নিঘ্নন রশ্মিমুচো যথা ॥ ৪৩
ততো রাজন্ মহানাসীৎ সাংগ্রামো লুমিবর্ধনঃ।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ সমেতানাং যুযুৎসয়া ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচবধপর্বণি দুর্যোধনপরাভবে ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৩

তাহার পর অভিহত সেই রণাঙ্গনে দ্রোণাচার্য্যকে দেখা যাইল। এদিকে রাজা দুর্যোধনও হর্ষ এবং উৎসাহে পূর্ণ হইয়া সুদৃঢ় ধনু গ্রহণ করত 'ইহাও, ইহাও' এই কথা বলিয়া সেখানে পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের উপর আক্রমণ করিলেন।

ইহা দেখিয়া জয়াভিলাষী পাঞ্চাল-সৈন্যরা অতিদ্রুত তাঁহার সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইল, কিন্তু কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা দুর্যোধনকে রক্ষা করিবার জন্য দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগকে সেইভাবে নষ্ট করিয়া দিলেন, যেরূপ প্রচণ্ড বায়ুর দ্বারা উত্তীয়মান মেঘমণ্ডলকে সূর্য্যদেব নষ্ট করিয়া থাকেন। ৪১-৪৩

রাজন্! তদনন্তর যুদ্ধের ইচ্ছায় একত্রিত আপনার ও শত্রুপক্ষের সৈন্যগণের মধ্যে মহাসংগ্রাম হইতে লাগিল, যাহাতে বহু সংখ্যক প্রাণীর সংহার হইয়াছিল। ৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত ঘটোৎকচ-বধপর্ব্বে রাত্রি যুদ্ধ প্রসঙ্গে দুর্যোধনের পরাভববিষয়ক ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নিশাযুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যোপরি পাণ্ডব-সৈন্যানাম্ আক্রমণম্, দ্রোণাচার্য্যেণ তেষাং সংহারশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যৎ তদা প্রাবিশৎ পাণ্ডুমাচার্যঃ কুপিতো বলী।
উক্ত্বা দুর্যোধনং মন্দং মম শাস্ত্রাতিগং সুতম্ ॥ ১
প্রবিশ্য বিচরন্তঞ্চ রথে শূরমবস্থিতম্।
কথং দ্রোণং মহেষ্বাসাঃ পাণ্ডবাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ২
কেঽরক্ষন্ দক্ষিণং চক্রমাচার্যস্য মহাহবে।
কে চোত্তরমরক্ষন্ত নিঘ্নতঃ শাত্রবান্ বহূন্ ॥ ৩
কে চাস্য পৃষ্ঠতোঽবাসন্ বীর্য্যা বীরসা যোধিনঃ
কে পুরস্তাদবর্তন্ত রথিনস্তস্য শত্রবঃ ॥ ৪
মন্যে তানস্পৃশচ্ছৌক্ষ্যমভিবেলমনার্তবম্।
মন্যে তে সমবেপন্ত গাত্রো বৈ শিশিরে যথা ॥ ৫
যৎ প্রাবিশন্মহেষ্বাসঃ পাঞ্চালানপরাজিতঃ।
নৃত্যন্ স রথমার্গেষু সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥ ৬

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

[রাত্রিযুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যের উপর পাণ্ডব-সৈন্যের আক্রমণ এবং দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক তাহাদের সংহার।]

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—সঞ্জয়! আমার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনকারী আমার পুত্র মূর্খ দুর্যোধনকে পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়া যখন কুপিত বলবান্ আচার্য্য দ্রোণ সেখানে পাণ্ডব-সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন রথে উপবিষ্ট হইয়া সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করত চারিদিকেই বিচরণপরায়ণ মহাবলশালী বীরবর দ্রোণাচার্য্যকে পাণ্ডবগণ কিপ্রকারে প্রতিরোধ করিল? ১-২

সেই মহাসমরে বহু সংখ্যক শত্রুযোদ্ধার সংহারকারী আচার্য্য দ্রোণের দক্ষিণ চক্র রক্ষা কোন্ বীর করিয়াছিলেন এবং কোন যোদ্ধাই বা রথের বাম চক্র রক্ষা করিতেছিলেন? ৩

যুদ্ধপরায়ণ বীর বলী আচার্য্যের পশ্চাদ্ভাগে কোন বীর ছিলেন এবং শত্রুপক্ষের কোন্ বীর তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতেছিল? ৪

আমি মনে করি শত্রুদিগকে অনতিক্রান্ত মধ্যাহ্ন সময়ে শীত আসিয়া স্পর্শ করিল। যেরূপ শিশিরকালে (শীতকালে) গোসকল শীতে কাঁপিতে থাকে, সেইরূপ এই শত্রু-সৈন্যরাও আচার্য্যের ভয়ে কাঁপিতেছিল বলিয়াই আমার মনে হয়। ৫

কারণ, সমস্ত অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাধনুর্দ্ধর অপরাজিত বীর দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চাল-সৈন্যের মধ্যে রথের মার্গে যেন নৃত্য করিতে করিতেই প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৬

নিঘ্নন্ সর্বসৈন্যানি পাঞ্চালানাং রথর্ষভঃ।
ধূমকেতুরিব ক্রুদ্ধঃ কথং মৃত্যুমুপেয়িবান্ ॥ ৭

সঞ্জয় উবাচ।

সায়াহ্নে সৈন্ধবং হত্বা রাজা পার্থঃ সমেত্য চ
সাত্যকিশ্চ মহেষ্বাসৌ দ্রোণমেবাভ্যধাবতাম্ ॥ ৮
তথা যুধিষ্ঠিরস্তূর্ণং ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ।
পৃথক্‌চমূভ্যাং সংহত্য দ্রোণমেবাভ্যধাবতাম্ ॥ ৯
তথৈব নকুলো ধীমান্ সহদেবশ্চ দুর্জয়ঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সহানীকো বিরাটশ্চ সকেকয়ঃ ॥ ১০
মৎস্যাঃ শাল্বাঃ সসেনাশ্চ দ্রোণমেব যযুর্যুধি।
দ্রুপদশ্চ তথা রাজা পাঞ্চালৈরভিরক্ষিতঃ ॥ ১১
ধৃষ্টদ্যুম্নপিতা রাজন্ দ্রোণমেবাভ্যবর্তত।
দ্রৌপদেয়া মহেষ্বাসা রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ ॥ ১২
সসৈন্যাস্তে শুরবর্ষন্তু দ্রোণমেব মহাদ্যুতিম্।
প্রভদ্রকাশ্চ পাঞ্চালাঃ ষট্‌সহস্রাঃ প্রহারিণঃ ॥ ১৩

দ্রোণমেবাভ্যবর্তন্ত পুরস্কৃত্য শিখণ্ডিনম্।
তথেতরে নরব্যাঘ্রাঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ॥ ১৪
সহিতাঃ সংশুবর্তন্ত দ্রোণমেব দ্বিজর্ষভম্।
তেষু শূরেষু যুদ্ধ্যৎসু শতেষু ভরতর্ষভ ॥ ১৫
বভূব রজনী ঘোরা ভীরূণাং ভয়বর্ধিনী।
ঘোষান্নানাশিবা রৌদ্রা রাজয়ন্তুকগামিনী ॥ ১৬
কুঞ্জরাশ্ব-মনুষ্যাণাং প্রাণাদ্যুতকরী তথা।
তস্যাং রজন্যাং ঘোরায়াং নদন্ত্যাঃ সর্বতঃ শিবাঃ ॥ ১৭
শ্রবেদয়ন্ ভয়ং ঘোরং সজ্বালকবলৈর্মুখৈঃ।
উল্কাশ্চাপ্যদৃশন্তত্র সংসক্তো বিপুলং ভয়ম্ ॥ ১৮
বিশেষতঃ কৌরবাণাং ক্ষয়িষ্ণূনামভিদ্যোতাঃ।
ততঃ সৈন্যেষু রাজেন্দ্র শব্দঃ সমভবন্মহান্ ॥ ১৯
ভেরীশব্দেন মহতা মৃদঙ্গানাং স্বনেন চ।
গজানাং বৃংহিতৈশ্চাপি তুরঙ্গাণাঞ্চ হ্রেষিতৈঃ ॥ ২০

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য ক্রুদ্ধ ধূমকেতুর ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়া পাঞ্চালদিগের সমস্ত সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে ছিলেন, সুতরাং তিনি কিরূপে মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন ? ৭

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সায়ংকালে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করত রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইয়া মহাধনুর্ধর সাত্যকি উভয়েই দ্রোণাচার্যের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ৮

এইরূপ রাজা যুধিষ্ঠির ও পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনও পৃথক্ পৃথক্ সৈন্যের সহিত প্রস্তুত হইয়া অভিদ্রুত দ্রোণাচার্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৯

এই ভাবে বুদ্ধিমান্ নকুল, দুর্জয় বীর সহদেব, সৈন্যবাহিনী সহ ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা বিরাট, কেকয় রাজকুমারগণ এবং মৎস্য ও শাল্বদেশের সৈন্যগণ নিজ নিজ যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধস্থলে দ্রোণাচার্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

রাজন্! পাঞ্চাল-সৈন্যদের দ্বারা সুরক্ষিত ধৃষ্টদ্যুম্ন-পিতা রাজা দ্রুপদও দ্রোণাচার্যের দিকে অগ্রসর হইলেন ॥

মহাধনুর্ধর দ্রৌপদীকুমারগণ এবং রাক্ষস ঘটোৎকচও বীর সৈন্যদের সহিত মহাতেজস্বী দ্রোণাচার্যের দিকে ফিরিয়া আসিলেন ॥

প্রহার করিতে কুশল ছয় হাজার প্রভদ্রক এবং পাঞ্চাল-যোদ্ধারাও শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া দ্রোণাচার্যকে আক্রমণ করিলেন ॥

এইরূপে পাণ্ডব-সৈন্যের অন্যান্য মহারথী বীর পুরুষশ্রেষ্ঠগণও একসঙ্গে দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্যের দিকে ফিরিয়া আসিলেন ॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধের জন্য এই বীরবর যোদ্ধারা আসিয়া উপস্থিত হইলে সেই রাত্রি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, যাহা ভীরু পুরুষগণের ভয়বর্ধন করিতেছিল ॥

রাজন্! এই রাত্রি সমস্ত যোদ্ধাদিগের জন্য অমঙ্গলকারক ও ভয়ঙ্কর ছিল। ধ্বজা, অশ্ব ও মনুষ্যগণের প্রাণনাশকারী এই রাত্রি সকলকে যমরাজের নিকট উপস্থিত করিয়া দিতেছিল।

সেই ঘোর রজনীতে সর্বদিকে কোলাহল করিতে করিতে শিবাগণ নিজ নিজ মুখ হইতে অগ্নি উদ্গিরণ করিতে থাকিয়া ভয়ের সূচনা করিতেছিল।

বিশেষতঃ কৌরবসৈন্যদিগের মহাভয়ের সূচনাকারী অত্যন্ত নিষ্প্রভ উল্কাগণও এই সময় সকলের দৃষ্টিগোচর হইতেছিল।

রাজেন্দ্র! তদনন্তর সমস্ত সৈন্যগণের মধ্যে রণভেরীর ভয়ঙ্কর শব্দ, মৃদঙ্গসমূহের ধ্বনি, হস্তীদিগের চীৎকার, অশ্বগণের হ্রেষারব এবং রণস্থলে তাহাদের ক্ষুরপাতে যে যে শব্দের দ্বারা চারিদিক্ হইতে অত্যন্ত ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইল।

মহারাজ! তাহার পর সন্ধ্যাকালে সমস্ত সৃঞ্জয় বীরগণ ও দ্রোণাচার্যের অভিপ্রায় নিষ্ফল সংগ্রাম চালাতে লাগিল।

খুরশব্দনিপাতৈশ্চ তুমুলঃ সর্বতোঽভবৎ।
ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং সন্ধ্যায়ামতিদারুণম্ ॥ ২১
দ্রোণস্য চ মহারাজ সৃঞ্জয়ানাঞ্চ সর্বশঃ।
তমসা চাবৃতে লোকে ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ২২
সৈন্যেন রজসা চৈব সমন্তাদ্বৃত্থিতেন হ।
নরস্যাপ্যস্য নাসস্য সমদৃশ্যত শোণিতম্ ॥ ২৩
নাপশ্যাম রজো ঘৌমং কম্বলেনাভিসংবৃতাঃ।
রাত্রৌ বংশবনস্যেব দহ্যমানস্য পর্বতে ॥ ২৪
ঘোরশ্চটচটাশব্দঃ শস্ত্রাণাং পততামভূৎ।
মৃদঙ্গানকনিস্বানৈর্ভেরীভিশ্চ পটহৈস্তথা ॥ ২৫
হেংকারৈস্ত্রেষিতৈঃ শব্দৈঃ সর্বমেবাকুলং বভৌ।
নৈব স্বে ন পরে রাজন্ প্রাজ্ঞায়ন্ত তমোবৃতে ॥ ২৬
উন্মত্তমিব তৎ সর্বং বভূব রজনীমুখে।
ঘৌমং রজোঽথ রাজেন্দ্র শোণিতেন প্রশাসিতম্ ॥ ২৭
শাতকৌম্ভৈশ্চ কবচৈর্বর্মভিশ্চ তমোঽন্ধকাৎ।
ততঃ সা ভারতী সেনা মণিভেমবিভূষিতা ॥ ২৮
দ্যৌরিবাসীৎ সনক্ষত্রা রজসাং ভরতর্ষভ।
গোমায়ুবলসঙ্ঘুষ্টা শক্তি-ঋষ্টিসমাকুলা ॥ ২৯
বারণাধিষ্ঠিতা ঘোরা ক্ষেড়িতোৎক্রুষ্টনাদিতা।
তত্রাভবন্মহাশব্দস্তুমুলো লোমহর্ষণঃ ॥ ৩০
সমাযযুর্দিশঃ সর্বা মহেন্দ্রাশনিনিস্বনঃ।
সা নিশীথে মহারাজ সেনাবৃন্দস্য ভারতী ॥ ৩১
অঙ্গদৈঃ কুণ্ডলৈর্নিষ্কৈঃ শাস্ত্রৈশ্চৈবাবভাসিতা।
তত্র নাগা রথাশ্চৈব জাম্বূনদবিভূষিতাঃ ॥ ৩২
নিশায়াঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত মেঘা ইব স বিদ্যুতঃ।
ঋষ্টি-শক্তি-গদা-বাণ-মুষল-প্রাস-পট্টিশাঃ ॥ ৩৩
সম্পতন্তো ব্যদৃশ্যন্ত রাজমানা ইবাম্বরে।
দুর্যোধনপুরোবাতাঃ রথনাগবলাহকাম্ ॥ ৩৪

সমস্ত জগৎ অন্ধকারে এবং সৈন্যগণের দ্বারা উত্থিত ধূলিসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া পড়ায় কেহই কোন কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না।

মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণের রক্তধারায় ধরাতল সিক্ত হইয়া যাওয়ায় তাহাতে কোন ধূলি দেখা যাইতেছিল না। আমাদের সকলের উপর তখন মোহ আসিয়া উপস্থিত হইল।

যেরূপ পর্বতের উপর রাত্রিকালে বাঁশবন দগ্ধ হইতে থাকিলে তাহা হইতে তখন চটচটাচটচট শব্দ উত্থিত হইতে থাকে, সেইরূপ অস্ত্রসকলের আঘাত-প্রত্যাঘাতজনিত তখন চটচটাচটচট শব্দ হইতে লাগিল।

মৃদঙ্গ ও ঢোলসকলের শব্দে, ভেরী ও পটহসমূহের ধ্বনিতে এবং হস্তী-অশ্বগণের চীৎকার ও হ্রেষারবে সেখানকার সব কিছুই ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

রাজন্! সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশে স্ব-পক্ষ ও পর-পক্ষের কাহাকেও চিনিতে পারা যাইতেছিল না। সেই প্রদোষকালে সব কিছুই উন্মত্তের ন্যায় মনে হইতেছিল।

রাজেন্দ্র! রক্তের ধারায় ধরণীর সকল ধূলিই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। স্বর্ণনির্মিত কবচ ও আভরণসমূহের দীপ্তিতে অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছিল।

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় রাত্রিকালে মণি ও সুবর্ণের আভরণসমূহে বিভূষিত হইয়া কৌরবসৈন্যগণ নক্ষত্রমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

এই সকল কৌরব-বাহিনীর পার্শ্বভাগে শিবাগণ নানারূপ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছিল। শক্তি ও ঋষ্টিসমূহে সমস্ত সৈন্যবাহিনী ব্যাপ্ত ছিল। কোথাও হাতীরা চীৎকার এবং কোথাও ঘোড়ারা সিংহনাদ করিতেছিল। আবার সৈন্যগণ পরস্পর পরস্পরকে আহ্বানও করিতে করিতে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছিল। এই সকল শব্দের দ্বারা কোলাহল পূর্ণ হইয়া সেই সৈন্যবাহিনী ভয়ানক বলিয়া মনে হইতেছিল।

অল্পকালের মধ্যেই সেখানে রোমাঞ্চকর অতিশয় ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। তখন এরূপ মনে হইতেছিল যে, যেন যেখানে ইন্দ্রের বজ্রের ভীষণ শব্দ হইতেছে। এই শব্দ সেই সময় চারিদিক্ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

মহারাজ! রাত্রিকালে কৌরবসৈন্যরা নিজ নিজ অঙ্গদ, কুণ্ডল, কণ্ঠহার এবং অন্যান্য অলঙ্কারে উদ্ভাসিত হইতেছিল।

সেখানে রাত্রিতে সুবর্ণবিভূষিত হস্তিগণ ও রথসকল বিদ্যুদ্যুক্ত পরিবৃত মেঘমণ্ডলের ন্যায় মনে হইতেছিল।

সেখানে চারিদিক্ হইতে পতিত ঋষ্টি, শক্তি, গদা, বাণ, মুষল, প্রাস ও পট্টিশাদি অস্ত্রসকল অম্বরের ন্যায় প্রকাশিত হইতে দেখা যাইতেছিল।

যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক সৈন্যগণ সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, যাহারা মেঘমণ্ডলের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। দুর্যোধন এই মেঘের পক্ষে অগ্রগামী বায়ুস্বরূপ ছিলেন। রথ ও

বাদিত্রঘোষস্তনিতাং চাপবিদ্যুদ্গুণজৈর্তাম্।
দ্রোণ-পাণ্ডবপর্জন্যাং খড়্গশক্তিগদাশনিম্ ॥ ৫৫
শরধারাস্ত্রপবনাং তূণং শীতোষ্ণসঙ্কুলাম্।
ঘোরাং বিস্রাপনীমুগ্রাং জীবিতচ্ছিদমস্ত্রবাম্ ॥ ৫৬
তাং প্রাবিশন্নভিভয়াং সেনাং যুদ্ধচিকীর্ষবঃ।
তস্মিন্ রাত্রিমুখে ঘোরে মহাশব্দনিনাদিতে ॥ ৫৭
ভীরূণাং ত্রাসজননে শূরাণাং হর্ষবর্ধনে
রাত্রিযুদ্ধে মহাঘোরে বর্তমানে সুদারুণে ॥ ৫৮
দ্রোণমভ্যদ্রবন্ ক্রুদ্ধাঃ সহিতাঃ পাণ্ডুসৃঞ্জয়াঃ।
যে যে প্রমুখতো রাজন্নাবর্তন্ত মহারথাঃ ॥ ৫৯
তান্ সর্বান্ বিমুখাংশ্চক্রে কাংশ্চিদ্রিক্তে মহাস্ত্রবিৎ।
তানি নামসহস্রাণি রথানামমৃতানি চ ॥ ৬০
পদাতিতুরগজ্ঞানাং প্রমৃতানুর্বুদানি চ।
দ্রোণেনৈকেন নারাচৈর্নিভিন্নানি নিশামুখে ॥ ৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচ-বধপর্ব্বণি রাত্রিযুদ্ধে চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৪

হস্তিসকল ছিল মেঘতুল্য। ধনুর্যন্ত্রসমূহের গম্ভীর ধ্বনি মেঘগর্জনের ন্যায় মনে হইতেছিল। খড়্গ ও শক্তিসকল বিদ্যুৎতুল্য প্রকাশিত হইতেছিল। দ্রোণাচার্য্য ও পাণ্ডবগণ সাক্ষাৎ পর্জন্যস্বরূপ ছিলেন। খড়্গ, শক্তি এবং গদাসকলের আঘাতই বজ্রাঘাততুল্য ছিল। বাণরূপ জলধারা সেখানে বর্ষিত হইতেছিল। অস্ত্রসকল পবনসম মনে হইতেছিল। শীত ও উষ্ণে ব্যাপ্ত সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর উগ্র সৈন্যগণ সকলকে বিস্রাবিত ও যোদ্ধাগণের প্রাণহরণ করিতে ছিল। ইহাকে পার হইবার জন্য নৌকাস্বরূপ কোন সাধন ছিল না।

মহাশব্দে মুখরিত এবং ভয়ঙ্কর রাত্রির প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হইল, যাহা ভীরু ব্যক্তিগণের ভয়বর্দ্ধক এবং বীরপুরুষগণের হর্ষবর্দ্ধন ছিল।

যখন এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও দারুণ রাত্রি-যুদ্ধ চলিতে ছিল, সেই সময় ক্রুদ্ধ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় যোদ্ধারা একসঙ্গে দ্রোণাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইল।

রাজন্! যে যে প্রধানে মহারথী যোদ্ধারা এই সময় দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকে তিনি যুদ্ধবিমুখ করিয়া দিলেন এবং বহু যোদ্ধাকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন।

সেই প্রদোষকালে একাকী দ্রোণাচার্য্য তীক্ষ্ণ নারাচসমূহের দ্বারা এক হাজার হাতী, দশ হাজার রথ এবং লক্ষ ও কোটি সংখ্যক পদাতি ও অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৫৯-৬১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্ব্বে রাত্রিযুদ্ধবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য্যেণ শিবেষবঃ, ভীমসেনেন হস্তমুষ্টি-হস্ততলদ্বারা কলিঙ্গরাজকুমার ধ্রুব-জয়রাত-বৃদ্ধক্ষত্রপুত্র-দুষ্কর্ণ-দুর্মুখানাঞ্চ বিনাশশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তস্মিন্ প্রবিষ্টে দুর্ধর্ষে স্বসৈন্যানামিতৌজসি।
অমৃষ্যমাণে সংরব্ধে কা বোঽভূদ্ বৈ মতিস্তদা ॥ ১

দুর্যোধনং তথা পুত্রমুক্ত্বা শাস্ত্রাতিগং মম।
যৎ প্রাবিশদমেয়াত্মা কিং পার্থঃ প্রত্যপদ্যত ॥ ২

নিহতে সৈন্ধবে বীরে ভূরিশ্রবসি চৈব হ।
যদাভ্যগাম্মহাতেজাঃ পাঞ্চালানপরাজিতঃ ॥ ৩

কিমমন্যত দুর্ধর্ষে প্রবিষ্টে শত্রুতাপনে।
দুর্যোধনস্তু কিং কৃত্যং প্রাপ্তকালমমন্যত ॥ ৪

কে চ তং বরদং বীরমন্বযুর্দ্বিজসত্তমম্
কে চাস্য পৃষ্ঠতোঽগচ্ছন্ বীরাঃ শূরস্য যুধ্যতঃ ॥ ৫

কে পুরস্তাদবর্তন্ত নিঘ্নন্তঃ শাত্রবান্ রণে।
মন্যেঽহং পাণ্ডবান্ সর্বান্ ভারদ্বাজশরার্দিতান্ ॥ ৬

শিশিরে কম্পমানা বৈ কৃশা গাব ইব প্রভো।
প্রবিষ্ট স মহেষ্বাসঃ পাঞ্চালানরিমর্দনঃ।
কথং নু পুরুষব্যাঘ্রঃ পঞ্চত্বমুপজগ্মিবান্ ॥ ৭

সর্বেষু যোধেষু চ সঙ্গতেষু
রাত্রৌ সমেতেষু মহারথেষু।
সংলোড্যমানেষু পৃথগ্বলেষু
কে বস্তদানীং মতিমন্ত আসন্ ॥ ৮

হতাংশ্চৈব বিরথাংশ্চ পরাভূতাংশ্চ সংযুগে।
রথিনো বিরথাংশ্চৈব কৃতান্ যুদ্ধেষু মামকান্ ॥ ৯

জ্ঞেয়াঃ সংলোড্যমানানাং পাণ্ডবৈরুদ্যতেষুধৈঃ।
অস্মে তমসি মগ্নানামভবৎ কা মতিস্তদা ॥ ১০

প্রহৃষ্টাংশ্চাপ্লবপ্রাংশ্চ সন্তুষ্টাংশ্চৈব পাণ্ডবান্।
সংসর্পীহাপ্রহৃষ্টাংশ্চ বিভ্রষ্টাংশ্চৈব মামকান্ ॥ ১১

কথমেষাং তদা তত্র পার্থানামপলায়িনাম্।
প্রকাশমভবদ্ রাত্রৌ কথং কুরুষু সঞ্জয় ॥ ১২

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক শিবাকে বধ এবং ভীমসেনের দ্বারা বধমুষ্টি (ঘুঁসি) ও হস্ততল প্রহারে কলিঙ্গরাজকুমার, ধ্রুব, জয়রাত এবং ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুষ্কর্ণ ও দুর্ম্মুখের বিনাশ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! অমিততেজস্বী দুর্জ্জয় বীর দ্রোণাচার্য্য যখন রোষ ও অমর্ষে পূর্ণ হইয়া স্বসৈন্যগণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেই সময় তোমাদের মনোবৃত্তি কিরূপ হইয়াছিল? ১

তৎপরন্তু তাঁহার উত্তেজনাকারী আমার পুত্র দুর্য্যোধনকে পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়া যখন অমেয় আত্মবলসম্পন্ন দ্রোণাচার্য্য শত্রুসৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন কি করিল? ২

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এবং বীর ভূরিশ্রবা নিহত হইলে পর অপরাজিত বীর মহাতেজস্বী দ্রোণাচার্য্য যখন পাঞ্চাল-সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেই সময় শত্রুতাপন এই দুর্জ্জয় বীর প্রবিষ্ট হইলে দুর্য্যোধন তখন কোন কার্য্যকে অধিক গুরুতর বিবেচনা করিয়াছিল? ৩-৪

সেই বরদাতা বীর দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যের পশ্চাতে পশ্চাতে কাহারা গিয়াছিল এবং যুদ্ধপরায়ণ বীরশ্রেষ্ঠ আচার্য্যের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিবার জন্য কাহারা অনুগমন করিয়াছিল? ৫

রণাঙ্গনে শত্রুদিগকে সংহার করিতে থাকিয়া কোন্ কোন্ বীর আচার্য্যের অগ্রভাগে ছিল? প্রভাবশালী সঞ্জয়! আমি মনে করি, দ্রোণাচার্য্যের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্যরা শীতকালে দুর্ব্বল-কর গোদলের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। ৬

পঞ্চবিংশের মর্দ্দনকারী মহাধনুর্দ্ধর পুরুষশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চালসৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিরূপে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন (মৃত্যুবরণ করিলেন)? ৭

রাত্রিকালে যখন সমস্ত যোদ্ধারা ও মহারথী বীরগণ একত্রে সমবেত হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতেছিলেন এবং পৃথক্ পৃথক্ সৈন্য-যুথ যখন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, সেই সময় তোমাদের মধ্যে কোন্ কোন্ বীরগণ নিজ নিজ বুদ্ধিকে স্থির রাখিয়াছিল? ৮

তুমি প্রত্যেক যুদ্ধেই আমারই রথিগণকে হতাহত, পরাজিত ও রথহীন বলিয়া বর্ণনা করিতেছ। ৯

যখন পাণ্ডবগণ এই সব সৈন্যদিগকে মথিত করিয়া অচেতন করিয়া দিল এবং তাহারা ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল, তখন আমার সৈন্যগণ কি স্থির করিল? ১০

সঞ্জয়! তুমি ত' পাণ্ডবদিগকে হৃষ্ট, উৎসাহযুক্ত, অগ্রগমনকারী ও সন্তুষ্ট বলিতেছ এবং আমার সৈন্যগণকে দুঃখিত ও যুদ্ধবিমুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়া যাইতেছ। ১১

সূত! যুদ্ধ হইতে যখনও যাহারা পলায়ন করে না, সেই

সঞ্জয় উবাচ।

রাত্রিযুদ্ধে তদা রাজন্ বর্ত্তমানে সুদারুণে
দ্রোণমভ্যদ্রবন্ সর্বে পাণ্ডবাঃ সহ সোমকৈঃ ॥ ১৩

ততো দ্রোণঃ কেকয়াংশ্চ বৃষ্টদ্যুম্নস্য চাত্মজান্।
সম্প্রৈষয়ৎ প্রেতলোকং সপ্তানিষুচিরাস্তকৈঃ ॥

তস্য প্রমুখতো রাজন্ যেঽবর্ত্তন্ত মহারথাঃ।
তান্ সর্বান প্রেষয়ামাস পিতৃলোকং স ভারত ॥ ১৫

প্রমথ্য তদা সৈন্যান্ ভারদ্বাজঃ মহারথম্।
অভ্যবর্ত্তত সংক্রুদ্ধঃ শিবী রাজা প্রতাপবান্ ॥ ১৬

তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য পাণ্ডবানাং মহারথম্।
বিব্যাধ দশভির্বাণৈঃ সর্বপারশবৈঃ শিতৈঃ ॥ ১৭

তং শিবিঃ প্রতিবিব্যাধ ত্রিংশতা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
সারথিং চাস্য ভল্লেন ত্বরমাণো ন্যপাতয়ৎ ॥ ১৮

তস্য দ্রোণো হয়ান্ হত্বা সারথিঞ্চ মহারথঃ।
অথাস্য সশিরস্ত্রাণং শিরঃ কায়াদপাহরৎ ॥ ১৯

ততোঽস্য সারথিং ক্ষিপ্রমন্য স্তূর্যোদনোঽধিষৎ।
স তেন সংগৃহীতাশ্বঃ পুনরভ্যদ্রবদ্ বিপুম্ ॥ ২০

কলিঙ্গানামনীকেন তালিজঙ্ঘস্য সূতো রণে
পূর্বং পিতৃবধাৎ ক্রুদ্ধো ভীমসেনমুপাদ্রবৎ ॥ ২১

স ভীমং পঞ্চভির্বিদ্ধ্বা পুনর্বিব্যাধ সপ্তভিঃ।
বিশোকং ত্রিভিরাচ্ছিদ্য ধ্বজমেকেন পত্রিণা ॥ ২২

কলিঙ্গানাং তু তং পূর্বং ক্রুদ্ধো বৃকোদরঃ।
রথাদ্ রথমভিক্রুদ্ধো মুষ্টিনাভিজঘান চ ॥ ২৩

তস্য মুষ্টিহতস্যাজৌ পাণ্ডবেন বলীয়সা।
সর্বাণ্যস্থীনি সহসা প্রাপতন্ বৈ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৪

তং কর্ণো ভ্রাতরঞ্চাস্য ভীমস্যাস্য পরন্তপ।
তে ভীমসেনং নারাচৈরভ্যবর্ষন্ত দারুণৈঃ ॥ ২৫

পাণ্ডবগণের সৈন্যবাহিনী রাত্রিকালে কিরূপ প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং কৌরব-সৈন্যরাশি বা কিভাবে প্রকাশ পাইতেছিল? ১২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন অস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ এই রাত্রিযুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময় সোমকগণের সহিত সমস্ত পাণ্ডবেরা দ্রোণাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইলেন। ১৩

তদনন্তর দ্রোণাচার্য্য কেকয়গণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সমস্ত পুত্রদিগকে স্বীয় শীঘ্রগামী বাণসমূহের দ্বারা যমলোকে প্রেরণ করিলেন। ১৪

ভারতশ্রেষ্ঠ রাজন্! যে যে মহারথী বীরগণ তাঁহার সম্মুখে আসিতেছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই দ্রোণাচার্য্য পিতৃলোকে প্রেরণ করিলেন। ১৫

এইভাবে শত্রুবীরগণের সংহারকারী মহারথী দ্রোণাচার্য্যের নিকটে প্রতাপশালী রাজা শিবি ক্রোধের সহিত উপস্থিত হইলেন। ১৬

পাণ্ডবপক্ষের সেই মহারথী বীরকে আসিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য সম্পূর্ণ ভাগ সৌবর্ণমিশ্রিত দশটি তীক্ষ্ণধার বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ১৭

তখন শিবি ত্রিশটি তীক্ষ্ণবাণ বিদ্ধ করিয়া তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন এবং হাস্য করিতে করিতেই তিনি একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার সারথিকেও বধ করিলেন। ১৮

তখন দ্রোণাচার্য্যও মহাত্মা শিবির অশ্বগণকে বধ করিয়া তাঁহার সারথিকে নিহত করিলেন এবং শিরস্ত্রাণ সহ তাঁহার মস্তক ছেদন করত দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। ১৯

অনন্তর তুর্য্যোধন অতিরিক্ত অন্য একজন সারথিকে দ্রোণাচার্য্যের রথ চালাইতে আদেশ করিলেন। যখন এই সারথি তাঁহার রথের অশ্বগণের লাগাম ধারণ করিল, তখন পুনরায় তিনি শত্রুসিন্যের উপর ধাবিত হইলেন। ২০

সেই সময়ে কলিঙ্গরাজকুমার কলিঙ্গ সৈন্যের লইয়া ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন। ভীমসেন পূর্ব্বেই তাঁহার পিতাকে বধ করিয়াছিলেন। ইহাতে ভীমের উপর তাঁহার ক্রোধ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ২১

তিনি ভীমসেনকে প্রথম পাঁচবাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহার সারথি বিশোককে তিনি তিন বাণে পীড়িত করিলেন এবং একটি বাণে তাঁহার ধ্বজকে ছেদন করিলেন। ২২

কলিঙ্গদেশের এই ক্রুদ্ধ বীর রাজকুমারকে ভীমসেন দূষিত হইয়া নিজ রথ হইতে তাঁহার রথে লাফাইয়া গমন করত একটি মাত্র মুষ্টি প্রহার করিলেন। ২৩

যুদ্ধস্থলে বলবান্ পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের প্রহার খাইয়া কলিঙ্গ-রাজকুমারের সকল অস্থি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভূতলে পতিত হইল। ২৪

পরন্তপ! কর্ণ ও তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ ভীমসেনের এই পরাক্রম সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বিষমর সর্পসদৃশ বিষাক্ত নারাচসমূহের দ্বারা ভীমসেনকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ২৫

ততঃ শত্রুরথং ত্যক্ত্বা ভীমো ক্রুরথং গতঃ।
ক্রুরং চাশুত্তমনিশং মুষ্টিনা সমপোথয়ৎ ॥ ২৬
স তথা পাণ্ডুপুত্রেণ বলিনাভিহতোঽপতৎ।
তং নিহত্য মহারাজ ভীমসেনো মহাবলঃ ॥ ২৭
জয়রাতরথং প্রাপ্য মুহুঃ সিংহ ইবানদৎ।
জয়রাতমথাক্ষিপ্য নদন্ সর্বেণ পাণিনা ॥ ২৮
তলেন নাশয়ামাস কর্ণ সৈন্যাগ্রতঃ স্থিতঃ।
কর্ণস্তু পাণ্ডবে শক্তিং কাঞ্চনীং সমবাসৃজৎ ॥ ২৯
যতস্তামেব জগ্রাহ প্রহসন্ পাণ্ডুনন্দনঃ।
কর্ণায়ৈব চ তাং বীরশ্চিক্ষেপাজৌ বৃকোদরঃ ॥ ৩০
তামাপতন্তীং চিচ্ছেদ শকুনিস্তৈলপায়িনা।
এতৎ কৃত্বা মহৎ কর্ম রণেঽদ্ভুতপরাক্রমঃ ॥ ৩১
পুনঃ স্বরথমাস্থায় দ্রুতাব তব বাহিনীম্।
তমায়ান্তং বিধ্বংসেন্তং ভীমং ক্রুদ্ধমিবান্তকম্ ॥ ৩২

ক্রুবারন্ মহাবাহুং তব পুত্রা বিশাম্পতে।
মহতা শরবর্ষেণ ছাদয়ন্তো মহারথাঃ ॥ ৩৩
দুর্মদস্তু ততো ভীমঃ প্রহসন্নিব সংযুগে।
সারথিঞ্চ হয়াংশ্চৈব শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ৩৪
দুর্মদস্তু ততো যানং দুষ্কর্ণস্যাবচক্রমে।
তাবেকরথমারূঢ়ৌ ভ্রাতরৌ পরতাপনৌ ॥ ৩৫
সংগ্রামশিরসো মধ্যে ভীমং ধাবন্যাধাবতাম্।
যথাম্বুপতি-মিত্রৌ হি তারকং দৈত্যসত্তমম্ ॥ ৩৬
ততস্তু দুর্মদশ্চৈব দুষ্কর্ণশ্চ তবাত্মজৌ।
রথমেকং সমারুহ্য ভীমং বাণৈরবিধ্যতাম্ ॥ ৩৭
ততঃ কর্ণস্য মিষতো দ্রৌণেস্তূর্যোধনস্য চ।
কৃপস্য সোমদত্তস্য বাহ্লীকস্য চ পাণ্ডবঃ ॥ ৩৮
দুর্মদস্য চ বীরস্য দুষ্কর্ণস্য চ তং রথম্।
পাদপ্রহারেণ ধরাং প্রাবেশয়দরিন্দম ॥ ৩৯

তদনন্তর ভীমসেন শত্রুর সেই রথকে পরিত্যাগ করিয়া অপর শত্রু ক্রুরের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন। ক্রুর এই সময় নিরন্তর বাণবর্ষণ করিতেছিলেন। ভীমসেন ইহাকেও এক মুষ্টির আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৬

বলবান্ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের মুষ্টির আঘাত পাইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধরাশায়ী হইলেন। মহারাজ! ক্রুরকে নিহত করিয়া মহারথ ভীমসেন জয়রাতের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন এবং বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

তিনি গর্জন করিতে করিতেই বাম হস্তের দ্বারা সবলে ধারণ করত এক হস্তাঘাত প্রহারে (চপেটাঘাতে) তাঁহাকে বিনাশ করিলেন। তারপর তিনি কর্ণের সম্মুখে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন কর্ণ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের উপর স্বর্ণখচিতা একটি শক্তি প্রহার করিলেন, কিন্তু পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন হাস্য করিতে করিতেই উহাকে হাতে ধরিয়া ফেলিলেন।

দুষ্টা বীর বৃকোদর সেই শক্তি কর্ণের উপরেই পুনরায় ক্ষেপণ করিলেন, কিন্তু শকুনি কর্ণের দিকে আগত সেই শক্তি তৈলপায়ী একটি বাণের দ্বারা ছেদন করিলেন।

অদ্ভুত পরাক্রমশালী ভীমসেন রণাঙ্গনে এই অদ্ভুত পরাক্রম করিয়া পুনরায় নিজ রথে গিয়া আরোহণ করত আপনার সৈন্য-বাহিনীকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন।

প্রজানাথ! ক্রুদ্ধ যমরাজের ন্যায় মহাবাহু ভীমসেনকে শত্রুবধ কামনায় আসিতে দেখিয়া আপনার মহারথী পুত্রগণ প্রচণ্ড বাণবর্ষণ করিতে করিতে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৭-৩৩

তখন ভীমসেন হাস্য করিতে করিতেই যুদ্ধস্থলে দুর্মদের সারথি ও অশ্বগণকে বাণসমূহের দ্বারা যমসদনে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৩৪

তখন দুর্মদ দুষ্কর্ণের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন। তারপর শত্রুসন্তাপক এই দুই ভ্রাতা একই রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের সম্মুখভাগে ভীমসেনের উপর সেইভাবে আক্রমণ করিলেন, যেরূপ বরুণ ও মিত্র (সূর্য) দৈত্যরাজ তারকাসুরের উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৫-৩৬

তাহারপর আপনার পুত্র দুর্মদ (দুর্মুখ) ও দুষ্কর্ণ একই রথে উপবিষ্ট থাকিয়া ভীমসেনকে বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

তদনন্তর কর্ণ, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন, কৃপাচার্য, সোমদত্ত ও বাহ্লীকের সাক্ষাতেই শত্রুদমন পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন বীর দুর্মদ ও দুষ্কর্ণের রথে পাদপ্রহার করিয়া উহাকে ভূতলে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৩৮-৩৯

ততঃ সুতৌ তে বলিনৌ শূরৌ দুর্জয়-দুর্মদৌ।
বৃষ্টিনাহত্য সংক্রুদ্ধৌ ননর্দ চ ননর্দ চ ॥ ৭০

ততো হাহাকৃতে সৈন্যে দৃষ্ট্বা ভীমং নৃপাহবে
রুদ্রোঽয়ং ভীমরূপেণ বার্তরাষ্ট্রেষু যুধ্যতি ॥ ৭১

এবমুক্ত্বা পলায়ন্তে সর্বে ভারত পার্থিবাঃ।
বিসংজ্ঞা বাহয়ন্ বাহান্ ন চ স্থৌ সহ বাহতঃ ॥ ৭২

ততো বলে ভৃশলুলিতে নিশামুখে
সুপূজিতো নৃপবরভৈর্বৃকোদরঃ।
মহাবলঃ কমলবিবৃদ্ধলোচনো
যুধিষ্ঠিরং নৃপতিমপূজয়দ্ বলী ॥ ৭৩

ততো বলৌ বিরাট-দ্রুপদ-কেকয়া
যুধিষ্ঠিরশ্চাপি পরাং মুদং যযুঃ।
বৃকোদরং ভৃশমনুপূজয়ংস্তে তে
যথাহৃতে প্রতিনিহতে হরং সুরাঃ ॥ ৭৪

ততঃ সুতাস্তে সরথাশ্বসাদিনো
রথাদিতাঃ সহ তনয়া মহাত্মনা।
বৃকোদরং সরথ-পদাতি-পূজয়া
যুযুৎসবো ভৃশমভিপর্যবারয়ন্ ॥ ৭৫

(ততো যমৌ দ্রুপদসুতাঃ সসৈনিকা
ধৃষ্টদ্যুম্ন-দ্রুপদ-বিরাট-সাত্যকাঃ
ঘটোৎকচো জয়-বিজয়ৌ দ্রুমো বৃকঃ
সমুজ্জ্বাস্তব তনয়ানবারয়ন্ ॥)

ততোঽভবৎ তিমিরঘনৈরিবাবৃতে
মহাভয়ে ভয়জননীব লক্ষিতে।
নিশামুখে বৃক-বল-পুত্রমোদনঃ
মহাত্মনাং নৃপবর বৃত্তমদ্ভুতম্ ॥ ৭৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচবধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে ভীমপরাক্রমে পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৫ ॥

তারপর আপনার বলবান্ ও বীর পুত্র দুর্মদ এবং দুর্জয় ক্রুদ্ধ ভীমসেন বৃষ্টির আঘাতে ব্যথিত করিয়া ফেলিলেন এবং গর্জন করিতে লাগিলেন। ৭০

ইহা দেখিয়া কৌরব-সৈন্যের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল: ভীমসেনকে দেখিয়া সমস্ত নৃপতিগণ বলিতে লাগিলেন—সাক্ষাৎ ভগবান্ রুদ্রদেব ভীমসেনের রূপ ধারণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। ৭১

ভারত! এই কথা শুনিয়া সকল নৃপতিগণ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। তারপর নিজ নিজ বাহনগণকে ত্বরা চালনা করিতে থাকিয়া রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ৭২

তদনন্তর রাত্রির প্রথম প্রহরে যখন কৌরবসৈন্যগণ অত্যন্ত ভয়ভীত হইয়া এদিক্ ওদিকে পলায়ন করিতে থাকিল, তখন সেই নৃপগণ বিকসিত কমলদলতুল্য নেত্রধারী বলবান্ ভীমসেনের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বলবান্ ভীমসেন রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্মান জানাইলেন। ৭৩

তারপর যেরূপ অন্ধকারের নিহত হইলে দেবতাগণ ভগবান্ শঙ্করের স্তব ও পূজা করিয়াছিলেন, সেইরূপ নকুল, সহদেব, দ্রুপদ, বিরাট, কেকয়রাজকুমারগণ এবং যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনের বাহনকে অভিনন্দিত করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং বৃকোদরের অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৭৪

ইহার পর রক্তপুত্রতুল্য পরাক্রমশালী আপনার সকল পুত্রগণ যোদ্ধাদিগকে লইয়া যুদ্ধের ইচ্ছায় রথ, পদাতি ও হস্তীবিশের সহিত মহাত্মা গুরু দ্রোণাচার্যের সহিত রণাঙ্গনে আসিলেন এবং সবেগে ভীমসেনকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিলেন। ৭৫

(ইহা দেখিয়া নকুল, সহদেব, সৈন্যবৃন্দসহ দ্রুপদপুত্রগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ঘটোৎকচ, জয়, বিজয়, দ্রুম, বৃক এবং সুরাবেষ্টিত আপনার পুত্রদের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন।)

নৃপশ্রেষ্ঠ! তারপর ঘন অন্ধকারে আবৃত মহাভয়ের প্রদোষকালে সেই মহাত্মা বীরগণের অত্যন্ত ভীষণ, ভয়ানক এবং বৃক, কাক ও পুত্রগণের আনন্দপ্রদ অদ্ভুত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ৭৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা দ্রোণপর্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্বে রাত্রিযুদ্ধপ্রসঙ্গে ভীমসেনের পরাক্রম-বিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সোমদত্ত-সাত্যকেযুর্দ্ধম, সোমদত্তস্য পরাজয়ঃ, ঘটোৎকচাশ্বত্থামোঃ সংগ্রামঃ, অশ্বত্থামা ঘটোৎকচপুত্রাণাং বিনাশঃ, একাক্ষৌহিণীপরিমিত-রাক্ষসসৈন্যানাং ক্রূরকর্ম-পুত্রাণাঞ্চ সাহায্যঃ, পাণ্ডব-সৈন্যানাং পরাজয়শ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

প্রায়োপবিষ্টে তু হতে পুত্রে সাত্যকিনা তদা।
সোমদত্তো ভৃশং ক্রুদ্ধঃ সাত্যকিং বাক্যমব্রবীৎ। ১
ক্ষত্রধর্মঃ পুরা দৃষ্টো যস্ত্বয়া দেবৈর্মহাত্মভিঃ।
ত্যক্ত্বা তং সাত্বত সংত্যজ্য স্বধর্মে কথং রতঃ। ২
পরাঙ্মুখায় দীনায় ভগ্নশস্ত্রায় সাত্যকে।
ক্ষত্রধর্মরতঃ প্রাজ্ঞঃ কথং তু প্রহরেন্ রণে। ৩
ত্বামেব কিল পক্ষীনাং তত্র খ্যাতৌ মহারথৌ।
প্রদ্যুম্নশ্চ মহাবাহুস্ত্বং চৈব যুধি সাত্বত। ৪
কথং প্রায়োপবিষ্টায় পার্থেন ছিন্নবাহবে।
নৃশংসং পতনীয়ঞ্চ তাদৃশং কৃতবানসি। ৫
কর্মণস্তস্য দুর্বৃত্ত ফলং প্রাপ্নুহি সাম্প্রতম্।
অদ্য ত্বেষ্যামি তে মূঢ় শিরো বিক্রম্য পত্রিণা। ৬
শপে সাত্বত পুত্রাভ্যামিষ্টেন সুকৃতেন চ।
অনন্তীত্যামিমাং রাত্রিং যদি ত্বাং বীরমানিনম্। ৭
অরক্ষ্যমাণং পার্থেন ভিন্নুনা সমুপাগতম্।
ন হন্যাং নরকে ঘোরে পতেয়ং বৃষ্ণিপাংসনা। ৮
এবমুক্ত্বা সুসংক্রুদ্ধঃ সোমদত্তো মহাবলঃ।
দধ্মৌ শঙ্খঞ্চ তারেণ সিংহনাদং ননাদ চ। ৯
ততঃ কমলপত্রাক্ষঃ সিংহস্কন্ধো দুরাসদঃ।
সাত্যকির্ভৃশসংক্রুদ্ধঃ সোমদত্তমথাব্রবীৎ। ১০
কৌরবেয় ন মে ত্রাসঃ কথঞ্চিদপি বিদ্যতে।
ত্বয়া সার্ধমথান্যৈশ্চ যুধ্যতো ভূরিদক্ষিণ। ১১
যদি সর্বেণ সৈন্যেন গুপ্তো মাং যোধয়িষ্যসি।
তথাপি ন ব্যথা কাচিৎ ধ্রুবং তাত্যম কৌরব। ১২

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[সোমদত্ত ও সাত্যকির যুদ্ধ, সোমদত্তের পরাজয়, ঘটোৎকচ ও অশ্বত্থামার যুদ্ধ এবং অশ্বত্থামাকর্তৃক ঘটোৎকচের পুত্র, এক অক্ষৌহিণী রাক্ষসসৈন্য ও ক্রূরপুত্রগণের সংহার এবং পাণ্ডব-সৈন্যের পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সাত্যকি কর্তৃক আমরণ উপবাস ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট পুত্র ভূরিশ্রবার নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সোমদত্ত অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি সাত্যকিকে এই কথা বলিলেন। ১

সাত্বত! পূর্ব্বকালে মহাত্মাগণ ও দেবতাবৃন্দ যে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি দস্যুগণের ধর্ম্মে কেন প্রবৃত্ত হইলে? ২

সাত্যকে! যে যুদ্ধে বিমুখ, হীন এবং অস্ত্রপরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার উপর ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ বিদ্বান্ পুরুষ কিরূপে প্রহার করিতে পারে? ৩

সাত্বত! বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের মধ্যে দুই জন মহারথী বীর যুদ্ধের জন্য বিখ্যাত হইয়াছেন। প্রথম মহাবাহু প্রদ্যুম্ন এবং দ্বিতীয় তুমি। ৪

অর্জ্জুন যাহার বাহু ছেদন করিয়া দিয়াছিল এবং যে আমরণ অনশনব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, আমার সেই পুত্রের উপর তুমি এরূপ নৃশংস পতনকারক কেন ক্রূর প্রহার করিলে? ৫

রে দুরাচারী দুর্মতে! সেই পাপকর্ম্মের ফল আজ তুমি এই যুদ্ধস্থলেই প্রাপ্ত হও। আজ পরাক্রম করিয়া আমি এইবাণের দ্বারাই তোমার শিরশ্ছেদ করিব। ৬

বৃষ্ণিকুলকলঙ্ক সাত্বত! আমি আমার দুই পুত্র এবং ইষ্ট ও পূর্ত্তকর্ম্ম সমূহের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যদি আজ রাত্রিকালে অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনের দ্বারা অরক্ষিত হইলে পর নিজেকে বীর বলিয়া গর্ব্বকারী তোমাকে পুত্র ও ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত নিহত না করি, তবে আমি ঘোর নরকে নিমজ্জিত হইব। ৭-৮

এই কথা বলিয়া মহাবল সোমদত্ত অত্যন্ত কুপিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খ বাদ্য করিলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ৯

তখন কমলপত্রতুল্য বিস্তৃত নয়ন-বিশিষ্ট এবং সিংহস্কন্ধ মহাবাহু দুর্দ্ধর্ষ বীর সাত্যকিও অত্যন্ত কুপিত হইয়া সোমদত্তকে এই কথা বলিলেন। ১০

ভূরিদক্ষিণবর্দ্ধন! তোমার সহিত কিংবা অন্য কোন যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে কোনরূপ ভয়ই আমার হৃদয়ে হয় না। ১১

কৌরব! যদি তুমি সমস্ত সৈন্যের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াও আমার সহিত যুদ্ধ কর, তথাপি তোমার জন্য আমার কোন ব্যথা হইবে না। ১২

বৃদ্ধসারেণ বাক্যেন অসতাং সম্মতেন চ।
নাহং ভীষয়িতুং শক্যঃ ক্ষত্রবৃত্তে স্থিতস্ত্বয়া ॥ ১৩
যদি তেঽস্তি যুযুৎসাদ্য ময়া সহ নরাধিপ।
নির্দয়ো নিশিতৈর্বাণৈঃ প্রহর প্রহরামি তে ॥ ১৪
হতো ভূরিশ্রবা বীরস্তব পুত্রো মহারথঃ।
শলশ্চৈব মহারাজ ভ্রাতৃব্যসনকর্ষিতঃ ॥ ১৫
ত্বাং চাপ্যদ্য বধিষ্যামি সহপুত্রং সবান্ধবম্।
তিষ্ঠৈতানীং রণে যত্তঃ কৌরবোঽসি মহারথঃ ॥ ১৬
যস্মিন্ দানং দমঃ শৌচমহিংসা হ্রীর্ধৃতিঃ ক্ষমা।
অনপায়ানি সর্বাণি নিত্যং রাজন্তি যুধিষ্ঠিরে ॥ ১৭
বৃদ্ধক্ষত্রোদ্ভবস্য ত্বং তেজসা নিহতঃ পুরা।
সকর্ণ-সৌবলঃ সংখ্যে বিনাশমুপযাস্যসি ॥ ১৮
অপেহ্যহং কৃতচরৈরিষ্টাপূর্তেন চৈব হ।
যদি ত্বা সমরং পাপং ন হন্যাং যুধি রোষিতঃ ॥ ১৯
অপযাসাসি চেত্ত্বক্ত্বা রণং মুক্তো ভবিষ্যসি।
এবমাত্তাস্ত্র চাত্যুক্তঃ ক্রোধসংরক্তলোচনৌ ॥ ২০
প্রযুক্তৌ নরসম্পাতঃ কর্তুং পুরুষসত্তমৌ।
ততো রথসহস্রেণ নাগানামযুতেন চ
দুর্যোধনঃ সোমদত্তং পরিবার্য্য সমন্ততঃ।
শকুনিশ্চ সুসংক্রুদ্ধঃপর্বতাগ্রকৃতাং বরঃ। ২২
পুত্র-পৌত্রৈঃ পরিবৃতো ভ্রাতৃভিশ্চেন্দ্রবিক্রমৈঃ।
শ্যালস্তব মহাবাহুরক্ষয়ন্নরনো যুধা ॥ ২৩
সাগ্রে শতসহস্রং তু হয়ানাং তস্য সৌমতেঃ।
সোমদত্তং মহেষ্বাসং সমন্তাৎ পর্য্যরক্ষত ॥ ২৪
রক্ষ্যমাণশ্চ বলিভিস্তাভ্যাং সাত্যকিম্।
তং ছাদয়মানং বিশিখৈর্দৃষ্ট্বা সমরপর্বণি ॥ ২৫

আমি সর্ব্বদা ক্ষত্রিয়োচিত আচারেই অবস্থান করি। বৃদ্ধই যাহার সার (শেষ কথা) এবং দুই পুরুষগণ যাহার সমাদর করিয়া থাকে, সেই কটুবাক্যের দ্বারা তুমি আমাকে ভীত করিতে পারিবে না ॥ ১৩

হে নরাধিপ! যদি তোমার আমার সহিত যুদ্ধ করিবারই বাসনা জাগিয়া থাকে, তবে নির্দয় হইয়া তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা আমার উপর প্রহার কর। আমিও তোমায় প্রহার করিব ॥ ১৪

মহারাজ! তোমার বীর মহারথী পুত্র ভূরিশ্রবা নিহত হইয়াছে। ভ্রাতার দুঃখে দুঃখিত হইয়া শলও বীরগতি লাভ করিয়াছে ॥ ১৫

এখন পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত তোমাকে বধ করিব। তুমি কুরুকুলের মহারথী বীর। এই সময়ে রণাঙ্গনে সাবধান হইয়া অবস্থান কর ॥ ১৬

যে মহারাজ যুধিষ্ঠিরে দান, দম, শৌচ, অহিংসা, লজ্জা, ধৃতি ও ক্ষমাদি সমস্ত সদ্‌গুণাবলি নিরবচ্ছিন্নভাবে সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে, নিজ জাতে বৃদ্ধত্বের চিহ্ন ধারণকারী সেই ধর্ম্মরাজের তেজে তুমি পূর্ব্বে মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছ। অতএব কর্ণ ও শকুনির সহিত এই যুদ্ধস্থলে তুমি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ১৭-১৮

আমি ঐরূপকরণ এবং যাগ ইষ্টাপূর্ত্ত (যাগ-যজ্ঞাদি ইষ্ট কর্ম্ম ও কূপ এবং পুষ্করিণী খননাদি পূর্ত্তকর্ম্ম) কর্ম্মের শপথ গ্রহণ করত বলিতেছি যে, যদি আমি যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া তোমার ন্যায় পাপীকে পুত্রগণের সহিত বিনাশ না করি, তবে আমার উত্তম গতি লাভ হইবে না ॥ ১৯

যদি তুমি পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়াও যুদ্ধ পরিত্যাগ করত পলায়ন কর, তবেই আমার হাত হইতে নিস্তার পাইবে। পরস্পর এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া এই দুই বীর নরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি ও সোমদত্ত পরস্পরের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

তদনন্তর দুর্যোধন এক লক্ষ রথী ও দশ লক্ষ হস্তী সৈন্য লইয়া সোমদত্তকে চারিদিকে ঘিরিয়া থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। সমস্ত অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বজ্রসদৃশ সুদৃঢ় দেহধারী আপনার শ্যালক মহাবাহু শকুনিও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রমশালী ভ্রাতা ও পুত্রপৌত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন ২০-২৩

বুদ্ধিমান্ শকুনির এক লক্ষেরও অধিক অশ্বারোহী যোদ্ধা মহাধনুর্দ্ধর সোমদত্তকে চারিদিক্ হইতে রক্ষা করিতে লাগিল ॥ ২৪

বলবান্ সহায়কগণে সুরক্ষিত হইয়া সোমদত্ত বীর বাণ-সমূহের দ্বারা সাত্যকিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা সাত্যকিকে আচ্ছাদিত হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ সেখানে উপস্থিত হইলেন।

বৃষ্টদ্যুম্নোঽভ্যয়াৎ ক্রুদ্ধঃ প্রগৃহ্য মহতীং চমূম্।
চণ্ডবাতাভিসৃষ্টানামুদধীনামিব স্বনঃ ॥ ২৬
আসীদ্ রাজন্ বলৌঘানামস্ত্রোদ্যমভিনিঘ্নতাম্।
বিব্যাধ সোমদত্তস্তু সাত্যকিং নবভিঃ শরৈঃ ॥ ২৭
সাত্যকির্নবভিস্তেনমবধীৎ কুরুপুঙ্গবম্।
সোঽতিবিদ্ধো বলবতা সমরে দৃঢ়ধন্বিনা ॥ ২৮
রথোপস্থং সমাসাদ্য মুমোহ গুরুচেতনঃ।
তং বিমূঢ়ং সমালক্ষ্য সারথিস্ত্বরয়া যুতঃ ॥ ২৯
অপোবাহ রণাদ্ বীরং সোমদত্তং মহারথম্।
তং বিসংজ্ঞং সমালক্ষ্য যুযুধানশরার্দিতম্ ॥ ৩০
অভ্যদ্রবত ততো দ্রোণো মহতীরজিঘাংসয়া।
তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ ॥ ৩১
পরিবক্রুর্মহাত্মানং পরীপ্সন্তো যদূত্তমম্।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং দ্রোণস্য সহ পাণ্ডবৈঃ ॥ ৩২
বলেরিব সুরৈঃ পূর্বং ত্রৈলোক্যজয়কাঙ্ক্ষয়া।
ততঃ সাকেজালেন পাণ্ডবানীকমাবৃণোৎ ॥ ৩৩

ভারদ্বাজো মহাতেজা বিব্যাধ চ যুধিষ্ঠিরম্।
সাত্যকিং দশভির্বাণৈর্বিংশত্যা পার্ষতং শরৈঃ।
ভীমসেনঞ্চ নবভির্নকুলং পঞ্চভিস্তথা।
সহদেবং তথাষ্টাভিঃ শতেন চ শিখণ্ডিনম্ ॥ ৩৪
দ্রৌপদেয়ান্ মহাবাহুঃ পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ।
বিরাটং মৎস্যমষ্টাভির্দ্রুপদং দশভিঃ শরৈঃ ॥ ৩৫
যুধামন্যুং ত্রিভিঃ ষড়্ভিস্তথৌজসমাহবে।
অন্যাংশ্চ সৈনিকান্ বিদ্ধ্বা যুধিষ্ঠিরমুপাদ্রবৎ ॥ ৩৭
তে বধ্যমানা দ্রোণেন পাণ্ডুপুত্রস্য সৈনিকাঃ।
প্রাদ্রবন্ বৈ ভয়াদ্ রাজন্ সার্তনাদা দিশো দশ ॥ ৩৮
কাল্যমানং তু তৎ সৈন্যং দৃষ্ট্বা দ্রোণেন ফাল্গুনঃ।
কিরীটী রথসারঙ্গো গুরুং পার্শ্বেঽভ্যয়াদ্ দ্রুতম্ ॥ ৩৯
দৃষ্ট্বা দ্রোণং তু বীভৎসুমভিধাবন্তমাহবে
সংভ্রান্তবর্তত তৎ সৈন্যং পুনর্যৌধিষ্ঠিরং বলম্ ॥ ৪০
ততো যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং ভারদ্বাজস্য পাণ্ডবৈঃ।
দ্রোণস্তব সুতৈঃ রাজন্ সর্বতঃ পরিবারিতঃ ॥ ৪১

রাজন্! এই সময় পরস্পরপ্রহারকারী সৈন্যগণের ঘোরতর প্রচণ্ড বায়ুর ন্যায় বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের গর্জনের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল।

সোমদত্ত সাত্যকিকে নটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন সাত্যকিও বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠ সোমদত্তকে নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন।

দৃঢ় ধনুর্দ্ধারী বলবান্ সাত্যকি কর্তৃক প্রপীড়নে অভিভূত হইয়া সোমদত্ত রথের আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং চৈতন্য হারাইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

তখন মহারথী বীর সোমদত্তকে মূর্চ্ছিত হইতে দেখিয়া সারথি ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহাকে রণাঙ্গনের বাহিরে অপসারিত করিল।

সোমদত্তকে যুযুধানের বাণসমূহে পীড়িত ও মূর্চ্ছিত হইতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য মহাবীর সাত্যকিকে বধ করিবার বাসনায় তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন।

দ্রোণাচার্য্যকে আসিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডব-বীরগণ মহাত্মা সাত্যকিকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে চারিদিক্ বেষ্টিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

যেরূপ পূর্বকালে ত্রিলোকজয় করিবার ইচ্ছায় রাজা বলির দেবগণের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ দ্রোণাচার্য্যের সহিত যোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

তাহার পর অতিশয় তেজস্বী দ্রোণাচার্য্য ঘোরবাণসমূহের দ্বারা পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তারপর মহারাজ দ্রোণাচার্য্য সাত্যকিকে দশ, বৃষ্টদ্যুম্নকে বিশ, ভীমসেনকে নয়, নকুলকে পাঁচ, সহদেবকে আট, শিখণ্ডীকে একশত, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে পাঁচটি পাঁচটি করিয়া, মৎস্যরাজ বিরাটকে আট, দ্রুপদকে দশ, যুধামন্যুকে তিন, উত্তমৌজাকে ছয় এবং অন্যান্য সৈন্যদিগকেও অপর বাণসমূহে বিদ্ধ করিয়া যুদ্ধস্থলে রাজা যুধিষ্ঠিরের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৪-৩৭

রাজন্! দ্রোণাচার্য্যের প্রহার প্রাপ্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ আর্তনাদ করিতে করিতে ভয়বশতঃ দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৩৮

দ্রোণাচার্য্যকর্তৃক পাণ্ডব-সৈন্যের সংহার হইতে দেখিয়া মহাবীর অর্জুনের হৃদয়ে কিছু ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি দ্রুত গুরু দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে আসিলেন ॥ ৩৯

যুদ্ধে অর্জুনকে দ্রোণাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের সৈন্যবাহিনী পুনরায় ফিরিয়া আসিল ॥ ৪০

রাজন্! তখনকার ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্যের পাণ্ডবদের সহিত পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আপনার পুত্রগণ দ্রোণাচার্য্যকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যেরূপ আগ্নি

ব্যধমৎ পাণ্ডুসৈন্যানি তূলরাশিমিবানলঃ
তং অসন্তমিবাদিত্যং দীপ্তানলসমদ্যুতিম্ ॥ ৪২
রাজন্নিশমতাস্থং দৃষ্ট্বা দ্রোণং শরাচিষম্ ।
মণ্ডলীকৃতধন্বানং তপন্তমিব ভাস্করম্ ॥ ৪৩
দহন্তমহিতান্ সৈন্যে নৈনং কশ্চিদযারয়ৎ ।
যো যো হি প্রমুখে তস্য তস্থৌ দ্রোণস্য পূরুষঃ । ৪৪
তস্য তস্য শিরশ্ছিত্ত্বা ধনুর্দ্রোণশরাঃ ক্ষিতিম্ ।
এবং সা পাণ্ডবী সেনা বধ্যমানা মহাত্মনা ॥ ৪৫
প্রদুদ্রাব পুনর্ভীতা পশ্যতঃ সব্যসাচিনঃ ।
সম্প্রভগ্নং বলং দৃষ্ট্বা দ্রোণেন নিশি ভারত ॥ ৪৬
গোবিন্দমব্রবীজ্জিষ্ণুর্গচ্ছ দ্রোণরথং প্রতি
ততো রজত-গোক্ষীর-কুন্দেন্দুসদৃশপ্রভান্ ॥ ৪৭
চোদয়ামাস দাশার্হো হয়ান্ দ্রোণরথং প্রতি
ভীমসেনোঽপি তং দৃষ্ট্বা যান্তং দ্রোণায় ফাল্গুনম্ ॥ ৪৮
ঋষভাক্ষমুবাচেদং দ্রোণানীকায় মা বহ ।
সোঽপি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বিশোকোঽবাহয়দ্ধয়ান্ ॥ ৪৯
পৃষ্ঠতঃ সত্যসন্ধস্য জিষ্ণোর্ভরতসত্তম ।
তৌ দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ যত্তৌ দ্রোণানীকমভিদ্রুতৌ ॥ ৫০
পাঞ্চালাঃ সৃঞ্জয়া মৎস্যাশ্চেদি-কারূষকোশলাঃ ।
অন্বগচ্ছন্ মহারাজ কেকয়াশ্চ মহারথাঃ ॥ ৫১
ততো রাজন্নভূদ্ ঘোরঃ সংগ্রামো লোমহর্ষণঃ
যাদৃশং নাভবৎ পূর্বং পার্থানাং তব চ দ্রুহাম্ ॥ ৫২
মহদ্ব্যাং রথবৃন্দাভ্যাং বলং জগৃহতুস্তব ।
তৌ দৃষ্ট্বা পুরুষব্যাঘ্রৌ ভীমসেন-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ৫৩
দৃষ্ট্বাস্ত্রোঽভ্যাগাদ্ রাজন্ সাত্যকিশ্চ মহাবলঃ ।
চণ্ডবাতাভিপন্নানামুদধীনামিব স্বনঃ ॥ ৫৪
আসীদ্ রাজন্ বলৌঘানাং তদাস্যোদ্যমভিঘ্নতাম্ ।
সৌমদত্তিবধাৎ ক্রুদ্ধৌ দৃষ্ট্বা সাত্যকিমাহবে ॥ ৫৫

ঘূর্ণায়মানকে বধ করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি পাণ্ডবসৈন্যদিগকে বিমর্দিত করিয়া ফেলিলেন।

রাজন্! প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ কান্তিমান্ এবং নিরন্তর ঘাদশটী কিরণমালাযুক্ত সূর্য্যতুল্য দেদীপ্যমান দ্রোণাচার্য্যকে নিজ বহু মণ্ডলাকার ধনুতে তাপদানরত সূর্য্যের সমান শত্রুদিগকে দগ্ধ করিতে দেখিয়াও পাণ্ডব-সৈন্যের মধ্যে কোন বীরই তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না।

যে যে প্রধান যোদ্ধা দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে অবস্থান করিতেন, সেই সেই যোদ্ধার শিরশ্ছেদ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের বাণসমূহ ভূতলে পতিত করিতে লাগিল।

এই রূপে মহাত্মা দ্রোণকর্তৃক নিহত পাণ্ডব-সৈন্যরা পুনরায় সব্যসাচী অর্জুনের সাক্ষাতেই পলায়ন করিতে লাগিল।

হে ভারত! রাত্রিকালে দ্রোণাচার্য্যকর্তৃক স্বীয় সৈন্যদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—আপনি দ্রোণাচার্য্যের রথের নিকট গমন করুন।

তখন দশার্হকুলনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রৌপ্য, গোদুগ্ধ, কুন্দপুষ্প এবং চন্দ্রকিরণ শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট অশ্বদিগকে দ্রোণাচার্য্যের রথের দিকে চালনা করিলেন।

অর্জুনকে দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে যাইতে দেখিয়া ভীমসেনও নিজ সারথিকে বলিলেন,—তুমি দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যদিগের দিকে আমাকে লইয়া চল।

তদনন্তরই। তাঁহার সারথি বিশোক সেই কথা শ্রবণ করিয়া সত্যপ্রতিজ্ঞ অর্জুনের পশ্চাতে নিজ অশ্বদিগকে চালনা করিল।

মহারাজ! এই দুই ভ্রাতা অর্জুন ও ভীমসেনকে দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যদের দিকে যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া গমন করিতে দেখিয়া পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য, চেদি, কারূষ, কোশল ও কেকয়-মহারথী বীরগণও তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন॥ ৪১-৫১

রাজন্! পুনরায় সেখানে রোমাঞ্চকর তাদৃশ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অর্জুন দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যদের দক্ষিণ ভাগ এবং ভীমসেন বামভাগকে নিজ নিজ শক্তিদ্বারা বিদীর্ণ করিলেন। এই দুই ভ্রাতার সহিত বিশাল রথ ও সৈন্যবাহিনী ছিল।

রাজন্! পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন ও অর্জুনকে দ্রোণাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া দৃষ্টদ্যুম্ন ও মহাবল সাত্যকি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ সেই সময় আঘাত-প্রত্যাঘাত করিতে করিতে সৈন্যদের কোলাহল প্রচণ্ড বায়ুবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের গর্জনের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল।

হে রাজন্! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সোমদত্তনন্দন ভূরিশ্রবার বধে অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধস্থলে সাত্যকিকে দেখিয়া তাঁহাকে বধ করিবার জন্য দৃঢ়নিশ্চয় করত তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন।

দ্রৌণিরভ্যাদ্রবদ্ রাজন্ বধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য শৈনেয়স্য রথং প্রতি ॥ ৫৬
হৈডিম্বসেনিঃ সুসংক্রুদ্ধঃ প্রভামিত্রমরারুদৎ।
কার্ষ্ণায়সং মহাঘোরমৃক্ষচর্মপরিচ্ছদম্ ॥ ৫৭
মহান্তং রথমাস্থায় ত্রিংশদ্বাজিরথান্তরম্
বিকিপ্তযন্ত্রসন্নাহং মহামেঘৌঘনিঃস্বনম্ ॥ ৫৮
যুক্তং পঞ্চনিষৈর্বাহৈর্ন হৈর্নাপি বারণৈঃ
বিকিপ্তপক্ষচরণবিবৃতাস্যেণ কূজতা ॥ ৫৯
অন্যেনোদ্ধিতদণ্ডেন মৃত্যুরাজেন রাজিতম্।
লোহিতার্দ্রপতাকং তু অন্ত্রমালাবিভূষিতম্ ॥ ৬০
অষ্টচক্রসমাযুক্তমাস্থায় বিপুলং রথম্।
শূল-মুদ্গরধারিণ্যা শৈলপাদপহস্তয়া ॥ ৬১
রক্ষসাং ঘোররূপাণামক্ষৌহিণ্যা সমাবৃতঃ।
তমুদ্যতমহাচাপং নিশম্য ব্যথিতা নৃপাঃ ॥ ৬২

যুগান্তকালসময়ে দণ্ডহস্তমিবান্তকম্
ততস্তং গিরিশৃঙ্গাভং ভীমরূপং ভয়াবহম্ ॥ ৬৩
দংষ্ট্রাকরালোগ্রমুখং শঙ্কুকর্ণং মহাহনুম্।
ঊর্ধ্বকেশং বিরূপাক্ষং ধ্বাঙ্ক্ষাক্ষং নিম্নতোদরম্ ॥ ৬৪
মহাবক্ত্রগলদ্বারং কিরীটচ্ছন্নমূর্ধজম্।
ত্রাসনং সর্বভূতানাং ব্যাত্তাননমিবান্তকম্ ॥ ৬৫
বীক্ষ্য দীপ্তমিবাদ্রাক্ষং রিপুবিক্ষোভকারিণম্।
তমুদ্যতমহাচাপং রাক্ষসেন্দ্রং ঘটোৎকচম্ ॥ ৬৬
তদাদিতা প্রচুক্ষোভ পুত্রস্য তব বাহিনী।
বায়ুনা ক্ষোভিতাবর্তা গঙ্গেবোর্ধতরঙ্গিণী ॥ ৬৭
ঘটোৎকচপ্রযুক্তেন সিংহনাদেন ভীষিতাঃ।
প্রমুমুচুর্মৃগা মূত্রং বিব্যথুশ্চ নরা ভৃশম্ ॥ ৬৮
ততোঽশ্মবৃষ্টিরত্যর্থমাসীৎ তত্র সমন্ততঃ।
সন্ধ্যাকালাধিকবলৈঃ প্রযুক্তা রাক্ষসৈঃ ক্ষিতৌ ॥ ৬৯

অশ্বত্থামাকে শিনিপুত্র সাত্যকির রথের দিকে ধাবিত দেখিয়া ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎকচ নিজের সেই শত্রুকে নিবারণ করিল।

ঘটোৎকচ যে বিশাল রথের উপর আরোহণ করিয়া আসিয়াছিল, তাহা কৃষ্ণবর্ণ লৌহনির্মিত ও ভয়ঙ্কর ছিল। তাহার উপরে ঋক্ষের চর্ম আবৃত ছিল। তাহার মধ্যভাগ লম্বা-চওড়া ত্রিশ হাত (আর হাজার হস্তপরিমিত) ছিল। ইহার মধ্যে যন্ত্র ও কবচ রক্ষিত ছিল। গমন করিবার সময় এই রথের মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দ হইয়া থাকে। ইহাতে হাতীর তুল্য বিশালদেহ ছাবিবশ ঘোড়া যোজিত ছিল, প্রকৃতপক্ষে সে সব ঘোড়া হাতীও নহে এবং অশ্বও নহে। এই রথের ধ্বজদণ্ড অতিশয় উচ্চ ছিল। ইহাতে পক্ষ ও পক্ষ বিক্ষিপ্ত করিয়া চঞ্চুবিস্তার করত এক পক্ষীর মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছিল এবং এতাদৃশ পক্ষীর দ্বারা এই রথ শোভা পাইতেছিল। ইহার পতাকা রক্তে আর্দ্র ছিল ও এই রথকে অস্ত্রের (নাড়ীর) মালাদ্বারা ভূষিত করা হইয়াছিল ॥ ৫২-৬০

এইরূপ আটটি চক্রবিশিষ্ট বিশাল রথে আরোহণ করিয়া ঘটোৎকচ ভয়ঙ্কর রূপধারী এক অক্ষৌহিণী রাক্ষস-সৈন্যে পরিবৃত ছিল। এই সমস্ত সৈন্য নিজ নিজ হস্তে শূল, মুদ্গর, পর্বত-শিখর ও বৃক্ষ ধারণ করিয়াছিল।

প্রলয়কালে দণ্ডধারী যমরাজের ন্যায় বিশাল যন্ত্র উত্তোলিত করত ঘটোৎকচকে আসিতে দেখিয়া সমস্ত নৃপগণ ব্যথিত হইলেন।

পক্ষতিবিস্তারতুল্য বিশাল দেহ এবং ঘটোৎকচের রূপ ভয়ানক বলিয়া সকলেরই ভয়ঙ্কর ছিল। ইহার মুখ অতিশয় ভীষণ হইলেও দাঁতগুলির জন্য আরও বিকরাল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার কর্ণদ্বয় ছিল শঙ্কু (শেয়াল বা শোঁদা নামক)। হনুদেশ অতি-বৃহৎ এবং কেশসমূহ উপরে উত্থিত ছিল। চক্ষুদ্বয় অতিশয় ভীষণ ছিল। মুখ অগ্নিসদৃশ প্রজ্বলিত ছিল, উহার অভ্যন্তরভাগে প্রবিষ্ট, গলদেশের দ্বার বৃহৎ গর্ততুল্য, মস্তকের কেশরাশি কিরীটে আচ্ছাদিত এবং ইহাকে দেখিতে মুখবিস্তারকারী সাক্ষাৎ যমের ন্যায় মনে হইতে ছিল বলিয়া সকল প্রাণীরই ভীতির সঞ্চার করিতে ছিল। শত্রুবিনাশের ক্রোডজনক প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচকে বহু উত্তোলিত করিয়া আসিতে দেখিয়া আপনার পুত্রের সৈন্যবাহিনী ভয়ে পীড়িত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তখন মনে হইতেছিল—বায়ুর দ্বারা বিক্ষুব্ধ হইয়া গঙ্গার ভয়ানক ঘূর্ণী ও তরঙ্গসকল উপর দিয়া উত্থিত হইতেছিল ॥ ৬১-৬৭

ঘটোৎকচকর্তৃক কৃত সিংহনাদে ভীত হইয়া হরিণীরা প্রস্রাব করিতে লাগিল এবং সকল মনুষ্যগণ অতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠিল ॥ ৬৮

অনন্তর সেই রণাঙ্গনে চারিদিকে সন্ধ্যাকাল হইতেই অধিক বলশালী রাক্ষসগণ কর্তৃক ভয়ঙ্কর প্রস্তরসকল বর্ষিত হইতেছিল ॥ ৬৯

আরসানি চ চক্রাণি ভুষ্ণ্ডীঃ প্রাস-তোমরাঃ
পত্তয়শ্চাবিরুগ্নাঃ মূলাঃ শতঘ্নাঃ পট্টিশাস্তথা ॥ ৭০
তদ্‌প্রমথিরৌদ্রঞ্চ দৃষ্ট্বা যুদ্ধং নরাধিপাঃ।
তমরাক্ষন কর্ণশ্চ ব্যথিতাঃ প্রাদ্রবন্ দিশঃ ॥ ৭১
তত্রৈকোঽস্ত্রবলশ্লাঘী দ্রৌণির্মানী ন বিব্যথে
ব্যধমচ্চ শরৈর্ঘোরাং ঘটোৎকচবিনির্মিতাম্ ॥ ৭২
বিহতায়াং তু মায়ায়ামমর্ষী স ঘটোৎকচঃ।
বিসসর্জ শরান্ ঘোরাংস্তেঽশ্বত্থামানমাবিশন্ ॥ ৭৩
ভুজঙ্গা ইব বেগেন বল্মীকং ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
তে শরা রুধিরাক্তাঙ্গা ভিত্ত্বা শারদ্বতীসুতম্ ॥ ৭৪
বিবিশুর্ধরণীং ঘোরা রুক্মপুঙ্খাঃ শিলাশিতাঃ।
অশ্বত্থামা তু সংক্রুদ্ধো লঘুহস্তঃ প্রতাপবান্ ॥ ৭৫
ঘটোৎকচমভিক্রুদ্ধং বিভেদ দশভিঃ শরৈঃ
ঘটোৎকচোঽতিবিদ্ধস্তু দ্রোণপুত্রেণ মর্মসু ॥ ৭৬

চক্রং শতসহস্রারমসৃজ্যাং সাধিতো ভৃশম্।
ক্ষুরান্তং বালসূর্যাভং মণিবজ্রবিভূষিতম্ ॥ ৭৭
অশ্বত্থাম্নি স চিক্ষেপ তৈমসেনিরিষাংসয়া।
বেগেন মহতাগচ্ছন্ বিক্ষিপ্তং দ্রৌণিনা শরৈঃ ॥ ৭৮
অন্যাগ্যস্তেব সন্ধ্যায়ং তদ্রোধমপতদ্ ভুবি।
ঘটোৎকচস্তত্তস্তূর্ণং দৃষ্ট্বা চক্রং নিপাতিতম্ ॥ ৭৯
দ্রৌণিং প্রাচ্ছাদয়ন্ বাণৈঃ সর্ভানুরিব ভাস্করম্।
ঘটোৎকচসুতঃ শ্রীমান্ ভিন্নাঞ্জনচয়োপমঃ ॥ ৮০
রুরোধ দ্রৌণিমায়ান্তং প্রভঞ্জনমিবাদ্রিরাট্।
পৌত্রেণ ভীমসেনস্য শরৈরঞ্জনপর্বণঃ ॥ ৮১
বভৌ মেঘেন ধারাভির্গিরির্মেরুরিবাবৃতঃ।
অশ্বত্থামা ত্বসম্ভ্রান্তো রুদ্রোপেন্দ্রসমবিক্রমঃ ॥ ৮২
ধ্বজমেকেন বাণেন চিচ্ছেদাঞ্জনপর্বণঃ।
ত্রাজ্যাং তু রথযন্ত্রারৌ ত্রিভিশ্চাস্য ত্রিবেণুকম্ ॥ ৮৩

লৌহনির্মিত চক্র, ভুষ্ণ্ডী, প্রাস, তোমর, মূল, শতঘ্নী এবং পট্টিশাদি অস্ত্রসমূহ অবিরাম গতিতে পতিত হইতেছিল। ৭০

সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও উগ্র সংগ্রাম দর্শন করত নরপতিগণ, আপনার পুত্রগণ এবং কর্ণ—তাঁহারা সকলে পীড়িত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৭১

সেই সময় সেখানে স্বীয় অস্ত্রবলের উপর বিশ্বাস করিয়া একমাত্র দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাই অল্পও ব্যথিত হইলেন না। তিনি ঘটোৎকচকর্তৃক রচিত মায়াকে স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৭২

মায়া নষ্ট হইয়া যাইলে অমর্ষপরায়ণ ঘটোৎকচ অতিশয় ভয়ঙ্কর বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সমস্ত বাণই অশ্বত্থামার শরীরে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৭৩

যেরূপ ক্রোধমূর্চ্ছিত সর্পগণ সবেগে বল্মীকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ শিলাশাণিত ও সুবর্ণময় পঙ্খবিশিষ্ট শত্রুনাশী এই সকল বাণ ভীমনন্দন অশ্বত্থামাকে বিদীর্ণ করত রক্তাপ্লুত হইয়া ধরাতলে প্রবেশ করিতে লাগিল।

ইহাতে অশ্বত্থামা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। দ্রুত হস্ত চালনা করিতে সমর্থ প্রতাপশালী বীর অশ্বত্থামা তখন ক্রুদ্ধ ঘটোৎকচকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন।

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কর্তৃক মর্মস্থান-সমূহে অতিশয় আঘাত-প্রাপ্ত হওয়ায় ঘটোৎকচ অত্যন্ত ব্যথিত হইল। তখন সে এমন এক চক্র হাতে লইল, যাহাতে এক লক্ষ অর ছিল। ইহার প্রান্তভাগে ক্ষুরসকল যোজিত ছিল। মণি ও বজ্রসমূহে বিভূষিত এই চক্র সেই সময় প্রাতঃকালের সূর্যবেরের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ৭৪-৭৭

ভীমসেনকুমার ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে বধ করিবার জন্য এই চক্র তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিয়া ছিল। কিন্তু অশ্বত্থামা নিজ বাণসমূহের দ্বারা তীব্রবেগে আগত সেই চক্রকে দূরে ক্ষেপণ করিয়া দিলেন। তখন সেই চক্র তাপাহীনের সন্ধ্যের (মনোরথের) ন্যায় ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

তদনন্তর নিজের চক্রকে ধরাতলে পতিত হইতে দেখিয়া ঘটোৎকচ স্বীয় বাণসমূহের বর্ষণে অশ্বত্থামাকে সেই ভাবে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল, যেরূপ রাহু সূর্যকে আবৃত করিয়া থাকে।

যে বিদীর্ণ করণার রাশির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ছিল, ঘটোৎকচের সেই পুত্র অঞ্জনপর্বা নিজের দিকে আগমনরত অশ্বত্থামাকে সেইরূপে রুদ্ধ করিল, যেরূপ গিরিরাজ হিমালয় প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ুকে রুদ্ধ করিয়া থাকে।

ভীমসেনের পৌত্র অঞ্জনপর্বার বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া অশ্বত্থামা মেঘের জলধারায় আবৃত মেরুপর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

রুদ্র, বিষ্ণু এবং ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী অশ্বত্থামা ইহাতে অল্পও বিচলিত হইলেন না। তিনি এক বাণে অঞ্জনপর্বার ধ্বজ ছেদন করিলেন।

ধনুরেকেন চিচ্ছেদ চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্।
বিরথস্তোদ্যতঃ হস্তাত্তেনৈবিন্দুভিরাচিতম্ ॥ ৮৪
বিশিখেন সুতীক্ষ্ণেন ধ্বজাগ্রঞ্চ দ্বিষাকরোৎ।
গদা হেমাঙ্গদা রাজংস্তূর্ণং হৈড়িম্বিসূনুনা ॥ ৮৫
প্রাম্যোৎক্ষিপ্তা শরৈঃ সাদপি
দ্রৌণিনাভ্যাহতাপতৎ।
ততোঽন্তরিক্ষমুৎপত্য কালমেঘ ইবোদ্যতঃ ॥ ৮৬
ববর্ষাঞ্জনপর্বা স ক্রুদ্ধবৎ নভস্তলাৎ।
ততো মায়াধরঃ দ্রৌণির্ঘটোৎকচসুতঃ দ্বিষি ॥ ৮৭
মার্গণৈরতিবিব্যাধ ঘনং সূর্য ইবাংশুভিঃ।
সোঽবতীর্য্য পুরস্তস্থৌ রথে হেমবিভূষিতে ॥ ৮৮
মহীগত ইবাত্যুগ্রঃ শ্রীমানঞ্জনপর্বতঃ।
তমন্তরস্থবর্ষাণং দ্রৌণিভীমাত্মজাত্মজম্ ॥ ৮৯
অঞ্জনাঞ্জনপর্বাণং মহেন্দ্র ইবাব্রকম্।

অথ দৃষ্ট্বা হতং পুত্রমঞ্জনাত্মা মহাবলম্ ॥ ৯০
দ্রৌণেঃ সকাশমভ্যেত্য রোষাৎ প্রজ্বলিতাননঃ।
প্রাহ বাক্যমসম্ভ্রান্তো বীরং শারদ্বতীসুতম্ ॥ ৯১
মহন্তং গাণ্ডবানীকং বনমগ্নিমিবোদ্ধতম্।

ঘটোৎকচ উবাচ।

তিষ্ঠ তিষ্ঠ ন মে জীবন্ দ্রোণপুত্র গমিষ্যসি ॥ ৯২
ঘাতয়ন্ নিহনিষ্যামি ক্রৌঞ্চমগ্নিসুতো যথা।

অশ্বত্থামোবাচ।

গচ্ছ বৎস সহাস্ত্রৈস্ত্বং যুধ্যস্বামরবিক্রম ॥ ৯৩
ন হি পুত্রেণ হৈড়িম্বে পিতা ত্রাস্যঃ প্রবাধিতুম্।
কামং খলু ন রোষো মে হৈড়িম্বে বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৯৪
কিং তু রোষাধিতো জন্তুর্হন্যাদাত্মানমপ্যুত

সঞ্জয় উবাচ।

শ্রুত্বৈতৎ ক্রোধতাম্রাক্ষঃ পুত্রশোকসমন্বিতঃ ॥ ৯৫

তারপর দুইবাণে তাহার দুই সারথি, তিন বাণে ধ্বজের ত্রিবেণু (কাষ্ঠ বিশেষ), এক বাণে ধনু এবং চার বাণে চারিটি অশ্বকে ছেদন করিলেন।

তাহার পর রথহীন রাক্ষস অঞ্জনপর্ব্বার ধনুর দ্বারা ঊর্দ্ধিত সূর্য বিষ্ণুসূত্রে পরিব্যাপ্ত ধ্বজকে তিনি একটি তীক্ষ্ণ বাণে দ্বিখণ্ড করিয়া দিলেন।

রাজন্! তখন হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচের পুত্র অঞ্জনপর্ব্বা অতিক্রুদ্ধ হইয়া অঞ্জনমূহিত গদা ঘুরাইয়া অশ্বত্থামার উপর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু অশ্বত্থামার বাণসমূহের আঘাতে সেই গদা ও ভূতলে পতিত হইল।

তখন আকাশে উপস্থিত হইয়া প্রলয়কালীন মেঘসদৃশ গর্জন করিতে করিতে অঞ্জনপর্ব্বা আকাশ হইতে মুষলসদৃশ বর্ষণ করিতে লাগিল।

তদনন্তর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আকাশে অবস্থিত মায়াধারী ঘটোৎকচ-নন্দন অঞ্জনপর্ব্বাকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সেইভাবে আহত করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ তীক্ষ্ণ কিরণাবলির দ্বারা সূর্য মেঘমণ্ডলকে জীর্ণ করিয়া থাকেন।

ইহার পর সেই রাক্ষস ভূতলে নামিয়া তীক্ষ্ণ সুবর্ণভূষিত রথে আরোহণ করত অশ্বত্থামার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিল। সেই সময় এই তেজস্বী রাক্ষস পৃথিবীতে স্থিত অত্যন্ত অঞ্জনগিরিতুল্য প্রতীত হইতেছিল।

তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা লৌহ-কবচ ধারণ করিয়া উপস্থিত ভীমসেনের পৌত্র অঞ্জনপর্ব্বাকে সেইভাবেই বধ করিলেন, যেরূপ ভগবান্ মহেন্দ্র অঞ্জকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন।

মহাবল পুত্র অঞ্জনপর্ব্বাকে নিহত হইতে দেখিয়া উজ্জ্বল অগ্নিসদৃশ মুখবিবর ঘটোৎকচ রোষভরে দ্রোণপুত্রের অশ্বত্থামার নিকট আসিয়া ধর্ষিত দানবদের ন্যায় পাণ্ডব-সৈন্যরূপ বনকে দগ্ধকারী বীর কৃষ্ণীনন্দন অশ্বত্থামাকে অবিচলিত চিত্তে এই কথা বলিল।

ঘটোৎকচ বলিল,—রে দ্রোণপুত্র! দাঁড়াও দাঁড়াও। আজ তুমি আমার হাত হইতে জীবন লইয়া যাইতে পারিবে না। যেরূপ অগ্নিপুত্র কার্তিকেয় ক্রৌঞ্চপর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ আজ তোমাকে বিনাশ করিয়া ফেলিব।

অশ্বত্থামা বলিলেন,—দেবতুল্য পরাক্রমশালী পুত্র! তুমি যাও, অস্ত্রের সহিত যুদ্ধ কর। হিড়িম্বানন্দন! পুত্রের ইহা কর্তব্য নহে যে, সে পিতাকেও বাধা দান করে।

হিড়িম্বানন্দন! এখন আমার মনে তোমার প্রতি অল্পও রোষ নাই; কিন্তু যদি রোষ উপস্থিত হয়, তবে তোমার জানিয়া রাখা উচিত যে, রোষবশীভূত ব্যক্তি নিজেকেও বিনাশ করিয়া থাকে (সুতরাং অপরের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব আমি ক্রুদ্ধ হইলে তুমি কুশলে থাকিতে পারিবে না)।

অশ্বত্থামানমাহ্বেতা ভৈমসেনিরভাষত।
কিমতঃ কাতরো দ্রৌণে পুরুষত্বেন চাহবে ॥ ২৬
যন্মাং ভীষয়সে বাগ্ভিরনয়েতদ্ বচস্তব।
ভীমাৎ খলু সমুৎপন্নঃ কুরূণাং বিপুলে কুলে ॥ ২৭
পাণ্ডবানামহং পুত্রঃ সমরেষ্বনিবর্তিনাম্।
রক্ষসামধিরাজোঽহং দশশ্রীবসমো বলে ॥ ২৮
তিষ্ঠ তিষ্ঠ ন মে জীবন্ দ্রোণপুত্র গমিষ্যসি।
যুদ্ধশ্রদ্ধামহং তেঽদ্য বিনেষ্যামি রণাজিরে ॥ ২৯
ইত্যুক্ত্বা ক্রোধতাম্রাক্ষো রাক্ষসঃ শুভদর্শনঃ।
দ্রৌণিমভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধো গজেন্দ্রমিব কেসরী ॥ ১০০
রথাক্ষমাত্রৈরিষুভিরত্যবর্ষদ্ ঘটোৎকচঃ।
রথিনাম্বরতঃ দ্রৌণিঃ ধারাভিরিব তোয়দঃ ॥ ১০১
শরবৃষ্টিঃ শরৈর্দ্রৌণিরাপ্তাং তাং ব্যশাতয়ৎ।
ততোঽন্তরিক্ষে বাণানাং সংগ্রামোঽভূদ্ ভয়াবহঃ ॥ ১০২

অথাস্ত্রসঙ্কর্ষকৃতৈর্বিস্ফুলিঙ্গৈস্তলা সহ।
বিভাবরীমুখে ব্যোম খদ্যোতৈরিব চিত্রিতম্ ॥ ১০৩
নিশাম্য নিহতাং মায়াং দ্রৌণিনা রণমানিনা।
ঘটোৎকচস্ততো মায়াং সসর্জাদ্ভুতরূপিণীম্ ॥ ১০৪
সোঽভবদ্ গিরিরত্যুচ্চঃ শিখরৈস্তরুসঙ্কটৈঃ।
শূল-প্রাসাদি-মুষল-জলপ্রস্রবণো মহান্ ॥ ১০৫
তমঞ্জনগিরিপ্রখ্যং দ্রৌণির্দৃষ্ট্বা মহীধরম্।
প্রণত্তন্তিঞ্চ বজ্রেণ শতধা সহসৈব বিব্যাধ ॥ ১০৬
ততো হসন্নিব দ্রৌণির্বজ্রমন্ত্রমুদৈরয়ৎ।
স তেনাস্ত্রেণ শৈলেন্দ্রঃ ক্ষিপ্তঃ ক্ষিপ্রং ব্যনশ্যত ॥ ১০৭
ততঃ স তোয়দো ভূত্বা নীলঃ সেন্দ্রায়ুধো দিবি।
অশ্মবৃষ্টিভিরত্যুগ্রো দ্রৌণিমাচ্ছাদয়দ্ রবে ॥ ১০৮
অথ সন্ধায় বায়ব্যমস্ত্রমস্ত্রবিদাং বরঃ।
বাধমান দ্রোণতনয়ো নীলমেঘং সমুত্থিতম্ ॥ ১০৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! পুত্রশোকে মিত্র ভীমসেন-নন্দন ঘটোৎকচ অশ্বত্থামার এই কথা শুনিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত ক্রোধসহকারে তাঁহাকে বলিল।

দ্রোণকুমার! আমি কি রণাঙ্গনে নীচ পুরুষের ন্যায় কাতর যে, তুমি আমাকে নিজের কথার দ্বারা ভয় দেখাইতেছ? তোমার এই বাক্য নীচতাপূর্ণ।

দেখ, আমি কৌরবগণের বিশাল কুলে ভীমসেন হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যুদ্ধ হইতে যাঁহারা কখনও নিবৃত্ত হন্ না, সেই পাণ্ডবগণের আমি পুত্র, রাক্ষসদিগের রাজা এবং দশানন রাবণসদৃশ বলবান্। ৭৮-২৮

দ্রোণপুত্র! দাঁড়াও, দাঁড়াও! তুমি আমার নিকট হইতে জীবন লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে না। আজ আমি এই রণাঙ্গনে তোমার যুদ্ধের প্রতি প্রগাঢ় বাসনা পূর্ণ করিয়া দিব। ২৯

এই কথা বলিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত মহাবল রাক্ষস ঘটোৎকচ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার দিকে সত্বরে ধাবিত হইল। ইহাতে মনে হইতেছিল—কোন এক সিংহ অপর এক গজরাজের উপর আক্রমণ করিতেছে। ১০০

যেরূপ মেঘ পর্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ঘটোৎকচ রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামার উপর রথের অক্ষতুল্য মোটা বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। ১০১

কিন্তু দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সেই সব বাণ নিজের নিকট আসিবার পূর্ব্বেই ছেদন করিয়া দিলেন। ইহাতে আকাশে বাণসকলেরই অন্ত এক সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ১০২

অস্ত্রসকলের পরস্পর আঘাতে যে সকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, ইহাতে রাত্রির প্রথম প্রহরে আকাশ খদ্যোতশোভা-সকলে চিত্রিত বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। ১০৩

যুদ্ধাভিমানী অশ্বত্থামাকর্ত্তৃক ঘোর মায়াকে নষ্ট হইতে দেখিয়া ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় অপর মায়ার সৃষ্টি করিল। ১০৪

সে বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ বহু শিখরের দ্বারা সুশোভিত এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইয়া যাইল এই বিশাল পর্ব্বত শূল, প্রাস, মুষল ও মুষলরূপ জলের ধারা প্রবাহিত করিতেছিল। ১০৫

অঞ্জনগিরিতুল্য সেই কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতকে দেখিয়া এবং সেখান হইতে নিঃসৃত বজ্রসংঘাত অস্ত্রে আহত হইয়াও দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা ব্যথিত হইলেন না। ১০৬

তখনও দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা হাস্য করিতে করিতে বজ্রাস্ত্রের প্রয়োগ করিলেন। সেই অস্ত্রের আঘাত পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ অদৃশ্য হইয়া যাইল। ১০৭

তাহার পর সে আকাশে ইন্দ্রধনুসহ অত্যন্ত ভয়ের নীল মেঘ হইয়া প্রস্তরসমূহ বর্ষণের দ্বারা রণাঙ্গনে অশ্বত্থামাকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিল। ১০৮

তখন অস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণকুমার অশ্বত্থামা বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান করত সেই স্থানে প্রাদুর্ভূত সেই নীল মেঘকে নষ্ট করিয়া দিলেন। ১০৯

স মার্গণগণৈর্দ্রৌণিরিশঃ প্রচ্ছাদ্য সর্বতঃ।
শতং রথসহস্রাণাং জঘান দ্বিপদাং বরঃ ॥ ১১০
স দৃষ্ট্বা পুনরায়ান্তং রথেনাহৃতকার্মুকম্।
ঘটোৎকচমসম্ভ্রান্তং রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতম্ ॥ ১১১
সিংহ-শার্দূলসদৃশৈর্মত্তস্থবিরবিক্রমৈঃ।
গজস্থৈশ্চ রথস্থৈশ্চ বাজিপৃষ্ঠগতৈরপি ॥ ১১২
বিকৃতাস্যশিরোগ্রীবৈর্হৈড়িম্বানুচরৈঃ সহ।
পৌলস্ত্যৈর্যাতুধানৈশ্চ তামসৈশ্চোগ্রবিক্রমৈঃ ॥ ১১৩
নানাশস্ত্রধরৈর্বীরৈর্নানাকবচভূষণৈঃ।
মহাবলৈর্ভীমরথৈঃ সংরম্ভোদ্বৃত্তলোচনৈঃ ॥ ১১৪
উপস্থিতৈস্ততো যুদ্ধে রাক্ষসৈর্ভৃশদুর্মদৈঃ।
বিষণ্ণমভিসম্প্রেক্ষ্য পুত্রং তে দ্রৌণিরব্রবীৎ ॥ ১১৫
তিষ্ঠ দুর্যোধনাস্মিন্ বং ন কার্যাঃ সম্ভ্রমস্ত্বয়া।
সহৈভির্ভ্রাতৃভির্বীরৈঃ পার্থিবৈশ্চোগ্রবিক্রমৈঃ ॥ ১১৬
নিহনিষ্যামি মিত্রাণস্তে ন ভবান্তি পরাজয়ঃ।
সত্যং তে প্রতিজানামি পর্যাশ্বাসয় বাহিনীম্ ॥ ১১৭

দুর্যোধন উবাচ।

ন ত্বেতদদ্ভুতং মন্যে যৎ তে মহদিদং মনঃ।
অস্মাসু চ পরা ভক্তিস্তব গৌতমিনন্দন ॥ ১১৮

সঞ্জয় উবাচ।

অশ্বত্থামানমুক্ত্বৈবং ততঃ সৌবলমব্রবীৎ।
বৃতং রথসহস্রেণ হয়ানাং রণশোভিনাম্ ॥ ১১৯
যষ্টা রথসহস্রৈশ্চ প্রযাহি ত্বং ধনঞ্জয়ম্।
কর্ণশ্চ বৃষসেনশ্চ কৃপো নীলস্ত্বথৈব চ ॥ ১২০
উদীচ্যাঃ কৃতবর্মা চ পুরুমিত্রঃ সুতাপনঃ।
দুঃশাসনো নিকুম্ভশ্চ কুণ্ডভেদী পরাক্রমঃ ॥ ১২১
পুরঞ্জয়ো দৃঢ়রথঃ পতাকী হেমকম্পনঃ।
শল্যাক্ষৌদ্রসেনাশ্চ সঞ্জয়ো বিজয়ো জয়ঃ ॥ ১২২
কমলাক্ষঃ পরক্রাথী জয়বর্মা সুদর্শনঃ।
এতে ত্বামনুযাস্যন্তি পত্তীনামযুতানি ষট্ ॥ ১২৩

মহারথগণের মধ্যে প্রধান অশ্বত্থামা নিজ বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত দিক্‌কে আচ্ছাদিত করত পঞ্চালদের এক লক্ষ রথী-বীরকে সংহার করিলেন ॥১১০

তাহার পর অশ্বত্থামা দেখিলেন যে, ঘটোৎকচ বহু সংখ্যক রাক্ষসে পরিবেষ্টিত হইয়া অবিচলিত-চিত্তে পুনরায় নিজ রথে আরোহণ করিয়া আসিতেছে। সে নিজ ধনু আকর্ণন করত বিস্তৃত করিয়া ধরিয়াছিল। তাহার সহিত সিংহ, ব্যাঘ্র ও মদমত্ত হস্তীর ন্যায় পরাক্রমশালী এবং বিকরাল মুখ, মস্তক ও কণ্ঠযুক্ত বহু অনুচর আছে। ইহারা সকলে হস্তী, অশ্ব ও রথে উপবিষ্ট ছিল। ইহার অনুচরগণের মধ্যে রাক্ষস, যাতুধান এবং তামস জাতির লোকই ছিল, যাহারা সকলেই ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রমশালী। নানাপ্রকার অস্ত্রধারণকারী, বিবিধ কবচ ও আভরণে বিভূষিত, মহাবলশালী, ভয়ঙ্কর সিংহনাদকারী এবং ক্রোধে ঘূর্ণিত লোচনবিশিষ্ট বহুসংখ্যক রণদুর্মদ রাক্ষস ঘটোৎকচের দিকে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত আছে। ইহাদের সকলকে দেখিয়া দুর্যোধন বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। এই সব লক্ষ্য করিয়া অশ্বত্থামা আপনার পুত্র দুর্যোধনকে বলিলেন ॥ ১১১-১১৫

দুর্যোধন! আজ তুমি নীরবে অবস্থান কর। তুমি ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী এই নৃপতিগণ এবং স্বীয় বীর ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত বিচলিত হইও না ॥ ১১৬

রাজন্! আমি তোমার শত্রুগণকে সংহার করিব, তোমার পরাজয় হইতে পারে না; ইহার জন্য আমি তোমার নিকট সত্যপ্রতিজ্ঞা করিতেছি। তুমি নিজ সৈন্যদিগকে আশ্বাসপ্রদান কর ॥ ১১৭

দুর্যোধন বলিলেন,—গৌতমীনন্দন! তোমার হৃদয় এমনই বিশাল যে, তোমার দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন হওয়াকে আমি অদ্ভুত বলিয়া মনে করি না। আমাদের উপর তোমার অনুরাগও অধিক আছে ॥ ১১৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে এই কথা বলিয়া সংগ্রামে সোৎসাহ অশ্বগণের দ্বারা যুক্ত একহাজার রথী বীরগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দ্রুপদপুত্র শকুনিকে এই কথা বলিলেন ॥ ১১৯

মাতুল! তুমি ষাট্‌হাজার রথী বীরসৈন্যগণের সহিত অর্জুনের উপর আক্রমণ কর। কর্ণ, বৃষসেন, কৃপাচার্য, নীল, উত্তরদিকের সৈন্যগণ, কৃতবর্মা, পুরুমিত্র, সুতাপন, দুঃশাসন, নিকুম্ভ, কুণ্ডভেদী, পরাক্রমী পুরঞ্জয়, দৃঢ়রথ, পতাকী, হেমকম্পন, শল্য, ভোজী, ঐন্দ্রসেন, সঞ্জয়, বিজয়, জয়, কমলাক্ষ, পরক্রাথী, জয়বর্মা ও সুদর্শন—এই সব মহারথী বীর এবং ষাট্‌হাজার পদাতিসৈন্য তোমার সহিত যাইবে ॥ ১২০-১২৩

জহি ভীমং যমৌ চোভৌ ধর্মরাজঞ্চ মাতুল।
অসুরানিব দেবেন্দ্রো জয়াশা ত্বয়ি নঃ স্থিতা ॥ ১২৩
দারিতান্ দ্রৌণিনা বাণৈর্ভৃশং বিক্ষতবিগ্রহান্।
জহি মাতুল কৌন্তেয়ানসুরানিব পাবকিঃ ॥ ১২৪
এবমুক্তো যমৌ শীঘ্রং পুত্রেণ তব সৌবলঃ।
পিপ্রীষুস্তে সুতান্ রাজন্ দিধক্ষুশ্চৈব পাণ্ডবান্ ॥ ১২৬
অথ প্রবব্রতে যুদ্ধং দ্রৌণি-রাক্ষসয়োর্মৃধে।
বিভাবর্যাং সুতুমুলং শক্র-প্রহ্লাদয়োরিব ॥ ১২৭
ততো ঘটোৎকচো বাণৈর্দন্তিভির্গৌতমীসুতম্।
জঘানোরসি সংক্রুদ্ধো বিষাগ্নিপ্রতিমৈর্দৃঢ়ৈঃ ॥ ১২৮
স তৈরভ্যাহতো গাঢ়ং শরৈর্ভীমসুতেরিতৈঃ।
চচাল রথমধ্যাস্থো বাতোদ্ধূত ইব দ্রুমঃ ॥ ১২৯
ভূয়শ্চাঞ্জলিকেনাথ মার্গণেন মহাপ্রভম্।
দ্রৌণিহস্তস্থিতং চাপং চিচ্ছেদাশু ঘটোৎকচঃ ॥ ১৩০
ততোঽন্যদ্ দ্রৌণিরাদায় ধনুর্ভারসহং মহৎ।
ববর্ষ বিশিখাংস্তীক্ষ্ণান্ বারিধারা ইবাম্বুদঃ ॥ ১৩১
ততঃ শারদ্বতীপুত্রঃ প্রেষয়ামাস ভারত।
সুবর্ণপুঙ্খানৃজুগান্ খচরান্ খচরং প্রতি ॥ ১৩২
তদ্ বাণৈরর্দিতং বৃথং রক্ষসাং পীনবক্ষসাম্।
সিংহৈরিব বনৌ মত্তং গজানামাকুলং কুলম্ ॥ ১৩৩
বিধমা রাক্ষসান্ বাণৈঃ সাশ্ব-সূত-রথ-দ্বিপান্।
দদাহ ভগবান্ বহ্নির্ভূতানীব যুগক্ষয়ে ॥ ১৩৪
স দগ্ধ্বাক্ষৌহিণীং বাণৈরৈন্দ্রিং রুরুচে নৃপ।
পুরেব ত্রিপুরং দগ্ধ্বা দিবি দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ১৩৫
যুগান্তে সর্বভূতানি দগ্ধ্বেব বসুরন্তকঃ।
ররাজ ভরতাং শ্রেষ্ঠো দ্রোণপুত্রস্তবাহিতান্ ॥ ১৩৬

মাতুল! যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র অসুরগণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুমি ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বধ কর। আমার জয়লাভের আশা তোমার উপরেই অবস্থিত ॥ ১২৩

মাতুল! দ্রোণকুমার অশ্বত্থামা কুন্তীকুমারদিগকে নিজ বাণসমূহের দ্বারা বিদারিত করিয়াছে এবং ইহাতে তাহাদের শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় অসুরগণকে বধকারী কুমার কার্তিকেয়ের ন্যায় তুমি কুন্তীপুত্রদিগকে বধ কর ॥ ১২৪

রাজন্! আপনার পুত্র এই কথা বলিলে পর সুবলনন্দন শকুনি আপনার পুত্রদিগকে প্রসন্ন করিবার ও পাণ্ডবদিগকে বধ করিবার ইচ্ছায় শীঘ্রই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন ॥ ১২৬

তদনন্তর রণাঙ্গনে দ্রোণকুমার অশ্বত্থামা ও রাক্ষস ঘটোৎকচের মধ্যে ইন্দ্র এবং প্রহ্লাদের ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ১২৭

সেই সময় ঘটোৎকচ অতিশয় কুপিত হইয়া বিষ ও অগ্নিসদৃশ তীক্ষ্ণ দশটি বাণের দ্বারা কৃপীপুত্র অশ্বত্থামার বক্ষস্থলে প্রচণ্ড আঘাত করিল ॥ ১২৮

ভীমপুত্র ঘটোৎকচের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের তীব্র আঘাত-প্রাপ্ত হইয়া রথে উপবিষ্ট অশ্বত্থামা বায়ুচালিত বৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ১২৯

এই সময় ঘটোৎকচ পুনরায় আঞ্জলিকনামক বাণের দ্বারা অশ্বত্থামার ধনুশ্চিত অত্যন্ত কাঠিন্যযুক্ত যষ্টিকে অতিক্রত ছেদন করিয়া দিল ॥ ১৩০

তখন দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা তার বহন করিতে সমর্থ অপর একটি বিশাল ধনু হাতে লইয়া মেঘের জলধারা বর্ষণের ন্যায় তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩১

ভারত! তদনন্তর গৌতমীসুত অশ্বত্থামা সুবর্ণময় পঙ্খযুক্ত শত্রুনাশক আকাশচারী বাণসমূহকে আকাশবিহারী রাক্ষস ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৩২

সেই বাণসমূহ বিশালদেহ রাক্ষসগণের সেই বল অত্যন্ত পীড়িত হইয়া সিংহদ্বারা ব্যাকুল মদমত্ত হস্তিযূথের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ১৩৩

যেরূপ ভগবান্ অগ্নিদেব প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণিগণকে দগ্ধ করিয়া থাকেন, সেইরূপ অশ্বত্থামাও নিজ বাণসমূহের দ্বারা অশ্ব, সারথি, রথ ও হস্তিগণ সহ বহু রাক্ষসকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৩৪

হে নৃপ! যেরূপ ভগবান্ মহেশ্বর আকাশে ত্রিপুরাসুরকে দগ্ধ করিয়া শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ রাক্ষসগণের এই এক-অক্ষৌহিণী সৈন্যকে বাণসমূহের দ্বারা দগ্ধ করিয়া অশ্বত্থামা শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৩৫

রাজন্! বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণীকে ভস্মীভূতকারী সংবর্তক অগ্নির ন্যায় শত্রুগণকে দগ্ধ করিয়া দেদীপ্যমান হইয়া উঠিলেন ॥ ১৩৬

ততো ঘটোৎকচঃ ক্রুদ্ধো রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্।
দ্রৌণিং হন্তেতি মহতীং চোদয়ামাস তাং চমূম্ ॥ ১৩৭
ঘটোৎকচস্য তামাজ্ঞাং প্রতিগৃহ্যাথ রাক্ষসাঃ।
দংষ্ট্রোজ্জ্বলা মহাবক্ত্রা ঘোররূপা ভয়ানকাঃ ॥ ১৩৮
ব্যাত্তাননা ঘোরজিহ্বাঃ ক্রোধতাম্রেক্ষণা ভৃশম্।
সিংহনাদেন মহতা নাদয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ১৩৯
হন্তমভ্যদ্রবন্ দ্রৌণিং নানাপ্রহরণায়ুধাঃ।
শক্তীঃ শতঘ্নীঃ পরিঘানশনীঃ-শূল-পট্টিশান্ ॥ ১৪০
খড়্গান্ গদা ভিন্দিপালান্ মুষলানি পরশ্বধান্।
প্রাসানসীংস্তোমরাংশ্চ কণপান্ কম্পনাঙ্কিতান্ ॥ ১৪১
ভুশুণ্ডীঃ ভুবিতাস্যগদাঃ ভুণান্ কার্ষ্ণায়সাংস্তথা।
মুদ্গরাংশ্চ মহাবোরান্ সমরে শত্রুদারণান্ ॥ ১৪২
দ্রৌণিমূর্দ্ধ্বসমুদ্যতা রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।
চিক্ষিপুঃ ক্রোধতাম্রাক্ষাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১৪৩
তচ্ছস্ত্রবর্ষং সুমহদ্ দ্রোণপুত্রস্য মূর্দ্ধনি।
পতমানং সমীক্ষ্যাথ যোধাস্তে ব্যথিতাভবন্ ॥ ১৪৪

দ্রোণপুত্রস্তু বিক্রান্তস্তদ্ বর্ষং ঘোরমুদ্যতম্।
শরৈর্বিধ্বংসয়ামাস বজ্রকল্পৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ১৪৫
ততোঽন্যৈর্নিশিতৈর্ঘোরৈঃ স্বর্ণপুঙ্খৈর্মহাজবৈঃ।
নিজঘ্নে রাক্ষসান্ দ্রৌণিরিন্দ্রাস্ত্রপ্রতিমন্বিতৈঃ ॥ ১৪৬
তদ্বভূবৈরদিতং যুধি রক্ষসাং পীনবক্ষসাম্।
সিংহৈরিব বনে মত্তং গজানামাকুলং কুলম্ ॥ ১৪৭
তে রাক্ষসাঃ সুসংক্রুদ্ধা দ্রোণপুত্রেণ তাড়িতাঃ।
ক্রুদ্ধাঃ স্ম প্রাদ্রবন্ দ্রৌণিং জিঘাংসন্তো মহাবলাঃ ॥
তত্রাদ্ভুতমিবং দ্রৌণির্দর্শয়ামাস বিক্রমম্।
অশক্যং কর্তু মন্যেন সর্বভূতেষু ভারত ॥ ১৪৯
সদেকো রাক্ষসীং সেনাং ক্ষপাদ্ দ্রৌণির্মহাস্ত্রবিৎ।
দদাহ জ্বলিতৈর্বাণৈ রাক্ষসেন্দ্রস্য পশ্যতঃ ॥ ১৫০
স হত্বা রাক্ষসানীকং সরাজ দ্রৌণিরাহবে।
যুগান্তে সর্বভূতানি সংবর্তক ইবানলঃ ॥ ১৫১
তং দহন্তমনীকানি শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।
তেষু রাজসহস্রেষু পাণ্ডবেয়েষু ভারত ॥ ১৫২

তখন ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ানক কর্মকারী অন্য রাক্ষসদিগকে আদেশ করিল, অরে! তোমরা অশ্বত্থামাকে বধ কর ॥ ১৩৭

ঘটোৎকচের সেই আদেশকে শিরোধার্য করিয়া রক্তমুখে উজ্জ্বল, বিশালমুখ, ভয়ঙ্কর রূপধারী, বিস্তৃতবদন এবং ভয়ানক জিহ্বাযুক্ত রাক্ষসগণ ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত মহাসিংহনাদে পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে হস্তে নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া অশ্বত্থামাকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিল।

নির্ভীক ও রক্তচক্ষু ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী শত শত এবং সহস্র সহস্র রাক্ষস অশ্বত্থামার বধকে ইচ্ছা, শতঘ্নী, পট্টিশ, অশনি, শূল, পট্টিশ, খড়্গ, গদা, ভিন্দিপাল, মুষল, পরশু, প্রাস, অসি, তোমর, কর্ণিক, তীক্ষ্ণ কম্পন, ভারী প্রস্তর, ভুশুণ্ডী, গদা, কৃষ্ণবর্ণ লৌহ দণ্ড এবং শত্রুগণকে বিদীর্ণ করিতে সমর্থ মহাভয়ঙ্কর মুদ্গরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ১৩৮–১৪০

দ্রোণপুত্রের মস্তকের উপরে এই সব প্রকৃষ্ট অস্ত্রসমূহ বর্ষিত হইতে দেখিয়া আপনার সমস্ত সৈন্যগণ ব্যথিত হইয়া উঠিল ॥ ১৪৪

কিন্তু পরাক্রমশালী দ্রোণকুমার শিলাশানিত তীক্ষ্ণ বজ্রোপম বাণসমূহের দ্বারা সেই উৎপন্ন ভয়ঙ্কর অস্ত্রবর্ষণকে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ১৪৫

তাহার পর মহাস্ত্রা অশ্বত্থামা দিব্যাস্ত্রসমূহে অভিমন্ত্রিত সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত অন্য বাণসকলের দ্বারা তৎকালেই রাক্ষসগণকে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৪৬

সেই সকল বাণে বিশালবক্ষা রাক্ষসগণের দল অত্যন্ত পীড়িত হইয়া সিংহগণের দ্বারা আকুল হস্তিগণের দলের ন্যায় প্রতীত হইতে ছিল ॥ ১৪৭

দ্রোণপুত্রের প্রহার খাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ মহাবল রাক্ষসগণ তাঁহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় সত্বরে ধাবিত হইল ॥ ১৪৮

ভারত! সেখানে অশ্বত্থামা এরূপ অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিলেন, যাহা সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে অন্য কাহার পক্ষে কোনরূপ সম্ভবই ছিল না ॥ ১৪৯

কারণ, মহাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ অশ্বত্থামা একাকীই সেই সব রাক্ষসসৈন্যদিগকে রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের সাক্ষাতেই প্রজ্বলিত বাণসমূহের দ্বারা ক্ষণকালের মধ্যেই ভস্মীকৃত করিয়া দিলেন ॥ ১৫০

যেরূপ প্রলয় কালে সংবর্তকনামক অগ্নি সমস্ত প্রাণিগণকে দগ্ধ করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই সকল রাক্ষস-সৈন্যদিগকে সংহার করিয়া যুদ্ধস্থলে অশ্বত্থামা অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৫১

ভরতনন্দন! যুদ্ধস্থলে পাণ্ডবগণের সহস্র সহস্র রাজগণের

নৈনং নিরীক্ষিতুং কশ্চিদশক্নোদ্ দ্রৌণিমাহবে।
ঋতে ঘটোৎকচাদ্ বীরাদ্ রাক্ষসেন্দ্রাৎ মহাবলাৎ ॥১৫৩
স পুনর্ভরতশ্রেষ্ঠ ক্রোধাদ্বৃত্তান্তলোচনঃ।
তলং তলেন সংহত্য সংদশ্য দশনচ্ছদম্ ॥ ১৫৪
রথং সূতমথো জুষ্টো দ্রোণপুত্রায় বাং বহ।
স যযৌ ঘোররূপেণ মুখতাকেন ভাস্বতা ॥ ১৫৫
দ্বৈরথং দ্রোণপুত্রেণ পুনরপ্যরিসূদনঃ।
স বিনদ্য মহানাদং সিংহবদ্ ভীমবিক্রমঃ ॥ ১৫৬
চিক্ষেপাবিষহ্য সংগ্রামে দ্রোণপুত্রায় রাক্ষসঃ।
অষ্টঘণ্টাং মহাঘোরামশনিং দেবনির্মিতাম্ ॥ ১৫৭
তামবপ্লুত্য জগ্রাহ দ্রৌণির্ন্যস্য রথে ধনুঃ।
চিক্ষেপ চৈনাং তস্যৈব স্যন্দনাৎ সোঽবপুপ্লুবে ॥ ১৫৮
সাশ্ব-সূত-ধ্বজং যানং ভস্ম কৃত্বা মহাপ্রভা।
বিবেশ বসুধাং ভিত্ত্বা সাশনির্ভূমদারুণা ॥ ১৫৯

দ্রৌণেস্তং কর্ম দৃষ্ট্বা তু সর্বভূতাকুলত্বকৃৎ।
গদামুদ্যম্য জগ্রাহ ঘোরাং শত্রুনিবর্হিণীম্ ॥ ১৬০
দৃষ্ট্বাপ্লবন্তং গদয়া ভৈরসেনিস্ততো নৃপ।
সঙ্ক্রুদ্ধোরং সমাধাত্ত মহনিস্ত্রায়ুধোপমম্।
মুমোচ নিশিতান্ বাণান্ পুলস্ত্যৌশনসোরসি ॥ ১৬১
দৃষ্ট্বাস্ত্রমস্ত্রসম্ভান্তো মুমোচাশীবিষোপমান্।
সুবর্ণপুঙ্খান্ বিশিখান্ দ্রোণপুত্রস্য বক্ষসি ॥ ১৬২
ততো মুমোচ নারাচান্ দ্রৌণিস্তাংশ্চ সহস্রশঃ।
তাবপারিশিখপ্রব্যৈরস্ত্রমস্ত্রেণ মার্গণান্ ॥ ১৬৩
অতিতীব্রং মহদ্ যুদ্ধং তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ।
যোধানাং প্রীতিজননং দ্রৌণেশ্চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬৪
ততো রথসহস্রেণ দ্বিরদানাং শতৈস্ত্রিভিঃ।
বড়্‌ভির্বাজিসহস্রৈশ্চ ভীমস্যং দেবমাগমৎ ॥ ১৬৫

মধ্যে বীর মহাবল রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিই বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা পাণ্ডবপক্ষের সৈন্যগণকে ধ্বস্ত করিতে করিতে অবস্থিত অশ্বত্থামার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিল না। ১৫১-১৫৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! পুনরায় ক্রোধে ঘটোৎকচের চক্ষু ঘুরিতে লাগিল। সে তীব্র হস্ততলের দ্বারা হস্ততলে আঘাত করত ওষ্ঠ চিবাইতে থাকিয়া ক্রোধের সহিত সারথিকে বলিল—সূত! তুমি আমাকে দ্রোণপুত্রের সম্মুখে লইয়া চল।

শত্রুসূদন ঘটোৎকচ স্বর্ণখচিত পতাকাসমূহে সুশোভিত, প্রকাশমান এবং ভয়ঙ্কর রথের দ্বারা পুনরায় দ্রোণপুত্রের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ করিবার জন্য গমন করিল।

সেই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী রাক্ষস সিংহসদৃশ তীব্র গর্জন করিতে করিতে রণাঙ্গনে দ্রোণপুত্রের উপর দেবগণ কর্তৃক নির্মিত এবং অষ্টঘণ্টাযুক্ত এক মহাভয়ঙ্কর অশনি (বজ্র) ঘুরাইয়া নিক্ষেপ করিল। ১৫৪-১৫৭

ইহা দেখিয়া অশ্বত্থামা রথের উপর বীর বসু স্থাপন করত লাফ দিয়া সেই অশনিকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং ঘটোৎকচের রথের উপরেই উহা নিক্ষেপ করিলেন। তখন ঘটোৎকচ সেই রথ হইতে লাফাইয়া পড়িল। ১৫৮

অত্যন্ত বেগশালী ও পরম ভাস্বর সেই অশনি অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ সহ ঘটোৎকচের রথকে ভস্ম করত পৃথিবী ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। ১৫৯

অশ্বত্থামা ভগবান্ শঙ্কর কর্তৃক নির্মিত সেই ভয়ঙ্কর অশনিকে ধরিয়া লাফ দিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাঁহার এতাদৃশ কর্ম দেখিয়া সমস্ত প্রাণিগণ ভূরিভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। ১৬০

হে নৃপ! সেই সময় ভীমসেননন্দন ঘটোৎকচ দৃষ্টদ্যুম্নের রথে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রধ্বজসদৃশ বিশাল গদা হস্তে গ্রহণ করত অশ্বত্থামার বিশাল বক্ষে বহুসংখ্যক তীক্ষ্ণ বাণ প্রহার করিল। ১৬১

দৃষ্টদ্যুম্নও বিচলিত না হইয়াই বিষধর সর্পসদৃশ সুবর্ণখচিত পঙ্খযুক্ত বহুসংখ্যক বাণ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। ১৬২

তখন অশ্বত্থামাও ইহাদের উপর সহস্র সহস্র নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। দৃষ্টদ্যুম্ন এবং ঘটোৎকচও অগ্নিশিখাসদৃশ তেজস্বী বাণসমূহের দ্বারা অশ্বত্থামার নারাচসমূহকে কাটিয়া ফেলিলেন। ১৬৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ এবং অশ্বত্থামার এই অত্যন্ত উগ্র ও মহাযুদ্ধ সমস্ত যোদ্ধাদের হর্ষবর্ধন করিতে ছিল। ১৬৪

তখনন্তর এক হাজার রথ, তিন শত হস্তী ও ছয় হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধার সহিত ভীমসেন সেই যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন। ১৬৫

ততো ভীমাত্মজং রক্ষো ঘটোৎকচ সাত্যকম্।
অযোধয়ত বর্ষাত্মা দ্রৌণিরক্লিষ্টবিক্রমঃ ॥ ১৬৬
তমাদ্রুত্তমং দ্রৌণির্দর্শয়ামাস বিক্রমম্।
অশক্যং কর্তুমন্যেন সর্বভূতেষু ভারত ॥ ১৬৭
নিমেষান্তরমাত্রেণ সাশ্ব-সূত-রথ-দ্বিপাম্।
অক্ষৌহিণীং রাক্ষসানাং শিতৈর্বাণৈরপাতয়ৎ ॥ ১৬৮
মিষতো ভীমসেনস্য হৈড়িম্বেঃ পার্ষতস্য চ।
যময়োর্ধর্মপুত্রস্য বিজয়স্যাচ্যুতস্য চ ॥ ১৬৯
প্রগাঢ়মহোগতিভির্নারাচৈরভিতাড়িতাঃ।
নিপেতুর্ভিন্নদা ভূমৌ সমৃদ্ধা ইব পর্বতাঃ ॥ ১৭০
বিকৃষ্টৈর্হস্তিহস্তৈশ্চ বিচলদ্ভিরিতস্ততঃ।
বরাজ বসুধা কীর্ণা বিসর্পদ্ভিরিবোরগৈঃ ॥ ১৭১
ছিন্নৈঃ কাঞ্চনদণ্ডৈশ্চ নৃপচ্ছত্রৈঃ ক্ষিতির্বভৌ।
দ্যৌরিবোদিতচন্দ্রার্কৈ গ্রহাকীর্ণা যুগক্ষয়ে ॥ ১৭২

প্রবৃদ্ধধ্বজমণ্ডূকাং ভেরীবিস্তীর্ণকচ্ছপাম্।
ছত্রহংসাবলীজুষ্টাং ফেনচামরমালিনীম্ ॥ ১৭৩
কবন্ধদ্রুমসাগ্রাহাং নৈকায়ুধতরঙ্গিণীম্।
বিস্তীর্ণগজপাষাণাং হতাশ্বমকরাকুলাম্ ॥ ১৭৪
রথক্ষিপ্তমহাবপ্রাং পতাকাতীরশাদ্বলাম্।
শরমীনাং মহারৌদ্রাং প্রাসশক্ত্যৃষ্টিকচ্ছপাম্ ॥ ১৭৫
মজ্জামাংসমহাপঙ্কাং কবন্ধাবর্ত্তিতোডুপাম্।
কেশশৈবলকল্মাষাং ভীরূণাং কশ্মলাবহাম্ ॥ ১৭৬
নাগেন্দ্র-হয়যোধানাং শরীরব্যয়সম্ভবাম্।
শোণিতৌঘমহাঘোরাং দ্যৌণিঃ প্রাবর্তয়ন্নদীম্ ॥ ১৭৭
যোধার্তরবনির্ঘোষাং ক্ষতজৌঘসমাকুলাম্।
শাপদাস্থিমহাঘোরাং যমরাষ্ট্রমহোদধিম্ ॥ ১৭৮
নিহত্য রাক্ষসান বাণৈর্দ্রৌণিরৈড়িস্থিমার্দ্দয়ৎ।
পুনরপ্যতিসংক্রুদ্ধঃ সর্বকোষধরপার্থিবান্ ॥ ১৭৯

সেই সময় অনায়াসেই শত্রুসৈন্যপ্রকাশ করিতে সমর্থ অশ্বত্থামা ভীমপুত্র রাক্ষস ঘটোৎকচ এবং অন্যান্যি-গণ সহ যুধিষ্ঠিরের সহিত এবাকীই যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ১৬৬

ভারত ! এখানে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অত্যন্ত অদ্ভুত পরাক্রম করিয়া দেখাইয়াছিলেন, যাহা সমস্ত প্রাণীদিগের মধ্যে অন্য আর কেহই করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ১৬৭

তিনি নিমেষকাল মাত্রেই তীব্র তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা অশ্ব, সারথি, রথ ও হস্তিগণ রাক্ষসগণের এক অক্ষৌহিণী সৈন্যকে সংহার করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৬৮

ভীমসেন, ঘটোৎকচ, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্নপুত্র দ্রৌপদীয়, অর্জুন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষেই এই সব কিছুই সংঘটিত হইয়া যাইল ॥ ১৬৯

শীঘ্রতার সহিত সমুখের দিকে ধাবিত নারাচসকলের প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া বহু সংখ্যক হস্তী শিখরযুক্ত পর্ব্বতসমূহের ন্যায় ধরাশায়ী হইল ॥ ১৭০

হস্তীদিগের শুণ্ড ছিন্ন হওয়ায় তাহারা এদিকে ওদিকে ধাবিত হইতেছিল। ইহাদের দ্বারা আচ্ছাদিতা বসুধা বক্রগতিতে গমনকারী সর্পগণের দ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া মনে হইতে-ছিল ॥ ১৭১

এদিকে ওদিকে পতিত সুবর্ণময় বহুবিশিষ্ট রাজাদিগের ছত্র-সমূহে আবৃতা সেই রণভূমি প্রলয়কালে সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্র সমূহে পরিপূর্ণ আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৭২

অশ্বত্থামা সেই যুদ্ধস্থলে রক্তের নদী প্রবাহিত করিয়া দিলেন, যাহা রক্তের প্রবাহে অতিশয় ভয়ঙ্করূপে প্রতীত হইতেছিল। যাহাতে ছিন্ন হইয়া পতিত ধ্বজসকল মণ্ডূক (ব্যাঙ্), রণভেরী-সমূহ বিশাল কচ্ছপ, রাজাদিগের শ্বেতবর্ণ ছত্রসকল হংসশ্রেণী, চামরসমূহ ফেন, ধনু ও শূলগণ মহাজলচর, নানাবিধ অস্ত্রসকল মৎস্য, বিশালদেহ হাতীরা শিলাখণ্ড, মৃত অশ্বগণ মকর, পতিত রথ-সমূহ বিশাল তীর, পতাকাশ্রেণী সুন্দর বৃক্ষরাজি, বাণসকল মৎস্য, দেখিতে ভয়ঙ্কর, প্রাস, শক্তি ও ঋষি প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ কুম্ভীর, (ঢোঁড়া সাপ) মজ্জা ও মাংস মহাপঙ্ক, বাহিত মুণ্ডহীন শবদেহসমূহ নৌকা এবং কেশসকল নানাবর্ণের শেওলা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। গজরাজ, অশ্ব ও যোদ্ধাদের দেহ নাশপ্রাপ্ত হওয়ায় কাপুরুষগণের মোহপ্রদায়িনী এই নদীর আবির্ভাব হইয়াছিল যোদ্ধাদিগের আর্ত্তস্বরই এই নদীর কলকল ধ্বনি ছিল। এই নদী হইতে রক্তের তরঙ্গসকল উত্থিত হইতেছিল। হিংস্র জন্তুগণ (রক্তপানাদির লোভে সেখানে উপস্থিত হওয়ায়) যাতায় ইহার ভয়ঙ্করতা আরও বর্দ্ধিত হইতেছিল। এই নদী যমরাজের রাজধানী মহাসাগরে মিলিত হইবার জন্য প্রবাহিত হইতেছিল ॥ ১৭৩-১৭৮

রাক্ষসদিগকে বধ করত অশ্বত্থামা তীব্র বাণসমূহের দ্বারা ঘটোৎকচকে অত্যন্ত পীড়িত করিয়া ফেলিলেন। পুনরায় সেই মহাবল বীর অত্যন্ত কুপিত হইয়া তীব্র নারাচসমূহের দ্বারা

স নারাচগণৈঃ পার্থান্ দ্রৌণিরিন্দ্রজা মহাবলঃ।
জঘান সুরথং নাম দ্রুপদস্য সুতং বিভুঃ॥ ১৮০
পুনঃ শত্রুঞ্জয়ং নাম দ্রুপদস্যাত্মজং রণে।
বলানীকং জয়ানীকং জয়াশ্বং চাভিজঘ্নিবান্॥ ১৮১
ক্ষুরাভ্যাং রাজানং দ্রৌণিনিস্ত্রিংশ যমক্ষয়ম্।
ত্রিভিস্তীক্ষ্ণৈঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সুপুঙ্খৈর্হেমমালিনম্॥ ১৮২
জঘান স পৃষধ্রঞ্চ চন্দ্রসেনঞ্চ মারিষ।
কুন্তিভোজসুতাংশ্চাপৌ দশভির্দশ জঘ্নিবান্॥ ১৮৩
অশ্বত্থামা সুসংক্রুদ্ধঃ সন্ধায়োগ্রমজিহ্মগম্।
সুমোচাকর্ণপূর্ণেন ধনুষা শরমুত্তমম্॥ ১৮৪
যমদণ্ডোপমং ঘোরমুদ্দিশ্যাত ঘটোৎকচম্।
স ভিত্ত্বা হৃদয়ং তস্য রাক্ষসস্য মহাশরঃ॥ ১৮৫
বিবেশ বসুধাং শীঘ্রং সুপুঙ্খঃ পৃথিবীপতে।
তং হতং পতিতং জ্ঞাত্বা ঘটোৎকচো মহারথঃ॥ ১৮৬
দ্রৌণেঃ সকাশাদ্ রাজেন্দ্র বাপনিস্তে রথোত্তমম্।

ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ সমস্ত কুন্তীপুত্রগণকে আহ্বান করত দ্রুপদনন্দন সুরথকে বধ করিলেন॥ ১৭৯-১৮০

তাহার পর তিনি রণাঙ্গনে দ্রুপদপুত্র শত্রুঞ্জয়, বলানীক, জয়ানীক ও জয়াশ্বকেও সংহার করিলেন॥ ১৮১

আর্য্য! ইহার পর দ্রোণকুমার অশ্বত্থামা রাজা ক্ষত্রাঞ্জয়কে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। পুনরায় অপর তিনটি তীক্ষ্ণ ও সুন্দর পঙ্খবিশিষ্ট বাণের দ্বারা হেমমালী, পৃষধ্র ও চন্দ্রসেনকেও বধ করিলেন। তাহার পর দশটি বাণে তিনি রাজা কুন্তিভোজের দশ পুত্রকে সংহার করিলেন॥ ১৮২-১৮৩

অনন্তর ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা একটি শরসন্ধানী অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও উত্তম বাণসন্ধান করিয়া কর্ণ পর্য্যন্ত ধনু আকর্ষণ করত অতি সত্বর উহা ঘটোৎকচকে লক্ষ্যপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। এই বাণ ঘোর যমদণ্ডসদৃশ ছিল।

হে ভূপতে! সুন্দর পুঙ্খযুক্ত এই মহাবাণ সেই রাক্ষস ঘটোৎকচের হৃদয় বিদীর্ণ করত ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল।

রাজেন্দ্র! ঘটোৎকচকে নিহত হইয়া পতিত মনে করিয়া

ততঃ পরাঙ্মুখনৃপঃ সৈন্যং যৌধিষ্ঠিরং নৃপ॥ ১৮৭
পরাজিত্য রণে বীরো দ্রোণপুত্রো ননাদ হ।
পূজিতঃ সর্বভূতেষু তব পুত্রৈশ্চ ভারত॥ ১৮৮
অথ শরশতভিন্নকৃত্তদেহৈ-
র্হতপতিতৈঃ ক্ষণদাচরৈঃ সমন্তাৎ।
নিধনমুপগতৈর্মহী কৃতাদ্ভূ
র্গিরিশিখরৈরিব দুর্গমাজিরৌজা॥ ১৮৯
তং সিদ্ধ-গন্ধর্ব-পিশাচসঙ্ঘা
নাগাঃ সুপর্ণাঃ পিতরো বয়াংসি।
রক্ষোগণা ভূতগণাশ্চ দ্রৌণি-
মপূজয়ন্নপ্সরসঃ সুরাশ্চ॥ ১৯০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচবধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫৬

মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় উত্তম রথে তাহাকে অশ্বত্থামার নিকট হইতে দূরে লইয়া গেলেন।

হে নৃপ! তখন যুধিষ্ঠিরের সৈন্যের মধ্যে সকল মহারথিগণ যুদ্ধবিমুখ হইয়া পড়িলেন। সেই সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া বীর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রণাঙ্গনে গর্জন করিতে লাগিলেন। ভারত! সেই সময় সকল প্রাণীর মধ্যেই অশ্বত্থামার অতিশয় সম্মানের হইল। আপনার পুত্রগণও তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন॥ ১৮৭-১৮৮

অনন্তর শত শত বাণে শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাওয়ায় নিহত হইয়া পতিত নিশাচরগণের দেহ চারিদিকেই রণভূমি পর্ব্বতশিখরসমূহে আচ্ছাদিত বলিয়া অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও দুর্গমরূপে প্রতীয়মান হইতেছিল॥ ১৮৯

সেই সময় যেখানে সিদ্ধ, গন্ধর্ব, পিশাচ, নাগ, সুপর্ণ ও পিতৃগণ এবং পক্ষী, রাক্ষস, ভূত, অপ্সরা ও দেবতাবৃন্দ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন॥ ১৯০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত ঘটোৎকচপর্ব্বে রাত্রিযুদ্ধবিষয়ক ষট্‌পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সোমদত্তস্য মূর্চ্ছা, ভীমের বাহ্লীকসা বধ, ধৃতরাষ্ট্রস্য দশ পুত্রাণাম্, শকুনেঃ সপ্ত-রথিনাম্, পঞ্চ-ভ্রাতৃণাঞ্চ সংহারঃ, দ্রোণাচার্য্য-যুধিষ্ঠিরয়োরুত্তরলাভশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

দ্রুপদস্যাত্মজান্ দৃষ্ট্বা কৃতিভোজসুতাংস্তথা।
দ্রোণপুত্রেণ নিহতান্ রাক্ষসাংশ্চ সহস্রশঃ॥ ১
যুধিষ্ঠিরো ভীমসেনো ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
যুযুধানশ্চ সংরব্ধা যুদ্ধায়ৈব মনো দধুঃ॥ ২
সোমদত্তশ্চ পুনঃ ক্রুদ্ধো দৃষ্ট্বা সাত্যকিমাহবে।
মহতা শরবর্ষেণাচ্ছাদয়ামাস ভারত॥ ৩
ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধমতীব ভয়বর্দ্ধনম্।
স্বদীয়ানাং পরেষাঞ্চ ঘোরং বিজয়কাঙ্ক্ষিণাম্॥ ৪
তং দৃষ্ট্বা সমুপায়ান্তং কুরুপুঙ্গবঃ শিলাশিতৈঃ।
দশভিঃ সাত্বতস্যার্থে ভীমো বিব্যাধ সায়কৈঃ॥ ৫
সোমদত্তোঽপি তং বীরঃ শতেন প্রত্যবিধ্যত।
সাত্বতস্ত্বভিসংক্রুদ্ধঃ পুত্রাণামিতরেতরম্॥ ৬
বৃদ্ধং বৃদ্ধতরৈর্মুক্তং যযাতিমিব নাহুষম্।
বিব্যাধ দশভিস্তীক্ষ্ণৈঃ শরৈর্বজ্রনিপাতনৈঃ॥ ৭
শক্ত্যা চৈনং বিনির্ভিদ্য পুনর্বিব্যাধ সপ্তভিঃ।
ততস্তু সাত্যকের্বাহে ভীমসেনো নবং দৃঢ়ম্॥ ৮
মুমোচ পরিঘং ঘোরং সোমদত্তস্য মূর্দ্ধনি।
সাত্বতোঽপ্যাশিসঙ্কাশং মুমোচ শরমুত্তমম্॥ ৯
সোমদত্তোরসি ক্রুদ্ধঃ সুপত্রঃ নিশিতঃ যুধি।
যুগপৎ পেততুর্বীরৌ ঘোরৌ পরিঘমার্গণৌ॥ ১০
শরীরে সোমদত্তস্য স পপাত মহাদ্রুমঃ।
ব্যামোহিতে তু তনয়ে বাহ্লীকস্যমুপাদ্রবৎ॥ ১১
বিসৃজন্নরবর্ষাণি কালবর্ষীব তোয়দঃ।
ভীমোঽথ সাত্বতস্যার্থে বাহ্লীকং নবভিঃ শরৈঃ॥ ১২

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

[সোমদত্তের মূর্চ্ছা, ভীমকর্ত্তৃক বাহ্লীকবধ, ধৃতরাষ্ট্রের দশ পুত্র ও শকুনির সপ্ত রথী ও পঞ্চ ভ্রাতা সংহার এবং দ্রোণাচার্য্য ও যুধিষ্ঠিরের জয়লাভ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকর্ত্তৃক দ্রুপদ ও কৃতিভোজের পুত্রগণ এবং সহস্র সহস্র রাক্ষসগণকে নিহত হইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যুযুধান (সাত্যকি) অতিশয় সাবধান হইয়া যুদ্ধে মনঃ সংযোগ করিলেন। ১-২

ভারত! যুদ্ধস্থলে সাত্যকিকে দেখিয়া সোমদত্ত পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তিনি প্রকৃষ্ট বাণবর্ষণ করত সাত্যকিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ৩

তাহার পর পুনরায় বিজয়লাভ করিতে অভিলাষী আপনার ও শত্রুপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ৪

সোমদত্তকে আসিতে দেখিয়া ভীমসেন সাত্যকিকে সহায়তা করিবার জন্য শিলাশাণিত ও সুদর্শনীয় পঙ্খযুক্ত দশটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন। ৫

সোমদত্তও বীর ভীমসেনকে শত বাণসমূহে বিদ্ধ করত তাহার প্রতিশোধ লইলেন। এদিকে সাত্যকিও অত্যন্ত কুপিত হইয়া পুত্রশোকে নিমজ্জিত নহুষনন্দন যযাতির ন্যায় বৃদ্ধতরযুক্ত বৃদ্ধ সোমদত্তকে বজ্রতুল্য পতিত করিতে সমর্থ দশটি তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৬-৭

তাহার পর শক্তি-অস্ত্রে উহাকে বিদীর্ণ করিয়া সাতটি বাণের দ্বারা পুনরায় গুরুতর আঘাত করিলেন। তাহার পর সাত্যকির রথ ভীমসেন সোমদত্তের মস্তকে নূতন, সুদৃঢ় ও ভয়ঙ্কর একটি পরিঘ প্রহার করিলেন।

এই সাত্যকিও যুদ্ধস্থলে কুপিত হইয়া সোমদত্তের বক্ষঃস্থলে সুন্দর পঙ্খ যুক্ত, অগ্নিসদৃশ তেজস্বী, উত্তম ও তীক্ষ্ণ বাণপ্রহার করিলেন।

এই পরিঘ ও বাণ বীর সোমদত্তের দেহে এক সঙ্গে পতিত হইল। ইহাতে মহারথী সোমদত্ত মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন।

নিজ পুত্র সোমদত্ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে বাহ্লীক বর্ষাকালে বর্ষণশীল মেঘের ন্যায় বাণসমূহের বৃষ্টি করিতে করিতে সেখানে সাত্যকির দিকে ধাবিত হইলেন।

ভীমসেন সাত্যকির জন্য মহারাজ বাহ্লীককে পীড়িত করিতে করিতে যুদ্ধের সম্মুখ ভাগে তিনি তাঁহাকে নবটি বাণে আঘাত করিলেন।

প্রণীড়য়ন্ মহাত্মানং বিব্যাধ রণমূর্ধনি।
প্রাতীপেয়স্তু সংক্রুদ্ধঃ শক্তিং ভীমস্য বক্ষসি ॥ ১৩
নিচখান মহারাজঃ পুরন্দর ইবাশনিম্
স তথাভিহতো ভীমশ্চকম্পে চ মুমোহ চ ॥ ১৪
প্রাপ্য চেতশ্চ বলবান্ গদামস্মৈ সসর্জ হ।
সা পাণ্ডবেন প্রহিতা বাহ্লীকস্য শিরোঽহরৎ ॥ ১৫
স পপাত ততঃ পৃথ্যাং বজ্রাহত ইবাদ্রিরাট্।
তস্মিন্ বিনিহতে বীরে বাহ্লীকে পুরুষর্ষভ ॥ ১৬
পুত্রাণাং দশকং ভীমঃ দশ দাশরথেঃ সমাঃ।
নাগদত্তো দৃঢ়রথো মহাবাহুরয়োভুজঃ ॥ ১৭
দৃঢ়ঃ সুহস্তো বিরজাঃ প্রমাথ্যুগ্রোঽনুযায়িনি।
তান্ দৃষ্ট্বা দুদ্রুবে ভীমো জগ্রহে তারসাধনান্ ॥ ১৮
একমেকং সমুদ্দিশ্য পাণ্ডবাসো মর্মসু।
তে বিদ্ধা ব্যসবঃ পেতুঃ স্বজনেভ্যো হতৌজসঃ ॥ ১৯
চণ্ডবাতপ্রভগ্নাস্তু পর্বতাগ্রাদ্দ্রুমা ইব।
নারাচৈর্দশভির্ভীমস্তান নিহত্য ত্বরান্বিতান্ ॥ ২০
কর্ণস্য দয়িতঃ পুত্রঃ বৃষসেনমবাভিহৎ।
ততো বৃষরথো নাম ভ্রাতা কর্ণস্য বিক্রান্তঃ ॥ ২১
জঘান ভীমং নারাচৈস্তমপ্যস্যাস্যবদ্ বলী।
ততঃ সপ্ত রথান্ বীরঃ খ্যাতানাং তব ভারত ॥ ২২
নিহত্য ভীমো নারাচৈঃ শতচন্দ্রমপোথয়ৎ।
অমর্ষয়ন্তো নিহতং শতচন্দ্রং মহারথম্ ॥ ২৩
শকুনেস্ত্রয়ো বীরা ভ্রাতরঃ শরতো বিদুঃ।
সুতশো ভানুমন্তশ্চ শূরাঃ পঞ্চ মহারথাঃ ॥ ২৪
অভিদ্রুতা শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভীমসেনমরিন্দমম্।
স তাড্যমানো নারাচৈর্ষষ্টিভেদৈরবাচলঃ ॥ ২৫
জঘান পঞ্চভির্বীরৈঃ পঞ্চৈবাতিরথান্ বলী।
তান্ দৃষ্ট্বা নিহতান্ বীরান্ বিচেলুঃ পৃতনাস্তব ॥ ২৬
ততো ধৃষ্টধিরঃ ক্রুদ্ধস্তবানীকমবাভয়ৎ।
নিঘ্নতঃ কুরুযোধাংস্তু পৃষতাংস্তব চানঘ ॥ ২৭

তখন মহারাজ প্রতীপপুত্র বাহ্লীক অত্যন্ত কুপিত হইয়া ভীমসেনের বক্ষে নিজ শক্তি প্রবেশ করাইয়া দিলেন। ইহাতে মনে হইল যেমনরাজ ইন্দ্র কোন পর্বতের উপর বজ্র প্রহার করিলেন।

এইরূপে শক্তির প্রহারে আহত হইয়া ভীমসেন কম্পিত হইলেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তারপর সচেতন হইয়া বলবান্ ভীমসেন তাঁহার উপর গদা নিক্ষেপ করিলেন।

পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই গদা বাহ্লীকের মস্তক উড়াইয়া দিল। তিনি বজ্রাহত পর্বতশ্রেষ্ঠের ন্যায় নিহত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন।

নরশ্রেষ্ঠ! বীর বাহ্লীক নিহত হইলে পর শ্রীরামচন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী আপনার দশজন পুত্র ভীমসেনকে পীড়িত করিতে লাগিলেন।

ইঁহাদের নাম হইল—নাগদত্ত, দৃঢ়রথ (দৃঢ়ধন্বা), মহাবাহু, অয়োভুজ (অয়োবাহু), দৃঢ় (দৃঢ়ক্ষত্র), সুহস্ত, বিরজা, প্রমাথী, উগ্র (উগ্রায়ুধ) এবং অনুযায়ী (অনুযায়ী)।

ইঁহাদিগকে সম্মুখে দেখিয়া ভীমসেন কুপিত হইলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের জন্যই তারসাধন নাম এক একটি করিয়া মোট দশটি বাণ গ্রহণ করিলেন এবং সেই সকল বাণ আপনার পুত্রগণের মর্মস্থান-সমূহে পাতিত করিলেন।

এই সকল বাণে বিদ্ধ হইয়া আপনার পুত্রগণ প্রাণহীন হইলেন এবং পর্বতশিখর হইতে প্রচণ্ড বায়ুর দ্বারা উৎপাটিত বৃক্ষসমূহের ন্যায় নিস্তেজ হইয়া রথ হইতে পতিত হইলেন।

আপনার সেই দশ পুত্রকে দশটি নারাচের দ্বারা নিহত করিয়া ভীমসেন কর্ণের প্রিয় পুত্র বৃষসেনের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

তদনন্তর কর্ণের সুবিখ্যাত বলবান্ ভ্রাতা বৃষরথ আসিয়া ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহাকে বহু নারাচে আহত করিয়া ফেলিলেন।

ভারত! তাঁহার পর বীর ভীমসেন আপনার জ্ঞাতিবর্গ বীরকে নারাচ সকলের দ্বারা বধ করিয়া শতচন্দ্রকেও বিনষ্ট করিয়া দিলেন।

মহারথী শতচন্দ্র নিহত হইলে পর অমর্ষপরবশ শকুনির তিন ভ্রাতা গবাক্ষ, শরভ, বিভু, সুতশ এবং ভানুমন্ত—এই পাঁচ বীর মহারথী ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইয়া তাঁহাকে তীক্ষ্ণ বাণ-সমূহের দ্বারা তাড়িত করিতে লাগিলেন।

যেরূপ বৃষ্টির বেগে পর্বত আঘাত সহিয়া থাকে, সেইরূপ ইঁহাদের নারাচসমূহের দ্বারা আহত হইয়া বলবান্ ভীমসেন তীক্ষ্ণ পাঁচ বাণের দ্বারা এই পাঁচ অতিরথ বীরকে বধ করিলেন।

এই পাঁচ বীরকে নিহত হইতে দেখিয়া শত্রু সেই মহাসৈন্যগণ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। নিষ্পাপ রাজন্! তদনন্তর ক্রুদ্ধ ধৃষ্ট-

অম্বষ্ঠান্ মালবান্ শূরাংস্ত্রিগর্তান্ স শিবীনপি।
প্রাহিণোন্মৃত্যুলোকায় ক্রুদ্ধো যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরঃ॥ ২৮
অক্ষীষাহান্ শূরসেনান বাহ্লীকান্ সবসাতিকান্।
নিহত্য পৃথিবীং রাজা চক্রে শোণিতকর্দমাম্॥ ২৯
যৌধেয়ান্ মালবান্ রাজন্ ক্ষুদ্রকাণাং গণান্ বহূন্।
প্রাহিণোন্মৃত্যুলোকায় শূরান্ বাণৈর্যুধিষ্ঠিরঃ॥ ৩০
হতাশ্বরথ সূতাংশ্চ বিধানে ব্যাকুলস্তদা।
উত্তাসীৎ তুমুলঃ শব্দো যুধিষ্ঠিরবধং প্রতি॥ ৩১
সৈন্যানি দ্রাবয়ন্তং তং দ্রোণো দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরম্।
চোদিতস্তব পুত্রেণ সাধুসৈরভ্যবাকিরৎ॥ ৩২
দ্রোণস্তু পরমক্রুদ্ধো বায়ব্যাস্ত্রেণ পার্থিবম্।
বিব্যাধ সোঽপি তদ্ দিব্যাস্ত্রমস্ত্রেণ জঘ্নিবান্॥ ৩৩
তস্মিন্ বিনিহতে চাস্ত্রে তবপুত্রো যুধিষ্ঠিরে।
বারুণং বায্যমাগ্নেয়ং ত্বাষ্ট্রং সাবিত্রমেব চ॥ ৩৪
চিক্ষেপ পরমক্রুদ্ধো জিঘাংসুঃ পাণ্ডুনন্দনম্।
ক্ষিপ্তানি ক্ষিপ্যমাণানি তানি চাস্ত্রাণি ধর্মজঃ॥ ৩৫
জঘানাস্ত্রৈর্মহাবাহুঃ কুন্তযোনেরবিস্রসন্।
সত্যাং চিকীর্ষমাণস্তু প্রতিজ্ঞাং কুন্তসম্ভবঃ॥ ৩৬
প্রাহুণ্চক্রেঽস্ত্রমৈন্দ্রং বৈ প্রাজাপত্যঞ্চ ভারত।
জিঘাংসুর্ধর্মতনয়ং তব পুত্রহিতে রতঃ॥ ৩৭
পতিঃ কুরূণাং গজসিংহগামী
বিশালবক্ষাঃ পৃথুলোহিতাক্ষঃ।
প্রাহুণ্চকারাস্ত্রমহীনতেজা
মাহেন্দ্রমস্ত্রং স জঘান যেন॥ ৩৮
বিহন্যমানেষ্বস্ত্রেষু দ্রোণঃ ক্রোধসমন্বিতঃ।
যুধিষ্ঠিরবধং প্রেপ্সুর্ব্রাহ্মমস্ত্রমুদৈরয়ৎ॥ ৩৯
ততো নাজ্ঞায়িষং কিঞ্চিন্ ঘোরেণ তমসাবৃতে।
সর্বভূতানি চ পরা ত্রাসং জগ্মুর্মহীপতে॥ ৪০

যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য এবং আপনার পুত্রগণের সাক্ষাতেই আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। ৮-২৭

এই যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠির অম্বষ্ঠ, মালব, শৌর্যশালী বীর ত্রিগর্ত এবং শিবিদেশীয় সৈন্যদিগকেও মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন। ২৮

অক্ষীষাহ, শূরসেন, বাহ্লীক ও বসাতিদেশীয় যোদ্ধাগণকে বিনষ্ট করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির এই ভূতলে রক্তের কর্দম উৎপন্ন করিয়া দিলেন॥ ২৯

রাজন্! যুধিষ্ঠির স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা যৌধেয়, মালব এবং ক্ষুদ্রকগণকেও মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন। ৩০

যুধিষ্ঠিরের রথের পার্শ্ববর্তী যানসমূহে 'বধ কর, ধরিয়া আন, বন্ধন কর, অস্ত্রবিদ্ধ কর, খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেল' ইত্যাদি তাহার বাক্যসকল উত্থিত হইতে লাগিল। ৩১

দ্রোণাচার্য যুধিষ্ঠিরকে নিজের সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধনকর্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহার উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ৩২

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দ্রোণাচার্য বায়ব্য-অস্ত্রের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন। যুধিষ্ঠিরও স্বীয় দিব্যাস্ত্রের বলে ঐ দিব্যাস্ত্র নষ্ট করিয়া দিলেন। ৩৩

এই অস্ত্র নষ্ট হইয়া যাইলে দ্রোণাচার্য যুধিষ্ঠিরের উপর ক্রমশঃ বারুণ, বায্য, আগ্নেয়, ত্বাষ্ট্র ও সাবিত্র নামক দিব্যাস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিলেন; কারণ, তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু মহাবাহু ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যকে অল্পও ভয় না করিয়া তাঁহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত ও নিক্ষেপণোদ্যত সমস্ত অস্ত্রকেই স্বীয় দিব্যাস্ত্রসমূহে নষ্ট করিয়া দিলেন।

ভারত! দ্রোণাচার্য স্বীয় প্রতিজ্ঞাকে সত্য করিবার ইচ্ছা করিয়া আপনার পুত্রের মঙ্গলে তৎপর হইয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বধ করিবার অভিলাষে তাঁহার উপর ঐন্দ্র ও প্রাজাপত্য নামক অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ৩৪-৩৭

তখন গজ ও সিংহসদৃশ গতিবিশিষ্ট, বিশাল বক্ষঃস্থল-শোভিত, রক্তবর্ণ সুদীর্ঘ নয়নযুক্ত, অভিমন্যু তেজস্বী কুরুপতি যুধিষ্ঠির যাহার দ্বারা অস্ত্র আবিষ্কার করিলেন এবং যাহার দ্বারা সেই সব দিব্যাস্ত্র নষ্ট করিয়া ফেলিলেন॥৩৮

এই সকল অস্ত্র নষ্ট হইয়া যাইলে পর দ্রোণাবিষ্ট দ্রোণাচার্য যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে অভিলাষ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ৩৯

মহীপতে! তখন ভয়ঙ্কর অন্ধকারে চারিদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া যাওয়ায় যুদ্ধস্থলে আমি আর কিছুই বুঝিতে পারিলাম না এবং সমস্ত প্রাণীই এই সময় অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। ৪০

ব্রহ্মাস্ত্রমুদ্যতং দৃষ্ট্বা কুন্তিপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ব্রহ্মাস্ত্রেণৈব রাজেন্দ্র তদস্ত্রং প্রত্যবারয়ৎ ॥ ৫১
ততঃ সৈনিকমুখ্যাস্তে প্রশশংসুর্নরর্ষভৌ।
দ্রোণ-পার্থৌ মহেষ্বাসৌ সর্বযুদ্ধবিশারদৌ ॥ ৫২
ততঃ প্রমুচ্য কৌন্তেয়ঃ দ্রোণো দ্রুপদবাহিনীম্।
বাধমৎ ক্রোধতাম্রাক্ষো বায়ব্যাস্ত্রেণ ভারত ॥ ৫৩
তে হন্যমানা দ্রোণেন পাঞ্চালাঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ।
পশ্যতো ভীমসেনস্য পার্ষতস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ৫৪
ততঃ কিরীটী ভীমশ্চ সহসা সংনিবর্ত্য তাম্।
মহত্যাং রথবংশাত্যাং পরিগৃহ্য বলং তদা ॥ ৫৫
বীভৎসুর্দক্ষিণং পার্শ্বমুত্তরঞ্চ বৃকোদরঃ।
তারয়াঞ্চক্রতুঃ সৈন্যাং মহত্যাপদ্ভয়াবহাম্ ॥ ৫৬
কেকয়াঃ সৃঞ্জয়াশ্চৈব পাঞ্চালাশ্চ মহৌজসঃ।
অন্বগচ্ছন্ মহারাজ মৎস্যাশ্চ সহ সাত্বতৈঃ ॥ ৫৭
ততঃ সা ভারতী সেনা বধ্যমানা কিরীটিনা।
তমসা নিদ্রয়া চৈব পুনরেব ব্যদীর্য্যত ॥ ৫৮
দ্রোণেন বার্য্যমাণাস্তে স্বয়ং তব সুতেন চ।
নাশকন্ত মহারাজ যোধা বারয়িতুং তদা ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচবধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে দ্রোণ-যুধিষ্ঠিরযুদ্ধে সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৭

রাজেন্দ্র! ব্রহ্মাস্ত্রকে উদ্যত দেখিয়া কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠির ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারাই সেই ব্রহ্মাস্ত্রকে নিবারণ করিলেন। ৫১

তদনন্তর প্রধান প্রধান সৈন্যগণ সর্বপ্রকারে যুদ্ধে অভিজ্ঞ, মহাধনুর্দ্ধর, নরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য ও যুধিষ্ঠিরের অতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৫২

ভারত! সেই সময় দ্রোণাচার্য্য কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত বায়ব্যাস্ত্রের দ্বারা দ্রুপদের সৈন্যদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫৩

দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্রপ্রহার খাইয়া পাঞ্চাল-সৈন্যগণ ভীমসেন ও মহাত্মা অর্জুনের সাক্ষাতেই ভয়বশতঃ পলায়ন করিতে লাগিল। ৫৪

ইহা দেখিয়া কিরীটধারী অর্জুন ও ভীমসেন বিশাল রথী সৈন্যগণের দ্বারা স্বীয় সৈন্যদিগকে নিবৃত্ত করিয়া সহসা সেই দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ৫৫

অর্জুন দ্রোণাচার্য্যের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং ভীমসেন তাঁহার বাম পার্শ্বে প্রকৃত ব্যূহমুখ রক্ষণ করিতে লাগিলেন। ৫৬

মহারাজ! সেই সময় কেকয়, সৃঞ্জয়, মহাতেজস্বী পাঞ্চাল, মৎস্য এবং যাদব সৈন্যগণও ইঁহাদের উভয়ের অনুগমন করিলেন। ৫৭

এই সময় কিরীটধারী অর্জুনের প্রহারে জর্জরিত কৌরব-সৈন্যরা অন্ধকার ও নিদ্রায় পীড়িত হইয়া পুনরায় ছিন্ন-ভিন্ন হইল। ৫৮

মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য এবং স্বয়ং আপনার পুত্র দুর্যোধন নিষেধ করিলেও সেই সময় আপনার যোদ্ধাদিগকে আর নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। ৫৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্বে রাত্রিযুদ্ধপ্রসঙ্গে দ্রোণাচার্য্য ও যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(দুর্য্যোধন-কর্ণয়োরালাপঃ, কৃপেণ কর্ণস্য তিরস্কারঃ, কর্ণেন কৃপস্যাপমানঞ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।

উদীর্য্যমাণং তদ্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডবানাং মহদ্ বলম্।
অবিষহ্যঞ্চ মন্যানঃ কর্ণং দুর্য্যোধনোঽব্রবীৎ॥ ১
অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তো মিত্রাণাং মিত্রবৎসল।
ত্রায়স্ব সমরে কর্ণ সর্বান্ যোধান্ মহারথান্॥ ২
পাঞ্চালৈর্মত্ত-কৈকেয়ৈঃ পাণ্ডবৈশ্চ মহারথৈঃ।
বৃতান্ সমন্তাৎ সংক্রুদ্ধৈর্নিঃশ্বসদ্ভিরিবোরগৈঃ॥ ৩
এতে বধ্যন্তি সংহৃষ্টাঃ পাণ্ডবা জিৎকাশিনঃ।
শক্রোপমাশ্চ বহবঃ পাঞ্চালানাং রথব্রজাঃ॥ ৪

কর্ণ উবাচ।

পরিত্রাতুমিহ প্রাপ্তো যদি পার্থঃ পুরন্দরঃ।
তমপ্যাশু পরাজিত্য ততো হন্তাস্মি পাণ্ডবম্॥ ৫
সত্যং তে প্রতিজানামি সমাশ্বসিহি ভারত।
হন্তাস্মি পাণ্ডুতনয়ান্ পাঞ্চালাংশ্চ সমাগতান্॥ ৬
অয়ং তে প্রতিদাস্যামি বাসবস্যেব পাবকিঃ।
প্রিয়ং তব মহা কার্য্যমিতি জীবামি পার্থিব॥ ৭
সর্বেষামেব পার্থানাং ফাল্গুনো বলবত্তরঃ।
তস্যামোঘাং বিমোক্ষ্যামি শক্তিং শক্রবিনির্ম্মিতাম্॥ ৮
তস্মিন্ হতে মহেষ্বাসে ভ্রাতরস্তস্য মানদ।
তব বশ্যা ভবিষ্যন্তি বনং যাস্যন্তি বা পুনঃ॥ ৯
ময়ি জীবতি কৌরব্য বিষাদং মা কৃথাঃ ক্বচিৎ।
অহং ধেক্ষ্যামি সমরে সহিতান্ সর্বপাণ্ডবান্॥ ১০
পাঞ্চালান্ কেকয়াংশ্চৈব বৃষ্ণীংশ্চাপি সমাগতান্।
বাণৌঘৈঃ শকলীকৃত্য তব দাস্যামি মেদিনীম্॥ ১১

সঞ্জয় উবাচ।

এবং ব্রুবাণং কর্ণং তু কৃপঃ শারদ্বতোঽব্রবীৎ।
শময়ন্নিব মহাবাহুঃ সূতপুত্রমিদং বচঃ॥ ১২

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

(দুর্য্যোধন ও কর্ণের আলাপ, কৃপাচার্য্যের কর্ণকে তিরস্কার এবং কর্ণের কৃপাচার্য্যকে অপমান।)

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! পাণ্ডবগণের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া উহা অসহ্য মনে করত দুর্য্যোধন কর্ণকে বলিলেন॥ ১

মিত্রবৎসল কর্ণ! বর্ত্তমানে মিত্রগণের কর্ত্তব্য-পালনের উপযুক্ত এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতিশয় ক্রুদ্ধ পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয় এবং পাণ্ডব মহারথীরা ঘাসত্যাগকারী সর্পদিগের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের দ্বারা চারিদিকে আবৃত আমার সমস্ত মহারথী যোদ্ধাদিগকে আজ তুমি রক্ষা কর। ২-৩

এই অবস্থাতে দুর্য্যোধিত পাণ্ডবগণ এবং ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বহুসংখ্যক পাঞ্চাল মহারথী কিরূপ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া সিংহনাদ করিতেছে॥ ৪

কর্ণ বলিলেন,—রাজন্! যদি সাক্ষাৎ ইন্দ্রও এখানে দুর্জ্জয়বীর অর্জ্জুনকে রক্ষা করিতে আসেন, তথাপি আজ আমি অতি সত্বর তাঁহাকেও পরাজিত করিয়া পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনকে অবশ্যই বধ করিব॥ ৫

ভরতনন্দন! তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর। আমি তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, যুদ্ধস্থলে উপস্থিত পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যদিগকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব। ৬

যেরূপ অগ্নিকুমার কার্ত্তিকেয় তারকাসুরকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রকে 'জয়'দান করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও আজ তোমাকে জয়দান করিব। কৃপাল! তোমার প্রিয়কার্য্য করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, সেইজন্যই আমি জীবনধারণ করিয়া আছি। ৭

কুন্তীর পুত্রগণ মধ্যে অর্জ্জুনই অধিক শক্তিশালী, অতএব আমি ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত অমোঘ শক্তিকে অর্জ্জুনের উপরেই নিক্ষেপ করিব। ৮

মানদ! মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন নিহত হইলে পর তাহার সকল ভ্রাতাই তোমার বশীভূত হইবে অথবা পুনরায় বনে গমন করিবে। ৯

কুরুনন্দন! আমি জীবিত থাকিতে তুমি কখনও বিষাদ করিও না। আমি সমরাঙ্গণে সংগঠিত হইয়া উপস্থিত সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে জয় করিব॥ ১০

আমি তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা রণাঙ্গনে উপস্থিত পাঞ্চাল, কেকয় ও বৃষ্ণিবংশীয় সৈন্যদিগকেও খণ্ড খণ্ড করত এই সমগ্র পৃথিবী তোমাকে প্রদান করিব॥ ১১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপ আস্ফালনরত সূতপুত্র কর্ণকে

শোভনং শোভনঃ কর্ণ সনাথঃ কুরুপুঙ্গবঃ।
যস্য নাথেন রাধেয় বচসা যদি সিধ্যতি ॥ ১৩
বহুশঃ কথসে কর্ণ কৌরবস্য সমীপতঃ।
ন তু তে বিক্রমঃ কশ্চিদ্ দৃশ্যতে কর্মণৈব বা ॥ ১৪
সমাগমঃ পাণ্ডুসুতৈর্দৃষ্টস্তে বহুশো যুধি।
সর্বত্র নির্জিতশ্চাসি পাণ্ডবৈঃ সূতনন্দন ॥ ১৫
দ্বিরূপমাত্রে তদা কর্ণ গন্ধর্বৈর্বিরাটগৃহে।
তদাবৃণ্বন্ত সৈন্যানি ত্বমেকোঽগ্রেঽপলায়িথাঃ ॥ ১
বিরাটনগরে চাপি সমেতাঃ সর্বকৌরবাঃ।
পার্থেন নির্জিতা যুদ্ধে ত্বয়া কর্ণ সহানুজঃ ॥ ১৭
একস্যাপাসমর্থত্বং ফাল্গুনস্য রণাজিরে।
কথমুৎসহসে জেতুং সকৃষ্ণান্ সর্বপাণ্ডবান্ ॥ ১৮

অক্রূরম্ কর্ণ যুধ্যস্ব তত্রসে মা সূতজ
অনুক্ত্বা বিক্রমেণ যস্তু তদ্ বৈ সৎপুরুষব্রতম্ ॥ ১৯
গর্জিত্বা সূতপুত্র ত্বং শারদাভ্রমিবাফলম্।
নিষ্ফলো দৃশ্যসে কর্ণ তচ্চ রাজা ন বুধ্যতে ॥ ২০
তাবৎ গর্জস্ব রাধেয় যাবৎ পার্থং ন পশ্যসি।
আরাৎ পার্থং হি তে দৃষ্ট্বা দুর্লভং গর্জিতং পুনঃ ॥ ২১
যমনাশাঞ্চ তান্ বাণান্ ফাল্গুনস্য বিসর্জসি
পার্থসায়কবিদ্ধস্য দুর্লভং গর্জিতং তব ॥ ২২
বাহুবীর্যং ক্ষত্রিয়াণাং শূরা বাগ্বীর্যতঃ শূরা দ্বিজাতয়ঃ।
ধনুষা ফাল্গুনঃ শূরঃ কর্ণঃ শূরো মনোরথৈঃ ॥ ২৩
তোষিতো যেন রুদ্রোঽপি কঃ পার্থং প্রতিযাস্যতি।
এবং সংক্ষিপ্যতে তত্র শারদ্বতেন হ ॥ ২৪

শল্যবান্‌পুত্র মহাবাহু কৃপাচার্য উৎ হাস্য করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১৬

কর্ণ! অতি সুন্দর, অতি সুন্দর! রাধাপুত্র! যদি বাক্যের দ্বারাই সকল কার্য সিদ্ধ হইয়া যায়, তবে তোমার ন্যায় একপ সহায়ক লাভ করিয়া কুরুরাজ দুর্যোধন আজ সহায়বান্ হইয়া যাইল ॥ ১৩

কর্ণ! তুমি কুরুসভায় দুর্যোধনের নিকটে আত্মপ্রশংসা-সূচক বহু কথাই বলিয়া থাকিতেছ, কিন্তু একপ ত' পরাক্রম তোমার দেখা যায় না এবং সেরূপ কোন ফলও দেখা যায় না ॥ ১৪

সূতনন্দন! পাণ্ডুপুত্রগণের সহিত তোমার বহুবার সম্মুখ সমর হইয়াছে, কিন্তু সকল পাণ্ডবেরাই তোমাকে পরাজিত করিয়াছে ॥ ১৫

কর্ণ! তোমার এই কথা স্মরণে আছে নিশ্চয়ই যে, যখন গন্ধর্বগণ দুর্যোধনকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন সকল সৈন্যরা যুদ্ধ করিতেছিল, কিন্তু তুমি একাকীই সর্বাগ্রে পলায়ন দিয়াছিলে ॥ ১৬

কর্ণ! বিরাটনগরেও সমস্ত কৌরবগণ একত্রে সমবেত হইয়াছিলেন, কিন্তু অর্জুন একাকীই সেখানে সকলকে পরাজিত করিয়াছিল। কর্ণ! তুমিও তোমার ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত এখানেও পরাজিত হইয়াছিলে ॥ ১৭

সমরাঙ্গনে একাকী অর্জুনের সম্মুখে তুমি যুদ্ধ করিতে সমর্থ নও, সুতরাং কি করিয়া তুমি শ্রীকৃষ্ণসহ সকল পাণ্ডবগণকে জয় করিবার উৎসাহ দেখাইতেছ ? ১৮

সূতপুত্র কর্ণ! কোন কথা না বলিয়া তুমি যুদ্ধ করিয়া যাও। তুমি অতিশয় আত্মপ্রশংসাসূচক কথা বলিয়া থাক। যে ব্যক্তি কোন কিছু না বলিয়াই পরাক্রম দেখাইয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই বীর; আর এরূপ করাই সৎপুরুষের ব্রত ॥ ১৯

সূতপুত্র কর্ণ! তুমি শরৎকালের নিষ্ফল মেঘের ন্যায় কেবল বৃথা তর্জন-গর্জন করিয়াই যাইতেছ, তাই কোন ফল দেখা যাইতেছে না, কিন্তু রাজা দুর্যোধন ইহা বুঝিতেছে না ॥ ২০

রাধাপুত্র! যে পর্যন্ত না তুমি অর্জুনকে দেখিতে পাইতেছ, সেই পর্যন্ত গর্জন করিতে থাক। কুরুকুমার অর্জুনকে সম্মুখে দেখিলে তোমার এই গর্জন শরৎকালের ন্যায় দুর্লভ হইয়া যাইবে ॥ ২১

যতক্ষণ না অর্জুনের বাণসকল তোমার উপর পতিত হয়, ততক্ষণ তুমি তীব্রভাবে গর্জন করিতে থাক। অর্জুনের বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া পড়িলে তোমার এই তর্জন-গর্জন সব দুর্লভ হইয়া যাইবে ॥ ২২

ক্ষত্রিয়গণ নিজ বাহুবলের দ্বারা শৌর্যের পরিচয় দিয়া থাকেন, আর ব্রাহ্মণেরা বাক্যের দ্বারা উপদেশদান করিতে নিপুণ। অর্জুন ধনুর্দ্বারাই বীর, আর কর্ণ কেবল মনের সঙ্কল্পের দ্বারাই নিজের বীরত্বের পরিচয়দান করিয়া থাকে ॥ ২৩

যে অর্জুন ভগবান্ শঙ্করকে যুদ্ধের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছে, সেই অর্জুনকে তুমি বধ করিতে সমর্থ হইবে? কৃপাচার্য এই কথা বলিলে পর যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ তখন ক্রুদ্ধ হইয়া কৃপাচার্যকে এই কথা বলিলেন।

কর্ণঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ কৃপং বাক্যমথাব্রবীৎ।
শূরা গর্জন্তি সততং প্রাবৃষীব বলাহকাঃ॥ ২৫
ফলং চাত্র প্রপশ্যন্তি বীজমুপ্তমৃতাবিব।
দোষমত্র ন পশ্যামি শূরাণাং রণমূর্ধনি। ২৬
তত্তদ্ বিকত্থমানানাং ভারং তোষহতাং যুধে।
যং ভারং পুরুষো বোঢ়ুং মনসা হি ব্যবস্যতি। ২৭
দৈবমত্র ক্রিয়া তত্র সাহায্যায়োপপদ্যতে।
ব্যবসায়দ্বিতীয়োঽহং মনসা তারমুদ্বহন্। ২৮
হত্বা পাণ্ডুসুতানাজৌ সকৃষ্ণান্ সসাত্যকান্।
গর্জামি যদ্যহং বিপ্র তব কিং তত্র নশ্যতি। ২৯
বৃথা শূরা ন গর্জন্তি শারদা ইব তোয়দাঃ।
সামর্থ্যমাত্মনো জ্ঞাত্বা ততো গর্জন্তি পণ্ডিতাঃ। ৩০
সোঽহমদ্য রণে যত্তো সহিতো কৃষ্ণ-পাণ্ডবৌ।
উৎসহে মনসা জেতুং ততো গর্জামি গৌতম। ৩১

পশ্য ত্বং গর্জিতস্যাস্য ফলং মে বিপ্র সানুগান্।
হত্বা পাণ্ডুসুতানাজৌ সহকৃষ্ণান্ সসাত্যকান্। ৩২
দুর্যোধনায় দাস্যামি পৃথিবীং হতকণ্টকাম্।

কৃপ উবাচ।

মনোরথপ্রলাপা মে ন গ্রাহ্যাস্তব সূতজ। ৩৩
সদা ক্ষিপসি বৈ কৃষ্ণৌ ধর্মরাজঞ্চ পাণ্ডবম্।
ব্রবীষ্যত্র জয়ং কর্ণ যত্র বৃষ্ণিবিশারদৌ। ৩৪
দেব-গন্ধর্ব-যক্ষাণাং মনুষ্যোরগ-রক্ষসাম্।
দংশিতানামপি রণে অজেয়ৌ কৃষ্ণ-পাণ্ডবৌ॥ ৩৫
ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাগ্ দান্তো গুরুদৈবতপূজকঃ।
নিত্যং ধর্মরতশ্চৈব কৃতাস্ত্রশ্চ বিশেষতঃ। ৩৬
বৃত্তিমাংশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতরশ্চাস্য বলিনঃ সর্বাস্ত্রেষু কৃতশ্রমাঃ। ৩৭
গুরুশুশ্রূষবঃ প্রাজ্ঞা ধর্মনিত্যা যশস্বিনঃ
সম্বন্ধিনশ্চেন্দ্রবীর্য্যাঃ যমুরক্তাঃ প্রহারিণঃ॥ ৩৮

গৌর্যাদাতী বীরগণ বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় সর্বদা গর্জন করিয়াই থাকেন, আবার যথাসময়ে রোপিত বীজের ন্যায় অভিলষিত ফলদানও করিয়া থাকেন।

যুদ্ধস্থলে সকল ভারবহনকারী বীর যোদ্ধারা যদি যুদ্ধের সম্মুখভাগে থাকিয়া নিজের প্রশংসাসূচক কোন কথা বলিয়া থাকে, তবে ইহাতে তাহাদের কোন দোষ দেখিতে পাইতেছি না।

মানুষ নিজের মনে যে কার্যভারের বহন করিবার জন্য স্থির করিয়া থাকে, এবিষয়ে দৈব নিশ্চয়ই তাহাকে সহায়তা করিয়া থাকেন।

আমি মনে মনে যে কার্যভারকে বহন করিয়া যাইতেছি, তাহার ফলপ্রাপ্তিতে আমার দৃঢ়নিশ্চয়ই আমার মূলধারক। বিপ্রবর! আমি কৃষ্ণ ও সাত্যকি সহ সমস্ত পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে বধ করিবার জন্য নিশ্চয় করত যদি গর্জন করিতে থাকি, তবে ইহাতে আপনার কি নষ্ট হইয়া যাইতেছে? ২৪-২৯

শরৎকালের মেঘের ন্যায় বীরগণ বৃথা গর্জন করেন না। বিদ্বান্ পুরুষগণ প্রথমে নিজের সামর্থ্যকে বুঝিয়া থাকেন, পরে তাঁহারা গর্জন করেন। ৩০

গৌতম! আজ আমি রণাঙ্গনে অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে বজ্রধারী শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বধ করিবার জন্য মনে মনে উৎসাহ পোষণ করিতেছি, আর সেইজন্যই গর্জন করিতেছি। ৩১

ব্রহ্মন্! আমার এই গর্জনের ফল দেখিতে পাইবেন। আমি যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি এবং অন্যান্য অনুগামীদিগের সহিত পাণ্ডবগণকে বধ করিয়া এই ভূমণ্ডলের নিষ্কণ্টক রাজ্য দুর্যোধনকে প্রদান করিব। ৩২

কৃপাচার্য বলিলেন,—সূতপুত্র! তোমার এই মনোগত নিরর্থক প্রলাপ আমার বিশ্বাসযোগ্য হইতেছে না। কর্ণ! তুমি সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করিয়া থাক। কিন্তু তুমি ইহা জানিয়া রাখ যে, যেখানে যুদ্ধবিশারদ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন আছে, সেখানে জয় সুনিশ্চিত। ৩৩-৩৪

যদি দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, মনুষ্য, সর্প ও রাক্ষসগণও কবচধারণ করত যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হন, তবে রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকে কখনও ইহারা জয় করিতে সমর্থ হইবেন না। ৩৫

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণভক্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, গুরু ও দেবতাগণের সম্মানকারী, সদা ধর্মপরায়ণ, অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ, ধৈর্যবান্ ও কৃতজ্ঞ।

ইহার বলবান্ ভ্রাতারা সমস্ত অস্ত্রশিক্ষাতে বিশেষভাবে পরিশ্রম করিয়াছে। তাহারাও গুরুসেবাপরায়ণ, বিদ্বান্, ধর্মতৎপর ও বলবী।

ইহাদের সম্বন্ধীরাও ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী, ইহাদের উপর অনুরাগযুক্ত এবং প্রহার করিতে কুশল। ইহাদের সকলের নাম

ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ সৌমুর্ধির্জনমেজয়ঃ।
চন্দ্রসেনো জয়সেনঃ কীর্তিবর্মা ধ্রুবো ধরঃ ॥ ৩৯
বসুচন্দ্রো মহাচন্দ্রঃ সিংহচন্দ্রঃ সুতেজনঃ।
দ্রুপদস্য তথা পুত্রা দ্রুপদশ্চ মহারথিঃ ॥ ৪০
যেষামর্থায় সংযত্তো মৎস্যরাজঃ সহানুজঃ।
শঙ্খানীকঃ সূর্যদত্তঃ শ্রুতানীকঃ শ্রুতধ্বজঃ ॥ ৪১
বলানীকো জয়ানীকো জয়াশ্বো রথবাহনঃ।
চন্দ্রোদয়ঃ সমরথো বিরাটভ্রাতরঃ শুভাঃ ॥ ৪২
যমৌ চ দ্রৌপদেয়াশ্চ রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ।
যেষামর্থায় যুধ্যন্তে ন তেষাং বিদ্যতে ক্ষয়ঃ ॥ ৪৩
এতে চান্যে চ বহবো গুণাঃ পাণ্ডুসুতস্য বৈ।
কামং খলু জগৎ সর্বং সদেবাসুর-মানুষম্ ॥ ৪৪
সযক্ষ-রাক্ষসগণং সকৃত-ভুজগ-দ্বিপম্।
নিঃশেষমস্ত্রবীর্য্যেণ কুর্যাতে ভীম-ফাল্গুনৌ ॥ ৪৫
যুধিষ্ঠিরশ্চ পৃথিবীং নির্দহেদ্ ঘোরচক্ষুষা।
অপ্রমেয়বলঃ শৌরির্যেষামর্থে চ সংস্থিতঃ ॥ ৪৬

কথং তান্ সংযুগে কর্ণ জেতুমুৎসহসে পরান্।
মহানপনয়স্যেষ নিত্যং হি তব দুর্মতে ॥ ৪৭
যস্মাদুৎসহসে যোদ্ধুং সমরে সৌরিণা সহ।
সঞ্জয় উবাচ।
এবমুক্তস্তু রাধেয়ঃ প্রহসন্ ভরতর্ষভ ॥ ৪৮
অব্রবীচ্চ তদা কর্ণো গুরুং শারদ্বতং কৃপম্।
সত্যমুক্তং ত্বয়া ব্রহ্মন্ পাণ্ডবান্ প্রতি যদ্ বচঃ ॥ ৪৯
এতে চান্যে চ বহবো গুণাঃ পাণ্ডুসুতেষু বৈ।
অজয্যাশ্চ রণে পার্থা দেবৈরপি সবাসবৈঃ ॥ ৫০
সদৈত্য-যক্ষ-গন্ধর্বৈঃ পিশাচোরগ-রাক্ষসৈঃ।
তথাপি পার্থান্ জেষ্যামি শক্ত্যা বাসবদত্তয়া ॥ ৫১
মম হ্যমোঘা দত্তেয়ং শক্তিঃ শক্রেণ বৈ দ্বিজ।
এতয়া নিহনিষ্যামি সব্যসাচিনমাহবে ॥ ৫২
হতে তু পাণ্ডবে কৃষ্ণে ভ্রাতরশ্চাস্য সোদরাঃ।
অনর্জুনা ন শক্ষ্যন্তি মহীং ভোক্তুং কথঞ্চন ॥ ৫৩

হইল—ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দুর্মুখ-পুত্র জনমেজয়, চন্দ্রসেন, জয়সেন, কীর্তিবর্মা, ধ্রুব, ধর, বসুচন্দ্র, মহাচন্দ্র, সিংহচন্দ্র, সুতেজন, দ্রুপদের পুত্রগণ এবং মহারথ দ্রুপদ। ৩৮-৪০

যাহাদের জন্য শঙ্খানীক, সূর্যদত্ত, শ্রুতানীক, শ্রুতধ্বজ, বলানীক, জয়াশ্ব, রথবাহন, চন্দ্রোদয় এবং সমরথ—বিরাটের এই শ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত মৎস্যরাজ বিরাট যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন; নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং রাক্ষস ঘটোৎকচ —এই বীরবর্গ যাহাদের জন্য যুদ্ধ করিতেছেন, সেই পাণ্ডবগণের কোনও ক্ষতি হইবে না। ৪১-৪৩

পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের মধ্যে এই সব এবং আরও অন্যান্য গুণ-সকল বিদ্যমান আছে। ভীমসেন ও অর্জুন যদি ইচ্ছা করে, তবে নিজেদের অস্ত্রবলে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ, রাক্ষস, ভূত, নাগ ও হস্তিগণের সহিত সম্পূর্ণ জগৎকে সর্বতোভাবে ধ্বংস করিতে পারে। ৪৪-৪৫

যুধিষ্ঠিরও যদি ক্রোধভরে দৃষ্টিপাত করে, তবে সে-ও এই ভূমণ্ডলকেও ভস্মসাৎ করিতে পারে। কর্ণ! যাহাদের জন্য অনন্ত বলশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও কবচধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন, সেই পক্ষদিগকে জয় করিবার সাহস তুমি কিরূপে করিতেছ?

সূতপুত্র! তুমি যে সর্বদা সমরাঙ্গনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার উৎসাহ দেখাইতেছ, ইহা তোমার গুরুতর অন্যায় (ক্ষমাকরিবার অযোগ্য অপরাধ)।

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি এই কথা বলিলে পর রাধাপুত্র কর্ণ উপহাস করিয়া উঠিলেন এবং শরদ্বানের পুত্র গুরু কৃপাচার্যকে সেই সময় বলিলেন।

ব্রহ্মন্! পাণ্ডবদের বিষয়ে তুমি যে সব কথা বলিলে, তাহা সত্য। কেবল ইহাই নহে, পাণ্ডবদের মধ্যে আরও বহু গুণ-সকল আছে।

আর ইহাও ঠিক যে যুধিষ্ঠিরপ্রমুখকে রণাঙ্গনে ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব, পিশাচ, নাগ ও রাক্ষসগণও জয় করিতে সমর্থ নহে।

তথাপি আমি ইন্দ্রকর্তৃক প্রদত্ত শক্তির বলে তাহাদিগকে জয় করিব। ব্রহ্মন্! আমাকে দেবরাজ ইন্দ্র যে অমোঘ শক্তি দিয়াছেন, আমি ইহার দ্বারাতেই যুদ্ধে সব্যসাচী অর্জুনকে অবশ্যই নিহত করিব। ৪৬-৫২

পাণ্ডুপুত্র অর্জুন নিহত হইলে পর অর্জুনহীন তাহার সহোদর ভ্রাতৃগণ কোনরূপেই এই পৃথিবীর রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হইবে না। ৫৩

তেষু নষ্টেষু সর্বেষু পৃথিবীয়ং সসাগরা।
অবস্থাং কৌরবেন্দ্রস্য বশে স্থাস্যতি সৌত্তম ॥ ৫১
সুনীতৈরিহ সর্বার্থাঃ সিধ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ।
এতমর্থময়ং জ্ঞাত্বা ততো গর্জামি সৌত্তম ॥ ৫৪
যং তু বিপ্রস্য বৃদ্ধস্য অশক্তস্যাপি সংযুগে।
কৃতস্নেহস্য পার্থেষু মোহাদ্ভাবমমন্যথে। ৫৬
যদ্ভেয়ং বক্ষ্যতে ভূয়ো মমাপ্রিয়মিহ দ্বিজ।
তত্তন্তে ক্ষমমুত্তম্য ক্ষিপ্রাং হেংস্যামি দুর্মতে ॥ ৫৭
যচ্চাপি পাণ্ডবান্ বিপ্র স্তোতুমিচ্ছসি সংযুগে।
তীর্ত্বান্ সর্বসৈন্যানি কৌরবেয়োপি দুর্মতে। ৫৮
অত্রাপি শৃণু মে বাক্যং যথাবদ্ ব্রুবতো দ্বিজ
দুর্যোধনস্য দ্রোণস্য শকুনির্ভূমিপো জয়ঃ। ৫৯
দুঃশাসনো বৃষসেনো মদ্ররাজস্তথৈব চ।
সোমদত্তশ্চ ভূরিশ্চ তথা দ্রৌণিবিবিংশতিঃ। ৬০
ক্ষিপ্তেষুর্নিশিতো যত্র সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।
অবস্থানে কৌরবেন্দ্রস্য বশে স্থাস্যতি সৌত্তম ॥ ৫১
সুনীতৈরিহ সর্বার্থাঃ সিধ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ।
এতমর্থময়ং জ্ঞাত্বা ততো গর্জামি সৌত্তম ॥ ৫৪
যং তু বিপ্রস্য বৃদ্ধস্য অশক্তস্যাপি সংযুগে।
কৃতস্নেহস্য পার্থেষু মোহাদ্ভাবমমন্যথে। ৫৬
যদ্ভেয়ং বক্ষ্যতে ভূয়ো মমাপ্রিয়মিহ দ্বিজ।
তত্তন্তে ক্ষমমুত্তম্য ক্ষিপ্রাং হেংস্যামি দুর্মতে ॥ ৫৭
যচ্চাপি পাণ্ডবান্ বিপ্র স্তোতুমিচ্ছসি সংযুগে।
তীর্ত্বান্ সর্বসৈন্যানি কৌরবেয়োপি দুর্মতে। ৫৮
অত্রাপি শৃণু মে বাক্যং যথাবদ্ ব্রুবতো দ্বিজ
দুর্যোধনস্য দ্রোণস্য শকুনির্ভূমিপো জয়ঃ। ৫৯
দুঃশাসনো বৃষসেনো মদ্ররাজস্তথৈব চ।
সোমদত্তশ্চ ভূরিশ্চ তথা দ্রৌণিবিবিংশতিঃ। ৬০
ক্ষিপ্তেষুর্নিশিতো যত্র সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।

অবস্থানে কৌরবেন্দ্রস্য বশে স্থাস্যতি সৌত্তম ॥ ৫১

সৌত্তম! ইহারা সকলে এইস্থানে রহিয়া যাইলে কোনরূপ যত্ন না করিয়াই সমুদয় এই সমগ্র পৃথিবী কৌরবরাজ দুর্যোধনের বশে থাকিবে। ৫৩

সৌত্তম! এই সংসারে সুনীতিপূর্ণ প্রযত্নসমূহে সমস্ত কার্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। এই বাক্য বুঝিয়া আমি গর্জন করিতেছি। ৫৪

তুমি ব্রাহ্মণ, (সুতরাং স্বভাবতই দুর্বলচিত্ত) আবার তাহার উপর বৃদ্ধ হইয়াছ। তোমার আর যুদ্ধ করিবার শক্তি নাই। ইহা ছাড়া, তুমি পাণ্ডুপুত্রদিগকে স্নেহ কর; সেই জন্য তুমি মোহবশতঃ আমার অপমান করিতেছ ॥ ৫৬

দুর্মতি ব্রাহ্মণ! যদি তুমি পুনরায় এখানে আমার অপ্রিয় কোন কথা বল, তাহা হইলে আমি খড়্গ উত্তোলিত করিয়া তোমার জিহ্বা ছেদন করিব। ৫৭

বিপ্র! দুর্মতে! তুমি যে যুদ্ধস্থলে সমস্ত কৌরব-সৈন্যদিগকে জীত করিবার জন্য পাণ্ডবগণের গুণগান করিতে উদ্যত হইয়াছ, সেই বিষয়েও আমি এই যথার্থ কথা বলিতেছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর।

দুর্যোধন দ্রোণাচার্য, শকুনি, দুর্মুখ, জয়, দুঃশাসন, বৃষসেন, মদ্ররাজ শল্য, তুমি স্বয়ং, সোমদত্ত, ভূরি, অশ্বত্থামা ও বিবিংশতি—এই সব যুদ্ধনিপুণ বীরগণ যেখানে কবচ ধারণ করিয়া অবস্থান করিবেন, সেখানে ইহাদিগকে ইন্দ্রতুল্য বলশালী সব্যসাচী কোন্ মানুষ জয় করিতে সমর্থ হইবে? ৫৮-৬১

যাঁহারা বীর, অস্ত্রযুদ্ধে অভিজ্ঞ, বলবান্, স্বর্গপ্রাপ্তির অভিলাষী, দৃঢ়ব্রত এবং যুদ্ধ-কুশল,—ইঁহারা দেবগণকেও যুদ্ধে নিহত করিতে পারেন। ৬২

এই বীরগণ কুরুরাজ দুর্যোধনের জয় কামনা করিতে করিতে পাণ্ডবদিগকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া সংগ্রামে কবচবদ্ধন করত অবস্থান করিবেন। ৬৩

আমি ত' অতিশয় বলশালী বীরগণকেও জয় করা দৈবেরই অধীন বলিয়া মনে করি। আর সেই কারণেই মহাবাহু ভীষ্ম বাণ দ্বারা শত শত যোদ্ধাকে বিদ্ধ করিয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়া আছেন। ৬৪

বিকর্ণ, চিত্রসেন, বাহ্লীক, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, জয়, জলসন্ধ, সুদক্ষিণ, রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শল এবং পরাক্রমশালী ভগদত্ত—ইঁহারা এবং অন্য আরও বহু রাজা দেবগণের পক্ষেও অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ছিলেন। ৬৫-৬৬

কিন্তু এই সব অত্যন্ত প্রবল ও শৌর্যশালী বীরগণকেও পাণ্ডবেরা যুদ্ধে জয় করিয়াছে। পুরুষব্যাঘ্র! তুমি ইহাকে দৈব সংযোগবশতঃ আর অন্য কি কারণ আছে বলিয়া মনে কর? ৬৭

ব্রহ্মন্! তুমি দুর্যোধনের যে সকলগণের প্রশংসা করিতেছ,

ক্ষীয়ন্তে সর্বসৈন্যানি কুরূণাং পাণ্ডবৈ: সহ।
প্রভাবং নাত্র পশ্যামি পাণ্ডবানাং কথঞ্চন ॥ ৬৯
যস্তান্ বলবতো নিত্যং মন্যসে ত্বং দ্বিজাধম।
যতিষ্যেঽহং যথাশক্তি যোদ্ধুং তৈ: সহ সংযুগে
দুর্যোধনহিতার্থায় জয়ো দৈবে প্রতিষ্ঠিত: ॥ ৭০

তাহাদেরও ত' শত শত এবং সহস্র সহস্র বীরগণ নিহত হইয়াছে ॥ ৬৯

কৌরব এবং পাণ্ডবগণ উভয়পক্ষেরই সর্বপ্রকার সৈন্যগণ প্রতিদিন নষ্ট হইতেছে। এ বিষয়ে আমি ত' পাণ্ডবগণের কোন বিশেষ প্রভাব আছে বলিয়া দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৬৯

দ্বিজাধম! তুমি যাহাদের সর্বদা বলবান্ বলিয়া মনে করিতেছ, তাহাদের সহিত আমি রণাঙ্গনে দুর্যোধনের হিতের জন্য যথাশক্তি যুদ্ধ করিবারই চেষ্টা করিব। জয়লাভ ত' দৈবের অধীন ॥ ৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচবধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে কৃপকর্ণ-বাক্যে অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়: ॥ ১৫৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে দ্রোণপর্বান্তর্গত ঘটোৎকচ-বধপর্বে রাত্রিযুদ্ধপ্রসঙ্গে কৃপাচার্য ও কর্ণের বাক্যবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণং হন্তুমশ্বত্থাম্ন উদ্যোগ:, দুর্যোধনেনাশ্বত্থাম্ন: প্রতিরোধ:, পাণ্ডবানাং পাঞ্চালানাঞ্চ কর্ণোপরি আক্রমণম্ কর্ণস্য পরাক্রম:, অর্জুনেন কর্ণস্য পরাজয়:, পাঞ্চালান্ হন্তুমশ্বত্থামানং প্রতি দুর্যোধনস্যানুরোধশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

তথা পরুষিতং দৃষ্ট্বা সূতপুত্রেণ মাতুলম্।
খড়্গমুদ্যম্য বেগেন দ্রৌণিরভ্যপতদ্ দ্রুতম্ ॥ ১
ততঃ পরমসাক্রুদ্ধঃ সিংহো মত্তমিব দ্বিপম্।
প্রেক্ষতঃ কুরুরাজস্য দ্রৌণিঃ কর্ণং সমভ্যয়াৎ ॥ ২

অশ্বত্থামোবাচ।

যদর্জুনস্তাংস্তথ্যান্ কীর্তয়ানং নরাধম।
শূরং ত্বেবাং সুদুর্বুদ্ধে ত্বং তৎসরসি মাতুলম্ ॥ ৩
বিকত্থমান: শৌর্যেণ সর্বলোকেষ্বসূর্যকম্।
দর্পোৎসেকগৃহীতোঽদ্য ন কঞ্চিন্ গণয়ন্ মৃধে ॥ ৪
ক তে বীর্যং ক চাস্ত্রাণি যদ্বাং নির্জিত্য সংযুগে।
গাণ্ডীবধন্বা ভগবান্ প্রেক্ষতস্তে জহ্রথম্ ॥ ৫
যেন সাক্ষান্মহাদেবো যোধিত: সমরে পুরা
তমিচ্ছসি বৃথা জেতুং সূতাধম মনোরথৈ: ॥ ৬

একোনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

[কর্ণকে বধ করিবার জন্য অশ্বত্থামার উদ্যোগ, দুর্যোধনকর্তৃক অশ্বত্থামার প্রতিরোধ, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের কর্ণের উপর আক্রমণ, কর্ণের পরাক্রম, অর্জুনকর্তৃক কর্ণের পরাজয় এবং পাঞ্চালগণকে বধ করিবার জন্য অশ্বত্থামাকে দুর্যোধনের অনুরোধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপ নিজের মাতাকে সূতপুত্র কর্ণকর্তৃক কটুবচন শ্রবণ করাইতে দেখিয়া অশ্বত্থামা অতিশয় ক্রোধবেগে তরবারি উদ্যোলিত করিয়া কর্ণের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১

যেরূপ সিংহ মহোন্নত হস্তীকে আক্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা কুরুরাজ দুর্যোধনের সাক্ষাতেই কর্ণকে আক্রমণ করিলেন ॥ ২

অশ্বত্থামা বলিলেন,—রে নরাধম! তোমার বুদ্ধি অতিশয় দুষিত হইয়া গিয়াছে। আমার মাতা সম্পূর্ণ জগতের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী এবং শৌর্যশালী বীর। ইনি অর্জুনের সত্য গুণসকল বর্ণনা করিতেছেন, তথাপি তুমি স্বেচ্ছাবশত: নিজের বীরত্বের প্রশংসা করিতে করিতে দর্পোদ্ধত হইয়া আজ যুদ্ধে কাহাকেও কোনরূপ কিছু গণ্য না করিয়াই যে ইঁহাকে তিরস্কার করিতেছিলে, তাহার কারণ কি? ॥ ৩-৪

যখন যুদ্ধস্থলে গাণ্ডীবধারী অর্জুন তোমাকে পরাজিত করিয়া তোমার সাক্ষাতেই জয়দ্রথকে বধ করিয়াছিল, তখন তোমার পরাক্রম কোথায় ছিল? তোমার এই সব অস্ত্রশস্ত্রই বা কোথায় ছিল? ॥ ৫

সূতাধম! যে পূর্বে সমরাঙ্গণে সাক্ষাৎ ভগবান্ শঙ্করের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাকে তুমি কেবল মনোরথের (মনের সঙ্কল্পের) দ্বারা জয় করিবার বৃথা বাসনা করিতেছ ॥ ৬

যং হি কৃষ্ণেন সহিতং সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরম্।
জেতুং ন শক্যাঃ সহিতাঃ সেন্দ্রা অপি সুরাসুরাঃ ॥ ৭
লোকৈকবীরমজিতমর্জ্জুনং সূত সংযুগে।
কিং পুনস্ত্বং দুর্বুদ্ধে সহৈভির্ব্বসুধাধিপৈঃ ॥ ৮
কর্ণ পশ্য দুর্বুদ্ধে তিষ্ঠেদানীং নরাধম।
এষ তেঽদ্য শিরঃ কায়াদ্ধরামি দুর্মতে ॥ ৯

সঞ্জয় উবাচ।

তমুদ্যতং তু বেগেন রাজা দুর্য্যোধনঃ স্বয়ম্।
দুর্ব্বারমস্ত্রতত্ত্বজ্ঞঃ কৃপশ্চ দ্বিপদাং বরঃ ॥ ১০

কর্ণ উবাচ।

দুরোদরং সমরপ্রাণী দুর্মতিশ্চ দ্বিজাধমঃ।
আসাদয়তু মর্ত্ত্যীয়াং মুক্তেন কুরুসত্তম ॥ ১১

অশ্বত্থামোবাচ

তবৈতৎ ক্ষম্যতেঽস্মাভিঃ সূতাত্মজ মুহূর্মুহুঃ।
দর্পমুৎসিক্তমেতং তে কাল্গুনো নাশয়িষ্যতি ॥ ১২

দুর্য্যোধন উবাচ।

অশ্বত্থামন্ প্রসীদস্ব ক্ষন্তুমর্হসি মানদ।
কোপঃ খলু ন কর্ত্তব্যঃ সূতপুত্রং কথঞ্চন ॥ ১৩
ত্বয়ি কর্ণে কৃপে দ্রোণে মহারাজেঽথ সৌবলে।
মহৎ কার্য্যং সমাসক্তং প্রসীদ দ্বিজসত্তম ॥ ১৪
এতে হ্যতিমুখাঃ সর্বে রাধেয়েন মুযুৎসবঃ।
আয়ান্তি পাণ্ডবা ব্রহ্মন্নাধেয়রক্ষণঃ সমন্ততঃ ॥ ১৫

সঞ্জয় উবাচ।

প্রসাদ্যমানস্তু ততো রাজ্ঞা দ্রৌণির্মহামনাঃ।
প্রসসাদ মহারাজ ক্রোধবেগসমন্বিতঃ ॥ ১৬
ততঃ কৃপোঽপ্যুবাচেমমাচার্য্যঃ সুমহামনাঃ।
সৌম্যস্বভাবাদ্ রাজেন্দ্র ক্ষিপ্রমাগতমার্দবঃ ॥ ১৭

কৃপ উবাচ।

তবৈতৎ ক্ষম্যতেঽস্মাভিঃ সূতাত্মজ মুহূর্মুহুঃ।
দর্পমুৎসিক্তমেতং তে কাল্গুনো নাশয়িষ্যতি ॥ ১৮

সঞ্জয় উবাচ।

ততস্তে পাণ্ডবা রাজন্ পাঞ্চালাশ্চ যশস্বিনঃ।
আজগ্মুঃ সহিতাঃ কর্ণং তনয়ং তে সমন্ততঃ ॥ ১৯

অতিশয় দুর্মতি সূত! যে সমস্ত অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীকৃষ্ণের বিদ্যমান থাকিলে যাহাকে দেবতা ও অসুরগণও জয় করিতে পারে না, লোক সকলের মধ্যে একমাত্র অপরাজিত বীর সেই অর্জ্জুনকে বধ করিবার জন্য এই নৃপতিগণের সহিত তোমার কত শক্তি আছে? ৭-৮

অতিশয় দুর্বুদ্ধি নরাধম কর্ণ! তুমি দেখ আমি দাঁড়িয়ে থাক। দুর্মতে! আমি এখনই তোমার বন্ধুবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছি ॥ ৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে সংবেগে উত্থিত অশ্বত্থামাকে মহাতেজস্বী স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন এবং বক্তৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্য নিবারণ করিলেন ॥ ১০

কর্ণ বলিলেন,—কুরুশ্রেষ্ঠ! এই দুর্বুদ্ধি ও অধম ব্রাহ্মণ নিজেকে অতিশয় বীর মনে করে এবং যুদ্ধের প্রশংসা করিয়া থাকে। তুমি ইহাকে ছাড়িয়া দাও, সে আজ আমার পরাক্রমের সম্মুখীন হউক ॥ ১১

অশ্বত্থামা বলিলেন,—সূতপুত্র! তুমি অতিশয় দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন। আমরা তোমার এই অপরাধকে ক্ষমা করিলাম। তোমার এই বর্দ্ধিত দর্পের নাশ অর্জ্জুনই করিবে ॥ ১২

দুর্য্যোধন বলিলেন,—অপরকে মানদকারী ভ্রাতঃ অশ্বত্থামা! তুমি প্রসন্ন হও। তোমার এ বিষয়ে ক্ষমা করা উচিত। সূতপুত্র কর্ণের উপর তোমার কোনরূপেই ক্রোধ করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ১৩

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তোমার উপর, কর্ণের উপর এবং কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, মহারাজ শল্য ও শকুনির উপর গুরুতর কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে; তুমি প্রসন্ন হও ॥ ১৪

ব্রহ্মন্! এই সম্মুখে রাধাপুত্র কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্যগণ চারিদিক্ দিয়া আহ্বান করিতে করিতে আসিতেছে ॥ ১৫

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক এইরূপে প্রসন্নতার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া ক্রোধবেগযুক্ত মহামনা অশ্বত্থামা শান্ত ও প্রসন্ন হইলেন ॥ ১৬

রাজেন্দ্র! তাহার পর শান্ত স্বভাববশতঃ দ্রুত শান্তভাব আসিলে মহাত্মা কৃপাচার্য্যও শান্ত হইলেন এবং এই কথা বলিলেন ॥ ১৭

কৃপাচার্য্য বলিলেন,—অতিশয় দুর্মতি সূতপুত্র! আমরা তোমার এই অপরাধ ক্ষমা করিলাম, কিন্তু অর্জ্জুন তোমার এই বর্দ্ধিত দর্পকে অবশ্যই নাশ করিবে ॥ ১৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর সেই যশস্বী পাণ্ডব ও

কর্ণোঽপি রথিনাং শ্রেষ্ঠস্তাপয়ন্নুদ্যমা বীর্য্যবান্।
কৌরবাণ্যৈঃ পরিবৃতঃ শক্রো দেবগণৈরিব ॥ ২০
পর্য্যতিষ্ঠত তেজস্বী স্ববাহুবলমাশ্রিতঃ।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং কর্ণস্য সহ পাণ্ডবৈঃ ॥ ২১
ভীষণং সুমহারাজ সিংহনাদবিরাজিতম্।
ততস্তে পাণ্ডবা রাজন্ পাঞ্চালাশ্চ যশস্বিনঃ ॥ ২২
দৃষ্ট্বা কর্ণং মহাবাহুমুচ্চৈঃ শঙ্খমধ্মানদন্।
অয়ং কর্ণঃ কুতঃ কর্ণস্তিষ্ঠ কর্ণ মহারণে ॥ ২৩
যুধ্যস্ব সহিতোঽস্মাভির্নরাধম পুরুষাধম।
অদ্যে তু দৃষ্ট্বা রাধেয়ং ক্রোধরক্তেক্ষণাঽব্রুবন্ ॥ ২৪
রক্তকামরমুৎসিক্তঃ সূতপুত্রোঽব্রচেতনঃ।
সর্ব্বৈঃ পার্থিবশার্দ্দূলৈর্নৈনেনার্থোঽস্তি জীবতা ॥ ২৫
অত্যন্তবৈরী পার্থানাং সততং পাপপূরুষঃ।
এষ মূলমনর্থানাং দুর্য্যোধনমতে স্থিতঃ ॥ ২৬
যুধ্যতেনমিতি তদ্রন্ ক্ষত্রিয়াঃ সমুপাদ্রবন্।

মহতা শরবর্ষেণ ছাদয়ন্তো মহারথাঃ ॥ ২৭
বধার্থং সূতপুত্রস্য পাণ্ডবেয়েন চোদিতাঃ।
তাংস্তু সর্ব্বাংস্তথা দৃষ্ট্বা বাধমানান্ মহারথান্ ॥ ২৮
ন ব্যরাজত সূতপুত্রো ন চ ত্রাসমগচ্ছত।
দৃষ্ট্বা সংহারকল্পং তমুদ্ভূতং সৈন্যসাগরম্ ॥ ২৯
পিপ্রীষুস্তব পুত্রাণাং সংগ্রামেঽপরাজিতঃ।
সায়কৌঘেন বলবান্ ক্ষিপ্রকারী মহাবলঃ।
বারয়ামাস তৎ সৈন্যং সমন্তাদ্ ভরতর্ষভ।
ততস্তু শরবর্ষেণ পার্থিবাংস্তানবারয়ন্ ॥ ৩১
ধনূংষি তে বিধুন্বানাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অযোধয়ন্ত রাধেয়ং শক্রং দৈত্যগণা ইব ॥ ৩২
শরবর্ষং তু তৎ কর্ণঃ পার্থিবৈঃ সমুদীরিতম্।
শরবর্ষেণ মহতা সমন্তাদ্ ব্যকিরৎ প্রভো ॥ ৩৩
তদ্ যুদ্ধমভবৎ তেষাং তুমুলপ্রতিকুতৈষিণাম্।
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে শক্রস্য সহ দানবৈঃ

পাঞ্চাল-সৈন্যগণ একত্রে সমবেত হইয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে করিতে চারিদিক্ দিয়া কর্ণের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৯

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরাক্রমশালী এবং তেজস্বী বীর কর্ণও দেবগণ-পরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় প্রধান প্রধান কৌরব-মহারথী বীরগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় বাহুবলের আশ্রয় করত ধনু উত্তোলিত করিয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! তদনন্তর কর্ণের পাণ্ডবগণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যে যুদ্ধ সিংহনাদে পরিপূর্ণ ছিল।

রাজন্! বলশালী পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ মহাবাহু কর্ণকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

কোথায় কর্ণ? এই যে কর্ণ। দুরাত্মন্ নরাধম কর্ণ! এই মহাযুদ্ধে অবস্থান কর এবং আমাদের সহিত যুদ্ধ কর।

আমার অস্ত্র সকল যোদ্ধারা রাধাপুত্র কর্ণকে দেখিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত বলিতে লাগিলেন—সমস্ত শ্রেষ্ঠ রাজারা মিলিত হইয়া এই স্পর্দ্ধিত ও দুর্মতি সূতপুত্রকে বিনাশ করুন। ইহার জীবনে আর কোন লাভ হইবে না। এই পাপাত্মা ব্যক্তি সর্ব্বদা দুর্য্যোধনের সহিত অত্যন্ত শত্রুতা করিয়া আসিতেছে। দুর্য্যোধনের মতে থাকিয়া এই কর্ণই সমস্ত অনর্থের মূলরূপে পরিণত হইয়াছে ॥ ২০-২৬

অতএব ইহাকে বধ কর। এই কথা বলিতে বলিতে মহারথী বীর ক্ষত্রিয়গণ সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিবার জন্য পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রভূত বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে কর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন।

এই সমস্ত মহারথী বীরগণকে বাধিত হইতে দেখিয়া সূতপুত্র কর্ণ কোনরূপ বাধিত হইলেন না এবং ভয়ও পাইলেন না।

ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রলয় কালের ন্যায় সেই সৈন্য-সাগরকে উদ্গমিত হইতে দেখিয়া সর্ব্বপ্রকার সংগ্রামে অপরাজিত, বলবান্, শীঘ্রকারী ও মহাশক্তিশালী কর্ণ আপনার পুত্রদিগকে প্রসন্ন করিবার ইচ্ছা করিয়া বাণসমূহ বর্ষণ করত চারিদিক্ দিয়া শত্রুদিগের সেই বাহিনীকে প্রতিরোধ করিলেন।

তদনন্তর শত শত ও সহস্র সহস্র নরপতি নিজ নিজ ধনু কম্পিত করিতে করিতে বাণসমূহ বর্ষণ করত কর্ণকেও রুদ্ধ করিলেন। যেরূপ দৈত্যগণ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, সেইরূপ এই সব রাজারা রাধাপুত্র কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭-৩২

প্রভো! রাজগণকর্ত্তৃক কৃত সেই বাণবর্ষণকে কর্ণ নিজের প্রভূত বাণবর্ষণের দ্বারা সর্ব্বদিকে ছড়াইয়া দিলেন ॥ ৩৩

যেরূপ দেবাসুর সংগ্রামে দানবগণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ ঘাত-প্রতিঘাত করিতে ইচ্ছুক রাজাদের ও কর্ণের মধ্যে এই যুদ্ধও অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ॥ ৩৪

অস্ত্রাস্ত্রতমপস্তাম সূতপুত্রস্ত লাঘবম্।
যদেনং সর্বতো যত্তা নাশ্নুবন্তি পরে যুধি ॥ ৩৪
নিবার্য চ শরৌঘাংস্তান্ পাণ্ডবানাং মহারথঃ।
যুগেষীষাসু চক্রেষু ধ্বজেষু চ হয়েষু চ ॥ ৩৬
আত্মনামাঙ্কিতান্ ঘোরান্ রাধেয়ঃ প্রাহিণোচ্ছরান্।
ততস্তে ব্যাকুলীভূতা রাজানঃ কর্ণপীড়িতাঃ ॥ ৩৭
বজ্রমুক্তত্র তত্রৈব গাবঃ শীতার্দিতা ইব।
হয়ানাং বধ্যমানানাং গজানাং রথিনাং তথা ॥ ৩৮
তত্র তত্রাত্যবেক্ষাম সজ্ঞান্ কর্ণেন তাড়িতান্।
শিরোভিঃ পতিতৈ রাজন্ বাহুভিশ্চ সমন্ততঃ ॥ ৩৯
আস্তীর্ণা বহুধা সর্বা শূরাণামনিবর্তিনাম্।
হতৈশ্চ হন্যমানৈশ্চ নিষ্টনদ্ভিশ্চ সর্বশঃ ॥ ৪০
বভূবাযোধনঃ রৌদ্রঃ বৈবস্বতপুরোপমম্।
ততো দুর্যোধনো রাজা দৃষ্ট্বা কর্ণস্ত বিক্রমম্ ॥ ৪১
অশ্বত্থামানমাসাদ্য বাক্যমেতদুবাচ হ।
যুধ্যতেঽসৌ রথে কর্ণো দর্শিতঃ সর্বপাণ্ডবৈঃ ॥ ৪২
পশ্যৈতাং দ্রবতীং সেনাং কর্ণবায়ুপরাজিতাম্।
কার্তিকেয়েন বিক্রান্তামসুরীং পৃতনামিব ॥ ৪৩
দৃষ্ট্বৈতাং নির্জিতাং সেনাং রথে কর্ণেন ধীমতা।
অভিযাত্যেব বীভৎসুঃ সূতপুত্রজিঘাংসয়া ॥ ৪৪
তম্ যথা প্রেক্ষমাণানাং সূতপুত্রং মহারথম্।
ন হন্যাৎ পাণ্ডবঃ সংখ্যে তথা নীতিবিধীয়তাম্ ॥ ৪৫
ততো দ্রৌণিঃ কৃপঃ শল্যো হার্দিক্যশ্চ মহারথঃ।
প্রত্যুদ্যযুস্তদা পার্থং সূতপুত্রপরীপ্সয়া ॥ ৪৬
আয়ান্তং বীক্ষ্য কৌন্তেয়ং শক্রং দৈত্যচমূমিব।
বীভৎসুরপি রাজেন্দ্র পাঞ্চালৈরভিসংবৃতঃ ॥ ৪৭
প্রত্যুদ্যযৌ তথা কর্ণং যথা বৃত্রং শতক্রতুঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

সংরব্ধং কার্তনং দৃষ্ট্বা কালান্তকযমোপমম্ ॥ ৪৮

এখানে আমরা সূতপুত্র কর্ণের অদ্ভুত হস্তনৈপুণ্য দেখিলাম, যাহার ফলে শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা বিশেষ যত্ন করিয়াও এই যুদ্ধে কর্ণকে বন্দীকৃত করিতে পারেন নাই। ৩৫

রাজাদের রথিত বাণসমূহ নিবারণ করিয়া মহারথী বীর রাধাপুত্র কর্ণ তাঁহাদের রথের যুগ, ঈষাদণ্ড, চক্র, ধ্বজ ও অশ্বগণের উপর নিজের নামাঙ্কিত ভাস্বর বাণসমূহ প্রহার করিলেন।

তাহার পর কর্ণের বাণসমূহে পীড়িত ও ব্যাকুল হইয়া রাজারা শীতপীড়িত গোপণের ন্যায় এদিকে ওদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

কর্ণের বাণসমূহের আঘাতে প্রাণ হইয়া মরণাপন্ন হত অশ্ব, হস্তী ও রথী বীরগণের বলকে আমরা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত বীরগণের ছিন্ন হইয়া পতিত মস্তক ও বাহুসকলে সেখানকার রণভূমি চারিদিকে পূর্ণ হইয়া যাইল।

তখন কিছু যোদ্ধা নিহত হইয়া ছিল, কিছু যোদ্ধা নিহত হইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং কিছু যোদ্ধা প্রহারের পীড়ায় আর্তনাদ করিতেছিল। ইহাতে সেই যুদ্ধস্থল তখন যমপুরীর ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল।

সেই সময় রাজা দুর্যোধন কর্ণের পরাক্রম দর্শন করত অশ্বত্থামার নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন।

রণাঙ্গনে এই কবচধারী কর্ণ একাকীই সমস্ত রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। দেখ, কর্ণের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া এই পাণ্ডব-সৈন্যরা কার্তিকেয় কর্তৃক বিনষ্ট অসুর সৈন্যবাহিনীর ন্যায় পলায়ন করিতেছে। ৩৬-৪০

বুদ্ধিমান্ কর্ণ কর্তৃক রণাঙ্গনে পরাজিত এই সৈন্যগণকে দেখিয়া সূতপুত্রকে বধ করিবার ইচ্ছায় এই অর্জুন তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ৪৪

অতএব এই যুদ্ধে আমাদের সকলের সাক্ষাতেই পাণ্ডুপুত্র অর্জুন যাহাতে মহারথী বীর কর্ণকে বধ করিতে না পারে, সেইরূপ নীতি অবলম্বন কর। ৪৫

তখন দৈত্যসৈন্যদের উপর আক্রমণকারী দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় অর্জুনকে কৌরবসৈন্যদের দিকে আসিতে দেখিয়া অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, শল্য এবং মহারথী কৃতবর্মা সূতপুত্র কর্ণকে রক্ষা করিবার ইচ্ছায় অর্জুনের দিকে অগ্রসর হইলেন।

রাজেন্দ্র! সেই সময় বৃত্রাসুরের উপর আক্রমণকারী ইন্দ্রের ন্যায় পাঞ্চাল-সৈন্যগণে পরিবৃত অর্জুনও কর্ণের উপর আক্রমণ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সূত! কাল, অন্তক ও যমের ন্যায় ক্রুদ্ধ অর্জুনকে দেখিয়া বিকর্তন (সূর্য)-পুত্র কর্ণ তাহাকে কিরূপ উত্তর প্রদান করিল (কিরূপে তাহার সম্মুখীন হইল?) মহারথী কর্ণ ত' সর্বদাই অর্জুনের সহিত স্পর্ধা করিয়া থাকে এবং যুদ্ধে অত্যন্ত ভাস্বর অর্জুনকে পরাজিত করিবার বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকে।

কর্ণো বৈকর্তনঃ সূত প্রত্যাপদ্যং কিমুত্তরম্।
যো হ্যস্পর্ধত পার্থেন নিত্যমেব মহারথঃ ॥ ৪৯
আশংসতে চ বীভৎসুং যুদ্ধে জেতুং সুদুর্জয়ম্।
স তু তং সহসা প্রাপ্তং নিত্যমত্যন্তবৈরিণম্ ॥ ৫০
কর্ণো বৈকর্তনঃ সূত কিমুত্তরমপদ্যত।

সঞ্জয় উবাচ।

আয়ান্তং পাণ্ডবং দৃষ্ট্বা গজং প্রতিগজো যথা ॥ ৫১
অসম্ভ্রান্তো রণে কর্ণঃ প্রত্যুদীয়াদ্ ধনঞ্জয়ম্।
তমাপতন্তং বেগেন বৈকর্তনমজিহ্মগৈঃ ॥ ৫২
ছাদয়ামাস পার্থোঽথ কর্ণস্তু বিজয়ং শরৈঃ।
স কর্ণং শরজালেন ছাদয়ামাস পাণ্ডবঃ ॥ ৫৩
ততঃ কর্ণঃ সুসংরব্ধঃ শরৈস্ত্রিভিরবিধ্যত।
তস্য তন্নাঘবং পার্থো নামৃষ্যত মহাবলঃ ॥ ৫৪
তস্মৈ বাণান্ শিলাধৌতান্ প্রদীপ্তাগ্রানজিহ্মগান্।
প্রাহিণোৎ সূতপুত্রায় ত্রিসপ্ততং শত্রুতাপনঃ ॥ ৫৫
বিব্যাধ চৈনং সংরব্ধো বাণেনৈকেন বীর্যবান্।
সব্যে ভুজাগ্রে বলবান্ নারাচেন হসন্নিব ॥ ৫৬
তস্য বিদ্ধস্য বাণেন করাচ্চাপং পপাত হ।
পুনরাদায় তচ্চাপং নিমেষার্দ্ধাদ্গুহাবলঃ ॥ ৫৭
ছাদয়ামাস বাণৌঘৈঃ ফাল্গুনং কৃতহস্তবৎ।
শরবৃষ্টিং তু তাং মুক্তাং সূতপুত্রেণ ভারত ॥ ৫৮
বাণমণ্ডলবর্ষেণ পর্যরিক্ষ ধনঞ্জয়ঃ
তৌ পরস্পরমাসাদ্য শরবর্ষেণ পার্থিব ॥ ৫৯
ছাদয়েতাং মহেষ্বাসৌ কৃতপ্রতিকৃতৈষিণৌ।
তদদ্ভুতং মহদ্ যুদ্ধং কর্ণপাণ্ডবয়োর্মৃধে ॥ ৬০
ক্রুদ্ধয়োর্বাসিতাহেতোর্বিষ্ণ্বোরপর্ব্বণোরিব।
ততঃ পার্থো মহেষ্বাসো দৃষ্ট্বা কর্ণস্য বিক্রমম্ ॥ ৬১
মুষ্টিদেশে ধনুশ্ছিত্ত্বা চিচ্ছেদ শরয়াধিতঃ।
অশ্বাংশ্চ চতুরো ভল্লৈর্যমদণ্ডনিভম্ ॥ ৬২
সারথেশ্চ শিরঃ কায়াদহরচ্ছত্রুতাপনঃ।
অথৈনং ছিন্নধন্বানং হতাশ্বং হতসারথিম্ ॥ ৬৩

সঞ্জয়! সেই সময় নিজের চিরকালের শত্রু অর্জুনকে সহসা সম্মুখে পাইয়া সূতপুত্র কর্ণ তাঁহাকে কিরূপ উত্তর দান করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছিল?

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যেরূপ একটি হাতী অপর হাতীকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে, সেইরূপ পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয়কে আসিতে দেখিয়া কর্ণ কোনরূপ বিচলিত না হইয়াই যুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

বেগের সহিত আগমনকারী সূতপুত্র কর্ণকে অর্জুন তীক্ষ্ণ সরলগামী বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন এবং কর্ণও নিজের বাণসকলের দ্বারা অর্জুনকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন।

পাণ্ডুপুত্র অর্জুন পুনরায় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে আবৃত করিলেন। তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ কর্ণ তিনটি বাণের দ্বারা অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন।

শত্রুতাপন মহাবল অর্জুন কর্ণের এই নিপুণতাকে সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি সূতপুত্র কর্ণের দিকে শিলা-শানিত ও নিখাদ অগ্রভাগযুক্ত তিন শত সরলগামী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ৫৪-৫৫

তাহার পর ক্রুদ্ধ, পরাক্রমশালী ও বলবান্ অর্জুন যেন হাস্য করিয়াই একটি নারাচের দ্বারা কর্ণের বাম হস্তের অগ্র-ভাগে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৬

এই বাণে আহত হইয়া কর্ণের হাত হইতে ধনু পতিত হইল। পুনরায় অর্দ্ধনিমেষের মধ্যেই সেই মহাবল বীর কর্ণ ধনু গ্রহণ করত বিহস্ত যোদ্ধার ন্যায় বাণসমূহ দ্বারা পুনরায় অর্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।

ভারত! সূতপুত্র কর্ণ কর্তৃক কৃত সেই বাণবর্ষণকে অর্জুন ব্যর্থ করিতে করিতেই নিজের বাণবর্ষণের দ্বারা নষ্ট করিয়া দিলেন।

রাজন্! এই দুই মহাধনুর্দ্ধর বীর আঘাতের প্রতিঘাত করিবার ইচ্ছায় পরস্পর বাণবর্ষণ করিতে করিতে পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন।

যেরূপ দুইটি বন্য হস্তী কোন একটি হস্তিনীর জন্য পরস্পর ক্রোধের সহিত সম্মুখে লিপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই যুদ্ধস্থলে কর্ণ ও অর্জুনের এই যুদ্ধও অতিশয় ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুত ছিল।

তদনন্তর মহাধনুর্দ্ধর অর্জুন কর্ণের পরাক্রম দেখিয়া তাঁহার ধনুর মুষ্টিদেশ অভিক্রুদ্ধ ছেদন করিলেন।

তাহার পর তাঁহার চারিটি অশ্বকে চারিটি ভল্লের দ্বারা যমলোকে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহার সারথির মস্তকও শত্রুতাপন অর্জুন দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন।

বিব্যাধ সায়কৈঃ পার্থস্তূর্ণমিত্যনুশুশ্রুম।
হতাশ্বাৎ তু রথাৎ তূর্ণমবপ্লুত্য নরর্ষভঃ। ৬৪
আরুরোহ রথং তূর্ণং কৃপস্য শরপীড়িতঃ।
স মুহূর্তোঽর্জুনবাণৌঘৈরাচিতঃ শল্যাকো যথা। ৬৫
জীবিতার্থমভিপ্রেপ্সুঃ কৃপস্য রথমাস্থিতঃ।
রাধেয়ঃ নিহিতং দৃষ্ট্বা তাবকা ভরতর্ষভ। ৬৬
বনজদলনেত্রাঃ প্রাদ্রবন্ত দিশো দশ।
দ্রবতস্তান্ সমালোক্য রাজা দুর্যোধনো নৃপ। ৬৭
নিবর্তয়ামাস তদা বাক্যমেতদুবাচ হ।
অলং ত্রাসেন বঃ শূরাস্তিষ্ঠধ্বং ক্ষত্রিয়ব্রতাঃ। ৬৮
এষ পার্থবধায়াহং স্বয়ং গচ্ছামি সংযুগে।
অহং পার্থান্ হনিষ্যামি সপাঞ্চালান্ সসোমকান্। ৬৯
অদ্য মে যুধ্যমানস্য সহ গাণ্ডীবধন্বনা।
ব্রুবন্তি বিক্রমং পার্থাঃ কালস্যেব যুগক্ষয়ে। ৭০
অদ্য মদ্বাণজালানি বিমুক্তানি সহস্রশঃ।

ব্রুবন্তি সমরে যোধাঃ শলভানামিবাবৃতীঃ। ৭১
অদ্য বাণময়ং বর্ষং সৃজতো মম ধন্বিনঃ।
জীমূতস্যেব ঘর্মান্তে ব্রুবন্তি যুধি সৈনিকাঃ। ৭২
জ্ঞেষ্যাম্যদ্য রণে পার্থং সায়কৈর্নতপর্বভিঃ।
তিষ্ঠন্তঃ সমরে শূরা ভয়ং ত্যজত ফাল্গুনাৎ। ৭৩
ন হি মদ্বীর্যমাসাদ্য ফাল্গুনঃ প্রসহিষ্যতি।
যথা বেলাং সমাসাদ্য সাগরো মকরালয়ঃ। ৭৪
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ রাজা সৈন্যেন মহতা বৃতঃ।
ফাল্গুনং প্রতি দুর্ধর্ষঃ ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ। ৭৫
তং প্রয়ান্তং মহাবাহুং দৃষ্ট্বা শারদ্বতস্তদা।
অশ্বত্থামানমাসাদ্য বাক্যমেতদুবাচ হ। ৭৬
এষ রাজা মহাবাহুরমর্ষী ক্রোধমূচ্ছিতঃ।
পতঙ্গবৃত্তিমাস্থায় ফাল্গুনং যোদ্ধুমিচ্ছতি। ৭৭
যাবদ্ধঃ পতমানানাং প্রাণান্ পার্থেন সঙ্গতঃ।
ন তস্যাং পুরুষব্যাঘ্রস্তাবদ্ যাহি কৌরবম্। ৭৮

রথ ছিন্ন হইলে এবং অশ্বগণ ও সারথি নিহত হইলে পর পাণ্ডুনন্দন অর্জুন কর্ণকে চারিটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।

যাহার অশ্বগণ নিহত হইয়াছে, সেই রথ হইতে দ্রুত নামিয়া বাণপীড়িত কর্ণ অতি সত্বর কৃপাচার্যের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন।

অর্জুনের বাণসমূহে পীড়িত ও ব্যাপ্ত হইয়া কর্ণ কণ্টকাকীর্ণ শল্যের (সেজারুর) ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন। নিজের প্রাণরক্ষার জন্য কর্ণ কৃপাচার্যের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাধাপুত্র কর্ণকে পরাজিত হইতে দেখিয়া আপনার সৈন্যগণ অর্জুনের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে নৃপ! তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রাজা দুর্যোধন ফিরাইয়া আনিলেন এবং সেই তিনি এই কথা বলিলেন।

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বীরগণ! তোমরা দাঁড়াও, তোমাদের পলায়ন করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি নিজেই অর্জুনকে বধ করিবার-জন্য যুদ্ধ-ভূমিতে গমন করিতেছি। আমি পাঞ্চাল ও সোমক-গণের সহিত কুন্তীপুত্রদিগকে বধ করিব। ৫৭-৬৯

আজ গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় কুন্তীর সকল পুত্রগণই প্রলয়কালীন কালসদৃশ আমার পরাক্রম দেখিতে পাইবে॥ ৭০

আজ সমরাঙ্গণে যোদ্ধাগণ আমার নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র বাণ-সমূহকে পতঙ্গদলের ন্যায় বিস্তৃতভাবে দর্শন করিতে পাইবে॥ ৭১

যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ জলবর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ হাতে ধনু গ্রহণ করত আমার দ্বারা কৃত বাণবর্ষণকে যুদ্ধস্থলে আজ সকল সৈন্যই দেখিতে পাইবে॥ ৭২

আজ রণাঙ্গনে আনতপর্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা আমি অর্জুনকে জয় করিব। বীরগণ! তোমরা রণস্থলে অবস্থান কর এবং অর্জুন হইতে ভয় পরিত্যাগ কর॥ ৭৩

যেরূপ সমুদ্র তীরভূমি পর্যন্ত যাইয়া শান্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুন আমার নিকটে আসিয়া আমার পরাক্রম সহ্য করিতে পারিবে না॥ ৭৪

এই কথা বলিয়া যুদ্ধে রাজা দুর্যোধন ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ৭৫

মহাবাহু দুর্যোধনকে অর্জুনের সম্মুখে যাইতে দেখিয়া শরদ্বান্‌পুত্র কৃপাচার্য সেই সময় অশ্বত্থামার নিকটে গমন করত তাঁহাকে বলিলেন॥ ৭৬

এই অমর্ষশীল মহাবাহু রাজা দুর্যোধন ক্রোধে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে এবং পতঙ্গগণের বৃত্তি আশ্রয় করিয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে॥ ৭৭

এই পুরুষশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন অর্জুনের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া

যাবৎ ফাল্গুনবাণানাং গোচরং নাভ্যুপৈষ্যতি।
কৌরবঃ পার্থিবো বীরস্তাবদ্ যাহি ত্বরন্ন সংযুগে ॥ ৭৯
যাবৎ পার্থশরৈর্ঘোরৈর্নির্মুক্তোরগসন্নিভৈঃ।
ন ভস্মীক্রিয়তে রাজা তাবদ্ যুদ্ধান্নিবার্য্যতাম্ ॥ ৮০
অনুকূলমিব পশ্যামি দ্বিষতস্তস্য মানদ।
বরং যুদ্ধায় যদ্ রাজা পার্থং যাত্যসহায়বান্ ॥ ৮১
দুর্লভং জীবিতং মন্যে কৌরবস্য কিরীটিনা।
যুধ্যমানস্য পার্থেন শার্দূলেনেব হস্তিনঃ ॥ ৮২
মাতুলেনৈবমুক্তস্তু দ্রৌণিঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
দুর্য্যোধনমিদং বাক্যং ত্বরিতঃ সমভাষত ॥ ৮৩
ময়ি জীবতি গান্ধারে ন যুদ্ধং গন্তুমর্হসি।
আনয়িষ্যে কৌরব্য তব নিত্যং হিতৈষিণম্ ॥ ৮৪
ন হি তে সম্ভ্রমঃ কার্য্যঃ পার্থস্য বিজয়ং প্রতি।
অহমাবারয়িষ্যামি পার্থং তিষ্ঠ সুযোধন ॥ ৮৫

দুর্য্যোধন উবাচ।

আচার্য্যঃ পাণ্ডুপুত্রান্ বৈ পুত্রবৎ পরিরক্ষতি।
তমপ্যুপেক্ষাং কুরুষে তেষু নিত্যং দ্বিজোত্তম ॥ ৮৬
মম বা মন্দভাগ্যস্য বিপন্নস্তে বিক্রমো যুধি।
ধর্মরাজপ্রিয়ার্থং বা দ্রৌপদ্যা বা ন বিদ্ম তৎ ॥ ৮৭
বিগম্য মম লুব্ধস্য যৎকৃতে সর্ববান্ধবাঃ।
সুখার্হাঃ পরমং দুঃখং প্রাপ্নুবন্ত্যপরাজিতাঃ ॥ ৮৮
কো হি শস্ত্রবিদাং মুখ্যো মহেষ্বাসসমো যুধি।
শক্রং ন স্বপরেচ্ছন্তং যো ন স্যাদ্ গৌতমীসুতঃ ॥ ৮৯
অশ্বত্থামন্ প্রসীদস্ব নাশয়ৈতান্ মমাহিতান্।
তাবন্নগোচরে শক্তাঃ স্থাতুং দেবা ন দানবাঃ ॥ ৯০
পাঞ্চালান্ সোমকাংশ্চৈব জহি দ্রৌণে সহানুগান্।
বয়ং শেষান্ হনিষ্যামস্তবৈষ পরিরক্ষিতাঃ ॥ ৯১

আমাদের সকলের সাক্ষাতেই যাহাতে বীর প্রাণ পরিত্যাগ করিতে না পারে, তুমি তাহার পূর্ব্বেই যাইয়া ইহাকে নিবারণ কর ॥ ৭৮

এই কৌরব-বংশের বীর কৃপাল আজ যাহাতে অর্জুনের বাণপথের সীমার মধ্যে না যাইতে পারে, তুমি তাহার পূর্ব্বেই যাইয়া ইহাকে নিবৃত্ত কর ॥ ৭৯

গোলসমূহ সর্পগণের ন্যায় অর্জুনের ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা যে পর্য্যন্ত না রাজা দুর্য্যোধন ভস্মীকৃত হয়, তাহার মধ্যেই তুমি তাহাকে যুদ্ধ হইতে নিবারণ কর ॥ ৮০

মানদ! আমার নিকট ইহা উচিত বলিয়া মনে হইতেছে না যে, আমরা থাকিতে স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন কাহারও কোন সহায়তা না পাইয়াই অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গমন করে ॥ ৮১

যেরূপ সিংহের সহিত হস্তী যদি সমরে লিপ্ত হয়, তবে তাহার পক্ষে যেমন জীবিত থাকা অসম্ভব, সেইরূপ কিরীটধারী মহাত্মা অর্জুনের সহিত যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে কুরুবংশধর দুর্য্যোধনের জীবনও আমি দুর্লভ বলিয়া মনে করি ॥ ৮২

মাতুল কৃপাচার্য্য এই কথা বলিলে পর অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা অতিব্যস্ততাই দুর্য্যোধনের নিকটে যাইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৮৩

গান্ধারীনন্দন! কুরুবংশধর! আমি সর্ব্বদাই তোমার হিতকামী। তুমি আমার জীবন থাকিতে আমাকে অনাদর করিয়া কখনই যুদ্ধে গমন করিও না ॥ ৮৪

দুর্য্যোধন! অর্জুনকে জয় করা বিষয়ে তুমি কোনরূপ বিচলিত হইও না। তুমি অবস্থান কর। আমি অর্জুনকে প্রতিরোধ করিব ॥ ৮৫

দুর্য্যোধন বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমাদের আচার্য্যদেব ত' নিজের পুত্রগণের ন্যায় পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিতেছেন এবং তুমিও সর্ব্বদা ইঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতেছ ॥ ৮৬

অথবা আমার দুর্ভাগ্যক্রমেই তোমার পরাক্রম যুদ্ধে মন্দ হইয়া গিয়াছে। কিম্বা তুমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর প্রিয় করিবার জন্যই এরূপ করিতেছ—তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ৮৭

দোষদর্শীকৃত আমাকে ধিক্, যাহার জন্য অপরাজিত বীর ও সুখভোগের যোগ্য আমার সকল বন্ধুগণ মহাদুঃখ প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৮৮

কৃপীনন্দন অশ্বত্থামা ব্যতীত এরূপ অস্ত্র আর কে বীর আছে, যে অস্ত্রজ্ঞগণের মধ্যে প্রধান, মহাদেবসদৃশ পরাক্রমশালী এবং শক্তিমান্ হইয়া যুদ্ধে শত্রুদিগকে সংহার করে না ॥ ৮৯

অশ্বত্থামন্! তুমি প্রসন্ন হও। তুমি আমার এই শত্রুদিগকে সংহার কর। তোমার অস্ত্রবলের পথে (সীমার মধ্যে) দেবতা ও দানবগণও অবস্থান করিতে সমর্থ হন্ না ॥ ৯০

দ্রোণনন্দন! তুমি অনুগামিগণের সহিত পাঞ্চাল ও সোমকদিগকে বধ কর; তারপর তোমার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া আমরা আমাদের অবশিষ্ট শত্রুগণকে সংহার করিব ॥ ৯১

এতে হি সোমকা বিপ্র পাঞ্চালাশ্চ যশস্বিনঃ।
মম সৈন্যেষু সংক্রুদ্ধা বিচরন্তি দবাগ্নিবৎ ॥ ১২
তান্ বারয় মহাবাহো কেকয়াংশ্চ নরোত্তম।
পুরা কুর্বন্তি নিঃশেষং রক্ষ্যমাণাঃ কিরীটিনা ॥ ১৩
অশ্বত্থামংস্ত্বরাযুক্তো যাহি শীঘ্রমবিলম্বম্।
আগ্নেয়ী বা যদি বা পশ্চাৎ ভবেদঃ কর্ম মারিষ ॥ ১৪
ঋষুৎপন্নো মহাবাহো পাঞ্চালানাং বধং প্রতি।
করিষ্যসি জগৎ সর্বমপাঞ্চালং কিলোদ্যতঃ ॥ ১৫
এবং সিদ্ধাহ্যব্রুবন্ বাচো ভবিষ্যন্তি চ তৎ তথা।
তস্মাত্ত্বং পুরুষব্যাঘ্র পাঞ্চালান্ জহি সানুগান্ ॥ ১৬
ন তেঽস্ত্রমোচনে শক্তাঃ স্থাতুং দেবাঃ সবাসবাঃ।
কিমু পার্থাঃ সপাঞ্চালাঃ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ১৭
ন ত্বাং সমর্থাঃ সংগ্রামে পাণ্ডবাঃ সহ সোমকৈঃ।
বলাদ্ যোধয়িতুং বীর সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ১৮
গচ্ছ গচ্ছ মহাবাহো ন নঃ কালাত্যয়ো ভবেৎ।
ইয়ং হি ব্রুবতে সেনা পার্থসায়কপীড়িতা ॥ ১৯
শক্রো হ্যসি মহাবাহো দিব্যেন স্বেন তেজসা।
নিগ্রহে পাণ্ডুপুত্রাণাং পাঞ্চালানাঞ্চ মানদ ॥ ১০০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচবধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে দুর্যোধনবাক্যে একোনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৯

অনুগামীদিগের সহিত পাঞ্চালগণকে বধ কর ॥ ১৬

আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলিতেছি যে, তোমার বাণপথের মধ্যে ইন্দ্র সহ দেবগণও অবস্থান করিতে পারেন না; সুতরাং এ বিষয়ে কুন্তীপুত্র ও পাঞ্চালগণের কথা আর কি বলিবার আছে ? ১৭

বীর! সোমকগণসহ পাণ্ডবেরা সংগ্রামে তোমার সহিত বলপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে। ইহা আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি ॥ ১৮

মহাবাহো! যাও, যাও। আমাদের এই কার্য্যে যেন কোনরূপ বিলম্ব না হয়। দেখ, অর্জুনের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া আমার এই সৈন্যগণ পলায়ন করিতেছে ॥ ১৯

মানদ মহাবাহু বীর! তুমি স্বীয় দিব্যতেজে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণকে নিগ্রহ করিতে সমর্থ আছ ॥ ১০০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্ব্বে রাত্রিযুদ্ধপ্রসঙ্গে দুর্যোধনের বাক্যবিষয়ক একোনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্যোধনায় স্থিরত্বারসূচকঃ আশ্বাসনায় প্রদায় পাঞ্চালৈঃ সহ অশ্বত্থামো যুদ্ধম্, অত্র দৃষ্টদ্যুম্নস্য সরথং মৃত্যুং নিপাত্য তৎসৈন্যানি চ প্রত্রাব্য তস্যাদ্ভুতপরাক্রমপ্রদর্শনম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

দুর্যোধনেনৈবমুক্তো দ্রৌণিরাহবদুর্মদঃ।
চকারারিবধে যত্নমিন্দ্রো দৈত্যবধে যথা॥ ১

প্রত্যুবাচ মহাবাহুস্তব পুত্রমিদং বচঃ।
সত্যমেতন্মহাবাহো যথা বদসি কৌরব॥ ২

প্রিয়া হি পাণ্ডবা নিত্যং মম চাপি বিশেষতঃ মে।
তথৈবাহং প্রিয়স্তেষাং ন তু যুদ্ধে কুরুষ্বহ॥ ৩

শক্তিতস্তাত যুধ্যামস্ত্যক্ত্বা প্রাণানভীতবৎ।
অহং কর্ণশ্চ শল্যশ্চ কৃপো হার্দিক্য এব চ।
নিমেষার্ধং পাণ্ডবীং সেনাং ক্ষপয়েম নৃপোত্তম॥ ৪

তে চাপি কৌরবীং সেনাং নিমেষার্ধাৎ কুরুষ্বহ।
ক্ষপয়েরন্মহাবাহো ন স্যাম যদি সংযুগে॥ ৫

যুধ্যন্তাং পাণ্ডবাস্তেষাং চাস্মান্ যুযুৎসতাম্।
তেজস্তেজঃ সমাসাদ্য প্রশমং যাতি ভারত॥ ৬

অশক্যা ত্বরসা জেতুং পাণ্ডবানামনীকিনী।
জীবৎসু পাণ্ডুপুত্রেষু তদ্ধি সত্যং ব্রবীমি তে॥ ৭

আত্মার্থং যুধ্যমানাস্তে সমর্থাঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
কিমর্থং তব সৈন্যানি ন হনিষ্যন্তি ভারত॥ ৮

ত্বং তু লুব্ধতমো রাজন্ নিকৃতিজ্ঞশ্চ কৌরব।
দুর্বাভিশঙ্কী মানী চ ততোঽস্মানভিশঙ্কসে॥ ৯

মন্যে ত্বং কুৎসিতো রাজন্ পাপাত্মা পাপপূরুষঃ।
অজ্ঞানপি স নঃ ক্ষুদ্র শঙ্কসে পাপভাবিতঃ॥ ১০

অহং তু যত্নমাস্থায় স্বর্থে ত্যক্তজীবিতঃ।
এষ গচ্ছামি সংগ্রামং যৎকৃতে কুরুনন্দন॥ ১১

ষষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

[দুর্যোধনকে স্থিরত্বারসূচক আশ্বাসপ্রদান করিয়া পাঞ্চালগণের সহিত অশ্বত্থামার যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধে দৃষ্টদ্যুম্নের সারথি সহ রথকে নষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহার সৈন্যদিগকে বিতাড়নপূর্বক অশ্বত্থামার অদ্ভুত পরাক্রমপ্রদর্শন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দুর্যোধন এই কথা বলিলে পর রণদুর্মদ অশ্বত্থামা সেইরূপে শত্রুবধ করিবার জন্য প্রযত্ন আরম্ভ করিলেন, যেরূপ ইন্দ্র দৈত্যদিগকে বধ করিতে যত্নপরায়ণ হইয়াছিলেন॥ ১

সেই সময় মহাবাহু অশ্বত্থামা আপনার পুত্রকে এই কথা বলিলেন—মহাবাহু কৌরবনন্দন! তুমি যে কথা বলিলে, তাহা প্রকৃতই সত্য॥ ২

কুরুশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবগণ আমার এবং আমার পিতৃদেবের অতিশয় প্রিয়। সেইরূপ আমারও উভয়ে পিতা-পুত্রে তাহাদের প্রিয়, কিন্তু যুদ্ধস্থলে আমাদের সেই ভাব থাকে না॥ ৩

তাত! আমরা নিজেদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করত যেন নির্ভয় হইয়াই যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া থাকি। নরশ্রেষ্ঠ! আমি, কর্ণ, শল্য, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা নিমিষকালের মধ্যেই সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে সংহার করিতে পারি॥ ৪

মহাবাহু কুরুশ্রেষ্ঠ! যদি যুদ্ধস্থলে আমরা অবস্থান না করি, তবে পাণ্ডবেরাও অর্দ্ধনিমেষের মধ্যেই সমস্ত কৌরব-সৈন্যগণকে ধ্বংস করিতে পারে॥ ৫

আমরা যথাশক্তি পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করিতেছি এবং তাহারাও আমাদের সহিত সেইভাবে যুদ্ধ করিতে উদ্যুক্ত আছে। ভরত! এইভাবে আমাদের তেজ পরস্পর পরস্পরকর্তৃক আঘাতপ্রাপ্ত হইবার পর শান্ত হইয়া পড়িতেছে॥ ৬

রাজন্! আমি তোমাকে সত্যকথা বলিতেছি যে, পাণ্ডবগণকে জয় করিতে না পারিলে, তাহাদের সৈন্যদিগকে জয় করা অসম্ভব॥ ৭

হে ভারত! পাণ্ডবগণ শক্তিশালী এবং নিজেদের জন্য যুদ্ধ করিতেছে; সুতরাং তাহারা কিরূপ না তোমাদের এই সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিবে? ৮

হে কৌরব! তুমি ত' লোভী এবং ছল-কপটতা বিদ্যা অবগত আছ। সকলকেই তুমি সন্দেহ কর ও অভিমানী, সেইজন্যই আমাদের উপরেও তুমি সন্দেহ প্রকাশ করিতেছ॥ ৯

রাজন্! আমি মনে করি—তুমি নিন্দিত, পাপাত্মা এবং পাপপুরুষ। ক্ষুদ্র কৃপাল! তোমার অন্তঃকরণ পাপভাবনায় পরিপূর্ণ, সেই কারণেই তুমি আমাদের উপর এবং অন্যান্যদের উপর সন্দেহ প্রকাশ করিতেছ॥ ১০

কুরুনন্দন! আমি এখনই তোমাদের জন্য জীবনের মোহ পরিহার করিয়া পূর্ণ চেষ্টা করত রণাঙ্গনে গমন করিতেছি।

যোৎস্যেঽহং শত্রুভিঃ সার্ধং জেষ্যামি চ বরান্ বরান্।
পাঞ্চালৈঃ সহ যোৎস্যামি সোমকৈঃ কেকয়ৈস্তথা। ১২
পাণ্ডবেয়ৈশ্চ সংগ্রামে দুষ্করিষ্যামরিন্দম।
অদ্য মদ্বাণনির্দগ্ধাঃ পাঞ্চালাঃ সোমকাস্তথা। ১৩
সিংহেনেবার্দিতা গাবো বিদ্রবিষ্যন্তি সর্বশঃ।
অদ্য ধর্মসুতো রাজা দৃষ্ট্বা মম পরাক্রমম্। ১৪
অস্বত্থামময়ং লোকং মংস্যতে সহ সোমকৈঃ।
আগমিষ্যতি নির্বেদং ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ॥ ১৫
দৃষ্ট্বা নিহতান্ সংখ্যে পাঞ্চালান্ সোমকৈঃ সহ।
যে মাং যুদ্ধেঽভিযোৎস্যন্তি তান্ হনিষ্যামি ভারত। ১৬
ন হি তে বীর যোক্ষ্যন্তে মদ্বাহুবন্তরমাগতাঃ।
এবমুক্ত্বা মহাবাহুঃ পুত্রং দুর্যোধনং তব॥ ১৭
অভ্যবর্তত যুদ্ধায় ত্রাসয়ন্ সর্বধন্বিনঃ।
চিকীর্ষুস্তস্য পুত্রাণাং প্রিয়ং প্রাণভৃতাং বরঃ॥ ১৮
ততোঽব্রবীৎ সকৈকেয়ান্ পাঞ্চালান্ সৌরমীসুতঃ।
প্রহরধ্বমিতঃ সর্বে মম গাত্রে মহারথাঃ ১৯
স্থিরীভূতাশ্চ যুধ্যধ্বং দর্শয়ন্তোঽস্ত্রলাঘবম্।
এবমুক্তাস্তু তে সর্বে শস্ত্রবৃষ্টীরপাতয়ন্। ২০
দ্রৌণিং প্রতি মহারাজ জলং জলধরা ইব।
তান্ নিহত্য শরান্ দ্রৌণির্দশ বীরানপোথয়ৎ॥ ২১
প্রমুখে পাণ্ডুপুত্রাণাং ধৃষ্টদ্যুম্নস্য চ প্রভো।
তে হন্যমানাঃ সমরে পাঞ্চালাঃ সোমকাস্তথা॥ ২২
পরিত্যজ্য রণে দ্রৌণিং ব্যাঘ্রবত্ত্রস্ত দিশো দশ।
তান্ দৃষ্ট্বা দ্রবতঃ শূরান্ পাঞ্চালান্ সহসোমকান্।২৩
ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ দ্রৌণিমভ্যদ্রবদ্ রণে।
ততঃ কাঞ্চনচিত্রাণাং সজলাম্বুদনাদিনাম্॥ ২৪
যুতঃ শতেন শূরাণাং রথানামনিবর্তিনাম্।
পুত্রঃ পাঞ্চালরাজস্য ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ। ২৫
দ্রৌণিমিত্যব্রবীদ্ বাক্যং দৃষ্ট্বা যোধান্ নিপাতিতান্।
আচার্যপুত্র দুর্বুদ্ধে কিমকৈর্নিহতৈস্তব। ২৬

শত্রুগণ! আমি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিব এবং তাহাদের প্রধান প্রধান বীরগণের উপর অস্ত্রাঘাত করিব। রণাঙ্গনে তোমায় স্থির করিবার জন্য আমি পাঞ্চাল, সোমক, কেকয় এবং পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিব।

আজ পাঞ্চাল এবং সোমক যোদ্ধারাও আমার বাণসমূহে দগ্ধ হইয়া সিংহকর্তৃক পীড়িত গোসকলের ন্যায় চারিদিকে পলায়ন করিবে।

আজ সোমকগণের সহিত ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির আমার পরাক্রম দেখিয়া সম্পূর্ণ জগৎকেই অশ্বত্থামাময় বলিয়া মনে করিতে থাকিবে।

সোমগণের সহিত পাঞ্চাল-সৈন্যদিগকে যুদ্ধে নিহত হইতে দেখিয়া আজ ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের মনে অতিশয় নির্বেদ (খেদ ও বৈরাগ্য) প্রাপ্ত হইবে।

ভারত! যাহারাই আমার সহিত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিবে, তাহাদিগকেই আমি বিনাশ করিব। বীর! আমার বাহুর মধ্যে আসিয়া শত্রুসৈন্যগণ কোনক্রমেই জীবিত থাকিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না।

আপনার পুত্র দুর্যোধনকে এই কথা বলিয়া মহাবাহু অশ্বত্থামা সমস্ত ধনুর্ধর বীরগণকে আনন্দিত করিতে করিতে যুদ্ধের জন্য শত্রুগণের সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা আপনার পুত্রদিগের প্রিয় করিতে অভিলাষী ছিলেন। ১১-১৮

তদনন্তর গৌতমীনন্দন অশ্বত্থামা কেকয়গণের সহিত পাঞ্চালদিগকে বলিলেন,—মহারথী বীরগণ! এখন তোমরা সকলে মিলিত হইয়া আমার শরীরে প্রহার কর এবং নিজেদের অস্ত্রচালনাবিষয়ে নৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে স্থির হইয়া যুদ্ধ কর।

মহারাজ! অশ্বত্থামা এই কথা বলিলে পর সেই সব বীরগণ তাঁহার উপর সেইভাবে অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ মেঘ পর্বতের উপর জলবর্ষণ করিয়া থাকে।

প্রভো! দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা তাঁহাদের সকলেরই সেই সব বাণসকলকে নষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহাদের মধ্যে দশ জন বীরকে পাণ্ডবগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সাক্ষাতেই বধ করিলেন।

রণাঙ্গনে মহারথ পাঞ্চাল ও সোমক সৈন্যগণ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! বীর পাঞ্চাল ও সোমকগণ পলায়ন করিতেছে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন রণাঙ্গনে অশ্বত্থামার উপর ধাবিত হইলেন।

তদনন্তর সুবর্ণচিত্রিত, সজল জলধর (মেঘ)-সদৃশ গম্ভীর শব্দকারী এবং যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত এক শত রথারোহী বীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পাঞ্চালরাজপুত্র মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর যোদ্ধাদিগকে নিহত হইতে দেখিয়া দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামাকে এই কথা বলিলেন।

সমাগচ্ছ ময়া সার্দং যদি শূরোঽসি সংযুগে।
অহং ত্বাং নিহনিষ্যামি তিষ্ঠেদানীং মমাগ্রতঃ ॥ ২৭
ততস্তমাচার্যসুতং দৃষ্টদ্যুম্নঃ প্রতাপবান্।
মর্মভিদ্ভিঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্জঘান ভরতর্ষভ ॥ ২৮
তে তু পঙ্‌ক্তীকৃতা দ্রৌণিং শরা নিশিতরাশুগাঃ।
রুক্মপুঙ্খাঃ প্রসন্নাগ্রাঃ সর্বকায়াবদারিণঃ ॥ ২৯
মদ্ধর্বিন ইবোদ্দামা ভ্রমরাঃ পুষ্পিতং দ্রুমম্।
সোঽভিবিদ্ধো ভৃশং ক্রুদ্ধঃ পদাক্রান্ত ইবোরগঃ
মানী দ্রৌণিরসম্ভ্রান্তো বাণপাণিরভাষত।
দৃষ্টদ্যুম্ন স্থিরো ভূত্বা মুহূর্তং প্রতিপালয় ॥ ৩১
যাবৎ ত্বাং নিশিতৈর্বাণৈঃ প্রেষয়ামি যমক্ষয়ম্।
দ্রৌণিরেবমথাভাষ্য পার্ষতং পরবীরহা ॥ ৩২
ছাদয়ামাস বাণৌঘৈঃ সমন্তান্নঘুহস্তবৎ।
স বাধ্যমানঃ সমরে দ্রৌণিনা যুদ্ধদুর্মদঃ ॥ ৩৩
দ্রৌণিং পাঞ্চালতনয়ো বাগ্‌ভিরাভর্ত্সয়ৎ তদা।
ন জানীষে প্রতিজ্ঞাং মে বিপ্রোৎপত্তিং তথৈব চ ॥৩৪
দ্রোণং হত্বা ফিল ময়া হৃষ্টবাস্ত্বং সুদুর্মতে।
তস্মাদ্বাহং ন হনমাদ্য দ্রোণে জীবতি সংযুগে ॥ ৩৫
ইমাং তু রজনীং প্রাপ্যাম্প্রভাতাং সুদুর্মতে।
নিহত্য পিতরং তেঽদ্য ততস্ত্বামপি সংযুগে ॥ ৩৬
নেষ্যামি প্রেতলোকায় ক্ষেত্রজ্ঞে মনসি স্থিরম্।
যচ্চ পার্থেষু বিদ্বেষো যা ভক্তিঃ কৌরবেষু চ ॥ ৩৭
তাং দর্শয় স্থিরো ভূত্বা ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে।
যো হি ব্রাহ্মণমুৎসৃজ্য ক্ষত্রধর্মরতো দ্বিজঃ ॥ ৩৮
স বধ্যঃ সর্বলোকস্য যথা ত্বং পুরুষাধমঃ।
ইত্যুক্তঃ পরুষং বাক্যং পার্ষতেন দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩৯
ক্রোধমাহারয়ৎ তীব্রং চিত্ত বিস্ফোরি চাত্মনীং।
নিদহন্নিব চক্ষুর্ভ্যাং পার্ষতং সোঽভ্যবৈক্ষত ॥ ৪০

দুর্মতি আচার্যপুত্র! অদ্য সব সৈন্যগণকে বধ করিয়া কি লাভ হইবে? যদি বীরত্ব থাকে, তবে রণাঙ্গনে আমার সহিত যুদ্ধ কর। এই সময় তুমি আমার সম্মুখে অবস্থান কর, আমি এখনই তোমাকে নিহত করিব। ২৬-২৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই কথা বলিয়া প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন মর্মভেদী এবং তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা আচার্যপুত্র অশ্বত্থামাকে প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিলেন। ২৮

সুবর্ণময় পক্ষ এবং নির্মলাগ্রভাগবিশিষ্ট, সকলের শরীর বিদীর্ণ করিতে সমর্থ সেই শীঘ্রগামী বাণসমূহ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামার শরীরে সেইভাবে প্রবিষ্ট হইল, যেরূপ মধুলোভী ভ্রমরগণ বিকসিত বৃক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে।

সেই বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া মানী অশ্বত্থামা পদাহত সর্পের ন্যায় অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং হস্তে বাণ লইয়া অবিচলিতচিত্তে এই কথা বলিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন! তুমি স্থির হইয়া আরও মুহূর্তকাল প্রতীক্ষা কর, তাহার মধ্যেই আমি তোমাকে আমার তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা যমলোকে প্রেরণ করিব।

শত্রুবীর-সংহারকারী অশ্বত্থামা এই কথা বলিয়া হস্ত-চালনা করিতে নিপুণ যোদ্ধার ন্যায় বীর বাণসমূহের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।

সমরাঙ্গণে অশ্বত্থামা কর্তৃক শীঘ্রিত শরসমূহ পাঞ্চালরাজকুমারের

ধৃষ্টদ্যুম্নের বাক্যের দ্বারা তর্জন-গর্জন করিতে করিতে এই কথা বলিলেন।

অতিশয় দুর্বুদ্ধিযুক্ত ব্রাহ্মণ! তুমি কি আমার প্রতিজ্ঞা ও উৎপত্তির বৃত্তান্ত কিছুই জান না? নিশ্চয়ই আমাকে পুত্রে দ্রোণাচার্যকে বধ করিয়া পরে তোমাকে বধ করিতে হইবে।

সেইজন্য দ্রোণাচার্য জীবিত থাকিতে এখন তোমাকে রণাঙ্গনে বধ করিতেছি না। দুর্মতে! এই রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই আজ তোমার পিতাকে বধ করিয়া তোমাকেও যুদ্ধস্থলে প্রেতলোকে প্রেরণ করিব। ইহাই আমার স্থিরসিদ্ধান্ত।

কুন্তীপুত্রগণের প্রতি তোমার যে দ্বেষভাব এবং কৌরবদের উপর তোমার যে ভক্তিভাব বিদ্যমান আছে, তাহা তুমি স্থির হইয়া দেখাও। তুমি আজ জীবিত অবস্থায় আমার হাত হইতে মুক্তি পাইবে না।

যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণত্ব পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্মে তৎপর থাকে, সেই ব্রাহ্মণ তোমার ন্যায় অধম পুরুষের তুল্য; সুতরাং সকল লোকেরই বধ্য।

ক্রুদ্ধনয়ন ধৃষ্টদ্যুম্ন এতাদৃশ কঠোর বাক্য বলিলে পর দ্বিজশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন—পরে! দাঁড়াও, অপেক্ষা কর।

ছাদয়ামাস চ শরৈর্নিঃশ্বসন্ পন্নগো যথা।
স ছাদ্যমানঃ সমরে দ্রৌণিনা রাজসত্তম ॥ ৪১
সর্বপাঞ্চালসেনাভিঃ সংবৃতো রথসত্তমঃ।
নাকম্পত মহাবাহুঃ স্থবীর্যাং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৪২
সায়কাংশ্চৈ বিবিধানশ্বত্থামি মুমোচ হ।
তৌ পুনঃ সংক্রমর্তেতাং প্রাণদ্যূতপণে রণে ॥ ৪৩
নিপীড়য়ন্তৌ বাণৌঘৈঃ পরস্পরমনন্বিতৌ।
উৎসৃজন্তৌ মহেষ্বাসৌ শরবৃষ্টীঃ সমন্ততঃ ॥ ৪৪
দ্রৌণি-পার্ষতয়োর্যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়ানকম্।
দৃষ্ট্বা সম্পূজয়ামাসুঃ সিদ্ধচারণবাহিকাঃ ॥ ৪৫
শরৌঘৈঃ পূরয়ন্তৌ তাবাকাশং চ দিশস্তথা।
অলক্ষ্যৌ সমযুধ্যেতাং মহৎ কৃত্বা শরৈস্তমঃ ॥ ৪৬
নৃত্যমানাবিব রণে মণ্ডলীকৃতকার্মুকৌ।
পরস্পরবধে যত্তৌ সর্বভূতভয়ঙ্করৌ ॥ ৪৭

তখন তিনি দৃষ্টদ্যুম্নের দিকে এরূপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যেন তিনি নেত্রতেজে তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। সেই সঙ্গে সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে অশ্বত্থামা তাঁহাকে তীব্র বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন।

নৃপশ্রেষ্ঠ! সমরাঙ্গণে অশ্বত্থামা কর্তৃক আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেও সমস্ত পাঞ্চাল সৈন্যগণদ্বারা পরিবেষ্টিত মহারথী মহাবাহু দৃষ্টদ্যুম্ন কম্পিত হইলেন না। তিনি তখন স্বীয় বল-পরাক্রমের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অশ্বত্থামার উপর নানাপ্রকার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই দুই মহাধনুর্ধর বীর অমর্ষপূর্ণ চিত্তে পরস্পরের উপর চারিদিকে বাণবর্ষণ করিতে থাকিয়া সেই বাণসকলের দ্বারা পরস্পরকে পীড়িত করিতে করিতে প্রাণের পণ রাখিয়া রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৯-৪১

অশ্বত্থামা এবং দৃষ্টদ্যুম্নের সেই ঘোররূপ ও ভয়ানক যুদ্ধ দর্শন করিয়া সিদ্ধ, চারণ এবং বায়ুচারী প্রাণিগণ তাঁহাদের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৪২

ইহারা উভয়ে তখন নিজ নিজ বাণসমূহের দ্বারা আকাশ ও দিক্‌সমূহ পূর্ণ করত তাহাদের দ্বারা যেন অন্ধকার সৃজন পূর্বক অদৃশ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৪৩

সেই রণাঙ্গনে নিজ নিজ মণ্ডলাকার করিয়া তাঁহারা উভয়েই যেন নৃত্য করিতেছিলেন। পরস্পর পরস্পরকে বধ করিতে অমূহ্যেতাং মহাবাহু চিত্রং লঘু চ সুষ্ঠু চ।
সম্পূজ্যমানৌ সমরে যোধমুখ্যৈঃ সহস্রশঃ ॥ ৪৮
তৌ প্রবৃদ্ধৌ রণে দৃষ্ট্বা বনে বন্যৌ গজাবিব।
উভয়োঃ সেনয়োর্হর্ষস্তুমুলঃ সমপদ্যত ॥ ৪৯
সিংহনাদরবাশ্চাসন্ দধ্মুঃ শঙ্খাংশ্চ সৈনিকাঃ।
বাদিত্রাণ্যভ্যবাদ্যন্ত শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৫০
তস্মিংস্তু তুমুলে যুদ্ধে ভীরূণাং ভয়বর্ধনে।
মুহূর্তমপি তদ্ যুদ্ধং সমরূপং তদাঽভবৎ ॥ ৫১
ততো দ্রৌণির্মহারাজ পার্ষতস্য মহাত্মনঃ।
ধনুঃ যন্ত্রস্তথা ছত্রমুতৌ চ পার্ষিসারথী ॥ ৫২
সূতমবাংশ্চ চতুরো নিহত্যাভ্যদ্রবদ্ রণে।
পাঞ্চালাংশ্চৈব তান্ সর্বান্ বাণৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৫৩
বাত্রাবরণমেবাস্যা শতশোঽথ সহস্রশঃ।
ততস্তু বিব্যথে সেনা পাণ্ডবী ভরতর্ষভ ॥ ৫৪

ব্যস্তসমাধন হইয়া সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষেই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিলেন। ৪৭

সেই মহাবাহু দুই বীর সমরাঙ্গণে সমস্ত শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণের দ্বারা হাজার হাজার বার প্রশংসিত হইয়া শীঘ্রতা সহকারে সুন্দর পদ্ধতিতে বিচিত্র যুদ্ধ করিতেছিলেন। ৪৮

বনে মত্তাবস্থায় স্থিত দুইটি হস্তীর ন্যায় সেই দুই বীরকে যুদ্ধে আগমন দেখিয়া উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যেই তুমুল হর্ষনাদ হইতে লাগিল। ৪৯

চারিদিকেই সিংহনাদ হইতেছিল। সৈন্যরা শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল এবং শত শত ও সহস্র সহস্র প্রকার বাদ্যযন্ত্রসমূহ বাদিত হইতেছিল। ৫০

ভীরু পুরুষগণের ভয়বর্ধনকারী সেই তুমুল সংগ্রামে মুহূর্তকাল পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে সমানভাবে যুদ্ধ চলিতেছিল। ৫১

মহারাজ! তদনন্তর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা মহাত্মা দৃষ্টদ্যুম্নের ধনু, যন্ত্র ও ছত্র, উভয় পার্শ্বরক্ষক, সারথি এবং চারিটি অশ্বকে বিনাশ করিয়া যুদ্ধে তীব্রবেগে ধাবিত হইলেন।

অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন অশ্বত্থামা আনতপর্বযুক্ত শত শত ও সহস্র সহস্র বাণসকলের দ্বারা সেই সমস্ত পাঞ্চালগণকে দূরে বিতাড়িত করিলেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধস্থলে ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী অশ্বত্থামার সেই মহৎ কর্ম দর্শন করিয়া পাণ্ডব-সৈন্যরা ব্যথিত হইয়া উঠিলেন।

দৃষ্ট্বা দ্রৌণের্বলং কর্ণ বাসবস্যেব সংযুগে।
শতেন চ শতং হত্বা পাঞ্চালানাং মহারথঃ ॥ ৫৫
ত্রিভিশ্চ নিশিতৈর্বাণৈর্হত্বা ত্রীন্ বৈ মহারথান্।
দ্রৌণির্দ্রুপদপুত্রস্য কাঙ্ক্ষতস্য চ পত্ততঃ ॥ ৫৬
নাশয়ামাস পাঞ্চালান্ কুরিষ্টং যে ব্যবস্থিতাঃ।
তে বধ্যমানাঃ পাঞ্চালাঃ সমরে সহ সৃঞ্জয়ৈঃ ॥ ৫৭
অপজ্ঞন্ দ্রৌণিমুৎসৃজ্য বিপ্রকীর্ণরথধ্বজাঃ।
স নিহত্য বহূন্ শূরানবশিষ্টো ব্যরোচত।
যুগান্তে সর্বভূতানি ভস্ম কৃত্বেব পাবকঃ ॥ ৫৯
সম্মূর্ছমানো বৃষ্টি কৌরবেয়ৈ-
র্নিজিত্য সাংগ্রামিকপাণ্ডবান্ সহ প্রভঃ।
ব্যরোচত দ্রোণসুতঃ প্রতাপবান্ যথা
সুরেন্দ্রোঽরিগণান্ নিহত্য বৈ ॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রৌণপর্বণি ঘটোৎকচপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে অশ্বত্থামাপরাক্রমে ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬০

দ্রৌণপুত্র মহারথী অশ্বত্থামা প্রথমে শত বাণে শত পাঞ্চাল যোদ্ধাকে নিহত করিয়া পুনরায় তিনটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাহাদের তিন জন মহারথী বীরকেও বধ করত কৃপান্বিত করিলেন। দৃষ্টদ্যুম্ন ও অর্জুনের সাক্ষাতেই সেখানে যে সমস্ত পাঞ্চাল-সৈন্য অবস্থান করিতেছিল, তিনি তাহাদের সকলকেই ধ্বংস করিয়া দিলেন।

রণাঙ্গনে অস্ত্রপ্রহারে নিহতপ্রায় পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়-সৈন্যগণ অশ্বত্থামাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইল, সেই সময় উহাদের সকলেরই রথ ও ধ্বজ বিনষ্ট হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

এইরূপে রণাঙ্গনে শত্রুসৈন্যকে ধ্বংস করিয়া দ্রোণপুত্র মহারথী অশ্বত্থামা বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় ভীষণরবে গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৫২-৫৮

যেরূপ প্রলয়কালে অগ্নিদেব সম্পূর্ণ প্রাণিগণকে ভস্মীভূত করিয়া প্রকাশিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ অশ্বত্থামাও সেখানে বহুসংখ্যক বীর যোদ্ধাকে বধ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫৯

যেরূপ দেবরাজ শত্রু শত্রুসৈন্যকে সংহার করিয়া শোভমান হন, সেইরূপ প্রতাপশালী দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা যুদ্ধে সহস্র সহস্র শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া কৌরবসৈন্যের দ্বারা পূজিত এবং প্রশংসিত হইতে হইতে অতিশয় শোভাযুক্ত হইলেন ॥ ৬০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত ঘটোৎকচ-বধপর্বে রাত্রিযুদ্ধপর্বে অশ্বত্থামার পরাক্রমবিষয়ক ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমার্জুনয়োরাক্রমণম্, কৌরবসৈন্যস্য পলায়নঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততো যুধিষ্ঠিরশ্চৈব ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ।
দ্রোণপুত্রং মহারাজ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ১

ততো দুর্য্যোধনো রাজা ভারদ্বাজেন সংবৃতঃ।
অভ্যয়াৎ পাণ্ডবান্ সংখ্যে ততো যুদ্ধমবর্ত্তত ॥ ২

ঘোররূপঃ মহারাজ ভীরূণাং ভয়বর্দ্ধনম্।
অম্বষ্ঠান্ মালবান্ বঙ্গান্ শিবীংশ্চৈবার্জ্জুনায়নান্ ॥ ৩

প্রাহিণোত্তু তালোকায় গণান্ ক্রুদ্ধো বৃকোদরঃ।
অভীষাহান্ শূরসেনান্ ক্ষত্রিয়ান্ যুদ্ধদুর্মদান্ ॥ ৪

নিকৃত্য পৃথিবীং চক্রে ভীমঃ শোণিতকর্দ্দমাম্।
ঘোষেরানক্ষিজান্ রাজন্ মদ্রকাম্বালবানপি ॥ ৫

প্রাহিণোত্তু তালোকায় কিরীটী নিশিতৈঃ শরৈঃ।
প্রগাঢ়মন্ত্রোগতিভির্নারাচৈরভিতাড়িতাঃ ॥ ৬

নিপেতুস্তিরণা ভূমৌ বিপুঙ্গা ইব পর্ব্বতাঃ।
নিকৃত্তৈর্হস্তিহস্তৈশ্চ চেষ্টমানৈরিতস্ততঃ ॥ ৭

বভৌ বসুধাকীর্ণা বিসর্পদ্ভিরিবোরগৈঃ।
ক্ষিপ্তৈঃ কনকচিত্রৈশ্চ নৃপচ্ছত্রৈঃ ক্ষিতির্বভৌ ॥ ৮

সৌরিবাদিত্য-চন্দ্রাভৈর্গ্রহৈঃ কীর্ণা যুগক্ষয়ে।
হত প্রহরতাভীতা বিনেদুর্ব্যবকৃষ্যত ॥ ৯

ইত্যাসীৎ তুমুলঃ শব্দঃ শোণাশ্বস্য রথং প্রতি।
দ্রোণস্তু পরমক্রুদ্ধো বায়ব্যাস্ত্রেণ সংযুগে ॥ ১০

ব্যধমৎ তান্ মহাবায়ুর্মেঘানিব দুরত্যয়ঃ।
তে হন্যমানা দ্রোণেন পাঞ্চালাঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥ ১১

পশ্যতো ভীমসেনস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
ততঃ কিরীটী ভীমশ্চ সহসা সংন্যবর্ত্তয়াম্ ॥ ১২

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

[ভীমসেন ও অর্জুনের আক্রমণ এবং কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির এবং ভীমসেন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ১

ইহা দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধনও পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন। মহারাজ! তখন পুনরায় কাপুরুষগণের ভয়বর্দ্ধন ও ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

ক্রুদ্ধ ভীমসেন অম্বষ্ঠ, মালব, বঙ্গ, শিবি এবং অর্জ্জুনায়নদেশের যোদ্ধাগণকে মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন।

অভীষাহ ও শূরসেন দেশের রণদুর্দ্ধর্ষ ক্ষত্রিয়দিগকেও ছেদন করিয়া ভীমসেন সেখানকার রণভূমিতে শোণিতের কর্দ্দম সৃষ্টি করিয়া দিলেন।

রাজন্! এইরূপে কিরীটধারী অর্জ্জুন তীক্ষ্ণ ভীরুধার বাণসমূহের দ্বারা ঘোষেয়, পঞ্চকক্ষীয়, মদ্রক এবং মালব যোদ্ধাদিগকেও মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ২-৫

অনায়াসেই দূর পর্য্যন্ত গমনকারী তাঁহার নারাচসমূহের দ্বারা গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া হই সঙ্গবদ্ধ হস্তিগণ দুইটি শিখরবিশিষ্ট পর্ব্বতসমূহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৬

হস্তিগণের ভগ্নকলেবর ছিন্ন হইয়া এদিক্ ওদিকে পতিত অবস্থায় চালিত হইতে থাকিয়া এরূপ প্রতীত হইতেছিল যে, সর্পগণ গমন করিতেছে। এই সকলের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া সেই রণভূমি অদ্ভুত শোভা ধারণ করিয়াছিল ॥ ৭

প্রলয়কালে সূর্য্য ও চন্দ্রাদি গ্রহগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া দ্যুলোকের যেরূপ শোভা হইয়া থাকে, সেইরূপ এদিক্ ওদিকে নিক্ষিপ্ত রাজাদিগের সুবর্ণচিত্রিত ছত্রসকলের দ্বারা সেই রণভূমি শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৮

রক্তবর্ণ অশ্বযুক্ত দ্রোণাচার্য্যের রথের নিকটে 'বধ কর, নিঙ্গ হইয়া প্রহার কর, বাণসমূহে বিদ্ধ কর, বধ বধ করিয়া ফেল' ইত্যাদি ভয়ঙ্কর শব্দসমূহ শোনা যাইতেছিল ॥ ৯

যেরূপ দুর্দ্দম মহাবায়ু মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দ্রোণাচার্য্য বায়ব্যাস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধে সমস্ত পঞ্চালসৈন্যদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন ॥ ১০

দ্রোণাচার্য্যকর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া ভীমসেন ও মহাত্মা অর্জ্জুনের সাক্ষাতেই পাঞ্চাল-সৈন্যগণ ভয়বশতঃ পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১১

তাহার পর অর্জ্জুন ও ভীমসেন বিশাল রথসমূহে যুক্ত বিরাট

মহতা রথবংশেন পরিবৃত্য বলং মহৎ।
বীভৎসুর্দক্ষিণং পার্শ্বমুত্তরং তু বৃকোদরঃ ॥ ১৩
ভারদ্বাজং পরৌঘাভ্যাং মহদ্ব্যামত্তবর্ষভাম্।
তৌ তথা সত্যসন্ধশ্চৈব পাঞ্চালাশ্চ মহৌজসঃ ॥ ১৪
অন্বগচ্ছন্ মহারাজ মৎস্যৈশ্চ সহ সোমকৈঃ।
তথৈব তব পুত্রস্য রথোদারাঃ প্রহারিণঃ ॥ ১৫
মহত্যা সেনয়া রাজন্ ভরদ্বাজস্য দ্রোণতঃ প্রতি।
ততঃ সা ভারতী সেনা হন্যমানা কিরীটিনা ॥ ১৬
তমসা নিবৃতা চৈব পুনরেব ব্যবীর্যত।
দ্রোণেন ব্যূঢ্যমাণাস্তে স্বয়ং তব সুতেন চ ॥ ১৭
নাশকংস্তু মহারাজ যোদ্ধা বারয়িতুং তদা।
সা পাণ্ডুপুত্রস্য শরৈর্দীর্যমাণা মহাচমূঃ ॥ ১৮
তমসা সংবৃতে লোকে যাত্রয়ৎ সর্বতোমুখী
উৎসৃজ্য সর্বতো যোধাংস্তত্র কেচিদ্ব্যবস্থিতাঃ।
প্রাদ্রবন্ত মহারাজ ভয়াবিষ্টাঃ সমন্ততঃ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচ-বধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে সঙ্কুলযুদ্ধে একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬১

সৈন্যসমূহের সহিত সহসা দ্রোণাচার্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

অর্জুন দ্রোণাচার্যের সৈন্যের উপর দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া এবং ভীমসেন বামপার্শ্ব দিয়া নিজেদের বাণসমূহের প্রবল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই মহাতেজস্বী পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, মৎস্য ও সোমক-যোদ্ধাগণ এই দুই জনেরই মার্গ অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১২-১৪

রাজন্! এইরূপ প্রহার করিতে থাকিলে আপনার পুত্রের রক্ষী যোদ্ধারাও বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত দ্রোণাচার্যের রথের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৫

সেই সময় কিরীটধারী অর্জুনকর্তৃক প্রহৃত হইতে থাকিয়া অন্ধকার ও নিদ্রা এই উভয়ে পীড়িত কৌরব-সৈন্যরা পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৬

মহারাজ! দ্রোণাচার্য এবং স্বয়ং আপনার পুত্র দুর্যোধন উহাদিগকে বহুভাবে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ইঁহারাও তাহাদিগকে আর নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না ॥ ১৭

পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের বাণসমূহে বিদীর্ণ হইয়া সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী অন্ধকারাচ্ছন্ন এই জগতে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৮

মহারাজ! কিছু সংখ্যক, যাঁহাদের সংখ্যা ছিল শত শত নিজেদের বাহনগণকে সেখানেই পরিত্যাগ করিয়া ভয়ে ব্যাকুল-চিত্তে চারিদিকে পলাইয়া গেলেন ॥ ১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্বে রাত্রিযুদ্ধপ্রসঙ্গে সঙ্কুল-যুদ্ধবিষয়ক একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাত্যকিনা সোমদত্তস্য বধঃ, দ্রোণ-যুধিষ্ঠিরয়োর্যুদ্ধম্, শ্রীকৃষ্ণস্য যুধিষ্ঠিরায় দ্রোণাৎ পৃথগবস্থাতুমাদেশদানঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

সোমদত্তঃ তু সম্প্রেক্ষ্য বিধুন্বানং মহদ্ ধনুঃ।
সাত্যকিঃ প্রাহ সূতায় সোমদত্তায় মাং বহ ॥ ১
ন হ্যদ্য রণে শক্যঃ সোমদত্তঃ মহাবলম্।
নিবর্তিতুং রণাৎ সূতমতোঽন্যৎ বচো মম ॥ ২
ততঃ সম্প্রেষয়দ্ বাহা শৈব্যসুগ্রীবান্ মনোজবান্।
তুরঙ্গবাহ্যবর্ণান্ সর্বশস্ত্রাতিগান্ রণে ॥ ৩
তেঽহরন্ যুযুধানং তু মনোমারুতরংহসঃ।
যথেন্দ্রং হরয়ো রাজন্ পুরা দৈত্যবধোদ্যতম্ ॥ ৪
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য সাত্বতং বহুভিঃ রণে।
সোমদত্তো মহাবাহুরভ্যদ্রবত সত্বরঃ ॥ ৫
বিসৃজন্ শরবর্ষাণি পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্।
ছাদয়ামাস শৈনেয়ং জলদো ভাস্করং যথা ॥ ৬

অসম্ভ্রান্তস্ত সমরে সাত্যকিঃ কুরুপুঙ্গবম্।
ছাদয়ামাস বাণৌঘৈঃ সমন্তাদ্ ভরতর্ষভ ॥ ৭
সোমদত্তস্ত তং দৃষ্ট্বা বিব্যাধোরসি মাধবম্।
সাত্যকিস্ত্বপি তং রাজন্নবিধ্যৎ নবভিঃ শিতৈঃ ॥ ৮
তাবন্যোন্যং শরৈঃ কৃত্তৌ বারাজেয়ৌ নরর্ষভৌ।
সুপুষ্পৌ পুষ্পসময়ে পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥ ৯
রুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গৌ কৃত-ব্রণবিভূষণৌ।
পরস্পরমবেক্ষেতাং দহন্তাবিব লোচনৈঃ ॥ ১০
রথমণ্ডলমার্গেষু চরন্তাবরিমর্দনৌ।
ঘোররূপৌ হি তাবাস্তাং বৃষ্টিমন্তাবিবাম্বুদৌ ॥ ১১
শরসম্ছিন্নগাত্রৌ তু সর্বতঃ শকলীকৃতৌ।
শ্বাবিধাবিব রাজেন্দ্র দৃশ্যেতাং শরবিক্ষতৌ ॥ ১২

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

[সাত্যকিকর্তৃক সোমদত্তের বধ, দ্রোণাচার্য ও যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ এবং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে দ্রোণাচার্যের নিকট হইতে দূরে থাকিতে আদেশদান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সোমদত্তকে নিজের বিশাল ধনু আস্ফোটিত করিতে দেখিয়া সাত্যকি স্বীয় সারথিকে বলিলেন,—আমাকে সোমদত্তের নিকট লইয়া চল। ১

সূত! আজ আমি রণাঙ্গনে নিজের মহাবল শত্রু সোমদত্তকে বধ না করিয়া প্রত্যাবর্তন করিব না। আমার কথা সত্য বলিয়া জানিও। ২

তখন সারথি শঙ্খসদৃশ শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট ও সমস্ত শত্রুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ, মনের তুল্য বেগশালী ও সিন্ধুদেশজাত অশ্বগণকে রণাঙ্গনের দিকে প্রেরণ করিল। ৩

রাজন্! বল ও বায়ুসদৃশ বেগগামী সেই অশ্বগণ যুযুধানকে সেইভাবে বহন করিতে লাগিল, যেরূপ পূর্বে দৈত্যগণকে বধ করিবার জন্য উদ্যুক্ত দেবরাজ ইন্দ্রকে উহার অশ্বগণ বহন করিয়াছিল। ৪

বেগশালী সাত্যকিকে রণাঙ্গনে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া মহাবাহু সোমদত্ত কোনরূপ বিচলিত না হইয়াই তাহার দিকে ফিরিয়া আসিলেন। ৫

বর্ষণরত মেঘের ন্যায় বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে সোমদত্ত মেঘকর্তৃক সূর্যদেবকে আচ্ছাদিত করিবার ন্যায় স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা শিনিপৌত্র সাত্যকিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ৬

ভারতশ্রেষ্ঠ! সেই সমরাঙ্গণে অবিচলিতচিত্ত সাত্যকিও স্বীয় বাণসকলের দ্বারা সর্বদিকেই কুরুবংশশ্রেষ্ঠ সোমদত্তকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। ৭

রাজন্! এই সময় সোমদত্ত সাত্যকির বক্ষঃস্থলে বাইটি বাণ প্রহার করিলেন এবং সাত্যকিও উহাকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন। ৮

এই দুই নরশ্রেষ্ঠ পরস্পরের বাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া বসন্ত ঋতুতে সুন্দর পুষ্পশোভিত দুইটি পলাশ বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৯

কুরুকুল ও বৃষ্ণিকুলের যশবর্ধনকারী এই দুই বীরের তখন সর্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত হইয়া গিয়াছিল। ইঁহারা উভয়ে স্ব স্ব নেত্র দ্বারা পরস্পরকে যেন দগ্ধ করিতে থাকিয়াই দৃষ্টিপাত করিতে ছিলেন। ১০

রথমণ্ডলের মার্গের উপর বিচরণকারী এই দুই শত্রুমর্দন বীর বর্ষণরত দুইটি মেঘের ন্যায় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিলেন। ১১

রাজেন্দ্র! ইঁহাদের শরীর বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া সর্বদিকে যেন খণ্ডিত অবস্থায় বাণবিদ্ধ শল্লকের ন্যায় দেখা যাইতে ছিল। ১২

সুবর্ণপুঙ্খৈরিষুভিরাচিতৌ তৌ ব্যরাজতাম্।
বজ্রোত্তমৈরাবৃতৌ রাজন্ প্রাংশুবীব বনস্পতী। ১৩
সম্প্রদীপিতসর্বাঙ্গৌ সায়কৈস্তৈর্মহারথৌ।
অদৃশ্যেতাং রণে ক্রুদ্ধাবুল্কাভিরিব কুঞ্জরৌ॥ ১৪
ততো যুধি মহারাজ সোমদত্তো মহারথঃ।
অর্ধচন্দ্রেণ চিচ্ছেদ মাধবস্য মহদ্ ধনুঃ॥ ১৫
অথৈনং পঞ্চবিংশত্যা সায়কানাং সমার্পয়ৎ।
ধনুষাপন্থরাকালে পুনশ্চ দশভিঃ শরৈঃ॥ ১৬
অথাস্যদ্ ধনুরাদায় সাত্যকির্বেগবত্তরম্।
পঞ্চভিঃ সায়কৈস্তূর্ণং সোমদত্তমবিধ্যত॥ ১৭
ততোঽপরেণ ভল্লেন ধ্বজং চিচ্ছেদ কাঞ্চনম্।
বাহ্লীকস্য রণে রাজন্ সাত্যকিঃ প্রহসন্নিব॥ ১৮
সোমদত্তস্তসম্ভ্রান্তো দৃষ্ট্বা কেতুং নিপাতিতম্।
শৌনেয়ং পঞ্চবিংশত্যা সায়কানাং সমাচিনোৎ॥ ১৯
সাত্যকোঽপি রণে ক্রুদ্ধঃ সোমদত্তস্য ধন্বিনঃ।
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন ক্ষুরান্তেন শিতেন চ॥ ২০
অথৈনং কঙ্কপুঙ্খানাং শতেন নতপর্বণাম্
আচিনোদ বহুধা রাজন্ ভল্লদুষ্টমিব দ্বিপম্॥ ২১
অথাস্যদ্ ধনুরাদায় সোমদত্তো মহারথঃ।
সাত্যকিং ছাদয়ামাস শরবৃষ্ট্যা মহাবলঃ॥ ২২
সোমদত্তং তু সংক্রুদ্ধো রণে বিব্যাধ সাত্যকিঃ
সাত্যকিং শরজালেন সোমদত্তোঽপ্যপীড়য়ৎ॥ ২৩
দশভিঃ সায়তস্তূর্ণং ভীমসেনং বাহ্লিকাত্মজঃ।
সোমদত্তোঽপ্যসম্ভ্রান্তো ভীমমার্চ্ছচ্ছিতৈঃ শরৈঃ॥ ২৪
ততস্তু সায়তস্তূর্ণং ভীমসেনো নবং ধনুঃ।
মুমোচ পরিঘং ঘোরং সোমদত্তস্য বক্ষসি॥ ২৫
তমাপতন্তং বেগেন পরিঘং ঘোরদর্শনম্।
দ্বিধা চিচ্ছেদ সমরে প্রহসন্নিব কৌরবঃ॥ ২৬
স পপাত দ্বিধাচ্ছিন্ন আয়সঃ পরিঘো মহান্।
মহীধরস্যেব মহচ্ছিখরং বজ্রদারিতম্॥ ২৭

রাজন্! সুবর্ণময় পঙ্খযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা বাণে হইয়া এই দুই যোদ্ধা বর্ষাকালে ফোনাকী পোকাতে পরিব্যাপ্ত দুইটি বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ১৩

এই দুই মহারথী বীরের সর্বাঙ্গ তখন বাণসমূহের দ্বারা উদ্ভাসিত হইতেছিল; সেইজন্য ইঁহারা উভয়ে উল্কাসমূহে প্রকাশিত ও ক্রুদ্ধ দুইটি হস্তীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন॥১৪

মহারাজ! তদনন্তর যুদ্ধস্থলে মহারথী সোমদত্ত অর্ধচন্দ্রাকার বাণের দ্বারা সাত্যকির ধনুটিকে খণ্ডিত করিয়া দিলেন॥ ১৫

এবং তৎক্ষণাৎ আরও পাঁচটি বাণ তাঁহাকে প্রহার করিলেন। ত্বরান্বিত হইয়া সোমদত্ত সাত্যকিকে পুনরায় দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন॥ ১৬

তদনন্তর সাত্যকি অতিক্রান্ত অপর একটি অত্যন্ত বেগশালী ধনু লইয়া সত্বর পাঁচটি বাণের দ্বারা সোমদত্তকে বিদ্ধ করিলেন॥১৭

রাজন্! তাহার পর সাত্যকি রণাঙ্গনে যেন হাস্য করিতে করিতেই শত্রু একটি ভল্লের দ্বারা বাহ্লীকপুত্র সোমদত্তের সুবর্ণময়-ধ্বজ ছেদন করিলেন॥ ১৮

ধ্বজকে নিপাতিত হইতে দেখিয়া সোমদত্ত কোনরূপ বিত্রাস না হইয়া সাত্যকির শরীরে পঁচিশটি বাণ প্রবেশ করাইয়া দিলেন॥ ১৯

তখন রণাঙ্গনে কুপিত সাত্যকিও তীক্ষ্ণ একটি ক্ষুরপ্রনামক ভল্লের দ্বারা ধনুর্দ্ধর সোমদত্তের ধনু ছেদন করিলেন॥ ২০

রাজন্! তাহার পর তিনি স্বর্ণপঙ্খযুক্ত ও সুবর্ণময় পঙ্খভূষিত এক শত বাণের দ্বারা ক্ষতস্থল হস্তীর ন্যায় সোমদত্তের দেহে বহুবার বিদ্ধ করিলেন॥ ২১

ইহার পর মহারথী মহাবল সোমদত্ত অপর একটি ধনু গ্রহণ করিয়া সাত্যকিকে বাণবর্ষণের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন॥ ২২

সেই যুদ্ধে অতিশয় ক্রুদ্ধ সাত্যকি সোমদত্তকে বাণবিদ্ধ করিলেন এবং সোমদত্তও সাত্যকিকে নিজের বাণসমূহের দ্বারা পীড়িত করিতে লাগিলেন॥ ২৩

সেই সময় ভীমসেন সাত্যকিকে সহায়তা করিবার জন্য সোমদত্তকে দশটি বাণ প্রহার করিলেন। ইহাতে সোমদত্ত অল্পও বিচলিত হইলেন না। তিনিও তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা ভীমসেনকে পীড়িত করিলেন॥ ২৪

তাহার পর সাত্যকির জন্য ভীমসেন সোমদত্তের বক্ষঃস্থলে একটি নূতন, সুদৃঢ় ও ভয়ঙ্কর পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন॥ ২৫

সমরাঙ্গণে সেই ঘোরদর্শন পরিঘকে সবেগে আসিতে দেখিয়া কুরুবংশধর সোমদত্ত যেন হাস্য করিতে করিতেই উহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন॥ ২৬

লৌহনির্মিত সেই বিশাল পরিঘ দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া বজ্রের দ্বারা বিদীর্ণ বিশাল পর্বতশিখরের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল॥ ২৭

ততস্তু সাত্যকী রাজন্ সোমদত্তস্য সংযুগে।
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন হস্তাবাপঞ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ২৮
ততশ্চতুর্ভিশ্চ শরৈর্দূতং তাংস্তুরগোত্তমান্।
সমীপং প্রেষয়ামাস প্রেতরাজস্য ভারত ॥ ২৯
সারথেশ্চ শিরঃ কায়াদ্ ভল্লেন নতপর্বণা।
জহার নরশার্দূলঃ প্রহসন্নিনিপুস্তবঃ ॥ ৩০
ততঃ শরং মহাঘোরং জ্বলন্তমিব পাবকম্।
মুমোচ সাত্বতো রাজন্ স্বর্ণপুঙ্খং শিলাশিতম্ ॥৩১
স বিমুক্তো বলবতা শৈনেয়েন শরোত্তমঃ।
ঘোরস্তস্যোরসি বিভো নিপপাতাশু ভারত ॥ ৩২
সোঽতিবিদ্ধো মহারাজ সাত্বতেন মহারথঃ।
সোমদত্তো মহাবাহুর্নিপপাত মমার চ ॥ ৩৩
তং দৃষ্ট্বা নিহতং তত্র সোমদত্তং মহারথাঃ।
মহতা শরবর্ষেণ যুযুধানমুপাদ্রবন্ ॥ ৩৪

রাজন্! তদনন্তর মহাসমরে সাত্যকি একটি ভল্লের দ্বারা সোমদত্তের ধনু কাটিয়া ফেলিলেন এবং পাঁচটি বাণে তাঁহার হস্তদ্বয়কেও নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ২৮

ভারত! তাহার পর অতিক্রুদ্ধ চারিটি বাণে তিনি সোমদত্তের উভয় চারিটি অশ্বকে প্রেতরাজ যমের নিকটে প্রেরণ করিলেন ॥ ২৯

ইহার পর পুরুষশ্রেষ্ঠ শিনিবংশপ্রধান সাত্যকি হাস্য করিতে করিতেই অনতপর্বযুক্ত এক ভল্লের দ্বারা সোমদত্তের সারথির মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ৩০

রাজন্! তাহার পর সাত্বতবংশীয় সাত্যকি প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য একটি বজ্রভয়ঙ্কর সুবর্ণময় পক্ষবিশিষ্ট এবং শিলাশাণিত বাণ সোমদত্তের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩১

হে ভারত! হে প্রভো! শিনিবংশীয় বলবান্ সাত্যকি কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই শ্রেষ্ঠ ও ভয়ঙ্কর বাণ শীঘ্রই সোমদত্তের বক্ষঃস্থলে যাইয়া পতিত হইল ॥ ৩২

মহারাজ! সাত্যকি কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই বাণে অত্যন্ত আহত হইয়া মহারথী মহাবাহু সোমদত্ত ভূতলে পতিত হইলেন এবং মৃত্যুবরণ করিলেন ॥ ৩৩

সোমদত্তকে নিহত হইতে দেখিয়া আপনার বহুসংখ্যক মহারথী বীর প্রকৃত বাণবর্ষণ করিতে করিতে সেখানে সাত্যকির দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৪

হন্যমানং শরৈর্দৃষ্ট্বা যুযুধানং যুধিষ্ঠিরঃ।
পাণ্ডবাশ্চ মহারাজ সহ সর্বৈঃ প্রভদ্রকৈঃ।
মহত্যা সেনয়া সার্ধং দ্রোণানীকমুপাদ্রবন্ ॥ ৩৫
ততো যুধিষ্ঠিরঃ ক্রুদ্ধস্তাবকানাং মহাবলম্।
শরৈর্বিদ্রাবয়ামাস ভারদ্বাজস্য পশ্যতঃ ॥ ৩৬
সৈন্যানি দ্রাবয়ন্তং তু দ্রোণো দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরম্।
অভিদুদ্রাব বেগেন ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ৩৭
ততঃ সুনিশিতৈর্বাণৈঃ পার্থং বিব্যাধ সপ্তভিঃ।
যুধিষ্ঠিরোঽপি সংক্রুদ্ধঃ প্রতিবিব্যাধ পঞ্চভিঃ ॥ ৩৮
সোঽতিবিদ্ধো মহাবাহুঃ শক্তিনী পরিসংলিহন্।
যুধিষ্ঠিরস্য চিচ্ছেদ ধ্বজং কার্মুকমেব চ ॥ ৩৯
স ছিন্নধন্বা ত্বরিতস্তূরাকালে নৃপোত্তমঃ।
অন্যদাদত্ত বেগেন কার্মুকং সমরে দৃঢম্ ॥ ৪০

মহারাজ! সেই সময় সাত্যকিকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য পাণ্ডব-যোদ্ধারা সমস্ত প্রভদ্রকগণসহ বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত দ্রোণাচার্যের সৈন্যদের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৪

তদনন্তর ক্রুদ্ধ রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে দ্রোণাচার্যের সাক্ষাতেই বিতাড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

দ্রোণাচার্য যখন দেখিতে পাইলেন যে, যুধিষ্ঠির তাঁহার সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতেছেন, তখন তিনি ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত তীব্রবেগে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৭

তাহার পর তিনি তীক্ষ্ণধার সাতটি বাণের দ্বারা কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন। তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ যুধিষ্ঠিরও তাঁহাকে পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন ॥৩৮

এই সকল বাণে অতিশয় বিদ্ধ হইয়া মহাবাহু দ্রোণাচার্য স্বীয় দুই ওষ্ঠপ্রান্ত জিহ্বা দ্বারা লেহন করিতে করিতে (চাটিতে চাটিতে) যুধিষ্ঠিরের ধ্বজ ও ধনু ছেদন করিয়া দিলেন। ধনু কাটিবার সময় ত্বরান্বিত হইয়া নৃপশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির রথাসনে ধনু ছিন্ন হইয়া যাইলে অন্য একটি সুদৃঢ় ধনু সত্বরে হস্তে গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৯-৪০

ততঃ শরসহস্রেণ দ্রোণং বিব্যাধ পার্থিবঃ।
সাশ্ব-সূত-ধ্বজ-রথং তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৫১
ততো মুহূর্তং ব্যথিতঃ শরশাতপ্রপীড়িতঃ।
নিষসাদ রথোপস্থে দ্রোণো ভরতসত্তম ॥ ৫২
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং মুহূর্তাদ্ দ্বিজসত্তমঃ।
ক্রোধেন মহতাঽঽবিষ্টো বায়ব্যাস্ত্রমবাসৃজৎ।
অসম্ভ্রান্তস্ততঃ পার্থো ধনুরাকৃষ্য বীর্যবান্ ;
ততস্তদস্ত্রমস্ত্রেণ শস্তম্ভয়ামাস ভারত ॥ ৫৪
চিচ্ছেদ চ ধনুর্মৌর্বীং ব্রাহ্মণস্য চ পাণ্ডবঃ।
ততোঽস্যন্ বসুরাদত্ত দ্রোণঃ ক্ষত্রিয়মর্দনঃ ॥ ৫৫
তদপ্যস্য শিতৈর্ভল্লৈশ্চিচ্ছেদ কুরুপুঙ্গবঃ।
ততোঽব্রবীদ্ বাসুদেবঃ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৫৬
যুধিষ্ঠির মহাবাহো বচো বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু।
উপারমস্ব যুদ্ধে ত্বং দ্রোণাদ্ ভরতসত্তম ॥ ৫৭
ন ত্বয়ে হি সদা দ্রোণো গ্রহণে তব সংযুগে।
নানুরূপমহং মন্যে যুদ্ধমস্য ত্বয়া সহ ॥ ৫৮
যোঽস্য স্মরো বিনাশায় স ত্বৈনং হনিষ্যতি।
পরিবর্জ্য গুরুং যাহি যত্র রাজা সুযোধনঃ ॥ ৫৯
রাজা রাজ্ঞা হি যোদ্ধব্যো নারাজ্ঞা যুদ্ধমিষ্যতে।
তত্র ত্বং গচ্ছ কৌন্তেয় হস্ত্যশ্বরথসংবৃতঃ ॥ ৬০
যাবন্মাত্রেণ চ ময়া সহায়েন ধনঞ্জয়ঃ।
ভীমশ্চ রথশার্দূলৌ যুধ্যতে কৌরবৈঃ সহ ॥ ৬১
বাসুদেববচঃ শ্রুত্বা ধনরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
মুহূর্তং চিন্তয়িত্বা তু ততো দারুণমাহবম্ ॥ ৬২
প্রাদ্রাদ্ দ্রুতমমিত্রঘ্নো যত্র ভীমো ব্যবস্থিতঃ।
বিনিঘ্নংস্তাবকান্ যোধান্ ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ ॥ ৬৩
রথঘোষেণ মহতা নাদয়ন্ বসুধাতলম্।
পর্জন্য ইব ঘর্মান্তে নাদয়ন্ বৈ দিশো দশ ॥ ৬৪

তাহার পর সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথসহ দ্রোণাচার্যকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন ইহা অদ্ভুত কার্য বলিয়াই মনে হইতেছিল ॥ ৫১

ভারতশ্রেষ্ঠ! সেই সকল বাণসমূহের আঘাতে পীড়িত ও ব্যথিত হইয়া দ্রোণাচার্য মুহূর্তকাল রথের পশ্চাদ্ভাগে উপবেশন করিয়া রহিলেন ॥ ৫২

তাহার পর চৈতন্য লাভ করত দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন ॥ ৫৩

হে ভারত! তখনকার পরাক্রমশালী যুধিষ্ঠির কোনরূপ বিচলিত না হইয়াই বহু আয়াস করত সেই অস্ত্রকে তীব্র বিদ্যাস্ত্রের দ্বারা শান্ত করিয়া দিলেন ॥ ৫৪

কেবল ইহাই নহে, সেই পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির বিপ্রবর দ্রোণাচার্যের বিশাল ধনুটিকেও ছেদন করিলেন। তখন ক্ষত্রিয়দিগকে মর্দনকারী দ্রোণাচার্য আর এক ধনু গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কুরুবংশশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নিজের একটি তীক্ষ্ণ ভল্লের দ্বারা তাহাকেও ছেদন করিয়া দিলেন।

তখনকার বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—মহারাজ যুধিষ্ঠির! আমি আপনাকে যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। আপনি যুদ্ধে দ্রোণাচার্যের নিকট হইতে দূরে থাকিবেন ॥ ৫৫-৫৭

কারণ, দ্রোণাচার্য রণাঙ্গনে সকলদা আপনাকে বন্দী করিবার চেষ্টায় আছেন। অতএব তাঁহার সহিত আপনার যুদ্ধ হওয়া আমি উচিত বলিয়া মনে করি না ॥ ৫৮

যিনি ইহাকে বিনাশ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই ইহাকে বধ করিবেন। আপনি গুরু দ্রোণাচার্যকে পরিত্যাগ করিয়া যেখানে রাজা দুর্যোধন আছে, সেই স্থানে গমন করুন ॥ ৫৯

কারণ রাজার, রাজার সহিত যুদ্ধ করাই উচিত। যিনি রাজা নন্, তাঁহার সহিত রাজার যুদ্ধ করা অভীষ্ট নহে। অতএব কুন্তীনন্দন! আপনি হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সেখানে গমন করুন ॥ ৬০

যে পর্যন্ত আমার সহিত থাকিয়া অর্জুন এবং রথিশ্রেষ্ঠ সিংহসদৃশ পরাক্রমশালী ভীমসেন কৌরবদের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিবে ॥ ৬১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মুহূর্তকাল পর্যন্ত এই দারুণ যুদ্ধের বিষয় চিন্তা করত দ্রুত সেই স্থানে চলিয়া যাইলেন, যেখানে শত্রুহন্তা ভীমসেন আপনার যোদ্ধাদিগকে যম কারতে মুখবিস্তারকারী যমরাজের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন ॥ ৬২-৬৩

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির নিজ রথের ভীত্র শব্দের দ্বারা সেইরূপ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন, যেরূপ বর্ষাকালে

ভীমশ্চ নিঘ্নতঃ শত্রূন্ পাঞ্চিং জগ্রাহ পাণ্ডবঃ।
দ্রোণোঽপি পাঞ্চাল-পাঞ্চালান্ ব্যধমৎ রজনীমুখে ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচবধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬২

গর্জন করিতে করিতে যেন চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া থাকে। তিনি শত্রুসংহারকারী ভীমসেনের পার্শ্বভাগ রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। অন্য দিকে রাত্রিকালে দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব ও পাঞ্চাল-সৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪-৫৫

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্ব্বে রাত্রিযুদ্ধবিষয়ক দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরব-পাণ্ডবসেনানাং মধ্যে প্রদীপানাং প্রজ্বালনম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

বর্ত্তমানে তথা যুদ্ধে ঘোররূপে ভয়াবহে।
তমসা সংবৃতে লোকে রজসা চ মহীপতে ॥ ১

নাপশ্যন্ত রথে যোধাঃ পরস্পরমবস্থিতাঃ।
অনুমানেন সংজ্ঞাভির্যুদ্ধং তদ্ বব্রুধে মহৎ ॥ ২

নর-নাগাশ্বমথনঃ পরমঃ লোমহর্ষণম্।
দ্রোণ-কর্ণ-কৃপা বীরা ভীম-পাঞ্চাল-সাত্যকাঃ ॥ ৩

অন্যোন্যং কোরয়ামাসুঃ সৈন্যানি নৃপসত্তম।
বধ্যমানানি সৈন্যানি সমন্তাৎ তৈর্মহারথৈঃ ॥ ৪

তমসা সংবৃতে চৈব সমন্তাদ্ বিপ্রদুদ্রুবুঃ।
তে সর্ব্বতো বিদ্রবন্তো যোধা বিধ্বস্তচেতনাঃ ॥ ৫

অহন্যন্ত মহারাজ ধাবমানাশ্চ সংযুগে।
মহারথসহস্রাণি জগ্মুরন্তোন্যমাহবে।
অন্ধে তমসি মূঢানি পুত্রস্য তব মুস্লিতে ॥ ৬

ততঃ সর্বাণি সৈন্যানি সেনাগোপাশ্চ ভারত।
ব্যমুহ্যন্ত রণে তত্র তমসা সংবৃতে সতি ॥ ৭

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তেষাং সংলোড্যমানানাং পাণ্ডবৈর্বিহতৌজসাম্।
অন্ধে তমসি মগ্নানামাসীৎ কিং বো মনস্তদা ॥ ৮

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

[কৌরব ও পাণ্ডব-সৈন্যগণের মধ্যে প্রদীপ (মশাল)-সমূহ প্রজ্বালন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যে সময় এই ভয়ঙ্কর ঘোর যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময় সম্পূর্ণ জগৎ অন্ধকার ও ধূলিতে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। এই সময় রণাঙ্গনে অবস্থিত এক যোদ্ধা অপর যোদ্ধাকে দেখিতে পাইতে ছিলেন না। এই মহাসমর অনুমানের দ্বারা এবং নাম বা সঙ্কেত দ্বারা চলিতে থাকিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ১-২

সেই সময় অত্যন্ত রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ চলিতেছিল। উহাতে রথসমূহ, হস্তী ও অশ্বসকল মথিত হইতেছিল। একদিকে দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপাচার্য্য যুদ্ধ করিতেছিলেন, আর অন্যদিকে ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি উঁহাদের সম্মুখীন হইয়া প্রতিরোধ করিতে ছিলেন। ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের সৈন্যদিগকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিলেন।

এই মহারথী বীরগণের দ্বারা সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশ সঙ্কুচিতেই প্রহারপ্রাপ্ত সৈন্যগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

মহারাজ! এই যোদ্ধারা অচৈতন্য হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতেছিল এবং পলায়ন করিতে করিতেই সেই যুদ্ধস্থলে মৃত্যু-বরণ করিল।

আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের পরামর্শে আরব্ধ সেই সংগ্রামে যোদ্ধাদের মধ্যে প্রগাঢ় অন্ধকারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সহস্র সহস্র মহারথী যোদ্ধা পরস্পরকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩-৬

হে ভারত! তদনন্তর সেই রণাঙ্গন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ায় সমস্ত সৈন্যগণ ও সেনাপতিরা মোহিত হইয়া যাইলেন ॥ ৭

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! যে সময় তোমরা সকলে অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া যাইলে এবং পাণ্ডবগণ তোমাদের বল ও পরাক্রম নষ্ট করিয়া দিয়া তোমাদিগকে মথিত করিতে লাগিল,

কথং প্রকাশন্তেষাং বা মম সৈন্যস্য বা পুনঃ।
বভূব লোকে তমসা তথা সঞ্জয় সংবৃতে ॥ ৯

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ সর্বাণি সৈন্যানি হতশিষ্টানি যানি বৈ।
সেনাপতীংশ্চানুনীয় পুনর্ব্যূহমকল্পয়ৎ ॥ ১০
দ্রোণঃ পুরস্তাজ্জঘনে তু শল্য-
স্তথা ত্রৌণিঃ পার্শ্বতঃ সৌবলশ্চ।
স্বয়ং তু সর্বাণি বলানি রাজন্
রাজাভ্যরাদ্ গোপয়ন্ বৈ নিশায়াম্ ॥ ১১
উবাচ সর্বাংশ্চ পদাতিসঙ্ঘান্
দুর্যোধনঃ পার্থিব সান্ত্বপূর্বম্।
উৎসৃজ্য সর্বে পরমায়ুধানি
গৃহ্ণীত হ্বৈর্জ্বলিতান্ প্রদীপান্ ॥ ১২
তে চোদিতাঃ পার্থিবসত্তমেন
ততঃ প্রহৃষ্টা জগৃহুঃ প্রদীপান্।
দেবর্ষি-গন্ধর্ব-সুরর্ষিসঙ্ঘা
বিদ্যাধরাশ্চাপ্সরসাং গণাশ্চ ॥ ১৩
নাগাঃ সযক্ষোরগ-কিন্নরাশ্চ
দৃষ্ট্বা বিবিস্থা জগৃহুঃ প্রদীপান্।
দিগ্‌দৈবতেভ্যশ্চ সমাপতদ্ভ্যো-
হদৃশ্যন্ত দীপাঃ সমুপস্থিতৈলাঃ ॥
বিশেষতো নারদ-পর্বতাভ্যাং
সম্বোধ্যমানাঃ কুরু-পাণ্ডবার্থম্।
সা কৃত্স্ন এব ক্ষপিনী বিভক্তা
ব্যরোচতাত্যদ্ভুতরূপা নিশায়াম্ ॥ ১৫
মহাধনৈরাভরণৈশ্চ দিব্যৈঃ
শস্ত্রৈশ্চ দীপ্তৈরপি সম্পতদ্ভিঃ।
রথে রথে পঞ্চ বিধীপকাস্তু
প্রদীপকাস্তত্র গজে ত্রয়শ্চ ॥ ১৬
প্রত্যশ্বমেকশ্চ মহাপ্রদীপঃ
কৃতাস্তু তৈঃ পাণ্ডবৈঃ কৌরবৈশ্চ।
ক্ষণেন সর্বে বিহিতাঃ প্রদীপা
ব্যদীপয়ন্তো ক্ষপিনীং তদাস্ত ॥ ১৭

সেই সময় তোমাদের এবং পাণ্ডবদের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? ৮

সঞ্জয়! যখন সম্পূর্ণ জগৎ অন্ধকারে আবৃত ছিল, সেই সময় পাণ্ডবদের এবং আমার সৈন্যগণের পুনরায় কিরূপ প্রকাশ হইতেছিল? ৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর যত সৈন্য বিহত না হইয়া অবশিষ্ট ছিল, তাহাদের সকলকে এবং সেনাপতিগণকে আদেশ দিয়া দুর্যোধন তাহাদের পুনরায় ব্যূহ নির্মাণ করাইলেন। ১০

রাজন্! সেই ব্যূহের অগ্রভাগে দ্রোণাচার্য, মধ্যভাগে শল্য এবং দুই পার্শ্বভাগে অশ্বত্থামা ও শকুনি ছিলেন। স্বয়ং রাজা দুর্যোধন সেই রাত্রিকালে সমস্ত সৈন্যদিগকে রক্ষা করিতে থাকিয়া যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইলেন। ১১

হে ভূপাল! সেই সময় দুর্যোধন সমস্ত পদাতি-সৈন্যগণকে সান্ত্বনাপূর্ণ-বাক্যে এই কথা বলিলেন,—বীরগণ! তোমরা সকলে উত্তম অস্ত্রসমূহ পরিত্যাগ করিয়া হস্তে প্রজ্বলিত মশালসমূহকে গ্রহণ কর। ১২

নৃপশ্রেষ্ঠ দুর্যোধনের আজ্ঞা লাভ করিয়া পদাতি-সৈন্যগণ অতিশয় আনন্দের সহিত নিজ নিজ হস্তে মশাল গ্রহণ করিলেন। আকাশে বিরাজমান দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব, দেবর্ষি, বিদ্যাধর, অপ্সরাগণ, নাগ, যক্ষ, সর্প এবং কিন্নর প্রভৃতিগণও প্রসন্ন হইয়া হস্তে মশাল গ্রহণ করিলেন।

বিশেষতঃ নারদ ও পর্বত নামক দুই দেবর্ষি কৌরব ও পাণ্ডবগণের হিতকামনায় সেই দীপসমূহ প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন।

রাত্রিকালে আবার প্রভাত সৈন্যগণ পুনরায় দুই ভাগে প্রকাশ পাইতে লাগিল। বহুমূল্য আভরণ এবং হস্তের উপর শাণিত দীপ্তিমান্ দিব্যাস্ত্রসকলের দ্বারাও সেই সৈন্যগণ অতিশয় শোভা পাইতেছিল।

এক একটি রথের পার্শ্বে পাঁচটি করিয়া মশাল ছিল। প্রত্যেক হাতীর সহিত তিনটি করিয়া প্রদীপ ছিল। প্রত্যেক অশ্বের সহিত একটি করিয়া মহাপ্রদীপের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পাণ্ডব এবং কৌরব সৈন্যের দ্বারা এইরূপ ব্যবস্থা সহকারে প্রজ্বলিত সমস্ত প্রদীপ ক্ষণকালের মধ্যেই আপনার সকল সৈন্যকে প্রকাশিত করিতে লাগিল। ১৩-১৭

সর্বাস্ত্র সেনা ব্যতিসেব্যমানাঃ
পদাতিভিঃ পাবকতৈলহস্তৈঃ।
প্রকাশ্যমানা বসুধানিশায়াং
যথান্তরিক্ষে জলদাস্তড়িদ্ভিঃ ॥ ১৮

প্রকাশিতায়াং তু ততো রজন্যাং
দ্রোণোঽরিসৈন্যপ্রতপন্ সমন্তাৎ।
ররাজ রাজেন্দ্র সুবর্ণবর্মা,
মধ্যং গতঃ সূর্য্য ইবাংশুমালী ॥ ১৯

জাম্বূনদেষ্বাভরণেষু চৈব
নিষ্কেষু তূণেষু শরাসনেষু।
পীতেষু শস্ত্রেষু চ পাবকস্য
প্রতিপ্রভাস্তত্র তদা বভূবুঃ ॥ ২০

গদাশ্চ শৈক্যাঃ পরিঘাশ্চ শুভ্রা
রথেষু শক্ত্যশ্চ বিবর্তমানাঃ।
প্রতিপ্রভারশ্মিভিরাজমীঢ়
পুনঃ পুনঃ সঞ্জনয়ন্তি দীপান্ ॥ ২১

ছত্রাণি বালব্যজনানি যত্র
দীপ্তা মহোল্কাশ্চ তথৈব রাজন্।
ব্যাঘূর্ণমানাশ্চ সুবর্ণমালা
ব্যাবদ্ধতাং তত্র তদা বিরেজুঃ ॥ ২২

শস্ত্রপ্রভাভিশ্চ বিরাজমানঃ
দীপপ্রভাভিশ্চ তদা বলং তৎ।
প্রকাশিতঃ চাভরণপ্রভাভি-
র্ভৃশং প্রকাশঃ নৃপতে বভূব ॥ ২৩

পীতানি শস্ত্রাণ্যসৃগুক্ষিতানি
বীরাবধূতানি তনূরুহাণি।
দীপ্তাং প্রভাং প্রাজনয়ন্ত তত্র
তপাত্যয়ে বিদ্যুদিবাম্বরিক্ষে ॥ ২৪

প্রকম্পিতানামভিঘাতবেগৈ-
রভিদ্রুতাং চাপততাং রবেণ।
বক্ত্রাণ্যকাশন্ত তদা নরাণাং
বায়ূদ্ধতানীব মহাম্বুজানি ॥ ২৫

মহাবনে দারুময়ে প্রদীপ্তে
যথা প্রভা ভাস্করতাপি নশ্যেৎ।
তথা তদাহ্নঃ ক্ষপিনী প্রদীপ্তা
মহাভয়া ভারত ভীমরূপা ॥ ২৬

তখন সকল লোকেই দেখিতে পাইল যে, মশাল ও তেল হাতে লইয়া পদাতি সৈন্যগণের দ্বারা সেবিত অন্যান্য সমস্ত সৈন্যও রাত্রিকালে সেইভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠিল, যেরূপ আকাশে মেঘমণ্ডল বিদ্যুতের প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া উঠে ॥ ১৮

রাজেন্দ্র! সমস্ত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রকাশ বিস্তৃত হইলে পর অগ্নিসদৃশ তেজস্বী দ্রোণাচার্য্য সুবর্ণময় কবচ ধারণ করত দ্বিপ্রহরস্থিত সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বদিকে শোভমান হইতে লাগিলেন ॥ ১৯

সেই সময় স্বর্ণের আভরণ, শুভ্র নিষঙ্গ, ধনু এবং নির্ম্মল অস্ত্রসমূহের মধ্যে সেখানে মশালের অগ্নির প্রতিবিম্ব পড়িতে লাগিল ॥ ২০

অজমীঢ়কুলনন্দন! সেখানে যে সকল গদা, নির্ম্মল পরিঘ এবং রথ-শক্তিসমূহ ঘূর্ণিত হইতেছিল, উহাতে যে সেই মশালের প্রভা প্রতিবিম্বিত হইতেছিল, ইহাদ্বারা মনে হইতেছিল যে, পুনঃ পুনঃ যেন নব নব প্রদীপ উৎপন্ন হইতেছে ॥ ২১

রাজন্! ছত্র, চামর, ধ্বজা, প্রজ্বলিত বিশাল উল্কা এবং ঘূর্ণ্যমান বীরগণের শোভমান মালাসমূহ সেই সময় প্রদীপের প্রকাশে অতিশয় প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ২২

হে নৃপতে! সেই সময় নির্ম্মল অস্ত্র, প্রদীপ এবং আভরণসমূহের প্রভায় প্রকাশিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আপনার সৈন্যগণ অত্যন্ত প্রকাশে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল ॥ ২৩

পীতবর্ণবিশিষ্ট এবং শোণিতরঞ্জিত অস্ত্রসকল ও বীরগণের দ্বারা ক্ষিপ্যমাণ কবচসমূহ সেখানে প্রদীপসকলে প্রতিবিম্ব গ্রহণ করত বর্ষাকালে আকাশে চমকিত বিদ্যুতের ন্যায় অত্যন্ত উজ্জ্বল প্রভা বিকীরণ করিতেছিল ॥ ২৪

আঘাতের বেগে কম্পিত, আঘাতকারী এবং সবেগে সঞ্চরণশীল বীর মনুষ্যগণের মুখমণ্ডল সেই সময় বায়ু কম্পিত সোদ্ভাসমান বড় বড় পদ্মসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২৫

হে ভারত! যেরূপ শুষ্ক কাষ্ঠসমূহের বিশাল বনে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া যাইলে সেখানে যেরূপ সূর্য্যের প্রভাও লুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ তখন অধিক প্রকাশে প্রজ্বলিত আপনার ভয়ানক সৈন্যগণ মহাভয়ের উৎপাদক বলিয়া প্রতীত হইতেছিল ॥ ২৬

তং সম্প্রদীপ্তং বলমন্বমীত্য
নিশম্য পার্থাস্তরিতাস্তথৈব।
সর্বেষু সৈন্যেষু পদাতি সঙ্ঘা-
নাচোদয়ংস্তেঽপি চকুঃ
গজে গজে সপ্ত কৃতাঃ প্রদীপাঃ
রথে রথে চৈব দশ প্রদীপাঃ।
ধাবদ্বপৃষ্ঠে পরিপার্শ্বতোঽন্তে
ধ্বজেষু চাগ্রে তদনেষু চাগ্রে ॥ ১৮
সেনাসু সর্বাসু চ পার্শ্বতোঽন্তে
পশ্চাৎ পুরস্তাচ্চ সমন্ততশ্চ।
মধ্যে তথান্তে জ্বলিতাস্তিষ্ঠন্তা
ব্যদীপয়ন্ পাণ্ডুসুতস্য সেনাম্ ॥ ২৯
মধ্যে তথান্তে জ্বলিতাস্তিষ্ঠন্তাঃ
সেনাদ্বয়েঽপি স্ম নরা বিচেরুঃ।
সর্বেষু সৈন্যেষু পদাতিসঙ্ঘা
সিমিশ্রিতা হস্তিরথাশ্বযুগৈঃ ॥ ৩০
ব্যদীপয়ংস্তে ধ্বজিনীং প্রদীপ্তাং
তথা বলং পাণ্ডবেয়াভিগুপ্তম্।
তেন প্রদীপ্তেন তথা প্রদীপ্তং
বলং তদাসীদ্ বলবদ্ বলেন ॥ ৩১
তাং কুর্বতা তাদৃশতা প্রতেপে
দিবাকরেণাগ্নিরিবাভিগুপ্তঃ।
তয়োঃ প্রভাঃ পৃথিবীমন্তরিক্ষং
সর্বা বাতিক্রম্য দিশশ্চ বৃদ্ধাঃ ॥ ৩২
তেন প্রকাশেন তৃণং প্রকাশং
বভূব তেষাং তদ চৈব সৈন্যম্।
তেন প্রকাশেন দিবং গতেন
সম্বোধিতা দেবগণাশ্চ রাজন্ ॥ ৩৩
গন্ধর্ব-যক্ষাসুর-সিদ্ধসঙ্ঘাঃ
সমাগমন্তৎপ্রবদন্ত সর্বাঃ।
তদ্ দেব-গন্ধর্বসমাকুলঞ্চ
যক্ষাসুরেন্দ্রাপ্সরসাং গণৈশ্চ ॥ ৩৪
হৃষ্টৈশ্চ শূরৈর্দিবমারুরুক্ষি-
রাহোদনং দিব্যকল্পং বভূব।
রথাশ্ব-নাগাকুলসঙ্কটস্থং
সংরক্তযোধং হতবিদ্রুতাশ্বম্ ॥ ৩৫

আমাদের সৈন্যগণকে মশালসকলের প্রকাশে প্রকাশিত হইতে দেখিয়া দুর্যোধনগণও অতি সত্বর নিজ পদাতি সৈন্যদিগকে মশাল প্রজ্বালিত করিবার আজ্ঞা দান করিলেন। সেইজন্য ইহারাও মশাল প্রজ্বালিত করিলেন ॥ ২৭

ইহাদের এক একটি হাতীর জন্য সাতটি সাতটি, এক একটি রথের পশ্চাতে দশ দশটি করিয়া প্রদীপের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অশ্বগণের পৃষ্ঠভাগে দুইটি প্রদীপ ছিল। উহা পার্শ্বে, অগ্রসকলের নিকটে এবং ধ্বজের পশ্চাদ্ভাগে অন্যান্য দীপসমূহের ব্যবস্থাও ছিল ॥ ২৮

সমস্ত সৈন্যের পার্শ্বভাগে, অগ্রে, পশ্চাতে, মধ্যে এবং চারিদিকে ভিন্ন ভিন্ন সৈন্যগণ প্রজ্বলিত মশাল হাতে লইয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদিগকে প্রকাশিত করিতে লাগিল ॥ ২৯

উভয় পক্ষের অন্যান্য পদাতি-সৈন্যগণও হস্তে প্রদীপ ধারণ করত উভয় পক্ষের সৈন্যের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। সমস্ত সৈন্যের মধ্যে পদাতিক সৈন্যগণ হস্তী, রথ ও অশ্বসকলের সহিত মিলিত হইয়া আপনার সৈন্যগণকে এবং পাণ্ডবদের সৈন্যদিগকেও অত্যন্ত প্রকাশিত করিতে লাগিল।

যেরূপ কিরণসমূহের দ্বারা প্রশোভিত ও নিজের প্রভা বিকীর্ণকারী সূর্য্য গ্রহকর্তৃক সুরক্ষিত অগ্নিদেব আরও প্রকাশিত হইয়া উঠেন, সেইরূপ দীপসমূহের প্রভায় অত্যন্ত প্রকাশিত সেই পাণ্ডব-সৈন্যগণের দ্বারা আপনার সৈন্যের প্রকাশ আরও বর্দ্ধিত হইল।

এই দুই পক্ষের সৈন্যের বর্দ্ধিত প্রকাশ পৃথিবী, আকাশ এবং সম্পূর্ণ দিক্ সমূহ করিয়া চারিদিকে আরও বিস্তৃত হইয়া যাইল। প্রদীপসমূহের সেই প্রকাশ আপনার এবং পাণ্ডবদের সৈন্যগণ অধিক প্রকাশিত হইয়া উঠিল।

রাজন্! স্বর্গলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত সেই প্রকাশে উদ্বোধিত হইয়া দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর এবং সিদ্ধসমূহগণ ও অপ্সরাগণও যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুরশ্রেষ্ঠ ও অপ্সরাগণে পরিপূর্ণ সেই যুদ্ধস্থলে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে আরোহণকারী বীরগণের দ্বারা দিব্যলোকের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল।

রথ, অশ্ব ও হস্তিযুদ্ধে পরিপূর্ণ, দীপসমূহের প্রভায় প্রকাশিত, যোদ্ধাবিষ্ট যোদ্ধাদিগের দ্বারা সংযুক্ত, আহত হইয়া

মহদ্ বলং বাচরথাশ্বনাগং
সুরাসুরব্যূহসমং বভূব।
হতাবশিষ্টাসজ্যাকুলচণ্ডবাতং
মহারথাস্ত্রং গজবাজিঘোষম্ ॥ ৩৬
শস্ত্রৌঘবর্ষং রুধিরাম্বুধারং
নিশি প্রবৃত্তং রণহর্ষিনং তৎ।

তস্মিন্ মহাগ্নিপ্রতিমো মহাত্মা
সন্তাপয়ন্ পাণ্ডবান্ বিপ্রমুখ্যঃ ॥ ৩৭
গতস্তিভির্ধ্বাগতো যথার্কো
বয়াতারে তপনস্তুন্নরেন্দ্র ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচবধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে দীপোদ্যোতনে ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৩

পলাশবস্ত্র অশ্বগণের দ্বারা উপলক্ষিত এবং ব্যূহবদ্ধ রথ, অশ্ব এবং হস্তিসকলে সম্পন্ন উভয় পক্ষের সেই বিশাল সৈন্যগণ দেবতা ও অসুরাবৃতের সৈন্যব্যূহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল।

রাত্রিকালের এই যুদ্ধ মেঘমণ্ডলের দ্বারা আচ্ছাদিত দিবসের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। সেই শক্তিসমূহ প্রচণ্ড বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছিল। বিশাল রথসকল মেঘমণ্ডলের ন্যায় দেখা যাইতেছিল। হস্তী ও অশ্বগণের ঘ্রেষা ও চীৎকার তাহার মেঘগর্জনের ন্যায় ছিল। অস্ত্রসমূহের বর্ষণই জলধারা ছিল এবং রক্তসমূহের ধারাই জলধারা বলিয়া মনে হইতেছিল।

নরেন্দ্র! যেরূপ শরৎকালের বিপ্রবরের সূর্য তীব্র প্রখর কিরণাবলির দ্বারা অতিশয় তাপদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ যুদ্ধস্থলে প্রচণ্ড অগ্নির ন্যায় তেজস্বী মহাত্মা বিপ্রবর দ্রোণাচার্য পাণ্ডবগণের জন্য সন্তাপকর হইয়াছিলেন ॥ ৩৭-৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা দ্রোণপর্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্বে রাত্রিযুদ্ধপ্রসঙ্গে দীপসমূহের প্রজ্বালনবিষয়ক ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

উভয়পক্ষয়োঃ সেনানাং তুমুলং যুদ্ধম্, দুর্যোধনস্য দ্রোণরক্ষার্থং সৈনিকেভ্য আদেশদানঞ্চ।

সঞ্জয় উবাচ।

প্রকাশিতে তদা লোকে রজসা তমসাবৃতে।
সমাজহ্রুরথো বীরাঃ পরস্পরবধৈষিণঃ ॥ ১
তে সমেত্য রণে রাজন্ শস্ত্রপ্রাসাসিধারিণঃ।
পরস্পরমুপেক্ষন্ত পরস্পরকৃতাগসঃ ॥ ২
প্রদীপানাং সহস্রৈশ্চ দীপ্যমানৈঃ সমন্ততঃ।
বরার্চিভিঃ স্বর্ণদণ্ডৈর্গন্ধতৈলাবসিক্তিতৈঃ ॥ ৩
দেব-গন্ধর্ব-দীপাদ্যৈঃ প্রভাভিরধিকোজ্জ্বলৈঃ।
বিররাজ তদা ভূমির্দ্যৌরিব তারকৈঃ ॥ ৪
উল্কাশতৈঃ প্রজ্বলিতৈঃ রণভূমির্ব্যরাজত।
দহ্যমানেব লোকানামভাবে চ বসুন্ধরা ॥ ৫

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

[উভয় পক্ষের সৈন্যদের তুমুল যুদ্ধ এবং দ্রোণাচার্যকে রক্ষা করিবার জন্য সৈন্যগণকে দুর্যোধনের আদেশদান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সেই সময় ধূলি ও অন্ধকারে আবৃত রণভূমি এইভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে পরস্পরকে বধ করিতে উদ্যুক্ত বীর সৈন্যগণ পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥ ১

মহারাজ! সমরাঙ্গণে পরস্পর যুদ্ধে মিলিত এই সৈন্যগণ নানাপ্রকার অস্ত্র, প্রাস ও খড়্গাদি ধারণ করিয়া পরস্পর অপরাধকারী সৈন্যদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ২

চারিদিকে হাজার হাজার মশাল জ্বলিতেছিল। এই সব মশালের দণ্ড স্বর্ণনির্মিত ছিল এবং ইহাতে রত্নখচিত ছিল। এই সকল মশালে সুগন্ধিত তৈল প্রদত্ত হইয়াছিল ॥ ৩

ভারত! এই সকল দীপের মধ্যে দেবতা ও গন্ধর্বগণেরও দীপাদি জ্বলিতেছিল, যাহারা নিজেদের বিশেষ প্রভার জন্য অধিক প্রকাশিত হইতেছিল। ইহাদের দ্বারা সেই সময় রণভূমি নক্ষত্র-মণ্ডলের দ্বারা সুশোভিত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥ ৪

শত শত উল্কাসমূহের (মশালসমূহের) দ্বারা সেই রণভূমির এরূপ শোভা হইতেছিল যে, যেন প্রলয়কালে এই সমগ্র পৃথিবী দগ্ধ হইতেছে ॥ ৫

বাদীপ্যন্ত দিশঃ সর্বাঃ প্রদীপৈস্তৈঃ সমন্ততঃ।
বর্ষাপ্রদোষে খদ্যোতৈর্বৃতা বৃক্ষা ইবাবভুঃ ॥ ৬
অসজ্জন্ত ততো বীরা বীরেণেন পৃথক্ পৃথক্।
নাগা নাগৈঃ সমাজগ্মুস্তুরগা হয়সাদিভিঃ ॥ ৭
রথা রথবরৈরেব সমাজগ্মুর্মুদা যুতাঃ।
তস্মিন্ রাত্রিমুখে ঘোরে তব পুত্রস্য শাসনাৎ ॥ ৮
চতুরঙ্গস্য সৈন্যস্য সম্পাতশ্চ মহানভূৎ।
ততোঽর্জুনো মহারাজ কৌরবাণামনীকিনীম্ ॥ ৯
ব্যধমৎ ত্বরয়া যুক্তঃ ক্ষপয়ন্ সর্বপার্থিবান্।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তস্মিন্ প্রবিষ্টে সংরব্ধে মম পুত্রস্য বাহিনীম্ ॥ ১০
অমৃষ্যমাণে দুর্ধর্ষে কথমাসীন্মনো হি বঃ
কিমকুর্বত সৈন্যানি প্রবিষ্টে পরবীড়নে ॥ ১১
দুর্যোধনস্য কিং কৃত্যং প্রাপ্তকালমমন্যত
কে চৈনং সমরে বীরং প্রত্যুদ্যযুররিন্দমাঃ ॥ ১২
দ্রোণশ্চ কে বারয়ন্তু প্রবিষ্টে শ্বেতবাহনে।
কেঽরক্ষন দক্ষিণং চক্রং কে চ দ্রোণস্য সর্বতঃ ॥ ১৩
কে পৃষ্ঠতস্ত্রাপ্যভবন্ বীরা বীরস্য বিক্রমিণঃ।
কে পুরস্তাদগচ্ছন্ত নিঘ্নন্তঃ শাত্রবান্ রণে ॥ ১৪
যৎ প্রাবিশন্মহেষ্বাসঃ পাঞ্চালানপরাজিতঃ।
নৃত্যন্নিব নরব্যাঘ্রো রথমার্গেষু বীর্যবান্ ॥ ১৫
যো রথাত্ শরৈরোঘঃ পাঞ্চালানাং রথব্রজান্।
ধূমকেতুরিব ক্রুদ্ধঃ কথং মৃত্যুমুপেয়িবান্ ॥ ১৬
অব্যগ্রানেব হি পরান্ কথয়ন্তপরাজিতান্।
দৃষ্টান্যুদীর্ণান্ সংগ্রামে ন তথা স্ত মামকান্ ॥ ১৭
হতাংশ্চৈব বিদীর্ণাংশ্চ বিপ্রকীর্ণাংশ্চ সংসদি।
রথিনো বিরথাংশ্চৈব কৃতান্ যুদ্ধেষু মামকান্ ॥ ১৮

এই সব প্রদীপসমূহে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল এইরূপ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাতে মনে হইতেছিল—বর্ষার সন্ধ্যাকালে জোনাকীপোকা সকলে পরিবৃত বৃক্ষসমূহ উদ্ভাসিত হইতেছে ॥ ৬

সেই সময় বীরগণ বিপক্ষ বীরগণের সহিত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। হস্তীরা হস্তীদিগের সহিত এবং অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বারোহী যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৭

এইরূপ রথী যোদ্ধারা শ্রেষ্ঠ রথী যোদ্ধাদের সহিত প্রসন্নতা সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই ভয়ঙ্কর প্রদোষকালে আপনার পুত্রের আজ্ঞায় সেখানে চতুরঙ্গিণী সৈন্যদের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

মহারাজ! তদনন্তর অর্জুন অভিমন্যু দ্বারা রক্ষিত হইয়া সমস্ত রাজাদিগকে সংহার করিতে করিতে কৌরব-সৈন্যের বিনাশ করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! ক্রোধ ও অমর্ষে পূর্ণ দুর্জয় বীর অর্জুন যখন আমার সৈন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, সেই সময় তোমাদের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল?

শত্রুগণের পীড়নকারী অর্জুন সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলে পর আমার সৈন্যরা কি করিল? এবং দুর্যোধন সেই সময় কোন্ কার্যকে সময়োচিত বলিয়া বিবেচনা করিল?

শত্রুদমনকারী কোন্ কোন্ যোদ্ধারা রণাঙ্গনে অর্জুনের সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল? শ্বেতবাহন অর্জুন কৌরব-সৈন্যদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে পর কোন্ যোদ্ধাগণ দ্রোণাচার্যকে রক্ষা করিতে লাগিল।

কোন্ কোন্ যোদ্ধারা বীর দ্রোণাচার্যের রথের দক্ষিণ চক্ররক্ষা এবং কোন্ কোন্ যোদ্ধারা বামচক্র রক্ষা করিতে লাগিল? কোন্ কোন্ বীরগণ বীরদলের রক্ষাকারী দ্রোণাচার্যের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতেছিল এবং যুদ্ধে শত্রুসংহারকারী কোন্ কোন্ যোদ্ধারা আচার্যের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল? ৮-১৩

মহাধনুর্ধর, পরাক্রমশালী ও অপরাজিত পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর দ্রোণাচার্য রথের মার্গে যেন নৃত্য করিতে করিতেই সেখানে পাঞ্চাল-সৈন্যগণের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৫

যে আচার্য দ্রোণ ক্রুদ্ধ অগ্নিদেবতুল্য বীর রথসমূহের আরোহ পাঞ্চাল মহারথী বীরগণকে দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করিতেন, সেই আচার্যের মৃত্যু কিরূপে হইল? ১৬

সূত! তুমি ত' আমার পক্ষগণকেই অগ্রস্থ, অপরাজিত, দৃপ্ত ও উৎসাহপূর্ণ এবং সংগ্রামে সবেগে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া বর্ণনা করিতেছ, কিন্তু আমার পুত্রগণের এতাদৃশ অবস্থার কথা কিছুই বলিতেছ না ॥ ১৭

সকল যুদ্ধেই আমার পক্ষের রথিগণকে তুমি হতাহত, ছিন্ন-ভিন্ন, ছত্রভঙ্গ ও রথহীন বলিয়াই বর্ণনা করিয়া যাইতেছ ॥ ১৮

সঞ্জয় উবাচ।

দ্রোণস্য মতমাজ্ঞায় যোদ্ধুকামস্য তাং নিশাম্।
দুর্য্যোধনো মহারাজ বন্ধূন্ ভ্রাতৃনুবাচ হ ॥ ১৯
কর্ণঞ্চ বৃষসেনঞ্চ মদ্ররাজঞ্চ কৌরব।
দুর্ধর্ষং দীর্ঘবাহুঞ্চ যে চ তেষাং পদানুগাঃ ॥ ২০
দ্রোণং যত্তাঃ পরাক্রান্তাঃ সর্বে রক্ষত পৃষ্ঠতঃ।
হার্দিক্যো দক্ষিণং চক্রং শলাশ্চৈবোত্তরং তথা ॥ ২১
ত্রিগর্তানাঞ্চ যে শূরা হতশিষ্টা মহারথাঃ।
তাংশ্চৈব পুরতঃ সর্বান্ পুরস্কৃত্য সমোদ্যম ॥ ২২
আচার্যো হি সুসংবত্তো ভৃশং যত্তাশ্চ পাণ্ডবাঃ।
তং রক্ষত সুসংযত্তা নিঘ্নন্তঃ শাত্রবান্ রণে ॥ ২৩
দ্রোণো হি বলবান্ যুদ্ধে ক্ষিপ্রহস্তঃ প্রতাপবান্।
নির্জয়েৎ ত্রিদশান্ যুদ্ধে কিমু পার্থান্ সসোমকান্ ॥ ২৪
তে যূয়ং সহিতাঃ সর্বে ভৃশং যত্তা মহারথাঃ।
দ্রোণং রক্ষত পাঞ্চাল্যাদ্ ধৃষ্টদ্যুম্নাদ্ভয়ান্বিতাৎ ॥ ২৫

পাণ্ডবীয়েষু সৈন্যেষু ন তং পশ্যাম কঞ্চন।
যো যোধয়েদ্ রণে দ্রোণং ধৃষ্টদ্যুম্নাদৃতে নৃপ ॥ ২৬
তস্মাৎ সর্বাত্মনা মন্যে ভারধাজস্য রক্ষণম্।
সুগুপ্তঃ পাণ্ডবান্ হন্যাৎ সৃঞ্জয়াংশ্চ সসোমকান্ ॥ ২৭
সৃঞ্জয়েষ্বথ সর্বেষু নিহতেষু চমূমুখে।
ধৃষ্টদ্যুম্নং রণে হৌনির্হনিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৮
তথার্জুনঞ্চ রাধেয়ো হনিষ্যতি মহারথঃ।
ভীমসেনমহং চাপি যুদ্ধে জেষ্যামি দীক্ষিতঃ ॥ ২৯
শেষাংশ্চ পাণ্ডবান্ যোধাঃ প্রসহ্য হীনতেজসঃ।
সোঽয়ং মম জয়ো বাক্যো দীর্ঘকালং ভবিষ্যতি ॥ ৩০
ইত্যুক্ত্বা ভরতশ্রেষ্ঠ পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
ব্যাদিদেশ তদা সৈন্যং তস্মিংস্তমসি দারুণে ॥ ৩১
ততঃ প্রবৃত্তে যুদ্ধে রাত্রৌ ভরতসত্তম।
উভয়োঃ সেনয়োর্ঘোরঃ পরস্পরজিঘাংসয়া ॥ ৩২

সঞ্জয় বলিলেন,—কুরুনন্দন মহারাজ! যুদ্ধ করিতে অতিলাষী দ্রোণাচার্য্যের অভিমত জানিয়া দুর্য্যোধন সেই রাত্রিতে বীর বলবন্তী ভ্রাতৃবৃন্দ এবং কর্ণ, বৃষসেন, মদ্ররাজ শল্য, দুর্ধর্ষ, দীর্ঘবাহু এবং যাহারা ইহাদের অনুগামী ছিলেন, তাঁহাদের সকলকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৯-২০

তোমরা সকলে সাবধান হইয়া পরাক্রমসহকারে পশ্চাদ্ভাগের দিকে দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা কর। কৃতবর্ম্মা তাঁহার দক্ষিণ চক্র এবং রাজা শল্য তাঁহার বামচক্র রক্ষা করুন ॥ ২১

রাজন্! ত্রিগর্তদেশের যে সকল মহারথী বীর হতাবশিষ্ট আছেন, তাঁহাদের সকলকে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের অগ্রে অগ্রে যাইবার জন্য অনুমতি করিলেন ॥ ২২

আচার্য্যদেব পূর্ণরূপে সাবধানেই আছেন, পাণ্ডবেরাও জয়-লাভের জন্য বিশেষ যত্নশীল এবং সাবধানে রহিয়াছে। তোমরা সকলে রণাঙ্গনে শত্রুদিগকে সংহার করিতে করিতে অতিশয় যত্নের সহিত আচার্য্যকে রক্ষা কর ॥ ২৩

কারণ, দ্রোণাচার্য্য বলবান্, প্রতাপশালী এবং যুদ্ধে অতিদ্রুত হস্তচালনা করিতে পারেন। তিনি যুদ্ধে দেবগণকেও পরাজিত করিতে সমর্থ; সুতরাং সে স্থলে কুন্তীপুত্রগণ ও সোমকগণের বিষয়ে আর কি বলিবার আছে ॥ ২৪

সেই জন্য তোমরা সকল মহারথী একত্রে সমবেত হইয়া পূর্ণরূপে যত্নসহকারে পাঞ্চাল-মহারথী বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে দ্রোণাচার্য্যকে সর্বতোভাবে রক্ষা কর ॥ ২৫

আমি পাণ্ডব-সৈন্যের মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যতীত আর কোন নরপতিকে দেখিতে পাইতেছি না, যে রণাঙ্গনে দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ২৬

অতএব আমি এই সময়ে সর্বপ্রকারে দ্রোণাচার্য্যকেই রক্ষা করা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি। তিনি যদি সুরক্ষিত থাকেন, তবে পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও সোমকগণকেও সংহার করিতে পারিবেন ॥ ২৭

যুদ্ধের সম্মুখভাগে সমস্ত সৃঞ্জয় যোদ্ধাগণ নিহত হইলে পর অবশ্যই রণাঙ্গনে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিবেন—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৮

যোদ্ধাগণ! এইরূপে মহারথী কর্ণ অর্জুনকে সংহার করিবে এবং ভীম-বধের ইচ্ছা গ্রহণ করিয়া যুদ্ধকারী আমি ভীমসেনকে এবং তেজোহীন অন্য পাণ্ডবগণকেও বলপূর্বক যুদ্ধে জয় করিব ॥

এইভাবে আমার জয় অবশ্যই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। অতএব সকলে মিলিত হইয়া সংগ্রামে মহারথী দ্রোণকেই রক্ষা কর ॥ ২৯-৩০

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই কথা শ্রবণ করিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে নিজ সৈন্যদিগকে যুদ্ধ করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন ॥ ৩১

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর সেই রাত্রিকালে উভয়পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে পরস্পরকে জয় করিবার ইচ্ছা করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল ॥ ৩২

অর্জুনঃ কৌরবং সৈন্যমর্জুনং চাপি কৌরবাঃ।
নানাশস্ত্রসমাসারৈরন্যোন্যং সমপীড়য়ন্ ॥ ৩১
দ্রৌণিঃ পাঞ্চালরাজঞ্চ ভারদ্বাজশ্চ সঞ্জয়ান্।
ছাদয়ামাস্তুতুঃ সংখ্যে শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৩২
পাণ্ডু-পাঞ্চালসৈন্যানাং কৌরবাণাঞ্চ ভারত।
আসীন্নিষ্টানকো ঘোরো নিঘ্নতামিতরেতরম্ ॥ ৩৩

নৈবাস্মাভিস্তথা পূর্বৈর্দৃষ্টপূর্বং শ্রুতাবিদম্।
শ্রুতং বা যাদৃশং যুদ্ধমাসীদ্ রৌদ্রং ভয়ানকম্ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচবধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে দুর্যোধনবাক্যে চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৪

অর্জুন কৌরব-সৈন্যের উপর এবং কৌরব-সৈন্যরা অর্জুনের উপর নানাপ্রকার অস্ত্রসকল বর্ষণ করিতে করিতে পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

অশ্বত্থামা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে এবং দ্রোণাচার্য্য সঞ্জয়-যোদ্ধাদিগকে যুদ্ধস্থলে আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ৩২

ভারত! একদিকে পাণ্ডব ও পাঞ্চাল-সৈন্যগণ এবং অপর দিকে কৌরব-যোদ্ধারা পরস্পরকে প্রহার আঘাত করিতে থাকায় তুমুল আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৩৩

আমরা এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণও এতাদৃশ রৌদ্র ও ভয়ানক যুদ্ধ পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই এবং শ্রবণও করি নাই, যেরূপ এই যুদ্ধ তখন হইতেছিল ॥ ৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্ব্বে রাত্রিযুদ্ধপ্রসঙ্গে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক চতুঃষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং যুদ্ধম্, কৃতবর্ম্মণা যুধিষ্ঠিরস্য পরাজয়শ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

বর্ত্তমানে তথা রৌদ্রে রাত্রিযুদ্ধে বিশাম্পতে।
সর্বভূতক্ষয়করে ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১
অব্রবীৎ পাণ্ডবাংশ্চৈব পাঞ্চালাংশ্চৈব সোমকম্।
অভিদ্রবত সংঘাত দ্রোণমেব জিঘাংসবঃ ॥ ২
রাজ্ঞস্তে বচনাদ্ রাজন্ পাঞ্চালাঃ সৃঞ্জয়াস্তথা।
দ্রোণমেবাভ্যবর্ত্তন্ত নদন্তো ভৈরবান্ রবান্ ॥ ৩

তং তু তে প্রতিসর্জন্তঃ প্রহৃষ্যমাণাস্ত্বমর্ষিতাঃ।
যথাশক্তি যথোৎসাহং যথাসত্ত্বঞ্চ সংযুগে ॥ ৪
কৃতবর্ম্মা তু চাভিক্রো যুধিষ্ঠিরমুপাদ্রবৎ।
দ্রোণং প্রতি সমায়ান্তং মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্ ॥ ৫
তৈনেয়ং শরবর্ষাণি বিকিরন্তঃ সমন্ততঃ।
অভ্যায়াৎ কৌরবো রাজন্ ভূরিঃ সংগ্রামমূর্দ্ধনি ॥ ৬

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[উভয়পক্ষের সৈন্যদের যুদ্ধ এবং কৃতবর্ম্মাকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাথ! যখন সকল প্রাণীর ভয়কারক সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিযুদ্ধ আরম্ভ হইল, সেই সময় ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির পাণ্ডব, পাঞ্চাল এবং সোমক-সৈন্যগণকে বলিলেন,—তোমরা সকলে ধাবিত হও এবং দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার উপর আক্রমণ কর ॥ ১-২

রাজন্! রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশে পাঞ্চাল ও সঞ্জয় সৈন্যগণ ভয়ানক গর্জ্জন করিতে করিতে দ্রোণাচার্য্যের উপর আক্রমণ করিল ॥ ৩

ইহারা সকলেই অমর্ষপূর্ণ এবং যুদ্ধস্থলে নিজ নিজ শক্তি, উৎসাহ ও ধৈর্য্য অনুসারে বারংবার গর্জ্জন করিতে করিতে দ্রোণাচার্য্যের উপর আক্রমণ করিল ॥ ৪

যেরূপ মদমত্ত বৃষী কোন এক মত্ত বৃষীর উপর আক্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ যুধিষ্ঠিরকে দ্রোণাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া কৃতিকপুত্র কৃতবর্ম্মা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন ॥ ৫

রাজন্! যুদ্ধের সম্মুখ ভাগে চারিদিকে বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে শিনিপৌত্র সাত্যকি উপর কুরুসত্তম ভূরি আক্রমণ করিলেন ॥ ৬

সহদেবমথায়ান্তং দ্রোণপ্রেপ্সুং মহারথম্
কর্ণো বৈকর্তনো রাজন্ বারয়ামাস পাণ্ডবম্ ॥ ৭
ভীমসেনমথায়ান্তং ব্যাদিতাস্যমিবান্তকম্।
স্বয়ং দুর্যোধনো রাজা প্রত্যুদ্যাতঃ মৃত্যুমাত্রজৎ ॥ ৮
নকুলঞ্চ যুধাং শ্রেষ্ঠং সর্বযুদ্ধবিশারদম্।
শকুনিঃ সৌবলো রাজন্ বারয়ামাস সত্বরঃ ॥ ৯
শিখণ্ডিনমথায়ান্তং রথেন রথিনাং বরম্
কৃপঃ শারদ্বতো রাজন্ বারয়ামাস সংযুগে ॥ ১০
প্রতিবিন্ধ্যমথায়ান্তং মধুরসদৃশৈহয়ৈঃ।
দুঃশাসনো মহারাজ যত্তো বস্তমবারয়ৎ ॥ ১১
শৈনেয়সেনিমথায়ান্তং মায়াশতবিশারদম্।
অশ্বত্থামা মহারাজ রাক্ষসঃ প্রত্যবেধয়ৎ ॥ ১২
দ্রুপদং বৃষসেনস্তু সসৈন্যঃ সপদানুগম্।
বারয়ামাস সমরে দ্রোণপ্রেপ্সুং মহারথম্ ॥ ১৩

রাজন্! দ্রোণাচার্যকে বধ করিবার জন্য ইচ্ছা করত সহদেবকে আসিতে দেখিয়া সূর্যপুত্র কর্ণ তাঁহাকে রুদ্ধ করিলেন ॥ ৭

মুখবিস্তারকারী যমরাজসদৃশ অথবা বিপক্ষ হইয়া উপস্থিত মৃত্যুতুল্য ভীমসেনকে রণাঙ্গনে আসিতে দেখিয়া স্বয়ং রাজা দুর্যোধন তাঁহার সম্মুখীন হইলেন ॥ ৮

সর্বপ্রকার যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নকুলকে সুবলপুত্র শকুনি অতি দ্রুত আসিয়া নিবারণ করিলেন ॥ ৯

রাজন্! রথের দ্বারা শিখণ্ডীকে আসিতে দেখিয়া রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিখণ্ডীকে যুদ্ধস্থলে পরমবান্ধব কৃপাচার্য প্রতিরোধ করিলেন ॥ ১০

মহারাজ! মরুদ্গণতুল্য বর্ণবিশিষ্ট অশ্বগণের দ্বারা প্রতিবিন্ধ্যকে আসিতে দেখিয়া দুঃশাসন রথসহকারে রুদ্ধ করিলেন ॥ ১১

রাজন্! শত শত মায়া প্রয়োগ করিতে নিপুণ ভীমসেন-পুত্র ঘটোৎকচকে আসিতে দেখিয়া অশ্বত্থামা প্রতিরোধ করিলেন ॥ ১২

সমরাঙ্গণে দ্রোণাচার্যকে পরাজিত করিতে ইচ্ছুক সেনা ও সেবকগণের সহিত মহারথী দ্রুপদকে বৃষসেন নিবারণ করিলেন ॥ ১৩

বিরাটঃ ক্রুদ্ধমায়ান্তং দ্রোণস্য নিধনং প্রতি
মদ্ররাজঃ সুসংক্রুদ্ধো বারয়ামাস ভারত ॥ ১৪
শতানীকমথায়ান্তং নাকুলিং রভসং রণে।
চিত্রসেনো রথোদারঃ শরৈর্দ্রোণপরীপ্সয়া ॥ ১৫
অঞ্জনপর্ণং যুধাং শ্রেষ্ঠং প্রাগ্জ্যবন্ধং মহারথম্
অলম্বুষো মহারাজ রাক্ষসেন্দ্রো ন্যবারয়ৎ ॥ ১৬
তথা দ্রোণং মহেষ্বাসং নিঘ্নন্তং শাত্রবান্ রণে।
ধৃষ্টদ্যুম্নোঽথ পাঞ্চাল্যো হৃষ্টরূপমবারয়ৎ ॥ ১৭
তথাঙ্গান্ পাণ্ডুপুত্রাণাং সমায়াতান্ মহারথান্।
ভারতা রথিনো রাজন্ বারয়ামাসুরোজসা ॥ ১৮
গজারোহা গজৈর্তূর্ণং সংনিপতা মহামৃধে।
যোধয়ন্তশ্চ যুযুধুঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১৯
নিশীথে তুরগা রাজন্ দ্রাবয়ন্তঃ পরস্পরম্।
সমদৃশ্যন্ত বেগেন পক্ষবন্তো যথাঽচলাঃ ॥ ২০

ভারত! দ্রোণাচার্যকে নিধন করিবার উদ্দেশে দ্রুতবেগে আগত রাজা বিরাটকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মদ্ররাজ শল্য নিবারণ করিলেন ॥ ১৪

দ্রোণাচার্যকে বধ করিবার ইচ্ছায় সবেগে আগমন রত নকুল-পুত্র শতানীককে চিত্রসেন তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সত্বর রুদ্ধ করিলেন ॥ ১৫

মহারাজ! কৌরব সৈন্যদের দিকে ধাবিত, যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মহারথী অর্জুনকে রাক্ষসরাজ অলম্বুষ (অলায়ুধ-পুত্র) নিবারণ করিল ॥ ১৬

এইরূপে রণাঙ্গনে শত্রুসৈন্যদিগকে সংহারকারী, হর্ষ ও উৎসাহ যুক্ত, মহাধনুর্ধর দ্রোণাচার্যকে পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রতিরোধ করিলেন ॥ ১৭

রাজন্! এইরূপে আক্রমণকারী পাণ্ডব—পক্ষের অন্যান্য মহারথী সৈন্যদিগকেও আপনার মহারথী সৈন্যগণ বলপূর্বক নিবারণ করিলেন ॥ ১৮

সেই মহারণে শত শত ও সহস্র সহস্র গজারোহী যোদ্ধা অতিসত্বর বিপক্ষীয় গজারোহী যোদ্ধাগণের সহিত পরস্পর মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে এবং সৈন্যদিগকে মর্দিত করিতে লাগিল ॥ ১৯

রাজন্! রাত্রিকালে পরস্পর পরস্পরের উপর সবেগে ধাবিত হইতে থাকিয়া অশ্বগণ পক্ষধারী পর্বত সকলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল ॥ ২০

সাদিনঃ সাদিভিঃ সার্ধং প্রাস-শক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ।
সমাপদ্যন্ মহারাজ বিনদন্তঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২১
নরাস্তত্র বহবস্তত্র সমাজগ্মুঃ পরস্পরম্।
গদাভিমূর্সলৈশ্চৈব নানাশস্ত্রৈশ্চ সংযুগে ॥ ২২
কৃতবর্মা তু হার্দিক্যো ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
বারয়ামাস সংক্রুদ্ধো বেলেবোদ্বৃত্তমর্ণবম্ ॥ ২৩
যুধিষ্ঠিরস্তু হার্দিক্যং বিদ্ধ্বা পঞ্চভিরাশুগৈঃ।
পুনর্বিব্যাধ বিংশত্যা তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ২৪
কৃতবর্মা তু সংক্রুদ্ধো ধর্মপুত্রস্য মারিষ।
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন তচ্চ বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥ ২৫
অথান্যদ্ ধনুরাদায় ধর্মপুত্রো মহারথঃ।
হার্দিক্যং দশভির্বাণৈর্বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ ॥ ২৬
মাধবস্তু রণে বিদ্ধো ধর্মপুত্রেণ মারিষ।
প্রাকম্পত চ রোষেণ সপ্তভিশ্চাদদচ্ছরৈঃ ॥ ২৭

মহারাজ! হাতে প্রাস, শক্তি ও যষ্টি ধারণকারী অশ্বারোহী সৈন্যরা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গর্জন করিতে করিতে শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী যোদ্ধাগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২১

সেই যুদ্ধস্থলে বহুসংখ্যক পদাতি মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি ও মুষলাদি নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছিলেন ॥ ২২

যেরূপ উত্তাল তরঙ্গ মালা পরিবৃত মহাসাগরকে তাহার তীরভূমি রুদ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হৃদিকপুত্র কৃতবর্মা রুদ্ধ করিলেন ॥ ২৩

যুধিষ্ঠির কৃতবর্মাকে প্রথমে পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করত পুনরায় বিশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং বলিলেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥ ২৪

মাননীয় ভূপাল! তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কৃতবর্মাও একটি ভল্লের দ্বারা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের ধনু ছেদন করিলেন এবং তাঁহাকেও সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৫

তদনন্তর মহারথী ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠির অপর ধনু গ্রহণ করত কৃতবর্মার বক্ষস্থলে ও বাহুদ্বয়ে দশটি বাণপ্রহার করিলেন ॥ ২৬

আর্য! রণাঙ্গনে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের বাণসমূহে আহত হইয়া কৃতবর্মা কাঁপিতে লাগিলেন এবং ক্রোধের সহিত যুধিষ্ঠিরকেও সাতটি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ২৭

রাজন্! দুজনের যুধিষ্ঠির কৃতবর্মার ধনু ও দস্তানা ছেদন করিয়া তাঁহার উপর পাঁচটি তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিলেন, যাহারা শিলাপাথরের ছিল ॥ ২৮

যেরূপ সর্পগণ বাল্মীকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই বাণগুলিও কৃতবর্মার সুবর্ণমণ্ডিত কবচকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ধরাতল বিদীর্ণ করত তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ২৯

তখন কৃতবর্মা চক্ষুর নিমেষেই অপর ধনু গ্রহণ করত পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বাঁধ এবং তাঁহার সারথিকে নয়টি বাণে আহত করিলেন ॥ ৩০

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির বীর বিশাল ধনু রথের উপর রাখিয়া কৃতবর্মার উপর একটি সর্পাকার শক্তি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩১

পাণ্ডুকুমার যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই সুবর্ণভূষিত বিশাল শক্তি কৃতবর্মার দক্ষিণবাহু বিদীর্ণ করত ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৩২

এই সময় যুধিষ্ঠির পুনরায় হাতে ধনু লইয়া আনত পর্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা কৃতবর্মাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৩

তাহার পর বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠবীর মহারথী কৃতবর্মা সমরাঙ্গনে অর্ধনিমেষের মধ্যেই যুধিষ্ঠিরকে অশ্ব, সারথি এবং রথহীন করিয়া দিলেন ॥ ৩৪

ততস্তু পাণ্ডবো জ্যেষ্ঠঃ খড়্গং চর্ম সমাদদে।
তদস্য নিশিতৈর্বাণৈর্ব্যধমন্মাধবো রণে ॥ ৩৫
তোমরং তু ততো গৃহ্য স্বর্ণদণ্ডং দুরাসদম্।
প্রৈষয়ৎ সমরে তূর্ণং হার্দিক্যস্য যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩৬
তমাপতন্তং সহসা ধর্মরাজভুজচ্যুতম্।
দ্বিধা চিচ্ছেদ হার্দিক্যঃ কৃতহস্তঃ স্বয়ন্নিব ॥ ৩৭
ততঃ শরশতেনাজৌ ধর্মপুত্রমবাকিরৎ।
কবচং চাস্য সংক্রুদ্ধঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরদারয়ৎ ॥ ৩৮
হার্দিক্যশরসঙ্ঘাতং কবচং তন্মহাধনম্।
ব্যশীর্যত রণে রাজংস্তারাজালমিবাম্বরাৎ ॥ ৩৯
স ছিন্নবর্মা বিরথঃ শীর্ণধর্মা শরার্দিতঃ।
অপায়াসীদ্ রণাৎ তূর্ণং ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৪০
কৃতবর্মা তু নির্জিত্য ধর্মরাজানং যুধিষ্ঠিরম্।
পুনর্রথস্য জুগুপে চক্রমেব মহাবনঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচবধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে যুধিষ্ঠিরা-পয়ানং নাম পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৫

তখন জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির খড়্গ ও চর্ম লইলেন। কিন্তু কৃতবর্মা রণাঙ্গনে তীক্ষ্ণবাণ প্রহার করিয়া সেই খড়্গকে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৩৫

তখন রণাঙ্গনে যুধিষ্ঠির স্বর্ণদণ্ডযুক্ত একটি দুর্জয় তোমর লইলেন এবং অতি সত্বর তাহা কৃতবর্মার উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৬

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া সহসা নিজের দিকে সেই তোমরকে আসিতে দর্শন করত সিদ্ধহস্ত কৃতবর্মা যেন হাস্য করিতে করিতেই উহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিলেন ॥ ৩৭

তখন যুদ্ধস্থলে কৃতবর্মা শত শত বাণসমূহের দ্বারা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন এবং কুপিত হইয়া তিনি তাঁহার কবচকেও তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ৩৮

রাজন্! কৃতবর্মার বাণসমূহে আচ্ছাদিত সেই বহুমূল্য কবচ আকাশ হইতে তারাসমূহের ন্যায় রণাঙ্গনে ছড়াইয়া পড়িল ॥ ৩৯

এইরূপে ধনু ছিন্ন, রথ নষ্ট এবং কবচ বিদীর্ণ হইয়া যাইলে পর বাণসমূহে পীড়িত ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির অতিক্রুদ্ধ যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ৪০

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া কৃতবর্মা পুনরায় মহাত্মা দ্রোণের রথ চক্রকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৪১

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে দ্রোণপর্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্বে রাত্রিযুদ্ধপ্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরের পলায়ন-বিষয়ক পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সাত্যকিনা ভূরেঃ সংহারঃ, ঘটোৎকচাশ্বত্থামোর্ঘোরং যুদ্ধম্, ভীমেন সহ দুর্যোধনস্য সংগ্রামঃ, দুর্যোধনস্য পলায়নঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ভূরিস্তু সমরে রাজন্ শৈনেয়ং রথিনাং বরম্
আপতন্তমপাসেধৎ প্রভাপাদিব কুঞ্জরম্ ॥ ১

অথৈনং সাত্যকিঃ ক্রুদ্ধঃ পঞ্চভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ হৃদয়ে তূর্ণং স চাস্রবত তস্য শোণিতম্ ॥ ২

তথৈব কৌরবো যুদ্ধে শৈনেয়ঃ যুদ্ধদুর্মদম্।
দশভির্নিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈরবিধ্যত ভুজান্তরে ॥ ৩

তাবন্যোন্যং মহারাজ তত্তক্ষাতে শরৈর্ভৃশম্।
ক্রোধসংরক্তনয়নৌ ক্রোধাদ্ বিস্পর্ধতাং কামুকে ॥ ৪

তয়োরাসীন্মহারাজ শস্ত্রবৃষ্টিঃ সুদারুণা।
ক্রুদ্ধয়োঃ সায়কমুচোর্ঘমান্তকনিকাশয়োঃ ॥ ৫

তাবন্যোন্যং শরৈ রাজন্ সাহান্তে সমবস্থিতৌ।
মুহূর্তং চৈব তদ্ যুদ্ধং সমরূপমিবাভবৎ ॥ ৬

ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ শৈনেয়ঃ প্রহসন্নিব।
ধনুশ্চিচ্ছেদ সমরে কৌরব্যস্য মহাত্মনঃ ॥ ৭

অথৈনং ছিন্নধন্বানং নবভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ হৃদয়ে তূর্ণং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ৮

সোঽতিবিদ্ধো বলবতা শক্রণা শত্রুতাপনঃ।
ধনুরন্যৎ সমাদায় সাহন্তং প্রত্যবিধ্যত ॥ ৯

স বিদ্ধা সাত্বতং বাণৈস্ত্রিভিরেব বিশাম্পতে।
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন সুতীক্ষ্ণেন চমূপতিঃ ॥ ১০

ছিন্নধন্বা মহারাজ সাত্যকিঃ ক্রোধমূচ্ছিতঃ।
প্রজঘান মহাবেগাং শক্তিং তস্য মহোরসি ॥ ১১

স তু শক্ত্যা বিভিন্নাঙ্গো নিপপাত রথোত্তমাৎ।
লোহিতাঙ্গ ইবাকাশাদ্ দীপ্তরশ্মির্দিবাকরঃ ॥ ১২

ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

[সাত্যকি কর্তৃক ভূরির সংহার, ঘটোৎকচ অশ্বত্থামার ঘোর যুদ্ধ, ভীমের সহিত দুর্যোধনের যুদ্ধ এবং দুর্যোধনের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যেরূপ কোন হাতীকে তাহার নির্গমন স্থান হইতেই রুদ্ধ করা হয়, সেইরূপ সমরাঙ্গণে ভূরি আক্রমণকারী রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্যকির অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন। ১

ইহা দেখিয়া সাত্যকি কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং তিনি পাঁচটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ভূরির হৃদয়ে বিদ্ধ করিলেন। ২

এই রূপে রণাঙ্গনে কুরুবংশধর ভূরিও প্রত্যুত্তরে সাত্যকির বক্ষঃস্থলে দশটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩

মহারাজ! ইহাদের উভয়েরই নেত্র ক্রোধে রক্ত বর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা উভয়েই রোষভরে নিজ নিজ ধনু আকর্ষণ করত পরস্পরকে অত্যন্ত আঘাত করিতে লাগিলেন। ৪

রাজেন্দ্র! এই উভয়েরই উপর তখন অন্তকালের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রূপ হইতেছিল। ইহারা যম ও অন্তকের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে ছিলেন। ৫

রাজন্! ইহারা উভয়ে পরস্পরকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থান করিতেছিল। মুহূর্তকাল ইহাদের মধ্যে সমান ভাবেই যুদ্ধ চালিতে লাগিল ॥ ৬

মহারাজ! তখন ক্রুদ্ধ হইয়া সাত্যকি যেন হাস্য করিতে করিতেই সমরাঙ্গণে কুরুবংশীয় মহাত্মা ভূরির ধনু ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৭

ধনু ছিন্ন হইলে পর তাঁহার বক্ষঃস্থলে সাত্যকি অতি সত্বরই নয়টি তীক্ষ্ণ বাণ প্রহার করিলেন এবং বলিলেন,—দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥ ৮

বলবান্ শত্রুর আঘাতে অত্যন্ত আহত শত্রুতাপন ভূরি অপর ধনু হাতে লইয়া সাত্যকিকেও বিদ্ধ করিলেন ॥ ৯

প্রজানাথ! তিনটি বাণে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া ভূরি যেন হাস্য করিতে করিতেই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার ধনুও ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ১০

মহারাজ! ধনু ছিন্ন হইয়া যাইলে পর সাত্যকি ক্রোধে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি ভূরির বিশাল বক্ষঃস্থলে একটি অত্যন্ত বেগশালিনী শক্তি প্রহার করিলেন ॥ ১১

এই শক্তির দ্বারা ভূরির সর্বাঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া পড়িল এবং নিজ উত্তম রথ হইতে নীচেতে পতিত হইলেন। ইহাতে মনে হইল—দৈববশে প্রদীপ্ত কিরণবিশিষ্ট সূর্য আকাশ হইতে হইতে পতিত হইয়াছে ॥ ১২

তং তু দৃষ্ট্বা হতং শূরমশ্বত্থামা মহারথঃ।
অভ্যধাবত বেগেন শৈনেয়ং প্রতি সংযুগে ॥ ১৩
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাভাষ্য শৈনেয়ং স নরাধিপ।
অভ্যবর্ষচ্ছরৌঘেণ মেঘঃ শৈলং যথাম্বুদঃ ॥ ১৪
তমাপতন্তং সংরব্ধং শৈনেয়স্য রথং প্রতি।
ঘটোৎকচোঽব্রবীদ্ রাজন্ নাদং মুক্ত্বা মহারথঃ ॥ ১৫
তিষ্ঠ তিষ্ঠ ন মে জীবন্ দ্রোণপুত্র বিমোক্ষ্যসি।
এষ ত্বাং নিহনিষ্যামি মহিষং রণমূর্ধনি যথা ॥ ১৬
যুদ্ধশ্রদ্ধামহং তেঽদ্য বিনেষ্যামি রণাজিরে।
ইত্যুক্ত্বা ক্রোধতাম্রাক্ষো রাক্ষসঃ পরবীরহা ॥ ১৭
দ্রৌণিমভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধো গজেন্দ্রমিব কেসরী।
রথাক্ষমাত্রৈরিষুভিরভ্যবর্ষদ্ ঘটোৎকচঃ ॥ ১৮
বৃষ্টিনাম্বুধরঃ দ্রৌণিঃ ধারাভিরিব তোয়দঃ।
শরবৃষ্টিং তু তাং প্রাপ্তাং শরৈরাশীবিষোপমৈঃ ॥ ১৯
শাতয়ামাস সমরে তরসা দ্রৌণিরুৎসৃজন্।
ততঃ শরশতৈস্তীক্ষ্ণৈর্মর্মভেদিভিরাশুগৈঃ ॥ ২০
সমাচিনোদ্ রাক্ষসেন্দ্রং ঘটোৎকচমরিন্দমম্।
স শরৈরাচিতস্তেন রাক্ষসো রণমূর্ধনি ॥ ২১
বাকাশত মহারাজ স্বাবিচ্ছল্ললতো যথা।
ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো ভৈমসেনিঃ প্রতাপবান্ ॥ ২২
শরৈরবচকর্তোগ্রৈর্দ্রৌণিং বজ্রাশনিপ্রভৈঃ।
ক্ষুরপ্রৈরর্ধচন্দ্রৈশ্চ নারাচৈঃ শিলীমুখৈঃ ॥ ২৩
বরাহকর্ণৈর্নালীকৈর্বিকর্ণৈশ্চাভ্যবীবৃষৎ।
তাং শরবৃষ্টিমতুলাং বজ্রাশনিসমস্বনাম্ ॥ ২৪
পতন্তীমুপরি ক্রুদ্ধো দ্রৌণিরব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ।
সুতুঃসহাং শরৈর্ঘোরৈর্দিব্যাস্ত্রপ্রতিমন্বিতৈঃ ॥ ২৫
বাধমং সুমহাতেজা মহাস্ত্রাণীব মারুতঃ।
ততোঽন্তরিক্ষে বাণানাং সংগ্রামোঽভূত তদাদ্ভুতবৎ ॥ ২৬

বীরবর কৃপিকে মূর্ছাবশে নিহত হইতে দেখিয়া মহারথী অশ্বত্থামা শাত্যকির দিকে তীব্রবেগে ধাবিত হইলেন ॥ ১৩

হে নরাধিপ! তিনি শাত্যকিকে 'দাঁড়াও, দাঁড়াও' এই কথা বলিয়া তাঁহার উপর সেই ভাবে বাণবর্ষণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ মেঘ মেরু-পর্বতের উপর জল বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১৪

অতিশয় ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামাকে শাত্যকির রথের উপর আক্রমণ করিতে দেখিয়া মহারথী ঘটোৎকচ সিংহনাদ করিয়া বলিল ॥ ১৫

দ্রোণপুত্র! দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমার নিকট হইতে তুমি জীবন লইয়া যাইতে পারিবে না। যেরূপ কার্তিকেয় মহিষাসুরকে বধ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমিও তোমাকে বিনাশ করিব ॥ ১৬

আজ সমরাঙ্গণে আমি তোমার যুদ্ধবিষয়ক শ্রদ্ধা দূর করিয়া দিব। এই কথা বলিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করত শত্রুবীরনাশী ক্রুদ্ধ রাক্ষস ঘটোৎকচ অশ্বত্থামার দিকে সেই ভাবে ধাবিত হইল, যেরূপ কোন সিংহ গজরাজের উপর আক্রমণ করিয়া থাকে।

যেরূপ মেঘ পর্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ঘটোৎকচ দ্রৌণি বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামার উপর রথের অক্ষের প্রমাণ মোটা মোটা বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল।

কিন্তু অশ্বত্থামা ঈষৎ হাস্য করিতে করিতেই নিজের উপর পতিত সেই অত্যন্ত দুঃসহ, অক্ষম ও বজ্রপাততুল্য শরবর্ষী শরবর্ষণ নষ্ট করিয়া দিলেন।

মহারাজ! তাহার পর অন্তরিক্ষে যেন বাণসমূহের পরস্পর যুদ্ধ হইতে লাগিল, যাহা সকল যোদ্ধাদের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল।

ঘটোৎকচ নিক্ষিপ্ত বাণবর্ষণকে বিফল করিয়া দিয়া অশ্বত্থামা ভয়ঙ্কর বাণবৃষ্টির দ্বারা নষ্ট করিয়া দিলেন।

তাহার পর বর্ষণশীল বিস্তীর্ণকারী শত শত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তিনি শত্রুদমন রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচকে বিদ্ধ করিলেন।

মহারাজ! অশ্বত্থামা কর্তৃক সেই সব বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া সেই রাক্ষস ঘটোৎকচ কণ্টকসমূহে আকীর্ণ স্বাবিধের (শজারুর) ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

তাহার পর ভীমসেনের প্রতাপশালী পুত্র ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্র ও বিদ্যুতের ন্যায় প্রদীপ্ত বাণসমূহের দ্বারা অশ্বত্থামাকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল এবং তাঁহার ক্ষুরপ্র, অর্দ্ধচন্দ্র, নারাচ, শিলীমুখ, বরাহকর্ণ, নালীক এবং বিকর্ণ প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ চারিদিক দিয়া বর্ষণ করিতে থাকিল।

যেরূপ বায়ু বিশাল মেঘমণ্ডলকেও ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ বাণাগ্নি-নিস্ত্রিংশবিশিষ্ট, মহাতেজস্বী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কুপিত হইয়া দিব্যাস্ত্রসমূহে অভিমন্ত্রিত করত ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা নিজের উপর পতিত সেই অত্যন্ত দুঃসহ, অক্ষম ও বজ্রপাততুল্য শরবর্ষী শরবর্ষণ নষ্ট করিয়া দিলেন।

মহারাজ! তাহার পর অন্তরিক্ষে যেন বাণসমূহের পরস্পর যুদ্ধ হইতে লাগিল, যাহা সকল যোদ্ধাদের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল।

ঘোররূপো মহারাজ যোধানাং হর্ষবর্ধনঃ।
ততোঽস্ত্রসঙ্ঘর্ষকৃতৈর্বিস্ফুলিঙ্গৈঃ সমন্ততঃ ॥ ১৭
বভৌ নিশামুখে ব্যোম খদ্যোতৈরিব সংবৃতম্।
স মার্গণগণৈস্তীক্ষ্ণৈর্দিশঃ প্রচ্ছাদ্য সর্বশঃ ॥ ১৮
প্রিয়ার্থং তব পুত্রাণাং রাক্ষসঃ সমবাকিরৎ।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং দ্রৌণি-রাক্ষসয়োর্মৃধে ॥ ১৯
বিঘাটে রজনীমধ্যে শক্র-প্রহ্লাদয়োরিব।
ততো ঘটোৎকচো বাণৈর্দশভির্দ্রৌণিমাহবে ॥ ২০
জঘানোরসি সংক্রুদ্ধঃ কালজ্বলনসন্নিভৈঃ।
স তৈরভ্যাহতৈর্বিদ্ধো রাক্ষসেন মহাবলঃ ॥ ২১
চচাল সমরে দ্রৌণির্বাতনুন্ন ইব দ্রুমঃ।
স মোহমনুসম্প্রাপ্তো ধ্বজযষ্টিং সমাশ্রিতঃ ॥ ২২
ততো হাহাকৃতং সৈন্যং তব সর্বং জনাধিপ।
হৃতং স্ম ইতি বিরবে সর্বে তাবকাস্তু বিশাম্পতে ॥ ২৩
তং তু দৃষ্ট্বা তথাবস্থমশ্বত্থামামমাহবে।
পাঞ্চালাঃ সৃঞ্জয়াশ্চৈব সিংহনাদং প্রচক্রিরে ॥ ২৪
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞামশ্বত্থামা মহাবলঃ।
ধনুঃ প্রপীড্য বামেন করেণামিত্রকর্শনঃ ॥ ২৫
মুমোচাকর্ণপূর্ণেন দ্রুতং শরশতান্যসৌ।
যমদণ্ডোপমং ঘোরবৃত্রিক্রাস্তু ঘটোৎকচম্ ॥ ২৬
স ভিন্নো হৃদয়ং তস্য রাক্ষসস্য শরোত্তমঃ
বিবেশ বসুধামুগ্রঃ সপুঙ্খঃ পুরিবীপতে ॥ ২৭
সোঽতিবিদ্ধো মহারাজ রথোপস্থ উপাবিশৎ।
রাক্ষসেন্দ্রঃ সুবলবান্ দ্রৌণিনা রণশালিনা ॥ ২৮
দৃষ্ট্বা বিমূঢ়ং হৈড়িম্বং সারথিস্তু রণাজিরাৎ।
দ্রৌণেঃ সকাশাৎ সম্ভ্রান্তস্তূর্ণমন্যত্র বাহয়ৎ ॥ ২৯
তথা তু সমরে বিদ্ধ্বা রাক্ষসেন্দ্রং ঘটোৎকচম্।
ননাদ সুমহানাদং দ্রৌণিপুত্রো মহারথঃ ॥ ৩০
পূজিতস্তব পুত্রৈশ্চ সর্বৈরন্যৈশ্চ ভারত।
সপূর্ণচন্দ্রপ্রতিমো মহাংশ্চ ইব ভাস্করঃ ॥ ৩১

অস্ত্রসকলের পরস্পর সঙ্ঘর্ষে চারিদিকে যে সকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠিতেছিল, তাহাতে আকাশ রাত্রিকালে জোনাকী পোকা-সমূহে পরিবৃত বলিয়া মনে হইতেছিল।

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আপনার পুত্রগণের প্রিয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া তীব্র বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছাদিত করিতে থাকিয়া সেই রাক্ষসকেও আবৃত করিয়া ফেলিলেন।

তদনন্তর গাঢ় অন্ধকারে পূর্ণ অর্দ্ধরাত্রির সময় রণাঙ্গনে ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় অশ্বত্থামা এবং ঘটোৎকচের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

অতঃপর ক্রুদ্ধ ঘটোৎকচ বৃষভস্কন্ধ কালাগ্নিতুল্য তেজস্বী দশটি বাণে অশ্বত্থামার বক্ষঃস্থলে প্রচণ্ড আঘাত করিল।

রাক্ষস ঘটোৎকচ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই মর্মভেদী বাণসমূহে আহত মহাবল অশ্বত্থামা সমরাঙ্গণে প্রবল বায়ুর তাড়নে ঝোড়ো ঘনে বৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। তখন তিনি অত্যন্ত ব্যথায় মুহ্যমান হইয়া ধ্বজদণ্ড ধরিয়া দাঁড়াইলেন ॥ ১৭-২৯

হে জনাধিপ! তাহার পর আপনার সকল সৈন্যের মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উঠিতে লাগিল! প্রজানাথ! আপনার সমস্ত যোদ্ধারা ইহাই মনে করিলেন যে, অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন ॥ ৩০

এদিকে অশ্বত্থামার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়-যোদ্ধারা সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

তখনকার সংক্ষুব্ধ হইয়া মহাবল শত্রুসূদন অশ্বত্থামা হাত দ্বারা ধনু নত করিয়া কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করত তীক্ষ্ণ দ্বারা ঘটোৎকচকে লক্ষ্য করিয়া যমদণ্ডতুল্য তীক্ষ্ণ এবং উত্তম কতকগুলি বাণ দ্রুত নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৫-৩৬

ক্ষুরপ্রে! সেই উত্তম ও তীক্ষ্ণ বাণ রাক্ষস ঘটোৎকচের বক্ষঃস্থলে ভেদ করিয়া পক্ষসহ বসুতলে প্রবেশ করিল ॥ ৩৭

মহারাজ! যুদ্ধে শোভা প্রাপ্ত অশ্বত্থামা কর্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া মহাবল রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ রথের পশ্চাদ্‌ভাগে যাইয়া বসিয়া পড়িল ॥ ৩৮

হিড়িম্বাকুমার ঘটোৎকচকে মূর্চ্ছিত হইতে দেখিয়া তাহার সারথি ত্বরান্বিত হইয়া সত্বর রথ অন্যত্র চালনা করিল ॥ ৩৯

এইরূপে রণভূমিতে রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচকে আহত করিয়া মহারথী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তীব্র স্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

ভরতনন্দন! সেই সময় সমস্ত যোদ্ধাদের এবং আপনার পুত্রগণের দ্বারা পূজিত হইয়া অশ্বত্থামা নিজের শরীরের দ্বারা মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের ন্যায় অত্যন্ত প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ৪১

ভীমসেনং তু সুব্যক্তং তাড়য়ামাস্তরস্বিনম্ প্রতি।
স্বয়ং দুর্যোধনো রাজা প্রত্যবিধ্যদ্ধিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৪২
তং ভীমসেনো দশভিঃ শরৈরবিধ্যদ মার্গিব।
দুর্যোধনোঽপি বিংশত্যা শরাণাং প্রত্যবিধ্যত ॥ ৪৩
তৌ সায়কৈরবচ্ছিন্নাবদৃশ্যেতাং রণাজিরে।
মেঘজালসমাচ্ছন্নৌ নভসীবেন্দু-ভাস্করৌ ॥ ৪৪
অথ দুর্যোধনো রাজা ভীমং বিব্যাধ পত্রিভিঃ।
পঞ্চভির্ভরতশ্রেষ্ঠ তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ৪৫
তস্য ভীমো ধনুশ্ছিত্ত্বা ধ্বজঞ্চ দশভিঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ কৌরবশ্রেষ্ঠং নবত্যা নতপর্বণাম্ ॥ ৪৬
ততো দুর্যোধনঃ ক্রুদ্ধো ধনুরন্যন্মহত্তরম্।
গৃহীত্বা ভরতশ্রেষ্ঠো ভীমসেনং শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৪৭
অপীড়য়দ্ রণমুখে পঞ্চভাঃ সর্বধন্বিনাম্।
তান্ নিহত্য শরান্ ভীমো দুর্যোধনধনুশ্চ্যুতান্ ॥ ৪৮
কৌরবং পঞ্চবিংশত্যা ক্ষুদ্রকাণাং সমার্পয়ৎ।
দুর্যোধনস্তু সংক্রুদ্ধো ভীমসেনস্য মার্গিব ॥ ৪৯
ক্ষুরপ্রেণ ধনুশ্ছিত্ত্বা দশভিঃ প্রত্যবিধ্যত।
অথান্যদ্ ধনুরাদায় ভীমসেনো মহাবলঃ ॥ ৫০
বিব্যাধ নৃপতিং তূর্ণং সপ্তভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ
তস্যাপ্যস্য ধনুঃ ক্ষিপ্রং চিচ্ছেদ লঘুহস্তবৎ ॥ ৫১
দ্বিতীয়ঞ্চ তৃতীয়ঞ্চ চতুর্থং পঞ্চমং তথা।
আত্তমাত্তং মহারাজ ভীমস্য ধনুরাচ্ছিনৎ ॥ ৫২
তব পুত্রো মহারাজ ছিত্তজ্ঞী মন্দোৎকটঃ।
স তথা ছিদ্যমানেষু কার্মুকেষু পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৩
শক্তিং চিক্ষেপ সমরে সর্বপারশ্বধীং শুভাম্।
মৃত্যোরিব স্বসারং হি দীপ্তাং বহ্নিশিখামিব ॥ ৫৪
সীমন্তমিব কুর্বন্তীং নভসোঽহিমমপ্রভাম্।
অপ্রাপ্তামেব তাং শক্তিং ত্রিধা চিচ্ছেদ কৌরবঃ ॥ ৫৫
পপাত সর্বলোকস্য ভীমস্য চ মহাস্বনঃ।
ততো ভীমো মহারাজ গদাং গুর্বীং মহাপ্রভাম্ ॥ ৫৬

দ্রোণাচার্যের রথের দিকে দুষ্করত ভীমসেনকে আসিতে দেখিয়া স্বয়ং রাজা দুর্যোধন তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৪২

মাননীয় কৃপাল! তখন ভীমসেনও দুর্যোধনকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর দুর্যোধনও তাঁহাকে বিশটি বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। ৪৩

যেরূপ কখনও কখনও চন্দ্র এবং সূর্যকেও আকাশে মেঘমণ্ডলের দ্বারা আচ্ছাদিত হইতে দেখা যায়, সেইরূপ সমরাঙ্গণে এই দুই বীরকেও বাণসমূহে আচ্ছন্ন হইতে দেখা যাইল। ৪৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজা দুর্যোধন ভীমসেনকে পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং বলিলেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও। ৪৫

তখন ভীমসেন দশটি বাণ প্রহার করিয়া তাঁহার ধনু ও অশ্ব ছেদন করিলেন এবং আনতপর্বযুক্ত নব্বইটি বাণের দ্বারা কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। ৪৬

তাহাতে ভরতশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া অপর একটি বিশাল ধনু হস্তে গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের দুর্মদভাগে সমস্ত ধনুর্ধর যোদ্ধাদিগের সাক্ষাতেই তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা ভীমসেনকে পীড়িত করিতে লাগিলেন।

দুর্যোধনের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণকে নষ্ট করিয়া দিয়া ভীমসেন সেই কৌরবরাজকে পঁচিশ বাণে আঘাত করিলেন।

আর্য! ইহাতে দুর্যোধন অতিশয় কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং তিনি একটি সুরপ্রধাণে ভীমসেনের ধনু ছেদন করত তাঁহাকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন।

তখন মহাবলী ভীমসেন অপর ধনু হাতে লইয়া অতিক্রুদ্ধ কৌরবরাজকে সাতটি তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন।

দুর্যোধন দ্রুত চক্রচালনকারী নিপুণ যোদ্ধার ন্যায় ভীমসেনের সেই ধনুটিকেও সত্বর ছেদন করিলেন। মহারাজ! ভীমসেনের হাতে ধৃত দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ধনুটিকেও বিদ্ধযোদ্ধাদিত আপনার যশোরক্ত পুত্র দুর্যোধন কাটিয়া দিলেন।

এইভাবে যখন বারংবার ধনু ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল, তখন ভীমসেন সমরাঙ্গণে সম্পূর্ণভাগ লৌহের দ্বারা নির্মিত একটি সুন্দর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, যাহা মৃত্যুর সহোদরা ভগিনীর ন্যায় মনে হইতেছিল এবং যাহা তখন অগ্নিশিখার তুল্য প্রজ্বলিত হইতেছিল। ৪৭-৪৯

আকাশে সীমন্তরেখার ন্যায় রেখা উৎপন্ন করিতে করিতে অগ্নিতুল্য ভয়ঙ্কারা সেই শক্তি নিজের নিকটে আসিবার পূর্বেই সমস্ত যোদ্ধাগণের এবং মহাত্মা ভীমসেনের সাক্ষাতেই তাহাকে তিন খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন।

মহারাজ! তখন ভীমসেন বীর অত্যন্ত তেজস্বিনী ও ভারবহা গদাকে তীব্র বেগে ঘুরাইয়া দুর্যোধনের রথের উপর নিক্ষেপ করিলেন।

চিক্ষেপাবিধ্য বেগেন দুর্যোধনরথং প্রতি।
ততঃ সা সহসা বাহাংস্তব পুত্রস্য সংযুগে ॥ ৫৭
সারথিঞ্চ গদা গুর্বী মমর্দাস্য রথং পুনঃ।
পুত্রস্য তব রাজেন্দ্র ভীমাদ্ ভীতঃ প্রধাবত চ ॥ ৫৮
আরুরোহ রথং চাপ্যং নন্দকস্য মহাত্মনঃ।
ততো ভীমো হতঃ মেতি তব পুত্রং মহারথম্ ॥ ৫৯
সিংহনাদং মহচ্চক্রে তর্জয়ন্ নিশি কৌরবান্।
তাবকাঃ সৈনিকাশ্চাপি মেনিরে নিহতং নৃপম্ ॥
ততোঽভিচুক্রুশুঃ সর্বে তে হা হেতি সমন্ততঃ ॥ ৬০
তেষাং তু নিনদং শ্রুত্বা ত্রস্তানাং সর্বযোধিনাম্।
ভীমসেনস্য নাদঞ্চ শ্রুত্বা রাজন্ মহাত্মনঃ ॥ ৬১
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা হতং মেনে সুযোধনম্।
অভ্যবর্তত বেগেন যত্র পার্থো বৃকোদরঃ ॥ ৬২
পাঞ্চালাঃ কেকয়া মৎস্যাঃ সৃঞ্জয়াশ্চ বিশাম্পতে।
সর্বোদ্যোগেনাভিজগ্মুর্দ্রোণমেব যুযুৎসয়া ॥ ৬৩
তত্রাসীৎ সুমহদ্ যুদ্ধং দ্রোণস্যাথ পরৈঃ সহ।
ঘোরে তমসি মগ্নানাং নিষ্ঠতামিতরেতরম্ ॥ ৬৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে দুর্যোধনাপয়ানে ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৬

যুদ্ধস্থলে সেই ভারী গদা সহসা আপনার পুত্র দুর্যোধনের চারিটি অশ্ব, সারথি এবং রথকে মর্দিত করিয়া ফেলিল।

রাজেন্দ্র! সেই সময় আপনার পুত্র দুর্যোধন ভীমসেনের ভয়ে ভীত হইয়া সত্বরই পলায়ন করত মহাত্মা নন্দকের রথে গিয়া আরোহণ করিয়াছিলেন।

সেই সময় ভীমসেন আপনার মহাপুত্রকে নিহত মনে করিয়া কৌরবদিগের উপর তর্জন-গর্জন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। ৫৫-৬০

রাজন্! এই সময় ভীত হইয়া সমস্ত যোদ্ধাদের আর্তনাদ এবং ভীমসেনের গর্জন শ্রবণ করিয়া দুর্যোধনকে নিহত মনে করত রাজা যুধিষ্ঠির ভীমবেগে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে বৃকোদর ভীমসেন অবস্থান করিতেছিলেন। ৬১-৬২

প্রভানাথ! তাহার পর পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয় ও সৃঞ্জয় যোদ্ধারা যুদ্ধের ইচ্ছায় পূর্ণ উদ্যোগ করত দ্রোণাচার্যের উপর আক্রমণ করিলেন। ৬৩

সেখানে শত্রুগণের সহিত দ্রোণাচার্যের অতিশয় ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইল। তখন সকল যোদ্ধাই ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পরাপরকে অস্ত্রপ্রহার করিতে লাগিলেন। ৬৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্বে রাত্রিযুদ্ধপ্রসঙ্গে দুর্যোধনের পলায়নবিষয়ক ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণেন সহদেবস্য পরাজয়ঃ, শল্যেন শত্রানীকস্য বিনাশঃ, বিরাটস্য পরাভবঃ, অর্জুনেন পরাজিতস্যালম্বুষস্য পলায়নঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

সহদেবমথায়ান্তং দ্রোণপ্রেপ্সুং বিশাম্পতে।
কর্ণো বৈকর্তনো যুদ্ধে বারয়ামাস ভারত ॥ ১
সহদেবস্তু রাধেয়ং বিদ্ধ্বা নবভিরাশুগৈঃ।
পুনর্বিব্যাধ দশভির্বিশিখৈর্নতপর্বভিঃ ॥ ২
তং কর্ণঃ প্রতিবিব্যাধ শতেন নতপর্বণাম্।
সজ্যং চাস্য ধনুঃ শীঘ্রং চিচ্ছেদ ক্ষুরনেমিভিঃ ॥ ৩
ততোঽন্যদ্ ধনুরাদায় মাদ্রীপুত্রঃ প্রতাপবান্।
কর্ণং বিব্যাধ বিংশত্যা তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৪
তস্য কর্ণো হয়ান্ হত্বা শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
সারথিং চাস্য ভল্লেন দ্রুতং নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ৫
বিরথঃ সহদেবস্তু খড়্গং চর্ম সমাদদে।
তমপ্যস্য শরৈঃ কর্ণো ব্যধমৎ প্রহসন্নিব ॥ ৬
অথ গুর্বীং মহাঘোরাং হেমচিত্রাং মহাগদাম্।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো বৈকর্তনরথং প্রতি ॥ ৭
তামাপতন্তীং সহসা সহদেবপ্রচোদিতাম্।
বাইভরচ্ছরৈঃ কর্ণো ভূমৌ চৈনামপাতয়ৎ ॥ ৮
গদাং বিনিহতাং দৃষ্ট্বা সহদেবস্তরান্বিতঃ।
শক্তিং চিক্ষেপ কর্ণায় তামপ্যস্যাচ্ছিনচ্ছরৈঃ ॥ ৯
সসম্ভ্রমং ততঃ কর্ণমবপ্লুত্য রথোত্তমাৎ।
সহদেবো মহারাজ দৃষ্ট্বা কর্ণং ব্যবস্থিতম্ ॥ ১০
রথচক্রং প্রগৃহ্যাজৌ মুমোচাধিরথিং প্রতি।
তদাপতদ্ বৈ সহসা কালচক্রমিবোদ্যতম্ ॥ ১১
শরৈরনেকসাহস্রৈরাচ্ছিনৎ সূতনন্দনঃ।
তস্মিংস্তু নিহতে চক্রে সূতজেন মহাত্মনা ॥ ১২

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[কর্ণের দ্বারা সহদেবের পরাজয়, শল্যকর্তৃক শত্রানীকের বিনাশ, বিরাটের পরাভব, অর্জুনের নিকট হইতে পরাজিত হইয়া অলম্বুষের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দ্রোণাচার্যকে লক্ষ্য করিয়া সহদেবকে আসিতে দেখিয়া যুদ্ধস্থলে সূতপুত্র কর্ণ তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। ১

সহদেব রাধাপুত্র কর্ণকে নব্বই বাণে বিদ্ধ করিয়া আনতপর্বযুক্ত দশটি বাণের দ্বারা পুনরায় বিদ্ধ করিলেন। ২

তখন কর্ণ আনতপর্বযুক্ত এক শত বাণপ্রহার করিলেন এবং দ্রুত রথসঞ্চালনা করিতে সমর্থ বীর যোদ্ধার ন্যায় তিনি সহদেবের তুরগ বহুটিকে সত্বর ছেদন করিয়া দিলেন। ৩

তদনন্তর প্রতাপশালী মাদ্রীনন্দন সহদেব অপর রথে গ্রহণ করত কর্ণকে বিশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ইহা তখন যেন এক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ৪

এই সময় কর্ণ আনতপর্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা অশ্বসমেত নিহত করত একটি তরের প্রহারে তাঁহার সারথিকেও সত্বর যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ৫

রথহীন হইয়া পড়িলে সহদেব হস্তে ঢাল ও তরবারি গ্রহণ করিলেন; কিন্তু কর্ণ যেন হাস্য করিতে করিতেই বাণের দ্বারা তাঁহার সেই তরবারিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন ॥ ৬

তখন সহদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সুবর্ণমালাভূষিত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি বিশাল গদা সূতপুত্র কর্ণের রথের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৭

সহদেবকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই গদাকে সহসা নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া কর্ণ বহুসংখ্যক বাণের দ্বারা তাহাকে খণ্ডিত করিয়া দিলেন এবং ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ৮

নিজের গদাকে অকর্মণ্য হইয়া পতিত হইতে দেখিয়া সহদেব অতিশয় ত্বরাযুক্ত কর্ণের উপর একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু বাণসমূহের দ্বারা এই শক্তিও তিনি ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৯

মহারাজ! তখন সহদেব অতিক্রান্ত নিজের উত্তম রথ হইতে সবেগে লাফাইয়া পড়িলেন এবং যুদ্ধস্থলে অধিরথের পুত্র কর্ণকে সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিয়া রথের একটি চক্র ধারণপূর্বক উহাকে কর্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন।

উদ্যত কালচক্রের ন্যায় সেই রথচক্রকে সহসা নিজের দিকে পতিত হইতে দেখিয়া সূতনন্দন কর্ণ কয়েক হাজার বাণবর্ষণ করিয়া উহাকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

মহাত্মা সূতপুত্র কর্ণের দ্বারা সেই রথচক্র নষ্ট হইয়া যাইলে পর ঈষাদণ্ড, যোক্ত্র, নানাপ্রকার ধ্বজ, হস্তীদিগের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মৃত অশ্ব এবং বহুসংখ্যক মৃত মনুষ্যের শবদেহ কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া সহদেব নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কর্ণ নিজ বাণসমূহের দ্বারা এ সমস্তই নষ্ট করিয়া দিলেন।

ইষ্বাসতক-যোক্ত্রাংশ্চ ধ্বজানি বিবিধানি চ।
হস্ত্যঙ্গানি তথাশ্বাংশ্চ মৃতাংশ্চ পুরুষান্ বহূন্
চিক্ষেপ কর্ণমুদ্দিশ্য কর্ণস্তান্ বাণমচ্ছটৈঃ।
স নিবার্যমাণমাত্মানং আত্মা মাদ্রবতীসুতঃ ১৪

বাণ্যমানস্তু বিশিখৈঃ সহদেবো রথং ত্বরন্
তমভিক্রম্য রাধেয়ো মুহূর্তাদ্ ভরতর্ষভ ॥ ১৫

অব্রবীৎ প্রহসন্ বাক্যং সহদেবং বিশাম্পতে।
যা তে মাত্রা রথেষ্ঠীর বিশিষ্টৈ রথিভিঃ সহ ॥ ১৬

সদৃশৈর্যুধি মাদ্রেয় বচো মে মা বিশঙ্কিথাঃ।
অহৈনং বন্ধুবোঽন্বেন তুদন্ ভূয়োঽব্রবীদ্ বচঃ ॥ ১৭

এষোঽদ্যৈনং রণে তূর্ণং যুধ্যতে কুরুভিঃ সহ।
তত্র পঞ্চত্ব মাদ্রেয় গৃহং বা যদি বাঞ্ছসে ॥ ১৮

এবমুক্ত্বা তু তং কর্ণো রথেন রথিনাং বরঃ।
প্রায়াৎ পাঞ্চাল-পাণ্ডূনাং সৈন্যানি প্রদহন্নিব ॥ ১৯

তাহার পর মাদ্রীনন্দন সহদেব নিজেকে নিজের সমস্ত অস্ত্র হইতে রক্ষিত জানিয়া এবং কর্ণের বাণসমূহে অবরুদ্ধ হইয়া সেই রণভূমি পরিত্যাগ করিলেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রজানাথ! তখনন্তর রাধাপুত্র কর্ণ মুহূর্তকাল সহদেবের পশ্চাদ্ধাবন করত ত্রাস করিতে করিতে এই কথা বলিলেন।

অরে অবীর বালক! তুমি যুদ্ধস্থলে বিশিষ্ট রথিগণের সহিত কখনও যুদ্ধ করিও না। মাদ্রীকুমার! তুমি নিজের তুল্য বীর যোদ্ধাগণের সহিতই যুদ্ধ করিবে। তুমি আমার এই কথার উপর কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করিও না।

তাহার পর বহুল অস্ত্রত্যাগ দ্বারা তাঁহাকে পীড়াদান করিতে করিতে কর্ণ পুনরায় এই কথা বলিলেন,—মাদ্রীপুত্র! এই অর্জুন রণাঙ্গনে কৌরব-যোদ্ধাদের সহিত অভিক্রুদ্ধ যুদ্ধ করিতেছে। তুমি তাহারই নিকট চলিয়া যাও অথবা যদি তোমার মনে হয়, তবে গৃহেই চলিয়া যাও ॥ ১৩-১৮

সহদেবকে এই কথা বলিয়া রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ পাঞ্চাল ও পাণ্ডব-সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে করিতে রথের দ্বারা তাহাদের দিকে সবেগে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

যদিও সহদেব সেই সময় বধযোগ্য অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি প্রবল বীর্যের কথা স্মরণ করিয়া

বধং প্রাপ্তঃ তু মাদ্রেয়ঃ নাবধীৎ সমরেঽরিহা।
কুন্ত্যাঃ স্মৃত্বা বচো রাজন্ সত্যসন্ধো মহাযশাঃ ॥ ২০

সহদেবস্ততো রাজন্ বিমনাঃ শরপীড়িতঃ।
কর্ণবাগ্‌ভয়তপ্তশ্চ জীবিতান্নির্বিবিণ্ণবান্ ॥ ২১

আরুরোহ রথং চাপি পাঞ্চালস্য মহাত্মনঃ।
জনমেজয়স্য সমরে ত্বরাযুক্তো মহারথঃ ॥ ২২

বিরাটঃ সহসেনস্তু দ্রোণং বৈ দ্রুতমাদ্রবৎ।
মদ্ররাজঃ শরৌঘেণ চ্ছাদয়ামাস রশ্মিনম্ ॥ ২৩

তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং সমরে দৃঢ়ধন্বিনোঃ।
যাদৃশং সুরবরে রাজন্ শম্ভু-বাসবয়োঃ পুরা ॥ ২৪

মদ্ররাজো মহারাজ বিরাটং বাহিনীপতিম্।
আজঘ্নে ত্বরিতস্তূর্ণং শতেন নতপর্বণাম্ ॥ ২৫

প্রতিবিব্যাধ তং রাজন্ নবভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
পুনশ্চৈনং ত্রিসপ্তত্যা ভূয়শ্চৈব শতেন তু ॥ ২৬

রণাঙ্গনে শত্রুসূদন, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও মহাযশস্বী কর্ণ তাঁহাকে বধ করিলেন না ॥ ২০

রাজন্! তখনন্তর সহদেব কর্ণের বাণসমূহে পীড়িত এবং তাঁহার বাক্যরূপ-বাণে দগ্ধ ও বিক্ষতচিত্ত হইয়া নিজের জীবনেই বিরক্ত হইয়া যাইলেন ॥ ২১

তখন এই মহারথী বীর সহদেব ত্বরান্বিত হইয়া পাঞ্চাল-রাজকুমার জনমেজয়ের রথের উপরে আরোহণ করিলেন ॥ ২২

দ্রোণাচার্যের উপর সবেগে আক্রমণকারী সৈন্যসহ বহুল রাজা বিরাটকে মদ্ররাজ শল্য নিজ বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৩

রাজন্! তাহার পর সমরাঙ্গণে এই দুই সুদৃঢ় ধনুর্ধর যোদ্ধার মধ্যে সেইরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল, যেরূপ পূর্বকালে ইন্দ্র ও অসুরের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ২৪

মহারাজ! মদ্ররাজ শল্য ত্বরান্বিত হইয়া সেনাপতি রাজা বিরাটকে আনতপর্বযুক্ত এক শত বাণের দ্বারা অভিক্রুদ্ধ আঘাত করিলেন ॥ ২৫

রাজন্! তখন বিরাট মদ্ররাজ শল্যকে প্রথমে নয়, তাহার পর ত্রিসপ্ততি এবং পুনরায় এক শত তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন ॥ ২৬

তস্য মদ্রাধিপো হত্বা চতুরো রথবাজিনঃ।
সূতং চৈবাস্য সমরে শরাভ্যাং সংন্যপাতয়ৎ ॥ ২৭
হতাশ্বাৎ তু রথাৎ তূর্ণমবপ্লুত্য মহারথঃ।
তস্থৌ বিস্ফারয়ংশ্চাপং বিমুঞ্চংশ্চ শিতাঃশরান্ ॥ ২৮
শতানীকস্ততো দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং হতবাহনম্।
রথেনাভ্যপতৎ তূর্ণং সর্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥ ২৯
শতানীকমথায়ান্তং মদ্ররাজো মহামৃধে।
বিংশতৈর্বক্ষসি বিদ্ধ্বা ততো নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ৩০
তস্মিংস্তু নিহতে বীরে বিরাটো রথসত্তমঃ।
আরুরোহ রথং তূর্ণং তমেব ধ্বজমালিনম্ ॥ ৩১
ততো বিস্ফার্য নয়নে ক্রোধাদ্ বিগুণবিক্রমঃ।
মদ্ররাজরথং তূর্ণং ছাদয়ামাস পত্রিভিঃ ॥ ৩২
ততো মদ্রাধিপঃ ক্রুদ্ধঃ শরেণানতপর্বণা।
আজঘানোরসি দৃঢ়ং বিরাটং বাহিনীপতিম্ ॥ ৩৩
সোঽতিবিদ্ধো মহারাজ রথোপস্থ উপাবিশৎ।
কম্পনং চাবিশৎ তীব্রং বিরাটো ভরতর্ষভ ॥ ৩৪
সারথিস্তমপোবাহ সমরে শরবিক্ষতম্।
ততঃ সা মহতী সেনা প্রাদ্রবন্নিশি ভারত ॥ ৩৫
বধ্যমানা শরশতৈঃ শল্যেনাহবশোভিনা।
তাং দৃষ্ট্বা বিদ্রুতাং সেনাং বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ৩৬
প্রযাতৌ তত্র রাজেন্দ্র যত্র শল্যো ব্যবস্থিতঃ।
তৌ তু প্রত্যুদ্যযৌ রাজন্ রাক্ষসেন্দ্রো অলম্বুষঃ ॥ ৩৭
অষ্টচক্রসমাযুক্তমাস্থায় প্রবরং রথম্।
তুরঙ্গমমুখৈর্যুক্তং পিশাচৈর্ঘোরদর্শনৈঃ ॥ ৩৮
লোহিতাগ্রপতাকং তং রক্তমাল্যবিভূষিতম্।
কার্ষ্ণায়সময়ং ঘোরমৃক্ষচর্মসমাবৃতম্ ॥ ৩৯
রৌদ্রেণ চিত্রপক্ষেণ বিবৃতাক্ষেণ কূজতা।
ধ্বজেনোচ্ছ্রিতদণ্ডেন গৃধ্ররাজেন রাজতা ॥ ৪০

তদনন্তর মদ্ররাজ শল্য বিরাটের রথের চারিটি অশ্বকে বিনাশ করিয়া দুইটি বাণে সমরাঙ্গণে সারথি ও ধ্বজ ছেদন করত ক্ষুণ্ণান্বিত করিলেন ॥ ২৭

তখন সেই অশ্বহীন রথ হইতে সত্বর লম্ফ প্রদান করত মহারথী রাজা বিরাট ধনুর টঙ্কার ধ্বনি করিতে করিতে ও তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে ভূমিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ২৮

তাহার পর শতানীক নিজ ভ্রাতা বিরাটকে বাহনহীন দেখিয়া সকলের সাক্ষাতে রথের দ্বারা অতিসত্বর উহার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯

সেই মহাসমরে উপস্থিত শতানীককে বহুসংখ্যক বাণের দ্বারা আহত করত মদ্ররাজ শল্য তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥ ৩০

বীর শতানীক নিহত হইলে পর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিরাট অতিক্রান্ত ধ্বজ-মাল্যে বিভূষিত সেই রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৩১

তৎপরে ক্রোধে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিগুণ আক্রমণপূর্বক বিরাট নিজ বাণসমূহের দ্বারা মদ্ররাজ শল্যের রথকে সত্বর আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ৩২

ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মদ্ররাজ শল্য একটি আনতপর্বযুক্ত বাণের দ্বারা সেনাপতি বিরাটের বক্ষঃস্থলে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ৩৩

মহারাজ! ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজা বিরাট অত্যন্ত আহত হইয়া রথের পশ্চাদ্ভাগের আসনে উপবেশন করিলেন এবং তীব্র মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন ॥ ৩৪

ভরতসত্তম! সমরাঙ্গণে বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত রাজা বিরাটকে তাঁহার সারথি দূরে সরাইয়া লইয়া গেল। তখন সংগ্রামে শোভাশালী শল্যের শত শত বাণে পীড়িত হইয়া সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী রাত্রিকালে পলায়ন করিল ॥

রাজেন্দ্র! সেই সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সেইদিকে গমন করিতে লাগিলেন, যেখানে রাজা শল্য অবস্থান করিতেছিলেন ॥

রাজন্! সেই সময় রাক্ষসরাজ অলম্বুষ* আটটি চক্রযুক্ত শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করিয়া এই দুই জনের সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন ॥

তাঁহার এই রথে অশ্বগণের স্থানে মুখবিশিষ্ট পিশাচেরা যোজিত ছিল। তাহার উপর রক্তবর্ণের অগ্রপতাকা উড়িতে ছিল। এই ভয়ঙ্কর রথকে রক্তবর্ণের পুষ্পসমূহের দ্বারা সাজান হইয়াছিল এবং ইহা কৃষ্ণবর্ণের লৌহের দ্বারা নির্মিত ছিল; আর ইহার উপরে বরাহের চর্ম আবৃত ছিল ॥ ৩৫-৩৯

* জটাসুরপুত্র অন্য অলম্বুষ।

স বভৌ রাক্ষসো রাজন্ ভিন্নাঞ্জনচয়োপমঃ।
রুরোধার্জুনমায়ান্তং প্রভঞ্জনমিবাদ্রিরাট্ ॥ ৩১
কিরন্ বাণগণান্ রাজন্ শতশোঽর্জুনমূর্ধনি।
অতিতীব্রং মহদ্ যুদ্ধং নর-রাক্ষসয়োস্তদা ॥ ৩২
দ্রষ্টৃণাং প্রীতিজননং সর্বেষাং তত্র ভারত।
গৃধ্র-কাক-বলোলূককঙ্ক-গোমায়ুহর্ষদম্ ॥ ৩৩
তমর্জুনঃ শতেনৈব পত্রিণাং সমতাড়য়ৎ।
নবভিশ্চ শিতৈর্বাণৈর্ধ্বজং চিচ্ছেদ ভারত ॥ ৩৪
সারথিঞ্চ ত্রিভির্বাণৈস্ত্রিভিরেব ত্রিবেণুকম্।
ধনুরেকেন চিচ্ছেদ চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্ ॥ ৩৫
পুনঃ সজ্যং কৃতং চাপং তদপাস্য দ্বিধাচ্ছিনৎ।
বিধনস্যোদ্যতং খড়্গং শরেণাস্য দ্বিধাকরোৎ ॥ ৩৬

অথৈনং নিশিতৈর্বাণৈশ্চতুর্ভিরতরর্ষভ।
পার্শ্বেঽবিধ্যদ্ রাক্ষসেন্দ্রং স বিদ্ধঃ প্রাদ্রবদ্ ভয়াৎ ॥ ৩৭
তং বিজিত্যার্জুনস্তূর্ণং দ্রোণানীকমুপাদ্রবৎ।
কিরন্ শরগণান্ রাজন্ নর-বারণ-বাজিষু ॥ ৩৮
বধ্যমানা মহারাজ পাণ্ডবেন যশস্বিনা।
সৈনিকা দ্রুপদস্যাগ্র্যাং বাহিনীং তাং তদ্রুমাঃ।
তেষু ত্রাসমানেষু ফাল্গুনেন মহাত্মনা।
সম্প্রাদ্রবন্ত [illegible] সর্বং পুত্রাণাং তে বিশাম্পতে ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি ঘটোৎকচ-বধপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে অলম্বুষ-পরাভবে সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৭

ইহার ধ্বজের উপর বিচিত্র পক্ষ ও বিস্তৃত নেত্রযুক্ত ভয়ঙ্কর গৃধ্ররাজ নিয়ত রব করিতেছিল। এই গৃধ্ররাজশোভিত উচ্চ ধ্বজ-সমন্বিত কাঞ্চিমান্ রথের দ্বারা ছিন্ন কজ্জলরাশিতুল্য সেই রাক্ষস অলম্বুষ অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল।

রাজন্! অর্জুনের মস্তকের উপর শত শত বাণবর্ষণ করিতে করিতে সেই রাক্ষস অলম্বুষ নিজের দিকে আগমনরত অর্জুনকে সেইভাবে রুদ্ধ করিয়া ফেলিল, যেরূপ গিরিরাজ হিমালয় প্রচণ্ড বায়ুকে রুদ্ধ করিয়া থাকে।

ভারত! সেই সময় সেখানে মনুষ্য এবং রাক্ষসের মধ্যে অতিশয় তীব্র মহাসংগ্রাম হইতে লাগিল, যে যুদ্ধ সমস্ত দর্শক-গণকেই আনন্দদান করিতেছিল এবং গৃধ্র, কাক, বক, উলূক, কঙ্ক এবং গোমায়ুদলকের হর্ষবর্ধক হইয়াছিল ॥ ৩০-৩৩

ভারত! এই যুদ্ধে অর্জুন এক শত বাণে সেই রাক্ষসকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন এবং নয়টি তীক্ষ্ণ বাণে তাহার ধ্বজও ছেদন করিলেন ॥ ৩৪

পুনরায় তিন বাণে তাহার সারথিকে, তিন বাণে রথের ত্রিবেণুকে, এক বাণে তাহার ধনুটিকে এবং চার বাণে তাহার চারিটি অশ্বকে সংহার করিলেন ॥ ৩৫

যখন এই রাক্ষস পুনরায় অপর ধনুর উপর গুণ আরোপ করিল তখন অর্জুন সেই ধনুটিকেও দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিলেন। রথহীন হইয়া পড়িলে যখন সেই রাক্ষস খড়্গ উত্তোলিত করিল, তখন অর্জুন একটি বাণপ্রহার করিয়া উহাকেও দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর কুন্তীকুমার অর্জুন চারিটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা সেই রাক্ষসকে বিদ্ধ করিলেন। বাণবিদ্ধ রাক্ষস অলম্বুষ তখন ভীত হইয়া পলায়ন করিল ॥ ৩৭

রাজন্! ইহাকে পরাজিত করিয়া অর্জুন মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বগণের উপর বাণবর্ষণ করিতে করিতে অতিদ্রুত দ্রোণা-চার্যের নিকট চলিয়া যাইলেন ॥ ৩৮

মহারাজ! এই মহাবলশালী পাণ্ডুকুমার অর্জুনকর্তৃক আঘাত-প্রাপ্ত হইয়া আপনার সৈন্যগণ প্রবল বায়ু কর্তৃক উৎপাটিত বৃক্ষ-সমূহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৩৯

প্রজানাথ! যখন এইরূপ মহাত্মা অর্জুনকর্তৃক ইহাদের বিনাশ হইতে লাগিল, তখন আপনার পুত্রগণের সকল সৈন্যরাই পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত ঘটোৎকচবধপর্বে রাত্রিযুদ্ধপর্বে অলম্বুষের পরা-ভববিষয়ক সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নকুলপুত্র-শতানীকেন চিত্রসেনস্য, বৃষসেনেন চ ক্রথপক্ষস্য পরাজয়ঃ, প্রতিবিন্ধ্য-দুঃশাসনয়োর্যুদ্ধঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

শতানীকঃ শরৈস্তূর্ণং নিহত্য চমূং তব।
চিত্রসেনস্য সুতো বারয়ামাস ভারত॥ ১

নাকুলিশ্চিত্রসেনং তু বিদ্ধ্বা পঞ্চভিরাশুগৈঃ
স তু তং প্রতিবিব্যাধ দশভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ২

চিত্রসেনো মহারাজ শতানীকং পুনর্যুধি।
নবভির্নিশিতৈর্বাণৈরাজঘান স্তনান্তরে॥ ৩

নাকুলিস্তস্য বিশিখৈর্বর্ম সপ্তরথর্ষভঃ।
পাত্রাৎ সাচ্যাবয়ামাস তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥ ৪

সোঽপেতবর্মা পুত্রস্তে বিররাজ নৃপ।
উৎসৃজ্য কালে রাজেন্দ্র নির্মোকমিব পন্নগঃ॥ ৫

ততোঽস্য নিশিতৈর্বাণৈর্ধ্বজং চিচ্ছেদ নাকুলিঃ।
ধনুশ্চৈব মহারাজ যতমানস্য সংযুগে॥ ৬

সচ্ছিত্রধ্বজ সমরে বিবর্মা চ মহারথঃ।
ধনুরন্যন্মহারাজ জগ্রাহারিবিদারণম্॥ ৭

ততস্তূর্ণং চিত্রসেনো নাকুলিং নবভিঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ সমরে ক্রুদ্ধো ভরতানাং মহারথঃ॥ ৮

শতানীকোঽথ সংক্রুদ্ধশ্চিত্রসেনস্য মারিষ।
জঘান চতুরো বাহান্ সারথিঞ্চ নরোত্তমঃ॥ ৯

অবপ্লুতো রথাৎ তস্মাচ্চিত্রসেনো মহারথঃ।
নাকুলিং পঞ্চবিংশত্যা শরাণামাহনদ্ বলী॥ ১০

তস্য তৎ কুর্বতঃ কর্ম নকুলস্য সুতো রণে।
অর্ধচন্দ্রেণ চিচ্ছেদ চাপং বহুবিভূষিতম্॥ ১১

ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
আরুরোহ রথং তূর্ণং হার্দিক্যস্য মহাত্মনঃ॥ ১২

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

[নকুলপুত্র শতানীককর্তৃক চিত্রসেন এবং বৃষসেনকর্তৃক ক্রথপক্ষের পরাজয় ও প্রতিবিন্ধ্য এবং দুঃশাসনের যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত! অন্যদিকে নকুলপুত্র শতানীক নিজ শরাগ্নির দ্বারা আপনার সৈন্যদিগকে ভস্মীকৃত করিতে করিতে আগমন করিতেছিলেন। তাঁহাকে আপনার পুত্র চিত্রসেন নিবারণ করিলেন॥ ১

শতানীক চিত্রসেনকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর চিত্রসেনও দশটি তীক্ষ্ণ বাণ প্রহার করিয়া তাঁহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন॥ ২

মহারাজ! চিত্রসেন যুদ্ধস্থলে পুনরায় নয়টি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা শতানীকের বক্ষঃস্থলে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন॥ ৩

তখন নকুলপুত্র শতানীক আনতপর্বযুক্ত বহু বাণ প্রহারে চিত্রসেনের শরীর হইতে তাঁহার কবচ বিদীর্ণ করত তৎক্ষণাৎ ছিন্ন করিলেন। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত কার্য বলিয়াই সকলে মনে করিতে লাগিল॥ ৪

হে নৃপ! হে রাজেন্দ্র! কবচ ছিন্ন হওয়ায় আপনার পুত্র চিত্রসেন যখনসময়ে খোলস হইতে উন্মুক্ত সর্পের ন্যায় অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৫

মহারাজ! তদনন্তর নকুলপুত্র শতানীক যুদ্ধস্থলে অসংখ্যের মধ্য হইতে চিত্রসেনের ধ্বজ ও বহু তীক্ষ্ণ বাণে ছেদন করিলেন॥ ৬

ধ্বজ ও কবচ ছিন্ন হইয়া যাইলে পর মহারথী চিত্রসেন অপর একটি ধনু হাতে লইলেন, যাহা শত্রুদিগকে বিদারণ করিতে সমর্থ ছিল॥ ৭

সেই সময় রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ হইয়া ভরতকুলের মহারথী বীর চিত্রসেন নকুলপুত্র শতানীককে নয়টি বাণে আহত করিলেন॥ ৮

মাননীয় নরেন্দ্র! তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নরশ্রেষ্ঠ শতানীক চিত্রসেনের চারিটি অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ করিলেন॥ ৯

তখন বলবান্ মহারথী চিত্রসেন সেই রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া নকুলপুত্র শতানীককে পঁচিশ বাণ প্রহার করিলেন॥ ১০

ইহা দেখিয়া সোজনে নকুলনন্দন শতানীক পূর্বোক্ত কর্মকারী চিত্রসেনের বহুবিভূষিত ধনুটিকে একটি অর্ধচন্দ্রাকার বাণে ছেদন করিলেন॥ ১১

এই সময় চিত্রসেনের ধনু ছিন্ন ও সারথি নিহত হইয়াছে এবং নিজেও রথহীন হইয়া পড়িয়াছেন। তখন চিত্রসেন ত্বরিত পলায়নপূর্বক মহাত্মা কৃতবর্মার রথে গিয়া আরোহণ করিলেন॥ ১২

বাইরে পরম নারায়ণ অবস্থিত, নারায়ণ জ্যোতির্ময়, সহস্রশীর্ষ, পরমপদ, নারায়ণ সমস্ত বেদান্তগোচর শান্ত : শিব। সৃষ্টি-স্থিত-সংহার-তিরোধান ও অনুগ্রহ এই পঞ্চকর্মের কর্তা অনাময় নারায়ণ। 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই অষ্টাক্ষর মন্ত্ররাজ, শিব নারায়ণ, শুক্র নারায়ণ, দিক্ নারায়ণ, ঊর্দ্ধ নারায়ণ, অধঃ নারায়ণ, নারায়ণ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' নারায়ণ হ'তে অণ্ডজ-স্বেদজ-উদ্ভিজ্জ-জরায়ুজ-মনসিজ প্রভৃতি সমস্ত মহাভূত প্রজাত হয়। (১) অণ্ডজ সমস্ত পক্ষীরূপ, স্বেদজ কৃমি কীটাদি, উদ্ভিজ্জ তরু গুল্ম লতাদি, জরায়ুজ নর পশু মৃগাদি, মনসিজ নারদাদি ঋষিসকল উৎপন্ন হন। নারায়ণ স্থাবর জঙ্গমাত্মক, অষ্টবসু নারায়ণ, একাদশ রুদ্র নারায়ণ, নারায়ণ দ্বাদশ আদিত্য, সমস্ত দেবতা ঋষি, মুনি, সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ পিশাচ সকলই নারায়ণ—এই সমুদয়ই নারায়ণ, লক্ষ্মী মূল প্রকৃতি, একমাত্র বস্তু পরব্রহ্ম সনাতন নারায়ণ, জ্যোতির্ময় সাক্ষাৎ নারায়ণ পরব্রহ্ম ব'লে কথিত হন। তিনি সচ্চিদানন্দময়, সুবর্ণে কটকাদির ন্যায় এক মাত্র নারায়ণেরই নানাবিধ রূপ ; ব্রহ্মা বলেন—ভূঃ নারায়ণ, স্বঃ নারায়ণ মহঃ নারায়ণ, জনঃ নারায়ণ, তপঃ নারায়ণ, সত্য নারায়ণ। নারায়ণ পরব্রহ্ম ; নারায়ণই দৃষ্টাদৃষ্ট নিখিল বস্তু, নারায়ণ ভিন্ন জগতে কিছু নাই 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' নারায়ণ। দিক্ দেশকালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরম মহান্ ব্রহ্ম, তাঁ হতে আকাশ সম্ভূত হ'য়েছে, আকাশ হ'তে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি হ'তে জল, জল থেকে পৃথিবী, পৃথিবী হ'তে ওষধিসমূহ, সে সকল হ'তে অন্ন, অন্ন হ'তে পুরুষ, পুরুষ, নারায়ণ সমস্ত পুরুষ পরব্রহ্ম, নারায়ণ সকল ভূতের অন্তর্যামী আত্মা, আত্মা এই সমস্ত নারায়ণ, নারায়ণ স্বয়ং জ্যোতি।

(১) নারায়ণ পূর্বতাপিনী উপনিষৎ।

তা হ'তে প্রকাশাত্মা সেই নারায়ণ বিরাট্ পুরুষ, দেবগণের মধ্যে তিনি বাসব, ইন্দ্রিয়নিচয়ের মধ্যে মন, সমস্ত বস্তুর মুখ্যবস্তু নারায়ণ, এইরূপে আমার পরমজ্ঞান ব্রহ্মা সনৎকুমারকে উপদেশ করেন, উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই সমস্ত—এই হ'ল পরম জ্ঞান, এই জ্ঞান লাভ জীব যতদিন না ক'রতে পারে, ততদিন যাতায়াত ক'রতে থাকে। আমার ধর্ম্মে যখন মানুষ একান্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হ'য়ে ধর্ম্ম-পরায়ণ হয়, তখন সে প্রকৃত পথ পায়, আমার ধর্ম্মের হানি হলে, ধর্ম্ম সংস্থাপিত কর্‌বার জন্য আমি আবির্ভূত হই।

—:•:—

4 JUL 1972

রামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।১, পি.ডব্লিউ. ডি. রোড কলিকাতা—৩৫ ইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।